রামায়ণ । রামায়ণ । রামায়ণ । রামায়ণ । রামায়ণ । রামায়ণ ।

রা মা য় ণ

রামায়ণ । রামায়ণ । রামায়ণ । রামায়ণ । রামায়ণ । রামায়ণ ।

কৃত্তিবাস
পণ্ডিত
বিরচিত

সম্পাদনা
ও ভূমিকা
সুখময়
মুখোপাধ্যায়



ভারবি । ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট । কলকাতা-৭০০০৭৩

রামায়ণ । কৃত্তিবাস -বিরচিত

নাথানিয়েল হ্যালহেড সাহেবের সংগৃহীত প্রাচীনতম সম্পূর্ণ আকর পুঁথি ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য প্রাচীন পুঁথি অবলম্বনে

ভারবি-দ্বারা প্রথম প্রকাশিত : পৌষ ১৩৮৭, ডিসেম্বর ১৯৮০
ভারবি দ্বিতীয় সংস্করণ : ভাদ্র ১৩৮৮, অগস্ট ১৯৮১
ভারবি তৃতীয় সংস্করণ : অগ্রহায়ণ ১৪০৪, নভেম্বর ১৯৯৭

প্রচ্ছদ : রবি বর্মা

চিত্র-অলংকরণ : রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশক : গোপীমোহন সিংহরায় । ভারবি । ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলিকাতা-৭৩। মুদ্রক : বি. পি. স্টুডিয়ো। ৩৫বি নির্মল চন্দ্র স্ট্রিট। কলকাতা ১৩

প্রকাশকের নিবেদন

গত শতাব্দীর শেষ দিক থেকে আমাদের আদ্য ও সর্বজনপ্রিয় কবি কৃত্তিবাস পণ্ডিতের রামায়ণ কাব্যখানিকে নানাহস্তাবলোপ মুক্ত করে যথাযথ রূপে প্রতিষ্ঠা করবার একটা আকাঙক্ষা দেখা দিয়েছিল, কবির আত্মকাহিনী সন্ধান হওয়ার এবং তার অকৃত্রিমতায় নিঃসংশয় হওয়ার পর কৃত্তিবাসের সময় সমাধানেরও নানা প্রচেষ্টা হয়েছে। প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রমুখ পণ্ডিতেরা গত প্রায়-নবতিবর্ষ ধরে এই উভয়ার্থ যে গবেষণা-সংস্করণ সাধন করেছেন তার গুরুত্ব অবিস্মরণীয়। তৎসত্ত্বেও পরিষৎ বা ভট্টশালীর উদ্যম যে অখণ্ডিত হয়ে উঠতে পারে নি সে নিতান্ত দুঃখের কথা, তার ফলে আজও অবধি বটতলা-পাঠের অন্যথা পড়তে পাওয়ার সুযোগ কম,' বিদগ্ধ পণ্ডিতের স্বাক্ষরযুক্ত যে সব প্রচলিত মুদ্রণ বহুল ও অনিবার্যত ব্যবহার করতে হয় তার কোনো কোনো ভূমিকাংশের বিবরণ মাত্র অনুধাবন করবার। এই দেখে কৃত্তিবাসী রামায়ণের একখানি প্রামাণ্য পুস্তক প্রস্তুত করবার ইচ্ছা আমরা দীর্ঘ দিন যাবৎ পোষণ করে এসেছি, যাতে প্রায়-শতবর্ষের শ্রম-সন্ধানের পরিণাম সংকলিত হয়ে উঠতে পারে এবং তদনুযায়ী কয়েক বৎসর পূর্বে শ্রী সুখময় মুখোপাধ্যায়কে এই দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়। সুখময়বাবু বহুকালাবধি কৃত্তিবাস বিষয়ে তথ্যাগ্রহ করে আসছেন। কবির জীবৎকাল সম্বন্ধীয় তাঁর সিদ্ধান্তসমূহ ঐতিহাসিকগণ মূল্যবান বিবেচনা করেছেন। কৃত্তিবাসের রচনাবিষয়েও তাঁর অবধান কম নয়। এই গ্রন্থ সম্পাদন করতে গিয়ে অত্রত্য প্রাপ্তব্য যাবতীয় ব্যবহৃত-অব্যবহৃত পুঁথি ছাড়াও ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিশ্রুত কর্মী হ্যালহেড সাহেবের সংগ্রহ একখানি রামায়ণ পুঁথি ব্রিটিশ লাইব্রেরির সংগ্রহালয় থেকে নকল (মাইক্রোফিল্‌ম্‌) করিয়ে এনে পাঠ-নির্ণয়ের সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে। পুরাতনতম ব্যাকরণলক্ষণাদি থাকার ফলে হ্যালহেডের পুঁথিখানিকে মূল পুঁথি এবং অপরাপর পুঁথিকে আনুষঙ্গিক বা পূরণ-স্থলে তুলনীয় বিবেচনা করা হয়েছে। গ্রন্থভূমিকায় সম্পাদনপ্রণালীর পরিচায়িকা-পরিচ্ছেদে আখ্যান-প্রসঙ্গের গ্রহণবর্জনেরও যুক্তি লিখেছেন। কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কাব্যখানি তাবৎ সময়-পর্যায়ের প্রীতিসম্ভোগের আশয় হয়ে পুরুষে পুরুষে পর্ণমোচন করার ফলে বহুজননান্তর তার সেই সদ্য-রচনাবন্ধ খুঁজে পাওয়া এখন আর বড় সহজ নয়। তথাপি সম্পাদক মহাশয় এই যে আশা ব্যক্ত করেছেন, 'আমাদের অবলম্বিত পন্থা দ্বারা কৃত্তিবাসী রামায়ণের মূল পাঠের কাছাকাছি পৌঁছোনো গিয়েছে বলে আমরা বিশ্বাস করি'— এই নেপথ্য-কর্মকাণ্ডের প্রত্যয় নিশ্চিতভাবেই অনুমান হয়। কৃত্তিবাস-অনুরাগী সুবিজ্ঞ পাঠকের অনুকম্পা লাভ করলে এত বড় বৃহৎ প্রকাশনার আয়োজক হিসাবে আমরা কৃতার্থ বোধ করব। ইতি ২৫ ডিসেম্বর ১৯৮০।

গোপীমোহন সিংহরায়

সূচিপত্র

অ র ণ্য কা ণ্ড ৬৩-১০৩

কি ষ্কি ন্ধ্যা কা ণ্ড ১০৪-১৩১

ল ঙ্কা কা ণ্ড ১৭৪-৩১৮

উ ত্ত র কা ণ্ড

চিত্রসূচি

ভূমিকা

কৃত্তিবাস ও তাঁর রামায়ণ ॥ কৃত্তিবাস বাঙালির প্রিয়তম কবি। তাঁর রামায়ণ বাঙালির জাতীয় কাব্য। জাতীয় কাব্য একাধিক অর্থে। প্রথমত, সমগ্র জাতিই এই কাব্যকে বরণ করেছে , কোটিপতির প্রাসাদ থেকে দীনদরিদ্রের পর্ণ-কুটির— দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত এই কাব্যের সমান জনপ্রিয়তা। দ্বিতীয়ত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ বর্তমানে যে রূপ লাভ করেছে, তা আর ব্যক্তিবিশেষের রচনা নেই, তার উপরে সমগ্র জাতির হাতের ছাপ পড়েছে। তৃতীয়ত, কৃত্তিবাসের রামায়ণের চরিত্রগুলি ও তাদের জীবন-যাত্রা অবিকল বাঙালির চরিত্র ও জীবনযাত্রার ছাঁচে ঢালা। চতুর্থত, কৃত্তিবাসী রামায়ণে বাঙালীর জাতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরের স্বাক্ষর রয়েছে। রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত রাক্ষসদের রামভক্তি প্রদর্শনের বর্ণনা প্রক্ষেপ করায় বৈষ্ণবপ্রাধান্যের স্তরের স্বাক্ষর ; আবার শাক্তেরা যে স্তরে প্রাধান্য লাভ করেছিল, তার স্বাক্ষর রয়েছে রামচন্দ্রের শক্তিপূজা করার বর্ণনার মধ্যে। সম্প্রতি একটি পুঁথিতে ধর্মঠাকুরের উপাসকদের হাতের ছাপ দেখেছি ; সেখানে নিরঞ্জন অর্থাৎ ধর্মঠাকুরকে দেখার জন্য হনুমানের শূন্যলোকে গমন বর্ণিত হয়েছে।

এই কাব্যটির প্রচার বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে আধুনিক কালে—এদেশে মুদ্রণ-ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার পরে। কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন থেকে। তারপর বহুবার এই রামায়ণ মুদ্রিত হয়েছে। জনসাধারণের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচারিত ছিল বটতলা থেকে প্রকাশিত সংস্করণগুলি। এগুলি শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত ও জয়গোপাল তর্কালঙ্কার-সংশোধিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ দ্বিতীয় সংস্করণের সঙ্গে মোটামুটিভাবে অভিন্ন হলেও তার সঙ্গে এদের অল্পস্বল্প পার্থক্য রয়েছে।

অতি আধুনিক কালে গবেষকদের মনে প্রশ্ন জেগেছে, এই মুদ্রিত রামায়ণগুলির সঙ্গে কৃত্তিবাসের মূল রচনার সম্পর্ক কতটুকু? কৃত্তিবাস পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি—আর এই রামায়ণগুলির ভাষা নিতান্তই আধুনিক। সুতরাং যতদূর মনে হয়, কৃত্তিবাসের মূল রামায়ণ তার অত্যধিক প্রচারের ফলে অনেকখানিই বিশুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে এবং তার মধ্যে প্রবেশ করেছে অন্যান্য কবিদের, গায়নদের ও লিপিকরদের রচনা। সেই প্রক্ষিপ্ত রচনাপুঞ্জে ভরা ভেজাল রামায়ণই আজ 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ'-তকমা এঁটে জনসাধারণের দরবারে উপস্থিত হয়েছে।

সেই সঙ্গে গবেষকদের মনে হয়েছে, প্রাচীন পুঁথি অবলম্বনে কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ করা কি সম্ভব নয়? দু-জন গবেষক এই দুঃসাধ্য কার্য সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন— একজন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, অপরজন নলিনীকান্ত ভট্টশালী।

এ ছাড়াও দীনেশচন্দ্র সেন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়[১] প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নাম সম্পাদক হিসাবে ধারণ করে বিভিন্ন 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলি আসলে বটতলার সংস্করণগুলিরই মাজা-ঘষা রূপ। মাজা-ঘষার কাজ সম্পাদকেরাই স্বেচ্ছামত করেছেন। তার ফলে সংস্করণগুলির প্রামাণিকতা না বেড়ে বরং আরও কমেছে।

কলকাতার বিখ্যাত পুস্তক-প্রকাশন প্রতিষ্ঠান 'ভারবি'র অনুরোধে সম্প্রতি আমি এই কাজে হাত দিয়েছি। বর্তমান গ্রন্থ সেই চেষ্টারই ফল। কীভাবে আমি এই গ্রন্থ সম্পাদন করেছি, তার বিবরণ যথাস্থানে দেব। কিন্তু তার আগে মহাকবি কৃত্তিবাসের ব্যক্তিপরিচয় ও আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকার।

কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী ॥ যে সমস্ত সূত্রে কৃত্তিবাস সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যায়, তার মধ্যে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভরযোগ্য সূত্র তাঁর আত্মকাহিনী। আজ অবধি দুটি পুঁথিতে এই আত্মকাহিনীটি সম্পূর্ণ আকারে পাওয়া গেছে :

১) বদনগঞ্জের হারাধন দত্তের পুঁথি। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'-এর প্রথম সংস্করণে (পৃ. ৬৭-৭১) এই পুঁথির আত্মকাহিনী অংশটি সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন। পুথিটি এখন আর পাওয়া যায় না। এর লিপিকাল অজ্ঞাত।[৩]

২) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-কর্তৃক সংগৃহীত একটি ত্রিপত্র অসম্পূর্ণ পুঁথি। এই ত্রিপত্র অসম্পূর্ণ পুঁথিটি আসলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একটি আদিকাণ্ডের পুঁথির নিরুদ্দিষ্ট প্রথম তিনটি

---

[১] অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী ও ড. নরেশচন্দ্র জানার সম্পাদনায় কৃত্তিবাসী রামায়ণ 'উত্তরাকাণ্ড'র যে সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, তার ভূমিকায় জনার্দনবাবু হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বইটিকে 'সাহিত্যরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদিত' বলেছেন। কিন্তু সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ বইয়ের সম্পাদক নন, তিনি এর ভূমিকা লিখেছেন মাত্র।

[২] এর কিছু দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। আদিকাণ্ডের দশরথ-সংক্রান্ত একটি উক্তি 'তিনশত বৎসর রাজা বিভা নাহি করে'। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁর সম্পাদিত সংস্করণে 'তিনশত'কে কেটে করেছেন 'ত্রিংশৎ'। কিন্তু 'তিনশত' পাঠ সে যুগের বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে ঠিক, কারণ তখন সকলেই জানত (কৃত্তিবাসও লিখেছেন) যে দশরথ কয়েক হাজার বছর বেঁচেছিলেন। সুতরাং মাত্র তিনশত বৎসর তাঁর অবিবাহিত থাকা এমন আর কী ব্যাপার!

[৩] হারাধন দত্ত বলেছিলেন, এই পুঁথির লিপিকাল ১৪২৩ শকাব্দ (১৫০১-০২ খ্রিস্টাব্দ)। কিন্তু মুদ্রিত আত্মকাহিনীর ভাষায় প্রাচীনতা না থাকাতে পুঁথির প্রাচীনতায় বিশ্বাস করা যায় না। হারাধন দত্তের মৃত্যুর অনেকদিন পরে আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়ের পক্ষ থেকে একজন লোক তাঁর বাড়িতে গিয়ে ঐ পুঁথির নকল দেখে আসেন, তাতেও লিপিকাল ১৪২৩ শকাব্দ লেখা ছিল (সা. প. প. ১৩১৮, পৃ. ২৩ দ্রষ্টব্য।) আমাদের মনে হয়, পুঁথিটির প্রকৃত লিপিকাল ১৭২৩ শকাব্দ, হারাধন দত্ত '৭'-কে '৪' পড়েছিলেন।

পাতা।[৪] ড° নলিনীকান্ত ভট্টশালী ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের ভারতবর্ষে (পৃ.৫৪৭-৫৫৬) এই পুঁথির আত্মকাহিনী অংশের নকল ও আলোকচিত্র প্রকাশ করেন।[৫] এই পুঁথিটির লিপিকাল ১২৪০ বঙ্গাব্দের ২৮শে কার্তিক। এটিও বদনগঞ্জের পুঁথি ; কারণ এর পুষ্পিকায় লেখা আছে— 'পঠনার্থে' শ্রীরঘুনাথ ভগত সাং বদনগঞ্জ পরগণে জাহানাবাদ।'

ড° নলিনীকান্ত ভট্টশালী মনে করেছিলেন, দুটি পুঁথি অভিন্ন—অর্থাৎ, বদনগঞ্জের হারাধন দত্তের নিরুদ্দিষ্ট পুঁথিটিরই এক অংশ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষতে এবং আর-এক অংশ তাঁর হাতে এসে পড়েছে। কিন্তু এই দুই পুঁথি যে সম্পূর্ণ আলাদা, তার তিনটি অকাট্য প্রমাণ আছে। সেগুলি এই :

১) দুটি পুঁথির পাঠের চরণ-সংখ্যা এক নয় ; হারাধন দত্তের পুঁথির পাঠে ১৫২ এবং ড° ভট্টশালী-আবিষ্কৃত পুঁথির পাঠে ১৮২-টি চরণ আছে। এর মধ্যে মাত্র ৫০-টি চরণে হুবহু মিল আছে, বাকি অংশগুলিতে কিছু-না-কিছু পার্থক্য আছে এবং কতকগুলি পার্থক্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

২) হারাধন দত্তের পুঁথি থেকে গৃহীত আত্মকাহিনীর একটি চরণ এই : 'আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস'। এখানে 'পূর্ণ'-শব্দের প্রয়োগের কোন সঙ্গত অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। সুতরাং সহজেই বোঝা যায় যে, বাংলা পুঁথিতে লিপিকরেরা প্রায়ই অহেতুক যে 'রেফ'-এর মত টান দিয়ে দিত ; সেই রকম একটি টানই পুঁথিতে ছিল এবং মূল পাঠ ছিল 'পুণ্য'। কিন্তু ড° ভট্টশালীর পুঁথিতে 'পুণ্য'-শব্দটি স্পষ্টভাবেই লেখা আছে, তা পুঁথির ফটো দেখলেই বোঝা যাবে। তাতে 'ণ্য'-এর মাথায় 'রেফ্'-জাতীয় টানের চিহ্নমাত্র নেই।

৩) হারাধন দত্তের পুঁথির দুটি ছত্র এই :

ক) পুহাইতে আছে যখন দণ্ডেক রজনী।
খ) প্রসাদ পাইয়া বারি হইলাম সত্বরে।

---

[৪] পুঁথিটি যখন প্রথম সাহিত্য-পরিষতে আসে তখন তাতে আত্মকাহিনী-সমেত প্রথম তিন পাতা ছিল বলে মনে হয়। কারণ, ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'গোবিন্দদাসের কড়চা'র দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন, 'কৃত্তিবাসের সুদীর্ঘ আত্মবিবরণ সংবলিত একখানি প্রাচীন রামায়ণের পুঁথি সাহিত্য-পরিষদের পুঁথিশালায় ছিল, তাহা আমি দেখিয়াছিলাম এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রমুখ অনেকেই দেখিয়াছিলেন। সে পুঁথিখানি এখন আর পাওয়া যাইতেছে না।' এখানে লক্ষ করতে হবে, হীরেন্দ্রনাথ দত্তের জীবদ্দশাতেই দীনেশচন্দ্র এই উক্তি করেছেন এবং হীরেন্দ্রনাথ তার কোন প্রতিবাদ কোনদিন করেন নি। দীনেশচন্দ্র ও হীরেন্দ্রনাথ যে পুঁথিটি দেখেছেন, তা যদি উপরে উল্লিখিত পুঁথিটির সঙ্গে অভিন্ন না হয়, তাহলে বলতে হবে তিনখানি পুঁথিতে কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী পাওয়া গিয়েছে। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'তেও দীনেশচন্দ্র সাহিত্য-পরিষতের ঐ পুঁথিটির উল্লেখ করেছেন।

[৫] আমরা এই পুঁথির আলোকচিত্র থেকে পাঠ নিয়েছি (ভারতবর্ষ : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯, পৃ. ৫৪৭-৫৪৮ দ্রষ্টব্য)। এই পাঠের মুদ্রিত রূপে (ঐ পৃ ৫৫১-৫৫৬) অনেকগুলি ছাপার ভুল আছে। অথচ ড° সুকুমার সেন এরই উপর নির্ভর করেছেন।

কিন্তু ড° ভট্টশালীর পুঁথিতে ঐ দুটি ছত্রের রূপ যথাক্রমে এই :

ক) পোহাইতে আছে যখন দণ্ডেক রজনী।
খ) প্রসাদ পাইয়া বাহির হইলাম রাজার দুয়ার!

হারাধন দত্তের পুঁথি যদি ড° ভট্টশালীর পুঁথির সঙ্গে অভিন্ন হত, তাহলে হারাধন দত্ত সেই পুঁথি থেকে নকল করবার সময় 'পোহাইতে' ও 'বাহির'কে পরিবর্তিত করে 'পুহাইতে' ও 'বারি' লিখতেন না। কারণ, তিনি উচ্চশিক্ষিত লোক ছিলেন এবং তাঁর দেওয়া বিবরণীর অন্য-সমস্ত শব্দের শুদ্ধ ও সর্বজনগ্রাহ্য রূপই পাওয়া যায়। সুতরাং তাঁর পুঁথিতে যে 'পুহাইতে' ও 'বারি'ই লেখা ছিল, তা নিঃসংশয়ে বোঝা যায়। দুটি পুঁথির পার্থক্যের এইটিই সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

যে দুটি পুঁথিতে আত্মকাহিনী পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে ড° ভট্টশালী-আবিষ্কৃত পুঁথির পাঠই শুদ্ধতর।

নিচে আমরা ড° ভট্টশালীর পুঁথি[৬] থেকে আত্মকাহিনীটি যথাযথ উদ্ধৃত করলাম।

পূর্ব্বেতে আছিল বেদানুজ মহারাজা।
তার পুত্র আছিল নারসিংহ ওঝা ॥[৭]
দেশের উপান্ত ব্রাহ্মণের অধিকার।[৮]
বঙ্গভোগ ভুঞ্জিলেক সংসারের সার ॥[৮]
বঙ্গদেশে প্রমাদ পড়িল হইল অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইল গঙ্গাতীর ॥
শুভ ভোগ কর‍্যা বিহরয় গঙ্গাকূলে।
বসত করিতে স্থান ব্রাহ্মণ খুজ্যা বুলে ॥
গঙ্গাতীরে দাণ্ডায়্যা ব্রাহ্মণ চতুর্দিগে চাই।
রাত্রিকাল হইল ওঝা শুতিল তথাই ॥

---

[৬] হারাধন দত্ত-প্রদত্ত পাঠের জন্য ড° দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' দ্রষ্টব্য।

[৭] অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র কৃত্তিবাসের বংশের লোক। ভারতচন্দ্র নিজে 'মানসিংহ' কাব্যে তাঁর বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে বলেছেন, 'ফুলের মুখটি নৃসিংহের অংশ তায়'। এই ফুলের (ফুলিয়ার) নৃসিংহ মুখটি কৃত্তিবাসেব বৃদ্ধপ্রপিতামহ নারসিংহ ওঝা। কুলগ্রন্থে দেখা যায়, ভারতচন্দ্র কৃত্তিবাসের পিতৃব্য মদনের বংশধর।

[৮] দীনেশচন্দ্র সেন যখন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'-র প্রথম সংস্করণে কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী প্রথম প্রকাশ করেন, তখন এই দুটি ছত্র (পাঠান্তর-সমেত) যথাযথভাবে আত্মকাহিনীর তৃতীয় ও চতুর্থ ছত্র রূপেই ছিল। কিন্তু ঐ বইয়ের পরবর্তী সংস্করণগুলিতে ছাপার গোলমালে ছত্র-দুটি অনেক পরে গিয়ে পড়ে— নারসিংহের ফুলিয়ায় আগমন, গর্ভেশ্বরের জন্ম, মুরারির প্রসঙ্গ, তাঁর পুত্রদের কথা, কনিষ্ঠ পুত্র বনমালীর কথা— 'প্রথম বিভা কৈল ওঝা কুলেতে গাঙ্গুলি', তারও পরে। কিন্তু এই ভুল কেউই ধরতে পারলেন না। বরং এই বিশেষ স্থানে এই দুটি ছত্রের কি মানে হবে, গবেষকরা তারই ব্যাখা দিতে লাগলেন।

পোহাইতে আছে যখন দণ্ডেক রজনী।
ব্রাহ্মণের মুখে শুনি কুঃকুরের ধ্বনি ॥
কুঃকুরের ধ্বনি শুনি ওঝা চারিদিকে চাহে।
আকাশবাণী হয়্যা তথা গোসাঞি যে রহে ॥
মালীজাতি ছিল পূর্ব্বে মালঞ্চেতে থানা।
ফুলিয়া বলিয়া কৈল তাহার ঘোষণা ॥
গ্রামবত্ন ফুলিয়া যে জগতে বাখানি।
দক্ষিণ পশ্চিম চাপ্যা বহেন গঙ্গা সোনি ॥
ফুলিয়া চাপিআ হইল তাহার বসতি।
ধনে ধান্যে পুত্র পৌত্রে বাড়য়ে সন্ততি ॥
গর্ব্বেশ্বর নামে পুত্র হইল তাহার আলয়।
মুরারি সূর্য্য গোবিন্দ তাহার তনয় ॥
জ্ঞানেতে কুলেতে শীলে মুরারি ভূষিত।
সাত পুত্র হইল তার সংসারে বিদিত ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র হইল তার নাম যে ভৈরব।
রাজার সভায় তাব অধিক গৌরব ॥
মহাপুরুষ মুরারি জগতে বাখানি।
ঠাকুরাল ধর্ম্মচরিত্র গুণে মহাগুণী ॥
মদন আলাপে ওঝা সুন্দর মূরতি।
মার্কন্ড ব্যাস আছেন শাস্ত্রে অবগতি ॥
সুস্থির ভাগ্যবান তথি বনমালী।[১]
প্রথম বিভা কৈল ওঝা কুলেতে গাঙ্গুলি ॥

---

[১] এখানে মুরারির চারটি পুত্রের নাম পরিষ্কারভাবে পাওয়া যায়—ভৈরব, মার্কণ্ড, ব্যাস ও বনমালী। কুলগ্রন্থের সাহায্য নিলে বাকি তিনটি নামও উদ্ধার করা যায়। একটি কুলগ্রন্থে (সা প. প. ১৩৪৮, পৃ. ১১৫ দ্র.) লেখা আছে, মুরারির সাতটি পুত্র—'ভৈরবশৌরিবনমালিঅনিরুদ্ধমদনমার্কণ্ড-ব্যাসকাঃ'। ধ্রুবানন্দের 'মহাবংশাবলী'তে এই সাতটি নামের সঙ্গে একটি অতিরিক্ত নাম আছে—'নিবাস'। এখানে ধ্রুবানন্দ ভুলবশত একটি নাম যোগ করেছেন। যাহোক, মুরারির অবশিষ্ট তিন পুত্রের নাম যে শৌরি, মদন ও অনিরুদ্ধ ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আত্মকাহিনীতে এঁদের নাম লিপিকরপ্রমাদে বিকৃত হয়ে গেছে। উপরে উদ্ধৃত অংশের নবম ছত্রে 'মুরারি'র উল্লেখ প্রামাদিক। মুরারির পুত্রের নামের তালিকার মধ্যে 'মুরারি'-নাম আসবে কেন? সুতরাং যতদূর মনে হয়, এখানে 'মুরারি'র জায়গায় 'শৌরি' মূল পাঠ ছিল। তারপর 'মদন আলাপে ওঝা সুন্দর মূরতি' অর্থহীন ; এখানে সম্ভবত মূল পাঠ ছিল 'মদন আনায়ি ওঝা সুন্দর মূরতি'। মুরারির ছেলে অনিরুদ্ধ যে 'আনায়ি' নামেও পরিচিত ছিলেন, তা ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলী (মুদ্রিত গ্রন্থ, পৃ. ৯০) থেকে জানা যায়। সেখানে অনিরুদ্ধের ছেলে লক্ষ্মীধরকে বলা হয়েছে, 'ফুং মুং আনায়িজ লক্ষ্মীধর'।

কুলে শীলে ঠাকুরালে গোসাঞিের প্রসাদে।
মুরারি পুত্র সব বাড়এ সম্পদে ॥
মাতা পতিব্রতার যশ জগতে বাখানি।
ছয় সহোদর হইল এক যে ভগিনী ॥
সংসার আনন্দ লয়া আইল কৃত্তিবাস।
ভাই মৃত্যুঞ্জয় ষড়রাত্রি উপবাস ॥
সহোদর শান্তিমাধব সর্ব্বলোকে ঘুসি।
শ্রীকর ভাই তার নিত্য উপবাসী ॥
বলভদ্র চতুর্ভুজ নামেতে ভাস্কর।
আর এক বহিনি হইল সতাই উদর ॥
মালিনী নামেতে মাতা বাপ বনমালী।
ছয় ভাই[১০] উপজিল সংসার গুণশালী ॥
আপনার জন্মরস কহিব যে পাছে।
মুখটীবংশের কথা আর কহিতে আছে ॥
সূর্য্য পণ্ডিতের পুত্র হইল নামে বিভাকর।
সর্ব্বত্র জিনিঞা পণ্ডিত বাপের সোসর ॥
সূর্য্যপুত্র নিশাপতি বড় ঠাকুরাল।
সহস্রসংখ্য লোক রয় যাহার দুয়ার ॥

[১০] ধ্রুবানন্দের বংশাবলীর মতে, কৃত্তিবাসেরা সাত ভাই— কৃত্তিবাস, শান্তি, মাধব, মৃত্যুঞ্জয়, বল, শ্রীকণ্ঠ ও চতুর্ভুজ। আর একটি কুলগ্রন্থে নামের সংখ্যা অনেক বেশি— 'মাধব শান্তি বলভদ্র মৃত্যুঞ্জয় জগো ভাসো কৃত্তিবাসপণ্ডিত শ্রীনাথ শ্রীকান্তাঃ' (সা. প. প., ১৩৪৮, পৃ. ১১৬)।

আত্মকাহিনীর মতে, কৃত্তিবাসের এক ভায়ের নাম শান্তিমাধব ; কিন্তু কুলগ্রন্থের মতে, শান্তি ও মাধব দুজন পৃথক লোক। তেমনি আত্মকাহিনীর মতে, চতুর্ভুজের নামান্তর ভাস্কর; কিন্তু সাহিত্যপরিষতের আদিকাণ্ডের একটি পুঁথির মতে, চতুর্ভুজ ও ভাস্কর দুজন পৃথক লোক। চতুর্ভুজ ও ভাস্কর যে একই লোক, সে-সম্বন্ধে আত্মকাহিনীর উক্তি ছাড়াও অন্য প্রমাণ আছে। ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলীতে চতুর্ভুজের নাম আছে, কিন্তু ভাস্করের নাম নেই।

এদিকে পূর্বোল্লিখিত অপর কুলগ্রন্থটিতে ভাস্করের সংক্ষিপ্ত রূপ 'ভাসো' আছে, কিন্তু চতুর্ভুজের নাম নেই। সুতরাং প্রামাণিকতম সূত্র আত্মকাহিনী থেকে আমরা স্থির করতে পারি, কৃত্তিবাসরা ছয় ভাই—কৃত্তিবাস, মৃত্যুঞ্জয়, শান্তিমাধব, শ্রীধর বা শ্রীকর ('মহাবংশাবলী'তে 'শ্রীকণ্ঠ'), বলভদ্র ('মহাবংশাবলী'তে 'বল') এবং চতুর্ভুজ (নামান্তর 'ভাস্কর')।

দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মনে করেছিলেন, আত্মকাহিনীর উপরে উদ্ধৃত অংশে কৃত্তিবাস 'সহোদর' ও 'ভাই' শব্দ পৃথক অর্থে ব্যবহার করেছেন এবং 'ভাই' অর্থে বৈমাত্রেয় ভাই বুঝিয়েছেন। কিন্তু আর একটু বাদেই কৃত্তিবাস বলেছেন, 'ছয় ভাই উপজিল সংসারে গুণশালী'। এর থেকে বোঝা যায়, তিনি একই অর্থে 'সহোদর' ও 'ভাই' শব্দের ব্যবহার করেছেন।

রাজা গৌড়েশ্বর দিল প্রসাদ ঘোড়া।
পাত্রমিত্র সকলে দিলেন খাসা জোড়া ॥
গোবিন্দ জয় আদিত্য ঠাকুর বড়ই সুন্দর।
বিদ্যাপতি রুদ্র ওঝা তাহার কোঙর ॥
ভৈরব সুত গজপতি বড় ঠাকুরাল।
বারাণসী পর্য্যন্ত কীর্ত্তি ঘুষএ সংসার ॥
মুখটি বংশের পদা শাস্ত্র অনুসার।
ব্রাহ্মণে সজ্জনে শিখে যাহার আচার ॥
কুলে শীলে ঠাকুরালে ব্রহ্মস্বজ্য গুণে।
মুখটি বংশের কথা কত কব জনে জনে ॥
আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘ মাস।
তথি মধ্যে জন্মিলেন পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥
শুভক্ষণে গর্ভে থাকি পড়িলাম ভূতলে।
উত্তম বস্ত্র দিআ পিতামহ আমা কৈল কোলে ॥
দক্ষিণ যাইতে নাম রাখিল কৃত্তিবাস।
কৃত্তিবাস বলিয়া নাম করিল প্রকাশ ॥
এগার নীবড়ে যখন বারতে প্রবেশ।
হেন বেলা পড়িতে গেল্যাম উত্তর দেশ ॥
বৃহস্পতিবারের উষা পোহালে শুক্রবার।
বারান্তর উত্তরে গেল্যাম বড় গঙ্গা পার ॥
তথায় করিনু আমি বিদ্যাব উদ্ধার।
যথা যথা পাইলাম আমি বিদ্যার প্রচার ॥
সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার কলেবর।
নানা ছন্দে নানা ভাষ বিদ্যার প্রসর ॥
আকাশবাণী হইল সাক্ষাৎ সরস্বতী।
তাহার প্রসাদে কণ্ঠে বৈসেন ভারতী ॥
বিদ্যাসাঙ্গ হইল প্রথম করিল মন।
গুরুকে দক্ষিণা দিআ ঘরকে গমন ॥
ব্যাস বশিষ্ঠ যেন বাল্মীকি চ্যবন।
হেন গুরুর ঠাঞি আমার বিদ্যার প্রসন ॥
ব্রহ্মার সদৃশ গুরু মহা উর্ম্মাকার।
হেন গুরুর ঠাঞি কৈল বিদ্যার উদ্ধার ॥
গুরুকে মেলানি কৈল মঙ্গলবার দিসে।
গুরু প্রশংসিলা মোরে অশেষ বিশেষে ॥

সাত শ্লোকে ভেটিলাম রাজা গৌড়েশ্বর।[১১]
সিংহময় রাজা আমি করিলাম গোচর ॥
সপ্তঘটী বেলা যখন দিয়ানে পড়ে কাটী।
শীঘ্র ধায়্যা আইল দূত হাথে সুবর্ণ লাটী ॥
কাহার নাম ফুলিয়ার পণ্ডিত কৃত্তিবাস।
রাজার আদেশ হইল করহ সম্ভাষ ॥
নয় বৃহন্দ গেল্যাম রাজার দুয়ার।
সোনা রূপার ঘর দেখি মনে চমৎকার ॥
রাজার ডাহিনে আছে পাত্র জগতানন্দ।
তাহার পাছে বস্যা আছেন ব্রাহ্মণ সুনন্দ ॥
বামেতে কেদার খাঁ ডাহিনে নারায়ণ।
পাত্রমিত্রে বস্যা রাজা পরিহাসে মন ॥
গন্ধর্ব্ব রায় বসি আছে গন্ধর্ব্ব অবতার।
রাজসভা পূজিত তিহোঁ গৌরব আপার ॥
তিন পাত্র দাণ্ডাইয়া আছে রাজপাশে।
পাত্রমিত্রে বস্যা রাজা করে পরিহাসে ॥
ডাহিনে কেদার রায় বামেতে তরুণী।
সুন্দর শ্রীবৎস্য আর্দি ধর্ম্মাধিকারিণী ॥
মুকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান সুন্দর।
জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কোঙর ॥
রাজা সভাখান যেন দেব অবতার।
তখন আমার চিত্তে লাগে চমৎকার ॥
পাত্রেতে বেষ্টিত রাজা আছে বড় সুখে।
অনেক লোক দাণ্ডায়্যাছে রাজার সমুখে ॥

[১১] কৃত্তিবাস তাঁর আত্মকাহিনীতে জন্মের তিথিটি উল্লেখ করেছেন . 'আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘ মাস'. কিন্তু জন্মের সালটি বলেন নি। আবার তিনি গৌড়েশ্বরের সভাসদদের নাম বলেছেন; কিন্তু গৌড়েশ্বরের নামটি কী, তা জানান নি। এতে অনেক গবেষক বিস্মিত হয়েছেন। কিন্তু বিস্ময়ের কোন কারণ নেই। বাংলার কোন প্রাচীন কবিই আত্মকাহিনীতে নিজের জন্মের সাল জানান নি, সে রেওয়াজ তখন ছিল না। জন্মতিথিটি পুণ্যতিথি বলে প্রসঙ্গক্রমে কৃত্তিবাস তার উল্লেখ করেছেন। আর গৌড়েশ্বরের নাম না জানানো সম্বন্ধে বলা যায়, সমসাময়িক রাজাদের উল্লেখের সময় লোকে সাধারণত তাঁদের নাম বলে না। আমরা আজও পর্যন্ত 'বর্ধমানের মহারাজা', 'কুচবিহারের মহারাজা' প্রভৃতির উল্লেখের সময় তাঁদের নাম উল্লেখ করি না। মালাধর বসু-প্রভৃতি অনেক প্রাচীন কবি গৌড়েশ্বরের পৃষ্ঠপোষকতা লাভের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু গৌড়েশ্বরের নাম বলেন নি। অতএব, এজন্য কৃত্তিবাসের উপর দোষারোপ করে কোন লাভ নেই।

চারিদিগে নাটগীত সর্ব্বলোক হাসে।
চারিদিগে ধাওয়াধাই রাজার আওয়াসে ॥
আঙ্গিনায় পাতিয়াছে রাঙ্গা মাজুরি।
তথির উপর পাতিয়াছে পাট নেত তুলি ॥
পাটের চাঁন্দয়া শোভে মাথার উপর।
মাঘ মাসে খরা পোহায় রাজা গৌড়েশ্বর ॥
দাণ্ডাইলাম গিয়া আমি রাজার বিদ্যমান।
নিকট যাইতে রাজা মোরে দিলা হাথ সান ॥
রাজা আজ্ঞা কৈল পাত্র ডাকে উচ্চস্বর।
রাজার নিকটে আমি চলিলাম সত্বর ॥
রাজার ঠাঞি দাণ্ডাইলাম হাথ চারি আন্তর।
সাত শ্লোক পড়িলাম শুনে গৌড়েশ্বর ॥
পঞ্চদেব অধিষ্ঠান আমায় কলেবরে।
সরস্বতী প্রসাদে আমার মুখে শ্লোক স্বরে ॥
নানা ছন্দে শ্লোক আমি পড়িয়ে সভায়।
শ্লোক শুন্যা গৌড়েশ্বর আমা পানে চায় ॥
নানা মতে নানা শ্লোক পড়িলাম রসাল।
খুশি হইয়া মহারাজা দিল পুষ্পমাল ॥
কেদার খাঁ শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া।
রাজা গৌড়েশ্বর দিলা পাটের পাছাড়া ॥
রাজা গৌড়েশ্বর বলে কিবা দিব দান।
পাত্রমিত্র বলে গোসাঞি করিলে সম্মান ॥
পঞ্চগৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা।
গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা ॥
পাত্রমিত্রে সভে বলে শুন দ্বিজরাজে।
যত খুজ তত দিতে পারে মহারাজে ॥
যথা যথা যাই আমি গৌরবমাত্র সার।
কার কিছু নাঞি লই করি পরিহার ॥[১২]

[১২] যতদূর মনে হয়, এখানে 'করি পরিহার'-শব্দের অর্থ 'নমস্কার করি'। ড° নলিনীকান্ত ভট্টশালী দেখিয়েছিলেন যে, 'পরিহার'-কে 'নমস্কার'- অর্থে প্রয়োগ করার দৃষ্টান্ত কৃত্তিবাসী রামায়ণে ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। মনে হয়, এই ছত্রটির দ্বারা কবি গৌড়েশ্বরকে বলছেন, 'আপনাকে নমস্কার করি। আমি কারও কাছে কিছু নিই না।'

আকৃতি প্রকৃতি আমি যত অস্থিতি।
পাটপাছড়া পাইনু আমি চন্দনে ভূসিতি ॥
ধন আজ্ঞা কৈলে রাজা ধন নাঞি লই।
যথা যথা যাই আমি গৌরব যে চাহী ॥
যত যত মহাপণ্ডিত আছয়ে সংসারে।
আমার কবিত্ব কেহ নিন্দিতে না পারে ॥
প্রসাদ পাইয়া বাহির হইনু রাজার দুয়ারে।
অপূর্ব্ব জ্ঞানে ধায় লোক আমা দেখিবারে ॥
চন্দনে ভূষিত আমি লোক আনন্দিত।
লোকে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত ॥
মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিতের মধ্যে বাখানি কৃত্তিবাস গুণী ॥
বাপ মাএর আশীর্ব্বাদ গুরুর কল্যাণ।
বাল্মীকি প্রসাদে রচে রামায়ণ গান ॥
সাত কাণ্ডের কথা হয় দেবের সৃজিত।
লোক বুঝাইতে হইল কৃত্তিবাস পণ্ডিত ॥
মহারাজার আজ্ঞায় বাল্মীকি মহামুনি।
বামায়ণ কবিত্ব তিহোঁ করিলা আপুনি ॥
ব্রহ্মা ইন্দ্র আদি কর্‌্যা যত দেবগণ।
বাল্মীকি মুখে সবে শুনেন রামায়ণ ॥
পৃথিবী জিনিতে সবে চড়ে ইন্দ্রের কান্ধে।
দিগদিগান্তর জিনিতে কেহো সেতু বান্ধে ॥
কোন রাজা জিএ ষাটী হাজার বৎসর।
কোন রাজা মরণ জিনে সিদ্ধ কলেবর ॥
রঘুবংশের কীর্ত্তি কেবা বর্ণিবারে পারে।
কৃত্তিবাস রচিল বাল্মীকি মুনির বরে ॥
চতুর্দ্দিগে ভাগ জানি ফুলিয়া নগরী।
দক্ষিণ পশ্চিম চেপ্যা বহে গঙ্গা সুরেশ্বরী ॥
মুখটী বংশ ওঝা বংশ সংসারবিদিত।
তথি উপজিল এই কৃত্তিবাস পণ্ডিত ॥
বাপ বনমালী ওঝা মাণিকী উদরে।
জনম লইল ওঝা ছয় সহোদরে ॥
সরস সুন্দর হইল বাণী বিলাস।
ফুলিয়া সমাজে বৈসেন পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

মুনি মধ্যে বন্দিব বাল্মীকি মহামুনি।
তপের প্রভাবে তিহোঁ ত্রিভুবন জিনি ॥
তাহার কবিত্ব শুন রামায়ণ কথা।
ভারতী বন্দিয়া তবে গায়্যা দিল পোথা ॥
সরস ভাষে গায় গীত হাথে তাল ধরি।
ভারতীর প্রসাদে কেহো দোষ দিতে নারি ॥
মুনির বাক্য শুনিতে কেহ না করিহ হেলা।
ইহাতে অমৃত আছে কত রসকলা ॥
পোথার ভিতর কবিত্ব ছিলা কেহো নাঞি বুঝে।
কৃত্তিবাসের কবিত্ব সর্ব্বলোক পুজে ॥
আদিকাণ্ড গাইলেন শ্রীরাম চরিত।
লোক বুঝাইতে কৈলা কৃত্তিবাস পণ্ডিত ॥

এই পাঠ ও হারাধন দত্তের পুঁথির পাঠ মিলিয়ে আত্মকাহিনী থেকে কৃত্তিবাস সম্বন্ধে যা জানা যায়, তার একটি সংক্ষিপ্তসার নিচে দেওয়া হল।

কৃত্তিবাসের বৃদ্ধপ্রপিতামহ নারসিংহ ওঝা বেদানুজ নামে একজন মহারাজার পাত্র বা পুত্র ছিলেন।[১৩] নারসিংহের আদি নিবাস ছিল পূর্ববঙ্গে। তিনি পরম সুখেই ছিলেন, কিন্তু প্রমাদ পড়াতে পশ্চিমবঙ্গে ভাগীরথীর তীরে চলে এলেন। জাহ্নবীর তীরে বেড়াতে-বেড়াতে তিনি বসতি-স্থাপনের উপযুক্ত স্থান খুঁজছিলেন, খুঁজতে-খুঁজতে রাত্রি হয়ে গেল। তখন নারসিংহ সেখানেই শুয়ে পড়লেন। রাত্রি পোহাতে তখন এক প্রহর বাকি আছে, এমন সময় নারসিংহ হঠাৎ কুকুরের ডাক শুনতে পেলেন।[১৪] কুকুরের ডাক শুনে তিনি চারিদিকে তাকাচ্ছেন, এমন সময় একটি আকাশবাণী শোনা গেল। আকাশবাণীর আদেশে তিনি সেখানেই বাস করতে লাগলেন। এই জায়গাটিতে আগে ফুলের মালঞ্চ ছিল বলে তিনি জায়গাটির নাম রাখলেন ফুলিয়া।

ফুলিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম চেপে গঙ্গা বয়ে যায়— গ্রামের মধ্যে ফুলিয়া রত্ন। ফুলিয়ায় বসতি-স্থাপনের পর নারসিংহের ঘর ধন-ধান্য-পুত্র-পৌত্রে ভরে গেল। গর্ভেশ্বর নামে তাঁর একটি ছেলে হল। গর্ভেশ্বরের তিন ছেলে— মুরারি, সূর্য ও গোবিন্দ। মুরারির সাতটি ছেলে। বড় ছেলের নাম ভৈরব—রাজার সভায় তাঁর খুব সমাদর। মুরারির আর এক ছেলের নাম

[১৩] 'তার পাত্র আছিল নারসিংহ ওঝা ॥'— হারাধন দত্তের পুঁথি
'তার পুত্র আছিল নারসিংহ ওঝা ॥'—ড° ভট্টশালীর পুঁথি
কুলগ্রন্থের মতে নারসিংহ ওঝার পিতার নাম ছিল শিব বা শিয়ো এবং তিনি রাজা ছিলেন না। এ-কথা ঠিক হলে হারাধন দত্তের পুঁথির পাঠই খাঁটি বলতে হবে।

[১৪] 'আচম্বিতে শুনিলেন কুক্কুরের ধ্বনি।'— হারাধন দত্তের পুঁথি
'ব্রাহ্মণের মুখে শুনি কুঃক্কুরের ধ্বনি।'— ড° ভট্টশালীর পুঁথি

বনমালী। তিনি গাঙ্গুলি-বংশে প্রথম বিবাহ করেন। এই বনমালীই কৃত্তিবাসের পিতা। কৃত্তিবাসের জননী অত্যন্ত পতিব্রতা ছিলেন, তাঁর গর্ভে ছ-টি ছেলে ও একটি মেয়ে জন্মগ্রহণ করে।

কৃত্তিবাসের ভাইদের নাম—মৃত্যুঞ্জয়, শান্তিমাধব, শ্রীধর, বলভদ্র এবং চতুর্ভুজ, চতুর্ভুজের আর এক নাম ভাস্কর। কৃত্তিবাসের একটি বৈমাত্রেয় বোনও ছিল। কৃত্তিবাসের ভাইদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় ও শ্রীধর প্রায়ই উপবাস করতেন।

কৃত্তিবাসের বংশ কীর্তিমান পুরুষদের আবির্ভাব-ধন্য। সূর্য পণ্ডিদের ছেলের নাম বিভাকর ; তিনি বাপের মত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। সূর্যের আর এক ছেলে নিশাপতির বাড়িতে এক হাজার লোক থাকত; তিনি রাজা গৌড়েশ্বরের কাছ থেকে একটি ঘোড়া এবং তাঁর পাত্রমিত্রদের কাছে 'খাসা জোড়া' উপহার পেয়েছিলেন। গোবিন্দের ছেলে আদিত্য, তাঁর ছেলের নাম বিদ্যাপতি ও রুদ্র। ভৈরবের ছেলে গজপতিও বিশ্রুতকীর্তি— তাঁর কীর্তি বারাণসী পর্যন্ত ঘোষিত হয়েছিল। কৃত্তিবাসের বংশ কুল, শীল, ঐশ্বর্য, ব্রহ্মচর্য প্রভৃতি গুণে সমৃদ্ধ ছিল এবং ব্রাহ্মণ ও সজ্জনেরা তার আচার অনুকরণ করতেন।

পুণ্য মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে রবিবারে কৃত্তিবাসের জন্ম হয়। জন্মের পর তাঁর পিতা (বা পিতামহ) উত্তম বস্ত্র দিয়ে তাঁকে কোলে নেন। তখনও তাঁর পিতামহ জীবিত ছিলেন; তিনিই নবজাত পৌত্রের নাম রাখেন কৃত্তিবাস।[১০]

বারো বছর বয়সে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে কৃত্তিবাসের উচ্চশিক্ষা শুরু হয় (কৃত্তিবাসের ছাত্রজীবন-সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হয়েছে)। বিভিন্ন স্থানে পড়ে কৃত্তিবাস সর্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। উত্তরবঙ্গের একজন গুরুর কাছে তাঁর পাঠ সমাপ্ত হয়। বিদ্যাসাঙ্গের পর গুরুর কাছে অনেক প্রশংসা লাভ করে কৃত্তিবাস বিদায় নেন।

এরপর কৃত্তিবাস রাজা গৌড়েশ্বরের সঙ্গে দেখা করেন। 'সপ্তঘটী বেলা'য় (অর্থাৎ সকাল সাড়ে ন'টার মত সময়ে[১১]) কবি রাজদর্শন পান। সোনার লাঠি হাতে একজন দূত এসে কবিকে রাজার কাছে নিয়ে যায়। রাজপ্রাসাদের ন'টি দেউড়ি বা 'বৃহন্দ' পার হয়ে গিয়ে কৃত্তিবাস দেখেন প্রাসাদের আঙিনায় রাজার সভা বসেছে। রাজা সেখানে বসে আছেন, পাত্রমিত্রদের সঙ্গে পরিহাস করছেন। তাঁর ডাইনে পাত্র জগদানন্দ, পিছনে ব্রাহ্মণ সুনন্দ। রাজার ডাইনে ও বাঁয়ে কেদার খাঁ, নারায়ণ, গন্ধর্ব-অবতার (সঙ্গীতজ্ঞ) গন্ধর্ব রায়, কেদার রায়, তরণী বা তরুণী, ধর্মাধিকারিন্ শ্রীবৎসা, রাজপণ্ডিত মুকুন্দ প্রভৃতি সভাসদেরা বসে আছেন; তিনজন পাত্র রাজার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চারদিকে

[১০] 'দক্ষিণ যাইতে পিতামহের উল্লাস।
কৃত্তিবাস বলি নাম করিল প্রকাশ ॥' (হা পুঁথি)

এই দুই ছত্রের অর্থ সম্ভবত এই—(নবজাত পৌত্রকে দেখে) মৃত্যুপথযাত্রী পিতামহের উল্লাস হল এবং তিনি (পৌত্রের) নাম রাখলেন 'কৃত্তিবাস'। 'পরলোকগমন' অর্থে 'দক্ষিণযাত্রা' শব্দের প্রচলন আছে।

[১১] এ সম্বন্ধে ড. দীনেশচন্দ্র সেন আলোচনা করেছেন (Bengali Ramayanas. p.157, f.n. দ্রষ্টব্য)।

নাট-গীত—সমস্ত লোক হাসছে। রাজার প্রাসাদে চারদিকে ছুটোছুটি। আঙিনার উপর 'রাঙ্গা মাজুরী' বিছিয়ে, তার উপর 'পাট নেত তুলি' পেতে মাথার উপর চাঁদোয়া খাটিয়ে এই সভা বসেছে। এখানে বসে রাজা মাঘ মাসের রোদ পোহাচ্ছেন। কৃত্তিবাস রাজার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে রাজা তাঁকে হাতের ইশারায় ডাকলেন। পাত্রেরাও উচ্চকণ্ঠে জানালেন যে, রাজা ডাকছেন। কৃত্তিবাস রাজার সামনে গিয়ে তাঁর চার হাত দূরে দাঁড়িয়ে রাজাকে স্বরচিত সাতটি শ্লোক পড়ে শোনালেন। নানা ছন্দে রচিত রসাল শ্লোকগুলি শুনে গৌড়েশ্বর কবির দিকে চাইলেন। অত্যন্ত খুশি হয়ে তিনি কবিকে ফুলের মালা উপহার দিলেন। রাজসভাসদ কেদার খাঁ কবির মাথায় চন্দনের ছড়া ঢেলে দিলেন। কবি গৌড়েশ্বরের কাছ থেকে পাটের পাছড়াও উপহার পেলেন। গৌড়েশ্বর বললেন, 'কী দান করব?' পাত্রমিত্রেরা বললেন, 'আপনি এঁকে সম্মানিত করলেন। পঞ্চগৌড়ের রাজা যখন গুণের পূজা করেন, তখনই হয় সত্যকার পূজা।' পাত্রমিত্রেরা কৃত্তিবাসকে বললেন, 'ব্রাহ্মণ! যা তুমি চাইবে, গৌড়েশ্বর তা-ই দেবেন।' কৃত্তিবাস বললেন, 'যেখানে আমি যাই না কেন, গৌরবই আমার সম্বল। কারো কাছ থেকে আমি কিছু নিই না। রাজা আমাকে অর্থ দিতে চাইছেন, কিন্তু অর্থ আমি নেব না— গৌরবই আমার কাম্য। সংসারে যত মহাপণ্ডিত রয়েছেন, কেউ আমার কবিত্বের নিন্দা করতে পারেন না।'

রাজার প্রসাদ পেয়ে কবি রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলেন। কবির রাজসংবর্ধনাকে 'অপূর্ব' জ্ঞান করে লোকে তাঁকে দেখবার জন্য ছুটতে লাগল। চন্দনে ভূষিত কবিকে দেখে জনতা আনন্দিত হয়ে বলতে লাগল, 'ধন্য! ধন্য! মুনিদের মধ্যে যেমন বাল্মীকি শ্রেষ্ঠ, পণ্ডিতদের মধ্যে তেমনি কৃত্তিবাস শ্রেষ্ঠ।' এর পর কৃত্তিবাসের রামায়ণ রচনার প্রসঙ্গও উল্লিখিত হয়েছে। আত্মকাহিনীর বাকি অংশ জনতার মুখে আরোপিত কৃত্তিবাসের স্বরচিত প্রশস্তি।

অন্যান্য বিবরণ ॥ এছাড়া, কয়েকটি কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুঁথিতে কৃত্তিবাস-সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। এগুলি নিচে উদ্ধৃত করছি। প্রথম চারটি উদ্ধৃতি প্রকাশ করেন ড° নলিনীকান্ত ভট্টশালী তাঁর সম্পাদিত 'মহাকবি কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ আদিকাণ্ড'র ভূমিকায়।

১) পিতা বনমালী মাতা মেনকার উদরে।
জন্ম লভিলা কৃত্তিবাস ছয় সহোদরে ॥
বলভদ্র চতুর্ভুজ অনন্ত ভাস্কর।
নিত্যানন্দ কৃত্তিবাস ছয় সহোদর ॥
পঞ্চ ভাই পণ্ডিত কৃত্তিবাস গুণশালী।
অনেক শাস্ত্র পড়্যা রচে শ্রীরাম পাঁচালী ॥
শুনিতে অমৃতধার লোকেত প্রকাশ।
ফুলিয়াতে বৈসেন পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥
(আদিকাণ্ডের পুঁথি : সাহিত্য পরিষৎ সংগ্রহ—নং ১২)

২) কৃত্তিবাস পণ্ডিত বন্দো মুরারি ওঝার নাতি।
যার কণ্ঠে কেলি করেন দেবী সরস্বতী ॥
মুখুটি বংশে জন্ম ওঝার জগত বিদিত।
ফুলিয়া সমাজে কৃত্তিবাস যে পণ্ডিত ॥
পিতা বনমালী মাতা মাণিকি উদরে।
জনম লভিলা ওঝা ছয় সহোদরে ॥
ছোট গঙ্গা বড় গঙ্গা বড় বলিন্দা পার।
যথা তথা কর‍্যা বেড়ায় বিদ্যার উদ্ধার ॥
বাল্মীকি হইতে হৈল রামায়ণ প্রকাশ।
লোক বুঝাইতে করিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥
(উত্তরকাণ্ডের পুঁথি : সাহিত্য পরিষৎ সংগ্রহ—নং ১২৪)

৩) রাড় দেশ ফুলিয়া যার নাম।
মুখটি বংশেতে জন্ম অতি অনুপাম ॥
বাপ বনমালী মা মানকির উদরে।
ছয় ভুজা (ওঝা?) জন্মিলেন ছয় সহোদরে ॥
ছোটোর বন্দো বড়র বন্দো বড় গঙ্গার পার।
যথা তথা করিয়া বেড়ান বিদ্যার উদ্ধার ॥
রাড়া মধ্যে বন্দিনু আচার্যচূড়ামণি।
যার ঠাই কৃত্তিবাস পড়িলা আপুনি ॥
(অযোধ্যাকাণ্ডের পুঁথি : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ—নং ১৭১৭)

৪) চতুর্দ্দিগভাগ জানি ফুলিয়া নগরী।
উত্তর দক্ষিণ চাপি বহে সুরেশ্বরী ॥
মুকুটি বংশে জন্ম সংসারে বিদিত।
তথাএ উপজিল কৃত্তিবাস পণ্ডিত ॥
বাপ বনমালী মাও মালীকা উদরে
জন্ম লভিল পণ্ডিত ছয় সহোদরে ॥
মাও মালিকা যার বাপ বনমালী।
সহোদর ছয় জন সর্ব্বগুণে জানি ॥
সরস কবিতা বাক্য লোকেত প্রকাশ।
ফুলিঞা নগরে বাস হেন কৃত্তিবাস ॥
(লঙ্কাকাণ্ডের পুঁথি : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ—নং ৪৮৮)

৫) সেইখানে হৈলা গঙ্গা পশ্চিমবাহিনী।
দক্ষিণা নদিয়া উত্তরে কৈলা গ্রামখানি ॥
সেই ফুল্যা গ্রামে কৃত্তিবাস ওঝার ঘর।
গাঙ্গলাই (?) বাল্মীকি পুরাণ রচি নিরন্তর ॥
... ...
ছোট বারিন্দ্র বড় বারিন্দ্র বড় গঙ্গা পার।
তথা গিয়া কৈল ওঝা বিদ্যার সঞ্চার ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত বন্দো মুরারি ওঝার নাতি।
যার কণ্ঠে কেলি করেন দেবী সরস্বতী ॥
(বিশ্বভারতীর ৯১৮ নং পুঁথি : পুঁথি-পরিচয়, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩১-৩৩৩ দ্রষ্টব্য)

৬) কিত্তিবাস পণ্ডিত বন্দো মুরারি ওঝার নাতি।
জার কণ্টে কেলি করেন দেবি সরস্বতি ॥
গ্রাম হে ফুলিয়া গ্রাম সর্ব্বলোকে জানি।
জার উত্তর চাপ্যা রন গঙ্গা ঠাকুরানি ॥
তাহাতে মুকুটীর জন্ম হইল সংসার বিদিত।
জর্ম লভিলেন তাহে কিত্তিবাস পণ্ডিত ॥
বাপ বোনমালি ওঝা মালিনি উদরে।
জর্ম লভিলেন ওঝা ছয় সহদরে ॥
গর্ভ্ভ হইতে পুত্র জেই সপ্তম (সম্ভব?) ভূমিতলে।
উত্তম বষণ দিয়া পিতামহি তোলে ॥
ধ্যানেতে জানিল পুত্র পণ্ডিত মুরতি।
সাস্ত্র পড়াইতে দিল তবে করিল য়নুমতি ॥
বড় বারন্দ্র ছোট বারন্দ্র বড় গঙ্গার পার।
জথা তথা থাকিল ওঝা করিয়া সঞ্চার ॥
(বিশ্বভারতীর ১৫৯২ নং পুঁথি—বিশ্বভারতী-প্রকাশিত পুঁথি-পরিচয়,
৪র্থ খণ্ড, পৃ.৪৭৫ দ্র.)

৭) কবি হরিশ্চন্দ্র মিত্র কৃত্তিবাস সম্বন্ধে তাঁর লেখা পুস্তিকায় গায়েনদের কাছে কৃত্তিবাসের পরিচয় সম্বন্ধে এই কয় ছত্র শুনে লিপিবদ্ধ করেন ॥

মুরারি নামেতে ওঝা ছিলেন কাশীবাসী।
করিলেন বসবাস ফুলিয়াতে আসি ॥
হইলেন তাহার পুত্র বনমালী নাম।
রামভক্ত অনুরক্ত নানা গুণধাম ॥

বাপ বনমালী ওঝা মান্‌কি উদরে।
কৃত্তিবাস জন্মিলেন চারি সহোদরে ॥
কৃত্তিবাস শ্রীনিবাস অদ্বৈত ভাস্কর।
সবে সুপণ্ডিত অতি নানা গুণধব ॥
(প্রবাসী, ১৩৫৬, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৭)

৮) আরও কয়েক জায়গায় কৃত্তিবাস ও তাঁর পরিবার-সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ মেলে। যেমন, একটি লঙ্কাকাণ্ডের পুঁথিতে এই কয় ছত্র পাওয়া যায় :

বাপ বনমালী ওঝা মাণিক ওঁদরে (উদরে)।
জন্মিলেন কৃত্তিবাস চারি সহোদরে ॥
কৃত্তিবাস শ্রীনিবাস ইদানী বিনাস।
ফুলিয়া সমাজমধ্যে যাহার নিবাস ॥

(কেদারনাথ মণ্ডল-সম্পাদিত এবং নরেন্দ্রনাথ মণ্ডল ও কেনারাম বায় কর্তৃক কশাড়িয়া, মেদিনীপুর থেকে প্রকাশিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ, প্রবেশন, পৃ. ১৮)

অন্যত্র এই দুই ছত্র পাওয়া যাচ্ছে :
কৃত্তিবাস শ্রীনিবাস এদানী বিলাস।
ফুলা খড়দএ হল্য যাহার নিবাস (ঐ রামায়ণ, পৃ. ২৭০)

একটি উত্তরকাণ্ডের পুঁথিতে এই দুই ছত্র পাওয়া যায় :

গঙ্গাধরের পুত্র মালীর তনএ।
কৃত্তিবাস পণ্ডিত নাম কহিলু নিশ্চয়এ ॥
(ঐ রামায়ণ, প্রবেশন, পৃ. ২২)

কৃত্তিবাস ও জয়দেব দাসের ভনিতাযুক্ত একটি 'অঙ্গদের রায়বার' পুঁথিতে (শ্রী অক্ষয়কুমার কয়াল সংগৃহীত) এই দুই ছত্র আছে :

কৃত্তিবাস শ্রীনিবাস আর রত্নসিলে (রত্নশীলা)।
জড়ে খড়দয় প্রভু জার জন্মলীলা ॥

রত্নশীলা কি কৃত্তিবাসের বোনের নাম?

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুঁথি থেকে এই দুই ছত্র উদ্ধৃত করেছিলেন :

কৃত্তিবাসের পিতা বৈসে বিদ্যানন্দ ওঝা।
মান্যের ভিতরে মান্য সম্বন্ধে হএ আজা ॥
(সা. প. প.১৩৬৫, পৃ.২৫৭)

এই অংশগুলিতে কৃত্তিবাসের ভাইদের নাম ও সংখ্যা, পিতার নাম এবং বাসভূমিব নাম বিকৃতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে বহু জায়গায় কৃত্তিবাসের ভাইদের তালিকায় 'শ্রীনিবাস' নামের উল্লেখ থেকে মনে হয় কৃত্তিবাসের কোন এক ভাইয়ের নামান্তর 'শ্রীনিবাস' ছিল, যেমন 'চতুর্ভুজ'-এর নামান্তর ছিল 'ভাস্কর'। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথির লিপিকার বা গায়েন দাবি করেছেন, কৃত্তিবাসের পিতা তাঁর 'আজা'। এই দাবির যাথার্থ্য সন্দেহের বিষয়। তবে বিশ্বভারতীর ১৫৯২ নং পুঁথিতে এই চরণদ্বয়ের পাঠান্তর মেলে নিম্নোদ্ধৃত চরণগুলির শেষ দুই ছত্রে,

সৃষ্টিকর্ত্তা বন্দো প্রভু ব্রহ্মার চরণ।
হাথে তালে বন্দো দেব ত্রিলোচন ॥
ক্ষীরোদ সাগর বন্দো দক্ষিণে হরিহর।
পূর্ব্বদিগের গুরু বন্দো আচার্য্য দিবাকর ॥
পাছভূমেব গুরু বন্দো মুরারি নামে ওঝা।
মান্যের ভিতরে বন্দো স্বর্গের রাজা ॥

লক্ষণীয়, এখানে কৃত্তিবাসের পিতামহ মুরারি ওঝাকে তাঁর অন্যতম গুরু বলা হয়েছে।[১৭]

[১৭] কুলগ্রন্থে কৃত্তিবাস সম্বন্ধে কিছু অতিরিক্ত সংবাদ পাওয়া যায়। এই সংবাদগুলি সবই ঠিক কিনা, তা বলা যায় না। যাহোক, সংক্ষেপে সেগুলি এই (এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্য কৃত্তিবাস-পরিচয়, পৃ. ৫৬-৬৩ দ্রষ্টব্য):—

কৃত্তিবাসেব বৃদ্ধ প্রপিতামহ নারসিংহের (কুলগ্রন্থে 'নৃসিংহ' নামে উল্লিখিত) ঊর্ধ্বতন বংশলতা এই—

মাধবাচার্য—উৎসাহ—আয়িত—উদ্ধরণ (উধো)—শিব (শিয়ো)—নৃসিংহ।

কৃত্তিবাসের এক পুত্রেব নাম শঙ্কর, তাঁর পুত্রের নাম কালিদাস। অর্জুন পাঠক, শ্রীধব, সূর্য প্রভৃতির নামও কৃত্তিবাসের পুত্র হিসাবে কোন-কোন কুলগ্রন্থে পাওয়া যায়। কৃত্তিবাসেব চারটি কন্যা : এক কন্যা 'অদত্তা বহির্গতা', আর একজনের বিবাহ হয়েছিল জনৈক গজেন্দ্র রায়ের সঙ্গে এবং বাকি দু'জনের বিবাহ হয়েছিল জনৈক ধৃতিকর ভট্টের সঙ্গে। বৃদ্ধ বয়সে কৃত্তিবাস কুলভঙ্গ করেছিলেন। কৃত্তিবাস অন্তত তিনবার বিবাহ করেছিলেন। তাঁর একজন শ্বশুর বন্দ্যঘটীবংশীয় শঙ্কর বা শুভঙ্কর।

কুলগ্রন্থের মতে, কুলীন ব্রাহ্মণদের 'সমীকরণ' ও 'মেল-বন্ধন'—এই দুই সামাজিক অনুষ্ঠানে কৃত্তিবাসের বংশের অনেকেই অংশগ্রহণ করেছিলেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমীকরণে কৃত্তিবাসের আয়িত, উদ্ধরণ, শিব, নৃসিংহ, গর্ভেশ্বর, মুরারি, বনমালী প্রভৃতি পূর্বপুরুষগণ, কৃত্তিবাসের ভ্রাতা মৃত্যুঞ্জয় ও শান্তি এবং ভ্রাতুষ্পুত্র ভরত অংশগ্রহণ করেছিলেন। মেল-বন্ধনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কৃত্তিবাসের ভ্রাতুষ্পুত্র মালাধর খান এবং সম্পর্কিত পৌত্র গঙ্গানন্দ। বংশীবদন বিদ্যারত্ন সংগৃহীত একটি অর্বাচীন 'কুলকারিকায়' ধৃত একটি সংস্কৃত শ্লোকের মতে, ১৪০২ শকাব্দে (১৪৮০-৮১ খ্রি.) মেল-বন্ধন হয়েছিল। এর থেকে অনেকে কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এই 'কুলকাবিকা' ও তাতে ধৃত শ্লোক—কোনটিই প্রামাণিক নয়।

আত্মকাহিনীর অকৃত্রিমতা ॥ বর্তমান আলোচনায় আমরা কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীকে বিশেষভাবে ব্যবহার করব। কিন্তু তার আগে, আত্মকাহিনীটি যে অকৃত্রিম, তা প্রমাণ করে নিতে হবে ; কারণ এ-সম্বন্ধে অনেকের মনে সংশয় আছে। অবশ্য, সন্দেহের প্রধান কারণ ছিল, আত্মকাহিনীর পুঁথির অদর্শন। হারাধন দত্তের কাছ থেকে আত্মকাহিনীর নকল পেয়ে দীনেশচন্দ্র সেন এই আত্মকাহিনী প্রকাশ করার পর থেকেই সর্বসাধারণ এর সঙ্গে পরিচিত হন, কিন্তু যে-পুঁথিতে এই আত্মকাহিনী পাওয়া গিয়েছিল, তা কেউ দেখতে পান নি। এক দীনেশচন্দ্র সেন ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ছাড়া আর কেউ অপর কোন পুঁথিতেও কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী দেখতে পান নি। যা হোক, ড° নলিনীকান্ত ভট্টশালী আর একটি পুঁথিতে কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী পেয়ে যখন তাকে ফটোসমেত প্রকাশ করলেন, তখন আত্মকাহিনীর অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে সংশয়ের প্রধান কারণই দূর হল। আত্মকাহিনীটি যে অকৃত্রিম, তার আরও বহু প্রমাণ আছে। নিচে সেগুলি উল্লেখ কবা হল।[১৮]

প্রথমত, কয়েকটি কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুঁথির অংশবিশেষের সঙ্গে আত্মকাহিনীর অংশবিশেষের ভাষার দিক দিয়ে আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। এগুলি হচ্ছে : (১) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষতের ১২ নং পুঁথি, (২) সাহিত্য পরিষতের ১২৪ নং পুঁথি, (৩) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭১৭ নং পুঁথি, (৪) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের K 488 নং পুঁথি, (৫) বিশ্বভারতীর ৯১৮নং পুঁথি, ৬) ব্রিটিশ লাইব্রেরীর Add.5591 নং পুঁথি, (৭) বিশ্বভারতীর ১৫৯২ নং পুঁথি, (৮) বিশ্বভারতীর ৬৮১৭ নং পুঁথি।[১৯] নিচে এর দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

ক) (আত্মকাহিনী) মালিনী নামেতে মাতা বাপ বনমালী।
ছয় ভাই উপজিল সংসারে গুণশালী ॥
(৪নং পুঁথি) মাও মালিকা যার বাপ বনমালী।
সহোদর ছয়জন সর্ব্বগুণে জানি ॥
খ) (আত্মকাহিনী) বারান্তর উত্তরে গেলাম বড় গঙ্গা পার।
তথায় করিনু আমি বিদ্যার উদ্ধার ॥
(৩নং পুঁথি) ছোটর বন্দো বড়র বন্দো বড় গঙ্গার পার।
যথা তথা করিয়া বেড়ান বিদ্যার উদ্ধার ॥

[১৮] একজন খ্যাতনামা ও বর্ষীয়ান পণ্ডিত আমৃত্যু কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীকে 'জাল' বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু আত্মকাহিনীর অকৃত্রিমতার স্বপক্ষে যে বিপুল পরিমাণ প্রমাণ রয়েছে (যেগুলি আমরা এই আলোচনায় উপস্থাপিত করব), সেগুলি ইনি পর্যালোচনা করেন নি। তাই এঁর এই মতের কোন মূল্য নেই।

[১৯] বিশ্বভারতীর ১৫৯২ ও ৬৮১৭ নং পুঁথির যে সব অংশ এই ভূমিকায় উদ্ধৃত ও ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলির দিকে ড° বুদ্ধদেব আচার্য আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। 'মাসিক চন্দ্রভাগা' (জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৮, পৃ. ১২-১৬) এবং 'আজকের সাহিত্য' (পূজা সংখ্যা : ১৩৮৯) পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর দুটি প্রবন্ধ থেকেও সাহায্য পেয়েছি।

	(২নং পুঁথি)	ছোট গঙ্গা বড় গঙ্গা বড় বলিন্দা পার। যথা তথা কর‍্যা বেড়ায় বিদ্যার উদ্ধার ॥
	(৫নং পুঁথি)	ছোট বারিন্দ্র বড় বারিন্দ্র বড় গঙ্গার পার। তথা গিয়া কৈল ওঝা বিদ্যার সঞ্চার ॥
	(৭নং পুঁথি)	বড় বারন্দ্র ছোট বারন্দ্র বড় গঙ্গার পার। জথা তথা থাকিল ওঝা করিয়া সঞ্চার ॥
গ)	(আত্মকাহিনী)	বলভদ্র চতুর্ভুজ নামেতে ভাস্কর। আর এক বহিনী হইল সতাই উদর ॥
	(২নং পুঁথি)	বলভদ্র চতুর্ভূজ অনন্ত ভাস্কর। নিত্যানন্দ কৃত্তিবাস ছয় সহোদর ॥
ঘ)	(আত্মকাহিনী)	চতুর্দ্দিগে ভাগ জানি ফুলিয়া নগরী। দক্ষিণ পশ্চিম চেপ্যা বহে গঙ্গা সুরেশ্বরী ॥
	(৪নং পুঁথি)	চতুর্দ্দিগভাগ জানি ফুলিয়া নগরী। উত্তব দক্ষিণ চাপি বহে সুরেশ্বরী ॥
ঙ)	(আত্মকাহিনী)	মুখটী বংশ ওঝা বংশ সংসার বিদিত। তথি উপজিল এই কৃত্তিবাস পণ্ডিত ॥
	(৪নং পুঁথি)	মুকুটী বংশে জন্ম সংসারে বিদিত। তথাএ উপজিল কৃত্তিবাস পণ্ডিত ॥
	(২নং পুঁথি)	মুখুটি বংশে জন্ম ওঝার জগত বিদিত। ফুলিয়া সমাজে কৃত্তিবাস যে পণ্ডিত ॥
চ)	(আত্মকাহিনী)	বাপ বনমালী ওঝা মাণিকী উদরে। জনম হইল ওঝা ছয় সহোদরে ॥
	(১নং পুঁথি)	পিতা বনমালী মাতা মেনকার উদরে। জন্ম লভিলা কৃত্তিবাস ছয় সহোদরে ॥
	(২নং পুঁথি)	পিতা বনমালী মাতা মাণকি উদরে। জনম লভিলা ওঝা ছয় সহোদরে ॥
	(৩নং পুঁথি)	বাপ বনমালি মা মানকির উদরে। ছয় ভুঝা (ওঝা?) জন্মিলেন ছয় সহোদরে ॥
	(৪নং পুঁথি)	বাপ বনমালি মাও মালীকা উদরে। জন্ম লভিল পণ্ডিত ছয় সহোদরে ॥
ছ)	(আত্মকাহিনী)	সরস সুন্দর হইল বাণীবিলাস। ফুলিয়া সমাজে বৈসেন পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥
	(১নং পুঁথি)	শুনিতে অমৃতধার লোকেতে প্রকাশ। ফুলিয়াতে বৈসেন পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

	(৪নং পুঁথি)	সরস কবিতা বাক্য লোকেত প্রকাশ।
		ফুলিঞা নগরে বাস হেন কৃত্তিবাস ॥
জ)	(আত্মকাহিনী)	আদিকাণ্ড গাইলেন শ্রীরাম চরিত।
		লোক বুঝাইতে কৈলা কৃত্তিবাস পণ্ডিত ॥
	(২নং পুঁথি)	বাল্মীকি হইতে হৈল রামায়ণ প্রকাশ।
		লোক বুঝাইতে করিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥
ঝ)	(আত্মকাহিনী)	মালী জাতি ছিল পূর্ব্বে মালঞ্চেতে থানা।
		ফুলিয়া বলিয়া কৈল তাহার ঘোষণা ॥
	(৮নং পুঁথি)	পূর্ব্বে মালঞ্চ বাড়ি ছিল পুষ্পের থানা।
		তে কারণে ফুলিয়া নাম হৈল ঘোষণা ॥
ঞ)	(আত্মকাহিনী)	কেদার খাঁ শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া।
		রাজা গৌড়েশ্বর দিলা পাটের পাছড়া ॥
	(৬নং পুঁথি)	আগু বাড়াইয়া পড়ে চন্দনের ছড়া।
		তার উপর পাতিলেক পাটের পাছড়া ॥
		(লঙ্কাকাণ্ড, ৪৬ খ পত্র)
		আগু বাঢ়িয়া দেয় পথে চন্দনের ছড়া।
		তাহার উপরে পাতে পাটের পাছড়া ॥
		(লঙ্কাকাণ্ড, ৯১ খ পত্র)

৬ নং পুঁথিই বর্তমান গ্রন্থের আদর্শ পুঁথি। এর মধ্যে আত্মকাহিনীর দুটি ছত্রের অনুরূপ দু'টি ছত্র[১৩৮] দু'বার পাওয়া যাচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, আত্মকাহিনীতে বলা হয়েছে কৃত্তিবাস সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত হয়েছিলেন :

সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার কলেবর।
নানা ছন্দে নানা ভাষ বিদ্যার প্রসর ॥

এরই প্রতিধ্বনি পাচ্ছি বিশ্বভারতীর ৮০২ নং পুঁথিতে,

এতেক শাস্ত্র আর কোন পণ্ডিত না দেখে।
সরস্বতীর বরে পণ্ডিত রচিলেন সুখে ॥

তৃতীয়ত, আত্মকাহিনীতে লেখা আছে কৃত্তিবাস 'বড় গঙ্গা পার'-এ পড়তে গিয়েছিলেন।

১৩৮। একই ভাষার বারবার পুনরাবৃত্তি যে কৃত্তিবাসের রচনারীতির একটি বৈশিষ্ট্য, তা আমরা পরে প্রবন্ধ দেছি। তাই তিনি আত্মকাহিনী ও লঙ্কাকাণ্ডে দুটি বিষয়ের বর্ণনায় একই ভাষা ব্যবহার করেছেন।

এই কথা সাহিত্য পরিষতের পুঁথি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি এবং বিশ্বভারতীর পুঁথিতে পাওয়া গেছে (উপরে দ্রষ্টব্য)।

আত্মকাহিনীতে আছে :

এগার নীবড়ে যখন বারতে প্রবেশ।
হেন বেলা পড়িতে গেল্যাম উত্তর দেশ ॥

আর কৃত্তিবাস ও জয়দেব দাসের ভনিতাযুক্ত পূর্বোল্লিখিত 'অঙ্গদ বায়বার' পুঁথিতে এই তিন ছত্র পাচ্ছি :

এক দুই তিন চাবি দ্বাদশ প্রবেশ।
পড়িবারে কির্ত্তিবাস গেলেন উত্ত (র) দেশ ॥
উত্তরের গুরু বন্দ আশ্চায্য দিবাকর।

এর মধ্যে প্রথম দুই ছত্র আত্মকাহিনীর উপরে উদ্ধৃত ছত্র দুটির সদৃশ, সুতরাং আত্মকাহিনীর অকৃত্রিমতার প্রমাণ। তৃতীয় ছত্রটিতে কৃত্তিবাসের উত্তর দেশের গুরু 'আশ্চার্য (আচার্য) দিবাকর'-এর নাম পাওয়া যাচ্ছে। ইনিই কি আত্মকাহিনীতে উল্লিখিত 'ব্যাস বশিষ্ঠ যেন বাল্মীকি চ্যবন' 'হেন গুরু'র সঙ্গে অভিন্ন? বিশ্বভারতীর ১৫৯২ নং পুঁথিতে সংশ্লিষ্ট চরণটির পাঠান্তর পাই—'পূর্ব্বদিকের গুরু বন্দো আচার্য্য দিবাকর।'

চতুর্থত, আত্মকাহিনীতে বলা হয়েছে কৃত্তিবাসেরা ছয় ভাই ছিলেন— 'ছয় ভাই উপজিল সংসারে গুণশালী'। একথারও সমর্থন পূর্বোল্লিখিত পুঁথিগুলি থেকে পাওয়া যাচ্ছে।

[প্রসঙ্গত আর একটি কথা বলে রাখি। অনেকে মনে করেন, কৃত্তিবাসের একটি মাত্র বোন ছিল। এ ধারণা ভুল। আত্মকাহিনীতে আছে কৃত্তিবাসের দুই বোন ছিল। একজন সহোদরা (মাতা পতিব্রতার যশ জগতে বাখানি। ছয় সহোদর হইল এক যে ভগিনী ॥) আর একজন বৈমাত্রেয়া (আর এক বহিনি হইল সতাই উদর ॥)।]

পঞ্চমত, এ সম্বন্ধে আরও একটি প্রমাণ একটু অদ্ভুতভাবে পাওয়া গিয়েছে। ১৯১৫ সালে প্রকাশিত 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ' ১ম খণ্ড ২য় সংখ্যার ৪-৬ পৃষ্ঠায় 'সীতার দশ মাস' নামে একটি ছোট কবিতার বিবরণ দেওয়া আছে। তার ভনিতা নিচে উদ্ধৃত হল :

দশ মাসের দশ ঘোষা লওরে গণিয়া ।
এই গীত জোড়াইয়াছে শ্রীধর বানিয়া ॥
শ্রীধর বানিয়া হয় মুরারি ওঝার নাতি।
রাবণ বধিয়া সীতা উদ্ধারিলা রঘুপতি ॥

এই ভনিতায় কবিতাটির লেখক শ্রীধর বানিয়াকে 'মুরারি ওঝার নাতি' বলা হয়েছে। কিন্তু ওঝা তো ব্রাহ্মণদের উপাধি, তাহলে বানিয়া (বেনে) জাতীয় শ্রীধর মুরারি ওঝার নাতি হন কেমন করে? শ্রীধর বানিয়ার আরও তিনটি কবিতার বিবরণ ঐ 'পুথির বিবরণ'-এর ৪৬, ৪৯

ও ৮২ পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে কিন্তু শ্রীধর বানিয়াকে 'মুরারি ওঝার নাতি' বলা হয় নি। অতএব গায়েন বা লিপিকরদের মধ্যেই কেউ 'সীতার দশ মাস'-এর ভণিতার শেষ দুটি ছত্র জুড়ে কবিকে 'মুরারি ওঝার নাতি' বানিয়েছেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ অল্প। কিন্তু এরকম করার কারণ কী? এর উত্তর পাওয়া যায় কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী থেকে, তাতে আছে :

শ্রীধর ভাই তার নিত্য উপবাসী ॥ (হারাধন দত্তের পুঁথি)

কৃত্তিবাস যে 'মুরারি ওঝার নাতি', সে কথা কেবল আত্মকাহিনী কেন, কৃত্তিবাসী রামায়ণের সমস্ত পুঁথিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কৃত্তিবাসের ভাই শ্রীধরের[১১] নাম আত্মকাহিনী ছাড়া আর কোন সূত্রে পাওয়া যায় না। সুতরাং এ সিদ্ধান্ত অনিবার্য যে 'সীতার দশ মাস'-এর গায়েন বা লিপিকর কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী পড়েছিলেন, তার ফলে, তিনি শ্রীধর বানিয়াকেই কৃত্তিবাসের ভাই মনে করে 'শ্রীধর বানিয়া হয় মুরারি ওঝার নাতি' লিখেছেন। 'সীতার দশ মাস'-এর পুঁথি চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত। সুতরাং কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী যে অকৃত্রিম এবং সুদূর চট্টগ্রাম অঞ্চলে যে তার প্রচার ছিল, তা প্রমাণিত হচ্ছে।

ষষ্ঠত, আত্মকাহিনীতে কৃত্তিবাসের বিস্তৃত বংশপরিচয় পাওয়া যায়। এটিও এর প্রাচীনতার একটি লক্ষণ। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে দুটি আত্মকাহিনী পাওয়া যায়, তার মধ্যে প্রথমটিতে মুকুন্দরাম এইরকম বিস্তৃত বংশপরিচয় দিয়েছেন। পরবর্তী কবিদের আত্মকাহিনীতে বংশপরিচয় বিশেষ পাওয়া যায় না। শুধু তাই নয়, আত্মকাহিনীতে কৃত্তিবাসের বংশের যে সমস্ত লোকের নাম পাওয়া যায়, তার প্রত্যেকটিই অন্য সূত্র দ্বারা সমর্থিত। কৃত্তিবাসের পিতামহের মুরারি নাম কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রায় সমস্ত পুঁথিতেই পাওয়া যায়। পিতা বনমালির নামও বহু পুঁথিতে পাই। তাঁর জননীর নামও অনেক পুঁথিতে পাই— তবে তার মধ্যে মালিনী, মানিনী, মালিকা, মাণিকা, মেনকা, মাণিকী এবং মাণকি, এই জাতীয় বহু পাঠভেদ দেখা যায়। কৃত্তিবাসের ভাইদের মধ্যে বলভদ্র ও চতুর্ভুজ-ভাস্করের নাম পূর্বোল্লিখিত আদিকাণ্ডের পুঁথিটিতে পাওয়া যায়। কবির বাড়ি ছিল ফুলিয়ায় এবং তিনি মুখটি বংশে জন্মেছিলেন একথা আত্মকাহিনীতে যেমন, তেমনি অন্যান্য পুঁথিতেও উল্লিখিত আছে। আত্মকাহিনীতে 'ফুলিয়া' গ্রামের নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে লেখা আছে,

মালী জাতি ছিল পূর্ব্বে মালঞ্চেতে থানা।
ফুলিয়া বলিয়া কৈল তাহার ঘোষণা ॥

ফুলিয়ার পাশেই 'মালঞ্চা' নামে একটি গ্রাম আছে। এটিও আত্মকাহিনীর অকৃত্রিমতার অন্যতম প্রমাণ। বিশ্বভারতীয় ৬৮১৭নং পুঁথিতে এই দুই ছত্রের যে পাঠান্তর মেলে (আগে উদ্ধৃতি, দ্রষ্টব্য) তার ঠিক আগেই আছে, 'একদিকে মালঞ্চ বাড়ি আর দিকে ফুলিযা। পশ্চিম বাহিনী গঙ্গা হৈলা নদীয়া ॥'

---

[১১] কৃত্তিবাসের এই ভাইয়ের নাম হারাধন দত্তের পুঁথিতে 'শ্রীধর'-রূপে এবং নলিনীকান্ত ভট্টশালীর পুঁথিতে 'শ্রীকর'-রূপে পাওয়া যায়।

আত্মকাহিনীতে বলা হয়েছে, কৃত্তিবাসের বৃদ্ধপ্রপিতামহ তাঁদের বংশে প্রথম ফুলিয়ায় বসতি স্থাপন করেন। এই কথা কুলগ্রন্থগুলির মধ্যেও পাওয়া যায়।

কৃত্তিবাসের বংশ ও পরিবারের অন্যান্য যে সমস্ত লোকের নাম আত্মকাহিনীতে পাই, তাঁদের মধ্যে অনেকেরই নাম 'ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলী' ও অন্যান্য প্রাচীন কুলগ্রন্থে পাওয়া যায়। আত্মকাহিনীতে লেখা আছে, কৃত্তিবাসের বৃদ্ধপ্রপিতামহের নাম নারসিংহ ওঝা। 'মহাবংশাবলী'তে এই নামটি পাই। কৃত্তিবাসের পিতৃব্য ভৈরব, মদন, মার্কন্ড ও ব্যাস, তাঁর সহোদর মৃত্যুঞ্জয়, শান্তিমাধব, বলভদ্র, চতুর্ভুজ এবং ভৈরবের ছেলে গজপতির নাম আত্মকাহিনীতে উল্লিখিত হয়েছে ; এই নামগুলি 'মহাবংশাবলী'তেও পাওয়া যায়। এখানে আমরা ধ্রুবানন্দের 'মহাবংশাবলী' থেকে প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করছি :

মুং শিয়োজ নরসিংহ :

...
নৃসিংহস্যোপকর্ত্তারশ্চত্বরঃ পণ্ডিতা ইমে।
গর্ভেশ্বরসুতস্তস্য মুখবংশাব্জভাস্করঃ
ফুং মুং নৃসিংজ গাভো ॥
...তৎ সুতাশ্চভবং স্ত্রয়ঃ।
মুরারিশ্চাথ গোবিন্দঃ সূর্য্যঃ সূর্য্যসমা ইমে ॥
ফুং মুং গর্ভেশ্বরজ মুরারিঃ ।
...অষ্টৌ তস্য সুনবঃ ॥
ভৈরবঃ শৌরির্ম্মদনোঽনিরুদ্ধো বনমালিকঃ।
মার্কণ্ডেয়ো নিবাসশ্চ ব্যাসশ্চেতি মহৌজসঃ ॥
ফুং মুং মুরারিজ বনমালী।

...

কৃত্তিবাসঃ কবির্ধীমান্ সাম্যাৎ শান্তির্জনপ্রিয়ঃ ॥
মাধবঃ সাধুরেবাসীৎ মৃত্যুঞ্জয়ো জয়াশয়ঃ।
বলো শ্রীকণ্ঠকঃ শ্রীমান্ চতুর্ভুজ ইমে সুতাঃ ॥
অস্য ভ্রাতুর্ভৈরবঃ

...

গজপত্যশ্বপতী চ হেরম্বো বামনস্তথা।
ভৈরবস্যাত্মজা এতে তেষ্বশ্বপতিকঃ কৃতী ॥

সূর্যের পুত্র নিশাপতি এবং গোবিন্দের পুত্র আদিত্য, বিদ্যাপতি ও রুদ্রের নামও আত্মকাহিনীতে পাওয়া যায়; এই নামগুলি 'মহাবংশাবলী'তে না পেলেও অন্য একখানি

কুলগ্রন্থে (সা. প. প. ১৩৪৮, পৃ. ১১৫ দ্রষ্টব্য) পেয়েছি,

সূর্যাস্যার্ত্তি চট্ট কুবের ক্ষেম্য চট্ট বনমালি তৎসুতাঃ গণপতিনিশাপতিবিশ্বম্ভরশঙ্কেতকাঃ ॥[২২]

সপ্তমত, কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীতে কৃত্তিবাসের জন্মের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে :

আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘ মাস।
তথি মধ্যে জন্মিলেন পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥
(পাঠান্তর : শুভক্ষণে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস)
শুভক্ষণে গর্ভে থাকি পড়িলাম ভূতলে।
উত্তম বস্ত্র দিআ পিতামহ (পাঠান্তর : পিতা) আমা কৈল কোলে ॥

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কয়াল-সংগৃহীত দু'টি পুঁথিতে ও বিশ্বভারতী পুথিশালার ১৫৯২ নং পুঁথিতে কৃত্তিবাসের জন্মের অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া গিয়েছে। অক্ষয়বাবুর সংগৃহীত পুঁথির মধ্যে প্রথমটি কৃত্তিবাস ও জয়দেব দাসের পূর্বোক্ত 'অঙ্গদ রায়বার' পুঁথি। এতে আছে :

স্নান করিতে মাণিক দেবি গেলেন গঙ্গানিরে।
কির্ত্তিবাসকে প্রসব হইল গঙ্গাতীরে ॥
গর্ভ হইতে কৃত্তিবাস পড়িল ভূমিতলে।
উত্তম বস্ত্র দিয়া পুত্র কৈল কোলে ॥

দ্বিতীয়টি একটি নামহীন ভনিতাহীন অসম্পূর্ণ পুঁথি। এতে আছে :

স্নান করিতে গেলেন মাণিক জাহ্নবীর নিরে।
কৃত্তিবাস প্রসব হইল গঙ্গাতিরে ॥
গর্ত্ত হইতে কৃর্ত্তিবাস পড়িল ভূমিতলে।
উত্তম বস্ত্র দিয়া রানি পুত্র লইলেন কোলে ॥

আর, বিশ্বভারতীর পুঁথিশালার ১৫৯২ নং পুঁথিতে পাচ্ছি :

গর্ত্ত হইতে পুত্র জেই সপ্তম (সম্ভব?) ভূমিতলে।
উত্তম বষণ দিয়া পিতামহি তোলে ॥

প্রথম দু'টি পুঁথির সংশ্লিষ্ট অংশের শেষ চরণ দুটি এবং তৃতীয় পুঁথিটির উদ্ধৃত চরণ দুটি

এই কুলগ্রন্থটি আত্মকাহিনীর প্রথম প্রকাশের বহু পরে আবিষ্কৃত হয়েছে বলে এর সাক্ষ্য মূল্যবান।

আত্মকাহিনীর সঙ্গে প্রায় অভিন্ন।[২০] এর থেকে আত্মকাহিনীর অকৃত্রিমতার আর একটি প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

চিন্তাহরণ চক্রবর্তী দেখিয়েছেন যে, কৃত্তিবাসী রামায়ণের কতকগুলি পুঁথিতে রুক্মাঙ্গদ, রত্নাকর, ভারত (অজ্যাবৃত্তের পুত্র), ভগীরথ, দিলীপ, দশরথ ও ভরত— সকলেরই জন্মতিথি উল্লেখ করার সময়ে '(আত্মকাহিনীতে) কৃত্তিবাসের জন্মদিন যেভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, ঠিক সেইভাবেই এই সমস্ত পুঁথিতে বিভিন্ন রাজাদের জন্মদিনও উল্লিখিত হইয়াছে, কোথাও কোথাও কৃত্তিবাসের জন্মদিনের সহিত এই দিনগুলি একেবারে মিলিয়া যায়।' রুক্মাঙ্গদ ও দশরথের জন্মতিথি কোন-কোন পুঁথিতে কৃত্তিবাসের জন্মতিথির সঙ্গে প্রায় এক—আদিত্যবার, পঞ্চমী তিথি ও মাঘমাস [২১] (সা. প. প. ১৩৬৫, ৬৫ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ২৫৬ এবং বিশ্বভারতীর ৬১৮৭ নং পুঁথি, পৃ. ১১৪ ক-খ দ্রষ্টব্য)। এর থেকে 'আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘ মাস' সত্যই কৃত্তিবাসের জন্মতিথি কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মাতে পারে। কিন্তু সন্দেহের কারণ বিশেষ নেই। কারণ, রুক্মাঙ্গদ প্রভৃতির জন্মতিথির উল্লেখ-সংবলিত অংশগুলি স্পষ্টতই গায়কদের রচনা। এঁরা কৃত্তিবাসের জন্মতিথিটিরই (যা কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীতে এঁরা পেয়েছিলেন) একটু পরিবর্তন করে রুক্মাঙ্গদ প্রভৃতির জন্মতিথি হিসাবে চালিয়ে দিয়েছেন বলে বোধ হয়। আমার মনে হয়, এর থেকে কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীর অকৃত্রিমতারই আর একটি প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে এবং বহু গায়নেরই কাছে এই আত্মকাহিনী পরিচিত ছিল বলে জানা যাচ্ছে।

অষ্টমত, আত্মকাহিনীতে পাওয়া যায়, কৃত্তিবাস একজন গৌড়েশ্বরের সভায় সংবর্ধনা লাভ করেছিলেন। এই কথায় সমর্থন আমরা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষতের ৫৪ নং বাংলা পুঁথি (সুন্দরকাণ্ডের) থেকে পেয়েছি: (পুঁথিটির লিপিকাল ১১৭৩ বঙ্গাব্দ বা ১৭৬৬-৬৭ খ্রি)। এতে পুষ্পিকার ঠিক আগেই আছে,

[২০] তবে 'উত্তম বস্ত্র দিয়া' কে কৃত্তিবাসকে কোলে করেছিলেন, সে-সম্বন্ধে বিভিন্ন পাঠে ঐক্যের অভাব। আত্মকাহিনীর হারাধন দত্তের পুঁথিতে আছে 'পিতা' কোলে করেছিলেন, ড° ভট্টশালীর পুঁথির মতে 'পিতামহ', অক্ষয়বাবুর সংগৃহীত প্রথম পুঁথিতে কারও স্পষ্ট উল্লেখ নেই, দ্বিতীয় পুঁথিতে লেখা আছে কৃত্তিবাসের জননীই উত্তম বস্ত্র দিয়ে তাঁকে কোলে করেছিলেন। বিশ্বভারতীর ১৫৯২ নং পুঁথির মতে কৃত্তিবাসের পিতামহী তাঁকে উত্তম বসন দিয়ে কোলে নেন। অক্ষয়বাবুর আবিষ্কৃত পুঁথি দুটিতে পাওয়া যাচ্ছে, কৃত্তিবাস গঙ্গাতীরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। একে মোটামুটি সত্য বলেই গ্রহণ করা যায়। কৃত্তিবাসের অনুরাগীদের কাছে এই বিবরণ নিঃসন্দেহে মূল্যবান।

[২১] রত্নাকর ও দিলীপের জন্ম মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে হয়েছিল বলে কোন কোন পুঁথিতে উল্লিখিত হয়েছে, এখানে 'আদিত্যবার'-এর উল্লেখ নেই ; একটি পুঁথিতে ভারতের জন্ম 'আদিত্যবার পৌর্ণমাসি পুণ্য মাঘ মাস' ও আর-একটিতে ভরতের জন্ম 'আদিত্যবার পৌর্ণমাসী প্রথম মাস' বলে উল্লিখিত হয়েছে—প্রথমটিতে তিথির দিক্ দিয়ে এবং দ্বিতীয়টিতে তিথি ও মাসের দিক্ দিয়ে কৃত্তিবাসের জন্মতিথির সঙ্গে মিল নেই। ভগীরথের জন্ম 'পুণ্যতিথি একাদশী বৈশাখ মাসে' হয়েছিল বলে পুঁথিতে লেখা আছে। এর সঙ্গে কৃত্তিবাসের জন্মতিথির কোনই মিল নেই।

কৃত্তিবাস পণ্ডিত রাজসভায় পূজিত।
তাহার প্রসাদে শুনি রামায়ণ গীত ॥

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত-সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ উত্তরকাণ্ডের দুটি ভনিতাতেও অনুরূপ উক্তি পেয়েছি ; সে দুটি ভনিতা নিচে উদ্ধৃত করলাম :

১) কৃত্তিবাস পণ্ডিত রাজপূজিত।
সর্ব্বপাপ হরে শুনিলে রামের চরিত। ॥ (পৃ. ১২)

২) গৌড়ে পূজিত কৃত্তিবাস পণ্ডিত।
মরুত রাজার যজ্ঞ সাঙ্গ সংসারে বিদিত ॥ (পৃ. ৪১)

একথা মনে রাখা দরকার, এই সংস্করণের অন্যতম অবলম্বন ছিল ১৫০২ শকাব্দের একখানি পুঁথি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫৫ নং পুঁথিতে (লিপিকাল ১৬৭১ শকাব্দ বা ১৭৪৯-৫০ খ্রিস্টাব্দ) গৌড়েশ্বরের কাছে কৃত্তিবাসের সংবর্ধনালাভের কথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে এই দুটি ছত্রের মধ্য দিয়ে :

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সকল গোচর।
নানা রত্ন দিয়া জাকে পূজিল গৌড়েশ্বর ॥

বিশ্বভারতীর ৬৮১৭ নং পুঁথিতেও ছত্র-দু'টি সামান্য পাঠান্তরে পাওয়া যায় এইভাবে : 'কৃত্তিবাস পণ্ডিত গুণের সাগর। নানা রত্ন দিয়া জাখে পূজিল গৌড়েশ্বর' ॥

ছত্র-দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দুই ছত্রের আবিষ্কারের ফলে গৌড়েশ্বর কর্তৃক কৃত্তিবাসের সংবর্ধনার ঐতিহাসিকতা তথা আত্মকাহিনীর অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে সন্দেহের এখন আর কোন অবকাশ নেই। তবে আত্মকাহিনীতে আছে, গৌড়েশ্বর কৃত্তিবাসকে চন্দনের ছড়া ও পাটের পাছড়া দিয়ে সংবর্ধনা করেছিলেন। গায়েনের হাতে পড়ে এই ব্যাপার 'নানা রত্ন দিয়া' পূজায় পরিণত হয়েছে।

তাছাড়া, কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীতে গৌড়েশ্বরের যে-ক'জন সভাসদের নাম রয়েছে, তাঁদের মধ্যে কেদার রায়, নারায়ণ ও জগদানন্দ রায়ের নাম অন্য প্রামাণ্য সূত্রেও পাওয়া গিয়েছে। এঁদের মধ্যে কেদার রায় ও নারায়ণের নাম কোথায় পাওয়া গিয়েছে, সে কথা পরে বলছি। জগদানন্দ রায় নামক কবির একটি পদ রূপ গোস্বামী 'পদ্যাবলী'তে উদ্ধৃত করেছেন। ইনিই সম্ভবত কৃত্তিবাস-কর্তৃক উল্লিখিত গৌড়েশ্বরের মহাপাত্র জগদানন্দ রায়। এরকম মনে করার কারণ, রূপ গোস্বামী 'পদ্যাবলী'তে গৌড়রাজসভার সঙ্গে যুক্ত আরও অনেকের পদ সংকলন করেছেন।

আত্মকাহিনীতে লেখা আছে যে, সোনার লাঠিধারী দ্বারী কৃত্তিবাসকে গৌড়েশ্বরের সভায় নিয়ে গিয়েছিল। ১৪১৫ খ্রিস্টাব্দে গৌড়েশ্বরের সভায় আগত চীনা রাজদূতদের রাজসভার বাইরে অবধি নিয়ে গিয়েছিল রুপার লাঠিধারী দ্বারীরা, তারপর সভায় নিয়ে গিয়েছিল

সোনার লাঠিধারী দ্বারীরা—এই কথা সমসাময়িক চীনা গ্রন্থ 'শিং-ছা-শ্যাং-লান' থেকে জানা যায় (আমার লেখা 'বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর', ৩য় সংস্করণ, একাদশ অধ্যায়, পৃ. ৩২৯ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পঞ্চদশ শতাব্দীর বাংলার রাজসভায় প্রবেশের রীতিনীতি সম্বন্ধে আত্মকাহিনীর উক্তি প্রামাণিক সূত্র দ্বারা সমর্থিত।

আত্মকাহিনীতে বলা হয়েছে যে, গৌড়েশ্বরের প্রাসাদে নয়টি মহল ছিল ·

'নয় বৃহন্দ গেল্যাম রাজার দুয়ার।'

'বৃহন্দ' শব্দের অর্থ 'মহল' (নলিনীকান্ত ভট্টশালী-সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ আদিকাণ্ড, পৃ. ১৫১, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' ও হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' দ্রষ্টব্য)। কৃত্তিবাসী রামায়ণের বিভিন্ন সংস্করণে ও পুথিতে বহুবার 'বৃহন্দ' শব্দ পাওয়া যায়। এই শব্দসাদৃশ্য থেকেও আত্মকাহিনীটি কৃত্তিবাসের নিজের রচনা বলে প্রতীত হয়।

যা হোক, উদ্ধৃত ছত্রের মধ্যে 'নয় বৃহন্দ'র উল্লেখ খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ, আমাদের দেশে সাতমহলা প্রাসাদই চিরপ্রসিদ্ধ। কিন্তু আত্মকাহিনীর অনুরূপ উক্তি পঞ্চদশ শতাব্দীর আর-একটি সূত্রেও পাচ্ছি। ১৪১৫ খ্রিস্টাব্দে চীন থেকে একদল রাজপ্রতিনিধি বাংলার রাজসভায় এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন 'শিং-ছা-শ্যাং-লান' নামে একটি চীনা বইয়ে লিখেছিলেন, বাংলার রাজার প্রাসাদে নয়টি মহল (chiu chien) আছে। ('বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর', উপরে উল্লিখিত)। এই সমর্থনের ফলে আত্মকাহিনীর প্রামাণিকতা সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। (অবশ্য এখানে একটা কথা বলা দরকার। চীনা রাজপ্রতিনিধি ও কৃত্তিবাসের উক্তির ঐক্য থেকে মাত্র এইটুকু বোঝা যায় যে, ঐ সময় গৌড়েশ্বরদের মধ্যে নয়মহলা রাজপ্রাসাদ নির্মাণের রীতি ছিল। কিন্তু চীনা প্রতিনিধি যে-প্রাসাদে গিয়েছিলেন, কৃত্তিবাস যে সেই প্রাসাদেই গিয়েছিলেন, তা এর থেকে প্রমাণ হয় না।)

আমাদের আলোচনা থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়েছে যে, এই আত্মকাহিনীর অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে পুরোনো প্রমাণ যেমন রয়েছে, তেমনি নিত্য-নতুন প্রমাণ এখনও আবিষ্কৃত হয়ে চলেছে ; সম্প্রতি-সংগৃহীত বহু পুঁথিতেই আমরা আত্মকাহিনীর অনুরূপ ছত্র বা আত্মকাহিনীর উক্তির সমর্থন পাচ্ছি। কাজেই এখনও যাঁরা আত্মকাহিনীকে জাল বলেন, তাঁদের নমস্কার জানানো ছাড়া আমাদের আর-কিছুই করবার নেই।

যা হোক, আত্মকাহিনীর অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রমাণ দিলাম, তার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, আত্মকাহিনীটি কৃত্তিবাসের নিজের রচনা। তবে নানা কারণে আত্মকাহিনীটি শেষের দিকে বিরলপ্রচার হয়ে এসেছিল। কৃত্তিবাসের রামায়ণ অত্যধিক জনপ্রিয় হওয়ার ফলে পাঁচালীর আকারে সারা দেশে গীত হয়েছে, তার অজস্র পুঁথিও পাওয়া যায়—আত্মকাহিনীটি সে-রকম জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে নি বলে এর প্রচার ক্ষীণ হতে-হতে শেষটা বদনগঞ্জ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। এক সময়ে যে সারা দেশ জুড়ে আত্মকাহিনীর প্রচার ছিল, পূর্বোক্ত রামায়ণের পুঁথিগুলিতে আত্মকাহিনীর ভগ্নাংশ পাওয়াতে তা প্রমাণ হচ্ছে। যাহোক, আত্মকাহিনীর এই বিরল প্রচারের ফলে একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ যেমন শত-শত গায়েন আব লিপিকরের হস্তক্ষেপের ফলে নিজের বিশুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে, আত্মকাহিনীর বেলায় তা হতে পারে নি। সুতরাং আত্মকাহিনীটি শুধু কৃত্তিবাসের জীবনকাহিনী সম্বন্ধে আলোচনার উপকরণস্বরূপ নয়, তাঁর মূল রচনার নিদর্শনস্বরূপেও মূল্যবান।

কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ॥ এবার কৃত্তিবাস-সংক্রান্ত কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করব।

কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীকে অবলম্বন করে তাঁর কাল নির্ণয়ের প্রচেষ্টা অনেকেই করেছেন। কিন্তু তাঁদের অনুসৃত নীতি সম্বন্ধে দুটি কথা বলার আছে। আত্মকাহিনীর হারাধন দত্ত-প্রদত্ত অনুলিপির প্রথমেই আছে :

পূর্ব্বেতে আছিল বেদানুজ মহারাজা।
তার পাত্র আছিল নারসিংহ ওঝা ॥

'বেদানুজ মহাবাজা'র বদলে সকলেই 'যে দানুজ (দনুজ) মহারাজা' পাঠ ধরেছেন এবং তার থেকে নারসিংহ তথা কৃত্তিবাসের সময় নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন। আমিও আগে তাই করেছিলাম। কিন্তু এখন আর এরকম করা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হচ্ছে না। কারণ দু'টি পুঁথিতেই রাজার 'বেদানুজ' নাম পাওয়া যায়। 'বেদানুজ' শব্দ আজকের দিনে আমাদের কাছে অর্থহীন হলেও এ-নাম যে কারও ছিল না বা থাকতে পারে না, সে-কথা ভাবা ভুল। ঠিক এই নামের অন্য দৃষ্টান্ত না পেলেও এই জাতীয় অর্থহীন নামের দৃষ্টান্ত প্রাচীন যুগের অনেক লোকের মধ্যেই পাওয়া যায়—যেমন, গুহমহি, পিচ্চকুণ্ড, রীয়োক, ভোগট, রহস্কর, লডহ-চন্দ্র, ধাড়িচন্দ্র-প্রভৃতি। এইজন্য মনে হয়, বেদানুজ নামে সত্যই একজন রাজা ছিলেন, যাঁর পরিচয় এবং সময় সম্বন্ধে কিছু আমরা জানতে পারি নি। দ্বিতীয়ত, যদি 'বেদানুজ মহাবাজা'কে 'দনুজ মহারাজা'ই ধরি, তাহলে প্রশ্ন উঠবে কোন্ দনুজ মহারাজা? ১২৮০ খ্রিস্টাব্দে পূর্ববঙ্গে দনুজমাধব বা রায় দনুজ নামে এক শক্তিশালী রাজা ছিলেন; আবার তার বহু পরে ১৪১৭-১৮ খ্রিস্টাব্দে দনুজমর্দনদেব সারা বাংলার অধীশ্বর হয়েছিলেন। আবার, বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপেও এক রাজা দনুজমর্দন ছিলেন বলে প্রাচীন কিংবদন্তী আছে। খেয়ালবশে এঁদের মধ্যে যে-কোন একজনকে নারসিংহের সমসাময়িক ধরে কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল নির্ণয়ের চেষ্টা করলে তা গবেষণার পর্যায়ে পড়বে না। তৃতীয়ত, আজ পর্যন্ত বিশেষ কেউই একটি বিষয় লক্ষ করেন নি। ড° ভট্টশালী যে-পুঁথির বিবরণ ও আলোকচিত্র প্রকাশ করেছিলেন, তার প্রথমে আছে :

পূর্ব্বোতে আছিলা বেদানুজ মহারাজা।
তার পুত্র আছিল নারসিংহ ওঝা ॥

এইসব গোলমেলে ব্যাপারের জন্যে 'বেদানুজ মহারাজ'কে সম্পূর্ণ ত্যাগ করে অন্য প্রমাণের সাহায্যে কৃত্তিবাসের কালনির্ণয়ের চেষ্টা করা উচিত।

এখন কৃত্তিবাসের ছাত্রজীবন সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। কৃত্তিবাস যখন এগারো বছর পার হয়ে বারো বছর বয়সে পা দেন, সেই সময়ে তাঁর উচ্চশিক্ষা শুরু হয় :

এগার নীবড়ে যখন বারতে প্রবেশ।
হেন বেলা পড়িতে গেল্যাম উত্তরদেশ ॥
বৃহস্পতিবারের উষা পোহালে শুক্রবার।
পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড় গঙ্গা পার ॥[২৫]

অনেকে মনে করেন যে, উদ্ধৃত অংশের শেষ ছত্রে উল্লিখিত 'বড় গঙ্গা' মানে পদ্মা নদী।[২৬] কিন্তু এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ পঞ্চদশ শতাব্দীতে পদ্মা নদী এখনকার মত এত বিশাল ছিল না। পঞ্চদশ শতাব্দীতে গঙ্গা নদীর প্রধান ধারা ভাগীরথী দিয়েই যেত, সুতরাং পঞ্চদশ শতাব্দীর কবির পক্ষে পদ্মাকে 'বড় গঙ্গা' বলার কোন প্রশ্নই ওঠে না। আসলে এখানে 'বড় গঙ্গা' মানে বড় গঙ্গাই— অর্থাৎ গঙ্গা নদী ভাগীরথী ও পদ্মা—এই দুই ধারায় বিভক্ত হবার আগের অংশ। সে-যুগে লোকে ভাগীরথীর পশ্চিম কূল দিয়ে গিয়ে রাজমহলের কাছে মূল গঙ্গা পার হয়ে উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করত—পদ্মা নদী এই পথে পড়ত না। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মূল গঙ্গা নদীর অনেকখানি জল পদ্মা দিয়ে চলে যাওয়ার ফলে ফুলিয়ার সংলগ্ন 'গঙ্গা' অর্থাৎ ভাগীরথী নদী মূল গঙ্গার চেয়ে ছোট দেখাত (যদিও তখনও ভাগীরথী পদ্মার তুলনায় বড় নদী ছিল)—সেইজন্য মূল গঙ্গাকে 'বড় গঙ্গা' বলা হয়েছে।

কৃত্তিবাসের বড় গঙ্গা পার হয়ে পড়তে যাওয়ার কথা শুধু আত্মকাহিনীতে নয়, আরও অন্তত চারখানি কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুঁথিতে পাওয়া যায়। ('আত্মকাহিনীর অকৃত্রিমতা' দ্রষ্টব্য)। সুতরাং বিষয়টির সত্যতা সন্দেহের অতীত।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে, বড় গঙ্গা পার হয়ে কৃত্তিবাস কোথায় পড়তে গিয়েছিলেন? নিশ্চয়ই বরেন্দ্রভূমিতে। বিশ্বভারতীর ৯১৮ নং পুঁথির সাক্ষ্য এ-বিষয়ে অত্যন্ত স্পষ্ট :

ছোট বারিন্দ্র বড় বারিন্দ্র বড় গঙ্গা পার।
তথা গিয়া কৈল ওঝা বিদ্যার সঞ্চার ॥

বরেন্দ্রভূমিতে নানা জায়গায় বহু গুরুর কাছে কৃত্তিবাস পড়েছিলেন ; আত্মকাহিনীতে

[২৫] উদ্ধৃত ছত্র-চতুষ্টয়ের শেষ ছত্রের পাঠ হারাধন দত্তের পুঁথি থেকে নেওয়া হয়েছে। ড° ভট্টশালীর পুঁথিতে এই ছত্রটির পাঠান্তর : 'বারান্তর উত্তরে গেল্যাম বড় গঙ্গা পার॥'— এর অর্থ: 'বার পরিবর্তন হলে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার গিয়ে শুক্রবার হলে বড় গঙ্গা পারের উত্তর দেশ অভিমুখে গেলাম।'

[২৬] চণ্ডীমঙ্গলের কবি দ্বিতীয় মাণিক দত্ত নাকি পদ্মাকে 'বড় গঙ্গা' বলেছেন ('বড় গঙ্গা পদ্মাবতী উত্তরিলা গিঞা') এই মাণিক দত্ত অর্বাচীন কবি, তাঁর আমলে হয় তো গঙ্গার প্রধান ধারা পদ্মা দিয়েই যেত, তাই তিনি পদ্মাকে 'বড় গঙ্গা' বললেও বলতে পারেন, কিন্তু তাঁর উক্তির আলোকে পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি কৃত্তিবাসের উক্তির ব্যাখ্যা করা চলে না। দ্বিতীয় মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলের পুঁথিতে 'বড় গঙ্গা'র বদলে 'বড় গাঙ্গ' পাঠ আছে কিনা তা অনুসন্ধেয়—'গাঙ্গ'-শব্দে যে-কোন নদীকেই বোঝায়। হিন্দুরা চিরদিন ভাগীরথীকেই 'গঙ্গা' বলে আসছে, পদ্মাকে 'গঙ্গা' বলা তাদের ঐতিহ্যের বিরোধী।

তিনি লিখেছেন,

তথায় করিনু আমি বিদ্যার উদ্ধার।
যথা যথা পাইলাম আমি বিদ্যার প্রচার ॥

সর্বশেষে যে-গুরুর কাছে তিনি পড়েছিলেন, তাঁকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে তিনি বলেছেন,

ব্যাস বশিষ্ঠ যেন বাল্মীকি চ্যবন।
হেন গুরুর ঠাঞি আমার বিদ্যার প্রসন ॥

এই গুরুর নাম সম্ভবত আচার্য দিবাকর। কারণ, কৃত্তিবাস ও জয়দেব দাসের ভণিতাযুক্ত একটি 'অঙ্গদ-রায়বার'-এর পুঁথিতে পাই : 'উত্তরের গুরু বন্দো আশ্চার্য (আচার্য্য) দিবাকর।'

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭১৭ নং (অযোধ্যাকাণ্ডের) পুঁথিতে কৃত্তিবাসের আর একজন গুরুর নাম মেলে,

রাড়া মধৈ বন্দিনু আচার্য্যচূড়ামণি।
যার ঠাই কৃত্তিবাস পড়িলা আপুনি ॥

'রাঢ়' শব্দের প্রাচীন রূপ 'রাড়া', 'মধৈ' 'মধ্যে'র বিকৃতি। 'রাড়া মধ্যে' কথাটি থেকে মনে হয় কৃত্তিবাসের এই গুরু উত্তরবঙ্গনিবাসী হলেও তাঁর বাড়ি ছিল রাঢ়ে। বারবক শাহের দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত গৌড়নিবাসী বিখ্যাত পণ্ডিত রায়মুকুট বৃহস্পতি মিশ্রের অন্যতম উপাধি ছিল 'পণ্ডিতাচার্য্যচূড়ামণি' ; তাঁরও বাড়ি ছিল রাঢ়ে। এঁর পক্ষে কৃত্তিবাসের গুরু 'আচার্য্যচূড়ামণি'র সঙ্গে অভিন্ন হওয়া অসম্ভব নয়— তবে এ-সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না।

এরপর আমরা আলোচনা করব কৃত্তিবাসের রামায়ণ রচনার ইতিহাস সম্বন্ধে। কবির কাব্য-রচনার ইতিহাস তাঁর জীবনকাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান অধ্যায়। এই ইতিহাস জানতে সকলের ইচ্ছা হয়। কৃত্তিবাস মহাকবি এবং তাঁর রামায়ণ বাঙালির জাতীয় কাব্য বলে এই কাব্য কীভাবে লেখা হল তা জানতে আমাদের দুর্নিবার কৌতূহল হয়।

সাধারণত কবি তাঁর আত্মকাহিনীতে যে-কথা বিশেষভাবে বলেন, তা হচ্ছে তাঁর কাব্য-রচনার কাহিনী। কিন্তু কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীর বর্তমান-প্রচলিত সংস্করণে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিরই কোন উল্লেখ নেই। কবি পরপর তাঁর পূর্বপুরুষদের জন্ম, দেশের বিবরণ, নিজের জন্ম, জ্ঞাতিগোষ্ঠীদের কথা, অধ্যয়ন, গুরুর কাছে বিদ্যাগ্রহণ, গৌড়েশ্বরের সভায় গমন এবং তাঁর কাছে সংবর্ধনালাভ বর্ণনা করেছেন। সংবর্ধনার পরে রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসবার পরেই জনতা তাঁকে ঘিরে ধরে অভিনন্দন জানায়। জনতার অভিনন্দন-বাণীর মধ্যেই আমরা কৃত্তিবাসের রামায়ণ-রচনার কথা প্রথম শুনতে পেলাম।

ড° ভট্টশালীর পুঁথি থেকে সংশ্লিষ্ট অংশটি উদ্ধৃত করছি :

প্রসাদ পাইয়া বাহির হইনু রাজার দুয়ারে।
অপূর্ব্ব জ্ঞানে ধায় লোক আমা দেখিবারে ॥

চন্দনে ভূষিত আমি লোকে আনন্দিত।
লোকে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত ॥
মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিতের মধ্যে বাখানি কৃত্তিবাস গুণী ॥
বাপ মাএর আশীর্ব্বাদ গুরুর কল্যাণ।
বাল্মীকি প্রসাদে রচে রামায়ণ গান ॥
সাত কাণ্ডের কথা হয় দেবের সৃজিত।
লোক বুঝাইতে হইল কৃত্তিবাস পণ্ডিত ॥

উদ্ধৃত অংশের শেষ তিনটি চরণ থেকে মনে হয়, কৃত্তিবাস রাজার সংবর্ধনা লাভের আগে থাকতেই রামায়ণ রচনায় হাত দিয়েছিলেন, কারণ সংবর্ধনার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই জনতা এই উক্তি করেছে। 'রচে'—এই বর্তমান কালের ক্রিয়াপদে বোঝায় কৃত্তিবাস তখনও রামায়ণরচনারত। শুধু তাই নয়, উদ্ধৃত অংশের সপ্তম চরণের 'গুরুর কল্যাণ' কথাটি থেকে মনে হয়, গুরুরই আদেশে কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা শুরু করেছিলেন।

ড° ভট্টশালীর পুঁথির পাঠ বিচার করে এই আনুমানিক সিদ্ধান্তে পৌঁছোন গেল। এখন হারাধন দত্তের পুঁথির পাঠ বিচার করা যাক। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'তে এই পাঠ যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে যে, কৃত্তিবাস অর্থ সাহায্য নিতে অস্বীকার করার পর—

সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোক।
রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ ॥

এর থেকে মনে হতেঁ পারে, কৃত্তিবাস রাজারই আদেশে রামায়ণ রচনা করেছিলেন, কিন্তু কৃত্তিবাসের রামায়ণ রচনার মূলে যে তাঁর গুরুর আদেশও ছিল, সে-কথাও এই পুঁথিতে একটু পরেই উল্লিখিত হয়েছে :

বাপ মায়ের আশীর্ব্বাদে গুরু-আজ্ঞা দান।
রাজাজ্ঞায় রচি গীত সপ্তকাণ্ড গান ॥

ড° ভট্টশালীর পুঁথির পাঠ থেকে গুরুর আদেশের কথা অনুমান মাত্র করা গিয়েছিল— এখানে সে কথা সুস্পষ্টভাবেই পাওয়া গেল।

উপরে উদ্ধৃত পয়ার দুটির মধ্যে প্রথমটি যে আধুনিক কালের প্রক্ষেপ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 'রামায়ণ রচিতে— এই প্রয়োগ এর কৃত্রিমতার অন্যতম প্রমাণ। প্রাচীন বাঙালি কবিরা বাংলা রামায়ণকে 'রামায়ণ গান', 'সাতকাণ্ড (বা সপ্তকাণ্ড) গান', 'শ্রীরামপাঁচালী'- প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করতেন, সাধারণত শুধু 'রামায়ণ' বলতেন না—শুধু 'রামায়ণ' বলতে সাধারণত সংস্কৃত রামায়ণকে বোঝাত। দ্বিতীয়ত, এর প্রথম চরণে উল্লিখিত 'সন্তোক' শব্দ প্রাচীন বা আধুনিক বাংলা সাহিত্যে আর কোথাও মেলে না। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়

দেখিয়েছিলেন যে, উড়িয়া ভাষায় 'সস্তোক' শব্দ আছে (সা.প.প., ১৩২০, পৃ. ৩১৬)—সুতরাং আধুনিক কালের কোন উড়িয়া ভাষা জানা বাঙালি কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীর আলোচ্য পাঠে এই পয়ারটি প্রক্ষেপ করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কৃত্তিবাস রাজার আদেশে রামায়ণ রচনা করেছিলেন বলে দেখানো। কিন্তু রাজা যদি সত্যই কৃত্তিবাসকে রামায়ণ রচনার আদেশ দিতেন, তাহলে আত্মকাহিনীতে তার বিস্তৃত বর্ণনা থাকত—এত সংক্ষেপে কোনরকমে তা উল্লিখিত হত না এবং ড° ভট্টশালীর পুঁথিতে প্রসঙ্গটি সম্পূর্ণভাবে বাদ পড়ত না। হারাধন দত্তের মূল পুঁথিটি কখনও লোকচক্ষের গোচর করা হয় নি—তা বোধ হয় এই সব প্রক্ষেপ ধরা পড়ে যাবার ভয়েই। যা হোক, এই পয়ারটি যে প্রক্ষিপ্ত—তাতে সংশয়ের কোন কারণে নেই। পূর্বোদ্ধৃত দ্বিতীয় পয়ারটির ('বাপ মায়ের আশীর্ব্বাদে...সপ্তকাণ্ড গান') 'রাজাজ্ঞায়' শব্দটিও একই উদ্দেশ্য নিয়ে প্রক্ষেপ করা হয়েছে। এটি বাদ দিলে পয়ারটিতে কেবল গুরুর আজ্ঞার কথাই থাকে। যতদূর মনে হয়— পয়ারটির মূল পাঠ ছিল এই :

বাপ মায়ের আশীর্ব্বাদে গুরু-আজ্ঞা দান।
বাল্মীকি-প্রসাদে রচে রামায়ণ গান ॥

সুতরাং কৃত্তিবাসের গুরুই যে তাঁকে রামায়ণ রচনায় প্রবৃত্ত করিয়েছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ইনিই বোধ হয় সেই গুরু যাঁর কাছে কৃত্তিবাস সব শেষে পড়েছিলেন এবং যাঁকে তিনি 'ব্যাস বশিষ্ঠ যেন বাল্মীকি চ্যবন' বলেছেন। ইনি যিনিই হোন, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হয়েও যে তিনি মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগী ছিলেন এবং বাংলার প্রিয়তম কবিকে তাঁর অমর কাব্য রচনায় অনুপ্রেরিত করেছিলেন, এজন্য তাঁকে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য না দিয়ে পারা যায় না।

যা হোক জনতার উক্তি থেকে জানা যাচ্ছে যে, রাজার সঙ্গে দেখা করার আগেই কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণের কিছু অংশ রচনা করেছিলেন এবং সে-খবর জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়ে পড়েছিল। এই সময় কৃত্তিবাস শুধু পণ্ডিত হিসাবে নয়, কবি হিসাবেও দেশবিখ্যাত হয়ে পড়েছিলেন—তাই রাজার সামনে গর্ব করে বলেছিলেন,

যত যত মহাপণ্ডিত আছয়ে সংসারে।
আমার কবিত্ব কেহ নিন্দিতে না পারে ॥

আত্মকাহিনীর বর্তমান-প্রচলিত সংস্করণে কৃত্তিবাসীর গৌড়েশ্বরদর্শন বর্ণনার ঠিক আগেই আছে :

বিদ্যাসাঙ্গ হইল প্রথম করিল মন।
গুরুকে দক্ষিণা দিআ ঘরকে গমন ॥
ব্যাস বশিষ্ঠ যেন বাল্মীকি চ্যবন।
হেন গুরুর ঠাঞি আমার বিদ্যার প্রসন ॥
ব্রহ্মার সদৃশ গুরু মহাউর্ম্মাকার।
হেন গুরুর ঠাঞি কৈল বিদ্যার উদ্ধার ॥

গুরুকে মেলানি কৈল মঙ্গলবার দিসে।
গুরু প্রশংসিলা মোরে অশেষ বিশেষে ॥

আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস, এর ঠিক পরেই গুরু কর্তৃক কৃত্তিবাসকে রামায়ণ রচনার আদেশ দান এবং ঘরে ফিরে কৃত্তিবাসের রামায়ণ রচনা শুরু করার কথা ছিল। এইসব কথা বর্ণনা করে তারপর কৃত্তিবাস 'সাত শ্লোকে ভেটিলাম রাজা গৌড়েশ্বর'— বলে রাজদর্শন-প্রসঙ্গের বর্ণনা শুরু করেছিলেন।[২৭]

রাজার কাছে সংবর্ধনা লাভ করে কৃত্তিবাস রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসার পরে জনতা কৃত্তিবাসকে ঘিরে প্রশংসা করার সময় বিশেষভাবে তাঁর রামায়ণ রচনার কথা বলল কেন, এ প্রশ্ন মনে জাগে। এর উত্তর : রামায়ণ রচনার জন্যই কৃত্তিবাস রাজার কাছে সংবর্ধনা লাভ করেছিলেন। কিন্তু কৃত্তিবাস যে রামায়ণ রচনা করেছেন, রাজা সে কথা জানলেন কী করে? এর একমাত্র সম্ভাব্য সমাধান : কৃত্তিবাস রাজার কাছে যে সাতটি শ্লোক পড়েছিলেন, তারই মধ্যে তাঁর রামায়ণ রচনার কথা বলেছিলেন। সুতরাং রাজা যে কৃত্তিবাসকে রামায়ণ রচনার আদেশ দেন নি—তা এর থেকেও বোঝা যায়।

আত্মকাহিনীর বর্তমান-প্রচলিত সংস্করণে কৃত্তিবাসের পাঠসমাপন ও গুরুগৃহ-ত্যাগের বর্ণনার পরেই রাজদর্শনের বর্ণনা আছে বলে প্রায় সকলে মনে করেন যে, কৃত্তিবাস ছাত্রজীবন সাঙ্গ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গৌড়েশ্বরের সভায় গিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা আগেই দেখাবার চেষ্টা করেছি যে, মূল আত্মকাহিনীতে কৃত্তিবাসের গুরুগৃহত্যাগ ও রাজদর্শন বর্ণনার মাঝখানে তাঁর রামায়ণ রচনার প্রসঙ্গ ছিল। ছাত্রজীবন শেষ করা ও রাজদর্শন লাভ করার মধ্যবর্তী সময়ে কৃত্তিবাস কবি হিসাবেও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন—যা করতে সময় লাগে। সুতরাং ছাত্রজীবন অবসানের কিছু পরে কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের সভায় গিয়েছিলেন। কারণ গুরুগৃহত্যাগ-প্রসঙ্গে কৃত্তিবাস বলেছেন,

বিদ্যাসাঙ্গ হইল প্রথম করিল মন।
গুরুকে দক্ষিণা দিয়া ঘরকে গমন ॥

এর মধ্যে রাজদর্শনের পরিকল্পনার আভাসমাত্রও নেই। সুতরাং সহজেই বোঝা যায়,

---

[২৭] সাত শ্লোকে ভেটিলাম রাজা গৌড়েশ্বর।
সিংহময় রাজা আমি করিলাম গোচর ॥
—ড° ভট্টশালীর পুঁথি

হারাধন দত্তের পুঁথির মুদ্রিত পাঠে এই দুই ছত্রের স্থানে আছে,

রাজপণ্ডিত হব মনে আশা করে।
পঞ্চ শ্লোক ভেটিলাম রাজা গৌড়েশ্বরে ॥

এই পাঠ প্রক্ষিপ্ত ; কারণ (১) 'করে'র সঙ্গে 'গৌড়েশ্বরে'র মিল দেওয়া হয়েছে, (২) দুই পুঁথিতেই দেখি, কৃত্তিবাস রাজার কাছে সাতটি শ্লোক পড়েছিলেন—পাঁচটি নয়।

গুরুগৃহ ত্যাগ করে কৃত্তিবাস ঘরে ফিরে গিয়েছিলেন। তার পরে রাজদর্শনে গিয়েছিলেন। কত পরে তার উল্লেখ নেই বলেই গুরুগৃহত্যাগের সঙ্গে-সঙ্গে তিনি রাজদর্শনে গিয়েছিলেন বলা ন্যায়সঙ্গত হবে না।

কৃত্তিবাস ঠিক কোন্ সময়ে রাজার সভায় গিয়েছিলেন, সে সম্বন্ধেও আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা উচিত। তিনি লিখেছেন, মাঘ মাসের কোন এক দিন 'সপ্তঘটী বেলা যখন দিয়ানে (দেওয়ানে) পড়ে কাটী', তখন তিনি রাজসভায় প্রবেশের আহ্বান পেয়েছিলেন। সপ্ত ঘটী বেলাতে আগে রাজাদের সভা ভঙ্গ হত। কৃত্তিবাসের উক্তি থেকে বোঝা যায়, সভা যখন ভাঙবার জোগাড়, তখন তিনি রাজার আহ্বান পেয়েছিলেন। মাঘ মাসের সপ্ত ঘটী বেলা মানে সকাল সাড়ে নয়টার মত সময়। কৃত্তিবাস রাজার মূল সভা ভঙ্গের পর প্রমোদসভায় গিয়েছিলেন বলে আগে যে সিদ্ধান্ত করেছিলাম তা ঠিক নয়।

ড° সুকুমার সেনের মতে সভাভঙ্গের পরে রাজা যখন উঠানে আসর জমিয়ে রোদ পোহাচ্ছিলেন, সেই সময় কৃত্তিবাস তাঁর কাছে গিয়েছিলেন। কিন্তু কৃত্তিবাস স্পষ্টভাবে লিখেছেন তিনি রাজার 'সভা'য় গিয়েছিলেন . 'রাজা সভাখান যেন দেব অবতার। তখন আমার চিত্তে লাগে চমৎকার ॥' এই সভাকে open-air court বলা চলে।

এ সমস্ত কথা এত বিস্তৃতভাবে আলোচনা করলাম, তার কারণ কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের একটি অমূল্য দলিল। তার বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা না হলে কৃত্তিবাসের কালনির্ণয়ে তাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা যাবে না।

কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল ॥ এখন কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। আত্মকাহিনীর সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করার আগে এ-সম্বন্ধে অন্যান্য সূত্র থেকে কি জানা যায় দেখি।

ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলী[২৮] প্রভৃতি রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের কুলগ্রন্থ থেকে কৃত্তিবাসের কাল নির্ধারণের দু-একটি সূত্র পাওয়া যায়। যেমন এদের থেকে জানা যায় যে, চৈতন্যদেবের পার্ষদ স্বরূপ দামোদরের ঊর্ধ্বতন ষষ্ঠ পুরুষ গোবিন্দ এবং কৃত্তিবাসের পিতামহ মুরারি একই সমীকরণে সম্মানিত হয়েছিলেন (প্রবাসী, ১৩৫৬, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৯দ্রঃ)। এই থেকে কৃত্তিবাস ও স্বরূপ দামোদরের মধ্যে চার পুরুষের ব্যবধান ধরে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে কৃত্তিবাসের কাল নির্ণয় করেছিলাম (রাজা গণেশের আমল, পৃ. ১১৬)। কিন্তু গোবিন্দ ও মুরারি যে একই বয়সী ছিলেন, তার যেমন কোন প্রমাণ নেই, তেমনি স্বরূপ দামোদরের জন্মের সঠিক সময়ও জানা যায় না। কাজেই এর থেকে কৃত্তিবাসের সময় সম্বন্ধে কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত করা যাবে না। কেবলমাত্র এইটুকুই ধরা যেতে পারে যে, কৃত্তিবাস পঞ্চদশ শতাব্দীর কোন এক সময়ে বর্তমান ছিলেন। তবে এই জাতীয় সূত্র কেবলমাত্র কুলগ্রন্থেই পাওয়া যায় বলে অনেকে হয়তো এগুলিকে প্রমাণ বলে গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হবেন।

---

[২৮] এই বই ১৩২৩ সনে নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যার্ণব মহোদয়ের সম্পাদনায় বিশ্বকোষ কার্যালয় থেকে 'মহাবংশ' নামে প্রকাশিত হয়েছিল।

তারপর, ধ্রুবানন্দের 'মহাবংশাবলী'তেও কৃত্তিবাসের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। ঐ গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে ড' রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন '... there are good grounds to refer its composition to the latter part of the fifteenth century A D.'[২৯] বংশীবদন বিদ্যারত্ন-সংগৃহীত কুলকারিকায় একটি শ্লোক পাওয়া গেছে; শ্লোকটি এই :

সপ্তাকাশপিতামহাননবিধোঃ শাকে গতে শ্রীশিবং
নত্বা তাং কুলদেবতাং হৃদি জপন্ মিশ্রধ্রুবানন্দকঃ।
যৌগেঃ কুত্র কুলং জগাদ ববতো দর্ভপ্রদানৈর্বুধৈঃ
জ্ঞাতা সাংশ (?) সতথ্যকঞ্চ কুলবিৎ তস্মিন্ ব্যবস্থাপকঃ ॥[৩০]

শ্লোকটিতে বলা হয়েছে, ১৪০৭ শকাব্দে ধ্রুবানন্দ মিশ্র কুলতত্ত্ব প্রকাশ করেছিলেন। 'মহাবংশাবলী'র রচনাকাল সম্বন্ধে ড' মজুমদার-প্রমুখ গবেষকদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে এই উক্তির সামঞ্জস্য আছে। উক্তিটি সত্য হলে কৃত্তিবাস ১৪০৭-০৮ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪৮৫-৮৬ খ্রিস্টাব্দের আগেই আবির্ভূত হয়েছিলেন বলতে হবে।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে কৃত্তিবাসের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে (এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য . চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গুণরাজ খান প্রভৃতি কবিদেরও উল্লেখ পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলেই প্রথম পাওয়া যায়)। চৈতন্যমঙ্গলের প্রথম দিকেই জয়ানন্দ বলেছেন :

চৈতন্য অনন্তরূপ অনন্তঅবতার।
অনন্ত কবীন্দ্রে গায় মহিমা যাঁহার ॥
রামায়ণ করিল বাল্মীকি মহাকবি।
পাঁচালী করিল কৃত্তিবাস অনুভবি ॥

এই ছত্রগুলি কেবল ছাপা বইতে নয়, এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি ও অন্যান্য প্রাচীন পুঁথিতেও পেয়েছি। এখান লক্ষ করতে হবে, জয়ানন্দ ভগবানের বন্দনাকারী 'কবীন্দ্র'দের মধ্যে প্রথমেই বাল্মীকি এবং তাঁর পরেই কৃত্তিবাসের নাম উল্লেখ করেছেন। এরপর জয়ানন্দ অন্য অনেক কবিরও নাম করেছেন, তাঁদের মধ্যে তাঁর সমসাময়িক বৈষ্ণব কবি দু-একজন আছেন, অবৈষ্ণব কেউ নেই। কৃত্তিবাস অবৈষ্ণব কবি হওয়া সত্ত্বেও জয়ানন্দ যে রকম শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন, তার থেকে মনে হয়, কৃত্তিবাস জয়ানন্দের অনেক আগে,

[২৯] History of Bengal (D.U.), Vol I, p. 623

[৩০] বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণ কাণ্ড, প্রথমাংশ, ২য় সং, পৃ. ১৮৭। বংশীবদন বিদ্যারত্নের এই কুলকারিকার পুঁথি এখন বরেন্দ্ররিসার্চ সোসাইটির পুঁথিশালায় আছে। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে আমায় বলেছিলেন যে, তিনি এই পুঁথি দেখেছেন এবং এর লিপিকাল সপ্তদশ শতাব্দীর পরবর্তী নয়।

এমনকি চৈতন্যদেবেরও আগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কারণ নিজের ও চৈতন্যদেবের সমসাময়িক অবৈষ্ণবদের সম্বন্ধে জয়ানন্দের মনোভাব মোটেই ভালো ছিলনা। নিজেদের রামায়েত খুড়ো-জ্যাঠার সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, 'খুড়া জেঠা পাষণ্ড চৈতন্যে অল্প ভক্তি।'

যা-হোক, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলেই কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল নির্ধারণের সবচেয়ে ভালো ও জোরালো সূত্র পাওয়া যায়। চৈতন্যদেব তাঁর সংসার ত্যাগের পাঁচ-ছয় বছর পরে ফুলিয়ানিবাসী সাধক হরিদাসকে নীলাচলে ডেকে পাঠিয়েছিলেন : হরিদাস তাঁর আহ্বানে ফুলিয়া ত্যাগ করে নীলাচলে যান। সেই সময়কার বর্ণনা জয়ানন্দ এই ভাবে দিয়েছেন :

শুনিএগ্রা শ্রীহরিদাস চলিলা উৎকল।
ফুল্যার (ফুলিয়ার) স্ত্রীপুরুষ কান্দে হয়্যা চঞ্চল ॥
হরিদাসপ্রিয় বড় সুষেণ পণ্ডিত।[১১]
মুরারি রিদয়ানন্দ সংসারে বিদিত ॥
দুর্গাবর মনোহর মহা কুলীন।
তাহার নন্দন সুষেণ পণ্ডিত প্রবীণ ॥
ফুল্যার দেবতা শ্রীহরিদাস ঠাকুর।
তান ব্রজিতে সভে চলিলা কথোদূর ॥[১২]

উদ্ধৃত অংশের চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ চরণের অর্থ আমাদের বিবেচনায় এই : যে-বংশে

[১১] 'দ্বিজ গঙ্গানারায়ণ' নামে জনৈক কবির 'ভবানীমঙ্গল' ও 'রামলীলা' নামে দুখানি বই পাওয়া গিয়েছে। দুটি বইতেই কবি বলেছেন যে, ফুলিয়ার সুষেণ পণ্ডিতের বংশে তাঁর জন্ম।

[১২] এই ছত্রগুলি এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত G 5303-6-C-4 নং পুঁথির ১৩৫ পত্র ২য় পৃষ্ঠা থেকে গৃহীত হয়েছে। এর লিপিকাল ১০৯৬ সাল (মল্লাব্দ)। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের সর্বপ্রথম যে পুঁথিটি আবিষ্কৃত হয়েছিল (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৯৬-২২৬ পৃষ্ঠায় এই পুঁথির বিবরণ দ্রষ্টব্য), তার ৭০ পত্র ২য় পৃষ্ঠাতেও এই কটি ছত্র ছিল (সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃ. ১৫৭ দ্রষ্টব্য)। তার পাঠ এই :

শুনিএগ্রা শ্রীহরিদাস চলিলা উৎকল।
ফুলিয়ার স্ত্রীপুরুষ সব কান্দিয়া বিকল ॥
হরিদাস প্রিয় বড় সুষেণ পণ্ডিত।
মুরারি হৃদয়ানন্দ সংসারে বিদিত ॥
দুর্গাবর মনোহর মহা সে কুলীন।
তাহার নন্দন সুষেণ পণ্ডিত প্রবীণ ॥
ফুলিয়ার দেবতা শ্রীহরিদাস ঠাকুর।
অনুব্রজি তারে সভে গেলা কথোদূর ॥

এই পুঁথি 'শকাব্দ ॥ ১৬০১ ॥ মাহ চৈত্র বৃহস্পতিবারে কৃষ্ণপক্ষে ষষ্ঠী দিবসে বেলা তৃতীয় প্রহরে' সম্পূর্ণ হয়েছিল।

সংসারবিখ্যাত মুরারি ও হৃদয়ানন্দ এবং মহাকুলীন দুর্গাধর ও মনোহর জন্মেছিলেন, সেই বংশেরই নন্দন প্রবীণ সুষেণ পণ্ডিত।

আনুমানিক ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দে হরিদাস ফুলিয়া ছেড়ে নীলাচলে যান। এই সময়ে সুষেণ পণ্ডিত জীবিত ছিলেন ও ফুলিয়ায় বাস করতেন। এই ফুলিয়া কৃত্তিবাসের নিবাসভূমি। ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলীতে ('মহাবংশ') কৃত্তিবাসের যে বংশাবলী পাওয়া যায় তাতে এক সুষেণের নাম দেখা যায়। এই বংশাবলীর প্রয়োজনীয় অংশটুকু মাত্র (মুদ্রিত গ্রন্থ, পৃ. ৩৯, ৬৫, ৯১, ১১৩ দ্রষ্টব্য) নিচে উদ্ধৃত করলাম :

ফুং মুং গর্ভেশ্বরজ মবাবি

. তস্য সুনবঃ
ভৈরবশৌরির্মদনোঽনিরুদ্ধো বনমালিকঃ।
মার্কণ্ডেয়ো নিবাসশ্চ ব্যাসশ্চেতি মহৌজসঃ
ফুং মুং মুরারিজ অনিরুদ্ধঃ

...

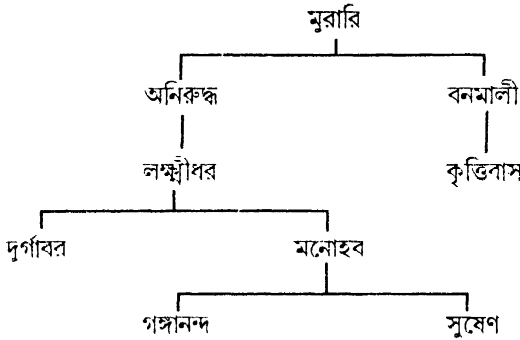
পুত্রো এবাহশ্চ শুভঙ্করশ্চ
লক্ষ্মীধরোঽসৌ চ বাঁতো-নারাণী
হৃষোঽপি গোবর্দ্ধনকঃ প্রসিদ্ধঃ
ফুং মুং আনারিজ লক্ষ্মীধরঃ
লক্ষ্মীধরশ্যামলশুদ্ধকীর্ত্তিঃ
পুত্রাঃ প্রকৃষ্টা ভুবি কান্তিমন্তঃ
শান্তোবৃহৎ পৌরুষশালিনোঽমী
সদীশ্বরান্তে চ ত্রিলোচনাদ্যাঃ।
দুর্গাবরোধীরমনোহরশ্চ
নরনিকোকৌ কমলাকরশ্চ
শ্রীলোকনাথোঽপি চ সপ্তযোগ্যাঃ
কুলঞ্চ তেষাং প্রবদামি শুদ্ধং
ফুং মুং লক্ষ্মীধরজ মনোহরঃ

... ...

...পুত্রাস্তু পঞ্চৈব তে।
শ্রীপঞ্চাননবল্লভৌ চ জগদানন্দঃ সুষেণোঽপ্যাসৌ।
গঙ্গানন্দমহাশয়ো মুখকুলাধীশোঽপি তেষাং মুদা
তদ্বক্ষ্যে পরিবর্ত্তনং মুখগণা বাঞ্ছতি যত্তুলাতাং

এর থেকে দেখা যাচ্ছে, গর্ভেশ্বরের পুত্র মুরারি, তাঁর পুত্র অনিরুদ্ধ, তাঁর পুত্র লক্ষ্মীধর,

তাঁর পুত্র মনোহর, তাঁর পুত্র সুষেণ। এদিকে মুরারির আর এক পুত্র বনমালীব পুত্র কৃত্তিবাস। নিচে একটি বংশতালিকা দিয়ে কৃত্তিবাস ও সুষেণের সম্পর্ক দেখানো হল :



এই বংশতালিকার সুষেণ এবং জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে উল্লিখিত সুষেণ পণ্ডিত যে অভিন্ন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ দুজনেরই বাড়ি ফুলিয়ায়, দুজনেই কুলীন ব্রাহ্মণ এবং দুজনেরই বংশে মুরারি, দুর্গাবর ও মনোহব নামে লোক ছিলেন। বংশলতিকাটির পিছনে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের মত প্রাচীন ও প্রামাণিক সূত্রের সমর্থন থাকায় এর অকৃত্রিমতা সংশয়ের অতীত।[৩৩] অধিকন্তু, গঙ্গানারায়ণের ভবানীমঙ্গল (রচনাকাল ১৮শ শতকের মধ্যভাগ) থেকেও (বিশ্বভারতী-প্রকাশিত পুঁথি-পরিচয়, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪২৫ দ্র.) এই বংশলতিকার সমর্থন মেলে। গঙ্গানারায়ণ লিখেছেন যে, তিনি 'ফুলিয়া কুলের মণি সুষেণ পণ্ডিত' এর বংশধর—নিম্নতন অষ্টম পুরুষ। তিনি আরও লিখেছেন, 'সুষেণ জগদানন্দ গঙ্গানন্দ আর। ফুলিয়া কুলের চূড়া বিদিত সংসার।।' উপরের বংশলতিকায় আমরা গঙ্গানন্দের নাম পেয়েছি সুষেণের অগ্রজ হিসাবে। গঙ্গানাবায়ণেব 'ভবানীমঙ্গল'-এও সুষেণ ও গঙ্গানন্দের নাম একত্রে উল্লিখিত হয়েছে। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল থেকে আমরা দেখতে পাই যে, কৃত্তিবাসের সম্পর্কিত পৌত্র সুষেণ পণ্ডিত ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দের মত সময়ে জীবিত ছিলেন। পিতামহ ও

[৩৩] এখানে একটি কথা বলা দরকার। এ পর্যন্ত বহু গবেষকই কৃত্তিবাসেব আবির্ভাবকাল নির্ধারণ করতে গিয়ে কুলগ্রন্থেব সাক্ষ্য ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন। কুলগ্রন্থের সাক্ষ্যকে অনেকে খুব প্রামাণিক বলে মনে করেন আবার কেউ-কেউ মনে করেন, কুলগ্রন্থের সাক্ষ্য 'মিথ্যার অপেক্ষাও তুচ্ছ।' এ বিষয়ে প্রকৃত সত্য এই যে, কুলগ্রন্থের সাক্ষ্যের মূল্য কোন পুরোনো কিংবদন্তীর সাক্ষ্যের সমান— তার বেশিও নয়, কমও নয়। ড° রমেশচন্দ্র মজুমদার-প্রণীত 'বঙ্গীয় কুলশাস্ত্র' গ্রন্থের পরিশিষ্টে আমি এ-সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেছি। তবে কুলগ্রন্থের যে সাক্ষ্যের পিছনে অন্য কোন প্রাচীন সূত্রের সমর্থন আছে, তা খুব প্রামাণিক। ধ্রুবানন্দের 'মহাবংশাবলী'তে সুষেণ পণ্ডিতের যে বংশাবলী পাওয়া যায় তার পিছনে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের উক্তির সমর্থন থাকায় তাকে প্রামাণিক বলে গ্রহণ করা চলে। যে-সব কথা কেবল কুলগ্রন্থে পাওয়া যায়, সেগুলি ততটা প্রামাণিক বলে গণ্য হতে পারে না।

পৌত্রের স্বাভাবিক ব্যবধান ৫০ বছর ধরা যায়। এই হিসাবে কৃত্তিবাস ১৫৬৬ খ্রিস্টাব্দের মত সময়ে জীবিত ছিলেন। মোটের উপর তিনি ১৪৬০ থেকে ১৪৯০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে জীবিত ছিলেন বললে ভুল হয় না।

এখন আত্মকাহিনীর সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করা যাক। আত্মকাহিনী থেকে জানা যায়, কৃত্তিবাস বড় গঙ্গা পার হয়ে সুদূর বরেন্দ্রভূমিতে পড়তে গিয়েছিলেন। অথচ বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত ও অন্যান্য প্রামাণিক সূত্র থেকে জানা যায়, চৈতন্যদেবের জন্মের আগেই নবদ্বীপ বিদ্যাচর্চার প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। এই নবদ্বীপ কৃত্তিবাসের বাসভূমি ফুলিয়া থেকে মাত্র সাত-আট ক্রোশ দূর এবং সে-সময়ে নবদ্বীপ ও ফুলিয়া গঙ্গার একই পারে অবস্থিত ছিল। তা সত্ত্বেও কৃত্তিবাস যখন সুদূর বরেন্দ্রভূমিতে পড়তে গেলেন, তখন বোঝা যায় তাঁর সময়ে বিদ্যাকেন্দ্র হিসাবে নবদ্বীপের অভ্যুদয় হয় নি; সুতরাং তিনি চৈতন্যদেবের আগে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং চৈতন্যদেবের জন্মের অনেক আগেই তাঁর পাঠ সাঙ্গ হয়েছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কৃত্তিবাস যে-গৌড়েশ্বরের সভায় গিয়েছিলেন, তাঁর পরিচয় বা সময় নির্ধারণ করতে পারলে কৃত্তিবাসের কালনিরূপণ-সমস্যা আর থাকে না। সুতরাং এখন সেই চেষ্টাই করি।

কৃত্তিবাস-বর্ণিত গৌড়েশ্বরের পরিচয় সম্বন্ধে এ-পর্যন্ত অনেকে অনেক মত ব্যক্ত করেছেন। একদল বলেছেন, ইনি সত্যকারের কোন গৌড়েশ্বর নন—ইনি তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ। কিন্তু কৃত্তিবাস সাধারণ একজন জমিদারকে তোষামোদ করে গৌড়েশ্বর বলতে পারেন বলে বিনা প্রমাণে সিদ্ধান্ত করা যায় না।

ঐ মতের সপক্ষে একমাত্র যুক্তি এই যে, কুলগ্রন্থে কংসনারায়ণের মুকুন্দ, জগদানন্দ ও নারায়ণ নামে তিনজন আত্মীয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়, আর কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের ওই তিন নামের তিনজন সভাসদের উল্লেখ করেছেন। কুলগ্রন্থের মতে কংসনারায়ণের ভগ্নীপতি শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ীর পিতার নাম জগদানন্দ এবং পৌত্রীর স্বামীর নাম নারায়ণ। মুকুন্দ ও নারায়ণের মধ্যে চার পুরুষের তফাত— সুতরাং তাঁদের পক্ষে এক সভায় বসা প্রায় অসম্ভব। এখানে মুকুন্দ জগদানন্দের পিতামহ। কিন্তু কৃত্তিবাস-বর্ণিত গৌড়েশ্বরের সভাসদ মুকুন্দ জগদানন্দের পুত্র। ('মুকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান সুন্দর। জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কোঙর') সুতরাং এই মত একেবারেই অচল।

অনেকেই মনে করেন (আমিও আগে করেছিলাম) যে, এই গৌড়েশ্বর হিন্দু রাজা গণেশ। এ-রকম ধারণার প্রধান কারণ দুটি .

১) কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের যে-সমস্ত সভাসদের নাম করছেন, তাঁরা সকলেই হিন্দু। এর থেকে মনে হয়, রাজা নিজেও হিন্দু। গণেশ ছাড়া আর-কোন হিন্দু বাংলার সিংহাসনে বসেন নি।

২) ১৪১৫ খ্রিস্টাব্দে যে চীনা রাজপ্রতিনিধিদল বাংলার রাজসভায় এসেছিলেন, তাঁদের একজন সদস্য লিখেছেন যে, বাংলায় রাজপ্রাসাদে নয়টি মহল ছিল। ঠিক ঐ সময়েই গণেশ ক্ষমতাশালী ছিলেন এবং তার দু-এক বছর বাদেই তিনি দনুজমর্দনদেব-নামে মুদ্রা প্রকাশ

করেন। সুতরাং চীনা প্রতিনিধি-বর্ণিত প্রাসাদেই বোধ হয় তিনি বাস করতেন। কৃত্তিবাস আত্মকাহিনীতে গৌড়েশ্বরের নয়-মহলা প্রাসাদের কথাই লিখেছেন।

প্রথম যুক্তিটি সম্বন্ধে বলা যায়, পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীর যে-কোন গৌড়েশ্বরের সভায় হিন্দু সভাসদদের প্রাধান্য ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ আলাউদ্দীন হোসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯) কথা ধরা যাক। বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন সূত্র থেকে তাঁর এতগুলি হিন্দু সভাসদের নাম জানা গেছে— 'সাকর মল্লিক' সনাতন, 'দবীর খাস' রূপ, 'অনুপম মল্লিক' বল্লভ, 'অধিপাত্র' চিরঞ্জীব সেন (গোবিন্দদাস কবিরাজের পিতা), কেশব ছত্রী, 'অন্তরঙ্গ' মুকুন্দ, সুবুদ্ধি রায়, যশোরাজ খান, দামোদর, কবিরঞ্জন-প্রভৃতি। কোন কবি যদি হোসেন শাহের সভা বর্ণনা করতেন, তাহলে বোধ হয় তাতে কৃত্তিবাস-বর্ণিত গৌড়েশ্বরের সভায় চেয়েও বেশি হিন্দু সভাসদের নাম পাওয়া যেত। হোসেন শাহ্ হিন্দুদের প্রতি অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন মনে করার মত কোন হেতু নেই। কারণ তাঁর হিন্দুবিদ্বেষী কার্যকলাপের যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় (যেমন উড়িষ্যায় মন্দির ভাঙা)। আর হোসেন শাহের পূর্ববর্তী সুলতান রুকনুদ্দীন বারবক শাহেরও অনেক হিন্দু সভাসদ ছিলেন বলে জানা যায়। সুতরাং কৃত্তিবাস-বর্ণিত গৌড়েশ্বর যে মুসলমান হতে পারেন না, তা বলা যায় না। এখানে আরও একটা কথা ভাববার আছে। কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের মাত্র আট-নয় জন সভাসদের নাম করেছেন :

রাজার ডাহিনে আছে পাত্র জগদানন্দ।
তাহার পাছে বস্যা আছেন ব্রাহ্মণ সুনন্দ ॥
বামেতে কেদার খাঁ ডাহিনে নারায়ণ।
পাত্রেমিত্রে বস্যা রাজা পরিহাসে মন ॥
গন্ধর্ব্ব রায় বসি আছে গন্ধর্ব্ব অবতার।
রাজসভাপূজিত তিহোঁ গৌরব আপার ॥
তিন পাত্র দাণ্ডাইয়া আছে রাজপাশে।
পাত্রমিত্রে বস্যা রাজা করে পরিহাসে ॥
ডাহিনে কেদার রায় বামেতে তরণী (পাঠান্তর—তরুণী)।
সুন্দর শ্রীবৎস্য আদি ধর্ম্মাধিকারিণী ॥
মুকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান সুন্দর।
জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কোঙর ॥

কিন্তু 'পঞ্চগৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা।' সুতরাং তাঁর সভায় মাত্র আট-নয়জন সভাসদ থাকতে পারেন না। ভারতচন্দ্র রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের যে সব সভাসদের নাম করেছেন তাঁদের সংখ্যা এর চেয়ে অনেক বেশি। অথচ কৃষ্ণচন্দ্র গৌড়েশ্বর নন, জনৈক ভূস্বামী মাত্র। কৃত্তিবাস-বর্ণিত গৌড়েশ্বরের সভায় আরও সভাসদ যে ছিলেন, তাও উপরের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়। সুতরাং সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের বহু সভাসদের মধ্যে বাছা-বাছা আট-নয় জনের নাম করেছেন। তিনি যাঁদের নাম করেন নি, তাঁদের মধ্যে হয়তো

মুসলমানও অনেকে ছিলেন। কৃত্তিবাস হয়তো 'যবন'দের নাম লেখা পছন্দ করেন নি। আর তিনি যাঁদের নাম করেছেন, তাঁরা সকলেই যে হিন্দু, তা কে বলতে পারে? কেদার খাঁ =Qadar Khan হতে বাধা কী?

দ্বিতীয় যুক্তি সম্বন্ধে বলা যায়, গণেশের সময়ে বাংলার রাজপ্রাসাদ নয়-মহলা ছিল বলে আর-কোন গৌড়েশ্বরের সময় তা থাকবে না, এ-রকম ভাবা কোনমতেই চলে না। সব যুগেই রাজাদের প্রাসাদ নির্মাণে একটি বিশেষ রীতি অনুসৃত হয়ে থাকে, সুতরাং গণেশের প্রাসাদ যদি নয়-মহলা হয়, তাহলে ঐ যুগের অন্যান্য গৌড়েশ্বরদের প্রাসাদও তাই হওয়া স্বাভাবিক।

সুতরাং গণেশই যে কৃত্তিবাস-উল্লিখিত গৌড়েশ্বর, একথা বলবার অনুকূলে যুক্তি আদৌ জোরালো নয়। আর এই গৌড়েশ্বর যে হিন্দু তারও কোন প্রমাণ নেই।

গণেশকে কৃত্তিবাসের সংবর্ধক বলে ধরবার বিপক্ষে আর একটি প্রবল আপত্তি আছে। এখানে সেটি উল্লেখ করছি। গণেশ পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে কয়েক বছর অন্যের বেনামীতে রাজত্ব করেছিলেন বটে, কিন্তু নিজে সিংহাসনে আরোহণ করে সাক্ষাৎভাবে রাজত্ব করেছিলেন দুই-দফায় অল্পসময়ের জন্য— প্রথম দফায় ১৪১৫ খ্রিস্টাব্দে কয়েক মাসের জন্য এবং দ্বিতীয় দফায় ১৪১৭-১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রায় দুই বছরের জন্য— এই শেষ দফাতেই তিনি 'দনুজমর্দনদেব' নামে মুদ্রা প্রকাশ করেছিলেন (এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার জন্য আমার লেখা 'বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর', তৃতীয় সংস্করণ, চতুর্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। কিন্তু কৃত্তিবাস যে ঠিক ঐ সময়ে জীবিত ছিলেন, তার কোন প্রমাণ স্বতন্ত্র কোন সূত্র থেকে পাওয়া যায় না।

আগেই দেখিয়েছি, কৃত্তিবাসের সম্পর্কিত পৌত্র সুষেণ পণ্ডিতের সময় থেকে হিসাব করে কৃত্তিবাসকে ১৪৬০ থেকে ১৪৯০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পাওয়া যায়। কৃত্তিবাস যে এই সময়ে বর্তমান ছিলেন এবং এই সময়ের এক গৌড়েশ্বরের সভায় গিয়েছিলেন, তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি।

আত্মকাহিনীতে কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের যে সমস্ত সভাসদের উল্লেখ করেছেন তাঁদের মধ্যে কেদার রায় ও নারায়ণের নাম পাওয়া যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে এই দুই নামের দু'জন গৌড়রাজসভাসংশ্লিষ্ট লোক বর্তমান ছিলেন, তা আমরা অন্য প্রামাণিক সূত্র থেকে জানতে পেরেছি।

বিখ্যাত মৈথিল স্মার্ত গ্রন্থকার বর্ধমান উপাধ্যায় তাঁর 'দণ্ডবিবেক' গ্রন্থের উপক্রমে তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজা ভৈরবসিংহ সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা মুদ্রিত গ্রন্থ (Gaekwad Oriental Series, LII নং গ্রন্থ, পৃ.১) থেকে উদ্ধৃত করছি।

যঃ শ্রীকুসেনমপনীতসমস্তসেনমাত্মীয়সৈনিকমিবাত্মমতে নিযুংক্তে।
গৌড়েশ্বরপ্রতিশরীরমতিপ্রতাপঃ[৩৪] কেদারবায়মবগচ্ছতি দারতুল্যম্ ॥

[৩৪] এই ছত্রের 'গৌড়েশ্বরপ্রতিশরীরমতিপ্রতাপঃ' মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠ হলেও ব্যাকরণ ও ছন্দের দিক দিয়ে বিচার করলে এটি অশুদ্ধ বলে মনে হয়। সম্ভবত মূল পাঠ . 'গৌড়েশ্বরপ্রতিশরীরমতিপ্রতাপং।'

(যিনি শ্রীকুসেনকে অপনীত করে তাঁর সমস্ত সেনা নিজের সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্ত করেছেন এবং গৌড়েশ্বরের প্রতিশরীর কেদার রাযকে যিনি স্ত্রীলোকের মত দেখেন।)

এখন, 'দণ্ডবিবেক' কোন্ সময়ে লেখা হয়েছিল দেখা যাক। মনোমোহন চক্রবর্তী লিখেছেন, 'The Danda-viveka and the Smrti-tattavamrta are productions of a somewhat mature age.'। গ্রন্থকার বর্ধমান সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, 'In the final colophon of the Danda-viveka he is called Dharmma-dhikaranika or judge and of the Smrtitattvamrta he is called Maha-dharmmadhikari or chief judge' (J.A.S.B., 1915, p. 403)। সুতরাং যে-সময়ে বর্ধমান ধর্মাধিকরণিকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময়েই দণ্ডবিবেক রচিত হয়েছিল। ঠিক এই সময়ে বর্ধমানের আজ্ঞায় লেখানো একটি যজুর্বেদটীকাব পুঁথি পাওয়া গেছে। পুঁথিটির পুষ্পিকা অবিকল উদ্ধৃত করছি :

'লসং ৩৭২ আষাঢ় বদি দ্বাদশী চন্দ্রে রত্নপুরনগরে ধর্মাধিকরণিক মহামহোপাধ্যায়-শ্রীবর্ধমানমহাশয়ানামাজ্ঞয়া লিখিতমিদং সত্বরপাণিনা শ্রীগোণ্ডিশর্মণেতি' (J.B.O.R.S., 1978, p.311)।

লসং ৩৭২, ১৪৫১ থেকে ১৫০১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পড়বে, কারণ, লসং-এর সঙ্গে খ্রীষ্টাব্দের ব্যবধান ১০৭৯ বছর থেকে শুরু করে ১১২৯ বছর পর্যন্ত হতে পারে (মৎপ্রণীত 'বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়', তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। সুতরাং দণ্ডবিবেক যে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে রচিত হয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ভৈরবসিংহের রাজত্বকাল থেকেও দণ্ডবিবেকের রচনাকাল নির্ধারণ করা যায়। ভৈরবসিংহের পিতা নরসিংহের একটি শিলালিপির তারিখ 'শরাশ্বমদনঃ' (১৩৭৫) শকাব্দ বা ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে (J.B.O.R.S., 1934, pp.15-19)। ভৈরবসিংহ স্বয়ং ১৪৭৬-৭৭ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কারণ তাঁর কতকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে— যেগুলিতে স্পষ্টই লেখা আছে যে, ভৈরবসিংহের রাজত্বের ১৪শ বর্ষে ও ১৪৮৯ খ্রিস্টাব্দে সেগুলি উৎকীর্ণ হয়েছিল। সুতরাং ভৈরবসিংহ পঞ্চদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদের শেষাংশ ও চতুর্থ পাদের প্রথমাংশে রাজত্ব করেছিলেন বলা যায়। অতএব 'দণ্ডবিবেক'ও ঐ সময়েরই রচনা।

'দণ্ডবিবেক'-এর পূর্বোদ্ধৃত শ্লোকটির প্রথম ছত্রে জনৈক 'শ্রীকুসেন'-এর নাম আছে—বলা বাহুল্য, এখানে লিপিকরপ্রমাদ আছে। প্রকৃত নাম সম্ভবত 'শ্রীহুসেন'। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য আমায় বলেছিলেন, একটি পুঁথিতে 'শ্রীহুসেন' পাঠই পাওয়া গেছে। এই 'শ্রীহুসেন' নিশ্চয়ই জৌনপুরের সুলতান হুসেন শাহ—যিনি ১৪৫৮ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন, ১৪৭৯ খ্রিস্টাব্দে বাহলোল লোদীর সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে রাজ্য হারান এবং বাংলার সুলতানের আশ্রয়ে বাকি জীবন অতিবাহিত করেন। অতএব বইটি ১৪৫৮ খ্রিস্টাব্দের পরে লেখা সন্দেহ নেই। দণ্ডবিবেকে 'শ্রীহুসেন' লেখা থাকাতে বোঝা যায় যে, হুসেন ঐ সময় জীবিত ছিলেন।

যাই হোক, দণ্ডবিবেক যে পঞ্চদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদের শেষে বা চতুর্থ পাদের শুরুতে রচিত হয়েছিল, তাতে সংশয়ের অবকাশ নেই। ঐ সময়ে গৌড়েশ্বরের কেদার রায় নামে একজন officer ছিলেন—যাঁর উপাধি ছিল 'প্রতিশরীর'। মনোমোহন চক্রবর্তী 'প্রতিশরীর'-

এর অর্থ করেছিলেন 'প্রতিনিধি' (J.A.S.B., 1915 p. 417 দ্রষ্টব্য)। এই অর্থ যে ঠিক তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ঠিক একই সময়ে গৌড়রাজসভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক 'নারায়ণ'-এর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। সেন আমল থেকে শুরু করে হোসেন শাহী আমল পর্যন্ত গৌড়েশ্বরের চিকিৎসকরা 'অন্তরঙ্গ'-উপাধিতে পরিচিত হতেন। মুসলমান আমলের কয়েকজন 'অন্তরঙ্গ'-এর নাম আমরা জানি। শিবদাস সেনের পিতা অনন্ত সেন বারবক শাহের 'অন্তরঙ্গ' ছিলেন। চৈতন্যদেবের পরিকর শ্রীখণ্ডের মুকুন্দ ছিলেন হোসেন শাহের 'অন্তরঙ্গ'। মুকুন্দের পিতার নাম নারায়ণদাস, সংক্ষেপে নারায়ণ। এই নারায়ণও গৌড়েশ্বরের 'অন্তরঙ্গ' ছিলেন। ভরত মল্লিকের 'চন্দ্রপ্রভা'তে নারায়ণদাস সম্বন্ধে লেখা আছে :

'নারায়ণো যোঽভূৎ সোঽন্তরঙ্গাঃ কবীশ্বরঃ' (পৃ ৩৪৫) এবং

অথাস্য নারায়ণদাসকস্য
খানান্তরঙ্গস্য সুতাস্ত্রয়োঽমী
মুকুন্দদাসঃ সুকৃতৈকবাসঃ
স রাজবৈদ্যঃ সুজনাভিলাষঃ। (পৃ. ৩৫০)

চূড়ামণিদাসের লেখা চৈতন্যচরিতগ্রন্থ 'গৌরাঙ্গবিজয়'-এ (রচনাকাল ষোড়শ শতাব্দী) এই উক্তির সমর্থন পাচ্ছি। 'গৌরাঙ্গবিজয়'-এ (মুদ্রিত গ্রন্থ, পৃ. ৮৬) এক-জায়গায় নারায়ণদাসের পুত্র মুকুন্দকে দিয়ে বলানো হয়েছে, 'রাজবৈদ্য নারায়ণদাস মোর বাপ।' এই নারায়ণদাসই 'রাজবল্লভ দ্রব্যগুণ' নামে বিখ্যাত আয়ুর্বেদগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। গ্রন্থের 'রাজবল্লভ দ্রব্যগুণ' নামে মনে হয়, লেখকের সঙ্গে রাজার সম্পর্ক ছিল। দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য আমায় বলেছিলেন যে, 'রাজবল্লভ'-এর একটি পুঁথিতে তিনি নারায়ণদাসের 'অন্তরঙ্গ'-উপাধি দেখেছিলেন।

কোন্ সময়ে নারায়ণদাস গৌড়েশ্বরের চিকিৎসক ছিলেন, তা এবার ঠিক করতে হবে। 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এ দেখতে পাই, গৌড়ীয় ভক্তেরা যেবার প্রথম নীলাচলে রথযাত্রার সময়ে চৈতন্যদেবকে দেখতে যান (আনুমানিক ১৫১৩ খ্রিস্টাব্দ), সেই সময় শ্রীচৈতন্য মুকুন্দের সঙ্গে তাঁর পুত্র রঘুনন্দনের সম্বন্ধে আলাপ করেছেন (মধ্যলীলা ১১শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এ আলাপ থেকে বোঝা যায়, রঘুনন্দনের বয়স ঐ সময় ১৮/১৯ বছরের কম হতে পারে না। অতএব মুকুন্দ তখন প্রৌঢ়বয়স্ক। সুতরাং তাঁর পিতা নারায়ণদাসের কর্মজীবন স্বাভাবিকভাবে পঞ্চদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদের শেষাংশে ও চতুর্থ পাদে পড়বে। 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে সঙ্কলিত রঘুনন্দনের শিষ্য রায়শেখরের ভণিতাযুক্ত একটি পদে নারায়ণদাসের কনিষ্ঠ পুত্র নরহরি সম্বন্ধে বলা হয়েছে :

গৌরাঙ্গ জন্মের আগে বিবিধ রাগিণী রাগে
ব্রজরস করিলেন গান।

১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে চৈতন্যের জন্ম হয়। ঐ সময়ের আগেই যদি নারায়ণদাসের কনিষ্ঠ পুত্র 'ব্রজরস' গান করে থাকেন, তাহলে নারায়ণদাসের বয়স ঐ সময় ৫০ বছরের কম হয় না। অতএব নারায়ণদাস যে পঞ্চদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে অথবা চতুর্থ পাদে গৌড়েশ্বরের 'অন্তরঙ্গ' বা রাজবৈদ্য ছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। অতএব তিনি 'দণ্ডবিবেক'-এ উল্লিখিত কেদার রায়ের সমসাময়িক।

আত্মকাহিনীতে কৃত্তিবাস রাজসভাসদ গন্ধর্ব রায়ের[৩৩] নাম করেছেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে গৌড়রাজসভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনুরূপ নামের একজন লোকের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। কায়স্থদের কুলপঞ্জিতে গোপীনাথ বসু নামে একজন কায়স্থ সমাজপতির নাম পাওয়া যায়; 'তিনি সুলতানগণের প্রিয়কার্যসাধন করিয়া, পুরন্দর খাঁ উপাধি এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর গোবিন্দ বসু ধনাধ্যক্ষ হইয়া গন্ধর্ব খাঁ উপাধিতে ভূষিত হন।' এই কুলপঞ্জিগুলিতে লেখা আছে পুরন্দর খাঁ ও গন্ধর্ব খাঁ শ্রীকৃষ্ণবিজয়-রচয়িতা মালাধর বসুর জ্ঞাতিভ্রাতা ছিলেন। মালাধর বসু ১৪৭৩ খ্রিস্টাব্দে শ্রীকৃষ্ণবিজয়-রচনা শুরু করেন এবং ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে শেষ করেন। সুতরাং এঁরা দুজনেও ঐ সময়ে বর্তমান ছিলেন বলে মনে করা যায়। নগেন্দ্রনাথ বসুর উক্তি থেকেও এই মত সমর্থিত হয়। তিনি লিখেছেন, 'পুরন্দর খাঁর অভ্যুদয় সম্বন্ধে সাধারণের বিশ্বাস যে, সুলতান হোসেন শাহের সময় তিনি গৌড়েশ্বরের রাজস্বমন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু প্রাচীন কুলগ্রন্থ আলোচনা করিলে জানা যায়, সুলতান হোসেন শাহের পূর্বে তিনি কায়স্থ সমাজপতি ছিলেন এবং গৌড়ের দরবারে লেখাপড়ার কর্তা বা সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন।' পুরন্দর খাঁ ও গন্ধর্ব খাঁর সময় এমন-কি অস্তিত্ব পর্যন্ত বিতর্কের বিষয়—কারণ কুলজিগ্রন্থগুলিকে নাতিপ্রামাণিক বলেই গণ্য করা হয়। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, কুলজিগ্রন্থগুলির উক্তি অনুসারে যে-সময়ে গৌড়েশ্বরের ধনাধ্যক্ষ গন্ধর্ব খাঁকে পাওয়া যাচ্ছে, ঠিক সেই সময়েই প্রামাণ্য সূত্র থেকে কেদার রায় ও নারায়ণ নামে গৌড়েশ্বরের আর দুজন officer-এর নাম পাওয়া যাচ্ছে এবং কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীতেও রাজার সভাসদদের তালিকায় 'গন্ধর্ব রায়'-এর নাম পাওয়া যাচ্ছে। অতএব এক্ষেত্রে কুলজিগ্রন্থগুলির কথা সত্য বলেই বিশ্বাস হয়। কৃত্তিবাস যাঁকে 'গন্ধর্ব রায়' বলেছেন, কুলজিকাররা তাঁকেই 'গন্ধর্ব খান' বলেছেন, এরকম অনুমান অযৌক্তিক হয় না। বসন্তরঞ্জন রায় সম্ভবত কোন কুলজিগ্রন্থে 'গন্ধর্ব রায়' নামই দেখেছিলেন—কারণ তিনি 'গোপীনাথ বসুর ভ্রাতা গন্ধর্ব রায়' লিখেছিলেন (সা.প.প., ১৩৪০, পৃ. ১১১)। কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীর

[৩৩] ড° সুকুমার সেনের মতে কুৎবনের 'মৃগাবতী'র (রচনাকাল ৯০৯ হিজরি বা ১৫০৩ খ্রি.) একটি চরণ 'রায় জহাঁ লউ গংদ্রব রহহী' (পাঠান্তর : রায় জহাঁ লহু গন্ধর্প অহুঈ) থেকে বাংলার সুলতান হোসেন শাহের সভায় এক গন্ধর্ব রায়ের অবস্থানের প্রমাণ মেলে। কিন্তু চরণটির আসল অর্থ : 'গন্ধর্বেরা যেখানে আছে, ততদূর পর্যন্ত বাজার গতি'। এই হোসেন শাহও বাংলার সুলতান নন— জৌনপুরের সুলতান হোসেন শাহ শর্কী (আমার লেখা 'বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর', ৩য় সং, ৮ম অধ্যায়, পৃ. ২৩৬-২৪০ দ্র.)।

গন্ধর্ব্ব রায়ের সঙ্গে এই গন্ধর্ব্ব খান বা গন্ধর্ব রায় যদি অভিন্ন হন, তাহলে কৃত্তিবাসের জীবৎকাল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধেই হয়।

সুতরাং আমরা এখন কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে চরম সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারি। তিনি যে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বর্তমান ছিলেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নেই।

কেদার রায়, নারায়ণ ও গন্ধর্ব রায়—এই তিনজন ১৪৬০ থেকে ১৪৯০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোন-এক সময় একই সঙ্গে গৌড়রাজসভার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ অল্প। গন্ধর্ব রায়কে যদি বাদও দেওয়া যায়, তা হলেও কেদার রায় ও নারায়ণ যে ঐ সময়েই গৌড়রাজসভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাতে সন্দেহ থাকে না।[৩৬] সুতরাং আমরা নিশ্চিতভাবে সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, কৃত্তিবাস ঐ সময়েই গৌড়েশ্বরসভায় গিয়েছিলেন।

প্রশ্ন হচ্ছে, এই গৌড়েশ্বরের নাম কী? এ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

১৯৫১ সালের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত Bihar through the Ages গ্রন্থের ৩৯৪ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, 'According to Mulla Taqia... Rukn-ud-din Barbak Shah (1459-74) had regained parts of Tirhut in 1470. Barbak Shah revived the previous arrangement of the famous Ilyas Shah, and spilt the region into two. He joined one portion to Bengal with Hajipur as its centre and appointed a Naib (Deputy), Kedar Rai, to collect tribute'. Bihar through the Ages গ্রন্থের এই অংশের লেখক সৈয়দ হাসান আসকারি। মুল্লা তকিয়া কে, সে কথা আসকারি সাহেবের লেখা থেকে উদ্ধৃত করছি.

'Mulla Taqyya, a courtier of Akbar and Jahangir' (Bengal, Past and Present, 1948, p. 48)

"Mulla Taqia was an important personality who has been mentioned by Jahangir in his Memoirs and also by sixteenth-century writers like Nizam-ud-din and Badauni. In the preface to his Bayaz (Miscellaneous collections) Mulla Taqia says that he travelled from Jaunpur to Bihar and Bengal, utilized the books in the library of Junnatabad, Gaur, and also consulted the documents of Nijabat Khan, son of Hashim Khan Nishapuri, who had received a jagir in Bihar. (Bihar through the ages, p. 383)

মুল্লা তকিয়ার বয়াজের ত্রিহুতের অর্থাৎ মিথিলার ইতিহাস সংক্রান্ত অংশটি পাটনার উর্দু পত্রিকা 'মাসির'-এ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৯ সালের মে-জুন মাসের সংখ্যায়। এটি প্রকাশ করেছিলেন মৌলভী মুহম্মদ ইলিয়াস রহমান। 'মাসির'-এ প্রকাশিত মুল্লা তকিয়ার বয়াজের রুকনুদ্দীন বারবক শাহ সংক্রান্ত অংশটির আক্ষরিক অনুবাদ নিচে দেওয়া হল।

'Previously, Sultan Firoz Shah Tughlaq had brought Sultan Shamsuddin

[৩৬] ড° সুকুমার সেন বিভিন্ন জায়গায় কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীতে উল্লিখিত গৌড়েশ্বরের অধিকাংশ সভাসদকে হোসেন শাহের সভাসদ বলছেন ; সুকুমারবাবুর এই উক্তির পিছনে কণামাত্র যুক্তি বা তথ্য নেই।

Haji Illyas under his domination and had annexed the territory of Tirhut in his possession, which latter on became the part of the Sharqi Kingdom. But after 121 years, i.e., in the year 875, Rukn-ud-din Barbak Shah, the Sultan of Bengal, having collected Afghans in his army, which were more than locusts in number, invaded the territory of Tirhut, which was in the possession of Sultan Husain Shah Sharqi. And after a lot of warfare, he became perfectly victorious and directly came into possession on the fort of Hajipur and its suburbs, as much as formed part of the dominion of Haji Illyas. With this, he extended to the north as far as the river Budi Gandak, which was in the hands of a zeminder of Tirhut, where he appoined Kedar Rai as his Naib (Deputy) for the realisation of royal revenues and protection of frontiers. The son of the zeminder, Bharat Singh by name, ejected the above-mentioned Rai, through his exteme folly and force, and became supreme there. As soon as Sultan Barbak Shah heard this news, he hastened to give punishment to the zeminder. But the Raja showed his submission and gave assurance of his loyalty to the king.'

মুল্লা তকিয়ার লেখা এই বিবরণী নিশ্চয়ই সত্য, কারণ বর্ধমান উপাধ্যায়ের 'দণ্ডবিবেক'-এর উক্তির সঙ্গে এর মিল আছে এবং রুকনুদ্দীন বারবক শাহের রাজত্বকালের একটি বছর ৮৭৫ হিজরা এর মধ্যে সঠিকভাবে উল্লিখিত হয়েছে। সুতরাং কেদার রায় রুকনুদ্দীন বারবক শাহেরই officer ছিলেন এবং ৮৭৫ হিজরা বা ১৪৭০ খ্রিস্টাব্দে ত্রিহুতে (মিথিলায়) বারবক শাহের নায়েব নিযুক্ত হয়েছিলেন। (মুল্লা তকিয়ার বিবরণীতে উল্লিখিত 'ভরতসিংহ' সম্ভবত ভৈরবসিংহের নামের বিকৃত রূপ।) কেদার রায় অন্য গৌড়েশ্বরের অধীনে কাজ করেছিলেন বলে জানা যায় না। অতএব কৃত্তিবাস যে গৌড়েশ্বরের সভায় গিয়েছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই রুকনুদ্দীন বারবক শাহ।

বারবক শাহ বিদ্যা ও সাহিত্যের একজন বিখ্যাত পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণবিজয়-রচয়িতা মালাধর বসু[৩৭] তাঁর পৃষ্ঠপোষণ লাভ করেছিলেন। রায়মুকুট বৃহস্পতি মিশ্রের (যিনি প্রথম জীবনে সুলতান জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ ও তাঁর সেনাপতি রায় রাজাধরের পৃষ্ঠপোষণ পেয়েছিলেন) শেষ জীবনের পৃষ্ঠপোষক তিনিই। সম্ভবত বাসুদেব সার্বভৌমের পিতা নরহরি বিশারদও তাঁর পৃষ্ঠপোষণ লাভ করেছিলেন। সুতরাং তাঁর পক্ষে কবি কৃত্তিবাসকে সংবর্ধিত করা একান্ত স্বাভাবিক। বারবক শাহ নিজে যেমন, তেমনি তাঁর অমাত্যেরাও (যেমন গুণরাজ খান, বিশ্বাস রায় প্রভৃতি) বিদ্যা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

[৩৭] ডঃ সুকুমার সেন নানা জায়গায় লিখেছেন যে, মালাধর বসু (গুণরাজ খান) কৃত্তিবাসের আগে বাংলা ভাষায় রচনা করেছিলেন। 'গুণরাজ খান' ভণিতাযুক্ত 'ইতিহাস পুস্তক' নামে একটি বইতে রামায়ণের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এটি যে মালাধর বসুরই লেখা, তার কোন প্রমাণ নেই—কারণ 'গুণরাজ খান' উপাধিধারী আরও কয়েকজন কবি বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। মালাধর বসুও কৃত্তিবাসের পূর্ববর্তী নন।

এর সঙ্গে একটি বিষয় দেখতে হবে। সুষেণ পণ্ডিত ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দে জীবিত ছিলেন। প্রচলিত হিসাব অনুযায়ী তাঁর সময় থেকে ৫০ বছর বাদ দিলে তাঁর পিতামহস্থানীয় কৃত্তিবাসকে ১৪৬৬ খ্রিস্টাব্দে জীবিত পাওয়া যায়। ঐ বছরটি বারবক শাহের রাজত্বকালের অন্তর্গত।

মুকুন্দের পিতা নারায়ণ বারবক শাহের 'অন্তরঙ্গ' বা চিকিৎসক হতে পারেন কি না, তা বিবেচ্য। হোসেন শাহের সেনাপতি ও লস্কর পরাগল খানের পিতা রাস্তি খান বারবক শাহের কর্মচারী ছিলেন। সুতরাং হোসেন শাহের চিকিৎসক মুকুন্দের পিতা নারায়ণ সময়ের হিসাবে স্বাভাবিকভাবেই বারবক শাহের চিকিৎসক হতে পারেন। অবশ্য বারবক শাহের অনন্ত সেন নামে আর-একজন 'অন্তরঙ্গ' ছিলেন বলে প্রামাণিকভাবে জানা যায়। কিন্তু বারবক শাহের মত একজন প্রবলপ্রতাপান্বিত গৌড়েশ্বরের দুজন 'অন্তরঙ্গ' বা খাস চিকিৎসক থাকা মোটেই অসম্ভব নয়। তাছাড়া প্রথমে একজন এবং পরে আর-একজন ঐ পদে নিযুক্ত হতে পারেন। কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীতে নারায়ণের নাম আছে, অনন্ত সেনের নাম নেই। বোধ হয় এর কারণ, নারায়ণই ঐ সময়ে বারবক শাহের চিকিৎসক ছিলেন, অনন্ত সেন ছিলেন না।

আগেই বলা হয়েছে, কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীতে উল্লিখিত গৌড়েশ্বরের সভাসদ গন্ধর্ব রায় ও কুলগ্রন্থে উল্লিখিত 'গৌড়েশ্বরের ধনাধ্যক্ষ' গন্ধর্ব খান সম্ভবত অভিন্ন। কুলগ্রন্থ অনুসারে গন্ধর্ব খান মালাধর বসুর জ্ঞাতিভ্রাতা ছিলেন। মালাধর বসু যখন সুলতান বারবক শাহের কাছে পৃষ্ঠপোষণ লাভ করেছিলেন, তখন তাঁর জ্ঞাতিভ্রাতার পক্ষে বারবক শাহের সরকারে কাজ করাই স্বাভাবিক।

যা হোক, মুল্লা তকিয়ার পূর্বোদ্ধৃত বিবরণী আবিষ্কৃত হবার পরে এবং উপরে বর্ণিত বিষয়গুলি মিলিয়ে দেখার পরে, কৃত্তিবাস যে গৌড়েশ্বর রুকনুদ্দীন বারবক শাহের সভায় গিয়েছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ থাকে না।

আরও দুটি বিষয় থেকে মনে হয়, কৃত্তিবাস রুকনুদ্দীন বারবক শাহের কাছে সংবর্ধনা পেয়েছিলেন।

ক) ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকী নামে বারবক শাহের সমসাময়িক জনৈক পণ্ডিত 'শরফ্‌নামা' নামে একটি ফার্সী ভাষার শব্দকোষ রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থে তিনি বারবক শাহের এই প্রশস্তি রচনা করেছেন :

'আবুল-মুজাফফর বারবক শাহ শাহ-ই-আলম (পৃথিবীপতি) হোন্ এবং তিনি তা'ই। জমশিদের রাজ্য তাঁর অধীনে থাকুক এবং তা' আছে।...যিনি প্রার্থীকে বহু ঘোড়া দিয়েছেন। যারা পায়ে হেঁটে যায়, তারা হাজার হাজার ঘোড়া দানস্বরূপ পেয়েছে। এই মহান্ আবুল মুজাফফর, ইনি অনুগ্রহের সাগর, যার সবচেয়ে সামান্য ও সাধারণ উপহার একটি ঘোড়া।'

এর থেকে বোঝা যায়, বারবক শাহ ঘোড়া দান করতে খুব ভালোবাসতেন। এর সমর্থন পাওয়া যায় বারবক শাহের পৃষ্ঠপোষিত হিন্দু পণ্ডিত বৃহস্পতি মিশ্রের উক্তি থেকে। বৃহস্পতি মিশ্র তাঁর 'পদচন্দ্রিকা'য় লিখেছেন যে তিনি নৃপের (বারবক শাহ) কাছ থেকে ঘোড়া উপহার পেয়েছিলেন 'রায়মুকুট'-উপাধি লাভের সময় :

যঃ প্রাপ্য দ্বিরদোপবিষ্টকনকস্নানৈরাবন্দনৃপা-
চ্ছত্রৈস্তৈস্তুরগৈশ্চ রায়মুকুটাভিখ্যামভিখ্যাবতীম্ ॥

কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী থেকে জানা যায়, তাঁর সমসাময়িক গৌড়েশ্বর তাঁর পিতৃব্য নিশাপতিকে ঘোড়া উপহার দিয়েছিলেন :

রাজা গৌড়েশ্বর দিল প্রসাদ ঘোড়া।
পাত্রমিত্র সকলে দিলেন খাসা জোড়া ॥

এর থেকেও মনে হয় —কৃত্তিবাসের সমসাময়িক এই গৌড়েশ্বর রুকনুদ্দীন বারবক শাহ ভিন্ন আর কেউ নন।[১০]

খ। আগে আমরা বলেছি যে, কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীতে উল্লিখিত গৌড়েশ্বরের সভাসদ কেদার খাঁ হিন্দু না হয়ে মুসলমান হতে পারেন এবং কেদার খাঁ Qadar Khan হতে পারেন। বারবক শাহের সমসাময়িক এক রাজপুরুষ Qadar Khan-এর সন্ধান আমরা পেয়েছি। এঁর নাম বারবক শাহের পিতা নাসিরুদ্দীন মাহ্‌মুদ শাহের কিওয়ারজোরে প্রাপ্ত ৮৬৩ হিজরার এক শিলালিপিতে পাওয়া যায় (Dani, Bibliography of the Muslim Inscriptions of Bengal, pp.130-137)। এই Qadar Khan কৃত্তিবাস উল্লিখিত 'কেদার খাঁ' হতে পারেন,

অতএব কৃত্তিবাস যে রুকনুদ্দীন বারবক শাহের সমসাময়িক ছিলেন ও তাঁর কাছে সংবর্ধনা পেয়েছিলেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ বিশেষ নেই। রুকনুদ্দীন বারবক শাহ ১৪৫৫ থেকে ১৪৫৯ পর্যন্ত তাঁর পিতা নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের সঙ্গে যুক্তভাবে রাজত্ব করেন, ১৪৫৯ থেকে ১৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এককভাবে রাজত্ব করেন এবং ১৪৭৪ থেকে ১৪৭৬ খ্রি. পর্যন্ত তার পুত্র শামসুদ্দীন য়ুসুফ শাহের সঙ্গে যুক্তভাবে রাজত্ব করেন। সুতরাং ১৪৫৯ থেকে ১৪৭৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে কৃত্তিবাস বারবক শাহের সভায় গিয়েছিলেন।

দীর্ঘকাল ধরে কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল নিয়ে যে বাদানুবাদ চলছে, তা কবে শেষ হবে জানি না। তবে ভাবাবেগের দ্বারা চালিত না হয়ে শুষ্ক তথ্যের উপর নির্ভর করে কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে একটা মীমাংসা করার চেষ্টা আমরা করলাম। কতদূর সফল হলাম তা সুধীগণ বিচার করবেন।

[১০] ড. হবীবুল্লাহ্ এক চিঠিতে আমাকে লিখেছেন যে, ঘোড়া দেওয়া যদি বারবক শাহের রোগবিশেষ হয় তা হলে কৃত্তিবাসকেও তিনি ঘোড়া দিলেন না কেন? তাঁর প্রশ্নের উত্তর কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীর মধ্যেই রয়েছে; আত্মকাহিনীতে লেখা আছে যে কৃত্তিবাসকে চন্দনচর্চিত করে পাটের পাছড়া দেওয়ার পরে 'রাজা গৌড়েশ্বর বলে কিবা দিব দান।' কৃত্তিবাস তখন দান গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হয়ে বলেন, 'কার কিছু নাঞি লই করি পরিহার।' কৃত্তিবাস যখন রাজার কাছে কোন দান নেন নি, তখন তাঁর কাছ থেকে তাঁর ঘোড়া পাবার কোন প্রশ্ন ওঠে না। তিনি রাজার কাছ থেকে সামান্য মূল্যের পাটের পাছড়া নিয়েছিলেন : কিন্তু 'পাটের পাছড়া' দান নয়, সম্মান-অভিজ্ঞান—কৃত্তিবাসের কবিত্বের স্বীকৃতির প্রতীক।

ইতিপূর্বে 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম' গ্রন্থে (১৯৫৮) আমি দেখাবার চেষ্টা করি যে, কৃত্তিবাস ১৪৬০ থেকে ১৪৯০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বর্তমান ছিলেন। এর পর 'কৃত্তিবাস-পরিচয়'-বইয়ে (১৯৫৯) নবাবিষ্কৃত তথ্য ও প্রমাণের সাহায্যে দেখাবার চেষ্টা করি যে, কৃত্তিবাস রুকনুদ্দীন বারবক শাহের কাছে সংবর্ধনা পেয়েছিলেন। তারপর 'বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়' (১৯৭৩) ও 'বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর' বইয়েও (১ম সংস্করণ ১৯৬২, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৯৮) আমি এই সিদ্ধান্তের পুনরুক্তি করি।

বহু গবেষকই কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে আমার সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্রহণ করেছেন। এঁদের মধ্যে ডক্টর শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়, ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডক্টর আহমদ শরীফ, ডক্টর ভূদেব চৌধুরী, ডক্টর দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—এঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১৩৬৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসের 'প্রবাসী'তে (পৃ.৬২-৬৫) ও ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের পাকিস্তান দিবস সংখ্যা 'মাহে নও'তে দুটি প্রবন্ধ লিখে (প্রবন্ধ দুটি আসলে একই) আমার মতের বিচার করেন ও এই মত ব্যক্ত করেন যে, বারবক শাহ নয়, জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ (রাজা গণেশের পুত্র) কৃত্তিবাসকে সংবর্ধিত করেছিলেন। আমি ১৯৬৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসের 'প্রবাসী'তে (পৃ ৭৭৪-৭৭৭) ও 'বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর'-এর ১ম সংস্করণে (পৃ. ৩৫৭-৩৬৩) ড° শহীদুল্লাহ্র বিচারের উত্তর দিই এবং দেখাই যে, ড° শহীদুল্লাহ্ যে-সমস্ত 'তথ্য'-এর উপর নির্ভর করে জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহকে কৃত্তিবাসের সংবর্ধক বলে সাব্যস্ত করেছেন, সেই 'তথ্য'গুলি পর্যাপ্ত বা নির্ভুল নয়।

এ ছাড়া ১৩৬৭ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসের 'ভারতবর্ষ'-এ (পৃ ৬৯৪-৬৯৮) অধ্যাপক প্রমোদকুমার ভট্টাচার্য 'কবি কৃত্তিবাসের কাল' নামে এক প্রবন্ধে আমার কৃত্তিবাস-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেন। তিনি প্রধানত কুলজি গ্রন্থের উক্তির উপর নির্ভর করে কৃত্তিবাসের সময় সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, কৃত্তিবাসের সংবর্ধনাকারী গৌড়েশ্বর আসলে উড়িষ্যার রাজা কপিলেন্দ্রদেব (১৪৩৫-৬৭ খ্রি.)। আমি 'বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর'-এর ১ম সংস্করণে (পৃ. ৪৬৫-৪৬৮) প্রমোদবাবুর প্রতিবাদের উত্তর দিয়ে তাঁর মত খণ্ডন করেছি।

তারপর, ড° সতী ঘোষ ও ড° প্রভা রায় ১৩৭০ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসের 'সমকালীন'-এ প্রকাশিত এক প্রবন্ধে এই মত ব্যক্ত করেন যে, কৃত্তিবাস যে গৌড়েশ্বরের সভায় সংবর্ধনা পেয়েছিলেন, তিনি লক্ষ্মণসেন। এই মত এত আজগুবি যে আদৌ বিবেচনাযোগ্য হতে পারে না—তৎসত্ত্বেও আমি ১৩৭০ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসের 'সমকালীন'-এ এঁদের মতের প্রতিবাদ করি এবং দেখাই যে, কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীতে এত বেশি মুসলমানী প্রভাব রয়েছে (যথা আরবী ফারসী শব্দ, 'খাঁ'-উপাধিধারী অমাত্য) যে কৃত্তিবাসকে মুসলমান-বিজয়ের পূর্ববর্তীকালে লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় পাঠাবার কোন উপায় নেই। জানি না, এর পর হয়ত কোন গবেষক কৃত্তিবাসকে মৌর্য সম্রাট অশোকের রাজসভায় পাঠাবেন।

'কৃত্তিবাস-পরিচয়' প্রকাশের পরে বেশ কয়েকখানি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রকাশিত হয়েছে। এদের অধিকাংশের মধ্যেই কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে পুরোনো (এবং অনেকাংশে বাতিল) মতগুলির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। কোন-কোন বইয়ের লেখক যেন দয়া করেই উল্লেখ করেছেন যে, কেউ কেউ কৃত্তিবাসের সংবর্ধনাকারী গৌড়েশ্বরকে বারবক শাহ বলে নির্দিষ্ট করেছেন। কিন্তু এই গৌড়েশ্বরকে বারবক শাহ বলার পক্ষে যে-সমস্ত যুক্তি ও প্রমাণ রয়েছে, সেগুলি উল্লেখ ও বিচার করার প্রয়োজন তাঁরা বোধ করেন নি। এই জাতীয় পাশ-কাটিয়ে-যাওয়া গবেষণাকে মোটেই সমর্থন করা যায় না।

সেই রকম সমর্থন করা যায় না, এ -সম্বন্ধে আলোচনা করতে বসে ভুল উক্তি করা ও বাতিল মতকে আঁকড়ে ধরে থাকাকে। যেমন ড" সুকুমার সেন, ড" অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের আরও কোন-কোন লেখক তাঁদের বইয়ে লিখেছেন, কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'র দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই ভুল উক্তিটি প্রথমে নলিনীকান্ত ভট্টশালী করেছিলেন। এই সমস্ত লেখক তাঁকে অন্ধভাবে অনুসরণ করেছেন। আসলে কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'র প্রথম সংস্করণে প্রথম প্রকাশিত হয়।

সেই রকম যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি জ্যোতিষ-গণনা করে কৃত্তিবাসের জন্মসাল প্রথমে ১৪৩৩ খ্রি. পরে ১৩৯৯ খ্রি. পেয়েছিলেন—এ কথাটা এখনও অনেকে ঘটা করে উল্লেখ করেন ও তার উপর গুরুত্ব দেন। কিন্তু যোগেশবাবু প্রথমে 'পুণ্য মাঘ মাস'-এর জায়গায় 'পূর্ণ মাঘ মাস' পাঠ ধরে ও তার অর্থ মাঘ-সংক্রান্তি ধরে—রবিবার, শ্রীপঞ্চমী ও মাঘ সংক্রান্তি এক দিনে পড়ার বছর হিসাবে ১৪৩৩ খ্রিস্টাব্দেকে বার করেন। কিন্তু 'পূর্ণ মাঘ মাস' পাঠকে ও তার ঐ অর্থকে মোটেই স্বীকার করা যায় না। তাই যোগেশচন্দ্র 'পুণ্য মাঘ মাস' পাঠ স্বীকার করে দ্বিতীয়বার গণনা করলেন, রাজা গণেশের সিংহাসনে বসার ১৯/২০ বছর আগে কোন্ বছরটিতে রবিবার ও শ্রীপঞ্চমীর সম্মিলন ঘটেছিল। এবার তিনি ১৩৯৯ খ্রি. পেলেন। কিন্তু এই গণনার কোনই মূল্য নেই—কারণ কৃত্তিবাস রাজা গণেশের সভায় গিয়েছিলেন বলেই কোন প্রমাণ নেই এবং কৃত্তিবাস যে ১৯/২০ বছর বয়সে রাজদর্শন করেছিলেন, তারও কোন প্রমাণ নেই।

যা হোক, কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল নির্ণয়ের মত একটি জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনায় সকলে সাবধানতার সঙ্গে সমস্ত যুক্তিপ্রমাণ বিচার-বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন, এটাই আমরা আশা করি।

দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'র তৃতীয় সংস্করণে (১৯০৮) লেখেন, '১৪৪০ কিম্বা তৎসন্নিহিত কোন সময়ে ফুলিয়া গ্রামে, মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমীর দিন রবিবার তিনি (কৃত্তিবাস) জন্মগ্রহণ করেন।' এর কয়েক বছর পরে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে ফুলিয়া গ্রামে কৃত্তিবাসেরর একটি স্মৃতিফলক বসানো হয়—তাতে লিখে দেওয়া হয় : 'আবির্ভাব—১৪৪০ খৃষ্টাব্দ, মাঘ মাস, শ্রীপঞ্চমী, রবিবার।' ১৩৪০ খ্রিস্টাব্দের শ্রীপঞ্চমী তিথি যে রবিবারে পড়ে নি, তাও স্মৃতিফলকের প্রতিষ্ঠাতারা জানতেন না। যা হোক, এর পরে দীনেশচন্দ্র কৃত্তিবাসের জন্মতারিখ

সম্বন্ধে মত পরিবর্তন করেছেন, অন্যান্য গবেষকরাও এ-সম্বন্ধে নানা মত ব্যক্ত করেছেন— কিন্তু স্মৃতিফলকের তারিখটি আজ পর্যন্ত অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। এই স্মৃতিফলকের পূর্বদিকে আর-একটি ছোট ও পুরোনো স্মৃতিফলক আছে— লোকে এটিকে বলে কৃত্তিবাসের সমাধি। এটি সম্প্রতি সংস্কৃত হয়েছে। এতে লেখা আছে : 'মহাকবি কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের সমাধি ৯০০ বঙ্গাব্দ ২য় সংস্কার ১৩৬৪।' এঁরাই বা '৯০০ বঙ্গাব্দ' সালটি কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন তা ভাববার বিষয়।

আসলে কথা, কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁদের বেশির ভাগই বিশুদ্ধ সাহিত্য-ব্যবসায়ী। কিন্তু এই জাতীয় আলোচনা করতে হলে প্রকৃত ইতিহাস-চর্চার পদ্ধতি সম্বন্ধে— অর্থাৎ সূত্রগুলির নির্ভরযোগ্যতা বিচার, তাদের থেকে তথ্য-প্রমাণ আহরণ এবং তথ্য-প্রমাণ বিশ্লেষণের প্রণালী সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার। তা না থাকার জন্য এইসব সাহিত্য-ব্যবসায়ীদের অধিকাংশেরই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে এবং তাঁদের প্রচেষ্টা অনেকাংশে সাধারণ লোকদেরও (যেমন ফুলিয়া গ্রামের স্মৃতিফলক দু'টির প্রতিষ্ঠাতাদের ও চলচ্চিত্র-নির্মাতাদের) বিভ্রান্ত করেছে।

বিষয়টি সম্বন্ধে কোন-কোন সুপ্রতিষ্ঠিত লেখকও বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। তাই এ-সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে লেখা Vernacular Litreature of Bengal Before the Introduction of English Literature প্রবন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছিলেন, 'The age of Krittivasa is not known but he is said to have flourished one hundred years after the death of 'Chaitanya' —(হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ, ২য় খণ্ড, ১৯৮১, পৃ. ৮২৪) সহজ বুদ্ধিতেই বোঝা যায় যে, হরপ্রসাদের এই উক্তির কোন মূল্য নেই। কারণ কৃত্তিবাসের সময় সম্বন্ধে গবেষণা করার প্রায় কোন উপকরণই ১৮৯১ সালে আবিষ্কৃত হয় নি। হরপ্রসাদের পুরোনো বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে পড়াশোনা ও ধারণাও যে ১৮৯১ সালে নিতান্তই অপরিণত ছিল, তার নির্দশন মেলে তাঁর এই প্রবন্ধে অজস্র ভুল উক্তি করা, নারায়ণীকে শ্রীবাস পণ্ডিতের কন্যা বলা, নরহরি চক্রবর্তীকে মাধব আচার্যের সমসাময়িক বলা, কাশীরাম দাসকে কৃত্তিবাসের দু'শো বছর আগেকার লোক বলা—প্রভৃতি থেকে। এই প্রবন্ধে হরপ্রসাদ কৃত্তিবাসের কোন পরিষ্কার সময় নির্দেশও করেন নি। তা সত্ত্বেও ডক্টর সুকুমার সেন এই প্রবন্ধের পাদটীকায় লিখেছেন, 'আমার নিশ্চিত অভিমত শাস্ত্রী মহাশয়ের সমর্থনে'। আরও নানা জায়গায় ইদানীং ড° সুকুমার সেন বলেছেন যে, কৃত্তিবাস সপ্তদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন—যেহেতু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে এই কথা লিখেছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে উক্ত প্রবন্ধে আন্দাজে-আন্দাজে লিখেছিলেন এবং নরহরি চক্রবর্তী, কাশীরাম দাস[**] প্রভৃতির সময় সম্বন্ধে তিনি ভুল কথা লিখেছিলেন— তা ড° সুকুমার সেনও জানতেন এবং ঐ প্রবন্ধের পাদটীকায় তিনি সে সব ভুল দেখিয়েওছেন ; কিন্তু

** মনে হয়, এখানে হরপ্রসাদ কৃত্তিবাসের ও কাশীরামের সময় ওলট-পালট করে ফলেছেন। কাশীরামই সপ্তদশ শতাব্দীর কবি।

তা সত্ত্বেও কৃত্তিবাসের সময় সম্বন্ধে হরপ্রসাদের ১৮৯১ সালের মন্তব্যই সুকুমার বাবুর কাছে বেদবাক্য বলে মনে হয়েছে !!! কৃত্তিবাস কোনমতেই সপ্তদশ শতাব্দীর লোক হতে পারেন না, কারণ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের আদিখণ্ডে জয়ানন্দ কৃত্তিবাসের বন্দনা করেছেন। ড° সুকুমার সেন ঐ বন্দনাকে কোনো প্রমাণ না দেখিয়েই 'গায়নের প্রক্ষেপ' বলে উড়িয়ে দিতে চান—যদিও জয়ানন্দের বইয়ের আদিখণ্ডের সব পুঁথিতে ঐ বন্দনা পাওয়া যায়। অর্থাৎ যা ড° সুকুমার সেনের মতের বিরোধী, তা'ই প্রক্ষিপ্ত!

যা হোক্, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কথার উপর যখন ড সুকুমার সেনের এত আস্থা, তখন আমরা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উক্তিকেই কৃত্তিবাসের সময় সম্বন্ধে আমাদের সিদ্ধান্তের সমর্থনে উদ্ধৃত করব। সকলেই জানেন, একই ব্যক্তি যদি একই বিষয় সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উক্তি করেন, তা হলে অপেক্ষাকৃত পরবর্তী উক্তিটিই তাঁর চূড়ান্ত মত বলে গণ্য হয়। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কৃত্তিবাসের সময় সম্বন্ধে যা লিখেছেন, সেটাই তাঁর শেষ কথা নয়। ১৩২৯ বঙ্গাব্দে (১৯২২ খ্রিস্টাব্দে) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছিলেন, 'কবি কৃত্তিবাস ১৪০০ হইতে ১৫০০-এর মাঝখানে রামায়ণ লেখেন।'—(হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৭৯)। সুতরাং ড° সুকুমার সেন যে মত ব্যক্ত করেছেন, তা অসার।

অসাবধান উক্তি করা ও ত্বরিত সিদ্ধান্তে পৌছনো ড° সুকুমার সেনের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। কৃত্তিবাসের সময় সম্বন্ধে তাঁর উপরে উল্লিখিত সাম্প্রতিক মন্তব্য থেকে এরই দৃষ্টান্ত মেলে।

সম্প্রতি বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ড° আবদুল করিম 'বাংলার ইতিহাস' (সুলতানী আমল)' বইয়ে (১৯৭৬ সালে প্রকাশিত) দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, কৃত্তিবাস যে-গৌড়েশ্বরের সভায় গিয়েছিলেন, তিনি গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ। আমার 'বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর' বইয়ের তৃতীয় সংস্করণে আমি ড° করিমের মত খণ্ডনের চেষ্টা করেছি।

কৃত্তিবাসের জন্মের তারিখ ॥ এখন আমরা একটি দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় ব্রতী হব—কৃত্তিবাসের সম্ভাব্য জন্ম-তারিখটি নির্ণয়ের চেষ্টা করব। ইতিপূর্বে আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় একাধিকবার এই চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর চেষ্টা সার্থক হয় নি। প্রথমবার তিনি আত্মকাহিনীতে উল্লিখিত কৃত্তিবাসের মূল জন্মতিথির 'আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস' পাঠ ধরে এবং 'পূর্ণ মাঘ মাস' অর্থে 'মাঘ সংক্রান্তি' ধরে গণনা করেছিলেন—কিন্তু ঐ পাঠ ও তার ঐ অর্থ বহুকাল আগেই বাতিল হয়েছে। দ্বিতীয়বার আচার্য যোগেশচন্দ্র 'পূর্ণ মাঘ মাস' পাঠ ধরে এবং কৃত্তিবাস ১৯/২০ বছরের মত বয়সে ছাত্রজীবন শেষ করে রাজা গণেশের সভায় গিয়েছিলেন ধরে গণনা করেছিলেন। কিন্তু কৃত্তিবাস রাজা গণেশের সভায় যান নি এবং এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তিনি ছাত্র-জীবন অবসানের সঙ্গে-সঙ্গেই গৌড়েশ্বরের সভায় যান নি। সুতরাং আচার্য যোগেশচন্দ্রের দ্বিতীয় গণনাও এখন মূল্যহীন হয়ে পড়েছে।

আচার্য যোগেশচন্দ্র কিংবা আর-কোন পণ্ডিত একটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নি। সেটি এই যে, কৃত্তিবাসের জীবনের একাদশ বর্ষের শেষ দিন ছিল বৃহস্পতিবার এবং দ্বাদশ

বর্ষের প্রথম দিন ছিল শুক্রবার :

এগার নীবড়ে যখন বারতে প্রবেশ।
হেন বেলা পড়িতে গেল্যাম উত্তর দেশ ॥
বৃহস্পতিবারের উষা পোহালে শুক্রবার।
পাঠের নিমিত্ত গেল্যাম বড়গঙ্গা পার ॥*

কৃত্তিবাসের জন্ম হয়েছিল মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী (অর্থাৎ শুক্লা পঞ্চমী) তিথিতে, রবিবারে— ধরা যাক 'ক' সালে। তাহলে বাংলা রীতি অনুযায়ী 'ক' +১১ সালের মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে তিনি এগার বছর পূর্ণ করে ('এগার নীবড়ে') বার বছর বয়সে পদার্পণ করেছিলেন এবং ঐ সালের ('ক'+১১) ঐ তিথি পড়েছিল শুক্রবারে। এই যোগাযোগ খুব সচরাচর ঘটে না। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে (কৃত্তিবাস রুকনুদ্দীন বারবক শাহের সভায় গেলে যে-সময়ে কৃত্তিবাসের জন্মগ্রহণ করার কথা) এই যোগাযোগ সত্যই ঘটেছিল ১৪৪৩ ও ১৪৫৪ খ্রিস্টাব্দের ক্ষেত্রে। স্বামী কানু পিল্লাইয়ের Indian Ephemeries, vol. V, p. 88, 110) থেকে দেখছি যে, ১৪৪৩ খ্রিস্টাব্দের মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী (শুক্লা পঞ্চমী) তিথি পড়েছিল রবিবারে— ৬ই জানুয়ারি তারিখে, এবং তার এগার বছর পরে ১৪৫৪ খ্রিস্টাব্দে মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথি পড়েছিল শুক্রবার— ৪ঠা জানুয়ারি তারিখে।

সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত করছি যে, কৃত্তিবাস ১৪৪৩ খ্রিস্টাব্দের ৬ই জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, ১৪৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারি তিনি উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য উত্তরবঙ্গের দিকে রওনা হয়েছিলেন এবং ১৪৬৫† থেকে ১৪৭৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে তিনি রুকনুদ্দীন বারবক শাহের সভায় গৌড়েশ্বরের কাছে সংবর্ধনা লাভ করেছিলেন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের সম্পাদনা ॥ আগেই বলা হয়েছে, ইতিপূর্বে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রাচীন পুঁথি অবলম্বনে কৃত্তিবাসী রামায়ণ সম্পাদনা ও তার মূল রূপ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন। এ সম্বন্ধে এখন আমরা আলোচনা করছি।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ধরে নিয়েছিলেন যে, বর্তমান-প্রচলিত ছাপা বইগুলিতে কৃত্তিবাসী রামায়ণের কিছুই অবশিষ্ট নেই. এই বইয়ের প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ করতে হলে পুরোনো পুঁথি ব্যবহার করতে হবে। হীরেন্দ্রনাথ সেই চেষ্টাই করলেন। ১৩০৭ বঙ্গাব্দে তিনি কৃত্তিবাসী রামায়ণের 'অযোধ্যাকাণ্ড' প্রকাশ করলেন। এটি ১০০৯ সনের (মল্লাব্দ) অর্থাৎ ১৭০৩-০৪ খ্রিস্টাব্দের একটি পুথির হুবহু মুদ্রণ। এরপর ১৩১০ বঙ্গাব্দে তাঁর সম্পাদনায় কৃত্তিবাসী 'উত্তরকাণ্ড' প্রকাশিত হয়। এর প্রথমাংশ দুখানি পুঁথির পাঠ মিলিয়ে সম্পাদন করা হয়েছে—

* পাঠান্তর : বারান্তর উত্তরে গেল্যাম বড় গঙ্গা পার।

† ১৪৬৫ খ্রিস্টাব্দকে উর্ধ্বসীমা ধরার কারণ, রাজদর্শনের সময়ে কৃত্তিবাসের বয়স ২২ বছরের কম ছিল বলে মনে করা যায় না।

শেষাংশে ১৫০২ শক বা ১৫৮০-৮১ খ্রিস্টাব্দের (এই তারিখের অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে কেউ কেউ সন্দিহান) একটি পুঁথির পাঠ হুবহু মুদ্রিত হয়েছে। হীরেন্দ্রনাথ কৃত্তিবাসী রামায়ণের দুটি কাণ্ডের মূল রূপ উদ্ধার করেছিলেন বলে আত্মতৃপ্তি লাভ করেছিলেন—কিন্তু এই সাফল্য যে তিনি অর্জন করতে পারেন নি, তা তাঁর সম্পাদিত বই-দুটির সঙ্গে অযোধ্যাকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ডের অন্যান্য পুরানো পুঁথির পাঠের প্রচণ্ড পার্থক্য থেকেই বোঝা যাবে। কেন পাঠের এই পার্থক্য, তা তিনি বোঝার চেষ্টা করেন নি এবং বিভিন্ন পুঁথির তুলনামূলক বিচার করে ভেজালের স্তূপের মধ্য থেকে আসলকে উদ্ধার করার চেষ্টাও তিনি করেন নি।

নলিনীকান্ত ভট্টশালীর চিন্তাধারা ছিল হীরেন্দ্রনাথের তুলনায় স্বতন্ত্র ও অনেক পরিণত। তিনি বহুসংখ্যক পুঁথির পাঠ বিচার করে দেখান, 'কীভাবে একই প্রসঙ্গের বর্ণনা বিভিন্ন পুঁথিতে প্রায় অভিন্ন ভাষায় পাওয়া যাচ্ছে (তাঁর সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ 'আদিকাণ্ড'র ভূমিকা, পৃ. পনেরো আনা—এক টাকা দু' আনা দ্রষ্টব্য।) এর থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করেন, 'বিভিন্ন স্থান হইতে প্রাপ্ত প্রাচীন ও আধুনিক পুঁথিগুলি সম্পূর্ণ ঘাঁটিলে কৃত্তিবাসের স্বরূপ ধরা পড়িবেই পড়িবে।' (ঐ, পৃ. এক টাকা দু' আনা)

নলিনীকান্ত তাঁর পদ্ধতি অবলম্বন করে কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকাণ্ড সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। এর ভূমিকায় (পৃ. এক টাকা এগারো আনা) তিনি লিখেছেন, 'সুন্দরকাণ্ডের সম্পাদনও সম্পূর্ণ হইয়াছে। উত্তরকাণ্ডের সম্পাদন অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে।' কিন্তু এই দুই কাণ্ড প্রকাশিত হয় নি।

আদিকাণ্ডের সম্পাদনায় নলিনীকান্ত ভট্টশালী এই পুঁথিগুলি ব্যবহার করেছিলেন :

ক) ঢাকার জগন্নাথ ইন্টারমিডিয়েট কলেজের একটি প্রায়-সম্পূর্ণাঙ্গ সপ্তকাণ্ডের পুঁথি। লিপিকাল ১৫৭১ শকাব্দ বা ১৬৪৯-৫০ খ্রি.।

খ) ঐ কলেজের আর-একটি প্রায়-সম্পূর্ণাঙ্গ সপ্তকাণ্ডের পুঁথি। এর আদিকাণ্ডে কৃত্তিবাসের ভণিতায় অদ্ভুতাচার্যের রচনা পাওয়া যায়।

গ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষতের একটি সম্পূর্ণ আদিকাণ্ডের পুঁথি।

ঘ) ঐ পরিষতেরই আর-একটি সম্পূর্ণ আদিকাণ্ডের পুঁথি। লিপিকাল ১৬২২ শকাব্দ বা ১৭০০-০১ খ্রি.।

ঙ) ঐ পরিষতেরই একটি অসম্পূর্ণ আদিকাণ্ডের পুঁথি।

চ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সম্পূর্ণ আদিকাণ্ডের পুঁথি। পুঁথির 'বয়স ১০০/১২৫ বছরের বেশী'।

ছ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সম্পূর্ণ সপ্তকাণ্ডের পুঁথি।—'পুঁথিখানির বয়স বেশী নহে'।

জ) জনৈক বৈষ্ণবের কাছ থেকে সংগৃহীত একটি অসম্পূর্ণ আদিকাণ্ডের পাঁচ-পাতার পুঁথি।

ঝ) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সম্পূর্ণ আদিকাণ্ডের পুঁথি। লিপিকাল ১৬২৬ শকাব্দের ১১ই ফাল্গুন অর্থাৎ ১৭০৫ খ্রি.।

ঞ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষতের একটি সম্পূর্ণ সপ্তকাণ্ডের পুঁথি। লিপিকাল ১২১৮ বঙ্গাব্দের ৮ই বৈশাখ অর্থাৎ ১৮১১ খ্রি.।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের মূল রূপ পুনরুদ্ধারে নলিনীকান্ত ভট্টশালী যে পরিশ্রম করেছেন, তার তুলনা হয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে, তাঁর প্রচেষ্টা সার্থক হয়নি। কারণ প্রাচীন গ্রন্থ-সম্পাদনার স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসারে তাঁর উচিত ছিল, একটিমাত্র পুঁথিকে আদর্শ ধরে বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে অন্যান্য পুঁথির সাহায্য নিয়ে পাঠ নির্ধারণ করা। কিন্তু তা তিনি করেন নি। তাঁর (ক) পুঁথি সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লেখা—এই জন্য তাকে তিনি আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করবেন বলে স্থির করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু (ক) পুঁথির আরম্ভ-অংশটি পাওয়া যায় নি, সেজন্য তিনি অনুমানের সাহায্যে আরম্ভ-অংশটির পাঠ দাঁড় করাবার চেষ্টা করলেন। তিনি ধরে নিলেন যে, কৃত্তিবাস পণ্ডিত ছিলেন বলে মুখ্যত সংস্কৃত রামায়ণকেই অনুসরণ করেছিলেন—তাই সংস্কৃত রামায়ণের কাছাকাছি যায়, এমন একটি পাঠ কোন পুঁথিতে পেয়ে তাকেই তিনি কৃত্তিবাসী রামায়ণের মূল প্রারম্ভ-অংশ বলে গ্রহণ করলেন। তারপর (ক) পুঁথির পাঠ যখন শুরু হল, তখনও তাকেই যে তিনি সর্বত্র গ্রহণ করলেন, তা নয়— খুশিমত কখনও এ-পুঁথি, কখনও সে-পুঁথি থেকে পাঠ নিয়ে তিনি জোড়াতালি দিতে লাগলেন। কোন্ প্রসঙ্গের পর কোন্ প্রসঙ্গ আসবে তাও তিনি ঠিক করলেন নিজের খেয়ালখুশি মত। এইভাবে প্রাচীন গ্রন্থের সম্পাদনা করা যায় না।

প্রকৃতপক্ষে ভট্টশালী মহোদয়ের (ক) পুঁথিও আদর্শ পুঁথি হবার যোগ্য ছিল না! কারণ পুঁথিটি কৃত্তিবাসের নিজের এলাকা থেকে বহু দূরে বিক্রমপুর অঞ্চলে লিপিকৃত ; এর ভাষার উপরেও পূর্ববঙ্গের ভাষার প্রভাব খুব স্পষ্ট। আসলে কৃত্তিবাসী রামায়ণের মূল রূপ উদ্ধারের চাবিকাঠি হাতে পেয়েও ভট্টশালী মহোদয় তার সদ্ব্যবহার করতে পাবেন নি। তিনি নিজে লিখেছেন, তাঁর ব্যবহৃত (চ) পুঁথি মেদিনীপুরের এবং (ঝ) পুঁথি বাঁকুড়ার। এই দুই পুঁথির পাঠে চমৎকার মিল আছে। (গ) পুঁথির সঙ্গে এদের মিল অত্যন্ত স্পষ্ট। 'মনে হয় এই তিন খানি পুঁথি পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত কৃত্তিবাসী পাঠধারা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে।' যাকে নলিনীবাবু "পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত কৃত্তিবাসী পাঠধারা" বলেছেন, তাই যে কৃত্তিবাসের মূল রামায়ণের সবচেয়ে কাছাকাছি, তাতে সন্দেহ নেই— কারণ কৃত্তিবাস পশ্চিমবঙ্গে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ও বড় হয়েছিলেন এবং তাঁর পূর্বপুরুষরা এখানকারই অধিবাসী ছিলেন। অতএব নলিনীবাবু এই তিনটি পুঁথির সাহায্য নিয়ে এবং প্রয়োজনমত (ক) পুঁথিকে ব্যবহার করে অনায়াসে কৃত্তিবাসী রামায়ণের একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রস্তুত করতে পারতেন। এতে তাঁর যে পরিশ্রম হত—তার অনেকগুণ বেশি পরিশ্রম করে তিনি কৃত্তিবাসী রামায়ণেব আদিকাণ্ডের একটি বিতর্কিত রূপ আমাদের উপহার দিলেন। নলিনীকান্ত ভট্টশালীর প্রসঙ্গে আর-একটি কথা গভীর দুঃখের সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণের যে মূল পুঁথিগুলি দীর্ঘকাল তাঁর কাছে ছিল, সেগুলি (সুপ্রাচীন ক-পুঁথি সমেত) তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর পরে একেবারে নিখোঁজ হয়েছে—গবেষকদের সেগুলি ব্যবহার করার আর কোন উপায় নেই।

বর্তমান গ্রন্থের সম্পাদন-পদ্ধতি ॥ কয়েক বছর আগে 'ভারবি'র স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত গোপীমোহন সিংহরায় আমাকে প্রাচীন পুঁথি অবলম্বনে কৃত্তিবাসী রামায়ণের একটি প্রামাণিক সংস্করণ

প্রস্তুত করতে অনুরোধ জানান। তাঁর অনুরোধ অনুসারে আমি এ-কাজে হাত দিই। অতঃপর আমি কৃত্তিবাসী রামায়ণের বিভিন্ন পুঁথির পাঠ পর্যালোচনা করতে থাকি। নানা পুঁথি দেখার পরে দুটি সত্য আমার কাছে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে :

ক) কৃত্তিবাসী রামায়ণের বিভিন্ন কাণ্ডের যে-সমস্ত আলাদা পুঁথি পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে পাঠভেদ খুব বেশি। সাধারণত, আলাদা-আলাদা কাণ্ডগুলি আসরে গাওয়া হত বলে এদের উপরে গায়ন ও লিপিকরদের প্রক্ষেপের মাত্রা বেশি হয়েছে। এই জাতীয় পুঁথিকে অবলম্বন করাই হীরেন্দ্রনাথ দত্তের ব্যর্থতার মূল কারণ।

খ) কৃত্তিবাসী রামায়ণের সম্পূর্ণ পুঁথিগুলির পাঠের মধ্যে খুব বেশি মিল দেখা যায়।

শেষোক্ত বিষয়টি আমাকে অত্যন্ত উৎসাহিত করল। তাই আমি প্রধানত কৃত্তিবাসী রামায়ণের সম্পূর্ণ পুঁথিগুলির উপরে নির্ভর করে এবং প্রয়োজনমত অন্যান্য পুঁথির সাহায্য নিয়ে এই সংস্করণ প্রস্তুত করব ঠিক করলাম।

সম্পূর্ণ পুথিগুলির পাঠের মিল যে কত বেশি, বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত সম্পূর্ণ পুঁথি থেকে একই অংশের পাঠ উদ্ধৃত করলে তা সহজেই দেখা যায়।

পরে অবশ্য বিভিন্ন কাণ্ডেরও এমন সব পুঁথি পেয়েছি যাদের পাঠ সম্পূর্ণ পুথিগুলির পাঠের কাছাকাছি। সেই পুঁথিগুলিও ব্যবহার করেছি। আর একটা জিনিস লক্ষ করেছি যে, পুথিগুলি যতই প্রাচীন হয় তাদের মধ্যে পাঠের পার্থক্য ততই কম হয়।

মোটের উপর আমাদের অবলম্বিত পন্থা-দ্বারা কৃত্তিবাসী রামায়ণের মূল পাঠের কাছাকাছি পৌঁছোনো গিয়েছে বলে আমরা বিশ্বাস করি। কৃত্তিবাসের আমলের ভাষা আমরা পাই নি। তাছাড়া যে-সব জায়গায় বিভিন্ন পুঁথির পাঠের মধ্যে মিল নেই, সে-সব স্থানে আমাদের নিজেদের বিচারবুদ্ধির উপরে নির্ভর করেছি। তার ফলে ঐ-সব জায়গায় আমাদের নির্ধারিত পাঠ হয়ত সর্বসম্মত হবে না। তৎসত্ত্বেও এই পন্থায় কৃত্তিবাসের আসল লেখার অধিকাংশই উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে— এতে সংশয়ের কারণ দেখি না।

নিম্নলিখিত পুঁথিগুলি ব্যবহার করে আমরা বর্তমান সংস্করণ প্রস্তুত করেছি :

ক) লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মের (বর্তমানে এর পুস্তক ও পুঁথি-বিভাগের নতুন নাম হয়েছে ব্রিটিশ লাইব্রেরি) Add. 5590 এবং 5591 নং পুঁথি। এই দুটি পুঁথির মধ্যে আসলে কৃত্তিবাসী রামায়ণের একটি সম্পূর্ণ সপ্তকাণ্ডের পুঁথির দুই অংশ পাওয়া যায়—প্রথমটিতে আদিকাণ্ড থেকে সুন্দরকাণ্ড এবং দ্বিতীয়টিতে লঙ্কাকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড। এই সম্পূর্ণ সপ্তকাণ্ডের পুঁথিটি ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেডের সংগ্রহ। হ্যালহেড ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে দেশে চলে যান। তার আগেই কোন-এক সময়ে তিনি পুঁথিটি সংগ্রহ করেন। এই পুঁথির লিপিকরের লেখা একটি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের পুঁথিও হ্যালহেডের সংগ্রহে পাওয়া গিয়েছে—এ কথা Catalogue of Marathi, Gujarati, Bengali, Assamese, Oriya, Pushtu and Sindhi Manuscripts in the Library of the British Museum-এ J.F., Blumhardt লিখেছেন (ঐ Catalogue-এ বাংলা পুঁথির বিবরণ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং আলোচ্য পুঁথিটি ১৮৫২ (ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের রচনাকাল) ও ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে লিপিকৃত

হয়েছিল। আসল কথা, আমরা যেমন নতুন বই কিনি, হ্যালহেডের আমলে তেমনি নতুন পুঁথি কেনারই রেওয়াজ ছিল। হ্যালহেড সংগৃহীত কৃত্তিবাসী রামায়ণের এই পুঁথিটি অষ্টাদশ শতাব্দীর হলেও এতে কোনো সুপ্রাচীন পুঁথিকে হুবহু নকল করা হয়েছে বলে মনে হয় ; কারণ এর ভাষা বেশ পুরানো ধরনের—এতে অভিশ্রুতির কোন নিদর্শন মেলে না। অথচ এর সমসাময়িক পুঁথি অবলম্বনে প্রস্তুত শ্রীরামপুর মিশনের কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রথম সংস্করণের ভাষায় অভিশ্রুতির ভূরি-ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়।

খ) বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের (শান্তিনিকেতন) বাংলা বিভাগের পুঁথিশালার ৯১৮ নং পুঁথি। এই পুঁথিটি পুরীর বিশিষ্ট বাঙালী অধিবাসী রামভুজ রায়ের বাড়িতে ছিল—ড° প্রবোধচন্দ্র বাগচী সেখান থেকে অন্য অনেক বাংলা পুঁথির সঙ্গে সংগ্রহ করে এটি বিশ্বভারতীকে দান করেন। এতে কৃত্তিবাসী রামায়ণের সাতটি কাণ্ডই সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায়। পুঁথিটির লিপিকাল ১২৩৪ বঙ্গাব্দ বা ১৮২৭-২৮ খ্রি.। এর আগেই শ্রীরামপুর মিশন থেকে কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রথম সংস্করণ বেরিয়েছিল—কিন্তু এই পুঁথিটি তার নকল নয়।

গ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষতের ২৫৭৪ নং পুঁথি। কৃত্তিবাসী রামায়ণের সাতটি কাণ্ডই এর মধ্যে সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায়। এর লিপিকাল ১২১৮ বঙ্গাব্দের ৮ই বৈশাখ অর্থাৎ ১৮১১ খ্রি.। নলিনীকান্ত ভট্টশালীও এই পুঁথিটি ব্যবহার করেছিলেন।

ঘ) বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের পুথিশালার ১৫৯২ নং পুঁথি। এতে কেবল লঙ্কাকাণ্ড পাওয়া যায়। পুঁথিটি অসম্পূর্ণ।

ঙ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষতের ৫৪ নং পুঁথি। এতে কেবল সুন্দরকাণ্ডটি সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায়। এর লিপিকাল : 'সন ১১৭৩ সাল তারিখে ১৮ বৈশাখ রোজ মঙ্গলবার'—অর্থাৎ ১৭৬৬ খ্রি.।

চ) শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কয়াল-সংগৃহীত একটি পুঁথি। এতেও সুন্দরকাণ্ডটি সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায়। এই পুঁথির পুষ্পিকাটি নিচে উদ্ধৃত করা হল :

'বিধু রস গ্রহ বাণ করহ গণন। নির্ণয় করিয়া বুঝ সক নিরূপণ ॥ তৃতীয় তিথিয়ে পুস্তক সমাপ্ত হইল ॥ বেলা তিন প্রহরের সময় পরগণে ঘড় তালু (ক) শ্রীযুক্ত (?) কুম্পানি ইঙ্গরেজ সাহেব জমিদার...শ্রীযুক্ত তারিণিচরণ চৌধুরি মহাশয়ের সঅক্ষর শ্রীঅভিরাম মণ্ডল ॥ নিবাস মৌজে মহাদেবপুর। পরগণে ঘড় তারিখ ২০ ভাদ্র রোজ রবিবার সন ১২১০ সাল।'

এর থেকে দেখা যায়, এই পুঁথির লিপিকাল ১২১০ বঙ্গাব্দের ২০ ভাদ্র অর্থাৎ ১৮০৩ খ্রি. এবং এর আদর্শ পুঁথির লিপিকাল 'বিধু রস গ্রহ বাণ' (১৬৯৫) শকাব্দ বা ১৭৭৩-৭৪ খ্রি.।

এইসব পুঁথির পাঠে খুব বেশি মিল আছে। তবে (ক) ও (চ) এবং (খ) ও (ঙ)-পুঁথির পাঠ খুবই কাছাকাছি— জায়গায়-জায়গায় একেবারে অভিন্ন।

এছাড়া এই গ্রন্থের পাঠ নির্ধারণের জন্য এই সব মুদ্রিত গ্রন্থও ব্যবহার করেছি।

(১) শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রথম সংস্করণ (১৮০৩)। এই বইটি সম্বন্ধে রামগতি ন্যায়রত্ন, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও নলিনীকান্ত ভট্টশালী অত্যন্ত বিরূপ

মন্তব্য করেছেন। কিন্তু ড° সুকুমার সেন এ সম্বন্ধে লিখেছেন, 'প্রথম সংস্করণ না দেখিয়া দ্বিতীয় সংস্করণের উপর নির্ভর করিয়া কৃত্তিবাসের কাব্যের আলোচনাকারীরা (ন্যায়রত্ন হইতে ভট্টশালী পর্যন্ত) শ্রীরামপুর মিশন-প্রকাশিত সংস্করণের অযথা নিন্দা করিয়াছেন। আসল কথা, শ্রীরামপুরের প্রথম সংস্করণের পাঠ প্রামাণ্য পুঁথি থেকে নেওয়া এবং ভালো।' ড° সেনের উক্তি নির্ভুল। কিন্তু এ-সম্বন্ধে একটি কথা বলার আছে। শ্রীরামপুর মিশনের প্রথম সংস্করণ কৃত্তিবাসী রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড থেকে উত্তরকাণ্ড পর্যন্ত বেশ প্রামাণিক—কারণ আমাদের আদর্শ পুঁথি ও অন্যান্য প্রাচীন পুঁথির সঙ্গে তার বেশ মিল আছে, কিন্তু আদিকাণ্ডের ক্ষেত্রে এই মিল অপেক্ষাকৃত কম। উপরন্তু এই সংস্করণে আদিকাণ্ডে ত্রিপদীর ছড়াছড়ি এবং তরল উচ্ছ্বাসের আধিক্য দেখা যায়। মনে হয়, আদিকাণ্ডটি কোন অবচীন গায়নের পুঁথি অবলম্বনে প্রস্তুত হয়েছিল।

(২-৩) হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'অযোধ্যাকাণ্ড' ও 'উত্তরকাণ্ড'।

৪) নলিনীকান্ত ভট্টশালী-সম্পাদিত 'আদিকাণ্ড'।

এই গ্রন্থ সম্পাদনার সময়ে আমরা যে-পদ্ধতি অবলম্বন করেছি, তা সংক্ষেপে বর্ণনা করছি :

১) সর্বত্র (ক)-পুঁথির পাঠকেই আদর্শ বলে গণ্য করা হয়েছে। নিম্ন-বর্ণিত কারণগুলির জন্য কোথাও যদি অন্য পুঁথির পাঠ গ্রহণ করা হয়ে থাকে, তাহলে একাধিক চরণের ক্ষেত্রে গৃহীত-অংশের শুরুতে ও শেষে, এবং একটিমাত্র চরণের ক্ষেত্রে তার শেষে (*) তারকাচিহ্ন দিয়ে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

২) যে সব স্থানে (ক)-পুঁথিতে কোন-পয়ারের একটি চরণ লিপিকর-প্রমাদে বাদ পড়েছে, সেসব জায়গায় অন্য পুঁথির থেকে তা নিয়ে পয়ারটি পুরণ করা হয়েছে। অন্য পুঁথির প্রাসঙ্গিক চরণটির ও (ক)-পুঁথির অসম্পূর্ণ পয়ারের অবশিষ্ট চরণটির যেখানে অন্ত্যমিল নেই, সেখানে সম্পূর্ণ পয়ারটিই অন্য পুঁথি থেকে নেওয়া হয়েছে।

৩) যেসব স্থানে (ক) পুঁথির কোন চরণ ছন্দ বা মিলের দিক-দিয়ে ত্রুটিপূর্ণ অথবা আধুনিক ভাষার ছাপ-মারা, সেখানে সেই চরণটিকে বর্জন করে অন্য পুঁথি থেকে উৎকৃষ্টতর চরণ নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রেও অন্ত্যমিলের অনুরোধে কোন স্থানে অন্য পুঁথি থেকে একটি চরণের বদলে দুটি চরণ নিতে হয়েছে।

৪) কোন স্থানেই আদর্শ পুঁথিতে যে কাহিনী নেই, তা অন্য পুঁথি থেকে নিয়ে গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। তবে, যেখানে স্পষ্টতই লিপিকর প্রমাদ অথবা অন্য কারণে কোন প্রসঙ্গের বর্ণনায় মূল পুঁথির মধ্যে ছেদ লক্ষ করা গিয়েছে, সেখানে প্রাসঙ্গিক অংশটি অন্য পুঁথি থেকে নিয়ে ছেদ পূরণ করা হয়েছে। এর খুব বেশি প্রয়োজন হয় নি। এই ছেদ পূরণের সময়ে সেই পুঁথিটিই ব্যবহার করা হয়েছে, প্রাসঙ্গিক-বিষয়ের বর্ণনায় যার পাঠ (ক) পুঁথির সবচেয়ে কাছাকাছি।

৫) কোন-কোন ক্ষেত্রে (খুব অল্পক্ষেত্রেই) দেখা গিয়েছে যে, (ক) পুঁথির পাঠ ও অন্য কোন সূত্রের পাঠ প্রায় একই— কিন্তু সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গটির বিন্যাস (ক)-পুঁথির পাঠের তুলনায়

দ্বিতীয় সূত্রের পাঠে সুষ্ঠুতর। সেই-সেই ক্ষেত্রে আমরা দ্বিতীয় সূত্রের পাঠকেই অনুসরণ করেছি। এর একটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে সীতা ও হনুমানের প্রথম সাক্ষাৎকারের বর্ণনায় (সুন্দরকাণ্ড পৃ. ১৪৫-১৪৬ দ্রষ্টব্য)।

৬) যে-সব ক্ষেত্রে মূল পুঁথিতে সুস্পষ্টভাবে একটি প্রসঙ্গের বর্ণনা শেষ হয়েছে অথচ কবির ভণিতা নেই, সে সব ক্ষেত্রে অন্য পুঁথিতে ঐ জায়গায় ভণিতা থাকলে তা আমরা গ্রহণ করেছি।

৭) বানানের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত তদ্ভব শব্দকে পুঁথির বানানে রেখেছি, আর তৎসম শব্দের মূল বানান দিয়েছি। 'বয়স ও 'আভরণ' কে সর্বত্রই পুঁথিতে 'বয়েস' ও 'অভরণ' লেখা হয়েছে বলে এগুলিকে সেকালের শব্দ বলে স্বীকার করে নিয়ে (হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও তা করেছেন 'বঙ্গীয় শব্দকোষে') এদের ঐ রূপই গ্রন্থে দিয়েছি। পুঁথির 'শৃকাল', 'গিধিনি', 'ইন্দ্রজিত'-প্রভৃতি শব্দকে লিপিকর-প্রমাদ বলে ধরে নিয়ে তাদের জায়গায় যথাক্রমে 'শৃগাল', 'গৃধিনী', ও 'ইন্দ্রজিৎ' রূপ দিয়েছি। সর্বশেষ শব্দটিকে কোথাও কোথাও অন্ত্যমিলের অনুরোধে 'ইন্দ্রজিত' লেখা হয়েছে। এই নামের আসল বানান 'ইন্দ্রজিত' (যার অর্থ 'ইন্দ্র যাকে জয় করেছেন')—কৃত্তিবাস এ কথা কোনমতেই ভাবতে পারেন না, কারণ তিনি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। 'ইন্দ্রজিৎ' শব্দের অর্থ, 'ইন্দ্রকে যে জয় করেছে' এবং এটিই ঐ নামের আসল রূপ।

৮) যে-ক্ষেত্রে (ক)-পুঁথির কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত বলে নিঃসন্দেহ হয়েছি, সে-ক্ষেত্রে সেই অংশকে বর্জন করে অন্য পুঁথি থেকে ঐ অংশ গ্রহণ করেছি। এরও খুব বেশি প্রয়োজন হয় নি। এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে, রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনের বর্ণনায় (সুন্দরকাণ্ড, পৃ. ১৭২ দ্রষ্টব্য)। এক্ষেত্রে সেই পুঁথিটিই ব্যবহার করা হয়েছে— বর্জিত অংশের আগের ও পরে (ক) পুঁথির পাঠের সঙ্গে যার পাঠ সবচেয়ে কাছাকাছি।

উপরে উল্লিখিত নীতিগুলির মধ্যে চতুর্থ নীতিটি সম্বন্ধে কিছু বলার আছে। এই নীতি অনুসরণ করার ফলে আমাদের বই যেমন composite text-এ পরিণত হয় নি, তেমনি আবার অনেক সুপরিচিত আখ্যান আমাদের বইয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ—রত্নাকরের বাল্মীকিতে রূপান্তরিত হওয়া, কাঠবিড়ালীর সাগর-বন্ধনে সাহায্য করা, তরণীসেন-বধ, রাবণের মৃত্যুবাণ আনানো-প্রভৃতি অনেক কাহিনীর সবগুলি হয়তো প্রক্ষিপ্ত নয়— কিন্তু আমাদের অবলম্বিত নীতির ফলে এগুলি বাদ পড়ে গিয়েছে ; তার ফলে কৃত্তিবাসের নিজের রচনার কিছু অংশই হয়তো এই বইয়ে স্থান পায় নি। প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে এ সম্বন্ধে আমরা পৃথকভাবে অনুসন্ধান করেছি। তার ফলে দেখতে পেয়েছি যে, যে-কাহিনী আমাদের (ক) পুঁথিতে নেই, সেটি অধিকাংশ পুরোনো পুঁথিতেই নেই এবং এই জাতীয় কাহিনীর বেশির ভাগই শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রথম সংস্করণেও নেই। এর দৃষ্টান্ত হিসাবে কাঠবিড়ালীর সাগর-বন্ধনে সাহায্য করার কাহিনীটির উল্লেখ করা যেতে পারে। এই কাহিনীটি আমাদের ব্যবহৃত সমস্ত পুঁথি ও মুদ্রিত গ্রন্থের মধ্যে কেবলমাত্র (খ) পুঁথিতে পাওয়া গিয়েছে। কাহিনীটি যে প্রক্ষিপ্ত, তার আরও প্রমাণ আছে। (খ)-পুঁথির যে-অংশে এই কাহিনীটি আছে, সেই অংশের সঙ্গে (ঙ)-পুঁথির প্রায় প্রতিটি শব্দে মিল আছে ; (ঙ)পুঁথিতে কাঠবিড়ালীর

কাহিনীর ঠিক আগেকার ও ঠিক পরের (খ)-পুঁথির চরণগুলি অবিকলভাবে আছে, কেবল এই কাহিনীটি বাদ। অতএব কাঠবিড়ালীর কাহিনীটি যতই সুন্দর ও শিক্ষামূলক হোক্—তা যে কৃত্তিবাসের রচনা নয়, সে -বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। (খ) পুঁথি ও (ঙ)-পুঁথির সংশ্লিষ্ট অংশটিই সম্ভবত কৃত্তিবাসের রচনা নয়—এই অংশটি রচিত হবার অনেক পরে কেউ কাঠবিড়ালীর কাহিনীটি রচনা করে তার মধ্যে প্রক্ষেপ করেছিল। (খ)-পুঁথি ও (ঙ)-পুঁথি এই অংশের যথাক্রমে প্রক্ষেপযুক্ত ও প্রক্ষেপমুক্ত সংস্করণ বহন করছে।

তরণীসেন-বধ কাহিনী শঙ্কর কবিচন্দ্রের 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ' থেকে নিয়ে কৃত্তিবাসী রামায়ণে প্রক্ষেপ করা হয়েছিল। অনেকের অভিমত এই যে, অঙ্গদ রায়বারও 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ থেকে গৃহীত'—কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। অঙ্গদ রায়বার অর্থাৎ রাবণের সভায় অঙ্গদের গমন ও রাবণকে ভর্ৎসনার বর্ণনা বাল্মীকি-রামায়ণেও আছে। সুতরাং কৃত্তিবাসের মূল রচনার মধ্যেও যে তা ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমাদের (ক) পুঁথিতে অঙ্গদ রায়বারের যে বর্ণনা পাই, তার মধ্যে যেমন আধুনিকতার ছাপ নেই, তেমনি বিষ্ণুপুরী রামায়ণের অঙ্গদ রায়বারের সঙ্গেও তার মিল নেই এবং বিষ্ণুপুরী রামায়ণের 'অঙ্গদ রায়বার'-এর অশ্লীল ও গ্রাম্য রসিকতাও তার মধ্যে দেখা যায় না। তবে এটা ঠিক, ঐ অশ্লীল ও গ্রাম্য রসিকতার জন্যই বিষ্ণুপুরী রামায়ণের অঙ্গদ রায়বার নিম্নস্তরের রুচিসম্পন্ন লোকের কাছে জনপ্রিয় হয়েছিল এবং তা বহুলাংশে কৃত্তিবাসী রামায়ণের অনেকগুলি অর্বাচীন পুথি ও মুদ্রিত গ্রন্থের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হয়েছিল।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রারম্ভ-অংশ ও আত্মকাহিনী ॥ বাজার-চল্তি 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ'-এ দশরথের প্রসঙ্গ শুরু হওয়ার আগে অনেক কিছুর বর্ণনা আছে। সেই সব বর্ণনার অনেকখানিই প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয়। এর মধ্যে দশরথের পূর্ব-পুরুষদের কীর্তিকাহিনীর যে সুদীর্ঘ বিবরণ রয়েছে, তা ঊনবিংশ শতাব্দীর আগেকার কোন পুঁথিতে আমি দেখি নি এবং এর ভাষা অত্যন্ত আধুনিক। সুতরাং এই বিবরণ নিঃসন্দেহে প্রক্ষিপ্ত। অথচ এই প্রক্ষিপ্ত বিবরণের উপর নির্ভর করেই কোন-কোন গবেষক কালিদাস ও কৃত্তিবাসের তুলনামূলক আলোচনা (যেহেতু উভয়েই রঘুবংশের তালিকা দিয়েছেন) করেছেন।

আমাদের আদর্শ (ক) পুঁথিতে দেখি আদিকাণ্ডের প্রথম সংস্কৃত শ্লোকে রামের প্রশস্তি, সাতকাণ্ডের বিষয়বস্তুর পরিচয় দান এবং বাল্মীকির সংক্ষিপ্ত বন্দনার পরেই দশরথের প্রসঙ্গ শুরু হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কৃত্তিবাসের মূল রচনা কি এই ভাবেই আরম্ভ হয়েছিল?

ড° নলিনীকান্ত ভট্টশালী বিভিন্ন পুঁথির সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করে কতকটা অনুমানের সাহায্যে আদিকাণ্ডের প্রথমাংশের পুনর্গঠন (তাঁর সম্পাদিত আদিকাণ্ড, পৃ. ১-১৬ দ্রষ্টব্য) করেছিলেন। তাঁর মতে, কৃত্তিবাসের মূল রচনায় দশরথের প্রসঙ্গের আগে (১) বন্দনা, (২) বাল্মীকি ও নারদের কথোপকথন, (৩) বাল্মীকির আদি শ্লোক রচনা, (৪) বাল্মীকির রামায়ণ রচনা করতে বসা এবং সংক্ষেপে সপ্তকাণ্ডের বিবরণ দেওয়া, (৫) রাবণ ও রাক্ষসদের জন্ম ও বিবাহাদি, (৬) কুশ রাজ্য ও তার রাজধানী অযোধ্যা নগরীর বর্ণনা —এই কয়টি প্রসঙ্গ ছিল।

পরে ড° নলিনীকান্ত ভট্টশালী দেখান যে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষতের ১৫নং পুঁথিতে কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী ছিল (ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৯, পৃ. ৫৫০-৫৫১ দ্রষ্টব্য)। ঐ পুঁথির প্রারম্ভ-অংশটির যে-বিবরণ ড° ভট্টশালী দিয়েছেন, তা উদ্ধৃত করছি :

'তৃতীয় পাতার প্রথম পৃষ্ঠায় কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ শেষ হইয়াছে। তাহার পরে দশ অবতারের বর্ণনা আরব্ধ। উহা তৃতীয় পাতার দ্বিতীয় পৃষ্ঠার মধ্যভাগে শেষ হইয়াছে। তাহার পর হইতে তৃতীয় পাতার শেষ পর্যন্ত উদ্ধৃত করিলাম :

জত জত অবতারে হৈল জত নাম।
সংসারে দুর্লভ রামনাম অনুপাম ॥
ব্রহ্মামন্ত্র কাহা হৈতে হইবেক প্রচার।
ভুবনে দুল্বভ কথা রাম অবতার ॥
মনেতে চিন্তিয়া ব্রহ্মা ডাকে সরস্বতী।
ব্রহ্মাকে আসিয়া দেবী করিল প্রণতি ॥
ব্রহ্মা বলেন শুন দেবী আমার যুগতি।
আমার আরতি তুমি যাহ বসুমতী ॥

রামনাম বিনা যেবা আন নাহি জানি।
তার কণ্ঠে থাকি প্রচারহ রাম বাণী ॥
এতেক বলিয়া ব্রহ্মা গেলা নিজ স্থান।
ব্রহ্মার বরে গেলা দেবী ক্ষিতি সন্নিধান ॥
ব্রহ্মার বচনে দেবী বেড়ান সংসারে।
অনেক খুজিল নাম না পাইল প্রচারে ॥
ব্রহ্মার চরণে গিয়া কৈল নিবেদনে।
অনেক খুজিলাম নাম না শুনি স্রবণে ॥
এতেক বলিয়া দেবী গেলা নিজ স্থান।
দেবগণ লইয়া ব্রহ্মা করেন অনুমান ॥
নিশ্বাস ছাড়িয়া ব্রহ্মা ভাবেন মনে বেথা।
কোনজনে প্রচারিব অদ্ভুত রাম কথা ॥
চিন্তিত হইয়া ব্রহ্মা ভাবে মনে মন।
হেনকালে নারদ মুনি দিলা দরসন ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিলা মুনিকে বসিতে আসন।
নারদ বলেন কেন গোসাঞি বিরস বদন ॥
ব্রহ্মা বলেন নারদ মুনি শুন বাত্রা সারে।
কাহা হৈতে রাম কথা হবেক প্রচার ॥
নারদ বলেন গোসাঞি শুন মোর বাণী।

এই ছত্রেই তৃতীয় পাতা শেষ। ওদিকে পরিষদের ১নং পুঁথির ...৪র্থ পাতায় আরম্ভ :

অত্রিক মুনির পুত্র আছে চ্যবন নামে মুনি ॥
তাহার ঘরেতে হব বিষ্ণু অবতার।
তিহোঁ শ্রীরামের কথা করিবেন প্রচার ॥
এত জদি বলিল নারদ মুনিবর।
নারদের বোলে ব্রহ্মা হরিষ অন্তর ॥
আপনে ঘর গেলা ব্রহ্মা ভাঙ্গিয়া দিআন।
সকল দেবগণ গেলা আপনার স্থান ॥
কিত্তিবাস আরাধিল বাল্মীক চরণে।
প্রথম সিকলি গাইল আদ্য রামায়ণে ॥
চ্যবন মুনি অত্রিক মুনির নন্দন।
ধৰ্ম্মেতে ধাৰ্ম্মিক মুনি তপে তপোধন ॥
ইত্যাদি।'

বলা বাহুল্য, এর পরেই ঐ পুঁথিতে আছে বাল্মীকির জন্ম এবং তার পরে আছে ব্রহ্মা ও নারদের ভবিষ্যৎ-অবতার রামচন্দ্র-সংক্রান্ত কথোপকথনের বিবরণ। সুতরাং কেউ-কেউ মনে করতে পারেন যে, কৃত্তিবাসের মূল রচনায় দশরথের প্রসঙ্গের আগে যথাক্রমে এই প্রসঙ্গগুলি ছিল :

(১) আত্মকাহিনী, (২) দশ অবতারের বর্ণনা, (৩) রাম-নাম প্রচারের জন্য ব্রহ্মার উদ্যোগ এবং সরস্বতী ও নারদের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন, (৪) বাল্মীকির জন্ম, (৫) বাল্মীকি ও নারদের কথোপকথন, (৬) বাল্মীকির আদি শ্লোক রচনা, (৭) বাল্মীকির রামায়ণ রচনা করতে বসা ও সংক্ষেপে সপ্তকাণ্ডের বিবরণ দেওয়া, (৮) রাবণ ও রাক্ষসদের জন্ম ও বিবাহাদি, (৯) কুশ রাজ্য ও তার রাজধানী অযোধ্যা নগরীর বর্ণনা।

কিন্তু এইভাবে অনুমানের সাহায্যে বেশি দূর অগ্রসর হওয়া যায় না। আমাদের আদর্শ পুঁথির প্রারম্ভ-অংশই যে কৃত্তিবাসের মূল রচনার যথার্থ প্রারম্ভ-অংশ নয়— তাও জোর করে বলতে পারি না। প্রাচীন বাংলা কাব্যে কবিদের আত্মকাহিনী কোন-কোন ক্ষেত্রে কাব্যের শুরুতে থাকত, আবার কোন-কোন ক্ষেত্রে শেষে থাকত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষতের ১৫ নং পুঁথির সাক্ষ্য থেকে মনে হয়, কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী কাব্যের প্রথমে থাকারই বেশি সম্ভাবনা—কিন্তু আত্মকাহিনীকে গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করতে হলে আরও কতকগুলি প্রসঙ্গ অন্য পুঁথি থেকে নিয়ে আমাদের আদর্শ-পুঁথির সূচনা অংশের আগে বসাতে হয়। এরকম করা যুক্তিসঙ্গত নয়। তাই কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীকে আমরা গ্রন্থের মধ্যে না দিয়ে ভূমিকায় দিলাম এবং কাব্যের প্রারম্ভের অংশ সম্বন্ধে আমাদের আদর্শ পুঁথিকেই অনুসরণ করলাম।

কৃত্তিবাসের কবিত্ব ॥ যিনি লক্ষ-লক্ষ বাঙালির হৃদয় জয় করেছেন, যাঁর নাম শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে আজও মধ্যাহ্ন-সূর্যের মত জ্বলজ্বল করছে, তাঁর কবিত্ব বিচার করা আমাদের পক্ষে সীমাহীন স্পর্ধার পরিচায়ক হবে। এ বিচার করেছেন মহাকাল এবং তিনি তাঁর রায়ও দিয়েছেন। আমরা শুধু কৃত্তিবাসী রামায়ণের নিজস্ব সাহিত্যিক প্রকৃতিটি কী, বর্তমান সংস্করণের ভিত্তিতে সে-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রচলিত সংস্করণগুলি থেকে দেখা যায়, তার চরিত্রগুলি বাঙালি-চরিত্রের ছাঁচে ঢালা। বর্তমান সংস্করণেও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, দশরথ, কৌশল্যা, কৈকেয়ী—সবাই যেন বাঙালি। তাঁদের কথাবার্তা যেন বাঙালিদের মত। কৃত্তিবাস বেশির ভাগ জায়গাতেই বাল্মীকির রামায়ণকে অনুসরণ করেছেন—কিন্তু এমনই তাঁর লেখার জাদু যে প্রত্যেকটি চরিত্র, প্রত্যেকটি বর্ণনা খাঁটি বাংলা ভাবধারায় মণ্ডিত হয়ে গিয়েছে।

এর কিছু দৃষ্টান্ত দিই। সীতা রামের সঙ্গে বনবাসে যাচ্ছেন। যাবার সময়ে কৌশল্যা তাঁকে বললেন যে, তিনি যেন রামের অনাদর না করেন। বাল্মীকির রামায়ণে সীতা এর উত্তরে তাঁকে বলেন :

'আর্যে! আপনি আমাকে যেরূপ আদেশ করিতেছেন আমি অবশ্যই তাহা পালন করিব। স্বামীর প্রতি কিরূপ আচরণ করিতে হয়, আমি তাহা জানি ও শুনিয়াছি। আপনি আমাকে অসতীদের তুল্য মনে করিবেন না। শশাঙ্ক হইতে রশ্মির ন্যায় আমি ধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন নহি। যেমন তন্ত্রীশূন্য বীণা এবং চক্রশূন্য রথ নিরর্থক হয়, সেইরূপ স্ত্রীলোক শতপুত্রের মাতা হইয়াও যদি ভর্তৃহীনা হয়, কদাচই সুখী হইতে পারে না। পিতা মাতা ও পুত্র পরিমিত বস্তুই দান করিয়া থাকেন ; কিন্তু জগতে স্বামী-ভিন্ন অপরিমেয় পদার্থের দাতা আর কেহ নাই। সুতরাং তাঁহাকে কে না আদর করিবে? আমি মাতার নিকট সামান্য ও বিশেষ ধর্মোপদেশ পাইয়াছি, আমি কি কারণে স্বামীর অবমাননা করিব? পতিই আমার পরম দেবতা।'

—(হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যের অনুবাদ)।

সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিগাম্ভীর্য এবং আর্য নারীর তেজস্বিতা এই উক্তির রন্ধ্রে রন্ধ্রে বর্তমান। অপর দিকে, কৃত্তিবাসী রামায়ণে কৌশল্যার কথার উত্তরে সীতার উক্তি কীরকম একান্তভাবে খাঁটি বাংলা রূপ নিয়েছে তা দেখুন :

সীতা বলেন শুন কৌশল্যা ঠাকুরাণী।
স্বামীর সেবা করিতে আমি ভাল জানি ॥
মনোবাক্যে স্বামীর সেবা আমি করিতে চাই।
তে কারণে ঠাকুরাণী বনবাসে যাই ॥
যত ধর্ম্ম কর্ম্ম আমি শিখ্যাছি বাপঘরে।
আর হেন স্ত্রীর জ্ঞান না জানিহ মোরে ॥
তবে মা অধিক আমারে করে ব্যথা।
হিত উপদেশ মোরে কহিলা সকল কথা ॥ (পৃ. ৪৮)

কৃত্তিবাসী রামায়ণে দীপ্তিপূর্ণ বর্ণনারও অভাব নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পাহাড়ের উপর থেকে রামের লঙ্কাদর্শনের কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি :

ধবলবরণ পাঁচীর যেন চৌতরা শালা।
রক্তবর্ণে পাঁচীর দেখ যেন গুঞ্জামালা ॥
কাঞ্চন পাঁচীর যেন হরিতালের জ্যোতি।
কালিয়া পাঁচীর যেন অন্ধকার রাতি ॥
... .
সুনির্ম্মল জল শোভে দিঘি সরোবর।
কমল উৎপল শোভে গুঞ্জরে ভ্রমর ॥
নানা বর্ণে পক্ষ সভ জলে করে কেলি।
কাঁচ চাল করিয়া ঘাট বাঁধিয়াছে তুলি ॥
অশোক কিংশুক আর চাপা নাগেশ্বর।
যাতি যুথী বকুল দেখিতে মনোহর ॥
কোকিল কুহরে রব গুঞ্জরে ভ্রমর।
ময়ূর পেখম ধরে দেখিতে সুন্দর ॥
চিত্রকূট পর্বতে সেই অশেষ আকৃতি।
দিবা অন্ত হৈল আসি অন্ধকার রাতি ॥

কৃত্তিবাসী রামায়ণের একটি সুন্দর ও শিল্পমণ্ডিত অংশ বালীর মৃত্যুর পর রামচন্দ্রকে তারার শাপের দৃশ্যটি। তারা রামকে বলছে :

মুঞি শাপ দিব যেন ফলয়ে নিশ্চয় ॥
সীতা উদ্ধারিবা তোমার মনে এই আশ।
কথক দিন সেই সীতা ছাড়িবে তোমার পাশ।

বাল্মীকির রামায়ণে এই প্রসঙ্গের কোন উল্লেখ নেই। এটি সম্ভবত কৃত্তিবাসেরই সৃষ্টি। মাধব কন্দলীর রামায়ণেও এই প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে। কিন্তু মাধব কন্দলী যে কৃত্তিবাসের পরবর্তী কবি এবং কৃত্তিবাসের কাছ থেকে এই প্রসঙ্গ নিয়েছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে বহু চিত্তাকর্ষক কাহিনী সরস ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। এদের মধ্যে অনেকগুলি কাহিনীই পাঠকদের কাছে সুপরিচিত। আমাদের সংস্করণে একটি নতুন কাহিনী পাওয়া যায়। রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছে— রাম চারদিকে সীতাকে খুঁজছেন। খুঁজতে-খুঁজতে দেখা হল চকোরের সঙ্গে। রাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি সীতাকে দেখেছ?' চকোর তার উত্তরে কর্কশ কথা বলল। রাম তখন তাকে শাপ দিলেন, 'তুমি স্ত্রীকে দেখতে পারবে না।' তখন চকোর তাঁর পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইল। রাম তখন তাকে এই দয়া করলেন যে, চকোরের আকাশে ওড়ার সময়ে এই শাপ কার্যকরী হবে না।

এরপর রামচন্দ্র বকের দেখা পেলেন। সীতাকে সে দেখেছে কিনা জিজ্ঞাসা করাতে বক বলল, সে দেখে নি, তবে তাঁর কান্না শুনেছে। রাম তার কথায় সন্তুষ্ট হয়ে বর দিলেন যে, বর্ষার সময়ে কোথাও না গিয়েই সে আহার পাবে। এরপর রামের দেখা হল মাছরাঙা পাখির সঙ্গে। সীতাকে সে দেখেছে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে মাছরাঙা বলল :

চতুর্থ দিবসের কথা করি বিবরণ ॥
আকাশগমনপথে যায় নিশাচর।
কুড়ি হস্ত কুড়ি চক্ষু দশমুণ্ডধর ॥
তার রথে দেখিলাম নারী একজন।
রাম রাম বলিয়া কন্যা করিছে ক্রন্দন ॥
কহিতে না পারি আমি তাঁর রূপের কথা।
অনুমানে বুঝিলাম সেই তোমার সীতা ॥
ত্বরিত গমনে রথ চালায় দক্ষিণে।
বস্ত্র চিরি ফেলি যান করিয়া ক্রন্দনে ॥
সেই বস্ত্র রাখিয়াছি করিয়া যতন।
আজ্ঞা কর আনিয়া দি তোমার সদন ॥
শ্রীরাম বলেন বস্ত্র ঝাট আন দেখি।
রামের বচনে বস্ত্র আনিয়া দিলা পাখি ॥
সেই ভগ্ন বস্ত্র রাম সর্ব্বাঙ্গে বুলাইয়া।
ক্রন্দন করেন রাম জানকী বলিয়া ॥
শ্রীরাম বলেন পক্ষ করিলি সন্তোষ।
বর দিয়া তোমারে করিব পরিতোষ ॥
এই বস্ত্রের বর্ণ যেমত হউক তোমার।
প্রতিবার জলে তোমার মিলিবে আহার ॥
সন্তুষ্ট হইলা পক্ষ রামের পায়্যা বর।
প্রতিবার ভক্ষ্য পায় জলের ভিতর ॥ (পৃ. ৯৬-৯৭)

—এই কাহিনী সত্যই সুন্দর।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ গভীর ভাবোদ্দীপক ও করুণ-রসাত্মক বর্ণনা যথেষ্টই মেলে। এই সমস্ত বর্ণনার মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য সীতার বিরহে রামের বিলাপের অংশটি। বিশেষ করে পিঙ্গল ছন্দে রচিত নিচের পদটি তুলনারহিত :

জানকী জানকী বোলত রাম।
ধরণী লোটায়ত গোলকধাম ॥

সজল সচেতন লোচনের বারি।
তিমির সমীরণ বিহল নারি ॥
রজনী উজাগরে সমূহ লোর।
দারুণ দাবানলে রহিত ভোর ॥
মরমে গতাগতি কামিনী কোর।
মন প্রজলিত রাখব ভোর ॥
সদায় কাতর প্রেম কি লাগি।
চাতক কলরব দাহন আগি ॥
কোকিল গায় গীত বড়ই রসান।
বিরহ জনের হলাহল জান ॥
মুগধ মদনে হৃদয় অস্থির।
বিরহ সুখান্ত রাঘব বীর ॥
সপনে যেমন কামিনী মিলি।
মালতী কুসুমে ভ্রমর করে কেলি ॥
অবস্থ চেতন বিরহ বিথার।
রৌদ্রে সুখায় যেন কুসুমহার ॥
একক শয়নে বাড়ে এ আগি।
দ্বিগুণ উত্তাপিত জানকী লাগি ॥ (পৃ. ৯১-৯২)

পদটি ব্রজবুলি ভাষায় রচিত। এটি যদি কৃত্তিবাসেরই রচনা হয়, তা হলে বলতে হবে, বাংলা দেশে কৃত্তিবাসই প্রথম ব্রজবুলি ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করেন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রচলিত সংস্করণে লঙ্কাকাণ্ডের যুদ্ধ-বিগ্রহের বর্ণনা বেশ চিত্তাকর্ষক। এই সব বর্ণনার অনেকগুলি বর্তমান সংস্করণে বাদ পড়েছে—তবে ভস্মলোচন ও মহীরাবণের কাহিনী রয়েছে; মহীরাবণের পুত্র অহিরাবণের কাহিনীও আছে।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে হাস্যরসের অজস্র নির্দশন মেলে। সব হাস্যরস হয়তো সমান উচ্চাঙ্গের নয়, কিন্তু খুব উপভোগ্য হাস্যরসের নির্দশনও এ কাব্যে যথেষ্টই পাই। এর কিছু দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। লক্ষ্মণ শূর্পণখার নাক-কান কাটবার পর শূর্পণখা কাঁদতে-কাঁদতে খরের কাছে গিয়ে অভিযোগ করল। কেন লক্ষ্মণ তার এই শাস্তিবিধান করল, সে সম্বন্ধে শূর্পণখা আসল কথা না বলে বলল :

মনুষ্যের মাংস খাইতে গেল মোর সাধ।
নাক কান কাটিল মোর এই অপরাধ ॥ (পৃ. ৭৫)

অপরাধটি কত সামান্য !

মহীরাবণের কাছে রাবণ যেভাবে রামের পরিচয় দিয়েছে, তার মধ্যেও হাস্যরসের স্পর্শ

আছে। রাবণের বিবরণ অনুসারে দশরথ রামকে ত্যাজ্যপুত্র করে তাড়িয়ে দিয়েছেন :

দুই স্ত্রীর বেটা তারে খেদাড়িল বাপে।
রাজ্য না পাইয়া বনে বেড়ায় নানা তাপে ॥ (পৃ. ২৫৭)

শত্রুর বিরুদ্ধে মিথ্যা কুৎসা রটনার অভ্যাসটি রাবণ (গোয়েবলসের মত) বেশ ভালই আয়ত্ত করেছেন দেখা যাচ্ছে। "দুই স্ত্রীর"-এর স্থানে "দুঃশীল" মূল পাঠ ছিল বলে মনে হয়।

শূর্পণখা তার নাক-কান কাটার কারণ সম্বন্ধে ভাইয়ের কাছে যতই ভাঁওতা দিক, আসল সত্য বুঝতে রাবণের কোন অসুবিধা হয় নি। তাই দেখি রাবণ মহীরাবণের কাছে বলছে :

পঞ্চবটী বনে বৈসে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
শূর্পণখা ভগ্নী গেলা তার দরশন ॥
ভালমতে জান শূর্পণখার চরিত।
লোকধর্ম্ম না মানে রাঁড়ি বলে বিপরীত ॥ (পৃ. ২৫৭)

রাবণের কথাবার্তা এখানে শুধু হাস্যরসের খোরাক জোগায় নি, এর মধ্য দিয়ে চরিত্রটিও অত্যন্ত জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

কৃত্তিবাসের রচনারীতির আর-একটি বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে পড়েছে। অনেক সময়ে তিনি একটি পয়ারের দ্বিতীয় চরণের প্রথমাংশে ও পরবর্তী পয়ারের প্রথম চরণের প্রথমাংশে অবিকল একই শব্দ ব্যবহার করেন। যেমন :

(১) রাম রাজা করিতে আমরা চল সর্ব্বজন ॥
রাম রাজা করিয়া পাঠাইব দেশে। (পৃ. ৫৮)

(২) মুনির সাহস দেখি কৌতুকী তিনজন ॥
মুনির সাহস রাম দেখিয়া হইল বিস্ময়। (পৃ. ৬৭)

(৩) পৃথিবীর বানর সভ দশ দিনে আইসে ॥
পৃথিবীর বানর সভ হইল হুলস্থুল। (পৃ.১১৯)

—এই জাতীয় উদাহরণ এ বইয়ের যত্রতত্র মিলবে।

পুনরুক্তি কৃত্তিবাসের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। একে তাঁর একটি ত্রুটিও বলা যায়। একই ধরনের বিভিন্ন পরিস্থিতির বর্ণনা দেবার সময়ে তিনি অবিকল একই ভাষা ব্যবহার করেছেন, এরকম বহু উদাহরণ এই গ্রন্থে পাই। যেমন লঙ্কাকাণ্ডে ইন্দ্রজিৎ যতবার রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে—তার প্রত্যাবর্তন ও অভ্যর্থনার বর্ণনা ততবার একই ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। দুই বীরের দ্বন্দ্বযুদ্ধের বর্ণনা দেবার সময়ে প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই কবি বলেছেন : 'কেহো কারে জিনিতে নারে দুইজনে সোঁসর।'

কৃত্তিবাস অন্য অনেক প্রাচীন কবির মত ছোট-ছোট উক্তির মধ্য দিয়ে চমকপ্রদ সুভাষিত

রচনা করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ রাবণের প্রতি নিকষার এই উক্তিটি উদ্ধৃত করছি :

রামের গুণে সহায় হৈল বনের বানর।
তোমার গুণে ঘরে বৈরী হইল সহোদর ॥ (পৃ.১৮৪)

আর-একটি উক্তিও এখানে উদ্ধৃত করছি। উক্তিটি শুধু সুন্দর নয়, কবির উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। গুহক রামচন্দ্রকে তার জাতি অর্থাৎ চণ্ডাল জাতি সম্বন্ধে বলছে :

মৎস্য খায় মৎস্য মারে মৎস্য উৎপতি।
এই অনাচার করে চণ্ডালের জাতি ॥
মধুর সুস্বাদ দধি ঘৃত রসাল।
তবু উত্তম জাতি বলিবেক ছুইল চণ্ডাল ॥ (পৃ. ৫০)

সেই সুদূর অতীতের জাতিভেদ ও স্পৃশ্যতা-অস্পৃশ্যতা-কণ্টকিত সমাজে বসে ব্রাহ্মণ কবি চণ্ডালদের প্রতি 'উত্তম জাতি'র লোকদের এই অবিচারের কথা উপলব্ধি করেছিলেন ও লিপিবদ্ধ করেছিলেন—এ কথা ভাবলে আমরা অভিভূত হই!

কবির আর একটি উদার দৃষ্টিভঙ্গির নিদর্শন মেলে রামের শূদ্র তপস্বীকে বধ করার বর্ণনায়। বাল্মীকি-রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে লেখা আছে যে, শূদ্রদের তপস্যায় অধিকার না থাকা সত্ত্বেও একজন শূদ্র তপস্যা করেছিলেন বলে রাম তাঁকে বধ করেছিলেন। কৃত্তিবাস কিন্তু লিখেছেন যে, ঐ শূদ্র ত্রেতা যুগে তপস্যা করেছিলেন বলে তাঁকে রাম বধ করেন—কলিযুগে শূদ্রদের তপস্যা করার অধিকার আছে এবং এই যুগে শূদ্রেরা তপস্যা করলে স্বর্গে যাবে (পৃ. ৩৭১-৭২ দ্র.)।

পাঠনির্ধারণপ্রসঙ্গ ॥ এই বইয়ের পাঠ যেভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে তা আমরা ইতিপূর্বে এই ভূমিকার ৬৯-৭৪ পৃষ্ঠায় ব্যাখ্যা করেছি। এখন এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করছি। আলোচনার সময়ে আমরা ৭১ পৃষ্ঠায় পুঁথিগুলিকে যেভাবে (ক), (খ)-ইত্যাদি দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেই ক্রম অনুসারে তাদের (ক)-পুঁথি, (খ) পুঁথি-প্রভৃতি বলে অভিহিত করেছি।

আদিকাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড ও কিষ্কিন্ধাকাণ্ডের পাঠ আমরা একান্তভাবে (ক)-পুঁথি অর্থাৎ আদর্শ পুঁথির উপর ভিত্তি করে প্রস্তুত করেছি। অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে —(ক) পুঁথির মধ্যে যেখানে ৭২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত ত্রুটি দেখা যায়, সেখানে পাঠ অন্য-কোন সূত্রের দ্বারা সংশোধিত হয়েছে। এর একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। (ক)-পুঁথিতে আদিকাণ্ডে একটি চরণের এই পাঠ পাওয়া যায় :

লোমপাদের রাজ্য পোড়াতে বিভাণ্ডক চলে।

এখানে 'পোড়াতে' স্পষ্টতই আধুনিক-লক্ষণাক্রান্ত। সেইজন্য, এই স্থানে আমরা

ড° ভট্টশালীর আদিকাণ্ডের পাঠ—

লোমপাদ দেশে তবে বিভাণ্ডক চলে ॥

গ্রহণ করেছি। আর-একটি উদাহরণ দিই। অযোধ্যাকাণ্ডে (ক)-পুঁথিতে আছে .

আপদ পাড়িল কেকয়ী কুজির কথা শুনে।
অধর্ম্ম অপচয় সে কিছু নাহি গুণে

'শুনে'- এই অসমাপিকা ক্রিয়া আধুনিক, অভিশ্রুতির ফলে সৃষ্ট। এজন্য এই পয়ারের প্রথম চরণটির ক্ষেত্রে (ক)-পুঁথির পাঠকে পরিত্যাগ করে হীরেন্দ্রনাথ দত্তের অযোধ্যাকান্ডের পাঠ : 'মন্থরার বচন কেকয়ীর নিল মনে।'—গ্রহণ করা হয়েছে।

(ক)-পুঁথিতে এই চার কাণ্ডে খুব বেশি ভণিতা মেলে না। আমরা ড° ভট্টশালীর আদিকাণ্ড ও শ্রীরামপুরের ১ম সংস্করণ থেকে অনেকগুলি অতিরিক্ত ভণিতা নিয়েছি— সেগুলি আগে ও পরে যথারীতি* দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এই চারটি কাণ্ডে (ক)-পুঁথির পাঠ সংশোধনের ক্ষেত্রে (খ) পুথির সাহায্যই বেশি গ্রহণ করা হয়েছে। আদিকাণ্ডের ক্ষেত্রে ভট্টশালীর সংস্করণের এবং অরণ্যকাণ্ডের ক্ষেত্রে (বিশেষত ৮১-৮৩ পৃষ্ঠায়) শ্রীরামপুর ১ম সংস্করণের সাহায্য নিয়েছি।

প্রথম চারটি কাণ্ডের মত সুন্দরকাণ্ডের পাঠ-নিধারণ অত সহজে সম্পন্ন হয় নি। সুন্দরকাণ্ডের প্রারম্ভ-অংশ নিয়ে কোন গোলযোগ হয় নি—কারণ এই অংশে (ক)-পুথির পাঠ খুব সুন্দর এবং বিভিন্ন পুঁথিতে এই অংশের পাঠে ঐক্য দেখা যায় (ড° নলিনীকান্ত ভট্টশালী এই ঐক্য লক্ষ করেছিলেন)। সীতার সঙ্গে হনুমানের প্রথম সাক্ষাৎকারের বর্ণনায় (ক)-পুঁথির পাঠে ত্রুটি প্রবেশ করেছে। ১৪৫ পৃষ্ঠার 'বিঘতপ্রমাণ বানর বসিয়ে গাছের ডালে'— চরণটির পর (ক)-পুঁথিতে এই পয়ারটি আছে :

সীতা হনুমান দুইজনে হইল সম্ভাষণ।
হস্তযোড় করিয়া বীর করিল প্রণাম ॥

পয়ারটি শুধু যে দুষ্ট-অন্ত্যমিল-যুক্ত, তাই নয়। এর অন্য ত্রুটিও আছে। এতে বলা হয়েছে সীতা-হনুমান দু'জনে 'সম্ভাষণ' হল—কিন্তু সীতার উক্তি (ক)-পুঁথিতে দেওয়া হয়েছে খানিকটা পরে। মাঝখানের চরণগুলিতে হনুমান রামের প্রসঙ্গ ও তাঁর লঙ্কায় আসার ইতিহাস ব্যক্ত করেছেন—যা তাঁর পরে (অর্থাৎ সীতা রামের কথা বলতে অনুরোধ করার পর) করার কথা। (ক) পুঁথিতে হনুমানের রাম-সম্বন্ধীয় উক্তি অযথা মাঝখানে সীতার উক্তি দিয়ে খণ্ডিত করা হয়েছে। শ্রীরামপুর ১ম সংস্করণে এই অংশটি যথাযথভাবে বিন্যস্ত হয়েছে বলে তার সাহায্য নিয়ে আমরা ১৪৫-১৪৬ পৃষ্ঠার পাঠ পুনর্গঠন করেছি। উপরে উদ্ধৃত পয়ারটির ক্ষেত্রেও শ্রীরামপুর ১ম সংস্করণের পাঠ নেওয়া হয়েছে।

এর পর অনেকগুলি পৃষ্ঠা জুড়ে (ক)-পুঁথির পাঠ প্রায় ত্রুটিহীন এবং আমাদের দ্বারাও গৃহীত। কিন্তু বিভীষণ-কর্তৃক রাবণের পক্ষ ত্যাগ করে রামের পক্ষে যাবার প্রসঙ্গ থেকে আবার (ক)-পুঁথির পাঠে ত্রুটি প্রবেশ করেছে। (ক) ও (খ) উভয় পুঁথিতেই (এবং অন্য অনেক পুঁথিতেও) পাওয়া যায় যে, রাবণের পক্ষ ত্যাগ করার পর রামের পক্ষে যোগদান করার পূর্বাহ্নে বিভীষণ কৈলাস গিয়ে কুবেরের চরণবন্দনা করে তাঁকে সব কথা জানিয়েছিলেন এবং কুবের বিভীষণের কাজ অনুমোদন করেছিলেন। কিন্তু (ক)-পুঁথিতে দেখা যায়, কুবেরের কাছে শিবও বসেছিলেন—তিনি রামের দীর্ঘ প্রশস্তি করে বিভীষণের রামপক্ষে যোগদানের প্রশংসা করেন। (ক)-পুঁথিতে কয়েক জায়গাতে শিবের রামভক্তির আতিশয্য দেখানো হয়েছে (যদিও রাবণ তাঁর পরম ভক্ত)— অন্যান্য পুঁথি থেকে এর সমর্থন মেলে না। মোটের উপর আলোচ্য অংশে শিবের বিভীষণকে সমর্থন দানের ব্যাপারটি আমাদের কাছে খুবই বিসদৃশ বলে মনে হয়েছে— তাই এই অংশে আমরা (খ)-পুঁথির পাঠকে গ্রহণ করেছি (পৃ. ১৬৭ দ্র.)। এরপর আবার (ক)-পুঁথির পাঠ বেশ পরিষ্কার, ১৭১ পৃষ্ঠার 'সুগ্রীব বলে বানর সভ কার মুখ চাহ। সভে মেলিয়া গিয়া গাছ পাথর বাহ'—পয়ার পর্যন্ত (এই পয়ারটি প্রায় সব পুঁথিতেই পাওয়া যায়—পাঠান্তর যৎসামান্য)। পরে পাঠে গুরুতর প্রভেদ দেখা যায়—(ক)-পুঁথির সঙ্গে এক (চ)-পুঁথি ছাড়া আর কারও পাঠের মিল নেই। আমরা ১৭২ পৃষ্ঠার 'সাগরে জাঙ্গাল বান্ধিল শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥'—চরণ পর্যন্ত (ক)-পুঁথিকেই অনুসরণ করেছি। এর পর কিন্তু (ক)-পুঁথির পাঠের অনেকখানি আমরা বর্জন করেছি—বর্জিত অংশের সংক্ষিপ্তসার নিচে দেওয়া হ'ল।

রাম-লক্ষ্মণ সমুদ্রে জাঙ্গাল বাঁধছেন শুনে রাবণ রাজা ভয় পেয়ে রথে চড়ে সসৈন্যে এলেন এবং বানরদের নিদ্রিত অবস্থায় দেখে গাছ-পাথর ফেলে জাঙ্গাল ভেঙে দিলেন। লক্ষ্মণ জেগে ছিলেন—তিনি শব্দ পেয়ে তিন বাণ ছুঁড়ে তিন রাক্ষসকে বধ করলেন। তখন রাবণ পালিয়ে গেলেন। পরের দিন সকালে লক্ষ্মণের কাছে সব কথা শুনে ও রাক্ষসদের মৃতদেহ দেখে রাম মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। বিভীষণ বললেন, 'রাবণ শিবভক্ত; জাঙ্গালে শিব স্থাপন করলে আর তিনি জাঙ্গাল ভাঙতে পারবেন না। এর জন্য বারাণসী থেকে শিব নিয়ে আসতে হবে।' রাম 'কে বারাণসী যাবে' বলতে হনুমান মাথা নোয়ালেন। রাম দু-দণ্ডে শিব নিয়ে আসতে তাঁকে আদেশ দিলেন। হনুমান 'চক্ষুর নিমেষে' বারাণসী পৌঁছোলেন। মহাদেব তাঁকে পরীক্ষা করিতে 'মায়া সৃজিলা'। তিনি স্বয়ং বৃষে চড়ে শূল হাতে নিয়ে মন্দিরের বাইরে রইলেন—মন্দিরের ভিতরেও আবার তিনি 'রহিলা নন্দী ভৃঙ্গী সাথে'। হনুমান শিবলিঙ্গ দেখার পর মন্দিরের দ্বারে এসে শিবকে দেখে জোড়হাতে প্রণাম করে তাঁর আসার উদ্দেশ্য জানিয়ে বললেন :

যদি মোরে কৃপা কর দেব ত্রিপুরারি।
শতেক শিবলিঙ্গ দেহ লৈয়া শুভ করি ॥

—তা শুনে শিব রাগ দেখিয়ে বললেন :

কোথাকার রাম তার কোথাকার লক্ষ্মণ।
তার কার্য্য আমি সাধিব কি কারণ ॥
মানুষ হইয়া রাম না জানে আপনা।
আমারে লইতে পাঠায় পশু কপিজনা ॥

—এ কথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে হনুমান বললেন : 'সাধে কি তোমায় লোকে পাগল বলে? তোমার ভূষণ ছাই, বাহন ষাঁড়, তুমি রামের মহিমা কি বুঝবে? রাম মানুষ নন—অখিলপতি। তুমি কৈলাসে গিয়ে শিঙ্গা বাজাও, এখানকার অধিকারী দেব বিশ্বেশ্বর। তাঁর কাছে আমি যাই। শিব বললেন 'তোর মরণ নিয়ড়'। হনুমান বললেন, 'মোটেই নয়। শিব না দিলে 'পুরীশুদ্ধ' রামচন্দ্রের কাছে নিয়ে যাব।' তখন শিবের আদেশে বৃষ দুই-শৃঙ্গ দিয়ে হনুমানকে তাড়া করল। হনুমান তাকে 'বুড়া দন্ত লড়বড়'-প্রভৃতি বলে ব্যঙ্গ করলেন। হনুমান ও বৃষের মধ্যে কথা কাটাকাটির পর বৃষ বীরদাপে 'শৃঙ্গ পাতি' অগ্রসর হল—কিন্তু হনুমানের লেজের বাড়ি খেয়ে সে গড়াতে লাগল। তখন শিব শূল হাতে নিয়ে তেড়ে গেলেন— হনুমান তাঁকে স্তব ও অনুনয় করা সত্ত্বেও। হনুমান তখন শিবের ছোঁড়া শূল ধরে বললেন, 'আজ্ঞা কর শূলগাছ ভাঙ্গিয়া ফেলাই দুরে।' তখন শিব হনুমানকে কোল দিয়ে তাঁর প্রার্থনা পূরণ ও আশীর্বাদ করলেন। হনুমান একটি দশ-যোজন-পরিমিত পর্বতের উপর শিবলিঙ্গগুলি বসিয়ে রামচন্দ্রের কাছে নিয়ে গেলেন।

এদিকে হনুমানের দেরি দেখে লক্ষ্মণ 'মৃত্তিকার শিব' স্থাপন করে পূজা করছিলেন। হনুমান শিবলিঙ্গ নিয়ে এসে রামের চরণ বন্দন করে সব কথা বললেন। রাম তখন তাঁকে বললেন, মৃত্তিকার শিবকে 'থোও তুমি জলে।' হনুমান তা করতে গেলেন, কিন্তু তিনি টান মারলেও মৃত্তিকার শিব উঠলেন না। রামকে সে কথা বলতে রাম নিজে গিয়ে বললেন, 'গা তোল দেব পঞ্চানন।' তখন শিব স্বমূর্তি ধারণ করে উঠে বললেন :

আজি হইতে ছাড়িলাম রাজা লঙ্কেশ্বর।
সবংশেতে রাবণ মারি দেবের ঘুচাও ডর ॥

তিনি হনুমানের ভূয়সী প্রশংসা করে এবং রামকে বর দিয়ে কৈলাস-শিখরে চলে গেলেন।

রামের আদেশে হনুমান এক যোজন অন্তর-অন্তর শিবলিঙ্গগুলিকে স্থাপন করলেন। রাবণ-রাজা সসৈন্যে বিমানে চড়ে এসে এই ব্যাপার দেখে বললেন, 'উগ্রচণ্ডা আমাকে ছেড়ে গিয়েছেন বলে স্বয়ং শিব লঙ্কা রক্ষা করতে এসেছেন।' এই বলে তিনি চলে গেলেন। রাম জাঙ্গাল-রক্ষাকারী শিবের পূজা করতে শুরু করলেন :

অঞ্জলি অঞ্জলি পুষ্প দেন শিবের মাথে।
করযোড় প্রদক্ষিণ করেন রঘুনাথে ॥

এই ব্যাপার দেখে হনুমানের শরীর কাঁপতে লাগল। তিনি মনে-মনে বললেন, 'গুরুর কাছে আমি চার বেদ, চৌষট্টি বিদ্যা, চৌষট্টি শাস্ত্র, অষ্টাদশ পুরাণ, আগম প্রভৃতি পড়েছি। সব পুরাণেই বিষ্ণুর মহিমা কীর্তিত। দেব-অসুর-সৃষ্টি সব-কিছুর স্রষ্টা বিষ্ণু, তাঁর চেয়ে বড় কেউ নেই। সেই বিষ্ণুই রাম হয়ে জন্মেছেন। তিনি 'অখিলের নাথ হৈয়া পূজা করেন কার'। রামের চেয়েও বড় যদি কেউ থাকেন, তাঁরই সেবক হব, রামের সেবক হয়েছি কেন?'---এই ভেবে হনুমান ভয় কাটিয়ে রামের চরণ বন্দনা করে জোড়হাতে বললেন :

নিষ্কপট হৈয়া প্রভু কহিবা আমারে।
এতো ভক্তি করিয়া প্রভু পূজা কর কারে ॥
রাম বলেন নিরঞ্জন সভার উপরি।
যাহাঁ হইতে সর্ব্ব দেবতার পূজা করি ॥
হনুমান বলে তার কোথায় বসতি।
রাম বলেন সপ্ত স্বর্গের উপরে স্থিতি ॥
সপ্ত স্বর্গের উপরে শূন্য নামে পুরী।
সেইখানে বসতি তাঁর সর্ব্ব অধিকারী ॥

তখন হনুমান লাফ দিয়ে আকাশে উঠলেন। দৈর্ঘ্যে ত্রিশ-যোজন ও প্রস্থে দশ যোজন আকৃতি ধারণ করে, বাসুকির সমান লেজ নিয়ে—পবনবেগে চলে তিনি অমরাবতী, ব্রহ্মলোক, বৈকুণ্ঠ ও গোলোক 'চক্ষুর নিমেষে' পার হয়ে শতেক লক্ষ যোজন উঠলেন। উঠেও কিন্তু কিছু দেখতে পেলেন না—চারদিকই অন্ধকার। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ তিনি শূন্যে এক অদ্ভুত পুরী (নগরী) দেখতে পেলেন—সেই 'পুরী বেষ্টিত গড় মহাব্রহ্মজালে'। সেখানে প্রচণ্ড অগ্নি জ্বলছে—তার ধোঁয়া সহস্র-যোজন বিস্তৃত। ব্রহ্মাদিরও অগম্য এই পুরীতে ঢোকার আগে হনুমান ছয়-দণ্ড চিন্তা করলেন। সহস্র-যোজনব্যাপী অগ্নি পার হয়ে গিয়ে হনুমান ভাবলেন, তিনি এই আকৃতি নিয়ে পুরীর উপর পড়লে পুরী রসাতলে যাবে। এই ভেবে তিনি নেউলের সমান রূপ ধরে এক মন্দিরের চূড়ায় পড়লেন এবং এদিক-ওদিকে পড়ে, চূড়া চেপে ধরে অনেকক্ষণ পরে সুস্থির হলেন। নিরঞ্জন পুরীর ভিতরে ছিলেন—হনুমানের আসার কথা অন্তরে জেনে মানুষের রূপ ধরে কাপড়-মুড়ি দিয়ে তিনি শুয়ে রইলেন। হনুমান মন্দির থেকে নেমে পুরীর মধ্যে ভ্রমণ করে তার আশ্চর্য নির্মাণ-কৌশল দেখে ভাবলেন : 'এ রকম সুন্দর পুরী ত্রিভুবনে কোথাও দেখি নি। রাম-লক্ষ্মণের কাছে আর যাব না— নিরঞ্জনের সেবক হয়ে এখানেই থাকব। যিনি বিনা-অবলম্বনে শূন্যে পুরী রাখেন, 'সভার উপর হেন ঠাকুর আর কোথা পাইব।' হনুমান পুরীতে ঘুরে জনপ্রাণীর দেখা পেলেন না। অবশেষে একটি অদ্ভুত বাড়ির খোলা-দরজা দেখে ভিতরে ঢুকলেন। ঢুকে দেখেন, পুরীর মধ্যে এই বাড়িটির তুলনা নেই :

পরশ পাথরে বেড় প্রবালের থুনি। হীরা নীলা চাবি ভিতে মানিকে সাজনি ॥

হনুমান দেখলেন সেখানে এক দিব্য-সিংহাসনে শুয়ে এক পুরুষ কাপড়-মুড়ি দিয়ে

ঘুমোচ্ছেন। ধীরে ধীরে তাঁর কাছে গিয়ে বসে রইলেন। কিন্তু তাঁর আর ঘুম ভাঙে না। হনুমান ঘুম ভাঙাতে সাহসও পেলেন না। সাত-পাঁচ ভাবার পর চিন্তা করলেন : 'এত শ্রম করেও যদি এঁর দেখা না পেলাম, এঁর সঙ্গে কথা না বললাম—তবে বৃথাই জীবন। যা হয় হবে এঁকে জাগাই।'—এই ভেবে ধীরে ধীরে ঐ পুরুষের আচ্ছাদনবস্ত্র তুললেন। সঙ্গে সঙ্গে নিরঞ্জন অন্তর্হিত হলেন :

অনিমিখ ব্রহ্মা যার দৃষ্টে নয়। বানর হৈয়া কেমতে তাঁহার দেখা পায় ॥

সিংহাসন শূন্য দেখে হনুমান শশব্যস্ত হয়ে কাপড় ছেড়ে দিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেখলেন, সেই পুরুষ আবার কাপড় মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছেন। হনুমান আবার কাপড় তুললেন—আবার তিনি অন্তর্ধান। এইভাবে সাত-বার কাপড় তুললেন— প্রতিবার একই ব্যাপার ঘটল। হনুমান তখন মনে-মনে বললেন : 'এত শ্রম করা সত্ত্বেও কোন্ দোষে নিরঞ্জনের দেখা পেলাম না? যদি তিনি দেখা না দেন, এখনি প্রাণত্যাগ করব। হে প্রভু পতিতপাবন নিরঞ্জন, পতিতকে দেখা দাও। দেখা না দিলে প্রাণত্যাগ করব, প্রাণীহত্যার পাপ তোমার উপরে চাপবে।' হনুমান ভয়ও দেখালেন : 'দেখা না দিলে গোটা পুরীটা তুলে রামের কাছে নিয়ে যাব।' তখন নিরঞ্জন অদৃশ্য থেকেই অন্তরীক্ষে বলতে লাগলেন, 'বাছা বীর হনুমান! তুমি কী করে এখানে এলে?' হনুমান তখন 'নিবেদন' করে তাঁকে বললেন, 'এই পুরীখানে প্রভু কাহার ভবন'? তখন—

দেব নিরঞ্জন বলে পবনকোঙর।
দশরথ নামে রাজা অযোধ্যা নগর ॥
তাঁর ঘরে জন্মিয়াছেন ভাই চারিজন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘ্ন ॥
একজন জন্মিয়াছেন চারি রূপ ধরি।
সেই রাম লক্ষ্মণের দেখ এই পুরী ॥
হনুমান বলে তবে তুমি কোন্ জন।
পুরীতে একক তুমি আছ কি কারণ ॥

নিরঞ্জন বললেন, 'আমি সেই রামের সেবক— রাবণকে মারতে যাবার আগে তিনি আমায় এই পুরীর রক্ষক নিযুক্ত করে গিয়েছেন।' হনুমান বললেন, 'তবে রাম পূজা করেন কারে'? নিরঞ্জন বললেন, 'তিনি নিজেকেই পূজা করেন। রাম ত্রিভুবনের একমাত্র গতি। আমাকে দেখে তোমার কোন লাভ হবে না।—"রামের সেবক হইলে ব্রহ্মার শিরোধার্য্য"।' হনুমান তখন বললেন, 'আমার কি হবে? আমি পরম পাপী, গুরুভেদ করেছি ; আমায় নরকে বাস করতে হবে।' নিরঞ্জন তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'কেঁদো না, নিজের স্থানে যাও— তোমার মত বীর ত্রিভুবনে নেই, ব্রহ্মার অগম্য স্থানে তুমি গিয়েছ। এখন রামের চরণ ধর এবং রাবণবধের উদ্যোগ কর।' হনুমান তখন রামের কাছে এসে তাঁকে করজোড়ে প্রণাম করে বললেন, 'প্রভু! তুমি ত্রিদশের নাথ। ব্রহ্মাও তোমার মায়ার অন্ত পান না। তোমাকে চিনতে

না পেরে "আমি তোমারে করিলু ভেদ"। হনুমান বললেন :

> এবে জানিলু প্রভু তোমার সভ লীলা।
> প্রথমে শূন্য মধ্যে একক আছিলা ॥
> চৌদ্দ ভুবন আমি করিলাম ভ্রমণ।
> যতেক দেখিলাম প্রভু তোমার সৃজন ॥

রাম হেসে হনুমানকে আলিঙ্গন করলেন। হনুমান তখন জাঙ্গাল বাঁধতে গেলেন।

উপরের বর্ণিত অংশ আমাদের আদর্শ পুঁথিতে থাকলেও একে কৃত্তিবাসের রচনা বলে আমরা গ্রহণ করতে পারি নি। কেন পারি নি, তার কারণ নিচে দিলাম :

১) এর প্রথমাংশে যে ভাবে হনুমানের হাতে প্রথমে শিবের বাহনের, পরে স্বয়ং শিবের পরাজয় দেখানো হয়েছে, তা অত্যন্ত কাঁচা হাতের রচনা। হনুমান এক জায়গায় শিব ও বিশ্বেশ্বরকে পৃথক দেবতা বলেছেন। আশ্চর্য ব্যাপার ! রাবণকে ঠেকানোর জন্য হনুমানের শিবমূর্তি আনার কাহিনী (খ)-পুঁথিতে আছে— সেখানে বলা হয়েছে হনুমান কৈলাসে (বারাণসীতে নয়) গিয়ে শিবের অনেকগুলি মূর্তি থেকে একটিকে তুলে নিয়ে এসেছিলেন। এ কাহিনী (ক)-পুঁথির কাহিনীর তুলনায় অনেক ভাল। (ক)-পুঁথিতে আলোচ্য অংশের ভাষাতেও অক্ষম হাতের ছাপ দেখি : হনুমান শিবকেই বলেছেন, 'শিব যদি নাহি দেহ' ইত্যাদি—শিবকে পরাস্ত করার পর হনুমান পর্বতের উপর বসাল 'যত শিবগণ' (অর্থাৎ শিবের যত মূর্তি)! (ক)-পুঁথিতে দেখি, হনুমান আসল শিবকে পরাস্ত করল—কিন্তু মাটির শিবকে তুলতে পারল না! এর থেকেও বোঝা যায় : এই অংশ কৃত্তিবাসের মত বড় কবির লেখা হতে পারে না।

২) এর পরবর্তী অংশে প্রক্ষেপের ছাপ আরও স্পষ্ট। রাম ও ধর্মঠাকুর (নিরঞ্জন) উভয়ের উপাসক কোন কবি (এরকম অনেকেই ছিলেন—প্রখ্যাত ঘনরাম চক্রবর্তী এর দৃষ্টান্ত) এটি রচনা করে কৃত্তিবাসী রামায়ণে প্রক্ষেপ করেছেন বলে মনে হয়। ধর্মমঙ্গলে ধর্মঠাকুরের সেবক হিসাবে হনুমানকে পাওয়া যায়। আলোচ্য প্রক্ষিপ্ত কাহিনীতে এরই একটা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে— এতে বলতে চাওয়া হয়েছে যে, ধর্মঠাকুরও রামভক্ত এবং তাঁর কাছে হনুমানের অবস্থান সাময়িক ব্যাপার। রচনা-হিসাবে এই অংশ খুবই দুর্বল। হনুমান নিজে শিবমূর্তি নিয়ে এলেন, রাম শিবের পূজা করছেন, সব-কিছু জেনেও হনুমান রামকে জিজ্ঞাসা করলেন : 'এতো ভক্তি করিয়া প্রভু পূজা কর কারে'— রাম উত্তরে বললেন, তিনি নিরঞ্জনকে (শিবকে নয়!) পূজা করছেন। সবই অদ্ভুত! এই অংশের 'বায়ুভরে রহি বীর পুরীটা নেহালে।' 'যদি ইহা বিশ্বকর্মার হাথের হইত। তবে ইহার সমান পুরী অন্যত্র থাকিত ॥'— প্রভৃতি চরণের ভাষায় আধুনিকতার ছাপও সুস্পষ্ট।

মোটের উপর, এই বর্জিত অংশ কোনমতেই কৃত্তিবাসের রচনা হতে পারে না; এই ৪০০-রও বেশি চরণ-সংবলিত দীর্ঘ-বিবৃতির জায়গায় (চ)-পুঁথিতে মাত্র ১৪টি চরণ আছে—

তাতে রাবণ বানরের সাগর-বন্ধনের বৃত্তান্ত শুনে অবিশ্বাস প্রকাশ করছে। এর মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা নেই। এর আগের ও পরের অংশে (চ)-পুঁথির সঙ্গে (ক)-পুঁথির মিল আছে— কাজেই এই অংশেও (চ)-পুঁথির পাঠই মূলে ছিল বলে মনে হয় ; তাই তাকেই আমরা গ্রহণ করেছি (পৃ.১৭২ দ্র.)।

প্রসঙ্গত বলা যায়, উপরে উদ্ধৃত (ক)-পুঁথির বর্জিত অংশ কৃত্তিবাসের রচনা না হলেও এর অন্য দিক দিয়ে মূল্য আছে। কীভাবে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের লোক নিজেদের মতের অনুকূল কথা কৃত্তিবাসী রামায়ণে প্রক্ষেপ করেছে, তার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত এই অংশ থেকে পাওয়া যায়।

এখনকার কোন কোন বাজার-চলতি সংস্করণে 'হনুমান রায়বার' নামে একটি প্রসঙ্গ সুন্দরকাণ্ডে মেলে। এটি হাল আমলের প্রক্ষেপ, এতে "প্রমীলা"র (মাইকেলের সৃষ্টি) উল্লেখ আছে।

লঙ্কাকাণ্ডে আমাদের পাঠনির্ধারণ-পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষ-কিছু বলার নেই। এই সুদীর্ঘ কাণ্ডটিতে আমরা সম্পূর্ণভাবে (ক)-পুঁথির উপরেই নির্ভর করেছি। অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে (ক)-পুঁথির পাঠে ত্রুটি ধরা পড়েছে— সেক্ষেত্রে (খ) ও (ঘ)-পুঁথির সাহায্য নিয়ে তা সংশোধন করা হয়েছে। আমাদের মনে হয় : (ক)-পুঁথিতেই মূল কৃত্তিবাসী রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের প্রকৃত পাঠ মোটামুটিভাবে পাওয়া যাচ্ছে। এ-পাঠ বাল্মীকির রামায়ণকেই অনুসরণ করছে। বাজার-চলতি রামায়ণের অনেক কাহিনীই এই পাঠের মধ্যে পাওয়া যায় না—ঐ কাহিনীগুলি যে প্রক্ষিপ্ত, তাতে এখন আর সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। মহীরাবণের কাহিনীটি অবশ্য এই পাঠেও পাওয়া যায়। বাল্মীকি-রামায়ণে না থাকলেও এই কাহিনীটি যে 'প্রাচীন মিথ হতেও পারে'—এ-কথা ড° সুকুমাব সেন বলেছেন (রামকথার প্রাক্-ইতিহাস, ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। কালনেমি-প্রসঙ্গ অধ্যাত্ম-রামায়ণ থেকে নেওয়া।

উত্তরকাণ্ড বা উত্তরাকাণ্ডের পাঠ-নির্ধারণেও আমরা (ক)-পুঁথির পাঠকে ত্রুটি বা অপূর্ণতার ক্ষেত্রে (খ)-পুঁথির দ্বারা সংশোধন করে—সর্বত্র গ্রহণ করেছি। কেবল একটি প্রসঙ্গ (ক) ও (খ) উভয় পুঁথিতে (এবং অন্যান্য পুথিতেও) বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও তাকে আমরা বর্জন করেছি। এই প্রসঙ্গটি হচ্ছে—লবকুশ-যুদ্ধ, অর্থাৎ লবকুশ-কর্তৃক রামের অশ্বমেধযজ্ঞের ঘোড়া ধরা, রামের সৈন্যবাহিনী ও ভ্রাতৃগণ এবং পরিশেষে স্বয়ং রামের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের সাফল্য লাভের কাহিনীটি। (ক)-পুঁথিতে এই প্রসঙ্গটি অশ্বমেধযজ্ঞের ঘোড়ার বর্ণনার শেষে (৩৭৯ পৃষ্ঠায় * চিহ্নিত চরণ) 'পৃথিবী বেড়াইতে ঘোড়া একে দিনে পারে ॥'-এর পরে আছে। এর সংক্ষিপ্তসার নিচে দিলাম।

রামচন্দ্রের অশ্বমেধের ঘোড়া দেশভ্রমণে বেরোল। রামচন্দ্র শত্রুঘ্নকে তার রক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করলেন। পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিমের অনেক রাজা ঘোড়া ধরলেন—কিন্তু তাঁরা সকলেই শত্রুঘ্নের কাছে পরাস্ত হলেন। অবশেষে ঘোড়া দক্ষিণ দিকে গেল, তখন বাল্মীকির তপোবনের কাছে সে এলে লবকুশ তাকে ধরল। ফলে তাদের সঙ্গে শত্রুঘ্নের সংঘর্ষ বাধল— কুশের সঙ্গে যুদ্ধে শত্রুঘ্ন পরাজিত ও নিহত হলেন। অযোধ্যায় এই খবর পৌছোলে লক্ষ্মণ ও ভরত

লবকুশকে দমন করতে এলেন—কিন্তু যথাক্রমে লব ও কুশের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁরাও নিহত হলেন। শেষে এলেন রামচন্দ্র। লবকুশ একসঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁকে 'অচেতন' করল। রামের সঙ্গে রাক্ষস ও বানর সৈন্যরাও এসেছিল—তারাও লবকুশের হাতে পরাস্ত হয়েছিল। হনুমান ও জাম্ববান লবকুশের হাতে বন্দি হয়েছিলেন। লবকুশ তাঁদের পরিচয় না জেনে সীতার কাছে নিয়ে গিয়ে কৌতুক করতে লাগল এবং রাম-প্রভৃতিকে পরাস্ত করার কথা বলল। সীতা কিছুই জানতেন না, কেবল লবকুশের ভাবগতিক দেখে অনুমান করছিলেন তারা একটা কিছু বিভ্রাট বাঁধিয়েছে। এখন হনুমানকে বন্দি অবস্থায় দেখে এবং সব কথা জেনে তিনি 'হায়-হায়' করতে লাগলেন। বাল্মীকি মুনি আশ্রমে ছিলেন না—চিত্রকূট পর্বতে তপস্যা করতে গিয়েছিলেন। লবকুশ-কর্তৃক নিহত সৈন্যদের রক্তে যমুনা নদীর জল লাল হয়ে গেল, সেই রক্তরাঙা জল চিত্রকূটে বাল্মীকির কাছে পৌঁছোল। তখন তিনি ফিরে এসে মৃতসঞ্জীবনী-বারি ছড়িয়ে সকলকে পুনর্জীবিত করলেন। রাম লবকুশের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে বাল্মীকি বললেন পরে জানাবেন।

এই প্রসঙ্গটি কৃত্তিবাসের লেখা নয়—প্রক্ষিপ্ত। তার অনেকগুলি প্রমাণ আছে। প্রথমত, এই প্রসঙ্গের আগের ও পরের অংশগুলিতে বাল্মীকি-রামায়ণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মিল দেখা যায়—কিন্তু এই প্রসঙ্গটি বাল্মীকি-রামায়ণে আদৌ নেই। দ্বিতীয়ত, কৃত্তিবাসী রামায়ণের অনেক পুঁথিতে লবকুশের যুদ্ধ (ক)-পুঁথির অনুরূপ ভাষায় ও ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে বটে, কিন্তু (খ)-পুঁথি, হীরেন্দ্রনাথ দত্তের উত্তরকাণ্ড ও অনেকগুলি অন্য-পুঁথিতে এই প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ পৃথকভাবে বর্ণিত হয়েছে—তার কাহিনীও আলাদা। সেখানে অশ্বমেধের ঘোড়ার রক্ষক শত্রুঘ্ন নন—লক্ষ্মণ। তাতে দেখা যায়, লবকুশ প্রথমে লক্ষ্মণকে, তারপর রাক্ষস ও বানর বীরদের, তার পরে ভরত-শত্রুঘ্নকে পরাস্ত করে বন্দী করেছে—প্রাণে মারে নি ; এরপর রামের সঙ্গে তাদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছে—অবশেষে বাল্মীকির কথায় উভয়পক্ষ যুদ্ধ বন্ধ করেছে। শেষ অবধি রামের ভাইদের বন্ধন-মোচন ঘটেছে, অন্যেরাও মুক্তি পেয়েছে—রামও ঘোড়া ফেরত পেয়েছেন। (ক)-পুঁথির বিবরণের সঙ্গে এই বিবরণের ভাষার দিক দিয়ে বিন্দুমাত্র মিল নেই— অথচ এর আগের ও পরের অংশে বিভিন্ন পুঁথির পাঠে বেশ ঐক্য আছে, (ক) ও (খ)-পুঁথির পাঠে মিল তো খুবই বেশি। তৃতীয়ত, (ক)-পুঁথির লবকুশ-যুদ্ধ যে কৃত্তিবাসের রচনা নয়, তার প্রমাণ ঐ পুঁথিতেই আছে। এই যুদ্ধের বর্ণনার ঠিক আগের অংশে এই পুঁথিতে নিম্নোদ্ধৃত ভণিতাটি পাই :

> জয়মুনি (জৈমিনি) ভারত কথা কেশব মিশ্রের বচন।
> বিধাতার নির্ব্বন্ধ শুন বাপ পোয়ে রণ ॥

আলোচ্য প্রসঙ্গটি যে কেশব মিশ্রেরই লেখা, তার প্রমাণ বিশ্বভারতী সংগৃহীত একটি উত্তরকাণ্ডের পুঁথি (নং ১৮১০) থেকেও মিলবে। এই পুঁথিটি আগাগোড়া (ক)-পুঁথির উত্তরকাণ্ডের অনুরূপ। এর অন্যান্য অংশে কৃত্তিবাসের ভণিতা থাকলেও আলোচ্য প্রসঙ্গের বর্ণনায় কেশব মিশ্রের ভণিতা পাওয়া যায়। উপরের ভণিতাটি এই পুঁথিতেও

(পৃ. ৭৭ খ-তে) এইভাবে মেলে :

জয়মুনি ভাবত কেশব মিশ্রের বচন।
বিধাতা নির্ব্বন্ধ আছে বাপে পোয় রণ ॥

উপরন্তু বিশ্বভারতীর ১৮১০ নং পুঁথিতে (পৃ. ১০০ ক) লবকুশের যুদ্ধের প্রসঙ্গ শেষ হবার ঠিক পরের ভণিতায় 'কেশব মিশ্র রচে' লেখা আছে (বিশ্বভারতী-প্রকাশিত পুঁথি-পরিচয় ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৭৭-এ পুঁথির বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে।)

আমাদের (খ)-পুঁথি ও অনুরূপ অন্যান্য পুঁথিতে লবকুশ-যুদ্ধের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তা'ও কৃত্তিবাসের লেখা নয়— মধুকণ্ঠের লেখা। (খ)-পুঁথির এই অংশে (পৃ. ১৭৬ ক, ১৪৮ খ ও ১৫০ ক) দ্বিজ মধুকণ্ঠের ভণিতা পাওয়া যায়, নিচে তা উদ্ধৃত হল :

১) মনি দেখাইলে ভয় কহিলে কথন নয় মধুকণ্ঠ আছে তার সাক্ষী।
২) বিস্ময় না ভাব মনে মধুকণ্ঠ মধু ভণে বন্দিয়া পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥
৩) দ্বিজ মধুকণ্ঠ ভণে শ্রীশ্রীমধুসূদনে কৃত্তিবাসে বন্দি কিছু কহে ॥

হীরেন্দ্রনাথ দত্তের উত্তরকাণ্ডের এক স্থানে (পৃ. ২৫০) 'সুধাকণ্ঠ দাস'-এর ভণিতা পাওয়া যায়। 'সুধাকণ্ঠ' সম্ভবত 'মধুকণ্ঠ'র লিপিকরপ্রমাদ।

বাল্মীকি-রামায়ণে রামের অশ্বমেধের ঘোড়ার দেশভ্রমণে বেরোনো, তার রক্ষক হয়ে কারও যাওয়া, কোন রাজা বা বীরের ঘোড়া ধরা এবং রামচন্দ্রের বাহিনীর সঙ্গে তাঁর বা তাঁদের যুদ্ধ করা প্রভৃতি প্রসঙ্গের উল্লেখ নেই। উপরে যে আলোচনা করা হল, তার থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, মূল কৃত্তিবাসী রামায়ণে এই প্রসঙ্গগুলি ছিল না। পরে জনসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য কেশব মিশ্র, দ্বিজ মধুকণ্ঠ প্রভৃতি কবিরা জৈমিনি-সংহিতা প্রভৃতি সূত্র অবলম্বনে এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করে কৃত্তিবাসী রামায়ণে প্রক্ষেপ করেন। তাই আমরা এই প্রসঙ্গটি বাদ দিলাম। বাদ দেওয়ার স্বপক্ষে আর একটি যুক্তি—'পৃথিবী বেড়াইতে ঘোড়া একেদিনে পারে ॥' এবং 'সেই ঘোড়া লৈয়া রাম যজ্ঞে দিল পূর্ণা' (পৃ. ৩৭৯)— এই দুই চরণের মাঝখানে (ক)-পুঁথিতে ঘোড়ার দিগ্‌বিজয় ও যুদ্ধবিগ্রহের যে সব প্রসঙ্গ আছে, সেগুলি যদি মূল কাব্যের অঙ্গীভূত হত— তাহলে তাদের বর্ণনার পরে 'সেই ঘোড়া লৈয়া...' বলার সার্থকতা থাকত না। তা ছাড়া যজ্ঞের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হওয়ার এবং 'লক্ষ কোটি অযুত' রাজা নিমন্ত্রিত হয়ে 'যজ্ঞের নিকটে' আসার পরে (পৃ. ৩৭৮ দ্র.) ঘোড়ার বেরোনো হাস্যকর ব্যাপার। কেবল লবকুশ-যুদ্ধের বর্ণনাটিই প্রক্ষিপ্ত— ঘোড়ার দেশভ্রমণ ও তজ্জনিত যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনার বাকি অংশ মৌলিক,— এমন কথাও কেউ-কেউ বলতে পারেন। কিন্তু তাও হতে পারে না, কারণ ঘোড়া পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিমদিকে গেলে দক্ষিণদিকেও যাবে—দক্ষিণদিকে লবকুশ ছাড়া আর কারও সঙ্গে সংঘর্ষের উল্লেখ দেখা যায় না।

আমাদের (ক)-পুঁথিতে লবকুশের যুদ্ধের বর্ণনার পরেও দু-জায়গায় এই যুদ্ধের উল্লেখ দেখা যায় :

প্রথম, বাল্মীকি যেখানে লবকুশকে রামায়ণ গান করতে নির্দেশ দিচ্ছেন, সেখানে বাল্মীকির উক্তির মধ্যে আছে :

ধনুর্ব্বিদ্যা শিখিলা আমার গোচর।
বিক্রম দুর্জ্জয় হৈলা মহা ধনুর্দ্ধর ॥
বড় বড় সেনাপতি যাহার বাখান।
সংগ্রামে পড়িল সভ না ধরিল টান ॥
আপনি বিষ্ণু রঘুনাথ ত্রিভুবন জিনে।
শিশু হৈয়া হেন রাম জিনিলে দুইজনে ॥
আর যত মারিলে নাহি লেখাজোখা।
সাক্ষাতে দেখিলা রাম তোমার অস্ত্রশিক্ষা ॥

তারপর, লবকুশের রামায়ণ গানের সময়ে সভায় উপস্থিত জনতা বলেছে :

রামের রূপ রামের তেজ গায়ক দুইজন।
এই ছাওয়াল রামের সনে করিলেক রণ ॥
রাম হইতে দুই ছাওয়াল দেখিতে দুর্জ্জয়।
সেই কারণে রাম পাইলা পরাজয় ॥
আর আর যত লোক অনুমান করে।
তপস্বী বেশ ধরিয়াছে চিনিতে না পারে ॥

কিন্তু এই দুই অংশও প্রক্ষিপ্ত, কারণ (খ)-পুঁথিতেও এই-দুটি প্রসঙ্গ (ক)-পুঁথিরই অনুরূপ ভাষায় বর্ণিত হয়েছে— সেখানে উপরে উদ্ধৃত দুটি অংশের বা লবকুশের যুদ্ধের প্রসঙ্গ নেই। তাই, এই-দুটি প্রসঙ্গের ক্ষেত্রে আমরা (খ)-পুঁথির পাঠকে গ্রহণ করেছি।

পরিশেষে একটি কথা বলার আছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাঠ বা আবৃত্তি করার সময়ে যে-শব্দ এখন হলন্ত রূপে উচ্চারিত হয়, সেগুলিকে অ-কারান্ত হিসাবে পড়তে হবে— নয়ত অনেক পয়ারকে মিলের দিক দিয়ে দুষ্ট বলে মনে হবে।

দীর্ঘকাল বাদে আবার এ বইয়ের নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। এটি আমার পক্ষে যেমন আনন্দের বিষয়, তেমনি একটু বিষাদও মনের মধ্যে অনুভব করছি। প্রাচীন পুঁথি অবলম্বনে মূল কৃত্তিবাসী রামায়ণ উদ্ধারের এই প্রচেষ্টা বাংলার বিদগ্ধজনের মধ্যে তেমনভাবে সাড়া জাগাতে পারেনি, এটিই বিষাদের কারণ।

তবে, কয়েকজন পণ্ডিত লোকের কাছে উৎসাহ পাইনি, এমনও নয়। এদের মধ্যে সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য শ্রীযুক্ত নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীর নাম। তিনি লিখেছিলেন,

"বিশ্বভারতীর বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুখময় মুখোপাধ্যায়ের আয়ুষ্কাল আমাদের কাছে অন্তত শত শরৎ বাঞ্ছনীয় বলে এই প্রামাণিক সংস্করণের কাজ যে সম্পূর্ণ হবে না— তাও আমরা মনে করি না। কথাটা বললাম এইজন্য যে শ্রীমুখোপাধ্যায়ই বোধহয় শেষ ব্যক্তি

যিনি অসামান্য পরিশ্রম করে অত্যন্ত সযৌক্তিকভাবে কৃত্তিবাস সম্বন্ধে বিভিন্ন বিষয় আমাদের কাছে উপস্থাপনা করেছেন। তাই বলছি—তিনিই এখনও পারেন কৃত্তিবাসকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে।" (গৌরীনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ, পৃ. ২১)

নৃসিংবাবু শুধু আমাদের উৎসাহিত করেন নি, কৃত্তিবাসী রামায়ণের নানামুখী বৈশিষ্ট্য—বিশেষ করে কৃত্তিবাসের বাঙালিয়ানা এবং বাল্মীকির সঙ্গে তাঁর পার্থক্য তিনি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন তাঁর 'বাল্মীকি রামায়ণ এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণ' প্রবন্ধে। এজন্য তিনি সকলের অকুণ্ঠ সাধুবাদ লাভের অধিকারী হয়েছেন।

নৃসিংহবাবু "কৃত্তিবাসী রামায়ণ"-এর যে সমস্ত বিষয়কে বিশ্লেষণ করে তাঁর সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তাদের অনেকগুলিকেই এই গ্রন্থে স্থান দেওয়া হয়নি—অর্থাৎ সেগুলিকে আমরা কৃত্তিবাসের রচনা বলে মনে করি নি। না করার একটা প্রধান কারাণ—অধিকাংশ প্রাচীন ও প্রামাণিক কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুঁথিকে সেগুলি মেলে না।

কিন্তু এমন হতে পারে যে পরবর্তীকালে কৃত্তিবাস ঐ সমস্ত বিষয় তাঁর গ্রন্থে সন্নিবেশ করেছেন, তাই সেগুলি সব পুঁথিতে না পাওয়া গেলেও কোন কোন পুঁথিতে পাওয়া যায়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, দশরথের পূর্বপুরুষদের যে বিবরণ এবং রত্নাকর দস্যুর বাল্মীকি মুনিতে পরিণত হওয়ার যে কাহিনী বর্তমান—প্রচলিত সংস্করণে পাই, তা হ্যালহেডের পুঁথি, শ্রীরামপুর মিশনের ১ম সংস্করণের পুঁথি, ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী ব্যবহৃত বিভিন্ন পুঁথি—কোথাও মেলে না। কিন্তু বিশ্বভারতীর ৯৮১নং বাংলা পুঁথিতে (উড়িষ্যায় প্রাপ্ত এবং ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে অনুলিখিত) তা পাওয়া যায়। দশরথের পূর্বপুরুষদের তালিকা এতে বেশ দীর্ঘ। এর মধ্যে সুবর্ণ, শতধনু, সুরসেন, সৌদাস, যুবনাশ্ব, মান্ধাতা, মুচকুন্দ, তালজঙ্ঘ, রেণু, পৃথু, ইক্ষাকু, পুরুকুৎস, শতঞ্জীব, ভারত, দণ্ড, হরিৎ, মহাশঙ্খ, ত্রিশঙ্কু, রুক্মাঙ্গদ, ধর্মাঙ্গদ, শশধীর, বিকর্ণ, শশাদ, নিমি, শতবাহু, পূর্বশিরা, বাহু, সগর, অংশুমান, দিলীপ, ভগীরথ, উত্তানপাদ, ধ্রুব, দিলীপ, রঘু ও অজ প্রভৃতি রাজাদের বিবরণ পাই। এই বিবরণ কৃত্তিবাস কর্তৃক পরে রচিত ও গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হতে পারে। তবে এ সম্বন্ধে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। তাই একে বর্তমান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করতে পারলাম না।

প্রসঙ্গত উল্লখযোগ্য, ত্রিপুরায় দ্বিতীয় রাজধরমাণিক্যের রাজত্বকালে—অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের সন্ধিক্ষণে লেখা একটি কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুঁথি পাওয়া গিয়েছে। বর্তমানে সেটি আগরতলার মিউজিয়মে আছে। এই সংস্করণে আমরা পুঁথিটি অল্পস্বল্প ব্যবহার করেছি।

এখন যাঁরা আমায় সাহায্য করেছেন, তাঁদের কথা বলি।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কয়াল আমাকে এ-বইয়ের ব্যাপারে কিছু-কিছু পরামর্শ দিয়েছেন—একটি মূল্যবান পুঁথিও তিনি আমায় ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন ; এ-বইয়ের দু-একটি প্রুফও তিনি দেখেছেন। এই সব ব্যাপার ছাড়া অন্য ধরনের কোন-কোন ব্যাপারেও তিনি আমায় সাহায্য করেছেন।

আমাদের আদর্শ পুঁথিটির মাইক্রোফিল্ম আনানো হয়েছিল লন্ডনের ব্রিটিশ লাইব্রেরি থেকে। ঐ মাইক্রোফিল্ম পড়ার জন্য আমি বিশ্বভারতীর (শান্তিনিকেতন) রবীন্দ্র-ভবনের

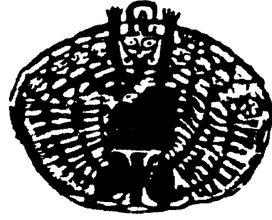
মাইক্রোফিল্ম-রীডার ব্যবহার করেছি। এ ব্যাপারে ড° ভবতোষ দত্ত, ড° মানসী দাশগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত অজিতকুমার পোদ্দার মহোদয়দের কাছে সহৃদয়তা লাভ করেছি। অজিতবাবু ও তাঁর সহকারী শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গদাধর ভাণ্ডারী ও শ্রীযুক্ত সমীরণ নন্দী আমায় মাইক্রোফিল্ম-রীডার ব্যবহারের কাজে অক্লান্তভাবে সাহায্য করেছেন।

সুদীর্ঘ অবকাশ উপলক্ষে কলকাতায় থাকার সময়ে আমায় ন্যাশনাল লাইব্রেরির মাইক্রোফিল্ম-রীডার ব্যবহারের সুযোগ করে দিয়েছিলেন শ্রীযুক্ত নচিকেতা ভরদ্বাজ। তাঁর কাছে অন্য কোন-কোন ব্যাপারেও সাহায্য পেয়েছি। ন্যাশনাল লাইব্রেরির অন্য অনেক কর্মীও আমায় সাহায্য করেছেন।

বিশ্বভারতী পুথিশালার ড° পঞ্চানন মণ্ডল ও শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব আচার্য (ইনি নানাভাবে সাহায্য করেছেন) এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষতের শ্রীযুক্ত শান্তিময় মিত্রের (বর্তমানে পরলোকগত) সহায়তায় বিশ্বভারতী ও সাহিত্য পরিষদের পুঁথিগুলি ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছি।

এঁদের সকলেরই কাছে আমি ঋণী রইলাম।

সুখময় মুখোপাধ্যায়



কৃত্তিবাস

বিরচিত

রামায়ণ

আদিকাণ্ড

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং রঘুবরং
সীতাপতিং সুন্দরং
কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং
বিপ্রপ্রিয়ং ধার্ম্মিকম্।
রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং দশরথতনয়ং
শ্যামলং শান্তমূর্ত্তিং
বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং
রাঘবং রাবণারিম্॥

আদ্যকাণ্ডে রামের জন্ম সীতাদেবীর বিয়া।
অযোধ্যাকাণ্ডে গেলা রাম রাজ্য হারাইয়া॥
রাজ্য হারাইলা রামচন্দ্র অযোধ্যাকাণ্ডে।
অরণ্যকাণ্ডে সীতা হরিয়া নিল দশমুণ্ডে॥
কাণ্ডে কাণ্ডে পাইলেন রঘুনাথ অপচয়।
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে মৈত্রলাভ কটক সঞ্চয়॥
সুন্দরকাণ্ডে সেতুবন্ধ কটক হৈল পার।
লঙ্কাকাণ্ডে রাবণ মারিয়া সীতার উদ্ধার॥
দেশেতে আসিয়া রাজা হইলা উত্তরকাণ্ডে।
এই ক্রমে সাতকাণ্ড কৃত্তিবাস তুণ্ডে॥
সাতকাণ্ড রামায়ণ প্রথম আদ্যকাণ্ড।
শুনিতে অমৃতকথা অমৃতের খণ্ড॥
রঘুমুনির পুত্র বাল্মীকি মহামুনি।
আদ্যকবি বলি তাকে সর্ব্বলোকে জানি॥
ষাটি হাজার বৎসর থাকিতে অবতার।
অনাগম করিলেক বিদিত সংসার॥
যাহার প্রসাদে হইল গীত রামায়ণ।
তাহাঁর প্রসাদে গীত শুনে সর্বজন॥

দশরথ নামে রাজা জন্ম সূর্য্যবংশে।
অস্ত্রেশাস্ত্রে পণ্ডিত সে ধর্ম্মে রাজ্য শাসে॥
সূর্য্যবংশে দশরথ সবে একেশ্বর।
বাপ মা নাহি রাজার ভাই সহোদর॥
রাজচক্রবর্ত্তী রাজা সভার উপরে।
তিনশত বৎসর রাজা বিভা নাহি করে॥
দৈবের ঘটনে রাজার হইল নির্ব্বন্ধ।
যাহাতে হইবে রামের জন্ম অনুবন্ধ॥

কোশল রাজ্যের রাজা কুশল নাম ধরে।
ধার্ম্মিক রাজা সে ধর্ম্মেতে রাজ্য করে॥
কৌশল্যা নামে কন্যা তার পরম সুন্দরী।
কারে বিভা দিবে রাজা অনুমান করি॥
পাত্রমিত্র সঙ্গে রাজা যুক্তি অনুমানি।
প্রধান পুরোহিতে রাজা ডাক দিয়া আনি॥
পুরোহিতের ঠাঁঞি রাজা কহিল বিশেষ।
দশরথ আনিতে চল অযোধ্যার দেশ॥
পরমসুন্দর রাজা রাজচক্রবর্ত্তী।
তাহার সমান রাজা নাহি বসুমতী॥
আমার সংবাদ তুমি কহিও রাজারে।
কৌশল্যা নন্দিনী মোর বিভা দিব তারে॥*
তাহা বিনে কৌশল্যার বর নাহি দেখি।
তারে কন্যা দিব আমি হইয়া কৌতুকী॥
চলিলেক দ্বিজবর পরম হরিষে।
উত্তরিল গিয়া দ্বিজ অযোধ্যার দেশে॥
রাজার দুয়ারে দ্বিজ দিল দরশন।
রাজার গোচরে দ্বারী নিলেক ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাজা করিল প্রণাম।
আশীর্বাদ দিয়া বলেন আপনার নাম॥
কোশল দেশে ঘর মোর রাজপুরোহিত।
তোমা লৈতে রাজা মোরে পাঠান ত্বরিত॥
কৌশল্যা নন্দিনী তার পরমসুন্দরী।
রূপেগুণে দেখি যেন স্বর্গবিদ্যাধরী॥
তোমা বহি কৌশল্যার বর নাহি আর।
বিবাহ করিতে চল কোশল নগর॥
এতেক শুনিয়া রাজা বিশেষ বচন।
পাত্রমিত্র আনি রাজ্য করে সমর্পণ॥
বিভা করি যাবৎ না আসি নিজ স্থান।*
রাজ্যরক্ষা তাবৎ করিহ সাবধান॥
সঙ্গেতে করিয়া নিলা বশিষ্ঠ পুরোহিত।
রথে চড়ি দশরথ চলিলা ত্বরিত॥
সৈন্যসামন্তে রাজা যায় কুতূহলে।
উত্তরিল গিয়া রাজা কোশল নগরে॥
দ্বারী জানাইল গিয়া রাজার গোচরে।
দশরথ মহারাজা আস্যাছেন দ্বারে॥
বার্ত্তা পাইয়া তবে কুশল মহারাজা।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া করে দশরথের পূজা॥
শাস্ত্রবিধানে রাজা কন্যাদান করে।
নানারত্ন দাসদাসী দিল হরিষ অন্তরে॥
কৌশল্যা লইয়া রাজা আইল নিজ দেশে।
আদ্যকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥

গিরিরাজনগরে কেকয় রাজার ঘর।
সুখে রাজ্য করে রাজা অনেক বৎসর॥
কেকয়ী নামে কন্যা তার পরমসুন্দরী।
তার রূপে আলো করে গিরিরাজনগরী॥
স্বয়ম্বরা হবে কন্যা করিয়াছে মনে।
পৃথিবীর যত রাজা ডাক দিয়া আনে॥
দশরথ আনিতে দূত চলিল সত্বর।
সকল রাজা আইল তথা পৃথিবী ভিতর॥
স্বয়ম্বরস্থল রাজা কৈল শুভক্ষণে।
সভা করি বসিলা সকল রাজাগণে॥
হেনকালে আইলা তথা কেকয় নন্দিনী।
চন্দ্র উদয় কৈল যেন শোভিত রজনী॥
কন্যারূপ দেখি সভে করে সারি ভারি।
অমরাবতী হৈতে যেন আস্যাছে বিদ্যাধরী॥
কিবা রম্ভা উর্ব্বশী কিবা তিলোত্তমা।
তার রূপে ইহার রূপে দিতে নারি সীমা॥
পূর্ব্বে রাজার কন্যা ছিল নাম ইন্দুমতী।
সে যেন বরিল অজ মহানরপতি॥
ইন্দুমতীর রূপের কথা গেল দেশে দেশে।
বিবাহ করিতে আইল সভে পরম হরিষে॥
ইন্দুমতী বরিলেন সেই একজন।
লজ্জা পাইয়া গেল দেশে রাজাগণ॥
স্বয়ম্বরা মাল্য দিল দশরথের গলা।
তুমি আমার পতি বলি দিল বরমালা॥
দশরথের সমান রাজা আছে কোন্ জন।
সকল রাজারে রাজা করিল সম্মান॥
বিবাহ দেখিয়া সভে করিল্য গমন।
যার যেই ঘর তথা গেল সর্ব্বজন॥
কন্যাদান করে রাজা পরম কৌতুকে।
মন্থরা কুজী চেড়ি রাজা দিলেন যৌতুকে॥
ভালর তরে রাজারে দিলেন প্রসাদ।
এই চেড়ি হইতে রাজার পড়িবে প্রমাদ॥
কেকয়ী লইয়া রাজা আইল নিজ দেশে।
আদ্যকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥

কৌশল্যা কেকয়ী তারা দুই তো সতিনী।
অন্তঃপুর মধ্যে থাকে দুই মহারাণী॥
সিংহল দেশের রাজা সিংহল নাম ধরি।
সুমিত্রা নন্দিনী তার পরমসুন্দরী॥
যেজন দেখয়ে কন্যা সে হয় মূর্চ্ছিত।
কন্যারূপ দেখি রাজা বড়ই চিন্তিত॥
পুরোহিত আনি রাজা কহিল বিশেষ।
দশরথ আনিতে চল অযোধ্যার দেশ॥
পরম সুন্দর রাজা সর্ব্ব শাস্ত্র জানে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব কাঁপে যে রাজার বাণে॥
আমার সংবাদ কৈও রাজার গোচর।
তাহা বহি সুমিত্রার আর নাহি বর॥
এতেক শুনিয়া দ্বিজ চলিলা সত্বর।
উত্তরিল গিয়া দ্বিজ অযোধ্যানগর॥
অবিলম্বে গেলা দ্বিজ রাজার গোচর।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাজা করিল আদর॥
যোড় হাথ করি রাজা জিজ্ঞাসে কারণ।
কোন দেশ হৈতে আইলা কহ বিবরণ॥
সিংহল দেশে ঘর মোর রাজপুরোহিত।
তোমায় লৈতে রাজা মোরে পাঠাল্যা ত্বরিত॥
সুমিত্রা নন্দিনী তাঁর পরমসুন্দরী।
তার রূপে আলো করে সিংহল নগরী॥
এত রূপে কন্যা রাজা নাহি কোন দেশে।
তোমায় বিভা দিবে রাজা পরম হরিষে॥
কন্যারূপ শুনি রাজা বড় হরষিত।
রথে চড়িয়া রাজা চলিলা ত্বরিত॥
কৌশল্যা কেকয়ী তারা না জানে দুজন
মৃগয়া করিবার ছলে করিলা গমন॥
দশরথের বার্ত্তা পাইয়া মহারাজা।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তারে করিলেন পূজা॥
দশরথের রূপ দেখ্যা হরিষ বদন।
যেন কন্যা তেন বর শোভে দুইজন॥
অধিবাস করিল রাজা পরম হরিষে।
বিবাহের লগ্ন হৈল গোধূলি প্রবেশে॥
কৃষ্ণপক্ষে বিভা হৈল দুইজন ছামনি।*
শুক্লপক্ষের চন্দ্র যেমত শোভিত রজনী॥
বাসি বিবাহ তথা করিলা দশরথে।
সুমিত্রা সহিত রাজা চড়ি দিব্যরথে॥
সুমিত্রায় রূপে রাজা হইলা মোহিত।
কালরাত্রি সেই দিন ধরিতে নারে চিত॥
রূপগুণ দেখ্যা রাজা হইলা ফাঁফর।
সেইদিন শৃঙ্গার কৈলা রথের উপর॥
বাসি বিভার পর দিন হয় কাল রাতি।
স্ত্রীপুরুষ দুজনে না থাকয়ে সংহতি॥
সেই কালরাত্রে যদি স্ত্রী করে সম্ভাষণ।
কোন কালে প্রীত তবে না হয় দুজন॥
সুমিত্রা লইয়া রাজা আইলা নিজ দেশে।
অন্তঃপুর ভিতরে রাজা করিল প্রবেশে॥

কৌশল্যা কেকয়ী ছিলা দুই সতিনী।
সুমিত্রা সহিত হৈলা তিন মহারাণী॥
কৌশল্যা কেকয়ী সতিনী দুইজন।
সুমিত্রার রূপ দেখ্যা বিরস বদন॥
ইহার রূপ দেখ্যা রাজা হইল কাতর।
সুমিত্রা দুর্ভগা হউক এই মাগি বর॥
পার্ব্বতীশঙ্কর পূজে হৈয়া এক চিত্তে।
রাজা যেন না চাহেন সুমিত্রার ভিতে॥
তিন রাণী লৈয়া রাজা করে কুতূহল।
সুখে রাজ্য করে রাজা নয় হাজার বৎসর॥
এতদিন অপত্য না হয় ভাবে মনে।
শতেক বিবাহ করে পুত্রের কারণে॥
সকল সতিনী মাঝে সুমিত্রা সুন্দরী।
হেন স্ত্রী দুর্ভগা হৈল লোকে বিস্ময় করি॥
হেন রাণী দুর্ভগা হৈলা লোকেতে বিষাদ।
কালরাত্রি দোষে এত হৈল পরমাদ॥*
প্রাণের অধিক রাজা কেকয়ীরে দেখে।
রাত্রিদিন কেকয়ীর নিকটে রাজা থাকে॥
কৌতুকে থাকেন রাজা কেকয়ী সম্ভাষণে।
রাজ্যে অনাবৃষ্টি রাজা কিছুই না জানে॥
হেনকালে আইলা নারদ রাজসম্ভাষণে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিল রাজা বসিতে আসনে॥
যোড় হাথে বলেন রাজা ধীরে ধীরে।
কি কার্য্য কারণে আইলা আমার গোচরে॥
নারদ বলেন শুন রাজা আমার বচন।
রাজ্যে অনাবৃষ্টি প্রজা দুঃখ পায় কি কারণ॥
তুমি হেন রাজার রাজ্যে অনাবৃষ্টি হয়।
তোমার কারণে লোক এত দুঃখ পায়॥
সর্ব্বলোক দুঃখ পায় তুমি আছ সুখী।
নরকে ডুবিলা রাজা পাছে নাহি দেখি॥
স্ত্রীগণ লইয়া রাজা থাকহ হরিষে।
পাছে দুঃখ পাবে রাজা আপনার দোষে॥
রাজা বলে আমি কারো নাহি করি দন্ড।
কোন্ দোষে অপযশ বলে রাজ্যখন্ড॥
দুঃখ যত পায় লোক নিজ কর্ম্মফলে।
অবিচারে লোক কেন মোরে মন্দ বলে॥
নারদ বলে দশরথ শুন আমার বাণী।
শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে নক্ষত্র রোহিণী॥
তে কারণে অনাবৃষ্টি হইল তোর রাজ্যে।
অনাবৃষ্টে অনাহারে লোক সকল মজে॥
রথে চড়িয়া রাজা বেড়াও স্থানে স্থানে।
লোকে অপযশ কহে শুন নিজ কানে॥
এতেক বলিয়া নারদ চলিলা সত্বরে।
রথে চড়ি গেলা রাজা দক্ষিণ দিগান্তরে॥
দক্ষিণ দিগে গেলা রাজা গহন কাননে।
অনেক জন্তু দেখে রাজা সেইত পবনে॥
অনেক বৃক্ষ দেখিলেন নাহি ফুলফল।
সরোবর দেখিলেন তাহে নাহি জল॥
অবসাদ পাইয়া রাজা বৈসে গাছের তলে।
দুই পাখি বাসা কর্য়াছে সেই গাছের ডালে॥
শালিকা বলে শালিকিনী শুনহ বচন।
এ বন ছাড়িয়া চল যাই অন্য বন॥
সপ্তম পুরুষে আমরা এই বনে বসি।
হেন বন ছাড়িয়া যাব দুঃখ বড় বাসি॥
শালিকিনী বলে বন ছাড়িব কি কারণ।
শালিকা বলে শালিকিনী শুনরে বচন॥
সূর্য্যবংশের রাজ্যে বসি দুঃখ নাহি জানি।
পাঁচ বৎসর অনাবৃষ্টি না মিলে আহারপানি॥
পাঁচ বৎসর হইতে রাজার অবিচার।
আর কতকাল মোরা করিব অনাহার॥
এই কথা কহে তারা পক্ষ দুইজনে।
গাছের তলায় বসি রাজা সকল কথা শুনে॥
নারদের কথা রাজা পাইলেন সাক্ষী।
আশ্বাস করিয়া রাজা রাখিলা দুই পাখি॥
এই বন তোমারে দিলাম অধিকার।
আহারপানি মিলিবেক দুঃখ না পাইবে আর॥
পক্ষরে আশ্বাস দিয়া রাজা রথে চড়ি।
অমরাবতী গেলা রাজা ইন্দ্রের নগরী॥
অমরাবতী গেলা রাজা ইন্দ্রসমাজে।
দেবতা দেখিয়া রাজা দশরথ গর্জ্জে॥
তর্জ্জনগর্জ্জন করে রাজা দশরথে।
যুঝিবারে আইলু ইন্দ্র তোমার সহিতে॥*
দেবগণ বলে রাজা যুদ্ধ চাহ কি কারণ।
তোমার সহিত ইন্দ্র না করিবে রণ॥
রাজা বলে হেনকালে ইন্দ্র বিদ্যমানে।
মোর রাজ্যে অনাবৃষ্টি হইল কি কারণে॥
পাঁচ বৎসর মোর রাজ্যে নাহি বরিষণ।
সর্ব্বলোক পায় দুঃখ মোর অপমান॥
বৃষ্টি করিয়া ইন্দ্র রাখহ বসুমতী।
নহে এখন জিনিয়া লইব অমরাবতী॥
দেবগণ চলিলা সবে রাজার বচনে।
যুক্তি করি দেবগণ ইন্দ্র রাজার সনে॥
ইন্দ্র বলেন দশরথ আইলা কি কারণে।
মনুষ্য হৈয়া বিরূপ বল শঙ্কা নাহি মনে॥

দেবগণ বলে ইন্দ্র না কর অহঙ্কার।
দশরথের যুদ্ধে কারো নাহিক নিস্তার॥
শব্দভেদী জানে রাজা শব্দ পাইলে হানে।
বিনা যুদ্ধে ইন্দ্র তোমায় মারিবে পরাণে॥
যাবৎ দশরথ মনে না পায় তাপ।
মধুর সম্ভাষণে তুমি করহ আলাপ॥
দেবগণের যুক্তি ইন্দ্র না করিল আন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাজার করিল সম্মান॥
হেনকালে দশরথ বলে ইন্দ্রস্থানে।
আমার রাজ্যে অনাবৃষ্টি হইল কি কারণে॥
ইন্দ্র বলে দশরথ শুনহ বচন।
রোহিণীতে শনিদৃষ্টি নহে বরিষণ॥
শনির তরে কহ গিয়া
রোহিণীতে ছাড়ুক দৃষ্টি।
তবে আমি তোমার রাজ্যে
করিতে পারি বৃষ্টি॥
চলিল দশরথ রাজা ইন্দ্রের বচনে।
রথে চড়ি গেলা রাজা শনি বিদ্যমানে॥
শনির দরশনে রাজার ছিণ্ডিল রথের দড়া।
আকাশ হৈতে পড়ে রাজার রথের অষ্ট ঘোড়া॥
রথের দড়া ছিন্ন রাজার রহিতে নাহি স্থল।
আকাশ হইতে রাজা পড়ে ভূমিতল॥
আকাশ হইতে রাজা আছাড় খায়্যা পড়ে।
হেন জন নাহি যে রাজার রক্ষা করে॥
জটায়ু নামে পক্ষরাজ উড়ে অন্তরীক্ষে।
উড়িতে উড়িতে পক্ষ তথা হইতে দেখে॥
পক্ষ বলে দশরথ রাজা মহাবল।
হাড়গোড় চূর্ণ হবে পড়িলে ভূমিতল॥
হেনকালে রাজার যদি করি অব্যাহতি।
যতকাল থাকিবে রাজা রহিবে খেয়াতি॥
অর্দ্ধপথ আছে রাজার ভূমিতে পড়িতে।
হেনকালে জটায়ু পক্ষ দুই পাখা পাতে॥
পাখা পাতিয়া দিল জটায়ু মহাবীর।
স্থান পায়্যা দশরথ তাহে হইলা স্থির॥
স্থির হৈয়া দশরথ রথে যোড়ে ঘোড়া।
ধ্বজপতাকা বাঁধে তখন দিয়া রথের দড়া॥
আরবার দশরথ করিল সাজন।
পক্ষরাজ সঙ্গে রাজা করে সম্ভাষণ॥
হাড়গোড় চূর্ণ হইত পাইলু নিস্তার।
প্রাণরক্ষা কৈলা মোর করিলা উপকার॥
সূর্য্যবংশে রাজা আমি সবে একেশ্বর।
মা বাপ নাহি মোর ভাই সহোদর॥
সূর্য্যবংশ রক্ষা পাইল তোমার কারণে।
কোন্ দেশে বৈস তুমি কাহার নন্দনে॥
পরিচয় দেহ তুমি কোন্ মহাজন।
রাজা বলে তুমি মোর রাখিলা জীবন॥
পক্ষরাজ বলে আমি বিহঙ্গম জাতি।
জ্যেষ্ঠভাই আমার পক্ষরাজ সম্পাতি॥
জটায়ু নাম ধরি আমি গরুড়নন্দন।
উড়া করিয়াছিলাম উপর গগন॥
আকাশ হইতে পড় তুমি তথা হৈতে দেখি।
দুই পাখা পাত্যা আমি তোমার তরে রাখি॥
দশরথ বলেন পক্ষ তুমি আমার হৈলা মিত।
প্রাণদান দিলা মোর কৈলা বড় হিত॥
রথে ছিল চন্দনকাষ্ঠ অগ্নি জ্বালিল।
অগ্নি সাক্ষী দুহে করি মিতালি করিল॥
উড়্যা গেলা আপন বাসে জটায়ু মহাবীর।
কার্য্যসিদ্ধি করিয়া দশরথ হৈলা স্থির॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত ভনে মধুর পাঁচালি।
আদ্যকাণ্ডে গাইল গীত দশরথের মিতালি॥

আরবার গেলা রাজা শনি বিদ্যমানে।
দশরথ দেখিয়া শনি ত্রাস পাইল মনে॥
শনি বলে দশরথ আইল আরবার।
আমার দৃষ্টে পড়্যা কেমনে পাইল নিস্তার॥
মোর দৃষ্টে পড়িলে কারো না রহে জীবন।
আছুক মানুষের কাজ দেবের মরণ॥
এতেক প্রমাদ পড়ে আমা দরশনে।
সে কথা কহিলে রাজা ত্রাস পাবে মনে॥
গণপতি জন্মিলেন গৌরীর নন্দন।
দেখিবারে গেলেন সকল দেবগণ॥
দেবতা সকল তথা আইলেন আদেশে।
সকল দেবতা আইলা শনি নাহি আসে॥
দূত পাঠাইয়া মোরে লইলেন সত্বর।
গণেশ দেখিতে গেলাম কৈলাসশিখর॥
দেখিতে গেলাম গণেশ তাহার সমুখে।
দেখিতে ছিণ্ডিল মাথা গেল অন্তরীক্ষে॥
দেখিয়া সকল দেব হইলা চিন্তিত।
পুত্রমুখ না দেখিয়া পার্ব্বতী কোপিত॥
দেবী বলে এইখানে ছিল দেবগণ।
আমার পুত্রের মুণ্ড কাটিল কোন্‌জন
দেবগণ বলে মাতা শুন ইহার কথা।
দেখিবারে গেলা শনি ছিণ্ডিয়া গেল মাথা॥

দেবগণের কথা শুন্যা রুষিলা ভবানী।
দেখিয়া আমার ডর হইল তখনি॥
আদ্যাশক্তি মাতা তুমি জগৎ কারণ।
তুমি সৃজিলা সৃষ্টি এ তিন ভুবন॥
তুমি তো দিয়াছ বর শনিরে কৌতুকে।
শনি সনে দেখা হৈলে মুণ্ড নাহি থাকে॥
তোমার বর তোমার দেখাল পরীক্ষা।
তুমি তারে ক্রোধ কৈলে কে করিবে রক্ষা॥
দেবগণ বলে মাতা তুমি আদ্যাশক্তি।
তোমার পুত্রের মুণ্ড হবে গো পার্ব্বতী॥
দেবীরে কহিয়া কথা চলিলা দেবগণ।
দেখিলা সুন্দর হস্তী করিছে শয়ন॥*
ইন্দ্রহস্তী শুয়্যা আছে উত্তর শিওরি।
মাথা কাট্যা দেবগণ আনিলা ত্বরা করি॥
গজমুণ্ড গণপতির করিল যোজন।
সেই হৈতে গণপতি হৈলা গজানন॥
গজানন লম্বোদর হইল আকৃতি।
দেখিয়া পুত্রের মুখ হরিষ পার্ব্বতী॥
বিদায় হইয়া সভ দেবগণ চলে।
আমা দরশনে রাজা এ তো প্রমাদ পড়ে॥
*মনুষ্য হইয়া আইস মোর বিদ্যমান।
সূর্য্যবংশে জন্ম তোঁঞে রাখিলাম প্রাণ॥*
কোন্ কার্য্যে দশরথ আইলা মোর পাশ।
বর মাগি লহ তুমি পাবে অভিলাষ॥
শনিকথা শুন্যা রাজা বলে ততক্ষণ।
রোহিণীতে তোমার দৃষ্টি নহে বরিষণ॥
শনি বলেন আমি দৃষ্টি ছাড়িলাম রোহিণী।
নিজ দেশে যাহ রাজা দিলাম মেলানি॥
রোহিণীর সনে মোর না হবে দরশন।
আজি হৈতে তব রাজ্যে হবে বরিষণ॥
সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি কর্যা রাজা আইলা দেশে।
আদ্যকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥

সুখে রাজ্য করে রাজা হৈয়া কুতূহল।
অনাবৃষ্টি ঘুচিল বৃষ্টি করে পুরন্দর॥
মৃগয়া করিতে রাজা করিল গমন।
দক্ষিণ দিগে গেলা রাজা গহন কানন॥
মৃগের উদ্দিশে বেড়ায় রাজা বনের ভিতর।
সেই বনে আছে এক দিব্য সরোবর॥
মৃগ না পাইয়া রাজা গেলা সেই স্থল।
অন্ধ মুনির পুত্র কলসিতে ভরে জল॥
কলসির শব্দ রাজা দূরে হইতে শুনে।
মৃগ জল খায় বুঝি হেন লয় মনে॥
শব্দভেদী জানে রাজা শব্দে এড়ে বাণ।
ছুটিল রাজার বাণ অগ্নির সমান॥
মহাশব্দে যায় বাণ তারা যেন ছুটে।
জল ভরিতে মুনিপুত্রের বুকে গিয়া ফুটে॥
প্রাণ গেল বলিয়া ডাকে মুনির কুমার।
মৃগজ্ঞানে তথা রাজা গেলা আগুসার॥
মুনিপুত্র বলে রাজা পড়িল প্রমাদ।
মোর প্রাণ নিলা রাজা কোন্ অপরাধ॥
মুনিপুত্রের বুকে বাণ দেখিলা আপনি।
ত্রাস পাইলা দশরথ উড়িল পরাণি॥
মুনিপুত্র বলে রাজা বধিলা জীবনে।
অন্ধ পিতামাতা মোর পুষি রাত্রিদিনে॥
আজি বুড়াবুড়ি মরিবেক আমার মরণে।
অন্ধ বাপ মা আছেন শ্রীফলের বনে॥
মোরে লৈয়া যাও রাজা যথায় মা বাপ।
মোরে না দেখিলে বাপ পাইবেক তাপ॥
ইহা বহি রাজা তোমার নাহি প্রতিকার।
এতেক বলিয়া প্রাণ তেজিলা কুমার॥
অন্ধ বুড়াবুড়ি বস্যা আছে যেই বনে।
মড়া কোলে করি রাজা গেলা সেই স্থানে॥
প্রমাদ গণিয়া রাজা গেলেন সমুখে।
রাজার শব্দ পাইয়া মুনি পুত্র বল্যা ডাকে॥
কোন্ কার্য্যে বিলম্ব হইল এতক্ষণ।
অনাহারে বুড়াবুড়ি মরি দুইজন॥
পুত্র বলিয়া ডাকে না পান উত্তর।
ধ্যান করিয়া মুনি দেখিলা সত্বর॥
দশরথ মারিলা পুত্র ধ্যানে মুনি দেখে।
মড়া কোলে করি রাজা আস্যাছে সম্মুখে॥
মুনি বলে রাজা তুঞি বড় দুরাচার।
বিনা অপরাধে পুত্র মারিলা আমার॥
পুত্রশোকে বুড়াবুড়ি যাই পরলোকে।
বৃদ্ধকালে রাজা তুমি মরিবা পুত্রশোকে॥
শাপ শুনিয়া রাজার হরিষ অপার।
শাপ নহে মুনি মোরে দিলা পুত্রবর॥
পুত্র হবে বরে রাজা দেখিল নয়নে।
তোমার শাপে পুত্র মোর হবে কথ দিনে॥
মুনি বলে রাজা তুমি বাক্য পাল্যা ছল।
এত অপরাধে রাজা পাইলা পুত্রবর॥
আমার শাপ রাজা কভু না যায় খণ্ডন।
এক বিষ্ণু তিন গর্ব্ভে জন্মিবেন চারিজন॥

আপনি হইবেন বিষ্ণু রাম অবতার।
রাম নাম লৈয়া হবে পাপীর নিস্তার॥
আমারে ধরিয়া লও সরযূর কূলে।
পুত্রের তর্পণ করি সরযূর জলে ॥
মুনিরে ধরিয়া সরযূর কূলে আনি।
পুত্রের তর্পণ করিলা অন্ধ মুনি॥
এত অপরাধে রাজা পাইল পুত্রবর।
পুত্র হইলে জিবে রাজা এগারো বৎসর॥
এত বলি বুড়াবুড়ি গেলা স্বর্গবাসে।
পুত্রবর পাইয়া রাজা আইলা নিজ দেশে॥
মধুর পাঁচালিতে ভনিল কৃত্তিবাস।
শাপে বর হইল রাজার বড়ই উল্লাস॥

হেনকালে ইন্দ্র আইলা অযোধ্যা নগরী।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাজা ইন্দ্রপূজা করি॥
ইন্দ্র বলেন দশরথ তুমি আমার মিত।
প্রমাদে ঠেক্যাছি মিতা যদি কর হিত॥
সম্বর নামে দৈত্য তারে যুদ্ধে নাহি পারি।
খেদাইয়া দেবগণ নিল স্বর্গপুরী॥
সহায় হইয়া দৈত্য কর নিবারণ।
তবে রক্ষা হয় সকল দেবগণ॥
ইন্দ্রকথা শুনিয়া রাজার হইল হাস।
আশ্বাস করিলা রাজা দৈত্য করিব বিনাশ॥
সাজন করিয়া রথ সুমন্ত সারথি।
সৈন্যসামন্তে রাজা চলে শীঘ্রগতি॥
দৈত্য মারিতে রাজা করিল সাজন।
দশরথের সাজন দেখ্যা কাঁপে ত্রিভুবন॥
সৈন্যসামন্তে রাজা চলিল কুতূহলে।
উত্তরিল গিয়া রাজা ইন্দ্রের নগরে॥
সাজিয়া তো গেলা রাজা দিব্যরথে চড়ি।
দেখিয়া রাজার ঠাট দৈত্য আসি বেড়ি॥
রাজার উপরে ফেলে জাঠিয়া ঝকড়া।
অমরাবতী হইল যেন বরিষার ধারা॥
নানা অস্ত্র ফেলে দৈত্য রাজার উপরে।
দশরথ বিঁধিয়া দৈত্য করিল ফাঁফরে॥
ঠাটকটক ভঙ্গ দিল রাজা একেশ্বর।
চতুর্দিগে চাহে রাজা ঘায়েতে জর্জ্জর॥
দশরথ রাজা এখন পূরিল সন্ধান।
বিঁধিয়া দৈত্যের শরীর লইছে পরাণ॥
গান্ধর্ব অস্ত্র রাজার তখন পড়ে মনে।
এড়িলেক অস্ত্র তখন দৈত্য মনে গণে॥

একে বাণে হইল গন্ধর্ব্ব তিন কোটি।
তিন কোটি গন্ধর্ব্ব হৈয়া করে কাটাকাটি॥
ধনুক শিক্ষা বড় রাজার অদ্ভুত বাণ।
পড়িল সকল দৈত্য নাহি একজন॥
সকল সৈন্য পড়িল মাত্র আছয়ে সম্বর।
দশরথের সনে যুদ্ধ করে একেশ্বর॥
সম্বর অসুর বাণ এড়ে ঝাকে ঝাকে।
লক্ষ কোটি বাণ গিয়া অমরাবতী ঢাকে॥
সন্ধান পূরিয়া বাণ আচ্ছাদিল দশরথে।
বাণে অন্ধকার হইল না পায় দেখিতে॥
বিঁধিয়া রাজার তবে কর্যাছে ফাঁফর।
দশরথ বিঁধিয়া দৈত্য করিছে জর্জ্জর॥
শব্দভেদী জানে রাজা শব্দ পাইলে হানে।
দেখিতে না পায় দৈত্য থাকে কোন্‌খানে॥
যাহাতে সম্বর দৈত্যের হবেক মরণ।
দূরে থাকি করে দৈত্য তর্জ্জনগর্জ্জন॥
রাজা দশরথ এড়ে শব্দভেদী বাণ।
ছুটিল রাজার বাণ অগ্নির সমান॥
চক্রবাণ এড়ে রাজা দৈত্য আছে যথা।
চক্রবাণে কাটিলেক সম্বরের মাথা॥
মনুষ্য হইয়া রাজা বধে অসুর সম্বর।
অমরাবতী সুখে রাজ্য করে পুরন্দর॥
অমরাবতী রাজ্যে ইন্দ্র থাকিলা কুতূহলে।
দৈত্য বধিয়া রাজা নিজ দেশে চলে॥
দেশেতে চলিল রাজা এড়াইয়া প্রমাদ।
অন্তঃপুরে গেলা পায়্যা অবসাদ॥
রাত্রিদিন কেকয়ী রাজার কাছে থাকে।
রাজা যত দুঃখ পায় কেকয়ী তাহা দেখে॥
দৈত্যসনে যুদ্ধে রাজা ঘায়েতে কাতর।
রাজার সেবা কেকয়ী করিলা বিস্তর॥
*অবসাদ দূরে গেল কেকয়ী কারণে।
বর মাগ দেবী তুমি দিব এই ক্ষণে॥*
হেনকালে কুজী বলে কেকয়ী গোচর।
আমি যখন বর চাহি তখন দিবা বর॥
কুজীর কথা কহে কেকয়ী রাজার গোচর।
কুজী যখন বর চাহে তখন দিও বর॥
কেকয়ীর শুনি কথা রাজা তবে হাসে।
আদ্যকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥

যখন যে ঘটনা হয় দৈবে সকল করে।
বিস্ফোট হইল রাজার গৃহের দুয়ারে॥

বিষ্ফোটের ব্যথায় রাজা হইলা কাতর।
পাত্রমিত্র ডাক দিয়া আনিল সকল॥
এই ব্যথায় দেখি আমার নিকট মরণ।
আমি মৈলে সূর্য্যবংশে নাহি অন্যজন॥
ধন্বন্তরির পুত্র আইলা প্রভাকর নাম।
রাজার তরে বার্ত্তা কহে করিয়া প্রণাম॥
শুভক্ষণে দেখিলাম পাইবা প্রতিকার।
দুই মতে দেখি রাজা তোমার উপকার॥
সামুকের ব্যঞ্জন খাও না করিও ঘৃণা।
আর গুহ্যদ্বারে চুম্বক দেউক একজনা॥
ইহা শুনি দশরথের উড়িল পরাণ।
কেমনে খাইব সামুক নাহি পরিত্রাণ॥
রক্তপুজ ভরিয়া আছে গুহ্যের দুয়ারে।
ইহাতে চুম্বক দিতে কোন্ জনে পারে॥
রাত্রিদিন কেকয়ী রাজার কাছে থাকে।
রাজা যত দুঃখ পায় কেকয়ী তাহা দেখে॥
স্বামী বহি স্ত্রীলোকের আর নাহি গতি।
আমি দিব চুম্বক তোমার হউক অব্যাহতি ॥
গুহ্যদুয়ারে চুম্বক রাণী দিল ততক্ষণ।
বিষ্ফোট সুখাইল রাজার দুঃখ বিমোচন॥
কেকয়ীর সেবা হইতে রাজা পাইলা প্রতিকার
কেকয়ীরে বর দিতে রাজা চাহে আরবার॥
হেনকালে কেকয়ী কয় রাজায় গোচর।
কুজী যখন বর চাহে দিও তখন বর॥
দুই বারের দুই বর থাকিল তোমার ঠাঞি।
কুজী যখন চাহে বর তখন যেন পাই॥
কেকয়ীর কথা শুন্যা দশরথ হাসে।
আদ্যকান্ড রচিল পন্ডিত কৃত্তিবাসে॥

নয় হাজার বৎসর রাজ্য করে নৃপবর।
পাত্রমিত্র লৈয়া যুক্তি করেন সত্বর॥
এতদিন না হইল সন্ততি একজন।
রাজভোগ সুখ মোর সভ অকারণ॥
অন্ধ মুনির পুত্রে মারি তাহে হৈল শাপ।
পুত্রশোকে মরিবে রাজা পাইবি বড় তাপ॥
খন্ডন না যায় জানি মুনির বচন।
আছুক শাপের কার্য্য পুত্র নাহি দরশন॥
এত যদি বলে রাজা পাত্রমিত্র শুনে।
যোড় হাথ করিয়া বলে রাজ বিদ্যমানে॥
অন্ধ মুনি তোমায় যদি দিয়া থাকে শাপ।
অবশ্য হইবে পুত্র না ভাবিহ সন্তাপ॥

পুত্রার্থে যজ্ঞ কর বলে পাত্রমিত্রগণ।
যজ্ঞফলে পুত্র তোমার হইবে চারিজন॥
এতেক শুনিয়া রাজা আইল বাহিরে।
ডাক দিয়া সুমন্তেরে আনিল সত্বরে॥
সরযুর কুলে স্থান করহ নির্ম্মাণ।
সকল কার্য্য কর মোর হইয়া সাবধান॥
হেনকালে সুমন্ত বলে রাজার গোচরে।
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি আন যজ্ঞ করিবারে॥
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি আন্যা কর তার পূজা।
যে বর কামনা কর সেই বর পাবে রাজা॥
চৌদ্দ বৎসর বয়েস মুনির কুমার।
তপের কথা শুনিলে রাজা পাবে চমৎকার॥
ঋষ্যশৃঙ্গের জন্ম হৈল হরিণী উদরে।
হরিণের দুই শৃঙ্গ মাথার উপরে॥
বিভান্ডকের তপ দেখ্যা কাঁপে দেবগণ।
তবে ইন্দ্র পাঠাইলা দেবতা পবন॥
বিভান্ডকের কাছে পবন লুকাইয়া থাকে।
গাছের ছাল খায় মুনি পবন তাহা দেখে॥
গাছের ছাল খুল্যা মুনি করেন ভক্ষণ।
গাছের ছালে অমৃত মাখ্যা রাখিল পবন॥
গাছের ছালের সঙ্গে মুনি অমৃত করে পান।
মহাতেজস্পুঞ্জ মুনি কামে অচেতন॥
কামে অচেতন হৈয়া বীর্য্য টল্যা পড়ে।
মুনিবীর্য্য টল্যা পড়ে বনের ভিতরে॥
সেই ঘাস হরিণী করয়ে ভক্ষণ।
হরিণীর গর্ব্ভে হইল ঋষ্যশৃঙ্গের জনম॥
হেনকালে আকাশে হইল দেববাণী।
যে বলিবে সেই সিদ্ধি ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি॥
অঙ্গপাদ রাজ্যে আছে লোমপাদ রাজা।
তার রাজ্যে অনাবৃষ্টি দুঃখ পায় প্রজা॥
পাত্রমিত্র লৈয়া যুক্তি করে অনুক্ষণ।
কোন যুক্তে মোর রাজ্যে হয় বরিষণ॥
এত যদি রাজা বলে পাত্রমিত্র শুনে।
যোড় হাথ করি বলে রাজ বিদ্যমানে॥
বিভান্ডক মহামুনি কশ্যপনন্দন।
পিতামাতা নাহি মুনির মহাতপোধন॥
ঋষ্যশৃঙ্গ নামে আছে তাহার তনয়।
পিতাপুত্রে বনে থাকে কারো নাহি ভয়॥
একেশ্বর ঋষ্যশৃঙ্গ থাকে শূন্য ঘরে।
বিভান্ডক তপ করে তমসার জলে॥
দিবা অস্ত হয় যখন প্রবেশে রজনী।
হেনকালে ঘরে আইসে বিভান্ডক মুনি॥

মন্ত্রণা করিয়া আন মুনির নন্দন।
তবে তোমার রাজ্যে রাজা হবে বরিষণ॥
এত শুন্যা রাজা বলে সভার ভিতরে।
বিভাণ্ডকের পুত্র আমি আনিব কোন্ ছলে॥
বিভাণ্ডকের শাপে কারো নাহিক নিস্তার।
শাপে পুড়্যা পুরী পাছে করে ছারখার॥
একে অনাবৃষ্টি রাজ্যে লোক পায় তাপ।
অধিক দুঃখ পাবে লোক মুনি দিলে শাপ॥
এত যদি রাজা বলে পাত্রমিত্র শুনে।
পাত্রমিত্র বলে তবে রাজ বিদ্যমানে॥
এক যুক্তি বলি রাজা যদি লয় মনে।
দিবসের মধ্যে আন মুনির নন্দনে॥
সোনার নৌকা আনি রাজা করহ সাজন।
বাছ্যা বাছ্যা দেহ কন্যা বিদ্যাধরীগণ॥
সুরঙ্গ নারঙ্গ দেহ অমৃত রসাল।*
খাইয়া পাগল হবে মুনির নন্দন॥
কন্যা সভ তারে যদি দেয় আলিঙ্গন।
কৌতুকে আসিবে তবে মুনির নন্দন॥
মন্ত্রণা শুনিয়া মহারাজা তখন হাসে।
এই যুক্তে ঋষ্যশৃঙ্গ আনিতে পারি দেশে॥
সুবর্ণের নৌকা রাজা করিল গঠন।
অদ্ভুত করিল রাজা নৌকার সাজন॥
নৌকার উপর রাজা কৈল সোনার ছৈঘর।
পরমসুন্দর নৌকা দেখিতে মনোহর॥
চালের উপরে শোভে সুবর্ণের বারা।
চারিভিতে শোভে গজমুকুতার ঝারা॥
সুরঙ্গ নারঙ্গ দিল অমৃতের সার।*
গুবাক নারিকেল দিল আম্র কাঠাল॥
নানা রঙ্গে সন্দেশ দিল অমৃতের পুরি।
তিনশত কন্যা দিল পরমসুন্দরী॥
দেবগণ মোহ যায় কন্যা সভার বেশে।
নদনদী বাহিয়া নৌকা গেল সেই দেশে॥
দিবা অস্ত যায় যখন প্রবেশে রজনী।
হেনকালে ঘরে আইলা বিভাণ্ডক মুনি॥
বিভাণ্ডক দেখিয়া কন্যা সভ কাঁপে।
ভস্ম পাছে করে মুনি শাপ দিয়া কোপে॥
নৌকাপথে আমরা যাইব আর দেশে।
তবে নৌকা বনমধ্যে করিল প্রবেশে॥
বনে থাকে কন্যাগণ চারি প্রহর রাতি।
প্রভাতে করিয়া যুক্তি সকল যুবতী॥
তপ করিতে গেলা মুনি তমসার কুলে।
হেনকালে কন্যাগণ গেল ঋষ্যশৃঙ্গ স্থলে॥

কন্যা সভ নাচে গিয়া নানা অঙ্গভঙ্গে।
দেখিয়া কৌতুকী হইলা ঋষ্যশৃঙ্গে॥
কন্যাগণের রূপ দেখ্যা ঋষ্যশৃঙ্গ হাসে।
কন্যাগণ গেলা তবে ঋষ্যশৃঙ্গের পাশে॥
কন্যাগণ বলে তুমি কাহার নন্দন।
একেশ্বর বনে থাক কোন্ মহাজন॥
প্রথম যৌবন তুমি পরমসুন্দর।
সুন্দর হইয়া কেনে আছ একেশ্বর॥
আমা সভার রূপ দেখ্যা দেবতাগণ ভুলে।
আমা সভা লৈয়া তুমি থাকহ কুতূহলে॥
*ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি বোলেন শুন কন্যাগণ।
বিভাণ্ডক মুনি জান কশ্যপনন্দন॥*
ঋষ্যশৃঙ্গ নাম আমার তাহার তনয়।
পিতাপুত্রে বনে থাকি কারো নাহি ভয়॥
বিহান হইলে পিতা যান তপ করিবারে।
সন্ধ্যা হইলে পিতা আইসেন নিজ ঘরে॥
সকল দেবতা কাঁপে দেখিয়া মোর বাপ।
মনুষ্যের সঙ্গে মোর নাহিক আলাপ॥
ভাগ্যপুণ্যে অতিথি আইলা মোর তপোবনে।
চারি প্রহর দিন থাকিব তোমা সভার সনে॥
ঋষ্যশৃঙ্গের কথা শুন্যা কন্যা সভ হাসে।
মনে যুক্তি করে সভে নিতে পারিব দেশে॥
সুরঙ্গ নারঙ্গ দিল অমৃত রসাল।*
খাইয়া পাগল হইল মুনির কুমার॥
গায়ের কাপড় ঘুচাইয়া দিল আলিঙ্গন।
পরম কৌতুক বাসে মুনির নন্দন॥
স্ত্রীসম্ভাষণ মুনি কভু নাহি জানে।
হাথ বাড়াইয়া স্বর্গ পায় হেন বাসে মনে॥
কন্যা সভ বলে যত খাইলা সন্দেশ।
ইহা হৈতে অধিক আছে আমা সভার দেশ॥
আমা সভা হইতে আছে পরমসুন্দরী।
অমরাবতী স্বর্গ যেন আমার নগরী॥
মুনির কুমার বলে যদি ইহার অধিক পাই।
আমা লৈয়া যাও যদি তোমার দেশে যাই॥
যাবৎ আমার পিতা নাহি আইসে ঘরে।
আমা লৈয়া দেশে তোমরা চলহ সত্বরে॥
ঋষ্যশৃঙ্গের কথা শুনি কন্যাগণ হাসে॥
নৌকায় চড়হ যদি যাবা মোর দেশে॥
পরম কৌতুকে নৌকায় চড়িল ঋষ্যশৃঙ্গে।
চলিলেন ঋষ্যশৃঙ্গ কন্যাগণ সঙ্গে॥
নৌকার উপরে আছে সোনার ছৈঘর।
কন্যা লৈয়া কেলি করে ঘরের ভিতর॥

সূর্য্য অস্ত যান যখন বেলা অবশেষে।
হেন সময় ঋষ্যশৃঙ্গ লৈয়া আইল দেশে॥
লোমপাদের দেশে আইল মুনির নন্দন।
অনাবৃষ্টি ছিল রাজ্যে হইল বরিষণ॥
তপ কর্যা বিভাণ্ডক আইল নিজ ঘর।
পুত্র না দেখিয়া মুনি হৈলা ফাঁফর॥
অগ্নিতে ঘৃত দিলে যেমত উথলে।
লোমপাদ দেশে তবে বিভাণ্ডক চলে॥*
কথ দূরে গিয়া মুনি মনে ভাবে সার।
পুত্র পরিবার দেখ সকলি অসার॥
*এতেক ভাবিয়া মুনি গেল নিজ বাস।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥*

ঋষ্যশৃঙ্গ আনিল রাজা এতেক সংকটে।
দূরেতে ছিলেন মুনি আস্যাছেন নিকটে॥
লোমপাদের দেশে তুমি চলহ আপনি।
রাজারে কহিয়া আন ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি॥
এত যুক্তি রাজারে কহিল সুমন্ত পাত্রে।
যুক্তি শুনিয়া রাজা কহেন পাত্রমিত্রে॥
ঋষ্যশৃঙ্গ আনিতে রাজা দশরথ চলে।
সৈন্য সামন্ত রাজার যায় কোলাহলে॥
পাত্রমিত্র লয়া রাজা করিলা গমন।
লোমপাদের ঘরে রাজা দিলা দরশন॥
*দশরথের বার্ত্তা পাইয়া লোমপাদ রাজা
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাজাব বিস্তর কৈল পূজা॥*
হেনকালে দশরথ লোমপাদেরে বলে।
সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি হয় ঋষ্যশৃঙ্গ দিলে॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিব পুত্রের কারণ।
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি দিলে হয় প্রয়োজন॥
লোমপাদ বলে যে আজ্ঞা করহ।
ঋষ্যশৃঙ্গ লৈয়া তুমি দেশেরে চলহ॥
লোমপাদ বলে শুন ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি।
তোমায় নিতে দশরথ আস্যাছে আপনি॥
রাজচক্রবর্ত্তী রাজা সভার উপর।
পুত্র নাহিক রাজা চাহে পুত্রবর॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে চায় মহারাজ।
তুমি যজ্ঞ করিলে রাজার সিদ্ধি হয় কাজ॥
লোমপাদের কথা শুন্যা ঋষ্যশৃঙ্গ হাসে।
ঋষ্যশৃঙ্গ লৈয়া রাজা চলে নিজ দেশে॥
দেশে আস্যা ঋষ্যশৃঙ্গের কৈল পুরস্কার।
পুত্রবর চাহে রাজা করিয়া পরিহার॥
ঋষ্যশৃঙ্গ বলে শুন রাজা মহাশয়।
চারি পুত্র হবে তোমার জানিলু নিশ্চয়॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ কর সকল যজ্ঞের সার।
চারি পুত্র হবে তোমার বিষ্ণু অবতার॥
এত শুনি দশরথ হইলা হরষিত।
ডাক দিয়া সুমন্তেরে আনিল ত্বরিত॥
সরযূর কূলে স্থান করহ নির্ম্মাণ।
পাত্রমিত্র চলিলা সকল মন্ত্রিগণ॥
সরযূর কূলে স্থান করিলা নির্ম্মাণ।
আশী যোজনের পথ হইল যজ্ঞস্থান॥
সোনার আওয়াস ঘর সোনার আওয়ারি।
সোনা দিয়া বাঁধিল ঘাট দীঘী আর পুখরি॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধুর করিল সরোবর।
দুই লক্ষ বাঁধিল সোনার পাইঘর॥
ঋষ্যশৃঙ্গ বলে যজ্ঞ কর আরম্ভণ।*
যজ্ঞস্থানে আসিবেন যত মুনিগণ।
দশরথের যজ্ঞে আসিবেন রাজাগণ।
বিচিত্র আওয়াস ঘর করিল গঠন॥
আশী যোজনের পথ করিল নির্ম্মাণ।
পাত্রমিত্র কহে গিয়া দশরথের স্থান॥
যজ্ঞস্থানে দশরথ চলিল আপনি।
সংবাদ দিয়া আনিল পৃথিবীর যত মুনি॥
দেশে দেশে গেল যজ্ঞের নিমন্ত্রণ।
বার্ত্তা দিয়া আনাইল যত রাজগণ॥
মিথিলার রাজা আইলা জনক মহাঋষি।
শাল্ব দেশের রাজা আইল নিজ দেশ কাশী॥*
নেপালের রাজা আইল দুর্জ্জয় মহাবল।
রাজগিরির রাজা আইল সৈন্য বিস্তর॥
অংগদেশের রাজা আইল লোমপাদ নাম।
বেহারের রাজা আইল নীলগিরি শ্যাম॥
বিদ্যানগর বিজয়নগর কাঞ্চী কর্ণাট।
চারি রাজ্যের রাজা আইল বিস্তর লৈয়া ঠাট॥
আশী লক্ষ রাজা আইল অযোধ্যার দেশে।
বিরাশী লক্ষ রাজা আইল উত্তর দেশে বৈসে॥
যত যত রাজা আছে পৃথিবী ভিতর।
রাজচক্রবর্ত্তী রাজা সভার উপর॥
পৃথিবীতে রাজা বৈসে লক্ষ কোটি অযুত।
আশী কোটি লক্ষ রাজা দুয়ারে মজুত॥
আটাইশ লক্ষ কোটি রাজা হইল নিয়ম।
দশরথের যজ্ঞস্থানে আইল রাজাগণ॥
বশিষ্ঠ বলেন শুন সুমন্ত সারথি।
যজ্ঞে যত দ্রব্য বলি আন শীঘ্রগতি॥

যব গোম ধান্য আন আতপ তণ্ডুল।
দধিদুগ্ধ মধু ঘৃত আনহ প্রচুর॥
পর্ব্বত প্রমাণ চাহি তিল রাশি রাশি।
তিরাশী লক্ষ বিল্বদল ঘৃতের কলসি॥
এক বর্ণ অশ্ব চাহি তিনশও অযুত।
আটাইশ কোটি আনিয়া করহ মজুত॥
তিন শত শ্রীফল চাহি শ্রীফলের কাষ্ঠে।
এ সকল দ্রব্য আনহ যজ্ঞের নিকট॥
রঘুবংশের প্রধান পাত্র সুমন্ত সারথি।
কলসি ভরিয়া সমুদ্রজল আনিল তিন কোটি॥
বশিষ্ঠদেব যত বলে সুমন্ত সভ শুনে।
বিরাশী সহস্র ঠাট সজ্জ বৈয়া আনে॥
কুবের বরুণ যম আইলা পবন।
যজ্ঞ করিতে বসিলা সকল মুনিগণ॥
আচম্বিতে অকাশেতে হইল দৈববাণী॥
রঘুবংশে নারায়ণ জন্মিবেন আপনি॥
দক্ষিণ বাহু স্পন্দে রাজার দক্ষিণ লোচন।
মুনিগণ বলে রাজার পুত্রের লক্ষণ॥
এই মতে দশরথ আছে যজ্ঞস্থানে।
বিধাতার নির্ব্বন্ধে পুত্র হইবে যেমনে॥
তিন লোক জিনিয়া বেড়ায় রাজা ত রাবণে॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল রাবণ লুট্যা আনে॥
*কাড়িয়া লৈয়া গেল যত দেবের কন্যারে।
কত অপমান সহে দেবের শরীরে॥*
সকল দেবতা গিয়া ব্রহ্মারে গোচরি।
রাবণের ডরে ব্রহ্মা ছাড়িল স্বর্গপুরী॥
রাবণের দ্বন্দ্ব ব্রহ্মা না পারি সহিতে।
স্বর্গ এড়ি দেবগণ পলায় চারিভিতে॥
দেবগণের কথা শুন্যা ব্রহ্মার বিষাদ।
রাবণেরে বর দিয়া করিল প্রমাদ॥
ব্রহ্মা বলেন ভয় আর না কর দেবগণ।
রাবণের দেখ এই নিকট মরণ॥
দশরথ যজ্ঞ করে চাহে পুত্রবর।
রাবণ মারিতে বিষ্ণু জন্মিবেন তার ঘর॥
ক্ষীরোদ সাগরে বিষ্ণু আছেন শয়নে।
স্তুতি কর গিবা তোমরা বিষ্ণুর চরণে॥
চারিদিগে স্তুতি করে সকল দেবগণ।
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া গোসাঞি জলেতে শয়ন॥
তোমার মায়া বুঝিতে পারে কোন্ জন।
কৃপার সাগর গোসাঞি দেব নারায়ণ॥
তোমার মায়া বুঝিতে নারে বিরিঞ্চি শঙ্কর।
কাল রাত্রি দিবা তুমি মায়ার সাগর॥
তুমি তো পরম যোগী তুমি ব্রহ্মজ্ঞান।
তোমার চরণ বিনে গতি নাহি আন॥
সর্ব্বজীবের গতি তুমি নারায়ণ স্বরূপ।
ব্রহ্মা বলিতে নারে তোমার লীলারূপ॥
*আগম পুরাণ বেদ ত্রৈলোক্য ভুবনে।
সেই তোমার চরণ যে ভাবে এক ধ্যানে॥*
চারিদিগে সকল দেবতা করে স্তুতি।
হাসিয়া উত্তর কহে দেবতা শ্রীপতি॥*
আমার তরে স্তুতি তোমরা করহ কি কারণ।
কি ভয় পায়্যাছ তোমরা কহ দেবগণ॥
অন্তর্য্যামিন্ গোসাঞি জানিলা অন্তরে।*
ভয় পায়্যা আসিয়াছ আমার গোচরে॥
মোর কাছে আসিয়াছ দুঃখ না পাইবে আর।
আমি গিয়া দেবগণের করিব উদ্ধার॥
বিষ্ণুর আজ্ঞা পায়্যা কহিছে দেবগণ।
ভয় পাইয়া আস্যাছি গোসাঞি তোমার চরণ॥
তুমি যদি ভয় ঘুচাও দেব নারায়ণ।
প্রমাদে ঠেক্যাছি গোসাঞি সকল দেবগণ॥
যমের ঘুচিল গোসাঞি লোকের অধিকার।
চন্দ্র সূর্য্য উদয় নাহি ঘোর অন্ধকার॥
চন্দ্রের উদয় নাহি সূর্য্যের নাহি গতি।
দশ হাজার বৎসর গোসাঞি অন্ধকার রাতি॥
বরুণের ঘুচিল গোসাঞি অধিকার জলে।
অগ্নি ভয়ে নাহি জ্বলে নিভিল অনলে॥
কুবেরের ধন নিল করিয়া অপমান।
নক্ষত্রগণ উদয় নাহি গগনমণ্ডল॥
পবন বায়ু সম্বরিল বড় পায়্যা ভয়।
সাগরের ঢেউ এখন ধীরে ধীরে বয়॥
নারদ বীণা ছাড়িলে তম্বুরা ছাড়ে গীত।
অমঙ্গল সর্ব্বপুরী দেখ্যা বিপরীত॥
বসন্তলীলা ছাড়িল সকল ঋতু।
এতেক প্রমাদ কথা শুন তার হেতু॥
পৌলস্ত্যের নাতি বিশ্বশ্রবার নন্দন।
রাক্ষসের গর্ব্ভে জন্ম নাম তার রাবণ॥
ব্রহ্মার বর পায়্যা সে হৈয়াছে দুর্জ্জয়।
আপনি বর দিয়া ব্রহ্মা আপনি করে ভয়॥
ব্রহ্মার পাইয়া বর লঙ্ঘে ব্রহ্মার বচন।
স্বর্গস্থানে আসিয়া খেদায় দেবগণ॥
দেবকন্যা বলে ধর্যা জাতিনাশ করে।
কত অপমান দেবতাগণে করে॥
শুনিয়া দেবতার কথা কোপানলে জ্বলে।
অগ্নিতে ঘৃত দিলে যেমন উথলে॥

আর ভয় না করিও শুন দেবগণ।
রাবণের দেখ এই নিকট মরণ॥
সূর্য্যবংশে দশরথ সর্ব্বলোকে জানি।
তার পুত্র হৈয়া আমি জন্মিব আপনি॥
পিতৃসত্য পালিবারে যাব বনবাসে।
বানর কটক লৈয়া তারে মারিব সবংশে॥
আপনা পাসরিব শুন তাহার কারণ।
আপনা জানিলে তবে না মরে রাবণ॥
ব্রহ্মা বর দিয়াছে রাবণের তরে।
সবংশে মারিব তারে নর আর বানরে॥
ইন্দ্র যম চন্দ্র সূর্য্য দেবতা আছে যত।
বানরী লইয়া সভে হও উপগত॥
যথা তথা বানরী পায়্যা লৈয়া কর কেলি।
তোমার সভার বীর্য্যতে হইবে মহাবলী॥
তাহা সভা লইয়া রাবণ করিব সংহার।
স্বর্গবাসে থাক গিয়া না কর ভয় আর॥
এতেক আশ্বাস যদি পায় দেবগণ।
যোড় হস্তে লক্ষ্মী বলেন বিষ্ণুর চরণ॥
তুমি অবতার হবে পৃথিবীমণ্ডলে।
আমি তোমার চরণ দেখিব কতকালে॥
লক্ষ্মীকথা শুনিয়া বলেন নারায়ণ।
তুমি আমি পৃথিবীতে জন্মিব দুইজন॥
মিথিলা নামেতে দেশে উত্তম সমাজ।
সেই দেশে রাজা আছে জনক মহারাজ॥
তাহার বীর্য্যে জন্মিবা পৃথিবী উদরে।
অযোনিসম্ভবা হৈয়া থাকিবা তার ঘরে॥
তথা গিয়া তোমায় আমি করিব পাণিগ্রহণ।
সবংশে মারিব রাবণ তোমার কারণ॥
এতেক শুনিয়া দেবী করিল গমন।
অযোধ্যায় আপনি প্রবেশিলা নারায়ণ॥
অন্তরীক্ষে যজ্ঞকুণ্ডে করিলা প্রবেশে।
নৃত্যগীত আনন্দিত অযোধ্যার দেশে॥
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি দিল যজ্ঞে আহুতি।
যজ্ঞ হইতে চরু উঠে দেখে নরপতি॥
বিষ্ণুর তেজ দেখিলেন চরুর ভিতর।
দুই চরু লৈল রাজা পাতিয়া দুই কর॥
মুনিগণের ঠাঁঞি রাজা লৈয়া অনুমতি।
অন্তঃপুর ভিতরে প্রবেশে নরপতি॥
কৌশল্যা কেকয়ী তারা দুই সতিনী।
দুই চরু লৈয়া গেলা যথা দুই রাণী॥
দুই চরু দিলা রাজা দুইজনার করে।
ইহা খাইলে পুত্র দুহে ধরিবা উদরে॥
এতেক বলিয়া রাজা রহে অন্তঃপুরী।
হেনকালে ধাইয়া আইলা সুমিত্রা সুন্দরী॥
উর্দ্ধশ্বাসে ধায় রাণী এড়িয়া নিশ্বাস।
কি দিব খাইতে রাজা করিলা নৈরাশ॥
দৌভাগ্যা স্ত্রীর জীবনে নাহি কাজ।
সুমিত্রার বচনে দুই সতিনী
পাইলা লাজ॥
কৌশল্যা কেকয়ী তারা দুই তো সতিনী।
রাজার নিকটে তারা গেলা দুই রাণী॥
সুমিত্রার তরে রাজা না কৈল অবধান।
চরু ভাগ দিতে তারে না কৈলা সন্নিধান॥
রাজ আজ্ঞা পাইয়া তারা দুই সতিনী।
দুই চরু ভাঙ্গিয়া করিলা চারিখানি॥
দুইজনে ভাগ দিলা সুমিত্রার তরে।
চরুভাগ পায়্যা সুমিত্রা হরিষ অন্তরে॥
কৌশল্যা বলেন শুন সুমিত্রা সতিনী।
আমার চরু খাইলে তুমি হইবে পুত্রাণী॥
আমার চরুতে যে পুত্রে ধরিবা উদরে।
আমার পুত্রের যেন হয় তো দোসরে॥
কেকয়ী বলে চরুর ভাগ দিলাম তোমারে।
তোমার পুত্র হৈলে যেন মোর পুত্রের
কাজ করে॥
হেনকালে সুমিত্রা বলে কর অবধান।
তোমা সভা বহি মোর গতি নাহি আন॥
দুই পুত্র হয় যদি যমজ সহোদর।
তোমা সভা পুত্রের তরে হবেক দোসর॥
একেবারে চরু খাইল তিন সতিনী।
রাজার কাছে গেলা তবে তিন মহারাণী॥
পুষ্পশয্যায় তিনজন করিল শয়ন।
কথ রাত্রে স্বপ্ন দেখিলা তিনজন॥
সপনে দেখিলা তিনজন শ্রীহরি।
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম সারঙ্গ ধনুর্দ্ধারী॥
দুর্ব্বাদল শ্যাম তনু আপনি নারায়ণ।
এক বিষ্ণু তিন গর্ভে জন্মিলা চারিজন॥
সপন শুনিয়া রাজার লাগে চমৎকার।
রঘুবংশকুল মোর হইল উদ্ধার॥
তিন রাণী লৈয়া রাজা সুখে বঞ্চে রাতি।
সেই রাত্রে তিনজন হইলা গর্ব্ভবতী॥
কথ দিনে জানাজানি সকলে বিদিত।
শুন্যা দশরথ রাজা পরম পিরীত॥
মৃত্তিকা পোড়াইয়া ভক্ষ করে তিনজন।
সদাই আলিস্য হয় ভূমিতে শয়ন॥

দিনে দিনে মূর্ত্তি হয় পাণ্ডুর বরণ।
নিত্য আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন রাজন॥
কৃষ্ণবর্ণ হৈয়া আইসে দুই স্তনের বোটে।
গায় কাপড় নাহি সহে নিত্য বল টুটে॥
প্রতিদিন জিজ্ঞাসা করেন নরপতি।
কি সাধ খাইতে বাসনা কহ অনুমতি॥
লাজে হেট মাথা করিলা তিনজনে।
সাধ খাইতে নাহি আমা সভার মনে॥
যখন সাধ খাইতে চাহি তখন যেন পাই।
সে সকল কথা রাজা কি কব তোমার ঠাঁই॥
সুখে রাজ্য কর রাজা সাধে নাহি কাজ।
সাধ খাওনের কথা কহিতে হয় বড় লাজ॥
এতেক শুনিয়া রাজা হরিষ অন্তরে।
নৃত্যগীত আনন্দিত অযোধ্যা নগরে॥
অষ্টমাস গর্ভ হইল সর্ব্বলোকে জানে।
চন্দ্রকলা যেন গর্ব্ভ বাঢ়ে দিনে দিনে॥
দশ মাস পূর্ণিত গর্ভ হৈল তিন রাণী।
প্রসব বেদনার দুঃখ কভু নাহি জানি॥
ডাক দিয়া বলেন রাণী তিনজনে।
অন্তঃপুর ভিতরে গেলা যত রাণীগণে॥
হেনকালে কৌশল্যা দেবী পুত্র প্রসবিল।
জয় জয় হুলাহুলি রাণীগণে দিল॥
দশদিগ আলো করিয়া পড়ে ভূমিতলে।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন গগনমণ্ডলে॥
শুভকাল নবমী তিথি বসন্ত চৈত্রমাস।
সেইদিনে রঘুনাথের জন্ম প্রকাশ॥
রাজার ঠাঁঞি দূত গিয়া কহিল সত্বর।
কৌশল্যা দেবী প্রসবিলা উত্তম কোঙর॥
শুনিয়া হরষিত দশরথ রাজা।
নানারত্ন দিয়া দূতের কৈল পূজা॥
ভাণ্ডার বিলাইতে রাজা করিল অঙ্গীকার।
রাজার আজ্ঞা পায়্যা লোক লুটয়ে ভাণ্ডার॥
তার পাছে বেদনা খায় কেকয়ী মহারাণী।
প্রসব বেদনার দুঃখে চক্ষে পড়ে পানি॥
পরম ধার্ম্মিক পুত্র প্রসবিলা সুন্দরী।
জয় জয় হুলাহুলি দেয় সকল নারী॥
দূত গিয়া কহিল রাজার গোচর।
কেকয়ী দেবীর পুত্র হইল শুন নৃপবর॥
আর পুত্রের কথা শুনি রাজা হরিষ অন্তর।
সকল ধন বিলায় রাজা না হয় কাতর॥
তার পাছে ব্যথা খায় সুমিত্রা রূপসী।
যমজ সহোদর জন্মিল রাজা মহাখুসী॥
*চলিলেন দশরথ পরম কৌতুক।
তিন নারীর ঘরে দেখে চারি পুত্রমুখ॥
দণ্ড তিন বেলা হৈল গণকের মেলা।
খড়িতে গণিয়া চাহে শুভক্ষণ বেলা॥*
চারি পুত্র হইল রাজা হরিষ অপার।
ধন ধেনু বস্ত্র বিলায় না করে বিচার॥
*গণকে তুষিল রাজা দিয়া নানা ধন।
আদিকাণ্ড গাইলা কৃত্তিবাস বিচক্ষণ॥*

হেনবেলা রাবণের সর্ব্বাঙ্গ লড়ে।
মাথার মুকুট রাজার ভূমিতলে পড়ে॥
ডাক দিয়া রাবণেরে বলে দেবগণ।
তোমা মারিতে জন্মিলা আপনি নারায়ণ॥
আজি হইতে রাবণ তোমার নাহিক নিস্তার।
তোমা মারিতে জন্মিলা বিষ্ণু অযোধ্যা নগর॥
এতেক আকাশবাণী শুনিয়া রাবণ।
বিস্ময় হইয়া রাবণ ভাবে মনে মন॥
হেনকালে সেইখানে সর্ব্বজ্ঞ আইল।
সর্ব্বজ্ঞ দেখিয়া রাবণ রাজা জিজ্ঞাসিল॥
রাবণ বলে সর্ব্বজ্ঞ খড়িবাঁট জান।
খড়ি পাতিয়া দেখ দেখি কিসের কারণ॥
মাথার মুকুট মোর পড়ে ভূমিতলে।
শরীর কাঁপিয়া মোর আসন কেন টলে॥
খড়ি পাতি সর্ব্বজ্ঞ দেখিল আগুয়ান।
রাবণেরে বলে সর্ব্বজ্ঞ সাবধান॥
খড়ি পাতিয়া অমঙ্গল দেখিল সত্বর।
কহিতে লাগিল সকল রাজার গোচর॥
সর্ব্বজ্ঞ বলে শুন লঙ্কার অধিকারী।
অযোধ্যা নগরে আজি জন্মিল তোমার বৈরী॥
*তোমার বিক্রম সহিতে নারে কোন্ জন॥
তোমার বধের তরে জন্মিলা নারায়ণ॥*
এতেক কথা সর্ব্বজ্ঞ বলেন রাবণ রাজা শুনে।
রাবণের আগে বিক্রম করে যত পাত্রগণে॥
বীরদাপ করিয়া রাক্ষস রহে চারিভিতে।
ছত্রিশ কোটি সেনাপতি রহে যোড় হাথে॥
সেনাপতিগণ বলে শুন লঙ্কেশ্বর।
ত্রিভুবন যদি আইসে কারো নাহি ডর॥
ছত্রিশ কোটি সেনাপতি করিছে বড়াই।
ডাক দিয়া আনে রাবণ খর দূষণ ভাই॥
রাবণ বলে শুন ভাই খর দূষণ।
তোমার সমান ভাই নাহি ত্রিভুবন॥

সাগরের কূলে তুমি গিয়া দেহ থানা।
চৌদ্দ সহস্র রাক্ষস লৈয়া যাও দুই জনা॥
দেবদানবগন্ধর্ব্ব যার আইসে সেনাগণ।
সাগরের কূলে যে আইসে তার বধিবা জীবন॥
সাগর পার হৈয়া কেহো আসিতে না পারে।
দেখিলে মারিবা তারে পাঠাবা যমঘরে॥
খর দূষণের তরে এত বলিলা লঙ্কেশ্বর।
আজ্ঞা পায়্যা খর দূষণ চলিল সত্বর॥
চৌদ্দ সহস্র রাক্ষস দিলেন সংহতি।
রাবণ বলে সেনাগণ যাহ শীঘ্রগতি॥
রাজার আদেশ পায়্যা চলে দুইজন।
চৌদ্দ সহস্র রাক্ষস চলিলা ভিড়ন॥
সাগরের কূলে গিয়া উত্তরিল সৈন্যগণ।
সুবর্ণের পুরীখান করিল নির্ম্মাণ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের অমৃতকাহিনী।
আদ্যকাণ্ডে গাইল খর দূষণের পাঁচালি॥

এথায় অযোধ্যায় রাজা দশরথ নৃপতি।
চারি পুত্র দেখিয়া বড়ই হৃষ্টমতি॥
কৌশল্যার সনে রাজা করি অনুমান।
তোমার পুত্রের নাম থুইলু শ্রীরাম॥
কেকয়ীর পুত্র দেখিয়া রাজা হরিষ অন্তর।
ভরত নাম থুইল তার দেখি মনোহর॥
সুমিত্রার তনয় যমজ দুইজন।
দুজনার নাম থুইল লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন॥
একই দিবসে কৈল চারিজনের নামকরণ।
রাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘ্ন॥
চৌষট্টি বিদ্যা পারগ হইলা রঘুবীর।
ত্রিভুবন জিনিয়া রূপ মদনমোহন শরীর॥
বাপমায় ভক্ত রাম গুণের সাগর।
বৈকুণ্ঠের নাথ আইলা অযোধ্যা নগর॥
যথা রাম খেলেন তথাই লক্ষ্মণ।
ভরত শত্রুঘ্ন দুহেঁ হইল মিলন॥
সীতার জন্মকথা শুন সভে হৈয়া এক মতি।
ত্রিভুবন জিনিয়া রূপ লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী॥
হিমালয়ে তপ করেন বিষ্ণুর উদ্দিশে।
হেনকালে রাবণ রাজা আইল তার পাশে॥
কামে পীড়িত হৈয়া ধরিতে চাহে বলে।
শাপ দিয়া লক্ষ্মীদেবী নামিলা পাতালে॥
মিথিলা নামে দেশ সমাজ উত্তম।
বার বৎসর যজ্ঞভূমি চসে দেশের নিয়ম॥
যজ্ঞ করিতে জনক রাজা যজ্ঞভূমি চসে।
মেনকা নামে অপ্সরা দেখে যায় আকাশে॥
আকাশে যাইতে বাতাসে কাপড় উড়ে।
তাহা দেখি জনক রাজার কাম টলিয়া পড়ে॥
চসিতে পাইল এক ডিম্ব আকৃতি।
ভাঙ্গিয়া দেখিল তাহে কন্যা মূর্ত্তিমতী॥
সেই বীর্য্যে পৃথিবী হইলা গর্ব্ভবতী।
অযোনিসম্ভবা কন্যা হইলেন তথি॥
চাসভূমে কন্যা পাইল জনক মহাঋষি।
পৃথিবী আলো করিলা কন্যা এমতি রূপসী॥
কন্যারূপ দেখ্যা সভে মনে অনুমানি।
সর্ব্বলোক বলে লক্ষ্মী আইলা আপনি॥
*কন্যারূপে আলো করে মিথিলা নগরী।
আচম্বিতে পুষ্পবৃষ্টি হইল স্বর্গপুরী॥*
স্বর্গে দুন্দুভি বাজে হরিষ দেবগণ।
জনকেরে ডাকিয়া বলেন দেবগণ॥
চাসভূমি কন্যা তোমায় দিলেন বিধাতা।
লাঙ্গলের মুখে জন্ম নাম থুইল সীতা॥
কন্যা লৈয়া রাজা আইলা নিজ অন্তঃপুরে।
মহাদেবী সভে আইল কন্যা দেখিবারে॥
নারীগণ দেখে কন্যা বড়ই রূপসী।
কার কন্যা আনিলেন জনক মহাঋষি॥
দেবীগণ দেখ্যা কন্যা রাজারে জিজ্ঞাসে।
অযোনিসম্ভবা কন্যা পাইলাম চাসে॥
প্রধান মহারাণী স্থানে দিলেন দুহিতা।
যত্ন করি প্যালিবা এই কন্যা সীতা॥
ত্রৈলোক্য জিনিয়া রূপ পরমসুন্দরী।
সীতার রূপে আলো করে মিথিলা নগরী॥
সীতার রূপ দেখ্যা সভে হয় তো মোহিত।
কন্যার রূপ দেখ্যা রাজা পরম পিরীত॥
কারে কন্যা বিভা দিব রাজা ভাবে মনে মন
সর্ব্বক্ষণ করে সীতা রাম আরাধন॥
হেনকালে আইলা তথা দেব মহেশ্বর।
মৃগয়াতে গিয়াছিলেন কৈলাস শিখর॥
মহাদেবের হাতের ধনুক অদ্ভুত গঠন।
জনকের দ্বারে থুইয়া গেলেন তখন॥
প্রতিজ্ঞা করিল রাজা সভার ভিতর।
এ ধনুকে গুণ দিবে যেই সেই সীতার বর॥
গুণ দিয়া এই ধনুক যেই ভঙ্গ করে।
সীতা নামে কন্যা মোর সেই বিভা করে॥
প্রতিজ্ঞা করিল জনক পৃথিবীর সার।
প্রতিজ্ঞার কথা শুন্যা আসে রাজার কুমার॥

যত যত রাজা বৈসে চন্দ্রসূর্য্যকুলে।
বিবাহ করিতে আইলা মিথিলা নগরে॥
রাজপুত্রগণে মহারাজায় কহান।
ধনুক ভাঙ্গিব মোরা সভা বিদ্যমান॥
দশ হাজার ঠাট রাজা দিল পাঠাইয়া।
আনিল ঈশের ধনু কান্দেত করিয়া।*
সত্তরি যোজন পথ ধনুকখান যোড়ে।
দেখিয়া রাজপুত্রগণ পলায়্যা যায় ডরে।
কত রাজপুত্রগণ উদ্যত হইয়া।
ধনুকে যায় গুণ দিতে কাপড় সারিয়া॥
সুমেরু পর্ব্বত যেন ধনুকখান ভারি।
গুণ দিবার কাজ থাকুক লড়িতে নাহি পারি॥
আপনার পরাজয় মানিল আপনি।
জনকের ঠাঁঞি গিয়া মাগিল মেলানি॥
সীতা লক্ষ্মী রাম আপনি নারায়ণ।
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া বিষ্ণু আল্যা অবনীভুবন॥
সীতা সাত বৎসরের রাম দশ বৎসর।
রাম বহি সীতাদেবীর আর নাহি বর॥
*কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ।
আদিকাণ্ড গাইল লক্ষ্মীর জনম॥*

পুণ্যযোগ পাইয়া দশরথ নৃপতি।
চারিপুত্র লৈয়া রাজা গেলা গঙ্গা ভাগীরথী॥
হেনকালে গুহক চণ্ডাল কথক সৈন্য লৈয়া।
ভাগীরথী পরশনে মিলিল আসিয়া॥
গঙ্গাজলে করে রাজা স্নান তর্পণ।
হেনকালে গুহক সনে হইল দরশন॥
তর্পণ এড়িয়া রাজা চাহে কোপমনে।
কোপিল চণ্ডাল যুদ্ধ করে রাজার সনে॥
স্বভাবে চণ্ডাল জাতি বড়ই চঞ্চল।
চণ্ডাল দেখিয়া বাণ এড়িল বিস্তর॥
দাম গুড়গুড় বাদ্য বাজে যুঝিবারে আইসে।
চণ্ডালের সাজ দেখ্যা দশরথ হাসে॥
দুই কটকে মহাযুদ্ধ বাধিল বিস্তর।
সহিতে না পারে চণ্ডাল হইল ফাঁফর॥
দশরথের যুদ্ধে দেবতা না সহে টান।
চতুর্দিগে পলায় চণ্ডাল লইয়া পরাণ॥
দশরথ রাজা জানে রাগের বড় সন্ধি।
একেবারে সভ চণ্ডাল করিল বন্দী॥
হেনকালে চণ্ডাল সনে রামের দরশন।
পুর্ব্বকথা গুহকের পড়িল স্মরণ॥

জাতি স্মরে চণ্ডাল রামের দরশনে।
পুর্ব্বজন্মের কথা কহে রাম স্থানে॥*
পুর্ব্বজন্মে আমি আছিলাম ব্রাহ্মণ।
অনেক পাপে হৈল মোর চণ্ডাল জনম॥
অক্রু মুনি আমারে কৈয়াছেন কারণ।
আপনি জন্মিবেন প্রভু অবনীভুবন॥
রামের সহিত যবে তোমার হবে দরশন।
সেই দিন হইবে তোমার শাপ বিমোচন॥
এত যদি রঘুনাথ চণ্ডালের কথা শুনে।
চণ্ডাল মাগিয়া নিল বাপ বিদ্যমানে॥
রঘুনাথের কথা রাজা না করিলা আন।
প্রসাদ দিয়া রঘুনাথ করিলা ছোড়ান॥
অগ্নি যে জ্বালিল গুহা ভাগীরথীর কুলে॥*
অগ্নি সাক্ষী করি রামে মিতা মিতা বলে॥
বিদায় হইয়া গুহক গেল নিজ দেশে।
আদ্যকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥

পুনর্ব্বার করে রাজা স্নান তর্পণ।
চারি পুত্র লৈয়া দেশ করিল গমন॥
সূর্য্যের কিরণ যেন রথখান চলে।
ভরদ্বাজের বাড়ী রাজা গেলা সন্ধ্যাকালে॥
চারি পুত্র লৈয়া রাজা করিলা পরিহার।
ভরদ্বাজ মুনি কৈলা অতিথি ব্যবহার॥
রাম দেখি ভরদ্বাজ করিলেন ধ্যান।
ধ্যানে জানিলা মুনি আপনি ভগবান॥
পুষ্পশয্যায় রাম করিলা শয়ন।
হেনকালে ইন্দ্র আইলা লৈয়া দেবগণ॥
ধনুক বাণ দিয়া ইন্দ্র রামচন্দ্র দেখে।
তোমা হইতে পরিত্রাণ হবে দেবলোকে॥
এত বল্যা অমরাবতী গেল দেবগণ।
প্রাতঃকালে বন্দে রাম পিতার চরণ॥
যোড় হাথে কহে রাম পিতার গোচর।
ধনুক বাণ রাত্রে মোরে দিল পুরন্দর॥
ভরদ্বাজের বাড়ী ছিলেন এক রাতি।
প্রভাতে বিদায় হৈয়া চলিলা শীঘ্রগতি॥
নিজ দেশে গেল রাজা চারি পুত্র লৈয়া।
রাজকার্য্য করে রাজা সাবধান হৈয়া॥
বিশ্বামিত্র নামে মুনি মহা তপোধন।
যজ্ঞ করিতে বসিলা মুনি লৈয়া মুনিগণ।
যজ্ঞরক্ষা হেতু মুনি ভাবে মনে মন।
এত ভাবি বিশ্বামিত্র করিলা গমন॥

চারি পুত্র লৈয়া রাজা আছেন কুতূহলে।
হেনকালে বিশ্বামিত্র আল্যা রাজার দুয়ারে॥
দ্বারী গিয়া গোচরিল রাজারে ততক্ষণে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিল রাজা বসিতে আসনে॥
যোড়হস্ত করি রাজা বলিছে ধীরে ধীরে।
কোন্ কার্য্যে আইলা মুনি আমার গোচরে॥
এত যদি মহারাজা মুনির তরে কহে।
মুনি বলে ভয় প্যায়্যা আল্যাম তোমার কাছে॥
যজ্ঞ আরম্ভিলাম পাইয়া মুনিগণ।
রাক্ষসে আসিয়া করে রক্ত বরিষণ॥
মুনির উপকার কর বলিয়ে তোমারে।
এক পুত্র দেহ মোরে যজ্ঞ রক্ষা করে॥
এতেক শুনিয়া রাজা মুনির বচন।
সাত পাঁচ দশরথ চিন্তে মনে মন॥
সূর্য্যবংশকুলে মোর আছে ব্যবহার।
আমার বংশ আগে হইতে মুনির অঙ্গীকার॥
পুত্র যদি নাহি দেই মুনির কারণ।
তবে বিশ্বামিত্র দিবেন শাপ বচন॥
বিশ্বামিত্রের শাপে কারো নাহিক নিস্তার।
শাপে পুড়িয়া পুরী হইবে ছারখার॥
এ তো যদি দশরথ চিন্তে মনে মন।
ভরত শত্রুঘ্ন রাজা আনিল দুইজন॥
দুই পুত্র দেখ্যা মুনি কহে রাজার ঠাঁই।
আর দুই পুত্র আন দেখিতে আমি চাই॥
মুনিরে বঞ্চনা নহে মুনি সকল জানে।
রাম লক্ষ্মণ দুই ভাই আনিল ততক্ষণে॥
রামরূপ দেখ্যা মুনি রাজারে সম্ভাষে।
রামলক্ষ্মণ দেহ মোরে যাই লৈয়া দেশে॥
রাজা বলে মুনি তোমায় দিল শ্রীরামলক্ষ্মণ।
এই দুই পুত্র শোকে আমার মরণ॥
মুনি বলে চিন্তা রাজা না করিহ চিতে।
রামলক্ষ্মণ আনিয়া দিব তোমার সাক্ষাতে॥
রামলক্ষ্মণ লৈয়া আমি তপোবনে যাই।
কিছুকাল গৌণে তোমায় আন্যা দিব দুই ভাই॥
রামলক্ষ্মণ লৈয়া যায় বিশ্বামিত্র মুনি।
উর্দ্ধমুখে রাজা চাহে চক্ষে পড়ে পানি॥
কথ দূর গিয়া রাম হইল অদর্শন।*
আছাড় খাইয়া পড়ে রাজা হইয়া অচেতন॥
ওথায় পঞ্চবটী রাম নারায়ণস্বরূপ।
সংসারে কৌতুক বড় দেখ্যা রামরূপ॥
কোমল শরীর দেখ্যা রামেরে ভয় পায়।
শোকে ভুখে রাম পাছে ক্ষুধায় দুঃখ পায়॥
দুই ভাইরে মন্ত্র দিল বিশ্বামিত্র মুনি।
বারো বৎসর ভোখ শোক কিছুই না জানি॥
দুই ভাইরে মন্ত্র দিল উপদেশ।
অরণ্য বনের ভিতর করিল প্রবেশ॥
*কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্বের শিক্ষা।
আদ্যকাণ্ড গাইল রামের মন্ত্রদীক্ষা॥*

মুনি বলে রামলক্ষ্মণ শুনহ কারণ॥
এই বনের কথা শুন বড়ই বিষম॥
তাড়কা নামে রাক্ষসী নিত্য আইসে এথা।
যত খাইয়াছে দেখ মনুষ্যের মাথা॥
মনুষ্যের চর্ম্ম তার গায়ের কাপড়।
মনুষ্যের মুণ্ড তার কানের কুণ্ডল॥
সত্তরি যোজনের পথ রাক্ষসী আস্যা যোড়ে।
পৃথিবী কম্পমান রাম রাক্ষসীর ডরে॥
দুর্জ্জয় শরীর তার পর্ব্বতপ্রমাণ।
তাহারে ভাণ্ডিতে রাম হইবা সাবধান॥
এতেক শুনিয়া রাম ধনুক বাণ লোফে।
ধনুকে টঙ্কার শুন্যা ত্রিভুবন কাঁপে॥
ধনুক টঙ্কার শুন্যা বিশ্বামিত্র হাসি।
হেনকালে ধাইয়া আইল তাড়কা রাক্ষসী॥
রামের কাছে ধাইয়া চলে পর্ব্বতপ্রমাণ।
রামেরে ডাকিয়া বলে বধিব পরাণ॥
মনুষ্যের চর্ম্ম মোর গায়ের কাপড়।
মনুষ্যের মুণ্ড মোর কানের কুণ্ডল॥
মনুষ্যের মাথায় আমি পর্যাছি মুণ্ডমালা।
মনুষ্যের মাথায় মোর শোভা করে গলা॥
*রাক্ষসী বোলএ মোর নাহিক আসন।
তোর চর্ম্ম লইব আজি করিতে শয়ন॥
তাড়কার কথা শুনি রঘুনাথ হাসে।
ঐষীক জুড়িল বাণ অতি বড় রোষে॥*
সন্ধান পুরিয়া বাণ এড়িলা রঘুবীর।
বাণেতে তাড়কা কাট্যা কৈল দুই চীর॥
বুকে বাণের ঘা পায়্যা আছাড় খায়্যা পড়ে।
সত্তরি যোজনের পথ রাক্ষসী আড়ে যোড়ে।
দেখিয়া দেবতাগণ ছাড়ে সিংহনাদ।
বিশ্বামিত্র বলেন রাম এড়াইলাম প্রমাদ॥
দেবগণ ডাক্যা বলে পাইলু পরিত্রাণ।
নির্ভয় করিয়া পথ দিলেন শ্রীরাম॥

*কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব অতিশয়।
প্রথম যুদ্ধেতে হৈল প্রভু রামের জয়॥*

বিশ্বামিত্র মুনি দেখ্যা হইলা হরষিত।
অস্ত্রশিক্ষা করাইলা মন্ত্র সহিত॥
যতেক অস্ত্র মুনি বিশ্বামিত্রে বিদিত।
সে সভ অস্ত্র শ্রীরামে দিলা মন্ত্র বিহিত॥
একে রাম আপনি নিজে বিষ্ণু অবতার।
নানা মন্ত্রে অস্ত্রশিক্ষা করাইল অপার॥
অস্ত্রশিক্ষা শ্রীরাম পাইলা উপদেশ।
আপনার পুরী গিয়া করিলা প্রবেশ॥
বিশ্বামিত্র বলেন শুন শ্রীরামলক্ষ্মণ।
এই পুরী সৃজিলা দেব নারায়ণ॥
যেইকালে বিষ্ণু ব্রাহ্মণরূপ ধরিলা।
সেই কালে এই বনে পুরী সৃজিলা॥
পুরীর ভিতরে আছে দিব্য সরোবর।
তাহে স্নান করিলে রাম শুন তার ফল॥
এক দিন যে জন করে স্নান তর্পণ।
সপ্ত যুগের পাপ তার হয় বিমোচন॥
হেন পুণ্যস্থান রাম সৃজিলা গোসাঞি।
ইহার বড় পুণ্যস্থান পৃথিবীতে নাঞি॥
মুনির কথা শুনিয়া শ্রীরামলক্ষ্মণ।
পুরী প্রদক্ষিণ করিয়া চলিলা তিনজন॥
রাম লক্ষ্মণেরে মুনি দেখইলা সর্ব্বদেশ।
মুনির দেশে গিয়া রাম করিলা প্রবেশ॥
বিশ্বামিত্র বলেন শুন শ্রীরামলক্ষ্মণ।
এই পুরী সৃজিলেন দেবতা মদন॥
পুরী দেখিতে আইসা দেবতা মহেশ্বর।
মদন দরশনে তিনি হইলা বিকল॥
কুপিলেন মহাদেব অগ্নিচক্ষে দেখে।
মদনভস্ম করিলেন চক্ষুর নিমিকে॥
ভস্ম হৈয়া রহিলা মদন মহাদেবের কোপে।
মদনের অঙ্গ নাহি মহাদেবের শাপে॥
সেই পুরী দেখিয়া চলিলা শীঘ্রগতি।
দুই ক্রোশ বহিয়া গেলা গঙ্গা ভাগীরথী॥
মুনি বলে শুন রামলক্ষ্মণ এক চিতে।
যে মতে আনিল গঙ্গা রাজা ভগীরথে॥
তোমার পূর্ব্বপুরুষ আছিল সগর রাজা।
কেশিনী সুমতি নামে তার দুই ভার্য্যা॥
পুত্র নাহি সগর রাজা ভাবে মনে মনে।
কৃতু মুনির সেবা করেন রাত্রি দিনে॥
মুনির সেবা সগর রাজা চিন্তে নিরন্তর।
তুষ্ট হইয়া মুনি দিলা পুত্রবর॥
পুত্রবর পাইয়া রাজ্য কুতূহলে করে।
অসমঞ্জা পুত্র হইল কেশিনীর উদরে॥
সুমতির প্রসব কথা শুনিতে চমৎকার।
একদিনে পুত্র হইল ষাটি হাজার॥
ষাটি সহস্র পুত্র তার হইল বলবান।
কেহো কাহারো ছোট নহে একই সমান॥
ষাটি হাজার বেটা তার দুরাচার করে।
দেখিবামাত্র নিয়া থুইল দেশের বাহিরে॥
অসমঞ্জার পুত্র হইল নাম অংশুমান।
নাতির তরে সগর রাজা রাজ্য দিল দান॥
অংশুমানের পিতামহ সগর নরপতি।
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে হইল তার মতি॥
যজ্ঞের ঘোড়া রাখে ষাটি সহস্র মহাবলে।
অশ্ব হরিয়া ইন্দ্র থুইলা লৈয়া পাতালে॥
ঘোড়া হারাইল রাজা যজ্ঞ করিবে কিসে।
ষাটি সহস্র পুত্র ধায় ঘোড়ার উদ্দিশে॥
পৃথিবী খুজিয়া তারা হইল বিফল।
পৃথিবীতে না পাইয়া সাধাইল পাতাল॥
এক ভাই খুজিল সাগর এক যোজন।
ষাটি সহস্র যোজন সাগর খুজিল তখন॥
সাগর খুজিয়া তারা চারিদিগে চায়।
কোন্‌খানে আছে ঘোড়া দেখিতে না পায়॥
তিনদিগ পাতালে করিল নিরীক্ষণ।
পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তরদিগে না পাইল দরশন॥
ষাটি সহস্র ভাই একত্র হৈয়া ভাবে মনে মন।
দক্ষিণদিগে সকল ভাই করিল গমন॥
কপিল মুনি বসিয়াছে ধ্যান নাহি টুটে।
যজ্ঞের ঘোড়া দেখে গিয়া মুনির নিকটে॥
ঘোড়া দেখিয়া ভাই সকল হরিষ অন্তরে।
রুষিয়া চলিল তারা কপিল মারিবারে॥
ঘোড়াচোরা বসিয়াছে কপট করিয়া।
কোপে মুনির পৃষ্ঠে লাথি মারিল আঁটিয়া॥
ধ্যানভঙ্গ হইল মুনির চারিদিগে চাই।
কোপানলে ভস্ম হইল ষাটি সহস্র ভাই॥
ভস্ম হৈয়া রহিল তারা পাতাল ভিতরে।
ষাটি হাজার পুত্রের বার্ত্তা না পায় নৃপবরে॥
এক বৎসর হইল তারা গিয়াছে অন্বেষণে।
অংশুমান নাতি পাঠায় উদ্দিশ কারণে॥
যেই পথে ষাটি সহস্র ভাই পাতালে প্রবেশে।
সেই পথে অংশুমান চলিল উদ্দিশে॥

যজ্ঞের ঘোড়া দেখিল গিয়া কপিল সকাশে।
অঙ্গার ভস্মরাশি দেখিলা কপিলমুনির পাশে॥
কাঁদিয়া অংশুমান হৈলা বড়ই বিকল।
তর্পণ করিতে অংশুমান চাহিয়া বেড়ায় জল॥
কপিল মুনি বলে কি চাহ অংশুমান।
বিনা গঙ্গাজলে ইহা সভার নাহি পরিত্রাণ॥
ষাটি সহস্র খুড়া তোমার পড়িয়াছে নরকে।
গঙ্গা আনিয়া উদ্ধারহ তুমি পরলোকে॥
ঘোড়া লৈয়া যাহ তুমি পিতামহের স্থানে।
যজ্ঞে পূর্ণা দেহ গিয়া হইল অবসানে॥
খুড়া সভার বার্ত্তা কহিতে অংশুমান চলে।
যজ্ঞের ঘোড়া লৈয়া আইল অযোধ্যা নগরে॥
পুত্রসভার মরণবার্ত্তা পাইয়া সগর।
ষাটি সহস্র পুত্র লাগি রাজা কাঁদেন বিস্তর॥
যজ্ঞের আহুতিকালে আইল দেবগণ।
কুবের বরুণ যম আর আইলা পবন॥
যম বলেন রাজা যজ্ঞ করহ কোন্ সুখে।
ষাটি সহস্র পুত্র তোমার পড়্যাছে নরকে॥
যদি গঙ্গা আনিতে পারহ নরপতি।
ষাটি সহস্র পুত্র তোমার পায় অব্যাহতি॥
যজ্ঞ পূর্ণা দিয়া সভে গেলা দেবগণ।
গঙ্গা আনিতে সগর রাজা চিন্তে তত্ক্ষণ॥
দশ হাজার বৎসর তপ করিল নরপতি।
গঙ্গা আনিতে না পারিল তাহার শকতি॥
অংশুমান নাতির তরে দিল রাজ্যদান।
স্বর্গবাসে গেলা রাজা তেজিয়া পরাণ॥
অভিমানে মরিয়া গেলেন স্বর্গবাসে।
অংশুমান তপ করে গঙ্গার উদ্দিশে॥
কুড়ি হাজার বৎসর তপ করে অনাহারে।
গঙ্গা আনিতে না পারিল পৃথিবী ভিতরে॥
মহারাজা অংশুমান বড় পাইল ভয়।
অংশুমানের পুত্র হইলা দিলীপ মহাশয়॥
দিলীপেরে রাজ্য তবে দিলা অংশুমান।
স্বর্গবাসে গেলা রাজা তেজিয়া পরাণ॥
গঙ্গা আনিতে না পারিয়া গেলা স্বর্গবাসে।
দিলীপ রাজা তপস্যা করে গঙ্গার উদ্দিশে॥
চৌদ্দ হাজার বৎসর তপ করিল অনাহারে।
গঙ্গা আনিতে না পারিল পৃথিবী ভিতরে॥
গঙ্গা আনিতে না পারিল দিলীপের পরাণে।
গঙ্গা আনিবার যুক্তি করে পাত্রমিত্র সনে॥
পাত্রমিত্র বলে রাজা বিষম জিজ্ঞাসা।
গঙ্গা আনিতে ভগীরথ করিবে আশা॥
বাপ পিতামহ আছিল মহারাজা।
গঙ্গা আনিতে না পারিয়া পাইল বড় লজ্জা॥
গঙ্গা আনিতে না পারিয়া মৈলেন অভিমানে।
হেন গঙ্গা ভগীরথ আনিবে কেমনে॥
এক উপদেশ আছে শুনহ কারণ।
হিমালয় পর্ব্বতে রাজা করহ গমন॥
ব্রহ্মার এক পুরী আছে হিমালয় পর্ব্বতে।
সেই পুরীর উদ্দিশে চলে ভগীরথে॥
গোকর্ণ নামে পুরী আছে হিমালয় উপর।
অযোধ্যা থাকিয়া সে দুই শত বৎসর॥
পাত্রমিত্র স্থানে রাজ্য করিল সমর্পণ।
হিমালয় পর্ব্বতে রাজা করিল গমন॥
গাছের বাকল পরে জটা ধরে শিরে।
সগর বংশ উদ্ধার কারণ ভগীরথ চলে॥
দুই শত বৎসর রাজা ভ্রমিয়া পথে পথে।
উত্তরিলা গিয়া রাজা হিমালয় পর্ব্বতে॥
পাঁচ হাজার বৎসর রাজা করিয়া উপবাস।
সর্ব্বাঙ্গ শুখাইল রাজার আছে মাত্র শ্বাস॥
আপনি আসিয়া ব্রহ্মা হইলা অধিষ্ঠান।
বর মাগ ভগীরথ করি বরদান॥
ব্রহ্মার ঠাঞি বলেন রাজা বলিয়া পরিহার।
গঙ্গা পাইলে পিতৃলোকের হয় তো উদ্ধার॥
ব্রহ্মা বলেন গঙ্গা তোমায় দিলাম ভগীরথ।
গঙ্গা লৈয়া ভগীরথ যাইবা কোন্ পথ॥
ত্রিভুবনে গঙ্গার তেজ কে সহিতে পারে।
মহাদেব বহি আর না দেখি সংসারে॥
সাত হাজার বৎসর তপ করিল আরবার।
গঙ্গা আনিতে মহাদেব করিল অঙ্গীকার॥
মহাদেব বসিলা গিয়া কৈলাসশিখর।
ব্রহ্মাণ্ড ফুটিয়া গঙ্গা বাহির হইল সত্বর॥
গঙ্গার ধার পড়ে মহাদেবের শিরে।
এক বৎসর ভ্রমেন গঙ্গা জটার ভিতরে॥
বাহির হইতে না পারেন গঙ্গা জটার ভিতর ফিরে।
জটা ঝাড়িয়া গঙ্গা বাহির করিলা মহেশ্বরে॥
গঙ্গা বাহির হইলা জটার এক পাশ।
গঙ্গার ধারা বহে এখন পর্ব্বত কৈলাসে॥
হিমালয় রাখে গঙ্গা বেগ সহিত।
কাঁদিয়া বিকল হইল রাজা ভগীরথ॥

ব্রহ্মা বলেন না কাঁদ ভগীরথ।
ইন্দ্রের ঠাঞি তুমি গিয়া মাগ ঐরাবত॥
ইন্দ্র আরাধনে তপ করে আরবার।
দুই শত বৎসর তপ করে অনাহার॥
অনাহারে তপ করিল ইন্দ্র আরাধনে।
আপনি আইলা ইন্দ্র ঐরাবত বাহনে॥
অনাহারে কত তপ কর ভগীরথ।
লজ্জা পাইয়া ইন্দ্র তারে দিলা ঐরাবত॥
দন্তে বিদারিয়া পর্ব্বত করিল দুই চীর।
সেই পথে গঙ্গাদেবী হইলা বাহির॥
পৃথিবীমণ্ডলে গঙ্গা হইলা অবতার।
জয় জয় ধ্বনি হইল সকল সংসার॥
*গঙ্গা বেগ সহিতে নারে পৃথিবীমণ্ডলে॥
পাতালেত থাকিয়া বাসুকী কাঁপে ডরে॥*
জহ্নু মুনি তপ করে বনের ভিতরে।
গণ্ডুষ করিয়া গঙ্গা দেবী থুইলা উদরে॥
মুনিব উদরে থাকিলা গঙ্গা দ্বাদশ বৎসর।
গঙ্গা না দেখিয়া রাজা হইলা ফাঁফর॥
তিন বৎসর রাজা মুনির সেবা করে।
জানু চিরিয়া মুনি গঙ্গা বাহির করে॥
মুনি সভার তপের কথা চমৎকার শুনি।
সমুদ্র গিলিলা যেন অগস্ত্য মহামুনি॥
গঙ্গা লইয়া ভগীরথ যান কুতূহলে।
জাহ্নবী বলিয়া গঙ্গা সর্বলোকে বলে॥
যেই পথ দিয়া যায় রাজা ভগীরথে।
সেই পথের সর্বলোক চমৎকার দেখে॥
ধর্ম্মকেতু নামে বিপ্র পাপী অনাচার।
বনের ভিতরে বাঘে তারে করিল সংহার॥
অস্থিমাত্র আছিল তার বনের ভিতর।
মহানরক পাপ ভজি অনেক বৎসর॥
হেনকালে অস্থি তার ছুঞিয়া
লইল কাকে।
গঙ্গা বহিয়া যায় ভগীরথে দেখে॥
হেনকালে সঞ্চান উড়্যা যায় আকাশে।
সঞ্চান দেখিয়া কাকের লাগিল তরাসে॥
দুইজনে দেখাদেখি হইল সেইখানে।
গঙ্গার উপর জড়াজড়ি করে দুইজনে॥
কাকের মুখে হইতে অস্থি
পড়িল গঙ্গাজলে।
দেবশরীর পাইয়া ব্রাহ্মণ দেবপুরী চলে॥
স্বর্গবাস গেল ব্রাহ্মণ চড়িয়া দিব্যরথে।
চমৎকার লাগিল দেখিয়া রাজা ভগীরথে॥

গঙ্গাজলে আসিয়া যে স্নান তর্পণ করে।
পাপে মুক্ত হৈয়া যায় অমরনগরে॥
স্ত্রীহত্যা ব্রহ্মহত্যা করে যেইজন।
স্নানতর্পণ করিলে সেই পাপ বিমোচন॥
স্নান করিলে মুক্ত হৈয়া যায় স্বর্গবাসে।
যার যখন অস্থিকেশ গঙ্গাজল পরশে॥
কাঁকলাস কুক্কুর আর কীটপতঙ্গ।
গঙ্গা পায়্যা স্বর্গে যায় ভগীরথ দেখে রঙ্গ॥
যে পথ দেখাইয়া যায় রাজা ভগীরথে।
তার সঙ্গে গঙ্গা দেবী যান সেই পথে॥
ষাটি সহস্র ভাই ভস্ম হৈয়াছে যেইখানে।
সেইখানে গেলা গঙ্গা ভগীরথের সনে॥
যেক্ষণে গঙ্গার পাইলা দরশন।
স্বর্গবাসে গেলা তারা ব্রহ্মশাপে তরণ॥
এত দূরে সিদ্ধি হইল ভগীরথের কাজ।
সূর্য্যবংশে নাহিক এমত মহারাজ॥
ভগীরথনন্দন এড়িয়া গেলা আর দেশ।
কশ্যপের দেশে গিয়া করিলা প্রবেশ॥
বিশ্বামিত্র বলেন শুন শ্রীরামলক্ষ্মণে।
সূর্য্যবংশের জন্ম হইল এই তপোবনে॥
দিতি অদিতি ছিলা দক্ষ মুনির কন্যা।
কশ্যপের স্ত্রী তারা রূপেগুণে ধন্যা॥
অদিতির পুত্র হইলা সূর্য্য মহাশয়।
ত্রিভুবন আলো করে সূর্য্যের উদয়॥
ক্ষীরোদ মন্থনে আইলা যত দেবগণ।
সূর্য্য লইয়া ব্রহ্মা চলিলা সেই স্থান॥
মন্থন কালেন সাগর অন্ধকারময়।
হেন কার্য্যে সূর্য্য তথা করিলা উদয়॥
বাসুকি ছাঁদন দড়ি মন্দার হইলা দণ্ড।
সপ্ত পাতাল ফুটিয়া বাহির হইল দণ্ড॥
ভগবান ছাঁদন দড়ি ধরিলা আপনি।
প্রথম মথনে উঠিলা লক্ষ্মী ঠাকুরাণী॥
তারপর চন্দ্রের রশ্মি হইল সৃজন।
ঐরাবতের জন্ম হইল ইন্দ্রের বাহন॥
তবে অমৃত হইল পাছে ধন্বন্তরি।
কালকূট জন্মিল দেখিয়া ভয় করি॥
পৃথিবীতে থুইলে পৃথিবী পুড়িয়া যায়।
প্রমাদ গণিয়া দেবগণ ভয় পায়॥
লক্ষ্মী লইয়া গেলা আপনি নারায়ণ।
ঐরাবত লইয়া গেলা ইন্দ্রের বাহন॥
চন্দ্র হইতে হইল তবে রজনী প্রকাশ।
ধন্বন্তরি হইতে হইল রোগের বিনাশ॥

বিষ খাইয়া নীলকণ্ঠ হইল মহেশ্বর।
অমৃত খায়্যা দেবগণ হইলা অমর॥
অমৃতমন্থন রাম সূর্য্যের কারণ।
হেন সূর্য্যের জন্ম হইল এই তপোবন॥
সেই দেশ এড়িয়া চলিল তিনজন।
পূর্ব্ব শকুনি গৌতমের তপোবন॥
বিশ্বামিত্র বলে শুন শ্রীরামলক্ষ্মণ।
এই পুরীব কথা কহি শুন দিয়া মন॥
গৌতম মুনি তপ করে তমসার কূলে।
হেনকালে ইন্দ্র আইলা পড়িবার ছলে॥
গৌতমের বেশ ধরিয়া গেলা গৌতমের বাড়ি।
অহল্যা গৌতমের স্ত্রী পরমসুন্দরী॥
পতিব্রতা অহল্যা সর্ব্বলোকে জানি।
স্বামীজ্ঞানে তারে দিলা আসন পানি॥
বিধাতার নির্ব্বন্ধ ঘুচাবে কোন্ জনে।
কামে অচেতন হৈয়া গেলা সেইখানে॥
স্ত্রীবুদ্ধে না বুঝিলেক কপট বেশ ধরি।
গৌতমের বেশ ধরিয়া ইন্দ্র হরিলা সুন্দরী॥
কেলি করিয়া গেলা ইন্দ্র আপনার স্থানে।
হেনকালে গৌতম আইলা আপন ভবনে॥
অহল্যা দেখিয়া মুনি বিচলিত মন।
ধ্যান করিয়া গৌতম মুনি জানিল তখন॥
অহল্যারে আগে শাপ দিলা মুনিবর।
পাষাণ হইয়া থাক বনের ভিতর॥
অহল্যা পাষাণ হইল গৌতমের শাপে।
পশ্চাৎ ইন্দ্রকে শাপ দিলা মুনি কোপে॥
ভগে অভিলাষী হৈয়া গুরুপত্নী হরে।
সেই ভগ সহস্র হউক ইন্দ্রের গাত্রে॥
মুনির শাপে ইন্দ্রের গায় ভগ হইল সহস্রেক।
পশ্চাৎ মুনির বরে তার গায়
ভগ হৈল সহস্রাক্ষ॥
পাষাণ হইল অহল্যা মুনির তরে বলে।
আমার শাপ ঘুচিবেক মুনি বল কত কালে॥
অহল্যার কথা শুনিয়া বলে মুনিবর।
পাষাণ হইয়া থাক তিনশত বৎসর॥
রামরূপে জন্মিবেন আপনি নারায়ণ।
বিশ্বামিত্রের সঙ্গে আসিবেন তপোবন॥
রাম যদি পদধূলি দেন তোমার শিরে।
তবে মুক্ত হৈয়া আসিবা নিজ ঘরে॥
পাষাণ হইয়া অহল্যা তিনশত বৎসর আছে।
তোমার পায়ের ধূলা পাইলে
পাষাণ তার ঘুচে॥

বিশ্বামিত্রের কথা শুনিয়া রাম চমৎকার।
সেইদিন অহল্যার শাপ হইল পার॥
অহল্যা লইয়া কেলি করেন গৌতম।
শ্রীরামের স্পর্শে হইল শাপ বিমোচন॥
রামের চরিত্র দেখিয়া বিশ্বামিত্র হাসে।
রামলক্ষ্মণ লৈয়া মুনি আইলা নিজ দেশে॥
যজ্ঞস্থানে গেলা মুনি যথা শিষ্যগণ।
সকল শিষ্য আসিয়া বন্দে মুনির চরণ॥
যজ্ঞে পূর্ণা দিতে মুনি গেলা যজ্ঞস্থান।
যজ্ঞস্থানে লৈয়া গেলা শ্রীরামলক্ষ্মণ॥
তিন শত রাক্ষস আসিয়া ছাইল গগন।
যজ্ঞনাশ করে রাক্ষস রক্ত বরিষণ॥
সুবাহু মারীচ নামে রাক্ষসের কর্ত্তা।
যজ্ঞনাশ করিতে তারে সৃজিল বিধাতা॥
মুনিরে বেড়িয়া আইল তিন শত রাক্ষস।
টোনে হইতে বাণ রাম এড়িলা কর্কশ॥
ঐষীক বাণ শ্রীরাম যুড়িলা ধনুকে।
সিংহের গর্জ্জনে বাণ উঠে অন্তরীক্ষে॥
মহাশব্দে বাণ গিয়া উঠিল গগনে।
পলইতে চাহে রাক্ষস শুনিয়া গর্জ্জনে॥
এক বাণে সকল রাক্ষস হইল দূর চীর।
তিন শত রাক্ষস মারিল একা রঘুবীর॥
হাথে হইতে রঘুনাথ এড়িলা ধনুক।
যজ্ঞে পূর্ণা দিয়া মুনি হইলা কৌতুক॥
জনক রাজা আসিয়াছেন যজ্ঞ দেখিবারে।
রামের গুণ দেখিয়া জনক বিশ্বামিত্রে বলে॥
সীতার যত রূপগুণ সকল জান মুনি।
রামের কাছে সীতার কথা কহিও আপনি॥
দেশে গিয়া করি আমি যজ্ঞের অনুবন্ধ।
রামের তরে সীতা দিব দৈবের নির্ব্বন্ধ॥
নিমন্ত্রণ পাঠাইয়া দিব তোমার স্থানে।
রামলক্ষ্মণ লৈয়া মুনি যাইবা সেখানে॥
বিশ্বামিত্রের ঠাঞি কহিল কথন।
দেশের তরে জনক রাজা করিল গমন॥
রামলক্ষ্মণ বিশ্বামিত্র এক ঠাঞি বসিলা।
সীতার কথা বিশ্বামিত্র রামেরে কহিলা॥
মুনি বলেন শ্রীরাম বলি যে তোমারে।
অযোনিসম্ভবা সীতা মিথিলা নগরে॥
মুনি বলেন সকল জানি দৈবের নির্ব্বন্ধ।
সীতার জন্মের কথা শুন অনুবন্ধ॥
জনক রাজার রাজ্য মিথিলা নাম ধরে।
বার বৎসর চসে ভূমি যজ্ঞ করিবারে॥

ভূমি চাসিতে জনক রাজা কন্যা পাইল চাসে।
রজনী আলো করে যেন চন্দ্র প্রকাশে॥
শুভক্ষণে তাহারে সৃজিলেন বিধাতা।
দশ প্রহরের পথ রূপে আলো করে সীতা॥
যেজন সীতারে দেখে হয় সে মূর্চ্ছিত।
দেখিয়া সীতার রূপ জনক হয় চিন্তিত॥
হেনকালে মহাদেব পুরীর ভিতরে।
ত্রিপুর মারিয়া ত্রিপুরারি
আইলা নিজ ঘরে॥
যে ধনুকে মহাদেব ত্রিপুর মারিয়া।
জনকের দ্বারে গেলা সেই ধনুক এড়িয়া॥
সেই ধনুক আছে জনকের ঘরে।
তাহা দেখিয়া জনক রাজা প্রতিজ্ঞা করে॥
সেই ধনুক যেন দেখে পর্ব্বত শিখর।
তাহাতে গুণ দিবে যে সেই সীতার বর॥
যত যত রাজা আছে পৃথিবী ভিতরে।
সীতার তরে আইল তারা মিথিলা নগরে॥
তিরাশী কোটি রাজার বেটা আইল সাজিয়া।
সীতারে বিভা করিবেক ধনুকে গুণ দিয়া॥
রাজকুমার বলে সভে জনক বিদ্যমান।
ধনুকেতে গুণ দিব তোমার সন্নিধান॥
রাজা সব লৈয়া গেল ধনুক যেই স্থানে।
ধনুক দেখিয়া রাজা সভ ত্রাসযুক্ত মনে॥
যেই যেই রাজার কুমার বুদ্ধি বিশেষ।
অগোচরে পলায়া যায় আপনার দেশ॥
যতেক রাজার কুমার উদন্ত হইয়া।
ধনুকে গুণ দিতে নারে যায়
কাপড় মুখে দিয়া॥
সুমেরু পর্ব্বত যেন ধনুকখান ভারি।
গুণ দিবার কার্য্য থাকুক লাড়িতে না পারি॥
যেই যেমতে যায় বুঝিয়া আপন কাজ।
ধনুকে গুণ দিতে নারিয়া বড় পায় লাজ॥
আপনার পরাজয় মানিল আপনি।
জনকের ঠাঞি সভে মাগিল মেলানি॥
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাজা বড় মহাশয়।
দেবদানব গন্ধর্ব্ব সভে করে ভয়॥
ত্রিভুবন জিনিয়া বেড়ায় রাজা তো রাবণ।
যাহার নামে কাঁপে সভে এ তিন ভুবন॥
অর্জ্জুনের সনে গেল যুঝিবার তরে।
অর্জ্জুন রাজা রাবণেরে থুইল কক্ষতলে॥
পৌলস্ত্য আসিয়া তারে করিল পরিহার।
তবে সে রাবণ রাজা পাইল নিস্তার॥

হেন অর্জ্জুন রাজা গেল ধনুক দেখিতে।
তাহার শক্তি না পারিল ধনুক লাড়িতে॥
ক্ষীরোদের তীরে আছে পর্ব্বতশিখর।
ধর্ম্মলোচন রাজা তায় আছে মহাবল॥
রাজচক্রবর্ত্তী রাজা সর্ব্বলোকে জানি।
সপ্তদ্বীপের রাজা তারে পরাজয় মানি॥
সেই ধনুকে গুণ যদি তুমি দিতে পার॥
সীতা সুন্দরী তবে তুমি বিভা কর॥
সীতার রূপগুণ কথা শুনি রাম হরষিত।
রাম বলেন মুনি গোসাঞি চলহ ত্বরিত॥
বিশ্বামিত্র বলেন তোমার আসিবে নিমন্ত্রণ।
সেই ছলে যাইবা তুমি ধনুকে দিতে গুণ॥
তোমার মহিমা দেখিয়া জনক গেলা ঘরে।
লাজে কিছু না বলিল তোমার গোচরে॥
সেই কথাবার্ত্তাতে আছেন তিনজন।
হেনকালে জনকের দূত আইল ততক্ষণ॥
যজ্ঞ পূর্ণ হইল রাজার যজ্ঞ
হইল শেষ।
রামলক্ষ্মণ লৈয়া চল
মিথিলার দেশ॥
সংবাদ পাইয়া মুনি বিশ্বামিত্র চলে।
রামলক্ষ্মণ লৈয়া গেলা মিথিলা নগরে॥
রাম দেখিতে সর্ব্বলোক ধায় রড়ারড়ি।
রামরূপ দেখিয়া সভে
বিস্ময় মনে করি॥
সর্ব্বলোক জিজ্ঞাসে বিশ্বামিত্রের ঠাঞি।
ধনুকে গুণ যদি দিতে না পারে দুই ভাই॥
যদি রাম ধনুকে গুণ নাহি পারে দিতে।
তবে তো সীতার বিবাহ
না দেখি কোনমতে॥
রাম বই সীতার বর অন্য নাহি দেখি।
রাজকুমার রাম সীতা চন্দ্রমুখী॥
যেমন রাম তেমন সীতা শোভে দুইজন।
কেন হেন প্রতিজ্ঞা রাজা করিল দারুণ॥
রামের বার্ত্তা পাইয়া আইল জনক মহারাজা।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া কৈল রঘুনাথের পূজা॥
বিশ্বামিত্রের তরে রাজা করিছে স্তবন।
বড় ভাগ্যে মুনি আনিলা শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
তোমার প্রসাদে মুনি সর্ব্বসিদ্ধি কাজ।
তোমার প্রসাদে মোর কুলের সমাজ॥
হেনকালে সেইখানে শতানন্দ মুনি।
গৌতমের পুত্র তিহোঁ সর্ব্বলোকে জানি॥

বিশ্বামিত্র শতানন্দ হইল দর্শন।
বিনয় ব্যবহারে দুহে দুহাঁ করেন স্তবন॥
বিশ্বামিত্র বলে শুন শতানন্দ মুনি।
তোমার মাএর শুন অপুর্ব্ব কাহিনী॥
তোমার মাতা মুক্ত হইল রামপরশনে।
তোমার মা বাপে পিরীত হইল দুইজনে॥
শতানন্দের ঠাঞি এত বিশ্বামিত্র কয়ে।
মায়ের কথা শুনিয়া শতানন্দ আনন্দ হয়ে॥
বিশ্বামিত্রের তপের কথা শতানন্দ জানে।
বিশ্বামিত্রের কথা কহেন জনক রাজা শুনে॥
দুঃশাসনের পুত্র হইলা গর্গ মহাশয়।
বিশ্বামিত্র মুনি হইলা তাহাঁর তনয়॥
রাজা হইয়া প্রজালোক করেন পালন।
মৃগ মারিতে বিশ্বামিত্র গেলা তপোবন॥
বশিষ্ঠ মুনি তপ করে সেই তপে বনে।
*বিধাতার নির্ব্বন্ধ রাজা গেলা সেইখানে॥
বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠে হইল দরশন।
সৈন্য সমে বন্দে রাজা বশিষ্ঠ চরণ॥*
বিশ্বামিত্র আশ্রমে মোর অতিথি তুমি।
অতিথি ব্যবহারে আজি জিজ্ঞসিব আমি॥
বশিষ্ঠের কামধেনু নানা মায়া ধরে।
যে চাই তাহা পাই আছে যেন ঘরে॥
বশিষ্ঠ বলেন কামধেনু অতিথি আজি রাজা।
অতিথি ব্যবহারে আজি কর তার পুজা॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু দিবেক সকল।
অন্নব্যঞ্জন দিবেক সুগন্ধি কমল॥
মিষ্ট ফলফুল দিবেক পায়স পিষ্টক।
সুখেতে ভোজন করে যেন রাজা কটক॥
যত চাহে বশিষ্ঠ মুনি তত বস্তু পায়।
সেই সকল দ্রব্য কটকে বসিয়া খায়॥
যে দ্রব্য লোকে নাহি দেখে তো সংসারে।
সেই সুখ ভুঞ্জে লোক বশিষ্ঠের ঘরে॥
ভোজন করিয়া কটক সিংহাসনে শয়ন।
বিদ্যাধরী আসিয়া করে পায়ের সেবন॥
যতেক সুন্দরী কন্যা কটকের কোলে।
সুখে রাত্রি বঞ্চে লোক শৃঙ্গার কুতুহলে॥
দেখিয়া বিশ্বামিত্রের লাগিল চমৎকার।
বশিষ্ঠের ঠাঞি বলে করিয়া পরিহার॥
দুই লক্ষ ঘোড়া দুই সহস্র হাথী।
দুই শত রথ দিব্য সাজিয়া সারথি॥
নৈ সহস্র ব্রাহ্মণ দিব তোমার যাজন।
কামধেনু পাইলে করি দেশেরে গমন॥

বশিষ্ঠ বলেন ধেনু দিতে মোর
নাহি অনুমতি।
কামধেনু দিতে নাহি আমার শকতি॥
কুপিল বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের বচনে।
কামধেনু নিতে যুদ্ধ করে তার সনে॥
সেনা সমস্ত রাজার যতেক যুঝার।
কামধেনু নিতে ঠাট সাজিল অপার॥
কুপিল কামধেনু চাহে বিশ্বামিত্রের পানে।
আমাকে নিতে না পারিবা রাজা
তোমার পরাণে॥
মহাশব্দে কামধেনু ডাকিল গভীর।
লক্ষ কোটি সেনাপতি হইল বাহির॥
কামধেনুর যতেক ঠাট কাল অনল।
বিশ্বামিত্রের যত ঠাট কাটিল সকল॥
কামধেনুর যুদ্ধে কারো নাহি অব্যাহতি।
শত পুত্র বিশ্বামিত্রের হইল সংহতি॥
কুপিল যে বিশ্বামিত্র ধনুকে বাণ যোড়ে।
কামধেনুর যত ঠাট বাণে কাটিয়া পাড়ে॥
কোপে কামধেনু সৃজে কালযবন।
বিশ্বামিত্রের সঙ্গে তারা আসিয়া করে রণ॥
কালযবন যেন যমের আকার।
বিশ্বামিত্রের সকল পুত্র করিল সংহার॥
বিশ্বামিত্র দেখিলেন সভার বিনাশ।
যুদ্ধ এড়িয়া বিশ্বামিত্র গেলা বনবাস॥
মহেশ্বর আরাধনে অনেক কঠোর করে।
দুই শত বৎসর তপ করে অনাহারে॥
বিশ্বামিত্রে বশিষ্ঠে হইল মহারণ।
কেহো কারে জিনিতে নারে সমান দুইজন॥
ব্রহ্ম অস্ত্র বশিষ্ঠ তুলিয়া লইল হাথে।
ত্রাস পাইয়া বিশ্বামিত্র চাহে চারিভিতে॥
ব্রহ্ম অস্ত্র এড়িলে কারে নাহিক নিস্তার।
অস্ত্র এড়ি বিশ্বামিত্র হয় পরিহার॥
শুচিমুখ শিলীমুখ ঘোর দরশন।
ব্রহ্ম অস্ত্র বজ্র বাণ অস্ত্র বিরোচন॥
কালদণ্ড ঐষীক বাণ কর্ণিকার।
চন্দ্রমুখ সূর্য্যমুখ বাণ সপ্তধার॥
নীল হরিত তানীক বাণ কটক শঙ্কর।
অর্দ্ধচন্দ্রস্বরূপ বাণ যামিনী মনোহর॥
এত বাণ বিশ্বামিত্র করে অবতার।
ব্রহ্মার দণ্ডে ঠেকিয়া সকল সংহার॥
ব্রহ্মদণ্ড এড়িতে বশিষ্ঠ করেন মনে।
না বুঝিয়া বিশ্বামিত্র যুদ্ধ করে তার সনে॥

ক্ষত্রিয় হৈ বিশ্বামিত্র মুনির সনে নারে।
মুনি হইতে চাহে রাজা তপ করিবারে॥
পাঁচ হাজার বৎসর তপ করে অনাহার।
সর্বাঙ্গ শুখাইল রাজার অস্থিচর্ম্মসার॥
ব্রহ্মা আসিয়া তারে বর দেন আপনি।
আজি হইতে বিশ্বামিত্র তুমি হও মুনি॥
ব্রহ্মঋষি করিয়া তোমাকে দিলাম বর।
দ্বিতীয় ব্রহ্ম হও তুমি আমার সোঁসর॥
আজি হইতে ব্রহ্মঋষি হও মহারাজ।
যখন যাহা তুমি চাহ সিদ্ধি হইবে কাজ॥
সৌদাস নামে রাজা জন্ম সূর্য্যবংশে।
স্বশরীরে যাইতে চাহে রাজা স্বর্গবাসে॥
রাজা বলে শুনহে বশিষ্ঠ পুরোহিত।
স্বর্গবাস যাইব শরীর সহিত॥
বশিষ্ঠ বলেন রাজা না বল ভাল বচন।
শরীর লৈয়া স্বর্গবাসে গিয়াছে কোন্ জন॥
যত যত রাজা হইল চন্দ্রসূর্য্য বংশে।
কোন্ রাজা অমর হৈয়া গেলা স্বর্গবাসে॥
মনে দুঃখ পাইলা রাজা বশিষ্ঠের বচনে।
তপস্যা করিতে যায় রাজা তপোবনে॥
*সেই বনে তপ করে বশিষ্ঠকুমার।
তাহার চরণে রাজা করে পরিহার॥*
আমার বংশে পুরোহিত তোমার বাপ।
তাহার বচনে আমি পাইলু বড় তাপ॥
মুনিপুত্র বলে দুঃখ পাইলা কি কারণে।
সকল কথা কহ রাজা মোর বিদ্যমানে॥
রাজা বলে দোষ যদি বল আমার তরে।
আমার পুরোহিত আন যজ্ঞ করিবারে॥
শুনিয়া কুপিল তখন মুনির কুমার।
চণ্ডাল হৈয়া থাকহ রাজা সর্বকাল॥
আমার পুরোহিত রাজা
ঘুচাও কোন্ দোষে।
চণ্ডাল হইয়া রাজা বেড়াও দেশে দেশে॥
এত শাপ দিল যদি মুনির কুমার।
বিকৃতি মূর্ত্তি হইল রাজার
চণ্ডাল আকার॥
কৃষ্ণবর্ণ হইল রাজা লোহিত লোচন।
সর্বাঙ্গে হইল রাজা লোহার অভরণ॥
বিশ্বামিত্র তপস্যা করেন যেই তপোবনে।
বিধাতার নির্বন্ধ রাজা গেল সেইখানে॥
*বিশ্বামিত্র বলেন রাজা দেখি বিপরীত।
চণ্ডাল আকার কেন শরীর কুচ্ছিত॥*

রাজার কথায় বিশ্বামিত্র পাইলা বড় তাপ।
বশিষ্ঠেরা বাপ পোয় দিয়াছে ব্রহ্মশাপ॥
যজ্ঞ করিয়া যাইতে চাহি আমি স্বর্গবাসে।
বাপ পোয় চণ্ডাল মোরে করিল এই দোষে॥
বিশ্বামিত্র বলে রাজা না ভাবিও দুখ।
স্বর্গবাসে পাঠাই তোমায় দেখহ কৌতুক॥
বিশ্বামিত্র শিষ্য পাঠায় বশিষ্ঠের স্থানে।
সৌদাস যজ্ঞ করিবেক তোমরা চল দুইজনে॥
কুপিল বশিষ্ঠ মুনি শুনিয়া শিষ্যের বচন।
চণ্ডালের যজ্ঞ করিতে যাবে কোন্ জন॥
শিষ্য আসিয়া কহে শুনিল বিশ্বামিত্র মুনি।
তোমায় বিস্তর মন্দ বলিল বশিষ্ঠ আপনি॥
বাপে পোয়ে মন্দ তারা বলে দুইজনে।
চণ্ডালের যজ্ঞে যাব কাহার বচনে॥
বিনা অপরাধে রাজারে করিলা চণ্ডাল।
আপনি চণ্ডাল হইয়া থাকহ সর্বকাল॥
বিশ্বামিত্রের শাপ কভু না যায় খণ্ডন।
চণ্ডাল হৈয়া মুনির পুত্র বেড়ায় বনে বন॥
ব্রহ্মশাপ যারে হয় তার আছে প্রতিকার।
বিশ্বামিত্রের শাপে কারো নাহিক নিস্তার॥
বিশ্বামিত্র বলেন শুন রাজা সৌদাস।
মোর তপস্যার ফলে তুমি
যাও স্বর্গবাস॥
যত তপস্যা কর্য্যাছি আমি তোমায়
দিলাম দান।
সেই ফলে রাজা তুমি যাও স্বর্গস্থান॥
স্বর্গবাসে যাবে রাজা লইয়া কলেবর।
রাজা স্বর্গে গেলে ত্রাস পাইবে পুরন্দর॥
দেবতা মনুষ্য কেমতে থাকিবে সংহতি।
কোথাও না দেখি দেবতা মনুষ্যে বসতি॥
স্বর্গে থাকিয়া ফেলে তাহারে পুরন্দর।
আছাড় খাইয়া পড়ে বিশ্বামিত্রের গোচর॥
প্রাণ যায় বিশ্বামিত্র ডাক্যা বলে সৌদাস।
ইন্দ্র করিলা মোরে স্বর্গেতে নৈরাশ॥
বিশ্বামিত্র বলে ইন্দ্র করে অহঙ্কার।
আর সৃষ্টি করিব আজি আর লোকপাল॥
আর ইন্দ্র করিব আজি আর দেবগণ।
ত্রাস পাইয়া দেবরাজ আইলা ততক্ষণ॥
বিশ্বামিত্রের পায় ইন্দ্র বিস্তর স্তুতি করি।
সৌদাস লইয়া আমি যাই স্বর্গপুরী॥
তোমার মায়া বুঝিতে পারে কার পরাণে।
অপরাধ হইল মোর তোমার চরণে॥

ইন্দ্রকে কাতর দেখিয়া বিশ্বামিত্র হাসে।
সৌদাস লইয়া ইন্দ্র আইলা স্বর্গবাসে॥
*অম্বরীষ নামে রাজা হৈল সূর্য্যবংশে।
নরমেধ যজ্ঞ করি যাইবে স্বর্গবাসে॥*
যজ্ঞে পূর্ণা দিবেক মনুষ্য কিনিয়া আনে।
লুকাইয়া ইন্দ্র তারে এড়ে অন্য স্থানে॥
স্বর্গবাস লবেক ইন্দ্রের অধিকার।
এই ডরে ইন্দ্র পায় পড়ে বারেবার॥
আর মনুষ্য কিনিতে পাঠায় দেশে দেশে।
বিরাট মুনির দেশে গেলা নরের উদ্দিশে॥
বিরাট মুনির দেশ পরম পবিত্র।
বিধাতার নির্ব্বন্ধে সেই কুল পবিত্র॥
তিন পুত্র আছে তার সর্ব্বলোকে জানি।
এক পুত্র কিনিতে রাজা চলিলা আপনি॥
অম্বরীষ রাজা নামে জন্ম সূর্য্যবংশে॥
নরমেধ যজ্ঞ করিলে যাইবে স্বর্গবাসে॥
এক লক্ষ ধেনু আমি দিয়ে তোমার তরে।
এক পুত্র যদি দেহ যজ্ঞ করিবারে॥
মুনি বলে জ্যেষ্ঠপুত্র আমার ভক্ত বড়।
তাহা আমি দিতে নারিব কৈলু তোমায় দড়॥
কনিষ্ঠ দুই ভাই যুক্তি করে এক স্থানে।
আমা সভায় বেচিবে বাপ বুঝি অনুমানে॥
বাপ সুখে থাকেন পুত্রের এই কাজ।
বাপ যদি পুত্রকে বেচে ইথে নাহি লাজ॥
সুকেশ নামে পুত্র বলে সভার কনিষ্ঠ।
আমায় বেচিয়া ধন লহ থাকুক দুই জ্যেষ্ঠ॥
এক লক্ষ ধেনু রাজা দিল মুনিবরে।
সুকেশ লৈয়া অম্বরীষ গেলেন দেশেরে॥
কনিষ্ঠ পুত্রের লাগ্যা মায়ের বড় ব্যথা।
মায় ডাকিয়া বলে পুত্র তুমি যাও কোথা॥
সুকেশ বলে বাপ বেচিল মোরে
তুমি কি করিতে পারি।
সুকেশ আকুল হইল দুঃখে
পুড়িয়া মরি॥
সুকেশ লইয়া রাজা গেলা কথ দূর।
তৃষ্ণায় মুনির পুত্র হইল ব্যাকুল॥
জলপান করিতে গেলা প্রভাস নদীর কূলে।
বিশ্বামিত্র তপ করে সেই নদীর জলে॥
দেখিয়া যে বিশ্বামিত্র জিজ্ঞাসিল তারে।
কোন্ দেশে ঘর তোমার যাও কোথা কারে॥
পরমসুন্দর তুমি কোমল শরীর।
কি কারণে তুমি আইলা প্রভাস নদীতীর॥

সুকেশ বলেন মুনি কি কহিব কথা।
আমায় বাপ বেচিলেক তিলেক নাহি ব্যথা॥
আমার মাতা পিতা বড় নিদারুণ।
আমারে বেচিলেন পিতা ধনের কারণ॥
অম্বরীষ রাজা আমায় লৈয়া যায় দেশে।
আমারে বধ করিয়া রাজা যাবে স্বর্গবাসে॥
আমার মাংসে হবে তার যজ্ঞের আহুতি।
তোমায় কহিলু আমি কর অব্যাহতি॥
মুনির পুত্রের কথা বিশ্বামিত্র শুনে।
আপনার শতেক পুত্র ডাক দিয়া আনে॥
মুনি বলেন শুন বলি পুত্র শতজন।
তোমরা একজন গিয়া রাখহ ব্রাহ্মণ॥
এতেক শুনিয়া তারা বলে বাপের তরে।
এমত দারুণ বাপ নাহি তো সংসারে॥
আপন পুত্রবধ করি পরের পুত্র রাখি।
পৃথিবীমণ্ডলে এমত বাপ নাহি দেখি॥
কুপিল যে বিশ্বামিত্র শাপ দিল ততক্ষণ।
ব্যাধ হৈয়া পশুবধ তোমরা কর সর্ব্বক্ষণ॥
বিশ্বামিত্র শাপ দিল পড়িল প্রমাদ।
শত পুত্র বলে মোরা হই গিয়া ব্যাধ॥
বিশ্বামিত্র মন্ত্র দিল সুকেশের কানে।
এই মন্ত্র সুকেশ জপিহ রাত্রিদিনে॥
এই মন্ত্র হৈতে হইবে তোমার অব্যাহতি।
তোমায় বধ করিতে পারে কাহার শকতি॥
সুকেশ লৈয়া রাজা আইল যজ্ঞস্থান।
যজ্ঞের আহুতিকালে আইলা দেবগণ॥
ইন্দ্র বলেন অম্বরীষ তুমি মহারাজ।
ব্রাহ্মণের মাংসে দেবতার নাহি কাজ॥
সুকেশ বধ না করিহ বলি তোমার তরে।
স্বর্গবাসে চল তুমি সকল দেবের বরে॥
এথা সুকেশ বিশ্বামিত্রের মন্ত্র জপে।
বন্ধনমুক্ত হইল তার মন্ত্র প্রভাবে॥
অম্বরীষ ইন্দ্র লৈয়া গেলা স্বর্গবাসে।
বিশ্বামিত্রের প্রসাদে সুকেশ আইলা দেশে॥
বিশ্বামিত্র মুনি তপ করিল বারেবার।
আশী হাজার বৎসর তপ করে অনাহার॥
পৃথিবীমণ্ডলে যত হইয়াছেন মুনি।
এমত তপের কথা কারো নাহি কভু শুনি॥
বিশ্বামিত্রের তপের কথা কহিলা শতানন্দ।
শুনিয়া জনকের মনে হইল আনন্দ॥
*বিশ্বামিত্র তপ শুনি রামচন্দ্র হাস।
আদ্যকাণ্ডে বর্ণিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥*

সভা করিয়া বসিলা জনক যজ্ঞ অবশেষে।
জনক বলেন বিশ্বামিত্র বল যে যুক্তি আইসে॥
বিশ্বামিত্র বলে শুন জনক মহারাজ।
প্রতিজ্ঞা পালন আমার সিদ্ধি হবে কাজ॥
তোমার ঠাঁঞি রামের কৈয়াছি কথন।
ধনুকে গুণ দিতে আইলা শ্রীরামলক্ষ্মণ॥
কিছু বিস্ময় তুমি না করিহ মনে।
ঝাট ধনুক আনিয়া দেহ রঘুনাথের স্থানে॥
বিশ্বামিত্রের কথা শুনিয়া
জনক রাজার হাসি।
রামের পানে ঘন ঘন চাহে জনক ঋষি॥
পরমসুন্দর রাম কোমল শরীর।
ধনুক কঠিন বড় পরম গভীর॥
কোথায় ধনুকে রাম দিতে পারেন গুণ।
কেমত প্রতিজ্ঞা আমি করিলাম দারুণ॥
ধনুকে গুণ দিতে আইল যত মহারাজ।
ধনুক দেখ্যা পলায় সভে পায়্যা বড় লাজ॥
যদি বা ধনুকে গুণ রাম দিতে নাহি পারে।
প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিয়া সীতা দিব রামের তরে॥
সাত পাঁচ ভাবে রাজা দেখ্যা পায় তরাস।
ধনুক আনিতে রাজার না হয় সাহস॥
বিশ্বামিত্র বলে রাজা বুঝিতে নারি মন।
ঝাট ধনুক আনিয়া দেহ বিলম্ব কি কারণ॥
বিশ্বামিত্রের আজ্ঞা জনক রাজা শুনে।
ত্রিশ হাজার ঠাট দিয়া ধনুকখান আনে॥
ত্রিশ হাজার ঠাট রাজা দিল পাঠাইয়া।
আনিল ধনুকখান কান্দেত করিয়া॥*
আনিল ধনুকখান ত্রিশ হাজার ঠাটে।
এড়িল ধনুকখান রামের নিকটে॥
ধনুক দেখিয়া হইল শ্রীরামের হাস।
এই ধনুক দেখিয়া রাজা সভে পায় তরাস॥
আড়ে ধনুকখান বিংশতি যোজন।
সত্তরি যোজনের পথ উভে ধনুকখান॥
ধনুকে গুণ দিতে রাম উঠিলা সত্বর।
আকাশমণ্ডলে দেখে দেবতা সকল॥
আটাইশ লক্ষ কোটি রাজা পৃথিবীমণ্ডলে।
সীতার বিয়া দেখিতে সভে
আইলা কুতূহলে॥
লক্ষ্মণ বলেন পৃথিবী তুমি হও সুস্থির।
ধনুকে গুণ দিতে উঠিলা রঘুবীর॥
কূর্ম্ম বাসুকী তোমরা থাকহ সাবধানে।
পৃথিবী টলিবা তোমরা ধরিবে অবধানে॥
যত দেবতা আছেন দশ দিগ্‌পাল।
সাবধানে থাকহ সভে না পাইও ডর॥
ধনুক তুলিয়া রাম ধরিলা বাম হাথে।
ধনুক নোঙাইয়া গুণ দিলা রঘুনাথে॥
ধনুকের হুল গেল পৃথিবী ভিতরে।*
সহিতে না পারে ক্ষিতি টলমল করে॥
পাতালে থাকিয়া বাসুকি ভয়ে লড়ে।
ভূমিকম্প হইল যেন ত্রিভুবন উপাড়ে॥
দিগ্‌দিগান্তরে লোক করিছে বিষাদ।
আচম্বিতে ভূমিকম্প হইল প্রমাদ॥
ধনুকে গুণ দিয়া রাম দক্ষিণ কর্ণে আনি।
ধনুক ভাঙ্গিয়া রাম কৈলা দুইখানি॥
ধনুক ভাঙ্গিল শব্দ পূরিল গগন।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কাঁপিল ত্রিভুবন॥
কৈলাস পর্ব্বতে থাকিয়া মহাদেব শুনে।
শব্দ শুনিয়া পরশুরাম ত্রাস পাইল মনে॥
লঙ্কার ভিতরে থাকিয়া শব্দ শুনিল রাবণ।
রাবণ বলে ইহার যুদ্ধে আমার মরণ॥
দেখিতে সুন্দর রাম বিক্রমে অপার।
চূড়াকর্ণ বেধ না হয় লোকে চমৎকার॥
হাথে হইতে রাখেন রাম ভগ্ন ধনুক।
দেখিয়া জনক রাজা পরম কৌতুক॥
*দেবগণ বলে প্রভু পাইলাম রক্ষা।
কৃত্তিবাসে ভনে রামের বিক্রম পরীক্ষা॥*

জনক বলে শুভকার্য্য নাহিক বিলম্বন।
রামের তরে সীতা কন্যা কর সমর্পণ॥
বিশ্বামিত্র বলে জনক বলি তোমার তরে।
দূত পাঠাইয়া দেহ অযোধ্যা নগরে॥
সীতা দিয়া তুমি কর রঘুনাথের পূজা।
অযোধ্যা হইতে আসিবেন দশরথ রাজা॥
শুনিয়া জনক রাজা হইল হরষিত।
অযোধ্যায় পাঠাইলা ব্রাহ্মণ ত্বরিত॥
তোমার পুত্র দুই ভাই শ্রীরামলক্ষ্মণ।
বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রাম করিলা রক্ষণ॥
যজ্ঞরক্ষা করিয়া রাম মারিলা রাক্ষসী।
বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাম মিথিলায় আসি॥
পৃথিবীতে জন্ম রাজা জনক মহাঋষি।
মহাধার্ম্মিক রাজা জনক তপস্বী॥
সীতা নামে কন্যা তার পরমসুন্দরী।
তার রূপে আলো করে মিথিলানগরী॥

সীতার রূপ দেখিয়া লোক করে অনুমান।
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া লক্ষ্মী আইলা অধিষ্ঠান॥
মহাদেবের ধনুক আছে জনকের ঘরে।
তাহা দেখিয়া মহারাজা প্রতিজ্ঞা করে॥
সেই ধনুক দীর্ঘে যেন পর্ব্বতশিখর।
তাহাতে যে গুণ দিবেক সেই সীতার বর॥
সেই সভ কথা শুনিয়া বিশ্বমিত্রের ঠাঞি।
ধনুকে গুণ দিতে আইলা
রামলক্ষ্মণ দুই ভাই॥
ধনুকে গুণ দিলা রাম সভা বিদ্যমানে।
দুইখান করিয়া ভাঙ্গিল৷ ধনুকখানে॥
প্রতিজ্ঞা পালন করিলা সিদ্ধি হইল কাজ।
শ্রীরামচন্দ্রে সীতা দিবেন জনক মহারাজ॥
আমায় পাঠাইয়া দিলা তোমায় নিবার তরে।
মিথিলায় চল রাজা পুত্র বিভা করে॥
এতেক শুনিয়া মহারাজা ব্রাহ্মণের
কৈলা পূজা।
নানা দ্রব্য দিলা তারে দশরথ রাজা॥
অন্তঃপুরে গিয়া রাজা বসিলা সিংহাসনে।
কৌশল্যা কেকয়ী সুমিত্রা ডাক দিয়া আনে॥
রাজার বার্ত্তা পাইয়া আইল রাণী তিনজন।
সাবধানে তোমরা কর মঙ্গল আচরণ॥
ভরত শত্রুঘ্ন লইয়া রাজা চলিলা ত্বরিত।
আনন্দে হইলা রাজা বড় হরষিত॥
রথে চড়িয়া সৈন্য লৈয়া যান কোলাহলে।
ত্বরায় উত্তরিলা গিয়া মিথিলা নগরে॥
শুনিয়া সত্বরে আইলা জনক মহাতেজা।
নিজ পুরে লৈয়া গেলা দশরথ রাজা॥
পাদ্য অর্ঘ্য লৈয়া গেলা শ্রীরামলক্ষ্মণ।
বন্দনা করিল গিয়া বাপের চরণ॥
কোল দিয়া দশরথ করিলা চুম্বন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘ্ন॥
সুখে রাত্রি বঞ্চে রাজা চারি পুত্র লৈয়া।
বড় সুখে আছেন রাজা আনন্দিত হৈয়া॥
প্রভাতকালে সভা করিয়া বসিলা রাজাগণ।
দেবসভা যেন দেখি ইন্দ্রের ভবন॥
দুই রাজা সভা করি এক ঠাঁই বসি।*
সূর্য্যবংশের কথা কহেন বশিষ্ঠ মহাঋষি॥
শতনন্দ নামে মুনি গৌতমনন্দন।
চন্দ্রবংশের রাজার কথা কহেন মুনির নন্দন॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের শুন অমৃতকাহিনী।
দুই কুল বিচার করিতে লাগিলা দুই মুনি॥

প্রথমে মরীচি হইলা ব্রহ্মার নন্দন।
তার পুত্র কশ্যপ হইলা মহাতপোধন।
কশ্যপের পুত্র হইলা সূর্য্য মহাশয়।
ত্রিভুবন আলো করে সূর্য্যের উদয়॥
সূর্য্যের পুত্র হইলা মনু মহাতেজা।
দেবদানব গন্ধর্ব্বে যার করে পূজা॥
ইক্ষ্বাকু নামেতে হইল মনুর তনয়।
জগতবিখ্যাত রাজা কেবল ধর্ম্মময়॥
ইক্ষ্বাকুর পুত্র হইল রাজা বিকুক্ষি।
ত্রিশ হাজার বৎসর রাজ্য করিল
লোক হৈল সুখী॥
তাহার পুত্র হইল বসু মহাগুণী।
তার তনয় হইল ফল রাজা
সর্ব্বলোকে জানি॥
জরা রাজার পুত্র হইল রাজা সুদর্শন।
ভারতচন্দ্র নামে রাজা তাহার নন্দন॥
তার পুত্র মহারাজা পৃথু নাম ধরে।
তিন শত বৎসরের পথ লৈয়া সে
রাজ্য করে॥
রথের সাত চাকায় হইল সাত সমুদ্র।
সিংহিত নামে রাজা ধরে রাজদণ্ড ছত্র॥
রাজা সিংহিত হইল রাজরাজেশ্বর।
রাজা হৈয়া তপ করিল
আশী হাজার বৎসর॥
মাধব রাজা হইল তাহার নন্দন।
সপ্তদ্বীপ পৃথিবী সে করিল শাসন॥
মান্ধাতার সৃষ্টি হইল সর্ব্বলোকে বলে।
পৃথু মহারাজা ছিল পৃথিবীমণ্ডলে॥
মান্ধাতার পুত্র হইল ভরত মহাগুণী।
যার নামে ভারতভূমি সর্ব্বলোকে বলি॥
ভরতের পুত্র হইল বৃক্ষ বাতায়ন।
বিক্রম নামে মহারাজা তাহার নন্দন॥
সগর বসু হইল আশী হাজার কুমার।
সগরবংশ খুদিলেক ষাটি যোজন পাথার॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিল সগর মহারাজা।
জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম থুইল অসমঞ্জা॥
অসমঞ্জার পুত্র হইল নাম অংশুমান।
অংশুমানের পুত্র হইল দিলীপ তার নাম।
তার পুত্র ভগীরথ ভগেতে খেয়াতি।
পৃথিবীমণ্ডলে আনিলা গঙ্গা ভাগীরথী॥
পৃথিবীমণ্ডলে হইলা গঙ্গা অবতার।
এক রাজা ধন্য করিল সকল সংসার॥

ভগীরথের পুত্র হইল সৌদাস।
শরীর সহিতে রাজা গেলেন স্বর্গবাস॥
সৌদাসের পুত্র হইল রাজা দারুবন।
সুকেশ নামে রাজা হইল তাহার নন্দন॥
ককুস্থ নামে মহাগুণী তাহার তনয়।
তার নামে কাকুস্থবংশ সর্ব্বলোকে কয়॥
কাকুস্থের পুত্র হইল নামে দশবাহু।
নবগ্রহ আদি তার দ্বারে খটে রাহু॥
তার পুত্র হইল রাজা অনারণ্য নাম।
রাবণের যুদ্ধে পড়ে করিয়া সংগ্রাম॥
তার পুত্র দিলীপ হইল ধরে নানাগুণ।
সূর্য্যবংশে দুই দিলীপ কেহো নাহি শুন॥
তার পুত্র রঘু হইল খ্যাত মহীতলে।
যার নামে রঘুবংশ সর্ব্বলোকে বলে॥
সপ্তদ্বীপ পৃথিবীর রাজা হইল কর্ত্তা।
অসমসাহস রাজা হয় বড় দাতা॥
তার পুত্র অজ রাজা সর্ব্বলোকে জানে।
অজের পুত্র দশরথ দেখ বিদ্যমানে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালি।
আদ্যকাণ্ডে রচিল সূর্য্যবংশের বংশাবলী॥

শতানন্দ নামে মুনি গৌতমনন্দন।
জনক পুরোহিত তিহোঁ চন্দ্রবংশ কন॥
শতানন্দ মুনি চন্দ্রবংশের রাজা জানে।
চন্দ্রবংশের কথা কহে সকল রাজা শুনে॥
ক্ষীরোদ মন্থনে যখন হইল অনুবন্ধ।
প্রথম মন্থনে যাহে উপজিল চন্দ্র॥
রজনী প্রভাত হইল গগনমণ্ডলে।
হিত রাজা করিয়া তারে সর্ব্বলোকে বলে॥
বুধ নামে পুত্র হইল চন্দ্রের কুমার।
বুধের পুত্র পুরূরবা শুনিতে চমৎকার॥
পুরুষের গর্ভে হইল পুরুষেতে জনম।
তাহার কথা কহি শুন অপূর্ব্ব কথন॥
ইলা রাজা নামে তারে সর্ব্বলোকে কাঁপে।
স্ত্রী হইলা ইলা রাজা মহাদেবের শাপে॥
পুরুষ হৈয়া স্ত্রী হইল সুন্দরী কুতূহলে।
বুধের সঙ্গে কেলি করিতে গর্ভ
ইলার উদরে॥
সেই গর্ব্ভে জন্মিলা পুরুমাদ্র
বসু মহারাজা।
শ্রাদ্ধকালে বিপ্রগণে করে তার পূজা॥

নহুষের পুত্র হইল নাম যযাতি।
জগতবিখ্যাত রাজা সুবিখ্যাত ক্ষিতি॥
যযাতির কথা শুনিতে চমৎকার।
ত্রিশ হাজার বৎসর তপ করে অনাহার॥
অতি বৃদ্ধ হইল রাজা কেলি করিতে নারে।
আপনার জরা দিল কনিষ্ঠ পুত্রেরে॥
আরবার হইল রাজা প্রথম যৌবন।
স্ত্রী লৈয়া কেলি করে হরষিত মন॥
শুক্র মুনির কন্যা তার প্রথম রমণী।
পরমসুন্দরী কন্যা নাম দেবযানী॥
দেবযানীর পুত্র হইল যদু নাম ধরে।
রাজ্যভোগ যযাতি দিলা যদুর তরে॥
যদু রাজার কথা শুন বড় চমৎকার।
মহা ধনুর্দ্ধর তিহোঁ বিক্রমে অপার॥
চন্দ্রবংশে যদু রাজা আছিল চিরজীবী।
চল্লিশ হাজার বৎসর পালিল পৃথিবী॥
তার নামে যদুবংশ সর্ব্বলোকে বলে।
এমতি মহারাজা আছিলা চন্দ্রকুলে॥
যদুর পুত্র হইল শিবি মহারাজা।
পৃথিবী শাসিয়া পালে লোকজন প্রজা॥
শিবি নামে পুত্র হইল শিনির তনয়।
মহাধার্ম্মিক রাজা ধর্ম্মশীলময়॥
শিবি মহারাজা ছিল পৃথিবীর কর্ত্তা।
পৃথিবীমণ্ডলে নাহি শিবির সমান দাতা॥
এক ব্রাহ্মণ ছিলা তার দুই চক্ষু অন্ধ।
মহা দরিদ্র ব্রাহ্মণ নাহি মিলে অন্ন॥
কাতর হইয়া গেলা শিবি রাজার স্থানে।
আপনার চক্ষু রাজা ব্রাহ্মণে দিলা দানে॥
আপনি অন্ধ হইল রাজা চক্ষে নাহি দেখে।
স্বর্গবাসে গেলা রাজা ঘোষে সর্ব্বলোকে॥
শিবির পুত্র আছিলা মিথিলা নাম ধবি।
যাহার নামে দেখ এই মিথিলা নগরী॥
দুঃসন্ত নামে রাজা হইল তাহার তনয়।
তার পুত্র হইল মরুত্ত মহাশয়॥
মরুত্ত রাজা যজ্ঞ করে শুনিতে চমৎকার।
সুবর্ণের যজ্ঞকুণ্ড পর্ব্বত আকার॥
সোনার পাত্রে ভোজ্য দিয়া করিত বর্জ্জন।
সেই সোনা ভরিয়াছিল তিনশত যেজন॥
রাজার তরে আজ্ঞা দিলা
বশিষ্ঠ মহামুনি।
সেই পাত্র আন্যা যজ্ঞ কৈলা
যুধিষ্ঠির আপনি॥

কুবেরের ধন জিনি মরুত্ত রাজার ধন।
মরুত্ত হেন ধনী না ছিল ত্রিভুবন॥
মরুত্তের ধনের কথা সর্ব্বলোকে ঘোষে।
এমত মহ রাজা আছিলা চন্দ্রবংশে॥
মরুত্তের পুত্র হইল রাজা প্রসাধন।
সুখে রাজ্য করে রাজা প্রজার পালন॥
বিচিত্রবীর্য্য রাজা হইল তাহার তনয়।
তার পুত্র হইল কার্ত্তবীর্য্য মহাশয়॥
দুর্জ্জয় শরীর তার ছয় শত যোজন।
কার্ত্তবীর্য্যের নামে পাই হারাইলে ধন॥
সহস্র পর্ব্বত যেন সহস্র হাথ ধরে।
দেবদানব গন্ধর্ব্ব সভে কাঁপে ডরে॥
যার যুদ্ধে পরাজয় পাইল রাবণ।
হেন মহারাজা তার চন্দ্রবংশে জনম॥
হেন মহারাজা আছিল চন্দ্রবংশে।
কীর্ত্তি থুইয়া গেলা রাজা
সর্ব্বলোকে ঘোষে॥
বিশীর্ণ নামে রাজা হইল তাহার তনয়।
তাহার দানের কথা লোকে অপূর্ব্ব কয়॥
রাজ্যভাণ্ড বিলায় রাজা যেই যত চায়।
যত বিলায় তত রাজা আরবার পায়॥
বিশীর্ণের পুত্র হইল বিশির্ণি নাম ধরে।
কুড়ি সহস্র বৎসর রাজা
সুখে রাজ্য করে॥
তার পুত্র কীর্ত্তি নাম জগতে খেয়াতি।
গায়ের লোমাবলী যেন অগ্নির জ্যোতি॥
পাঁচ সহস্র বৎসর তপ করিল উপবাসে।
স্বর্গবাসে যায় রাজা মনের অভিলাষে॥
শরীর সহিতে রাজা হইল স্বর্গবাসী।
তার পুত্র দেখ এই জনক মহাঋষি॥
দুই রাজার কুলশীল কহিলা দুইজনে।
চন্দ্রসূর্য্যবংশকুল সর্ব্ব রাজা শুনে॥

জনক রাজা বলে বেহাই তোমার আজ্ঞা পাই।
আজ্ঞা হইলে তোমার অন্তঃপুরে যাই॥
তোমার আজ্ঞা বেহাই অতি সুলক্ষণ।
ঝাট রামের তরে সীতা করি সমর্পণ॥
হেনকালে দশরথ বলিলা উত্তর।
চারি পুত্র আনিয়াছি তোমার গোচর॥
চারি পুত্রের বিবাহ আমি দেখিবারে চাই।
চারি পুত্রের বিবাহ দিলে তবে দেশে যাই॥

অন্ধ মুনির শাপে মোর নিকট মরণ।
না জানি বিধাতা মোর কি করে কখন॥
বিশ্বামিত্র বলেন জনক বলিয়ে তোমারে।
উর্ম্মিলা বিভা তুমি দিবা কার তরে॥
জনক বলে সে কথা আমি চিন্তি মনে মন।
দ্বিতীয় জামাতা মোর বীর লক্ষ্মণ॥
সেইখানে কুশধ্বজ জনক সহোদর।
যোড় হাথ করিয়া বলে রাজার গোচর॥
আমার দুই কন্যা আছে অতি সুলক্ষণ।
আজ্ঞা কর বিভা করুন ভরত শত্রুঘ্ন॥
শ্রুতকীর্ত্তি মাণ্ডবী পরমসুন্দরী।
দুইজনের তরে দুই কন্যা দান করি॥
দশরথ বলে বেহাই এই যুক্তি আইসে।
চারি পুত্রের বিবাহ হইলে তবে যাই দেশে॥
শুনিয়া সকল কুল হইল হরষিত।
অধিবাস করিল গিয়া হৈয়া আনন্দিত॥
রাজ্যখণ্ড লইয়া উল্লসিত
সীতা দেবীর বিয়া।
সকল রাজাগণ আইল হরষিত হৈয়া॥
সংসারের লোক আইল বিভা দেখিবারে।
রাজা নিমন্ত্রণ হইল মিথিলা নগরে॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ আইলেন দেখিতে।
অন্তরীক্ষে আসিয়া রহিলা দিব্যরথে॥
স্ত্রীপুরুষে ধাইয়া আইসে
মিথিলা নগরী।
নারায়ণ তৈলের দিউটি সারি সারি॥
জনক কুশধ্বজ তারা গেলেন আওয়াসে।
চারি কন্যার অধিবাস করিলা হরিষে॥
আগে চারি কন্যার কৈল মঙ্গল আচার।
তবে অধিবাস করিলা চারি কুমার॥
নানা গীতবাদ্য বাজে নানা শব্দ শুনি।
রামজয় মহাশব্দ হইল আকাশবাণী॥
সকল দেবতা করে পুষ্প বরিষণ।
রামের অধিবাস দেখিয়া হরিষ দেবগণ॥
ব্রহ্মা বলেন আজি থাকিব অন্তরীক্ষে রথে।
রাম সীতার বিবাহ কালি চাহি দেখিতে॥
কন্যাবরে অধিবাস হইল অষ্টজন।
পুরী সমেত কৌতুকে রহিলা জাগরণ॥
রাত্রি প্রভাতে উঠিলা দুই মহারাজা।
স্নান তর্পণ করিয়া দেবতা কৈলা পূজা॥
দুই রাজার আইলা দুই পুরোহিত।
নান্দীমুখের যত সজ্জ আনিলা চারিভিত॥

শুভক্ষণে আরম্ভিলা দুই নরপতি।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজিলা প্রজাপতি॥
সুবর্ণের পত্রে দিয়া করিলা নান্দীমুখ।
হরষিত দুই রাজা পরম কৌতুক॥
রাজা বলে বশিষ্ঠ মুনি শুন সাবধানে।
রামের চূড়া আগে গিয়া করহ আপনে॥
ক্ষৌরকর্ম্ম করিয়া স্নানের অনুবন্ধ।
স্নানের সজ্জ আনেন দেবকন্যা সমস্ত॥
চারি পুত্র স্নান করায় মঙ্গল হুলাহুলি।
সুবর্ণের বস্ত্র সুবর্ণমালা
চার কুমার পরি॥
সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়া দিল সুগন্ধি কস্তুরি।
নানা অলঙ্কার ধন চারি কুমার পরি॥
সোনার মুকুট শিরে সোনার অভরণ।
গোধূলি লগ্নে বিয়া করিবে চারি জন॥
চারি কন্যা স্নান করাইয়া পরায় অলঙ্কার।
রূপে আলো করে সীতা লক্ষ্মী অবতার॥
মিথিলা নগরে যত আছিলা নাগরী।
সীতার বিয়া দেখিতে আইলা
জনকের বাড়ি॥
কন্যা সভ বেশ করে অদ্ভুত সাজনি।
হংসগমনে সুবর্ণ নূপুরের ধ্বনি॥
নয়নে কজ্জল কারো করয়ে শোভিত।
মুকুতার হার কারো গলায় ভূষিত॥
তিল ফুল জিনিয়া কারো নাসিকা উজ্জ্বল।
হরের ডমরু যেন সভার মধ্যস্থল॥
হার কেয়ূর পরে পায়েতে পাশুলি।
রোদ্রে মিলায় যেন ননির পুথলি॥
দুই বাই শঙ্খ কারো বিচিত্র নির্ম্মাণ।
হাথ পার অঙ্গুলি রাঙ্গা
বিচিত্র নখের ঠাম॥
কানেতে কুণ্ডল পরে বিচিত্র পাটসাড়ী।
সীতার বিবাহ দেখিতে আইলা
জনকের বাড়ি॥
নয়ন কটাক্ষে তারা যার দিগে চায়।
তার রূপ দেখিয়া পুরুষ মূর্চ্ছিত হয়॥
এত বেশ করিয়া গেল রূপেতে পূরিল।
সীতার নিকট আসিয়া রূপ মলিন হইল॥
জনক রাজার মহারাণী মলয়া নাম ধরে।
বিয়ার যত ব্যবহার শিখায় সীতারে॥
বাম হাথে কজ্জল দিতে বাসয়ে সঙ্কোচ।
সোহাগে আগুলিবা দেখিবা পরতেক॥
বাম হাথে কজ্জল দিতে বাসয়ে সঙ্কোচ।
বিভায় ব্যবহার আছে কিছু নাহি দোষ॥
গলার মালা বদলিলা বাম হাথ দিয়া।
পুষ্পবৃষ্টি করিলা রামচন্দ্র দেখিয়া॥
লজ্জা না করিহ চাহিও নয়নে নয়নে।
তবে সোহাগিনী হবে রঘুনাথের স্থানে॥
কাপড় দিয়া চারিদিগ ঢাকিল দুইজন।
এক দৃষ্টে চাহিও শ্রীরামের বদন॥
মলয়া দেবী শিখান যত বিবাহের কথা।
সীতা দেবী শুনে সকল হেট করিয়া মাথা॥
ঘরে ঘরে চিত্র বিচিত্র মণ্ডল।
উপরে চাদওয়া টানায় পরম উজ্জ্বল॥
কুলের কুলবধূ সভ প্রজার কুমারী।
ঘৃতের প্রদীপ তারা জ্বলে সারি সারি॥*
সুবর্ণের কলসী উপরে আম্রসার।
গুবাক নারিকেল কাঁদি আনিল অপার॥
এই মত আনন্দে আছেন পুরীজন।
বিবাহ সময় হইল গোধূলি লগন॥
দশরথ বলে বেহাই কর অবধান।
গোধূলি সময় হইল বেলা অবসান॥
সময়ে বিবাহ হইলে অতি সুলক্ষণ।
ঝাট সীতা রামের তরে কর সমর্পণ॥
এতেক শুনিয়া দুই রাজা
গেলা অন্তঃপুরে।
চারি কন্যা সাজাইল নানা অলঙ্কারে॥
ছালনা মণ্ডবে কন্যা আনিল চারিজন।
সীতার রূপে আলো করে দশ যেজন॥
দুই দিগের দুইজন আইল পুরোহিত।
বরণের সজ্জ লৈয়া রাখে চারিভিত॥
সোনার আসন অঙ্গুরী সোনার
আনে ঝারি।
স্ত্রীলোক আসিয়া রামের
স্ত্রী আচার করি॥
নানা বাদ্য নৃত্যগীত
বিভা করেন রঘুনন্দন।
ঋষির বনিতাগণ আইলা আনন্দিত মন॥
মিথিলা নগরে আইলা অরুন্ধতী অনসূয়া।
লোপামুদ্রা অহল্যা অনুগতা সঙ্গে লৈয়া॥
দুর্ব্বাধান্য করে লৈয়া আইলা ত্বরিত।
রামসীতা একত্রে দেখ্যা আনন্দিত॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত ভনে অমৃতকাহিনী।
রামসীতার বিবাহ হয় সর্ব্বলোকে শুনি॥

জনক রাজা বরণ করে শ্রীরামলক্ষ্মণ।
কুশধ্বজ বরণ করে ভরত শত্রুঘ্ন॥
চারি কুমার উঠিলেন সুবর্ণের খাটে।
চারি কন্যা তুলিয়া ঢাকিল অন্তঃপটে॥
সাতবার প্রদক্ষিণ বিভার পরিমিত।
সাতবার প্রদক্ষিণ করিছে ত্বরিত॥
হেনকালে দেখে রাজা বধূর চন্দ্রমুখ।
সীতার মুখ দেখিয়া রাজার পরম কৌতুক॥
সীতার রূপ দেখিয়া রাজা যুক্তি অনুমানি।
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া লক্ষ্মী আস্যাছেন আপনি॥
সাতবার প্রদক্ষিণ কৈলা চারি জন।
কন্যা বরে পুষ্পবৃষ্টি হইল অষ্ট জন॥
রাম সীতা দুইজনে করিল চাহনি।
দুইজনের রূপে আলো করিছে রজনী॥
চন্দ্র জিনিয়া রূপ শোভে দুইজন।
দুহেঁ দুহাঁর মুখ দেখ্যা হরিষ বদন॥
চাল বেড়া ভাঙ্গিয়া স্ত্রীলোক
উঁকি দিয়া চায়।
রামরূপ দেখিয়া স্ত্রীগণ মূর্চ্ছিত যায়॥
রামরূপে দেখিয়া স্ত্রীগণ মজিয়া গেল চিত্তে।
চক্ষুর কোণে না চান রাম পরস্ত্রীর ভিতে॥
যেমন রাম তেমন সীতা শোভিল দুইজন।
পরস্ত্রীর ভিতে রাম চাবেন কি কারণ॥
বাম হাথে রামের তরে দিলেন কজ্জল।
বাম হাথে গলার মালা করিল বদল॥
রামসীতা করেন এখন পুষ্প বরিষণ।
ব্রহ্মা আদি পুষ্প করিল দেবগণ॥
নারায়ণ তৈলে জ্বালে তিন লক্ষ দিউটী।
ত্রিভুবনে নাহি হেন বিবাহের পরিপাটী॥
নানা শব্দে বাদ্য বাজে করে বেদধ্বনি।
অখিল ভুবন ভরিয়া বাদ্যশব্দ শুনি॥
শ্রুতকীর্ত্তি মাণ্ডবী ঊর্ম্মিলা আর সীতা।
চারি কন্যা তুলাইল ছায়ামণ্ডপের ভিতা।
কন্যা বর তুল্যা লইল ছায়ামণ্ডব ভিতরে।
চারি কন্যা দান করে চারি সহোদরে॥
সোনার খাটপাট ছিল রত্নসিংহাসন।
সোনার সাপুড়া ভরিয়া দিল
নানা অভরণ॥
দানে শূন্য ভাণ্ডার কৈল জনক মহাঋষি।
লক্ষ লক্ষ দুই ভায়া দিল দাসদাসী॥
পট্টবস্ত্রে গ্রন্থি বাঁধিলা অষ্টজন।
যজ্ঞ করিয়া প্রদক্ষিণ অগ্নির চরণ॥

শ্রীরাম করিলেন সীতার পাণিগ্রহণ।
ঊর্ম্মিলা বিভা কৈলা ঠাকুর লক্ষ্মণ॥
*চারি ভাই পঞ্চগ্রাসী করিল ভোজন।
চারি কন্যা লৈয়া শয়ন করে চারিজন॥*
যত নারীগণ তারা উঁকি দিয়া চায়।
সীতা কোলে করিয়া রাম সুখে নিদ্রা যায়॥
প্রভাতকালে বাসি বিয়া করিল চারি জনে।
নমস্কার করিলা রাম বাপের চরণে॥
শয্যা তুলিতে আইল যত অন্তঃপুরী।
শয্যা তোলানি কড়ি চাহিল সোনার
একইশ বুড়ি॥
তবে জনক রাজা দান করে বর বর।
অর্দ্ধেক রাজ্য মিথিলা দিল রামে অধিকার॥
বিভা দেখিতে আসিয়াছে যত রাজাগণ।
মিষ্টান্ন পান দিয়া করাইল ভোজন॥
বহুমূল্য ধন দিয়া করিল পুরস্কার।
দানে শূন্য করিল [illegible] তিন লক্ষ ভাণ্ডার॥
বিশ্বমিত্রের তরে রাজা করিছে স্তবন।
রঘুনাথ জামাতা পাইলু গোসাঞি
তোমার কারণ॥
দশরথ বলে বেহাই কর অবধান।
এক যুক্তি করিব বেহাই তোমার স্থান॥
তোমা আমা বেহাই সম্বন্ধ
আছিলা নির্ব্বন্ধ।
তে কারণে দুইজনে হইলু বেহাই সম্বন্ধ॥
তোমার সনে বেহাই সম্বন্ধ
অনেক পুণ্যে পাই।
পুত্রবধু পাঠাইয়া দেহ দেশে লৈয়া যাই॥
রাজ্য শূন্য করিয়া আস্যাছি আপনি।
রাজ্যের ভালমন্দ কিছুই না জানি॥
আমার প্রতাপে কাঁপে সকল রাজাগণ।
আমার রাজ্য আসিয়া পাছে লয় কোনজন॥
এত শুনিয়া জনক রাজা গেলা অন্তঃপুরে।
কাঁদিতে কাঁদিতে জনক বলিছেন সীতারে॥
চাসভূমে পাইলু তোমায় অযোনিসম্ভবা।
জননী পরাণ তুমি জনকদুর্লভা॥
রাজার বধূ তুমি রাজার দুহিতা।
ধর্ম্মাধর্ম্ম যত কিছু সকল জান সীতা॥
তোমা কন্যা আমি পাইলু অনেক পুণ্যফলে।
স্বামীর সেবা করিও যেন লোকে ভাল বলে॥
আমার কথা সীতা দেবী শুন এক চিতে।
শ্বশুর শাশুড়ির সেবা করিবা ভাল মতে॥

মহাগুরু জানিহ সীতা শ্বশুর শাশুড়ি।
তাহাঁ সভার আশীর্বাদে সর্ব্বত্রতে তরি॥
শ্রীরাম দেখিবা তুমি পরম দেবতা।
স্ত্রীর আর ধর্ম্ম নাহি শুনেন দেবী সীতা॥
আমি জানি তুমি আপনি লক্ষ্মীমুরতি।
তোমায় বুঝিতে পারে কাহার শকতি॥
আপনে লক্ষ্মী তুমি সকল শাস্ত্র জান।
অবধান করিয়া মা আমার কথা শুন॥
জনক রাজা কহে সভ হিতে পদেশ কথা।
হেট মাথা করিয়া শুনেন দেবী সীতা॥
শুনিয়া মলয়া দেবী আইল হেনকালে।
সর্ব্বাঙ্গ তিতিল রাণীর দুই চক্ষুর জলে॥
চাসভূমে মহ রাজা পাইল তোমারে।
কেমনে ধরিব প্রাণ যাও কোথাকারে॥
কেমনে রহিব ঝিয়ে তোমা না দেখিয়া।
বুক শূন্য হয় ঝিয়ে তোমা বিভা দিয়া॥
দেশের ভিতর তোমার বাপ না পাইল বর।
কেমনে পাঠাইব তোমা দেশদেশান্তর॥
সীতা বলিয়া না ডাকিব আরবার।
মধুর বচন তোমার না শুনিব আরবার॥
সীতা বলেন মা তুমি ক্রন্দনে কর ক্ষমা।
আমা ঝিয়ের তরে তুমি না হইও বিমনা॥
মা বাপের কন্যা অতিথি ব্যবহার।
বিবাহ হইলে স্বামীর ঘর সেই মাত্র সার॥
কি করিবে মা বাপ ভাই সহোদর।
সুখ মোক্ষ স্বামী বিনে কেবা দেয় আর॥
আমা ঝীর তরে কেন করিছ সন্তাপ।
তুমি কার ঘর কর কোথা তোমার মা বাপ॥
তোমার জন্ম হইল মাগো কৌনদ নগরে।
মা বাপ ছাড়িয়া আইলা জনকের ঘরে॥
রাম হেন স্বামী পাইলু অনেক পুণ্যফলে।
ক্রন্দন সম্বর যাব অযোধ্যা নগরে॥
মলয়া বলেন ঝি তুমি লক্ষ্মী মুরতি।
তোমায় বুঝাতে পারে কাহার শকতি॥
সর্ব্বশাস্ত্র জান তুমি লক্ষ্মী আপনি।
তোমা বুঝাইতে মা আমি কিবা জানি॥
চতুর্দ্দোলে চড়িয়া কন্যা করিলা গমন।
সর্ব্বদিগ অন্ধকার হইল ভবন॥
মিথিলা ছাড়িয়া চলিলা আপনি লক্ষ্মী।
অন্ধকার হইল রাজ্য বিপরীত দেখি॥
দশরথের যোগায় রথ সুমন্ত সারথি।
চারি পুত্র লৈয়া রাজা চলিলা শীঘ্রগতি॥
জনক কুশধ্বজ চড়িলা দুই রথে।
ঝি জামাই অনুবর্জ্জিয়া যায় সাথে॥
দশরথ বলে বেহাই না কর ক্রন্দন।
রাজ্য শূন্য করিয়া বেহাই আইস কি কারণ॥
অছুক অন্যের কাজ আমার লাগে ডর।
পাছে কেহো লয় আসিয়া মিথিলা নগর॥
*বিদায় করিয়া আইল দুই ভাই দেশে।
আদ্যকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥*

অর্দ্ধেক পথ আইল রাজা দেশের নিকট।
হেনকালে দশরথ দেখে বড়ই সঙ্কট॥
আচম্বিতে দেখে রাজা ঘোর অন্ধকার।
বড় ভয় পাইল রাজা দেখয়ে জঞ্জাল॥
রক্ত বরিষণ রাজা দেখে বড় দড়।
রথের ধ্বজ পতাকা করয়ে লড়বড়॥
বশিষ্ঠের ঠাঞি রাজা জিজ্ঞাসে কারণ।
প্রমাদ পড়িল যেন হেন লয় মন॥
বশিষ্ঠের বচনে রাজা না যায় প্রতীত।
রাজা লইয়া প্রমাদ পড়িল আচম্বিত॥
হেনকালে পরশুরাম হাথে কুঠার লৈয়া।
কটকের মাঝখানে পড়িল ঝাপ দিয়া॥
দুর্জ্জয় আকার দেখিয়া সভে কয়
এ কি দেখি বিষম।
যমদগ্নির পুত্র সাক্ষাৎ সে যম॥
ত্রিভুবনে বীর নাহি পরশুরামের সম।
দুই হাথ পসারিয়া রাখে শ্রীরাম॥
ডাহিন হাথে কুঠার ধনুক বাম হাথে।
কালান্তক যম যেন দেখয়ে সাক্ষাতে॥
যমদগ্নির শরধনুক পর্ব্বতপ্রমাণ।
তর্জ্জন শুনিয়া রাজার উড়িল পরাণ॥
নিষ্ঠুর শরীর তার তিলেক নাহি দয়া।
মায়ের মাথা কাটিলেক
বাপের আজ্ঞা পায়্যা॥
পর্ব্বতপ্রমাণ দেখি শরীর দুর্জ্জয়।
দেখিয়া রাজার লাগিল বড় ভয়॥
চারি পুত্র লইয়া দশরথ নৃপতি।
আগু বাড়িয়া দশরথ রাজা করে স্তুতি॥
রামনাম দুইজনে মিত্র গেয় নে।
চারি পুত্র লৈয়া রাজা গেলা অন্য স্থানে॥
ভয় বড় পায়্যা রাজা পুত্রের লাগে ব্যথা।
আগু বাড়্যা দশরথ নোঙাইয়া মাথা॥*

সূর্য্যবংশের রাজা তোমার সেবক হয়।
সোঁসর সেবকে ক্রোধ কর কেনে মহাশয়॥
কুপিল পরশুরাম রাজার বচনে।
আমার নামে পুত্রের নাম
থুয়্যাছ আপনে॥
একই রাম আমি পৃথিবীমণ্ডলে।
তোর রাম কাট্যা আজি পাঠাব যমঘরে॥
তের রাম কাট্যা আজি দিব বলিদান।
পৃথিবীমণ্ডলে যেন থাকে এক রাম॥
নিষ্ঠুর শরীর তার তিলেক নাহি দয়া।
রামেরে রুষিয়া যায় দুর্জ্জয় কুঠার লৈয়া॥
এড়িল কুঠারখান পর্বত আকার।
দশরথ বলে পুত্রের নাহিক নিস্তার॥
এড়িল কুঠারিখান সর্বলোকে দেখে।
হেন কুঠার রঘুনাথ ধরে বাম হাথে॥
কুঠারখান ব্যর্থ হইল পরশুরামের ভয়।
নাকে হাথ দিয়া বলে এ তো মানুষ নয়॥
আমার কুঠারে কারো নাহিক নিস্তার।
হেন কুঠারের দেখি হয় প্রতিকার॥
যে ধনুকের প্রসাদে দশদিগ ভাঙ্গে।
হেন ধনুক পরশুরাম থুইল রামের আগে॥
মহাদেবের ধনুক ভাঙ্গিলা পুরাতন।
তোর শক্তি বুঝিব আমার ধনুকে দেহ গুণ॥
পুরাতন ধনুকখান ঘুণেতে জর্জর।
রৌদ্রে শুখাইলে ধনুক করে মড়মড়॥
সে ধনুক ভাঙ্গিয়া তোর বাড়িয়াছে আশ।
আমার ধনুকে গুণ দিলে
জানি তোর সাহস॥
তবে সে বিক্রম আমি তোমার বাখানি।
শ্রীরাম নাম তোমার তরে সে আমি জানি॥
তবে সে বাখানি আমি তোমার শরীর।
আমার ধনুকে গুণ দিস তবে জানি বীর॥
আমার ধনুক দেখিয়া রাম যদি কর ভয়।
প্রাণ রক্ষা নাহিবেক জানিহ নিশ্চয়॥
পরশুরামের কথা শুন্যা শ্রীরামের হাস।
পরশুরামের তরে রাম বলেন বিশেষ॥
মহাদেবে শিক্ষা তোমার সার্বলোকে জানে।
গুরুনিন্দা পরশুরাম কর কি কারণে॥
গুরুনিন্দা মহাপাপ পরম পাতক।
অনেক কাল পরশুরাম ভুঞ্জিবা নরক॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর একই শরীর।
হেন জন নিন্দা কর কিসের তুমি বীর॥
অনুমানে বুঝিলু তোমার নিকট মরণ।
মহাদেবে নিন্দা কর কিসের কারণ॥
তোমার ধনুকখানে যদি গুণ দিতে পারি।
তোমার ধনুক বাণেতে
তোমায় শেষে মারি॥
এই প্রতিজ্ঞা করিলু আমি তোমার স্থানে।
তোমার প্রাণ লব আজি
তোমার ধনুক বাণে॥
পরশুরামের ধনুক তুলিয়া লইল বাম হথে।
নোঙাইয়া গুণ তায় দিল রঘুনাথে॥
অবশ্য এড়িব বাণ বলিনু নিশ্চয়।
তোমারে মারিলে আমার ব্রহ্মবধ হয়॥
আমার জন্ম ক্ষত্রিয় বংশে তুমি তো ব্রাহ্মণ।
তোমায় বধ না করিব ব্রহ্মবধের কারণ॥
ত্রিভুবন ভিতরে আমার অব্যর্থ বাণ।
কাহারে মারিব বাণ থুইব কোন্ স্থান॥
শুনিয়া যে পরশুরাম রামের উত্তর।
যোড় কর করিয়া স্তুতি করিল বিস্তর॥
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া আপনি আস্যাছ নারায়ণ।
ব্রহ্মা বলিতে নারে তোমার যত গুণ॥
আগম পুরাণ বেদে তোমার
সকল নাহি জানে।
ব্রহ্মা মহেশ্বর তোমায় না পান ধেয়ানে॥
সর্ব্বলোকের নাথ তুমি অনাথের গতি।
তোমার গুণ বলিতে পারে কাহার শকতি॥
তুমি তো আপনা জান তোমায় জানে কে।
মরিয়া না মরে সে তোমার নাম লয় যে॥
স্বর্গ বই পুরুষের গতি নাহি আর।
বাণে রুদ্ধ কর আমার স্বর্গের দুয়ার॥
স্বর্গে যাইতে রাম আমার নাহি অভিলাষ।
তোমার দেখা পাইলু হেথা
কি কার্য্য স্বর্গবাস॥
রণপণ্ডিত রঘুনাথ রণের জানে সন্ধি।
পরশুরামের স্বর্গদ্বার বাণে কৈল বন্দী॥
সহস্রমুখ হৈয়া বাণ রহিল আকাশে।
স্বর্গদ্বার বন্দী হইল না যায় স্বর্গবাসে॥
হাথে হইতে রঘুনাথ এড়িল ধনুকখান।
পরশুরামের হইল ধনুক অচলপ্রমাণ॥
পরশুরামের তেজ লইলা কমললোচন।
চিহ্নমাত্র কাঁধে পৈতা করেন ব্রাহ্মণ॥
সহস্রমুখে রহিল বাণ উপর আকাশ।
স্বর্গপথ বন্ধ হইল না যায় স্বর্গবাস॥

ধনুক নাড়িতে না পারিয়া
গেলা মহাদেবের পাশ।
পরশুরামে দেখিয়া মহাদেবের হাস॥
বিষ্ণুতেজ নাহি দেখি তোমার শরীরে।
অহঙ্কারে সর্ব্বনাশ জানিহ সংসারে॥
এত শুনি পরশুরাম করিলা গমন।
অভ্রছায়ায় অন্তরীক্ষে বেড়ান গগন॥
*কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সুমধুর বাণী।
শ্রবণে পরম সুখ হয় দিব্য জ্ঞানী॥*

পুত্রজয় দেখিয়া হরিষ দশরথে।
পুনর্জ্জন্ম হইল পুত্রের পরশুরামের হাথে॥
রামের জয় দেখিয়া সীতা হরিষ অন্তরে।
রাম হেন স্বামী পাইলু অনেক পুণ্যফলে॥
পৃথিবীতে আছে যত রাজার মুরতি।
যোড় হাথে রামেরে সকলে করে স্তুতি॥
এই পুরুষ রাম গোসাঞি ত্রিভুবন জিনে।
হেন জন কে আছে পরাজয় না হয়
তোমার বাণে॥
পরশুরাম জিনিতে গোসাঞি
পারে কোন্ জন।
সাক্ষাৎ গোসাঞি দেখি তুমি নারায়ণ॥
পরশুরাম জিনিয়া রাম আইলা হরিষে।
উত্তরিলা গিয়া রাম আপনার দেশে॥
দূরে থাকিয়া রাম দেখে পুরী জন।
হরষিতে ধাইয়া আইসে পুরীর সর্বজন॥
চারি ভাই বিবাহ করিয়া আইল হরিষে।
রাম দেখিয়া আনন্দিত লোক
অযোধ্যার দেশে॥
নানাবর্ণে পতাকা উড়ে সকল ঘরের চালে।
উপরে চাঁদওয়া শোভে গগনমণ্ডলে॥
কুলবধূ যত আছে প্রজার কুমারী।
ঘৃতপ্রদীপ জ্বালিল দ্বারে সারি সারি॥
সুবর্ণকলসী উপরে দিয়া আম্রসার।
গুবাক নারিকেল কাঁদি কদলী অপার॥
কৌশল্যা কেকয়ী আর সুমিত্রা সতিনী।
চারি বধূ আনিতে আইল তিন মহারাণী॥
বুড়া রাজার আর আইল সাত শত স্ত্রী।
আনন্দিত হইল রাজ্য অযোধ্যা নগরী॥
ডবল বিশাল ঢাক বাজে জয়ঢোল।
পৃথিবীমণ্ডলে শুনি রামজয় রোল॥

দেবগণ আসিয়া করে পুষ্প বরিষণ।
জয় জয় হুলাহুলি দেয় নারীগণ॥
কৌশল্যা কেকয়ী আর সুমিত্রা সতিনী।
তোমরা তিনে বধূ পরিচয় করহ আপনি॥
চারি কন্যার কাঁখে দিল সুবর্ণ কলসী।
দেখিতে রূপসী সকল ধায়্যা ধায়্যা আসি॥
কাঁখে কলসী দিলা মাথায় দিল ডালা।
পুত্রবধূ নিছিয়া ফেলিলা খৈ কলা॥
শুভক্ষণে কৌশল্যা দেখেন পুত্রবধূ মুখ।
চন্দ্রবদন দেখিয়া রাণীর পরম কৌতুক॥
সীতার রূপে অযোধ্যা নগরী আলো করে।
কৌশল্যা বলেন আমার লক্ষ্মী আইলা ঘরে॥
রত্নমন্দিরে দম্পতি করিলা প্রবেশ।
আনন্দ কৌতুক বড় অযোধ্যার দেশ॥
নানারত্ন যৌতুক লৈয়া আইসে পুরীজন।
রত্ন অলংকার দিলা বহুমূল্য ধন॥
যতেক যৌতুক রাম পাইল অলংকার।
যৌতুক ভরিল রামের সাত শত ভাণ্ডার॥
যতেক যৌতুক পাইল সীতা ঠাকুরাণী।
লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কার বাপে লিখিতে জানি॥
শ্রীরামলক্ষ্মণ আর ভরত শত্রুঘ্ন।
চারি ভাই বন্দে গিয়া বাপের চরণ॥
চারি পুত্র দেখিয়া রাজার বড় কুতূহল।
সুখে রাজ্য করে রাজা নয় হাজার বৎসর॥
অন্ধ মুনির শাপ রাজা চিন্তে দিনে দিন।
দেয়ানে বসিয়া রাজা চিন্তে অলক্ষণ॥
রাজ্যভোগে সুখ আমি করিলু এতকাল।
বিপরীত অমঙ্গল দেখিলাম জঞ্জাল॥
ঝাকে ঝাকে গৃধিনী পড়ে প্রতি ঘরের চাল।
রাত্রি দিন নিদ্রা না যাই শৃগালের রোল॥
পৌর্ণমাসীর চন্দ্র গিলিতে রাহু বিদিত।
অমাবস্যায় গিলিল চন্দ্র দেখি বিপরীত॥
অন্ধ মুনির শাপ আমার না যায় খণ্ডন।
অনুমানে জানিলু আমার নিকট মরণ॥
মুনি শাপ দিলে আমি পাইল পুত্রবর।
পুত্র হইল মোর এগারো বৎসর॥
পুত্রশোকে মুনি মোরে দিলা ব্রহ্মশাপ।
রাত্রিদিন ভাবি আমি সেই অনুতাপ॥
দশ বৎসর গেল আমার এগারো প্রবেশ।
নিকট মরণ আমার আয়ু হইল শেষ॥
মাস দুই তিন আমার মরিবার আছে।
তাবৎ রাম রাজা করি যে হয় মোর পাছে॥

রামের শত্রু কেকয়ী রাজা সকল জানে।
সর্ব্বক্ষণ যুক্তি করে পাত্রমিত্র সনে॥
ভরত বিদ্যমানে যদি দেও ছত্রদণ্ড।
তবে কেকয়ী মোরে পাড়িবে পাষণ্ড॥
ভরত পাঠাইয়া দেহ পড়িবার ছলে।
রাজগিরি পড়ুক গিয়া মাতামহের ঘরে॥
রাজা বলে শুন ভরত শত্রুঘ্ন।
মাতামহের বাড়ি গিয়া পড় দুইজন॥
বিবাহ করিয়া আইলা মাতামহ নাহি জানে।
নমস্কার কর গিয়া মাতামহের চরণে॥
ঘোড়া হাথী রত্ন দিলা বহুমূল্য ধন।
বিদায় হইয়া চলিলা ভাই দুইজন॥
নমস্কার করিয়া চলিলা হরিষে।
উত্তরিলা গিয়া তারা রাজগিরির দেশে॥
মাতামহের বাড়ি উত্তরিল গিয়া সাত দিনে।
শ্রীরামে রাজা দিতে রাজা চিন্তে মনে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের বাণী অমৃতের ভাণ্ড।
এতদূরে সমাপ্ত হইল আদিকাণ্ড॥
শ্রীশ্রীরামচন্দ্রোজয়তিতরাম্॥

অযোধ্যাকাণ্ড

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং রঘুবরং
সীতাপতিং সুন্দরং
কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং
বিপ্রপ্রিয়ং ধার্ম্মিকম্‌।
রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং দশরথতনয়ং
শ্যামলং শান্তমূর্ত্তিং
বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং
রাঘবং রাবণারিম্‌॥

আদ্যকাণ্ডে রামের জন্ম সীতাদেবীর বিয়া।
অযোধ্যাকাণ্ডে গেলা রাম রাজ্য হারাইয়া॥
রাজ্য হারাইলা রাম অযোধ্যাকাণ্ডে।
অরণ্যকাণ্ডে সীতা হরিয়া নিল দশমুণ্ডে॥
কাণ্ডে কাণ্ডে রঘুনাথের হইল অপচয়।
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে মৈত্র লাভ কটক সঞ্চয়॥
সুন্দরকাণ্ডে সেতুবন্ধ কটক হইল পার।
লঙ্কাকাণ্ডে রাবণ মারিয়া সীতার উদ্ধার॥
দেশে আসিয়া রাজা হইলা উত্তরকাণ্ডে।
এই ক্রমে সাতকাণ্ড কৃত্তিবাসের তুণ্ডে॥
সাত কাণ্ড রামায়ণ প্রথম আদ্যকাণ্ড।
শুনিতে অপূর্ব্ব কথা অমৃতের ভাণ্ড॥
রঘুমুনির পুত্র বাল্মীকি মহামুনি।
আদ্য কবি বলি তাঁকে সর্ব্বলোকে জানি॥
ষাটি সহস্র বৎসর থাকিতে অবতার।
অনাগম করিলেক বিদিত সংসার॥
যাহার প্রসাদে হইল গীত রামায়ণ।
যাহার প্রসাদে গীত শুনে সর্ব্বজন॥

রাজকার্য্য করে রাজা বসিয়া সিংহাসনে।
চতুর্দ্দিগের রাজা আইল রাজসম্ভাষণে॥
হস্তী ঘোড়া নানা রত্ন নানা অভরণ।
বিবাহের যৌতুক দিল যত রাজাগণ॥
রাজা নমস্করি সভে যোড় করি হাথ।
মহারাজা দশরথ তুমি সভার নাথ॥
যত রাজা আছে ভারতভূমির ভিতরে।
রাজচক্রবর্ত্তী তুমি সভার উপরে॥
এক দান মাগি রাজা কহিতে ভয় বাসি।
শ্রীরাম রাজা হইলে নির্ভয় হৈয়া বসি॥
পাঁচ বৎসরের রাম যখন মাথা ঝুটি ধরে।
তাড়কা রাক্ষসী মরে শ্রীরামের শরে॥
রাক্ষস সভ আসিয়া মুনিসভার
যজ্ঞ করে নাশ।
হেন রাক্ষস মারিয়া রাম করিলা বিনাশ॥
মহাদেবের ধনুক ভাঙ্গেন জনকের ঘরে।
তাহা দেখিয়া দেব দানব সভে কাঁপে ডরে॥
সংসারের রাজা আইল ধনুকে গুণ দিতে।
গুণ দিবার কাজ থাকুক না পারে লাড়িতে॥
শ্রীরাম গিয়া গুণ দিলা সেই ধনুকে।
কন্যা বিভা দিল জনক পরম কৌতুকে॥
ত্রিভুবন কাঁপে রাজা পরশুরামের ডরে।
হেন জন জিনিলা সেই রঘুবীরে॥
হেন রাম রাজা হইলে
নির্ভয় হৈয়া থাকি।
রামের ডরে কাঁপে ত দেবতা বাসুকি॥
অন্তরে হরিষ রাজা শুনিয়া বচন।
বাক্যের ছলে দশরথ বুঝে সভার মন॥
শ্রীরাম রাজা করিতে সভার সন্তোষ।
বুড়াকালে রাজা আমি করিলু কোন্‌ দোষ॥
বুড়াকালে মারিলু আমি দৈত্য সম্বর ।
দানব মারিয়া আমি রাখিলু পুরন্দর॥
সংসার নষ্ট হয় শনির দরশনে।
হেন শনি আমার ঠাঞি পরাজয় মানে॥
আর যত যত আছে আমার ডরে কাঁপে।
রাজ্যখণ্ড সুখে আছে আমার প্রতাপে॥
এত যদি বলিলেক দশরথ কোপে।
দশরথ কোপ দেখ্যা সকল রাজা কাঁপে॥
রাজা সভার ভয় দেখিয়া দশরথ হাসে।
পরিহাস করিলু আমি না পাইও তরাসে॥
রামেরে রাজ্য দিতে আমি চিন্তি সর্ব্বক্ষণ।
আমার মনের কথা কহিলা সর্ব্ব রাজাগণ॥
নানা পুষ্প সুগন্ধি বসন্ত চৈত্র মাস।
কালি করিব শ্রীরামের অধিবাস॥
রামের অধিবাস করিতে যতেক দ্রব্য লাগে।
সকল দ্রব্য আনিয়া যোগায় রাজা আগে॥
মঙ্গলদ্রব্য যত আছে শাস্ত্রবিধান।
সকল আনিয়া দেহ বশিষ্ঠের স্থান॥
রাজা বলে শুন বলি সুমন্ত সারথি।
রথে করি রামচন্দ্র আন শীঘ্রগতি॥

রাজার আজ্ঞায় রথ লৈয়া গেলা রামের পাশ।
ঝাট চল রাজা তোমায় দেখিতে হাত্যাস॥*
রথে চড়িয়া রাম গিয়া বাপের চরণ বন্দে।
রামেরে নেহালে রাজা পরম সানন্দে॥
আলগছ টোঙ্গের উপর রাজা
বসিল কৌতুকে।
চন্দ্র উদয় হয় যেন সর্ব্বলোকে দেখে॥
বাপে পুত্রে দুইজনে বসিলা সিংহাসনে।
রাজনীতি শিখায় রাজা রামেরে একমনে॥
জ্যেষ্ঠা মহাদেবীর তুমি জ্যেষ্ঠ নন্দন।
রাজা হৈয়া কর তুমি প্রজার পালন॥
সংসার তুষ্ট রাম তোমার রূপগুণে।
রাজনীত কর্ম্ম যত শিখ সাবধানে॥
পরের ঘরে দেখিবা যত পরমসুন্দরী।
রাজা হৈয়া লোভ না করিবা পরস্ত্রী॥
রাজা হৈয়া না হরিহ পরধন।
পুত্র হেন প্রজালোকের করিহ পালন॥
দুঃখিত ব্রাহ্মণ দেখিয়া করিহ দানকর্ম্ম।*
সাবধানে শিখহ রাম রাজনীত ধর্ম্ম॥
মধুর বচনে রাজা রামেরে শিখায়।
অন্তঃপুরে থাকিয়া কৌশল্যা বার্ত্তা পায়॥
হরিষে কৌশল্যাদেবী বিলায় নিজ ধন।
দোহা গাভী বিলায় আর রজত কাঞ্চন॥
বাপের ঠাঁঞি বিদায় হইয়া
চলিল হরিষে।
রাম দেখিতে ধায়্যা যায় স্ত্রীপুরুষে॥
সভাকারে আশ্বাস রাম করিলা বিশেষ।
আপন অন্তঃপুরে রাম করিলা প্রবেশ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের অপূর্ব্ব পাঁচালি।
অযোধ্যাকাণ্ডে গাইল গীত প্রথম শিকলি॥

সুখে রাত্রি বঞ্চিয়া রাম প্রত্যূষ বিহানে।
হরিষে চলিলা রাম বাপ সম্ভাষণে॥
পিতা স্মরিয়া রাম বন্দিলা চরণ।
বসিবারে রাজা রামে দিলেন আসন॥
রাজা বলে রাম তুমি কর অবধান।
যত কর্ম্ম করিলু আমি শুন মোর স্থান॥
অনেক যজ্ঞ করিয়া তুষিলাম দেবগণ।
নানা দ্রব্য দান করিয়া তুষিলু ব্রাহ্মণ॥
রাজনীত কর্ম্ম যত করিলু অপার।
তোমায় রাজ্য দিয়াছি আর আছে ধার॥
আজি অকুশল দেখিলু অনেক উৎপাত।
আকাশে থাকিয়া ঘন পড়ে উল্কাপাত॥
পূর্ণিমায় চন্দ্র গিলিতে রাহুর বিহিত।
অমাবস্যায় চন্দ্র আজি দেখি বিপরীত॥
যে রাজ্যে এমন সকল বুড়া রাজা মরে।
রাজার কুশল নাহি শাস্ত্রে হেন বলে॥
বুড়াকালে শরীর মোর হইল জর্জ্জর।
ঝাট রাজা হও রাম আমার গোচর॥
যাবৎ শরীরে আমার আছে ত গেয়ান।
তাবৎ রাজা হও রাম মোর বিদ্যমান॥
মরণ নিকট আমার নাহি দেখি তারা।
তোমায় রাজা করিতে তেঁঞি
করিয়াছি ত্বরা॥
তোমার কনিষ্ঠ ভরত আমার তনয়।
তারে রাজ্য দিতে আমার উচিত না হয়॥
জ্যেষ্ঠ থাকিতে কনিষ্ঠের নাহি অধিকার।
ঝাট রাজা হও তুমি শোধি তোমার ধার॥
অনেক পাত্র আছে ভরতের সনে।
তোমারে পাষণ্ড পাছে করে কোন জনে॥
অধিবাসযোগ্য আজি পুনর্ব্বসু নক্ষত্র।
পুষ্যা নক্ষত্রে কালি ধরিহ দণ্ডছত্র॥
উপবাস করিহ আজি সীতা বহুর সনে।
ঘৃতপ্রদীপ জ্বালিয়া আজি
থাকিহ জাগরণে॥
এতেক বলিয়া রামে দিলেক মেলানি।
মায়ের অন্তঃপুরে গেলা কহিতে কাহিনী॥
মঙ্গল ধূপ ধুনা ঘৃতপ্রদীপ জ্বলে।
হরিষে কৌশল্যাদেবী দেবতা পূজা করে॥
সেই ঘরে বুড়া রাজার সাতশত রাণী।
রাম জয় মঙ্গলধ্বনি মাত্র সভে শুনি॥*
হেনকালে বন্দেন রাম মায়ের চরণ।
যোড় হাথে মায়ের আগে করে নিবেদন॥
আমারে দিলেন পিতা আপন ছত্রদণ্ড।
পুরী সমেত তুষ্ট মোরে সকল রাজ্যখণ্ড॥
আজি অধিবাস মোর কালি হইব রাজা।
রাজ্যখণ্ড তুষ্ট মোরে লোকজন প্রজা॥
রামের কথা শুনিয়া কৌশল্যা মহাদেবী।
শত্রুক্ষয় করিহ রাম হৈয়া চিরজীবী॥
মনের দুঃখে পূজিয়া মুঞি উমা মহেশ্বর।
তে কারণে পাইলু আমি তোমা পুত্রবর॥
পুষ্যা নক্ষত্রে জন্ম তোমার হইল শুভক্ষণে।
রাজার মা হইলু আমি তোমা পুত্রগুণে॥

সুমিত্রা সতাই তোমার বড় হিতৈষিণী।
তোমার মঙ্গল চিন্তিল সুমিত্রা সতিনী॥
যোড় হাথ করিয়া লক্ষ্মণ আছেন রামের পাশে।
হাসিয়া শ্রীরাম বলেন লক্ষ্মণ সম্ভাষে॥
তুমি লক্ষ্মণ ভাই আমার ভিন্ন নাহি লাগে।
তুমি বাপের রাজ্য ভুঞ্জিবা একযোগে॥
আপন আওসে রাম করিল প্রবেশ।
এথা দশরথ রাজা সভায় করিল আদেশ॥
বশিষ্ঠ সুমন্ত রাজা আনিলা দুইজনে।
রামের অধিবাস সভে করহ শুভক্ষণে॥
পুরোহিতের সনে লড়ে যত রাজাগণ।
অধিবাস করিতে লড়ে যত পুরী জন॥
নারায়ণ তৈলের দিউটী সারি সারি।
আনন্দিত সর্ব্ব রাজ্য অযোধ্যা নগরী॥
নানা শব্দে বাদ্য বাজে রাজবাজন।
অধিবাস দেখিতে আইল যত দেবগণ॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ আইলা অন্তরীক্ষে।
শ্রীরামের অধিবাস দেখেন কৌতুকে॥
মুনি সভ দেখিয়া রাম উঠিলা সম্ভ্রমে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা কৈলা শ্রীরামে॥
বশিষ্ঠ বলেন রাম তুষ্ট হৈলাম তোমার চরিতে।
তোমার অধিবাস দেখিতে প্রজা আস্যাছে ত্বরিতে॥
পিতা বিদ্যমানে তুমি ধর দণ্ডছাতি।
নহুষ রাজা করিল যেমন পুত্র যযাতি॥
বশিষ্ঠ আদি মুনি কৈলা বেদধ্বনি।
অখিল ভুবনে শব্দ রাম জয় শুনি॥
রামের অধিবাস বশিষ্ঠ করিলা শুভক্ষণে।
রাম সীতা উপবাসী রহিলা জাগরণে॥
সকল দেবতা করে পুষ্প বরিষণ।
অধিবাস দেখিয়া স্বর্গে গেলা দেবগণ।
বশিষ্ঠ আসিয়া কহিলেন রাজার বিদ্যমানে।
রামের অধিবাস করিলাম শুভক্ষণে॥
শুনিয়া হরিষ হইল দশরথ রাজা।
পাদ্য অর্ঘ্য দান দিয়া কৈল তাঁর পূজা॥
স্ত্রীপুরুষে যত আছে অযোধ্যা নগরী।
কৌতুকে জাগরণ করিল সকল পুরী॥
রাত্রি প্রভাত হইলে রাজা দিবেক সম্রাট।
সুবর্ণনির্ম্মিত কৈল সিংহাসন পাট॥
*অযোধ্যার প্রজাগণ হৈলা হরষিত।
হাট বাট নগর চাতরে নৃত্যগীত॥*
প্রতি নগর দ্বারে পুতিয়া গেল কলা।
সুবর্ণনির্ম্মিত দ্বারে জ্বালিল পাঁজলা॥
সুবর্ণনির্ম্মিত ঘটে দিয়া আম্রসার।
গুবাক নারিকেল কাঁদি কদলী অপার॥
ডাঙ্গা ডহর স্থান কাটিয়া করিল সোঁসর।
পানি ছড়াইয়া ধূলা মারেন বাছেন ঝিকর॥
কুবের বরুণ আইলা অষ্ট লোকপাল।
স্বর্গলোক মর্ত্যলোক আইলা পাতাল॥
শুক্লবর্ণে ঘোড়া আইল শুক্লবর্ণে হাথী।
রাজা সভ আইল সভে সাজন সারথি॥
রঘুনাথের অভিষেকে হরিষ সর্ব্বলোকে।
হরিষে দশরথ রাজা পরম কৌতুকে॥
রাজার ঠাঁঞি বলেন সভে হইল শুভক্ষণ।
রামের অভিষেক হইল বিলম্ব কি কারণ॥
শুনিয়া দশরথ রাজা পরম হরষিত।
ব্রাহ্মণ সভ আনিল কুলের পুরোহিত॥
শুভক্ষণে রামেরে দেও ছত্রদণ্ড।
যাবৎ নাহি পাড়ে ঘোর আর পাষণ্ড॥*
পাষণ্ড পাছে পাড়ে রাজা মনেতে চিন্তিত।
সেই ভয় রাজার পড়ে আচম্বিত॥
বিধাতার নির্ব্বন্ধ আছে না যায় খণ্ডন।
আচম্বিতে কুজী চেড়ি আইল তখন॥
*পূর্ব্বজন্মে দুন্দুভি নামে ছিল অপ্সরা।
সংসারে জন্মিল তার নাম মন্থরা॥
কুজী চেড়ি দেখি যেন কুজ ডাবরি।*
কুজ লৈয়া জন্মিল কুবুদ্ধি চুপড়ি॥
কেকয়ী রাণীর চেড়ি ভরতের ধাইমাতা।
রামসীতার দুঃখে ভাবে সৃজিয়াছে বিধাতা॥
বিভাকালে দশরথ রাজা দানে পাইল চেড়ি।
রাম রাজা হয় দেখিয়া করে ধড়ফড়ি॥
আকৃতি প্রকৃতি কুজী কুচিহ্ন দেখি তারে।
সকল কার্য্য নষ্ট করে থাকে সব ঘরে॥
রামসীতার দুঃখের তরে করে তপ দান।
দশরথের মরণপথ কেকয়ীর অপমান॥
শীঘ্রগতি কুজী চেড়ি আইল বাহিরে।
লোক আনন্দিত দেখে অযোধ্যা নগরে॥
চেড়ি একে একে চাহি টুঙ্গির উপরে।
কুজী চেড়ি জিজ্ঞাসয়ে আর চেড়ির তরে॥
কিসের তরে হরষিত অযোধ্যা নগরী।
কিসের তরে হরষিত সীতা ত সুন্দরী॥

কিসের তরে রামের মা করে এত দান।
সভে মেলি তোমরা কি কর অনুমান॥*
আর চেড়ি বলে কিছু না জান মন্থরা।
রাম রাজা করিতে রাজার হৈয়াছে ত্বরা॥
বুড়ার মরণ নিকট শুনিয়াছি সার।
শ্রীরামের তরে বুড়া দিবে রাজ্যভার॥
এতেক শুনিয়া চেড়ি আর চেড়ির মুখে।
বজ্রাঘাত পড়িল যেন কুজী চেড়ির বুকে॥
আপন ঘরে কেকয়ী ওথা আছেন শয়নে।
টুঙ্গি হইতে উলিয়া চেড়ি যায় সেইখানে॥
শীঘ্রগতি কেকয়ীর ঘরে তখন প্রবেশে।
কেকয়ীরে বার্ত্তা কহে কুজী ঊর্দ্ধশ্বাসে॥
অবুধিনী কেকয়ী শুইয়াছ কোন্ লাজে।
তোর পুত্রের কারণ হেন মন নাহি মজে॥
অপমানে ডুবিলি তুঞি শোকের সাগরে।
ভরতকে এড়িয়া বুড়া রাম রাজা করে॥
ভরত রাখ আপনা রাখ রাখ নিজ গণ।
ভরত রাজা কর ঝাট রাম পাঠাও বন॥
বুড়ার ঠাঁঞি তুমি প্রধান মহারাণী।
ভরত রাজা হইলে তুমি অধিক ঠাকুরাণী॥
কেকয়ী বলে রাম আমার পুত্র তনয়।
কোন্ দোষে রামের করিব অপচয়॥
আপনার মা হইতে রাম
আমার গৌরব রাখে।
রামের মন্দ করিতে আমার চিত্ত নাহি দেখো॥
গুণের সাগর রাম বিচারে পণ্ডিত।
বাপের রাজ্য জ্যেষ্ঠপুত্রে পাইতে উচিত॥
ভরতের রাজ্য রাম দিবেন আপনি।
আমার গৌরব রাখিবেন কৌশল্যা সতিনী॥
রাম রাজা হইলে আমার অধিক সম্মান।
শুভ বার্ত্তা কহি কুজী কি দিব তোরে দান॥
রঘুনাথের যত গুণ কেকয়ী সভ জানে।
কুজীর তরে দান দিতে চিন্তে মনে মনে॥
গায় হইতে অলঙ্কার খসায় ত্বরিত।
অলঙ্কার কাড়িয়া দিল কুজী চেড়ির হাথ॥
আর কিছু কুজী চেড়ি
আমারে না বল কদুত্তর।
রাম রাজা হইলে ধন দিব ত বিস্তর॥
কুপিল কুজী চেড়ি এখন দুই ওষ্ঠ চাপে।
কুজীর কোপ দেখিয়া তবে কেকয়ী কাঁপে॥
হাথে হইতে অলঙ্কার আছাড়িয়া ফেলে।
কোপে দুই চক্ষু রাঙ্গা কেকয়ীরে বলে॥

তোর দুঃখে কেকয়ী আমি
পুড়ি তো অন্তরে।
হিতের তরে বলি আমি ভর্ছিস কেন মোরে॥
সতিনীর পুত্র রাজা হইবে তুমি আনন্দিত।
তোরে হইতে কৌশল্যা রাণী
বুদ্ধিতে পণ্ডিত॥
আপন পুত্র রাজা করে আপন সোহাগে।
দাসী হৈয়া থাকিবে তুমি কৌশল্যার আগে॥
আছুক কৌশল্যার কাজ সীতার সম্পদে।
দাড়াইতে না পারিবা সীতার পরিছদে॥*
পরবাসে থাকিল ভরত মাতুলের ঘরে।
রাজার কিছু দোষ নাহি
দেখিতে না পায় তারে॥
রাম লক্ষ্মণ দুই ভাই একই শরীর।
দুই ভাই রাজ্য করিবে ভরত বাহির॥
তবে তো ভরত তোর হইল বঞ্চিত।
হিতের তরে বলি তবে বাসিস বিপরীত॥
রাজ্য না পাইলে ভরত না আসিবে দেশে।
মায় পুত্রে দেখা নহিবে থাকিল পরবাসে॥
মন্ত্রণা করিয়া রাম পাঠাইয়া দেহ বন।
ভরত রাজা করিব মুঞি দেখিস এখন॥
কুজীর কথা শুনিয়া কেকয়ী পাইল আশ।
কুজীর কথা শুন্যা তার হইল বুদ্ধি নাশ॥
দেব দানব ত্রিভুবনে হইলা সভে সুখী।
চেড়ি হৈয়া প্রমাদ পাড়ে কোথাও না দেখি॥
কেকয়ী বলে আমি জানি
তুমি তো হিতাশী।
রাম আমার মন্দ করিবেক মনে হেন বাসি॥
বাপ মায়ের প্রাণ রাম গুণের প্রকাশ।
হেন রাম কেমনে পাঠাব বনবাস॥
ভরত রাজা হইবে না দেখি উপায়।
যুক্তি বল কোন্ বুদ্ধে ভরত রাজ্য পায়॥
কুজী বলে যুক্তি চাহ যুক্তি দিতে পারি।
হেন যুক্তি দিব আমি ভরত রাজা করি॥
পূর্ব্বের কথা যত সকল আছে মনে।
সে সকল কথা কেকয়ী শুন সাবধানে॥
পূর্ব্বে অনেক যুদ্ধ করিল সম্বর।
দৈত্য মারিয়া আইল রাজা ঘায়েতে জর্জ্জর॥
তাহাতে রাজার তুমি করিলা সেবা পূজা।
তুষ্ট হৈয়া বর দিতে চাহিলেক রাজা॥
আরবার রাজার গুহ্যদ্বারে হইল বিস্ফোট।
তাহাতে কেকয়ী তুমি রাজায় কৈলা তুষ্ট॥

রক্ত পঁূজ তোমার লাগিল সভ মুখে।
তোমার যত দুঃখ রাজা তাহা দেখে॥
তোর সেবা হইতে রাজার হইল প্রতিকার।
তবে তোরে বর দিতে চাহিল আর বার॥
তাহে তুমি বলিলা রাজার গোচর।
কুজী যখন বর চাহে তখন দিবা বর॥
এই কথা কহিবে রাজার বিদ্যমানে।
তুমি পাসরিলা কেকয়ী আমার আছে মনে॥
কালি রাম রাজা হবেন বেলা অবশেষ।
আগে রাজা আসিবেন তোমার সম্পাশ॥
পট্টবস্ত্র এড়িয়া পর মলিন বসন।
গায়ের অভরণ খসাও বহুমূল্য ধন॥
ভূমিতে লোটাইয়া থাক ত্যেজিয়া অন্নপানি।
তোর দুঃখ দেখিয়া রাজা
জিজ্ঞাসিবে কাহিনী॥
গার ধূলো ঝাড়িয়া রাজা জিজ্ঞাসিবে কারণ।
উত্তর না দিবা তুমি করিবা ক্রন্দন॥
উত্তর না পাইয়া রাজা হইবেক কাতর।
নানা রত্ন ধন তোমায় যাচিবে বিস্তর॥
তবে পূর্ব্বকথা তুমি কহিবা রাজার কাছে।
আগে সত্য করাইয়া দান মাগিবা পাছে॥
পূর্ব্বকথা রাজার স্মরণ পড়িবে মনে।
তবে দুই বর মাগিস রাজার বিদ্যমানে॥
এক বরে আপন পুত্র করিও ছত্রধর।
আর বরে রাম বনে যায় চৌদ্দ বৎসর॥
রাম যদি চৌদ্দ বৎসর থাকিল গিয়া বনে।
তবে পৃথিবী ভরিতে পারিবে ভরত ধনে॥
তুমি যদি প্রাণ চাহ রাজা প্রাণ দেয় তোরে।
রাম হেন প্রিয় পুত্র উপেক্ষণ করে॥
মন্থরার বচন কেকয়ীর নিল মনে।
অধর্ম্ম অপচয় সে কিছু নাহি গণে॥
দারুণ ব্রহ্মশাপ আছে কেকয়ীর তরে।
ব্রহ্মশাপের দোষে কেকয়ী প্রমাদ করে॥
বাপের বাড়িতে কেকয়ী যখন
ছিলা শিশুকালে।
ব্রাহ্মণ দেখিয়া ঠেল করিত রাজবলে॥
কুপিয়া ব্রাহ্মণ তবে বলিল কর্কশ।
সর্ব্বলোকে বলে যেন তোর অপযশ॥
ব্রহ্মশাপ কেকয়ীর না যায় খণ্ডন।
কুজীর তরে উঠিয়া কেকয়ী দিল আলিঙ্গন॥
কুজীর রূপগুণ যত কেকয়ী বাখানে।
তোর রূপে স্ত্রী নাহি দেখি মোর জ্ঞানে॥
নীল বসন তোর উজ্জ্বল আঁখির তারা।
পরমসুন্দরী তোরে দেখি লো মন্থরা॥
গৌরবর্ণ দেখি তোরে যেন চন্দ্রকলা।
গলায় তুলিয়া দিল সুগন্ধি পুষ্পমালা॥
রত্নের হার তুলিয়া দিল কুজের উপরে।
ভরত রাজা হইলে ধন দিব তো বিস্তরে॥
কুজীর কুজ দেখিয়া কেকয়ী বাখানে।
বিধাতা সৃজিল কুজ হইল শুভক্ষণে॥
তুমি যেমন মোর সেবা করিল বিস্তর।
তোমার সেবা করিতে দাসী দিব নিরন্তর॥
যদি রাজা রামেরে পাঠাইয়া দিল বন।
তবে সে করিব আমি স্নান ভোজন॥
প্রতিজ্ঞা কুজী আমি করি তোর স্থানে।
বনবাসে রাম পাঠাই দেখ বিদ্যমানে॥
কেকয়ীর কথা শুনিয়া কুজীর হইল হাস।
অযোধ্যাকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

যাবৎ শ্রীরাম না ধরে ছত্রদণ্ড।
তাবৎ রাজার ঠাঁঞি পাড়হ পাষণ্ড॥
এখনি আসিবে রাজা তোমা সম্ভাষণে।
পুত্র রাজা করিবে যদি চিন্ত তাহা মনে॥
শুনিয়া কেকয়ী হইল হরিষে আকুলি।
অভরণ এড়িয়া ভূমে লোটায় সুন্দরী॥
এথায় দশরথ রাজা হরষিত মনে।
কৌতুকে চলিল রাজা কেকয়ী সম্ভাষণে॥
কেকয়ী সম্ভাষিয়া আগে আইসি সত্বর।
তবে আসিয়া রামেরে করিব দণ্ডধর॥
কেকয়ীরে যদি না করি সম্ভাষণ।
তবে কেকয়ী মোরে বলিবে কর্কশ বচন॥
আমারে ভর্ৎসিয়া কেকয়ী দিবেক অনুযোগ।
ধনজন ব্যর্থ তবে সকল রাজ্যভোগ॥
যেন মতে দশরথের হইবেক মরণ।
ঘরে ঘরে বেড়ায় রাজা কেকয়ী অন্বেষণ॥
যে ঘরে কেকয়ী রাণী কর‍্যাছে শয়ন।
সেই ঘরে গেল রাজা ত্বরিত গমন॥
পূর্ব্বজ্ঞানে গেল রাজা না জানে প্রমাদ।
ভূমে লোটাইয়া রাণী করিছে বিষাদ॥
কারণ হৃদয়ে রাজা এত নাহি বুঝে।
অজাগর সর্প যেন কেকয়ী দেবী গর্জ্জে॥
কেকয়ী যুবতী স্ত্রী দশরথ বুড়া।
বৃদ্ধের যুবতী স্ত্রী প্রাণ হইতে বাড়া॥

কেকয়ী বহি রাজার আর নাহি গতি।
সতিনী জিনিয়া যোগ্যা ভারথে যুবতী॥
প্রাণ হইতে রাজা কেকয়ীরে দেখে।
অধিক প্রাণ উড়ে রাজার
কেকয়ী কাঁদে দুখে॥
ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসে রাজা
কাঁপে তো অন্তরে।
বনের হরিণ কাঁপে যেন বাঘিনীর ডরে॥
আমি হেন স্বামী থাকিতে তোমার অবস্থা।
তোর দুঃখ দেখিয়া কেকয়ী
বড় লাগে ব্যথা॥
ত্রিভুবন উপরে আমি রাজচক্রবর্ত্তী।
আমার সমান রাজা নাহিক বসুমতী॥
আমার নাম শুনিলে দেব দানব কাঁপে।
ত্রিভুবন দ্বারে মোর আস্যাছে প্রতাপে॥
সপ্তদ্বীপ পৃথিবী আমার অধিকার।
ধনজন প্রাণ কেকয়ী সকল তোমার॥
কোন্ দ্রব্যে তুমি কর্যাছ অভিমান।
আগে সত্য করি তবে পাছে মাগিহ দান॥
রোগপীড়া হৈয়াছে কিবা শরীর ভিতরে।
বৈদ্য আনিয়া দৃঢ় করি বলহ আমারে॥
গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া রাজা
কেকয়ীরে তোলে।
গা নাহি তোলে রাণী ভূমিতলে পড়ে॥
ভূমিতে পড়য়ে রাণী করয়ে ক্রন্দন।
রা নাহি কাড়ে কেকয়ী না বলে বচন॥
উত্তর না পাইয়া রাজা হইলা চিন্তিত।
বারে বারে বলে রাজা হইয়া ব্যথিত॥
স্বরূপে বলহ কেকয়ী না বলহ মিছা।
ধন জন রাজ্যখণ্ডে কোন্ দ্রব্যে ইচ্ছা॥
সরল হৃদয়ে রাজা বলয়ে বচন।
কি দ্রব্য চাহ মোরে বলহ এখন॥
আছুক আনের কাজ দিতে পারি প্রাণ।
যাহা চাহ কেকয়ী তুমি তাহা দিব দান॥
এত যদি কেকয়ী রাজার পাইল আশ।
পূর্ব্বকথা রাজার ঠাঁঞি করিল প্রকাশ॥
রোগপীড়া নহে মোর পাইয়াছি অপমান।
আগে সত্য কর পাছে মাগিব দান॥
কেকয়ী প্রমাদ পাড়িবে রাজা নাহি জানে।
সত্য সত্য বলে রাজা স্ত্রীর বচনে॥
মায়াপাশ দড়িতে যেন মনমৃগ ঠেকে।
প্রমাদ পাড়িবে রাজা পাছু নাহি দেখে॥
রাজা বলে কেকয়ী তুমি
না বুঝ আপন বল।
এই সত্য করি যদি তোরে করি ছল॥
যে দ্রব্য চাহ তুমি তাহা দিব দান।
আছুক আনের কাজ দিতে পারি প্রাণ॥
কেকয়ী বলে সত্য রাজা করিলা আপনি।
অষ্ট লোকপাল সাক্ষী হইও দিনমণি॥
চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষী হইও গ্রহ তিথি বার।
স্বর্গমর্ত্ত্য পাতাল সাক্ষী হৈও সংসার॥
মাস পক্ষ সাক্ষী হৈও দিবস রজনী।
ত্রৈলোক্য উপরে সাক্ষী হৈও চক্রপাণি॥
বসন্ত শরৎ ঋতু সভে হৈও সাক্ষী।
বনের ভিতরে সাক্ষী হৈও মৃগ পাখি॥
সপ্তদ্বীপ সাক্ষী হৈও সপ্তসাগর।
কুবের বরুণ সাক্ষী হৈও গন্ধর্ব্ব কিন্নর॥
ত্রিভুবন ভিতরে আছে যত প্রাণীগণ।
সাক্ষী হৈও রাজা বলিলা সত্য বচন॥
নাগলোক সুরলোক শুন বাপ ভাই!
সভে সাক্ষী হৈও বর মাগি রাজার ঠাই॥
মনে স্মরণ কর রাজা আছে আমার ধার।
আমার ধার শুধিয়া রাজা সত্য হও পার॥
দৈত্য মারিয়া আইলা তুমি ঘায়েতে জর্জ্জর।
তাহা সেবা করিলু মুঞি দিতে চাহিলা বর॥
আরবার বিস্ফোটে করিলাম পূজা।
তুষ্ট হৈয়া বর দিতে চাহিলা তুমি রাজা॥
তাহে আমি বলিলাম তোমার গোচর।
কুজী যখন বর চাহে তখন দিবা বর॥
দুই বারের দুই বর থাকুক তোমার ঠাঁঞি।
কুজী যখন বর চাহে তখন যেন পাই॥
এক বরে ভরতেরে দেহ রাজ্যধন।
আর বরে চৌদ্দ বৎসর রামে পাঠাও বন॥
চৌদ্দ বৎসর রাম তোমার থাকুন গিয়া বন।
চৌদ্দ বৎসর ভরত রাজ্য করুন পালন॥
চৌদ্দ বৎসর ধ্যান আমার সত্য বচন।
চৌদ্দ বৎসর গেলে হবে সত্যের পালন॥
এত যদি কেকয়ী রাজারে কহে কথা।
বুকে শেল ফুটিল রাজার
লাগিল বড় ব্যথা॥
আছাড় খায়্যা পড়িল রাজা হইয়া মূর্চ্ছিত।
চৈতন্য হরিল রাজার নাহিক সম্বিত॥*
বাক্যের ঘা রাজার বুকে শেল হেন ফুটে।
চৈতন্য পাইয়া রাজা ধীরে ধীরে উঠে॥

কেকয়ী বচনে রাজা কাঁপিল অন্তরে।
ত্রাস পায়্যা দশরথ বলে ধীরে ধীরে॥
আমার প্রাণ লইতে কেকয়ী
তোমার হইল চেষ্টা।
স্ত্রীপুরুষ সর্ব্বলোকে
দিবেক মোরে খোঁটা॥
শ্রীরাম পুত্র বহি মোর আর নাহি গতি।
আমা বধ করিতে তোরে কে দিলে যুকতি॥
রাজ্য ছাড়িয়া রাম যখন যাইবেন বন।
সেই দিন সেই ক্ষণে আমার মরণ॥
স্বামী যদি থাকে তবে স্ত্রীর সম্পদ।
তিন কুল মজাইলা স্বামী করিয়া বধ॥
স্বামী বধ করিয়া পুত্রকে দিবা রাজ্য।
চণ্ডাল হৃদয় তোর করিলি কোন্ কার্য্য॥
বিষদন্তে দংশে যেন কাল সাপিনী।
তোমায় বিভা কর্য্যা আমি মজিলু আপনি॥
কোন রাজা দেখিয়াছ স্ত্রীর কুপর্র।
তোর বশ হৈয়া মোর পড়িল আথান্তর॥
স্ত্রী নহিস কেকয়ী তুঞি কাল সাপিনী।
বিষদন্তে দংশিয়া মোর লইলি পরাণি॥
দশ হাজার বৎসর লোক জিয়ে এই যুগে।
নয় হাজার বৎসর রাজ্য
ভুঞ্জিলু নানা ভোগে॥
আর এক হাজার বৎসর ছিল আমার জীবন।
স্ত্রী হৈয়া স্বামী বধ করিস কি কারণ॥
জ্যেষ্ঠ থাকিতে কনিষ্ঠের মরণ নাই।
এত পরমাই থাকিতে মজিলাম তোর ঠাই॥
এই যুগে দশ হাজার বৎসর জিয়ে লোকে।
নয় হাজার বৎসরে মরণ হইল বড় শোকে॥
এত আয়ু থাকিতে মোর লইলি পরাণ।
পায় পড়ি কেকয়ী মোরে প্রাণ দেহ দান॥
কেকয়ীর পায় ধরিয়া রাজা
লোটায় ভূমিতলে।
সর্ব্বাঙ্গ তিতিল রাজার দুই চক্ষুর জলে॥
আজি আমি যখন বসিব গিয়া দেয়ানে।
সকল পৃথিবী রাজা আস্যাছে মোর স্থানে॥
রামের অধিবাস হৈয়াছে জানে সকল রাজা।
কি বলিয়া ভাণ্ডাইব লোকজন প্রজা॥
এইবার কেকয়ী মোর প্রাণ কর রক্ষা।
আমার সোহাগের তুমি বুঝিলা পরীক্ষা॥
স্ত্রীর কুপর্র পুরুষের হয় সর্ব্বনাশ।
অযোধ্যাকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

কেকয়ী বলে রাজা সত্য করিলা আপনি।
সত্য করিয়া বর দিতে কাতর হও কেনি॥
সত্য ধর্ম্ম রাজা করি অনেক শ্রমে।
সত্য নষ্ট করিলে রাজা কি করিবে রামে॥
সত্য লঙ্ঘনে রাজা পরলোক নাশ।
সত্য যে পালন করে তার স্বর্গে বাস॥
বড় বড় রাজা হইল চন্দ্রসূর্য্যবংশে।
তা সভাকার যশ সর্ব্বলোকে ঘোষে॥
যযাতি নামে রাজা পালিল পৃথিবী।
দেবযানী নামে তার প্রধান মহাদেবী॥
দেবযানীর পুত্র হইল নাম বিশ্বদণ্ড।
স্ত্রীর বোলে রাজা তারে দিল ছত্রদণ্ড॥
সারি নামে ছিলা পৃথিবীর কর্ত্তা।
অসমসাহস রাজার দানে বড় দাতা॥
এক ব্রাহ্মণ আইল দুই চক্ষু কান।
আপন দুই চক্ষু রাজা তারে দিল দান॥
আপনি অন্ধ হইল রাজা চক্ষে নাহি দেখে।
সত্য পালিয়া রাজা গেলা স্বর্গলোকে॥
ইক্ষ্বাকু নামেতে রাজা ছিল সূর্য্যবংশে।
ইক্ষ্বাকুবংশ বলিয়া সর্ব্বলোকে ঘোষে॥
পৃথিবী ডুবাইতে পারি সাগরের জলে।
সগর নামেতে পূর্ব্বে সত্য পালিবার তরে॥
*সত্য করিয়া মোরে দিলে দুই বর।
বর দিয়া এখন কেন হইলে কাতর॥*
স্ত্রীর মায়ায় পুরুষ নাহি পায় সন্ধি।
কেকয়ী বলে রাজা তুমি
সত্যে হইলা বন্দী॥
ভূমে গড়াগড়ি যায় রাজা অভিমানে।
এতেক প্রমাদ কথা কেহো নাহি জানে॥
শ্রীরামের অভিষেকে আস্যাছে সর্ব্বজন।
সর্ব্বলোক বলে বশিষ্ঠ বিলম্ব কি কারণ॥
কালি শ্রীরামচন্দ্রের হৈয়াছে অধিবাস।
আজি কেন বিলম্ব রাজার
ভিতর আওয়াস॥
বুড়া রাজার প্রতাপে ত্রিভুবন বশ।
ভিতরে যাইতে কেহো না করে সাহস॥
পাত্রমিত্র বলে শুন সুমন্ত সারথি।
তোমা বই অন্তঃপুরে কারো নাহি গতি॥
ঝাট যাও সুমন্ত তুমি পুরীর ভিতরে।
সকল দেবতা আসি রহিয়াছেন দ্বারে॥
রামের অভিষেকে আস্যাছে সর্ব্বজন।
এতক্ষণ বিলম্ব রাজার হইল কি কারণ॥

এত শুনিয়া সুমন্ত গেলেন ততক্ষণ।
সকল কথা কহিল গিয়া রাজার বিদ্যমান॥
ত্রিভুবনের যত লোক আসিয়াছে দ্বারে।
বিলম্ব না কর রাজা আইসহ বাহিরে॥
রাজা বলে সুমন্ত কিছু না বল বচন।
আমায় বধ করিতে কেকয়ীর গেল মন॥
বুকে শেল মারিয়াছে বল্যাছে দুষ্ট বাণী।
স্ত্রীর সত্যে বন্দী আমি হৈয়াছি আপনি॥
ঝাট রাম আন গিয়া আমার গোচর।
তুমি আমি রাম যুক্তি করিব ভিতর॥
কেকয়ী বলে যাও সুমন্ত রাজার আদেশে।
ঝাট রাম আন গিয়া বিলম্ব আর কিসে॥
রথ লৈয়া সুমন্ত চলিল সত্বরে।
বাহিরে রথ রাখিয়া গেলা রামের গোচরে॥
বাপের মুখ্য পাত্র সুমন্ত রাম তাহা জানে।
পুরস্কার করি রাম বসাইলা আসনে॥
রাম বলেন বাপের আজ্ঞা আমি শিরে ধরি।
বিলম্ব না করি আমি এই ক্ষণে চলি॥
যাত্রাকালে বলেন রাম শুন দেবী সীতা।
আমি রাজ্য পাইব সতাইর হইল চিন্তা॥*
রাজার সঙ্গে সতাই কি করে অনুমান।
জানিয়া আসি আমায় কি করে সন্নিধান॥
সীতা সম্বোধিয়া রাম বাপের কাছে লড়ে।
তিন বিহন্দের বাহির সীতা
আগু বাড়িয়া এড়ে॥
আওয়াসের বাহির হইলা রঘুনাথ।
চারিভিতে ধায় লোক করিয়া যোড় হাথ॥
ঊর্ধ্বশ্বাসে ধ্যায়া আইসে নারী গর্ভবতী।
লজ্জা ভয় ছাড়িয়া ধায় ঘরের যুবতী॥
কি করিবে স্বামীপুত্রে কি করিবে ধনে।
সকল দুঃখ পাসরিব শ্রীরাম দরশনে॥
কৌতুক দেখিতে যায় চন্দ্রবদন।
তাহা সভাকার দুখ হইল বিমোচন॥
রামের রূপেতে সভার মজিয়া গেল চিতা।*
চক্ষুকোণে না চাহেন রাম পরস্ত্রীর ভিতা॥
এক বিহন্দের ভিতরে রহিলা লক্ষ্মণ।
ভিতর আওয়াসে রাম করিলা গমন॥
ভূমিতলে দশরথ লোটায় অভিমানে।
কেকয়ী দেবী রাজার কাছে
আছেন সেইখানে॥
রাম বলেন সতাই মোরে কহ গো কারণ।
ভূমিতে শয়ন কেন রাজার বিরস বদন॥
কোপ করিয়া থাকে বাপ
আমা দেখিয়া হাসে।
আজি আমায় সম্ভাষ না করেন কোন্ দোষে॥
কোন্ দোষ করিয়াছি বাপের চরণে।
আজি উত্তর না পাই বাপের কি কারণে॥
তুমি কি বাপারে বলিলা দুষ্ট বাণী।
মোর দিব্য লাগে সতাই কহ তো কাহিনী॥
কি করিবে রাজ্যভোগ বাপের অভাবে।
আগে কহ গো সতাই সকল ছাড়ি তবে॥
আছুক বাপের কাজ তোমার বচনে।
রাজ্য ছাড়ি প্রাণ ছাড়ি কি মোর জীবনে॥
সরল হৃদয় রামের কেকয়ী পাপ হিয়া।
নিষ্ঠুর হৈয়া কহে তিলেক নাহি দয়া॥
দৈত্যের যুদ্ধে তোমার বাপ ঘায় জর্জ্জর।
তাহাতে সেবা করিলাম দিতে চাহিলা বর॥
আরবার বিস্ফোটে করিলাম অনেক পূজা।
সেই দুই বর এখন দিয়াছেন রাজা॥
এক বরে ভরতেরে দিবেন রাজ্যধন।
আর বরে চৌদ্দ বৎসর তুমি থাকিবা বন॥
দুই বারের দুই বর আছে আমার ধার।
ধার শোধিয়া তোমার বাপে
সত্যে কর পার॥
মাথায় জটা ধরিবে তুমি পরিবে বাকল।
চৌদ্দ বৎসর বনে থাকিবা খাইবা বনফল॥
কেকয়ীর কথা শুনিয়া রামের হইল হাস।
তোমার আজ্ঞায় সতাই চলিলু বনবাস॥
কোন্ কার্য্য বাপেরে মোর করিল মূর্চ্ছিত।
তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘিতে মোর
না হয় উচিত॥
আছুক বাপের কাজ তুমি আজ্ঞা কর।
তোমার আজ্ঞা সতাই মোর বাপ হইতে বড়॥
তোমার প্রীত হয় বাপের সত্যপালন।
চৌদ্দ বৎসর ফল খাইব থাকিব বন॥
কোন গুণ নাহি সতাই ভারতে শরীরে।।॥*
ধনজন রাজ্য মোর দেহ ভরতেরে॥
কেকয়ী বলে আগে তুমি চল বনবাসে।
তুমি বনে গেলে রাম ভরত আসিবে দেশে॥
হেট মাথা করিয়া সকল শুনেন রাজা।
আমার ঠাঞি কহিয়াছেন
তোমায় বাসেন লজ্জা॥
রাজার বোলে বলি আমি কোপ না কর মনে।
জটা বাকল ধরিয়া তুমি ঝাট চল বনে॥

কেকয়ীর তরে রঘুনাথ দিলেন আশ্বাস।
বিলম্ব নাহি সতাই আমি যাই বনবাস॥
যাবৎ মায়ের ঠাঞি সীতা না করি সমর্পণ।
এইমাত্র খানিক ব্যাজ তবে যাব বন॥
ভূমিতলে দশরথ লোটায় অভিমানে।
দুইজনের কথাবার্ত্তা সর্প হেন শুনে॥
প্রদক্ষিণ হইলা রাম বাপের চরণ বন্দে।
রা শব্দ নাহি রাজা হেট মাথায় কাঁদে॥
বাপ নষ্ট করিয়া রাম চলিলা ত্বরিতে।
হাহা রাম করিয়া রাজা ডাকে আচম্বিতে॥
রা শব্দ নাহি রাজার হইল অচেতন।
আওয়াসের বাহির হইলা শ্রীরামলক্ষ্মণ॥
রামের এত অমঙ্গল কেহো নাহি শুনে।
লক্ষ্মণ সঙ্গেতে ছিলা সেই মাত্র জানে॥
রাম রাজা হইবে হরিষ সর্ব্বজন।
ঘরে ঘরে আলিপনা মঙ্গল বাজন॥
হরিষে কৌশল্যারাণী দেবীর পূজা করে।
চারিদিগে ধূপ ধুনা ঘৃতপ্রদীপ জ্বলে॥
নানা উপহারে দেবী ভরিয়াছে ঘর।
সাতশত রাণী সেই ঘরের ভিতর॥
কৌশল্যার ঘরে থাকে সাতশত রাণী।
রাম জয় মঙ্গল সভে এইমাত্র শুনি॥
হেনকালে গিয়া রাম মায়ের চরণ বন্দে।
রামে আশীর্ব্বাদবাণী করেন আনন্দে॥
আপনার রাজ্য রাজা তোমায় করেন দান।
সূর্য্যবংশের যত লক্ষণ
আসিবে তোমার স্থান॥
বিস্তর সুখ করিহ পুত্র হৈয়া চিরঞ্জীবী।
অনেক কাল রাজ্য করহ পালিহ পৃথিবী॥
অনেক উপহারে আমি পূজিলু মহেশ্বর।
তে কারণে পাইলু তোমা পুত্র বর॥
রাম বলেন মা তুমি হরিষ কর কিসে।
হাথের উপর আইল নিধি
গেল দৈব দোষে॥
তুমি আমি সীতা আর ভাই লক্ষ্মণ।
শোকসাগরে মজিলু এই চারি জন॥
তোমার কাছে সে কথা কহিতে নাহি চাই।
প্রমাদ পাড়্যাছে মা কেকয়ী সতাই॥
সতাইর বচনে আমি চলিলাম বনবাস।
ভরতেরে রাজ্য দিতে বাপার আশ্বাস॥
আছাড় খায়্যা পড়ে রাণী হইয়া মূর্চ্ছিত।
অচেতন কৌশল্যা রাণী নাহিক সম্বিত॥

মা মা করিয়া রাম পরিত্রাহি ডাকে।
মা বধ করিয়া আমি মজিলাম পাতকে॥
কৌশল্যা ধরিয়া তোলেন শ্রীরামলক্ষ্মণ।
অনেক ক্ষণে কৌশল্যা রাণী পাইলা চেতন॥
চেতন পাইয়া রাণী বলে ধীরে ধীরে।
সকল কথা রাম তুমি কহিবা আমারে॥
আমার দিব্য লাগে যদি আমার তরে ভাণ্ড।
কোন্ দোষে কেকয়ী তোমায়
পাড়িল পাষণ্ড॥
রাম বলেন যত দেখ দৈবের ঘটন।
সতাইর দোষ নাহি আমার দৈবের লিখন॥
রাজার সেবা সতাই করে বারে বার।
দুইবার সতাইরে কর্য্যাছেন অঙ্গীকার॥
আজি আমি রাজা হইতাম সভাকার আগে।
হেনকালে কেকয়ী সতাই দুই বর মাগে॥
এক বরে আপন পুত্রকে করিলা ছত্রধর।
আর বরে আমি বনে চৌদ্দ বৎসর॥
স্বামী বই স্ত্রীলোকের আর নাহি গতি।
সতাইর সেবায় বাপার পরম পিরীতি॥
তুমি যদি করিতা আমার বাপার সেবন।
তবে কেন হবে মা এত বিঘটন॥
এত যদি রঘুনাথ মায়ের ঠাঞি কয়।
দারুণ শেল ফুটিল যেন কৌশল্যার হৃদয়॥
কাটিল কদলী যেন ভূমিতে লোটায়।
হা পুত্র বলিয়া রাণী
রামকে কোলে লয়॥
গুণের সাগর পুত্র আমার যাইবেন বন।
ধনজন রাজ্য হইল সভ অকারণ॥
পুত্রশোকে কেমতে আমি ধরিব পরাণ।
নিশ্চয় জানিলু আমার নাহি পরিত্রাণ॥
রাজার প্রধান বিভা আমি হই প্রধান রাণী।
চণ্ডাল হইল মোরে কেকয়ী সতিনী॥
চণ্ডাল সতিনী সেই লোকধর্ম্ম নাহি চায়।
সতিনের অপমান কত সহে গায়॥
সূর্য্যবংশের রাজ্যে নাহি অকাল মরণ।
তে কারণে এতোক্ষণ রহিয়াছে জীবন॥
অনেক দেবতা পূজিলু রাত্রি দিবসে।
সেই ফলে পুত্র তুমি যাও বনবাসে॥
কি করিবে দেবগণ কি করিবে বাপ মায়।
কর্ম্মে যাহা থাকে তাহা খণ্ডনে না যায়॥
যত যত রাজা হইল চন্দ্রসূর্য্যবংশে।
স্ত্রীর বোলে কোন্ রাজা উঠে আর বৈসে॥

অপযশ থুইল বুড়া স্ত্রীর কুর্পর।
বাপের বাক্যে রাম তুমি কেন কর ভর॥
বনবাসে পাঠায় তোমায় স্ত্রীর বচনে।
স্ত্রীসোহাগ্যা বাপের বোলে কেন যাবে বনে॥
রাজকুমার যত আছে পৃথিবীর মাঝেতে।
স্ত্রীসোহাগ্যা বাপের বোলে
কেবা রাজ্য তেজে॥
আপন বল ধরিয়া রাম রাজ্যভোগ ভুজ।
স্ত্রীসোহাগ্যা বাপের বোলে
কেন রাজ্য তেজ॥
লক্ষ্মণ বলেন রাম সতাইর বাক্য পূজি।
স্ত্রীসোহাগ্যা বাপের বোলে
কেন রাজ্য তেজি॥
জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যপাত্র এই যুক্তি আইসে।
হেন পুত্র কোন্ দোষে পাঠায় বনবাসে॥
যাবৎ এই কথা দেশে না হয় প্রচার।
তাবৎ রাজা হৈয়া রাম কর ঠাকুরাল॥
স্ত্রীর বচনে বুড়া হইল পাগল।
হেন বাপের বোলে কেন হও উতরোল॥
ক্ষণেক যদি রঘুনাথ তোমার আজ্ঞা পাই।
ভরত কাটিয়া রাজ্য তোমায় ভুঞ্জাই॥
তুমি আমি রণে যদি পুরি ত সন্ধান।
ত্রিভুবনে কোন্ বেটা হবে আগুয়ান॥
মায়ের বচন লঙ্ঘ রাম বাপের বচন দড়।
বাপ হইতে মাতা অনেক গুণে বড়॥
গর্ব্ভে ধরিয়া দুঃখ পায় স্তন্য দিয়া পোষে।
মায়ের আজ্ঞা লঙ্ঘিতে তোমার
যুক্তি নাহি আইসে॥
রাম বলেন মা তুমি কহ কেমন বার্ত্তা।
আছুক আমার কাজ বাপ
হন তোমার কর্ত্তা॥
বাপের বচনে পরশুরাম মায়ের মাথা কাটে।
বাপের আজ্ঞায় কণ্ণমুনি
জলের ভিতরে খাটে॥
বাপের আজ্ঞায় গোবধ করে অষ্টাবক্র মুনি।
সকলের গুরু বাপ শাস্ত্রে হেন শুনি॥
সত্য না লঙ্ঘে আমার বাপ সত্যে করে ভর।
আমার দুঃখে আমার বাপ হৈয়াছে কাতর॥
সভার জীবন বাপ বুঝি অনুমানে।
আমার বাপের সেবা করিহ সাবধানে॥
কৌশল্যা বলেন রাম তুমি দড় যাবে বন।
সুমিত্রা বলে বনে গেলে তেজিব জীবন॥
বাপের সত্য পালিতে হয় মায়ের মরণ।
বাপের সত্য পালিবে তুমি করিয়াছ মন॥
হেনকালে লক্ষ্মণ বীর রামেরে বুঝায়।
রাম বলেন লক্ষ্মণ তোমার বুদ্ধি ভাল নয়॥
যত যত্ন কর ভাই সভ অকারণ।
বাপের সত্য পালন না করে কোন্ জন॥
বাপের সত্য পালিতে যাব বনের ভিতরে।
বাপের সত্য না পালিয়া
থাকিব অযোধ্যা নগরে॥*
সতাইর আজ্ঞা লঙ্ঘিতে কোন্ জন পারে।
ভরত হইতে সতাই আমারে স্নেহ করে॥
সতাইর দোষ নাহি আমার দৈব দশা।
যে দিনে যে হইবেক দৈবে সকল গাঁথা॥
কোন দুঃখ না ভাবিও ভাই
ক্ষমা কর মনে।
কর্ম্ম না ভুঞ্জিলে দুঃখ না যায় খণ্ডনে॥
সুখদুখ যত দেখ ললাটের লিখন।
যত যত বলেন রাম না শুনে লক্ষ্মণ॥
নানা মতে বলেন রাম লক্ষ্মণের তরে।
রামের বাক্যে প্রবোধ না যায় মহাবীরে॥
প্রবোধ না যায় লক্ষ্মণ সর্প হেন গর্জ্জে।
জাঠি ঝকড়া শেল হাথে লৈয়া তর্জ্জে॥
রাজ্যধন ছাড়িয়া হইলাম বনবাসী।
ফলমূল খাইয়া বেড়াব হইয়া তপস্বী॥
সন্ন্যাসী তপস্বী যত ব্রাহ্মণের কর্ম্ম।
ক্ষত্রিয় রাজা যুদ্ধ করিবে এই তার ধর্ম্ম॥
ক্ষত্রিয় হৈয়া কোন্ রাজা করিয়াছে বনবাস।
শত্রুর বচনে কেবা তেজে রাজ্যপাট॥
অকারণে ধরি আমি আজানু ভুজদণ্ড।
অকারণে ধরি আমি ধনুক প্রচণ্ড॥
অকারণে ধরিনু মুঞিএ বাণ দুষ্কর।
আজ্ঞা কর ভরত মারিয়া পাঠাই যমঘর॥
শ্রীরাম বলেন ভরতের নাহি অপরাধ।
ভরত নাহি জানে ভাই এতেক প্রমাদ॥
অকারণে ভরতেরে না করিহ রোষ।
বিধাতার নির্ব্বন্ধ আমার কারো নাহি দোষ॥
কৌশল্যা লক্ষ্মণ রামেরে বুঝান দুইজন।
কারো নাহি শুনেন রাম প্রবোধ বচন॥
বিদায় মাগেন রাম মায়ের চরণে।
চৌদ্দ বৎসর আমি থাকিব তপোবনে॥
বাপ বই পুত্রের দেবতা নাহি আর।
বাপের আজ্ঞা লঙ্ঘি যদি জীবন অসার॥

মায় পুত্রে কথাবার্ত্তা হইল দুইজনে।
চৌদ্দ বৎসর দেখা আর না
হবে তোমার সনে॥
যে মন্ত্র কৌশল্যাদেবী করিল সাধনে।
সেই মন্ত্র কহিলেন শ্রীরামের কানে॥
চৌদ্দ বৎসর বনে গিয়া থাকিহ কুশলে।
অষ্ট লোকপাল তোমরা রাখিহ সর্ব্বকালে॥
চৌদ্দ বৎসর যদি আমার রহে তো জীবন।
তবে তোমার সঙ্গে আমার হবে দরশন॥
বিদায় হইলা রাম মায়ের চরণে।
লক্ষ্মণসংগতি গেলা সীতা সম্ভাষণে॥
রাম বলেন সীতা আমায় দৈব বিরোষে।
হাথের উপরে আইল নিধি
গেল দৈব দোষে॥
বিভা করিয়া এক বৎসর আমি ছিলাম ঘরে।
হেনকালে কেকয়ী সতাই এত প্রমাদ করে॥
ভরতেরে রাজ্য দিতে বাপের আশ্বাস।
সতাইর আজ্ঞায় আমি যাই বনবাস॥
চৌদ্দ বৎসর গেল সীতা হেন বাসিহ মনে।
চৌদ্দ বৎসর গেলে সুখে থাকিব দুইজনে॥
সীতা বলেন সুখে থাকিয়া হৈলাম নৈরাশ।
তোমার সংহতি আমি যাইব বনবাস॥
তুমি সে পরমগুরু তুমি সে দেবতা।
তোমা বিনা কোন কর্ম্ম নাহি জানে সীতা॥*
স্বামী বহি স্ত্রীলোকের আর নাহি গতি।
স্বামীর জীবনে জীবন মরণে সংহতি॥
একেশ্বর কেন গোসাঞি হইবে বনবাসী।
থাকিয়া তোমার পাশে পথে
হব তোমার দাসী॥
*বনে টানে বেড়াইবা ভুকে আর শোষে।
দুঃখ পাসরিবে যদি দাসী থাকে পাশে॥*
আমার তরে প্রভু কিছু না করিহ চিন্তা।
গুটী তিন ফল দিনে খাইবে সীতা॥
তোমার সেবা করিতে ভুক শোক নাহি জানি।
তোমা দেখ্যা থাকিতে পারি
তেজিয়া আহার পানি॥
রাম বলেন শুন কহি জনকদুহিতা।
বিষম দণ্ডক বন না যাইও সীতা॥
সোনার থালে অন্ন খাইবে পায়স পিষ্টকে।
ফলমূল খাইয়া কেনে বেড়াবে দণ্ডকে॥
সুখে শুয়্যা থাকিবে সোনার খাটের উপরে।
কুশের কাঁটা ফুটিবেক বনের ভিতরে॥

রামের বচনে সীতার দুই ওষ্ঠ কাঁপে।
কোপে রামের তরে কিছু বলেন মনস্তাপে॥
পণ্ডিত হৈয়া আমার বাপের
বুদ্ধি হইল আন।
হেন জামাতার তরে কন্যা কৈল দান॥
স্ত্রী রাখিতে যে জন ভয় করে।
বীর হেন করিয়া তারে কোন্ জন বলে॥
রাজ্য নিল ভরত না করিল অপেক্ষা।
তাহার রাজ্যে থুয়্যা গেলে
না পাইব রক্ষা॥
বাপের বাড়ি যখন ছিলাম শিশুকালে।
আমাকে সন্ন্যাসী দেখিল শিশুর মিসালে॥
আমার কথা বাপের ঠাঁঞি কহিল সন্ন্যাসী।
তোমার কন্যা সর্ব্ব লক্ষণ হইবে বনবাসী॥
তুমি এড়িয়া গেলে আমি মরিব পরাণে।
তোমার সঙ্গে আমি যাইব তপোবনে॥
তোমার সঙ্গে যাইতে যদি
কুশের কাঁটা ফুটে।
তুলা হেন বাসিব আমি থাকিব নিকটে॥
তোমার কাছে শুইতে যদি
গায় লাগে ধুলা।
তোমার সনে বেড়াইতে সেই লেপের তুলা॥
রাম বলেন সীতা তোমার বুঝিলাম মন।
বনবাস যাবে যদি বিলাও সকল ধন॥
পট্টবস্ত্র এড়িয়া পর নীল বসন।
গায়ের খসাইয়া ফেল বহুমূল্য ধন॥
এতেক শুনিয়া সীতা হরিষ অপার।
গায় হইতে খসাইল যত অলঙ্কার॥
সম্মুখে দেখিল সীতা যতেক ব্রাহ্মণ।
তাহা সভাকারে সীতা দিল নানা ধন॥
রাম হইতে সীতা দেবীর ভাণ্ডার দুনু।
সকল ধন বিলাইয়া ভাণ্ডার কৈল শুনু॥
রাম বলেন শুন বলি ভাইরে লক্ষ্মণ।
তুমি দেশে থাকিয়া কর সভার পালন॥
তোমা দেখিয়া সভাকার খণ্ডিবে সন্তাপ।
যেই তুমি সেই আমি জানেন মা বাপ॥
লক্ষ্মণ বলেন আমি চলিলু আগুয়ান।
আমি বনে যাইতে গোসাঞি
না ভাবিও আন॥
যেই তুমি সেই আমি সতাই সকল জানে।
কোনো দুঃখ না ভাবিহ ভাই
ক্ষেমা দেহ মনে॥

রাজার কুমারী সীতা দুঃখ নাহি জানে।
সেবক থাকিলে দুঃখ পাসরিবে মনে॥
রাম বলেন লক্ষ্মণ যদি যাইতে করিলা মন।
মন দিয়া শুন আমি যে বলি বচন॥
বাছিয়া বাছিয়া অস্ত্র লহ খরসান।
বাছিয়া বাছিয়া ধনুক লহ হৈয়া সাবধান॥
বিষম রাক্ষস আছে সেই দণ্ডক বনে।
ধনুক বাণ না লইলে থাকিব কেমনে॥
রামের আজ্ঞা পাইয়া লক্ষ্মণ মহাবীর।
বাছিয়া বাছিয়া ধনুক বাণ করিল বাহির॥
রাম বলেন শুন বলি ভাইরে লক্ষ্মণ।
বিচার করহ তোমার ঘরে আছে কত ধন॥
বনে যাব ধন আমার কোন্ প্রয়োজন।
ব্রাহ্মণ সজ্জন বুঝিয়া দেহ তারে ধন॥
বশিষ্ঠ মুনি আমার কুলের পুরোহিত।
সভারে ধন দিয়া ভাই কর হরষিত॥
দাসদাসী আনহ যত রথের সারথি।
সৈন্যসামন্ত আন যত প্রধান সেনাপতি॥
বাছিয়া বাছিয়া আন যত কুলের ব্রাহ্মণ।
যে যত চায় তারে তত দেহ ধন॥
আমার দুঃখে যত লোক হইয়াছে দুঃখিত।
তাহা সভায় ধন দিয়া করহ ভূষিত॥
চৌদ্দ বৎসর খাইতে পরিতে যার যত লাগে।
পরিতোষ করিয়া ধন দেহ সর্ব্বলোকে॥
এত যদি পাইলা লক্ষ্মণ রামের সন্নিধান।
সকল আনিয়া দিলেন রামের বিদ্যমান॥
ভাণ্ডার শূন্য করে রাম ধনবরিষণে।*
নানা ধন দিয়া রাম তুষিলা ব্রাহ্মণে॥
কোন গুণ নাহি ভাই ভরতে শরীরে।*
বড় প্রীত পাইলু ভরত ভাইর অধিকারে॥
নানা রত্ন মণি মাণিক দিলা সকল ধন।
আমা দেখিয়া ভরত ভাইয়ের করিহ পালন॥
নানা ধন দিয়া রাম করিলা পরিহার।
দানে শূন্য হইল রামের অনেক ভাণ্ডার॥
সকল ভাণ্ডার শূন্য হইল নাই আর ধন।
হেনকালে বার্ত্তা পাইল দরিদ্র ব্রাহ্মণ॥
অতিবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ত্রিজটা নাম ধরে।
দানের কথা শুনিয়া সে ধড়ফড় করে॥
চলিতে না পারে ব্রাহ্মণ অতি তনু শেষ।
হেনকালে ব্রাহ্মণী কহেন উপদেশ॥
দরিদ্র ঠাকুর হইলা রাম গেলা বন।
কেমতে বঞ্চিব বৃদ্ধ ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ॥
তুমি বৃদ্ধ আমি স্ত্রী দুঃখ অপার।
কোন্ জন পুষিবেক কিসে মিলিবে আহার॥
ব্রাহ্মণীর বচনে ব্রাহ্মণ লড়ি করে ভর।
পড়িতে পড়িতে গেলা রামের গোচর॥
দরিদ্র ভিক্ষুক আমি ত্রিজটা নাম ধরি।
বৃদ্ধ বয়েসে স্ত্রী আমার পুষিতে না পারি॥
পুত্র নাহি যে সে মোরে করিবে পোষণ।
অনাহারে বুড়াবুড়ি মরিব দুইজন॥
লড়ি ভর করিয়া আইলু অনেক শকতি।
তোমা বহি দরিদ্রের আর নাহি গতি॥
রাম বলেন ধন নাহি তুমি আইলা শেষে।
এক লক্ষ ধেনু দিলাম লৈয়া যাও দেশে॥
ধেনু দান পায়্যা ব্রাহ্মণ হরিষ অন্তরে।
কাপড় কাছিয়া পরিয়া যান পালের ভিতরে॥
দড় করিয়া চুল বাঁধে লড়ি লইল হাথে।
পালে প্রবেশ করে বুড়া পড়িতে পড়িতে॥
বুড়ার বিক্রম দেখি হাসেন সর্ব্বজন।
ধেনুতে মারিয়া পাড়িবেক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ॥
রাম বলেন ব্রাহ্মণ বচন মাত্রে ধাই।
তোমার শক্তি নিতে নারিবে এক লক্ষ গাই॥
ধেনুর সঙ্গেতে দান করিয়াছি গোয়াল।
গোয়ালা রাখিবে ধেনু থাকিবে সর্ব্বকাল॥
অনুমানে জানিলাম তুমি বড়ই ভিখারি।
আজ্ঞা কর আর ধন কিছু দিতে পারি॥
ব্রাহ্মণ বলেন রাম না চাই আর ধন।
ধেনু বই আর ধনে কোন্ প্রয়োজন॥
বুড়াবুড়ি দুগ্ধ কত খাইব অপার।
কত কত ধেনু বেচিয়া পুরিব ভাণ্ডার॥
অনাথের নাথ তুমি সর্ব্বলোকের গতি।
তোমার গুণ বলিতে পারে কাহার শকতি॥
এক লক্ষ ধেনু লৈয়া ব্রাহ্মণ গেলা দেশে।
অযোধ্যাকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥

ধন বিলাইয়া রাম পুরিলা সংসার।
রামের প্রসাদে লোকের বাড়ে ঠাকুরাল॥
রাজ্যখণ্ড ছাড়িয়া রাম যাবে বনবাসে।
রামের পাছে ধায় লোক স্ত্রী আর পুরুষে॥
মাঝে সীতা করিয়া আগে পাছে দুই বীর।
আওয়াস হইতে তিনজন হইলা বাহির॥
স্ত্রীপুরুষে কাঁদে লোক অযোধ্যা নগরী।
শ্রীরামের পাছ লাগিয়া যায় সকল পুরী॥

যে সীতা নাহি দেখে সূর্য্যের কিরণ।
হেন সীতা পথ বহেন দেখে সর্ব্বজন॥
যে রাম বেড়াইতেন সোনার চতুর্দ্দোলে।
হেন রাম পথ বহিয়া যান ভূমিতলে॥
জগতের নাথ রাম হাটেন আপনি।
বাপের ঠাঁঞি গেলেন রাম মাগিতে মেলানি॥
বুদ্ধিনাশ হইল বুড়ার হরিল গেয়ান।
রাম বনে গেলে বুড়া তেজিবে পরাণ॥
বুড়ারে পাগল করিল কেকয়ী রাক্ষসী।
রাম হেন পুত্র বুড়া করিল বনবাসী॥
অনুমানে বুঝি বুড়ার নিকট মরণ।
বিপরীত বুদ্ধি বুড়ার এই সে কারণ॥
রামের সংহতি লক্ষ্মণ যান তপোবনে।
আমরা কি করিব এথা যাব রামের সনে॥
রামের সংহতি গিয়া হইব বনবাসী।
চৌদ্দ বৎসর গেলে যেন রামের সঙ্গে আসি॥
অযোধ্যার ঘরদ্বার ফেলিব ভাঙ্গিয়া।
সুখে রাজ্য করুক কেকয়ী ভরত পুত্র লৈয়া॥
শূন্য হৈয়া থাকিল রাজ্য অযোধ্যা নগরী।
রামের সনে রহিব গিয়া বনের ভিতরি॥
দশরথ রাজা মরিবে দৈব নাহি খণ্ডি।
পুত্রশোকে মরিবে কেকয়ী হবে রাণ্ডি॥
মানুষ নহে কেকয়ী জাতি রাক্ষসী।
রাক্ষসের দেশে থাকিব বড় ভয় বাসি॥
দশরথ রাজা মরিবে রাম গেলে বনে।
স্ত্রী হৈয়া স্বামী বধ করে কোন্ জনে॥
স্বামী বধ করিতে যার তিলেক নাহি ব্যথা।
ভাঙ্গিল অযোধ্যা পুরী বসত নাহি এথা॥
রামের যত গুণ লোকে তো বাখানে।
বাপের ঠাঁঞি বিদায় হইতে গেলা তিনজনে॥
আওয়াসের ভিতর বুড়া করিছে ক্রন্দন।
রাম হেন পুত্র মোর কে পাঠায় বন॥
রাজা বলে কেকয়ী তুঁঞি কাল সাপিনী।
তোয় বিভা করিয়া আমি মজিলুঁ আপনি॥
কোন্ রাজা দেখ্যাছিস স্ত্রীর কুপ্পর!
তোর বশ হৈয়া আমার পড়িল আথান্তর॥
রঘুবংশ ক্ষয় করিতে আইলি রাক্ষসী।
রাম হেন পুত্র মুঞি করিলু বনবাসী॥
কেমনে দেখিব আমি রাম যাবেন বনে।
রাম বনে যাইতে আমি মরিব পরাণে॥
প্রাণ তেজিব আমি জীব কোন্ সুখে।
স্ত্রীর কুপ্পর আমি বলিবে সর্ব্বলোকে॥

যে রাজা সব জিনিয়া আমি
আইলু মহা রণে।
দেব দানব গন্ধর্ব্ব সভ পালায় মোর বাণে॥
যে রাজা সব মারিল দৈত্য সম্বর।
অমরাবতী গিয়া আমি রাখিলু পুরন্দর॥
হেন রাজা দশরথ স্ত্রীর বোলে মরে।
এই অপযশ আমার থাকিল সংসারে॥
আমার মরণ দেখিয়া লোক হউক জর্জ্জর।
আমার মত নহে কেহো স্ত্রীর কুপ্পর॥
সৌভাগ্যে তোরে আমি বাড়াইলাম আশ।
তিন কুল মজাইলি স্বামী করিলি নাশ॥
তোরে বর্জ্জিবেক ভরত তোর অনাচারে।
আমি বর্জ্জিলাম তোরা দুই
মায় পোয়ের তরে॥
আজি হইতে তোর হাথে
তেজিলু আহার পানি।
স্ত্রী হৈয়া স্বামী বধ করিলি চণ্ডালিনী॥
ছটফট করে রাজা মরিবারে চায়।
চণ্ডালহৃদয় কেকয়ীর দয়া নাহি হয়॥
বিধাতার নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম আছয়ে লিখন।
রাম বনে গেলে রাজার হইবে মরণ॥
যতক্ষণ আছে রাজা আওয়াসের ভিতর।
বাহির হইতে রাম তাহা শুনেন সকল॥
হেনকালে সুমন্ত গেল আওয়াস ভিতরে।
যোড় হাথে বার্ত্তা কহে রাজার গোচরে॥
রাম লক্ষ্মণ সীতা তিনজন যান বন।
বিদায় হইতে দ্বারে রহিয়াছেন তিনজন॥
রাজা বলে সুমন্ত আমার
হরিয়াছে গেয়ান।
সাতশত সতিনী আন আমার বিদ্যমান॥
রাজার আজ্ঞা পায়্যা তখন সুমন্ত সারথি।
সাতশত সতিনেরে আনিল শীঘ্রগতি॥
সাতশত সতিনী বৈসে রাজার পাশে।
তারাগণ সহিত যেন চন্দ্র আকাশে॥
রাজা বলে সুমন্ত আমি বলি তোমার তরে।
রাম লক্ষ্মণ সীতা আন আমার গোচরে॥
রাজ আজ্ঞা পায়্যা তখন সুমন্ত সত্বর।
রাম লক্ষ্মণ সীতা আনেন রাজার গোচর॥
হেনকালে বলেন রাম বাপের চরণে।
আজ্ঞা কর আমরা তিনজন যাই বনে॥
লক্ষ্মণ সীতা চলিলেন আমার সংহতি।
আজ্ঞা কর বনে যাই এই তিন ব্যক্তি॥

লক্ষ্মণ রাখিতে চাই লক্ষ্মণ নাহি রয় দেশে।
আমার সংহতি লক্ষ্মণ চলিল বনবাসে॥
সীতারে রাখিতে বিস্তর করিলাম যতন।
বনবাসে যায় সীতা না শুনেন বচন॥
তোমার চরণে আইলাম হইতে বিদায়।
তুমি বিদায় করিলে আমার কারো নাহি ভয়॥
মাথায় হাথে কাঁদে রাজা করে হাহাকার।
চাপিয়া কোল দেহ রাম দেখা নাহি আর॥
এথায় থাকিলে মোর নাহিক জীবন।
তোমার সংহতি আমি যাইব তপোবন॥
রাজা বলে এথা রাম থাক এক রাতি।
এক রাত্রি বাপ পোয় থাকিব সংহতি॥
ভালমতে দেখি তোমার চন্দ্রবদন।
আর তোমার সঙ্গে মোর না হবে দরশন॥
রাম বলেন বনে যাই সতার সন্নিধানে।
চৌদ্দ বৎসর আমি থাকিব গিয়া বনে॥
এত দিন তোমার সঙ্গে নাহিবে দরশন।
চৌদ্দ বৎসর গেলে দেখিব তোমার চরণ॥
আজি বনে যাই আমি সতাইর বচনে।
আজি এথায় থাকিলে সতাই
বিস্ময় ভাবিবে মনে॥
আজি হইতে অন্ন আমি কর্য্যাছি বর্জ্জন।
বনে গিয়া ফলমূল করিব ভক্ষণ॥
রাজা বলে সুমন্ত শুন আমার বচন।
ঘোড়া হাথী সঙ্গে দেহ বহুমূল্য ধন॥
অরণ্য ভিতরে দেখিবেন রম্যস্থান।
ঋষি তপস্বী দেখিয়া যেন
করেন ধনদান॥
রামেরে ধন দিতে রাজা করিল আশ্বাস।
মহাদুঃখ কেকয়ী দেবী ছাড়িল নিশ্বাস॥
সর্ব্ব শরীর বিবর্ণ হইল মলিন হইল মুখ।
রাজার তরে গালি পাড়ে পাইয়া বড় দুখ॥
ভরতেরে রাজ্য দিতে করিল অঙ্গীকার।
কুটিল হৃদয় তোমার সত্যে নাহিলা পার॥
রাম পুত্র তোমার তেজিতে লাগে ব্যথা।
আপনি বর দিয়া তুমি করহ অন্যথা॥
সগর নামে মহারাজা ছিল তোমার বংশে।
অসমঞ্জা পুত্র বর্জ্জিল সর্ব্বলোকে ঘোষে॥
এতেক যদি রাজার তরে বলিল কেকয়ী।
রাজা বলে শুন কেকয়ী ভারতকথা কই॥
অসমঞ্জা সগরের বেটা দুরাচার করে।
দেখিলে ছাওয়াল গলা চাপিয়া মারে॥
পরম দুখ পায় লোক পুত্রশোক তাপে।
সভে মেলি জানাইলা অসমঞ্জার বাপে॥
অসমঞ্জা বর্জ্জিল সগর লোক অপবাদে।
শ্রীরাম পুত্র বর্জ্জিব আমি কোন্ অপরাধে॥
হেনকালে বলেন রাম বাপের চরণে।
ভাল যুক্তি সতাই বলিল তোমার স্থানে॥
রাজ্য ধন ছাড়িয়া যেজন যাবেক বনে।
ঘোড়া হাথী ধনে তাহার কোন্ প্রয়োজনে॥
গাছের বাকল পরিব ধনুক ধরিব হাথে।
লক্ষ্মণ সীতা সংহতি যাইব বনপথে॥
গাছের বাকল পরিবে রাম
কেকয়ী তাহা শুনে।
আনিয়াছিল গাছের বাকল দিল ততক্ষণে॥
গাছের বাকল আনিয়া দিল রঘুনাথের হাথে।
বাকল দেখিয়া রাজা কাঁদে দশরথে॥
লক্ষ্মণ সীতারে দিল বাকল দুইখানি।
সাতশত রাণীগণের চক্ষে পড়ে পানি॥
সর্ব্বলোকের চক্ষুর জল করে ছলছল।
কেমনে পরিবে সীতা গাছের বাকল॥
এক বাকল পরেন সীতা আর বাকল কাঁধে।
সীতার বাকল পরণ দেখিয়া
সর্ব্বলোক কাঁদে॥
সাতশত রাণীগণ করে হাহাকার।
সূর্য্যবংশের রাজ্যে হইল এমতি অনাচার॥
শ্বশুর বিদ্যমানে বহু গাছের বাকল পরে।
এমত অবিচার নাহি দেখি যে সংসারে॥
বজ্রাঘাত পড়িল যেন দশরথের বুকে।
হরি হরি স্মরণ এখন করে সর্ব্বলোকে॥
রাজা বলে কেকয়ী পাষাণ তোর হিয়া।
লোকধর্ম্ম খাইলি তিলেক নাহি দয়া॥
একজন দংশিয়া কেন দংশিলি অন্যজন।
লক্ষ্মণ সীতারে বাকল পরাইলি কি কারণ॥
বাপের সত্য পালিতে রাম যাবেন বনবাসে।
বহু কেন বাকল পরে তপস্বিনীর বেশে॥
বহু তপস্বিনী হইতে নহে তো উচিত।
হেন দারুণ কর্ম্ম করিতে নহে তো বিহিত॥
নানা রত্নে নির্ম্মিত আছে রাজার ভাণ্ডার।
সুমন্ত আনিল গিয়া নানা অলঙ্কার॥
নানা রত্নে হার দিলা কিরীট কুণ্ডল।
শিরে মুকুট মণি করে ঝলমল॥
কেয়ূর কঙ্কণ পরেন বিচিত্র পাশুলি।
রূপে গুণে আলো করে সীতা তো সুন্দরী॥

নয়নে কজ্জল পরে কপালে চাঁদ ফোঁটা।
ঘন ঘন পড়ে যেন বিজুলির ছটা॥
নানা অলঙ্কার পরে ত্রিভুবনের সার।
শ্বশুরের চরণে সীতা কৈলা নমস্কার॥
নমস্কার করিলা সীতা শ্বশুরের চরণে।
যোড় হাথে দাঁড়াইলা শাশুড়ি বিদ্যমানে॥
কৌশল্যা বলেন বধূ শুন সাবধানে।
স্বামীর সেবা তুমি করিহ রাত্রি দিনে॥
রাজার ঝিয়ারি তুমি রাজার বহুয়ারি।
তোমায় দেখিয়া আচার করিবে অন্য নারী॥
স্বামী নির্গুণ হয় যদি হয় নির্ধন।
তবু স্বামী বই স্ত্রীর নাহি অন্য মন॥
সীতা বলেন শুন কৌশল্যা ঠাকুরাণী।
স্বামীর সেবা করিতে আমি ভাল জানি॥
মনোবাক্যে স্বামীর সেবা আমি করিতে চাই।
তে কারণে ঠাকুরাণী বনবাসে যাই॥
যত ধর্ম্ম কর্ম্ম আমি শিখ্যাছি বাপঘরে।
আর হেন স্ত্রীর জ্ঞান না জানিহ মোরে॥
তবে মা অধিক আমারে করে ব্যথা।
হিত উপদেশ মোরে কহিলা সকল কথা॥
সীতার কথা শুনিয়া কহেন কৌশল্যা রাণী।
তোমা হেন বহু মোর বড় ভাগ্য মানি॥
সীতা বুঝাইয়া রাণী বুঝান শ্রীরামে।
সাবধানে থাকিবা তুমি মুনির আশ্রমে॥
সীতার রূপেতে বাপু ত্রিভুবন জিনে।
চক্ষুর আড়ে সীতারে না করিহ কোনখানে॥
শ্রীরাম বুঝাইয়া রাণী বুঝান লক্ষ্মণ।
রামের সংহতি বাপু জাহ তপোবন॥
সকল তেজিয়া যাহ রাম গোড়াইয়া।
রামের সেবা করিহ তুমি সাবধান হৈয়া॥
রাজ্যধন তেজিয়া হইলা রামের দোসর।
তুমি যত করিলা না করে সহোদর॥
সুমিত্রা বলেন শুন পুত্র লক্ষ্মণ।
রাম সীতা দেবতা হেন জানিহ দুইজন॥
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য ত্রিভুবনে জানি।
আমা হইতে অধিক জানিহ সীতা ঠাকুরাণী॥
রাম বলেন শুন বলি সুমিত্রা সতাই।
প্রাণের অধিক জানিহ লক্ষ্মণ মোর ভাই॥
বনের ভিতর থাকি যদি লক্ষ্মণ দোসর।
ত্রিভুবন ভিতরে আমার কারো নাহি ডর॥
মা সতমা আমার সাত শত রাণী।
সভাকার ঠাঞি রাম মাগিলেন মেলানি॥
নমস্কার কৈলা রাম কেকয়ী চরণে।
মেলানি দেহ সতাই যাই তপোবনে॥
পাপিষ্ঠ কেকয়ী বড় নিষ্ঠুর অন্তর।
ভালমন্দ রামেরে কিছু না দিল উত্তর॥
মায় সমর্পিলা রাম রাজার চরণে।
চৌদ্দ বৎসর মোর মায়ে করিহ পালনে॥
যদি আমার সত্য রাম করিলা পালন।
রথে চড়ি তিন দিনের পথ করহ গমন॥
রাজার আজ্ঞা পায়্যা তখন সুমন্ত সারথি।
তিন দিন রথে যাবে রামের সংহতি॥
রাম লক্ষ্মণ সীতা চড়িলা গিয়া রথে।
নানা বস্তু লইলা ধনুক বাণ হাথে॥
রাজ্য ছাড়িয়া চলিলা রাম বনবাসে।
শ্রীরামের সংহতি ধায় স্ত্রী আর পুরুষে॥
ডাক দিয়া বলে সুমন্তেরে সর্ব্ব লোক।
রথখান রাখ রামের দেখি চাঁদমুখ॥
কাঁটা খোঁচা ভাঙ্গিয়া লোক ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায়।
রাম লক্ষ্মণ সীতাদেবী কত দূরে যায়॥
রামের পাছে ধায় রাজা চক্ষুর পড়ে পানি।
কৌশল্যা সুমিত্রা ধায় সাতশত রাণী॥
সাতশত সতিনী লৈয়া কৌশল্যাদেবী কাঁদে।
কাঁদেন রাজা দশরথ কেশ নাহি বাঁধে॥
রাম বলেন কহি শুন সুমন্ত সারথি।
দেখিতে না পারি আর বাপের দুর্গতি॥
রথখান চালাও তুমি ত্বরিতগমন।
দূরে গেলে না শুনি যেন বাপের ক্রন্দন॥
সুমন্ত বলেন তোমার আজ্ঞা না করিব আন।
আমার বচনে গোসাঞি কর অবধান॥
স্ত্রীপুরুষে লোক সকল ধাইল সত্বর।
শূন্য হইল রাজা তোমার অযোধ্যা নগর॥
বুড়া রাজার তরে তুমি কর সম্ভাষণ।
তবে নেউটিয়া রাজা করিবে গমন॥
রাম বলেন সুমন্ত তোমার যুক্তি নাহি আইসে।
বাপের সঙ্গে দেখা হৈলে না যাওয়া হবে বনবাসে॥
তবে তো নহিল বাপের সত্যপালন।
রথ চালাইয়া দেহ ত্বরিতগমন॥

রামের আজ্ঞা পাইয়া তখন সুমন্ত সারথি।
রথখান চালাইয়া দিল শীঘ্রগতি॥
কথ দূর গিয়া রাম হইলা অদর্শন।
আছাড় খাইয়া রাজা পড়িল ততক্ষণ॥
এক দিনের শোকে রাজার মূর্ত্তি হইল আন।
রাজার জীবন নাহি করিল অনুমান॥
কৃষ্ণবর্ণ হইল রাজার আকৃতি প্রকৃতি।
রাহু গিলিলে যেন চন্দ্র ছাড়ে জ্যোতি॥
ঘন ঘন চায় রাজা হইয়া মূর্চ্ছিত।
সাত শত রাণী গিয়া বেড়িল চারিভিত॥
হেনকালে কেকয়ী রাজার ধরে হাথে।
কেকয়ী দেখিয়া বলে রাজা দশরথে॥
আমা না ছুঁইস তুঞি কালসাপিনী।
স্ত্রী হৈয়া স্বামী বধ করিলি চণ্ডালিনী॥
সম্বিত পাইয়া রাজা কখন অচেতন।
দিন দুই তিনে হইবে রাজার মরণ॥
মরণকালে গেল রাজা কৌশল্যার ঘর।
দুইজন সমশোক কাঁদে নিরন্তর॥
ব্রাহ্মণে দান নাহি যজ্ঞের আহুতি।
চন্দ্রসূর্য্যে ছাড়িলেক আপনার জ্যোতি॥
হাথী ভোগ এড়িল ঘোড়া ছাড়িল ঘাস।
রন্ধন ভোজন নাহি লোক উপবাস॥
রাত্রি হইলে স্ত্রীলোক না যায় স্বামীর পাশে।
সংসার শূন্য হইল লোক কিছু নাহি বাসে॥
রাম রাম বলিয়া দশরথের ক্রন্দন।
রামের শোকেতে রাজা হইল অচেতন॥
রাজারে ধরিয়া তবে রাণীসকল তুলি।
কেহো গায়ের ধূলি ঝাড়ে কেহো বাঁধে চুলি॥
রাজারে ধরিয়া সভে লৈয়া গেল ঘরে।
অন্তঃপুর প্রবিষ্ট রাজা খাটের উপরে॥
কাঁদিতে কাঁদিতে রাজা হইলা অচেতন।
তমসার কূলে গেলা শ্রীরামলক্ষ্মণ॥
তমসার কূল দেখি রাম হরষিত।
অপরূপ স্থান বড় ঘাট সুশোভিত॥
নানা ফুলফল দেখেন তমসার কূলে।
রাজহংস চলিয়া বেড়ায় তমসার জলে॥
সুমন্তের তরে তখন বলেন শ্রীরাম।
তমসার কূলে আজি আমার বিশ্রাম॥
বেলা অবসানে সূর্য্য চলিলা পশ্চিমে।
তমসার জলে স্নান করিলা শ্রীরামে॥

তমসার জলে স্নান করি কুতূহলে।
রথের ঘোড়া সুমন্ত চরায় তমসার কূলে॥
লক্ষ্মণ বীর গাছের তলায় বিছাইল পাতা।
তাহার উপর শুইলা রাম আর সীতা॥
কমণ্ডুল ভরি জল আনিল লক্ষ্মণ।
রাম সীতা দুইজন পাখালিলা চরণ॥
হাথে ধনুক বাণে লক্ষ্মণ রহিলা জাগরণে।
বড় প্রীত পাইলা রাম লক্ষ্মণের গুণে॥
তমসার কূলে রাম বঞ্চিলা সুখরাতি।
প্রভাতকালে রথ যোগায় সুমন্ত সারথি॥
প্রাতঃস্নান করিয়া রাম হৈলা আগুসার।
রথে চড়ি শ্রীরাম তমসা হইলা পার॥
তমসা এড়িয়া গেলেন নদী বেদশ্রুতি।
তাহা পার হৈয়া গেলা নদী তো গোমতী॥
হংস জলে কেলি করে অতি সুশোভন।
সরযূ নদী পার হইলা শ্রীরামলক্ষ্মণ॥
রাম বলেন সীতা আইলু আচম্বিতে।
ইক্ষ্বাকুর রাজ্য সীতা দেখ ভালমতে॥
এই দেশে ইক্ষ্বাকু ধরিল ছত্রদণ্ড।
আমার পূর্ব্বপুরুষের দেখ রাজ্যখণ্ড॥
যথা যথা দিয়া যান রাম মহাশয়।
সে দেশের লোক আসি দেয় পরিচয়॥
তোমার বিহনে গোসাঞি রাজ্যের বিনাশ।
কোন্ বিধাতা সৃজিল রামের বনবাস॥
মধুর বচনে রাম দিলেন মেলানি।
আমারে সদয় তোমরা আমি ভালে জানি॥
পরবাস বনে আমার চৌদ্দ বৎসর।
পরম হরিষে তোমরা যাহ নিজ ঘর॥
সভাকার তরে রাম দিলেন মেলানি।
ঘরে যাইতে লোকের চক্ষে পড়ে পানি॥
দশরথ কেকয়ীর নিন্দা সর্ব্বলোকে বলে।
বাপের নিন্দা শুনিয়া রাম তথা হইতে চলে॥
কোশলের দেশ গিয়া করিলা প্রবেশ।
সীতারে রাম বলেন তোমায় কহি যে বিশেষ॥
আমার মাতামহরা আছিলা এই দেশে।
নগরমধ্যে গঙ্গা আসি করিলা প্রবেশে॥
নগরমধ্যে গঙ্গা আসি রহিলা কুতূহলে।
যজ্ঞকুণ্ড সারি সারি গঙ্গার দুই কূলে॥*
মৎস্য মকর কুম্ভীর জলেতে প্রচুর।
ব্রাহ্মণের শাসন গঙ্গার দুই কূল॥

গুবাক নারিকেলের গাছ আম্র কাঠাল।
গঙ্গার দুই কূলে লোকের বসতি অপার॥
গঙ্গার দুই কূলে তপ করে ঋষি মুনি।
দুই কূলে ব্রাহ্মণ করেন বেদধ্বনি॥
লক্ষ্মণ সুমন্তেরে বলেন শ্রীরাম।
গঙ্গাতীরে রহিয়া আজি আমার বিশ্রাম॥
রথ হইতে উলিয়া হিঙ্গুলি গাছের তলে।
রথের ঘোড়া সুমন্ত চরায় গঙ্গার কূলে॥
গাছের তলায় বসিয়া রাম দূরে দৃষ্টি করি।
রাম বলেন ঐই দেখ শৃঙ্গবেরে পুরী॥
এই দেশে গুহক চণ্ডাল আছে আমার মিত্র।
চণ্ডালের রাজা গুহক ধর্ম্মচরিত্র॥
সাত কোটি চণ্ডালের উপর গুহক ঠাকুর।
চণ্ডালের রাজ্য যুড়িয়াছে অনেক দূর॥
বনের ভিতর বসত করে চণ্ডাল ঠাকুরাল।
নানা ফুলফল খায় আম্র রসাল॥
বেলি অবসানে সূর্য্য রাঙ্গা বর্ণ ধরে।
হেনকালে গেলেন রাম শৃঙ্গবের পুরে॥
রামের বেশ দেখিয়া গুহক করয়ে ক্রন্দন।
সকল কথা কহেন রাম আপন বিবরণ॥
গুহক বলে যেমত তোমার অযোধ্যা নগরী।
তেমতি জানিবে তুমি শৃঙ্গবের পুরী॥
গঙ্গাতীরে ঘর আমার বনেতে বসতি।
বনবাসে বঞ্চ এথা থাকিব সংহতি॥
নানা ফলমূল খাও কর মধুপান।
কথক কাল থাকিয়া এথা কর গঙ্গাস্নান॥
মৎস্য খায় মৎস্য মারে মৎস্য উৎপতি।
এই অনাচার করে চণ্ডালের জাতি॥
মধুর সুস্বাদ দধি ঘৃত রসাল।
তবু উত্তম জাতি বলিবেক ছুইল চণ্ডাল॥
গুহকের কথা শুনিয়া হইল
রঘুনাথের হাস।
তোমার এথায় থাকিয়া আমি
করিব বনবাস॥
বনবাস বঞ্চিতে রাম রহিলা সেই দেশে।
অযোধ্যাকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥

যোড় হাথে বলে তখন সুমন্ত সারথি।
আমারে কি আজ্ঞা হয় বল রঘুপতি॥
সুমন্তের বোলে রাম দিলেন অনুমতি।
রথ লৈয়া দেশে তুমি যাও শীঘ্রগতি॥
তিন দিন রথে আইলাম বাপের আদেশে।
এই দেশে রহিলাম আমি বঞ্চিতে বনবাসে॥
রথ লৈয়া সুমন্ত চলিলে ত্বরান্বিত।*
আর তিন দিনে যাবে অযোধ্যা নগরী॥
সকল কথা কহিও আমার বাপের গোচরে।
এমন দারুণ শোক কেমতে পাসরে॥*
বাপের সেবা না করিলাম থাকিয়া নিকটে।
কোথাও না দেখি শুনি এমত কারে ঘটে॥
পরবাসে ভরত ভাই থাকিল বিদেশে।
এতেক প্রমাদ ভরত না জানে বিশেষে॥
ভরত ভাই আনাইয়া দিহ অধিকার।
মায়ের ঠাঁঞি জানাইও আমার পরিহার॥
নমস্কার জানাইও সতাইর চরণে।
তাহাঁর দোষ নাহি আমার দৈবের ঘটনে॥
রামের কথা শুনিয়া সুমন্তের ক্রন্দন।
আর কত দিনে গোসাঞি হইবে দরশন॥
বিদায় হইয়া সুমন্ত চলে কাঁদিতে কাঁদিতে।
অতি বেগে রথখান চালায় ত্বরিতে॥
সুমন্তেরে বিদায় দিয়া রাম ভাবেন মনে মন।
লক্ষ্মণ সীতা লৈয়া যুক্তি করেন তিনজন॥
এথা হইতে অযোধ্যা নিকট বড় পথ।
এথা থাকিলে আমায় নিতে আসিবে ভরত॥
এথা হইতে আর কোথা দেশ নির্জ্জন।
লুকাইয়া তথা গিয়া থাকিব তিনজন॥
যাবৎ সুমন্ত নাহি উত্তরে গিয়া দেশ।
গঙ্গাপার হৈয়া আমরা যাব অন্য দেশ॥
এত ভাবিয়া গুহার তরে বলিলা শ্রীরাম।
চিত্রকূটে গিয়া আমি করিব বিশ্রাম॥
গঙ্গার গভীর জল বিষম তরঙ্গ।
ঝাট পার কর মোরে সত্য না হয় ভঙ্গ॥
সাত কোটি নৌকার উপরে গুহার ঠাকুরাল।
সোনার নৌকা আর সোনার কেরোয়াল॥
গুহক বলে মনুষ্য রহিল সাজন।
এক রাত্রি এথা থাকহ তিনজন॥
রাম বলেন রহিলাম আমি তোমার রাজ্যে।
রঘুনাথ বলেন মিতা তুমি
থাক আনন্দকার্য্যে॥
আজি রহিলে দুই দিন হইবেক ব্যাজ।
ভরত পাছে পায় মিতা আমার সংবাদ॥
গুহকের বাড়ি রঘুনাথ
বঞ্চিলা দুই রাতি।
প্রভাতে পার হইয়া চলিলা শীঘ্রগতি॥

রাম বলেন ভরদ্বাজ বৈসেন চিত্রকূটে।
মুনি সম্ভাষিতে বিশ্রাম হইবেক বাটে॥
মুনিগণ লৈয়া আছেন ভরদ্বাজ।
তারাগণ মাঝে যেন শোভে দ্বিজরাজ॥
হেনকালে সেইখানে গেলা তিনজন।
তিনজন বন্দিলা গিয়া মুনির চরণ॥
রাম বলেন শুন ভরদ্বাজ মহাশয়।
তোমার চরণে আমি করি পরিচয়॥
দশরথের পুত্র আমরা দুইজন।
আমার নাম শ্রীরাম অনুজ লক্ষ্মণ॥
বাপের সত্য পালিয়ে হইলাম বনবাসী।
জনককুমারী সীতা সঙ্গেতে রূপসী॥
রামের কথা শুনিয়া মুনি উঠিলা সম্ভ্রমে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিলা শ্রীরামে॥
মুনি বলেন রাম তুমি বিষ্ণু আপনি।
বিষ্ণু আরাধনে তপ করে সকল মুনি॥
গঙ্গা যমুনার মধ্যে আমার বসতি।
বনবাস বঞ্চ এথা থাকিব সংহতি॥
রাম বলেন অযোধ্যার নিকট বড় পথ।
এথা থাকিলে আমায় নিতে আসিবে ভরত॥
এথা হইতে আর কোন দেশ নির্জ্জন।
লুকাইয়া তথা গিয়া বঞ্চিব তিনজন॥
মুনি বলেন রাম তুমি কর অবধান।
যমুনার পার ঐ স্থান নির্ম্মাণ॥
অনেক মুনি বসতি করে ঐ বটগাছের তলে।
যত পাখি বনজন্তু বৈসে কুতূহলে॥
নানা ফুলফল আছে মধুর সুস্বাদ।
যার গন্ধে খণ্ডে পথশ্রম অবসাদ॥
মুনি সভার সঙ্গে গিয়া থাক সেই দেশ।
তথায় গেলে ভরত আর না পাবে উদ্দেশ॥
সেই দেশে নাহি রাম মনুষ্য সঞ্চার।
ভেলা বান্ধিয়া রাম যমুনা হও পার॥
কুড়ি গজ যমুনা নদী আড়ে পরিসর।
উভেতে না জানে লোক গভীর বিস্তর॥*
এক রাত্রি এথা রাম বঞ্চিলা তিনজন।
কালি প্রভাতে যাইও মুনির তপোবন॥
চিত্রকূটে রাম বঞ্চিলা তিন রাতি।
প্রভাতে বিদায় হইয়া চলিলা শীঘ্রগতি॥
দুইজনের হাথে বিচিত্র ধনুক বাণ।
মাঝে সীতা পাছে লক্ষ্মণ আগেতে শ্রীরাম॥
মুনির পাড়া দিয়া যান সীতা তো সুন্দরী।
যেইখান দিয়া যান আলো করে পুরী॥

জয়ন্ত নামে কাক আকাশে উঠিয়া বুলে।
ঠাকুরাণীর রূপ দেখিয়া ধড়ফড় করে॥
অচেতন হৈয়া কাক ধরিতে নারে মন।
দুই পায়ের নখে আঁচড়ে
সীতার দুই স্তন॥
উহু করিয়া উঠিলা সীতা তো সুন্দরী।
রাম বলেন লক্ষ্মণকে সীতায়
কে করিল ঠৌলি॥
বেদনা পাইয়া সীতা রামের পানে চায়।
পলাইয়া গেল কাক আঁচড়িয়া গায়॥*
হেনকালে রামেরে বলেন দেবী সীতা।
আঁচড়িয়া গেল কাক বড় পাইলু ব্যথা॥
কাক মারিতে এড়িলা রাম ঐষীক বাণ।
খেদাড়িয়া যায় কাকে লইতে পরাণ॥
কৈলাস এড়িয়া কাক অমরাবতী যায়।
কাক মারিতে বাণ পাছু পানে ধায়॥
ইন্দ্রের ঠাঞি গিয়া কাক পশিলা শরণ।
ঐষীক বাণ তখন হইলা ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণ হইয়া বাণ গেল ইন্দ্রের ঠাঞি।
রঘুনাথের বাণ আমি জয়ন্ত কাক চাই॥
রামের বাণ দেখিয়া ইন্দ্র উঠিলা তখন।
যোড় হাথে বাণের তরে করেন নিবেদন॥
বাণ বলে আমার ঠাঞি নহিবে এড়ান।
ত্রিভুবনে ব্যর্থ না যায় রঘুনাথের বাণ॥
কাক রাখিতে নারি দেব পুরন্দর।
জয়ন্ত কাক আনিয়া দিল বাণের গোচর॥
জয়ন্ত কাক দেখিয়া রুষিল রামের বাণ।
বিঁধিয়া কাকেরে কৈল একচক্ষু কান॥
অপমান পাইয়া কাক গেল আপন দেশে।
অযোধ্যাকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥

দুই প্রহর সময় রৌদ্রে পোড়ায় পৃথিবী।
রৌদ্রে চলিতে না পারেন সীতা দেবী॥
মাঝে সীতা পাছে লক্ষ্মণ আগে শ্রীরাম।
লুনির পুথলি সীতা নিকলিছে ঘাম॥
কমলে কমলে বৈসে কমলিনী নারী।
ঘরের বাহির হও নাই পা দুই চারি॥
রৌদ্রের আতসে সীতার দুই চক্ষু রাতা।
না চলে চরণ প্রভু আজি রহ এথা॥
রাম বলেন সীতা তখনি আমি জানি।
তপোবনে কাননে চলিতে নারিবে তুমি॥

লক্ষ্মণ বলেন সীতা না হইও ব্যাকুল।
কথ দূর গেলে পাব যমুনার কূল॥
যমুনা পার হইলে পাইব মুনির দেশ।
তথা গেলে সীতা আর না পাইবে ক্লেশ॥
এই কথাবার্ত্তা কহিয়া যান তিনজন।
প্রবেশ করিলা গিয়া অগস্ত্য কানন॥
হিঙ্গুলে মণ্ডিত সীতার পায়ের অঙ্গুলি।
রৌদ্রে মিলায় যেন লুনির পুথলি॥
লুনির পুথলি সীতা পথ বহিতে নারে।
চলিতে না পারেন সীতা যান ধীরে ধীরে॥
কাঁটা খোঁচা ভাঙ্গিতে সীতার
রক্ত পড়ে ধারে।
মুনির আশ্রম সীতা পাইলা কথ দূরে॥
মুনির বাড়ি দেখিয়া তবে যান তিনজন।
মুনির ঝি বহু আইল সীতা সম্ভাষণ॥
রাজার কুমারী দেখি
মধুর তোমার মূর্ত্তি।
এক কথা জিজ্ঞাসি হের কর অবগতি॥
নীলকমল যেন নব জলধর।
দূর্ব্বাদলশ্যাম তনু অতি মনোহর॥
সুন্দরবরণ দেখি ত্রিভুবনসার।
আগে যান মহাশয় কে হন তোমার॥
কমলনয়ন মুখ ভ্রূভঙ্গ চিত।
পুলকে পূর্ণিত গণ্ড হাসি হরষিত॥
লাজে হেট মুখ সীতা না বলেন আর।
ইঙ্গিতে বলিলা সীতা স্বামী আমার॥
কমলিনী সীতা পথ বহে ধীরে ধীরে।
তিনজন গেলা তবে যমুনার তীরে॥
যমুনার জল গভীর পাতাল প্রমাণ।
রাম দেখিয়া জল হইল হাটুর সমান॥
না জানিয়া ভেলা তায় বাঁধিলা লক্ষ্মণ।
হাটুপানি পার হৈয়া গেলা তিনজন॥
রাম দেখিয়া মুনি সব বলেন বচন।
তপস্বী বেশ কেনে দেখি তিনজন॥
রাম বলেন বাপের আজ্ঞায়
আইলাম বনবাসে।
চৌদ্দ বৎসর আমি থাকিব বনবাসে॥
চৌদ্দ বৎসর আমি থাকিব
তপস্বীর বেশে।
যমুনার পার রাম রহিলা বনবাসে॥
এথায় রথ লৈয়া সুমন্ত উত্তরিলা দেশে।
রাম লক্ষ্মণ সীতারে রাখিয়া বনবাসে॥

ছয় দিনে গেলা সুমন্ত অযোধ্যা নগরে।
যোড় হাথে রহিলা গিয়া রাজার গোচরে॥
রাজ ব্যবহারে গিয়া রাজারে নমস্কার।
রামলক্ষ্মণ থুইয়া আইলু শৃঙ্গবের পুর॥
শৃঙ্গবের পুর গেলাম তিন দিবসে।
রাম লক্ষ্মণ সীতা রহিলা সেই দেশে॥
বিদায় দিলা মোরে রাম মধুর বচনে।
পরিহার জানাইলাম তোমার চরণে॥
অমৃত জিনিয়া রামের মধুর বচন।
তর্জ্জন গর্জ্জন কিছু করিলা লক্ষ্মণ॥
লক্ষ্মণ বলিলা বিস্তর দুরক্ষর বাণী।
সবে কিছু না বলিলা সীতা ঠাকুরাণী॥
এত যদি সুমন্ত কহিল বচন।
পুরী সমেত তখনি উঠিল ক্রন্দন॥
সাত শত নারীগণ রাজার যত রাণী।
কাঁদিয়া বিকল সভে পোহায় রজনী॥
কেহ কারে না শান্তায় সভে অচেতন।*
পূর্ব্বকথা রাজার তখন পড়িল স্মরণ॥
কৌশল্যার ঠাঁঞি রাজা কহে পূর্ব্বকথা।
মহাজনের বাক্য কভু না হয় অন্যথা॥
মৃগ মারিতে গেলাম আমি
সরযূর কূলে।
অন্ধ মুনির পুত্র কলসীতে জল ভরে॥
আমার জ্ঞান বন্যহস্তী করে জলপান।
শব্দ পাইয়া আমি পুরিলু সন্ধান॥
জল ভরিতে ফুটে বাণ
মুনিপুত্রের বুকে।
প্রাণ গেল বলিয়া মুনির পুত্র ডাকে॥
কোন্ অপরাধে প্রাণ নিল কোন্ জনে।
এতেক শুনিয়া আমি গেলাম সেইখানে॥
মুনির পুত্র বলে রাজা পাড়িলা প্রমাদ।
আমায় মারিলা তুমি কোন্ অপরাধ॥*
অন্ধ মা বাপ আমি পুষি রাত্রি দিনে।
আমা কোলে লৈয়া রাজা
যাহ তো সেখানে॥
যাবৎ বাপ আমার নাহি দেয় শাপ।
আমায় লইয়া যাহ রাজা
যথায় আমার বাপ॥
ইহা বহি রাজা আর নাহি প্রতিকার।
এতেক বলিল মোরে মুনির কুমার॥
অন্ধ বুড়াবুড়ি বসিয়া আছে যেই বনে।
মুনিপুত্র লৈয়া আমি গেলাম সেইখানে॥



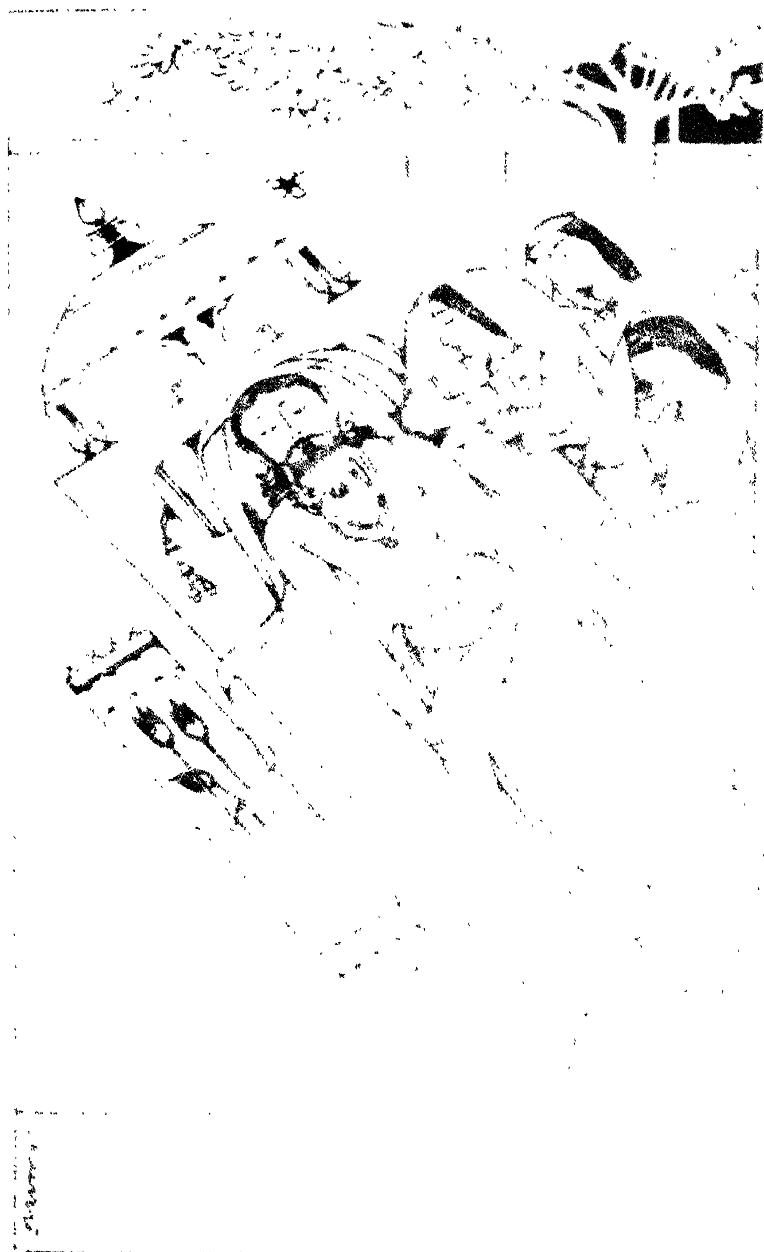
মড়া কোলে করিয়া আমি গেলাম সম্মুখে।
আমার সাড়া পায়্যা মুনি
পুত্র বলিয়া ডাকে॥
পুত্র বলিয়া ডাকে মুনি না পায় উত্তর।
ধ্যান করি মুনিবর জানিল সকল॥
মুনি বলে রাজা তুমি বড়ই দুষ্কর।
অবিচারে মারিলা কেন আমার কোঙর॥
আমা ধরিয়া লহ রাজা সরযূর কূলে।
পুত্রের তর্পণ করি সরযূর জলে॥
অন্ধ মুনি ধরিয়া আমি সরযূতে আনি।
পুত্রের তর্পণ করিয়া দিল শাপবাণী॥
মহাজনের বাক্য কভু না যায় খণ্ডন।
আজিকার রাত্রে রাণী আমার মরণ॥
আছাড় খাইয়া পড়ে রাজা হৈয়া অচেতন।
রাজারে বেড়িয়া বৈসে সকল রাণীগণ॥
অন্ধ মুনির শাপ তবে ফলে রাজার তরে।
ছটফট করে রাজা বাক্য মুখে হরে॥
হা হা রাম বলিয়া তেজিল পরাণ।
দশরথ রাজা নিদ্রা যায় হেন সভার জ্ঞান॥
উপবাস করি সভে বঞ্চিলা রজনী।
রাজাকে চিয়াইতে গেল সাতশত সতিনী॥
দুই দণ্ড বেলা হইল রবির উদয়।
এতক্ষণ নিদ্রা যায় রাজা মহাশয়॥
নাড়ি ধরাইয়া দেখে নাহিক পরাণ।
প্রাণ তেজিয়াছে রাজা বলিয়া হা হা রাম॥
রাজাকে বেড়িয়া কাঁদে সাত শত রাণী।
গড়াগড়ি যায় তখন সকল সতিনী॥
পুত্রশোকে কৌশল্যা হইয়াছে দুঃখিত।
রাজার শোকে পড়িয়া কাঁদে
হইয়া মূর্চ্ছিত॥
সত্যবাদী রাজা তুমি সত্য হইল স্থির।
সত্যবাণী স্বর্গে গেলা পুণ্য শরীর॥
সত্য না লঙ্ঘিলা তুমি বড় পুণ্যশ্লোক।
স্বর্গবাসে গিয়া তুমি এড়াইলা শোক॥
রাজা স্বর্গে গেলা মোর পুত্র গেল বনে।
দুই শোকে প্রাণ মোর আছে কি কারণে॥
ভূমিতে লোটাইয়া কাঁদে কৌশল্যা রাণী।
রাণীরে প্রবোধ করে বশিষ্ঠ মহামুনি॥
তোমায় বুঝাইতে আমার না হয় উচিত।
মৃত লাগিয়া যত কাঁদ সভ অনুচিত॥
স্বর্গবাসে গেলা রাজা পালিয়া পৃথিবী।
রাজার কর্ম্ম কর তুমি প্রধান মহাদেবী॥

তৈলদ্রোণের ভিতরে রাখ রাজা দশরথ।
দেশে আসি অগ্নিকার্য্য করিবেন ভরত॥
রামলক্ষ্মণ বনবাসে ভরত মাতুলপাড়া।
তিনদিন তৈলের ভিতর রাজা বাসি মড়া॥
বাসি মড়া রহিলা রাজা
চারি প্রহর রাতি।
প্রভাতকালে পাত্রমিত্র করেন যুকাত॥
বুদ্ধিতে আগল আছে পাত্র বিশেষে।
সেই সে ভরত আনিতে পারিবেক দেশে॥
পাত্রমিত্র আইল সভে শকটে বিস্তর।
সভাকারে বলেন বশিষ্ঠ মুনিবর॥
ভরত আনিতে কে যায় শীঘ্রগতি।
ভরত আইলে হয় রাজার অব্যাহতি॥
সত্য পালিয়া রাজা গেলা স্বর্গবাস।
অরাজক রাজ্য হইল বড় পাই ত্রাস॥
ভরত শত্রুঘ্ন তারা রহিল মাতুলদেশ।
এতেক প্রমাদ তারা কি জানে বিশেষ॥
রামের কথা ভরতেরে না কহিবে এখন।
মায়ের দোষে রাজ্য পাছে করেন বর্জ্জন॥
যাত্রার দিন করিয়া দিলা
বশিষ্ঠ পুরোহিত।
ভরত আনিতে ঠাট চলিল ত্বরিত॥
হস্তিনাপুরে গেল এক দিবসে।
*তার পর দিনে গেল সব অঙ্গ দেশে॥
বেহারের দেশ গেলা অতি মনোহর।
অঙ্গদেশ পথ বহিয়া আইলা সত্বর॥
অতিকুল দেশ গেলা যেন অমরাবতী।*
নানা কুতূহলে লোক করয়ে বসতি॥
গাধি রাজার নগরে কেকয় রাজা বৈসে।
উত্তরিলা গিয়া রাজ্য তিন দিবসে॥
রাত্রি দিন পথ বহিয়া লোক বিকল।
রন্ধন ভোজন করে পায়্যা রম্য স্থল॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের বাণী অমৃতসমান।
অযোধ্যাকাণ্ড রচিল অমৃত ব্যাখ্যান॥

সুখরাত্রি নিদ্রা ভরত খাটের উপর।
কুস্বপ্ন দেখিয়া ভরত উঠিলা সত্বর॥
রাত্রি প্রভাতে ভরত বসিলা দেয়ানে।
কথাবার্ত্তা না কহে কারো সনে॥
ভরতেরে জিজ্ঞাসেন সকল পাত্রগণ।
কেন ভরত তোমায় দেখি বিরসবদন॥

ভরত বলেন কুস্বপ্ন দেখিলু রাত্রিশেষে।
চন্দ্রসূর্য্য ভূমে পড়ে খসিয়া আকাশে॥
কালিয়া হেন বুড়ি আসিয়া কহিল সপনে।
রাম লক্ষ্মণ সীতাদেবী
তিনজন গেলা বনে॥
মৃত পিতা দেখিলাম তৈলের ভিতর।
পিতার দেখিলাম এতেক অমঙ্গল॥
ভরতের কথা শুনিয়া সভার তরাস।
ভরতেরে সভে দিলা বচন আশ্বাস॥
কুস্বপ্ন যদি দেখিয়াছ বড় জঞ্জাল।
তাহার অনুরূপ ঝাট কর প্রতিকার॥
দেবতার পূজা কর হৈয়া সাবধানে।
ব্রাহ্মণ তুষ্ট কর তুমি বহুমূল্য ধনে॥
ইহা বহি ভবত আর নাহি উপদেশ।
দানে হইতে ঘুচে ভরত সকল দুঃখ ক্লেশ॥
এত যদি পাত্রগণ দিলেক যুকতি।
স্নান করিয়া দান ভরত করে শীঘ্রগতি॥
দেবতা পূজা করেন ভরত নানা উপহারে।
অনেক ভাণ্ডার তবে ভরত দান করে॥
সকল ভাণ্ডার শূন্য হইল নাহি আর ধন।
ভরতের স্থির তবু নাহি হয় মন॥
তবে ভরত গেলেন মাতামহের পাশ।
হেনকালে ভরতের ঠাট সাঁধায় আওয়াস॥
কেকয় রাজারে ঠাট নোঙাইয়া মাথা।
ভরতের তরে ঠাট কহে সকল কথা॥
তোমা নিতে ভরত আমরা
আইলু পাত্রগণ।
ঝাট ভরত তুমি কর দেশে আগমন॥
রাজার নিদর্শন লহ হাথের অঙ্গুরী।
ঝাট চল ভরত আমরা রহিতে না পারি॥
কথার প্রবন্ধে তারা কহিল বিশেষ।
তোমায় দেখিবেন রাজা ঝাট চল দেশ॥
ভরত বলে বাপের কথা কহ পাত্রগণ।
কুশলে আছেন ভাই শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
কেকয়ী মাতা কুশলে আছেন
কৌশল্যা সতাই।
সকল কথা কহ মোরে তবে আমি যাই॥
পাত্রমিত্র বলে ভরত সভকার কুশল।
সভারে দেখিবে যদি চলহ সত্বর॥
মাতামহের চরণে ভরত হইলা নমস্কার।
দেশে গেলে তোমায় দেখিতে
আসিব আরবার॥

হস্তী ঘোড়া দিল রাজা বহুমূল্য ধন।
বিদায় হইয়া চলে ভরত শত্রুঘ্ন॥
অযোধ্যা নগর দশ দিবসের পথ।
তিন দিবসে গিয়া উত্তরিল ভরত॥
রামের শোকে রাত্রিদিন লোকের ক্রন্দন।
চক্ষুর লোহেতে লোকের তিতয়ে বসন॥
ভরত বলে পাত্রমিত্র কহ তো কারণ।
অযোধ্যার লোক কেন বিরস বদন॥
এত শুনি পাত্রমিত্র হেট কৈল মাথা।
ভাল মন্দ ভরতেরে নাহি কয় কথা॥
বিস্ময় হৈয়া পাত্রমিত্র গেলা সভে ঘর।
বাপের আওয়াসে ভরত সাঁধায় সত্বর॥
বাপ না দেখিল ভরত শূন্য আওয়াস।
তখনি জানিল ভতর বাপের বিনাশ॥
মরণকালে দশরথ কৌশল্যার ঘর।
মৃত শরীর আছে রাজার তৈলের ভিতর॥
বাপের আওয়াসে গেল বাপ নাহি দেখে।
মায়ের আওয়াসে ভরত সাঁধায় মনোদুখে॥
কেকয়ী দেবী বসিয়া আছেন
রত্নসিংহাসনে।
রাজা মরিয়াছে রাণীর কিছু নাহি মনে॥
ভরত দেখিয়া রাণী এড়িল সিংহাসন।
ভরত দেখিয়া রাণীর চরণ বন্দন॥
মাথায় হাথ দিয়া রাণী
ভরত কৈল কোলে।
মা বাপের কুশল ভরত কহ তো আমারে॥
ভরত বলে মাতা তুমি না হইও বিকল।
মাতামহী মাতামহ আছেন কুশল॥
অনেক দিবসে আমি আইলু আচম্বিতে।
অযোধ্যার লোক কেন না দেখি হরষিতে॥
বাপের আওয়াস গেলাম বাপ নাহি দেখি।
প্রমাদ পড়্যাছে মা হেন দেখি সাক্ষী॥
যে কথা কহিতে লোক না করে সাহস।
হেন কথা কহে কেকয়ী পরম হরিষ॥
সত্যবাদী তোমার বাপ
সত্য করিল। স্থির।
সত্য পালি স্বর্গে গেলা পুণ্যেব শরীর॥
পৃথিবী শূন্য হইল ভরত বাপের মরণে।
আছাড় খায়্যা পড়ে ভরত
হৈয়া অচেতনে॥
কেকয়ী বলে ভরত তুমি কর অবধান।
তোমার ক্রন্দনে ভরত বিদরে আমার প্রাণ॥



সর্ব্ববিদ্যা জান ভরত কি বুঝাব তোমারে।
বাপ লৈয়া ভরত দেখ কেবা রাজ্য করে॥
ভরত বলে শুনিলাম বাপের মরণ।
রাম লক্ষ্মণ ভাই তাঁরা কোথা দুইজন॥
শ্রীরামের তরে বাপ দিবেন রাজ্যভার।
আপনি বসিয়া বাপ কর্য্যাছেন বিচার॥
এই সকল যুক্তি হইল
পুর্ব্বে আমি জানি।
হেন যুক্তি বিপরীত সকল হইল কেনি॥
দশ হাজার বৎসর আমার বাপের জীবন।
নয় হাজার বৎসরে বাপ মৈলা কি কারণ॥
রাজার মরণে তোমার নাহিক বিষাদ।
অনুমানে বুঝি তুমি পাড়্যাছ প্রমাদ॥
রাজকন্যা কেকয়ী আছেন নানা সুখে॥
ভাল মন্দ না বলে না
আইসে কিছু মুখে॥
রাম লক্ষ্মণ দুহেঁ তারা হইলা তপস্বী।
সীতা লৈয়া দুই ভাই হইলা বনবাসী॥
ভরত বলে তিনজন কেন গেলা বনে।
পরাণ বিদরে মাতা তোমার বচনে॥
স্ত্রীর বুদ্ধে কেকয়ী বলিতে না জানি।
শ্রীরামের যত গুণ কেকয়ী বাখানি॥
লোকবৎসল রাম ধর্ম্মেতে তৎপর।
বাপ মায়ের প্রাণ রাম গুণের সাগর॥
রাম রাজা হইবেক লোকের কৌতুক।
রামের প্রসাদে লোক করে নানা সুখ॥
কালি রাম রাজা হবেন আজি অধিবাস।
হেনকালে রামেরে আমি পাঠাই বনবাস॥
তোমার তরে রাজ্য দিলাম রাম গেলা বন।
হা হা রাম বলিয়া রাজা তেজিল জীবন॥
মায়ের ধার পুত্র কভু
শোধিতে নাহি পারে।
নিয়াছিল রাজ্য রাম কাড়িয়া দিলু তোরে॥
রাজা হৈয়া রাজ্য কর বৈস রাজপাটে।
রাজভার আছে ভরত তোমার ললাটে॥
ঘায়ের উপর ঘা পাইলে
অধিক যেন জ্বলে।
অচেতন হৈয়া ভরত পড়িলা ভূমিতলে॥
আপনাব গুণ মা কহ আপন মুখে।
আপনা মজাইলা ডুবিলা নরকে॥
রামের শোকে বাপ যদি তেজিলা জীবন।
তবে কেনে রামেরে তুমি পাঠাইলা বন॥

যাহার প্রসাদে তোমার এতেক সম্পদ।
তিন কুল মজাইলা স্বামী করিয়া বধ॥
মা হৈয়া পুত্রের তরে দিলা এত শোক।
তোমায় কাটিলে মা তিলেক নাহি দুখ॥
তোমা ছারে কাটিতে তিলেক নাহি ব্যথা।
রাম পাছে বর্জ্জেন মোরে
এই বড় চিন্তা॥
এতেক শুনিয়া কেকয়ী বড়ই বিষাদ।
কাহার লাগিয়া এমত আমি
পাড়িনু প্রমাদ॥
মা সম্ভাষিয়া শত্রুঘ্ন আইল সেখানে।
ভরত শত্রুঘ্ন কাঁদে পড়িয়া দুইজনে॥
শ্রীরামের তরে বাপ দিবেন ছত্রদণ্ড।
কোথা হইতে কুজী চেড়ি পাড়িল পাষণ্ড॥
কুজীর লাগাইল পাইলে এখন
বধিব পরাণ।
হেন সময় কুজী চেড়ি আইল সেই স্থান॥
ধবল কাপড় পরিয়াছে নানা অভরণ।
সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়াছে কুজী গন্ধ চন্দন॥
এতেক প্রমাদবাক্য কুজী নাহি জানে।
ভরত রাজা করিতে যায় আপনার মনে॥
হেনকালে দ্বারী বলে শুন শত্রুঘ্ন।
এই কুজী করিল বুড়া রাজার মরণ॥
এই কুজী মজাইল অযোধ্যা নগরী।
এই কুজী বধ করিলে দুঃখ পাসরি॥
কুপিত হৈয়া শত্রুঘ্ন কুজীর ধরিল চুলে।
চুলে ধরিয়া কুজীরে পাড়িল ভূমিতলে॥
ছেচড়িয়া লৈয়া যায় কুজীর ধরিয়া চুলে।
কুমারের চাক যেন ঘুরাইয়া লৈয়া বুলে॥
বাপ বাপ বলিয়া কুজী পবিত্রাহি ডাকে।
ত্রাস পাইয়া কেকয়ী ঘরের ভিতরে ঢুকে॥
কুজী বলে কেকয়ী মোর কর পরিত্রাণ।
ভরত শত্রুঘ্ন মোর লইল পরাণ॥
কেকয়ীর ঘরে কুজী সাঁধাইল ডরে।
চুলে ধরিয়া কুজীরে ঘরের বাহির করে॥
ত্রাস পাইয়া কুজী কেকয়ীর ঘরে ঢুকে।
কুজী বলে কেকয়ী মজিলাম বিপাকে॥
মুকুতার মালা তার কুজের শোভন।
ছিড়িয়া পড়িল যেন আকাশের তারাগণ॥
তোর লাগিয়া বাপ মরে ভাই বনবাসী
সৃষ্টি নষ্ট করিলি তুঞি সতাইব
হৈয়া দাসী॥

কেকয়ীর প্রধান দাসী ভরতের ধাই মা।
রক্তে তোলবোল হইল কুজীর সর্ব্ব গা॥
চুলে ধরিয়া লৈয়া ফিরিতে কুজে গেল ছড়।
শত্রুঘ্ন দেখিয়া কুজী উঠিয়া দিল রড়॥
ত্রাস পায়্যা কেকয়ী পলায় উভরড়ে।
কুজী মারিয়া পাছে আমারে আসিয়া মারে॥
শত্রুঘ্ন বলে শুন কেকয়ী সতাই।
পলাইয়া না যাইও শুন কথা কই॥
সাতশত সতিনী জিনিয়া তোমার প্রতাপ।
তুমি যাহা বলিতা তাহা
করিত আমার বাপ॥
আমার বাপের প্রসাদে ছিলা নানা সুখে!
নানা সুখ বিলাসে রাজ্য
করিল যুগে যুগে॥
শচীর যত সম্পদ ঘোষে সর্ব্বলোকে।
তেমতি সম্পদ তুমি ভুঞ্জিলা সোহাগে॥
সাতশত সতিনী জিনিয়া তোমার সম্পদ।
এই সম্পদ টুটাইলা স্বামী করিয়া বধ॥
স্বামী বধ করিয়া তুমি মজিলা পাতকে।
আমি কি মারিব তোমায় ডুবিলা নরকে॥
চেড়ির বোলে বুদ্ধি তোমার
গেল রসাতল।
দোষ অনুরূপ তোমার কি করি বদল॥
যদি বধ করি তোমায় তবে ঘুচে তাপ।
সতাই বধ কর‍্যা কেন বাড়াইব পাপ॥
তোমার চেড়ি মারিয়া পাড়ি
তোমার সমুখে।
জ্বলিয়া পুড়িয়া যেন মরিস মনোদুখে॥
চুলে ধরিয়া কুজীর মাটিতে মুখ ঘসে।
দেখিয়া কেকয়ী দেবী কাঁপেন তরাসে॥
বাপ বাপ বলিয়া কুজী ঘন ডাক ছাড়ে।
প্রাণ গেল বলিয়া কুজী হাথ পা আছাড়ে॥
বুকে হাটু দিয়া তার চাপিয়া ধরে গলা।
মুদ্গরের বাড়ি মারিয়া
ভাঙ্গিল পায়ের নলা॥
অচেতন হইল বুড়ি শ্বাসমাত্র আছে।
ভরত বলে স্ত্রীবধ ভাই
হৈয়া থাকে পাছে॥
অচেতন হৈয়াছে ভাই শুন শত্রুঘ্ন।
ধীরে ধীরে বলে ভরত শোকে অচেতন॥
গায় রক্ত মাংস নাহি অস্থিচর্ম্মসার।
স্ত্রীবধ হইবেক ভাই না মারিহ আর॥

মায় না কাটিলু আমি এই পাপের ডরে।
এত শুনিয়া শত্রুঘ্ন কুজীর তরে এড়ে॥
ভরত বলেন শত্রুঘ্ন দৈবে সকল জানে।
এতেক প্রমাদ ভাই জানিব কেমনে॥
শ্রীরামের তরে বাপ দিলেন ছত্রদণ্ড।
কোথা হইতে কুজী তায় পাড়িল পাষণ্ড॥
সংসারের সুখ ভুজে তবু নাহি আঁটে।
রাজমহাদেবী যত তাহার তরে খাটে॥
আমি দুষ্ট চণ্ডাল হইলাম মায়ের দোষে।
সতাইর ঠাঁঞি যাব আমি কেমন সাহসে॥
শত্রুঘ্ন বলে সতাই না করিবে রোষ।
আপনি জানেন সতাই যার যত দোষ॥
ভরত শত্রুঘ্ন কাঁদেন দুইজন।
কৌশল্যার গিয়া করিল চরণবন্দন॥
পুত্র বলিয়া কৌশল্যা ভরত করিল কোলে।
ভরতের গুণ জানেন কিছু নাহি বলে॥
রাত্রিদিন ভরত আমার না ঘুচে ক্রন্দন।
মায় পোয় ভরত রাজ্য কর দুইজন॥
রামেরে রাজ্য দিতে রাজা করিল অধিবাস।
হেনকালে তোমার মা পাঠায় বনবাস॥
কাহার ধন নিল রাম কাহার নিল গারি।
কোন্ দোষে পুত্র মোর হইল দেশান্তরী॥
আমায় কেন থুইলা ভরত
আমি তোমার কাঁটা।
রামের ঠাঁঞি পাঠাও আমায়
মাথায় ধরি জটা॥
দুঃখভাগী যে হয় সেই সে ভুজে দুখ।
মায় পুত্রে দুহে ভরত ভুজ রাজ্যসুখ॥
প্রাণ উড়িল ভরতের কৌশল্যার বোলে।
শ্রীরামের সেবক আমি তুমি জান ভালে॥
আমি যদি জানি সত্যই রাম গিয়াছেন বনে।
দিব্য করি সতাই আমি তোমার বিদ্যমানে॥
বিদ্যা পাইয়া গুরুর যে না করে সেবন।
কর্ম্ম করিয়া দক্ষিণা না দেয় যে জন॥
আপনা রাখিতে যে পরনিন্দা করে।
ইহার অধিক পাপ নাহিক সংসারে॥
স্থাপ্যধন হরিলে যত হয় পাতক।
তত পাপের পাপী আমি ভুঞ্জিব নরক॥
এত দিব্য করিল ভরত কৌশল্যার স্থানে।
শোক পাশরিল কৌশল্যা ভরতের বচনে॥
শ্রীরামের হৃদয় যেমত ধর্ম্মেতে তৎপর।
তোমার হৃদয় জানি রামের সোঁসর॥

চৌদ্দ বৎসর গেলে ভরত
রাম আসিবেন দেশ।
এত দিনে ভরত আমার
আয়ু হইবে শেষ॥
মৃত শরীর আছে রাজার বড় পাই লাজ।
ঝাট কর ভরত বাপের অগ্নিকাজ॥
বাপের শোক আর তাহে রামের বনবাস।
কাঁদিয়া বিকল ভরত রাত্রি দিবস॥
আমা লাগিয়া বাপ মরে ভাই বনবাস।
এতেক জানিলে আমি না আসিতাম দেশ॥
বশিষ্ঠ বলেন ভরত তুমি বিচারে পণ্ডিত।
তোমায় বুঝাইতে মোরে না হয় উচিত॥
সত্য পালিয়া রাজা গেলা স্বর্গবাসে।
হেন বাপের তরে কাঁদ পুণ্য হয় নাশে॥
রাম হেন পুত্র যার গুণের নিধান।
মরিয়া থাকিল যার পৃথিবীতে নাম॥
ভরতেরে বলেন মুনি প্রবোধ বাণী।
ভরত বলে হের শুন বশিষ্ঠ মহামুনি॥
কেমনে ধরিব প্রাণ বাপের মরণে।
কেমতে ধরিব প্রাণ রাম গেলা বনে॥
সর্ব্বাঙ্গ তিতিল ভরত লোহে ভরে আঁখি।
দুই শোকে প্রাণ রহে কেন কোথায় দেখি॥
মেঘ পাতিলে বৃষ্টি হয় খরসান।
কাঁদিয়া বিকল ভরত মূর্ত্তি হইল আন॥
পাত্রমিত্র সঙ্গে আর বশিষ্ঠ পুরোহিত।
বাপের আওয়াসে গেলা ভরত
লোকেতে বেষ্টিত॥
বাপ দেখিয়া ভরত বলে
তোমার এই গতি।
অনেক কালে দেশে আইলাঙ
দেহ ত সম্মতি॥*
বশিষ্ঠ বলেন ভরত সম্বর ক্রন্দন।
বাপের অগ্নিকার্য্য করহ শ্রাদ্ধতর্পণ॥
জ্যেষ্ঠপুত্র এ কার্য্য করিতে অধিকার।
রাম দেশে নাহি তুমি করহ সৎকার॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু আনিল অপার।
অগোর চন্দন কাষ্ঠ আনে ভারে ভার॥
প্রবাল মুকুতা আনে বহুমূল্য ধন।
রাজ চতুর্দ্দোল আনে বিচিত্র বসন॥
দশরথ রাজাকে তোলে
সোনার চতুর্দ্দোলে।
মৃত শরীর লৈয়া গেলা সরযূর কূলে॥

শুক্লবস্ত্র পরাইল শুক্ল উত্তরি।
সর্ব্বাঙ্গ লেপিয়া দিল সুগন্ধি কস্তুরি॥
চিতার উপর রাজারে করাইল শয়ন।
হেট উপরে কাষ্ঠ দিল অগোর চন্দন॥
তিন লক্ষ ধেনু ভরত
সেইখানে করিল দান।
রাজার মুখে অগ্নি দিল শাস্ত্র বিধান॥
মৃত শরীর ভস্ম হইল ঘৃতের অনলে।
বাপের তর্পণ করিল ভরত সরযূর জলে॥
পিণ্ডদান করিয়া ভরত উঠেন নদীর পাড়ে।
মূর্চ্ছিত হইয়া ভরত আছাড় খায়্যা পড়ে॥
ভরত বলে সর্ব্বলোক তোমরা যাহ দেশ।
বাপের অগ্নিতে আমি করিব প্রবেশ॥
বাপ পরলোক হইল ভাই গেলা বনে।
দেশের তরে আমি আর যাইব কি কারণে॥
বশিষ্ঠ বলেন ভরত শোক উচিত নহে।
জন্মিলে মরণ হয় মরিলে জন্ম হয়ে॥
যত যত রাজা হইল চন্দ্রসূর্য্য বংশে।
কোন রাজা অমর নহে গেল স্বর্গবাসে॥
সভাই মরিবেক কেহো নহে তো অমর।
ক্রন্দন সম্বর ভরত চলহ সত্বর॥
ভরতের পাশে দাড়াইয়াছিল সকল পুরী।
সভে মেলি ভরতেরে নিল ধরাধরি॥
পাত্রমিত্রকে ভরত দিলেন মেলানি।
কুশের শয্যায় ভরত বঞ্চিলা রজনী॥
দ্বাদশ দিবস আছে ক্ষাত্রিয়ের বিধান।
দ্বাদশ দিবসে নির্বাড়িল শ্রাদ্ধ দান॥
ঘোড়া হাথী রথ দিল পুর সাজন।
মণি মাণিক দিল কত গ্রামশাসন॥
বিপুল দানে পায় কেহো
সোনা রাশি রাশি।
নানা অলঙ্কার পায় অনেক দাসদাসী॥
তিরাশী লক্ষ মন সোনা ছিল
রাজার ভাণ্ডারে।
সকল ধন ভরত বিলায় জগৎ সংসারে॥
আটাইশ লক্ষ ধেনু ভরত
করিলেক দান।
পৃথিবীতে দাতা নাহি ভরতের সমান॥
শ্রাদ্ধ নির্বাড়িল তবে নির্বাড়িল দান।
পাত্রমিত্র সভে কহে ভরতের স্থান॥
সূর্য্যবংশের রাজ্য অযোধ্যা নগরী।
তোমায় রাজ্য দিয়া রাজা গেলা স্বর্গপুরী॥

বাপে রাজ্য দিল তবে এড় কি কারণ।
রাজা হৈয়া কর তুমি প্রজার পালন॥
সূর্য্যবংশ বিনে রাজ্য আনে নাহি সাজে।
তুমি রাজা নহিলে তোমার
বাপের রাজ্য মজে॥
ভরত বলেন হেন যুক্তি না বলিহ আব।
জ্যেষ্ঠ থাকিতে কনিষ্ঠের নাহি অধিকার॥
রাজা হৈয়া আমি যদি বসি রাজপাটে।
মায় যত দোষ করিল সকল আমায় ঘটে॥
রাজার যোগ্য আমার শ্রীরাম ভাই।
রাম রাজা করিব সভে চল তথা যাই॥
অভিষেকের দ্রব্য যত লহ পাত্রগণ।
রাম রাজা করিতে আমরা চল সর্ব্বজন॥
রাম রাজা করিয়া পাঠাইব দেশে।
রামের বদলে আমি থাকিব বনবাসে॥
ভরতের বচনে লোকের গ্রামে পড়ে সাড়া।
ভরতের আগে লোক করে হাথ যোড়া॥
তোমার যশ ঘুষিবে লোক
থাকিল সংসারে।
তোমার মায়ের অপযশ থাকিল ঘুষিবারে॥
ভালমন্দ যত দেখ এথ বিদ্যমান।
কেকয়ীনিন্দা করে লোক ভরতের বাখান॥
রাম আনিবারে ভরত মনে করিল দড়।
ভরত বলেন পাত্রমিত্র রাজ্য সমেত চল॥
রাম আনিবারে এখন চলিলা ভরত।
সৈন্যসামন্ত চলিল অনেক রথী রথ॥
দাসদাসী চলিল রাজার অন্তঃপুরি যত।
ছোটবড় চলিল রাজার বশিষ্ঠ পুরোহিত॥
বশিষ্ঠ আদি করিয়া চলিল মুনিগণ।
রাজ্য সমেত চলিলা যত পুরীজন॥
সবে মাত্র কেকয়ী না যায় ভরতের ডরে।
ত্রিশ যোজনের পথ কটক আড়ে যোড়ে॥
কথ দূরে গিয়া ভরত করিয়া দেয়ান।
হেনকালে বশিষ্ঠ বলেন ভরত বিদ্যমান॥
আপনি আসিয়া যদি বিধাতায় তোষে।
তবু রাম আনিতে ভরত না পারিবে দেশে॥
হেন রাম আনিবারে চল্যাছ সংসার।
আনিতে নারিবে কেহ দুঃখমাত্র সার॥
বাপের সত্য পালিতে রাম গেলা তপোবন।
বাপে রাজ্য দিল তবে এড কি কারণ॥
ভরত বলে তুমি আমার কুলের পুরোহিত।
হইয়া কেন বল অনুচিত॥
তোমার বচনে আমি করি পরিহার।
হেন কুচ্ছিত কথা না বলিহ আর॥
বশিষ্ঠের মন্ত্রণা ভরত নারিল রাখিতে।
রাম আনিতে ভরত চলিলা রাজ্য সমেতে॥
যমুনার পারে রাম রহিলা বনবাসে।
উত্তরিল গিয়া ভরত শৃঙ্গবের দেশে॥
পৃথিবী যুড়িয়া ঠাট এক চাপে যায়।
গঙ্গায় কূলে বৈসে চণ্ডাল
দূরে হইতে চায়॥
কোন্ রাজা সাজিয়া আইসে
যুঝিবার তরে।
আপনার ঠাট গুহা এক ঠাঞি করে॥
চলিল গুহার ঠাট অযোধ্যার বাট।
আপন কটকে গুহা আগুলিল ঠাট॥
আমার মিতা তপস্বী হইল বনবাসী।
তাহার তরে রাজ্য দিয়া বনবাসে আসি॥
গাছের বাকল পরাইয়া খেদাড়িল বনে।
রাজ্য সমেত তবু তারে খেদাড়িতে আনে॥
মোর বিদ্যমানে আমার মিতারে সাজে ধড়ি।
মারিব সকল ঠাট না যাবে বাহুড়ি॥
সকল ঠাট মারিয়া আজি
ফেলাইব খরশোঁতে।
দেশে বাহুড়িয়া যেন না যায় ভরতে॥
সাজ সাজ বলিয়া দগড়ে পড়ে কাটী।
হৃদয়ে চিন্তিল গুহক বুদ্ধে পরিপাটী॥
কি কার্য্যে আইল ভরত ভালমতে জানি।
ভরত ভেটিতে গুহক নানা দ্রব্য আনি॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু কলসী কলসী।
অমৃত সমান ফল আনিল রাশি রাশি॥
*ভাল মৎস্য বান্ধিয়া নিল রোহিত চিতল।
মাথায় বোঝা কান্দে ভার বহেত সকল॥*
যদি ভরত রামেরে করে নিয়া রাজা।
ভালমতে করিব লৈয়া ভরতের পূজা॥
যদি বা আসিয়া থাকে বিপক্ষ গেয়ানে।
ভরতের যত ঠাট সকল কাটিব বাণে॥
বাণে কাটিয়া ভরতেরে করিব সংহার।
মিতারে রাজ্য দিব তবে
সত্যে হইলে পার॥
মিতার তরে রাজ্য দিব মারিয়া ভরত।
সাত পাঁচ ভাবি গুহক আগুলিল পথ॥
ভরত সম্ভাষিতে গুহক পাতিলেক মন।
হেনকালে সুমন্ত সনে হইল দর্শন॥

সুমন্ত বলে রাম নিতে আস্যাছেন ভরত।
এথা হইতে রঘুনাথ গেলা কোন্ পথ॥
সুমন্তের তরে গুহক করে নিবেদন।
দুই রাত্রি এখানে ছিলেন তিনজন॥
যত বিবরণ গুহক কহে ভাল মতে।
এথা হইতে গেলা রাম চিত্রকূট পর্ব্বতে॥
ভরতের তরে গুহক নোঙাইল মাথা।
পুটাঞ্জলি করিয়া কহে আপনার কথা॥
ঘরের দ্বার দেখ মোর বনের ভিতরে।
আজ্ঞা কর কটক ভুজাই অতিথ ব্যবহারে॥
ভরত বলেন আমার কটক
না করিবে ভোজন।
যাবৎ রামের সনে না হয় দরশন॥
গঙ্গার ঢেউ দেখি বড় বিষম সঙ্কট।
তুমি পার করিয়া দিলে যাই চিত্রকূট॥
গুহক বলে আমার ঠাট সকল পথ জানে।
কটক সমেত ভরত যাইব তোমার সনে॥
সাজন কটক দেখি বিস্ময় করি মনে।
বিপক্ষ জ্ঞানে তুমি করিয়াছ গমনে॥
ভরত বলে বুঝ তুমি মন আমার।
রাম বই আমার মনে গতি নাহি আর॥
রাম বই রাজা হইতে আর কে পারে।
রাজ্য সমেত আসিয়াছি রাম নিবার তরে॥
গুহক বলে ধন্য ভরত তোমার ব্যবহারে।
তোমার যশ ঘুষিবারে থাকিল সংসারে॥
ভরত বলেন গুহক চণ্ডালের তুমি রাজা।
কত দিন রঘুনাথের তুমি করিলা পূজা॥
আমি দুষ্ট চণ্ডাল হইলাম মায়ের দোষে।
তোমায় কি বলিয়া রাম গেলা বনবাসে॥
গুহক বলে রাম এথা ছিলা দুই রাত্রি।
এক ঠাঞি তাহাঁর সনে ছিলাম সংহতি॥
এথা রহিতে কহিলাম রাম লক্ষ্মণ সীতা।
সুমন্তেরে বিদায় দিয়া
রামের বড় চিন্তা।
তিনজন যুক্তি কৈলা চিত্রকূট পর্ব্বতে।
গঙ্গার পার করিতে বলিলা রঘুনাথে॥
এথা হইতে তিনজন করিলা গমন।
গঙ্গাপার করিয়া দিলাম তিনজন॥
ভরত বলে তিনজন গেলা যেই পথে।
সেই পথ দিয়া তবে চলিলা ভরতে॥
কাঁদিতে কাঁদিতে ভরত কথ দূরে চলে।
তৃণের শয্যা ভরত দেখিল গাছের তলে॥

তথা শুইয়াছিলা সীতা রাম তপস্বী।
খড়েতে আছিল পাট কাপড়ের দশি॥
তাহা দেখিয়া ভরত আছাড় খাইয়া পড়ে।
কেমতে আছিলা ভাই খড়ের উপরে॥
অচেতন হৈয়া ভরত লোটায় ভূমিতলে।
পুত্র বলি কৌশল্যা ভরত কৈলা কোলে॥
রাজার শোকে ভরত মোর তুমি পরিত্রাণ।
তোমার ক্রন্দনে ভরত বিদরে মোর প্রাণ॥
উঠিয়া বসিলা ভরত কৌশল্যার বচনে।
উপবাসী সকল ঠাট রহিলা সেই বনে॥
প্রভাতকালে উঠিল ঠাট মহাকোলাহলে।
উত্তরিলা গিয়া ঠাট ভাগীরথীর কূলে॥
গুহক চণ্ডাল আছে ভরতের সঙ্গে।
ভরত বলেন পার কর গঙ্গার তরঙ্গে॥
সাত কোটি নৌকার উপর গুহার ঠাকুরাল।
গুহকের নৌকায় ঢাকে গঙ্গার দুই কূল॥
নৌকার মনুষ্যে গঙ্গার দুই কূল ঢাকে।
পার হইলা ভরত সকল কটকে॥
কৌশল্যাদেবী পার হৈলা সাতশত সতিনী।
সৈন্যসামন্ত পার হইলা সকল বাহিনী॥
গুহার নৌকার কথা অপূর্ব্ব কাহিনী।
সকল কটক পার হইল ত্রিশ অক্ষৌহিণী॥
গুহক বলে চিত্রকূটে আমার নাহি কার্য্য।
মেলানি দেহ ভরত আমি যাই নিজ রাজ্য॥
পুনর্ব্বার দেশেরে তুমি যাইবে যখন।
নৌকায় মনুষ্য আমার রহিল সাজন॥
ভরত বলেন গুহক তুমি রঘুনাথের মিত।
তোমায় পূজা করিতে আমার হয় উচিত॥
যাহারে কোল দিয়াছেন আপনি শ্রীরাম।
তোমারে উচিত আমার করিতে প্রণাম॥
গুহক চণ্ডালে ভরত দিলেন আলিঙ্গন।
সুগন্ধি চন্দন দিলেন বহুমূল্য ধন॥
রাজপ্রসাদ দিয়া ভরত গুহকে পাঠান দেশে।
চিত্রকূট হইতে গেলা রামের উদ্দেশে॥
হাথী ঘোড়া ঠাট কটক কথক থুইয়া পথে।
একেশ্বর গিয়া ভরত উঠিলা পর্ব্বতে॥
বসিয়া আছেন লৈয়া মুনিগণ।
গিয়া ভরত বন্দিল চরণ॥
দশরথের পুত্র আমি ভরত আমার নাম।
রাজ্য ছাড়িয়া বনে আস্যাছেন শ্রীরাম॥
আমি দুষ্ট চণ্ডাল হৈলু মায়ের দোষে।
রাজ্যসমেত আসিয়াছি রাম লইতে দেশে॥

আমার সঙ্গে আসিয়াছে সকল পুরী জন।
কোন্ পথে গেলে পাব রামের দরশন॥
মুনি বলেন ভরত তোমার
বুঝিতে নারি মন।
একেশ্বর পর্ব্বতে তুমি আইলা কি কারণ॥
ভরত বলেন কপট করিয়া যদি
আস্যা থাকি মুনি।
ধ্যান করিয়া সকল কথা জানিবেন আপনি॥
সকল কটক আমার ত্রিশ অক্ষৌহিণী।
কোন্‌খানে থাকিবে ঠাট ভয় করি মুনি॥
মুনি বলেন বিচিত্র পুরী সৃজন করি আমি।
আপন নয়নে ভরত দেখিবা যে তুমি॥
দিব্য আওয়াস দিব দিব্য দিব বাসা।
ভালমতে করিব তোমার কটক জিজ্ঞাসা॥
তপের প্রসাদে ভরত দরিদ্র নহে মুনি।
কৌতুক দেখহ ঠাট ভুজাই ত্রিশ অক্ষৌহিণী॥
ভরতের তরে মুনি করিলা আশ্বাস।
তখনি দেখিবা এথা দেবতার বাস॥
কটক আনিতে ভরত চলিলা আপনি।
পর্ব্বতের উপর পুরী তখন সৃজেন মুনি॥
তপস্যাবলে মুনি সৃজিলা যত স্থান।
সভার আগে বিশ্বকর্ম্মা হইলা আগুয়ান॥
ব্রহ্মমন্ত্র জপিয়া মুনি ধ্যান করিয়া বৈসে।
যারে যখন আজ্ঞা করে সেই তখন আইসে॥
সোনার পাচির করিল সোনার আওয়ারি।
সোনায় ঘাট বাঁধিলেন দীঘী আর পুখরি॥
পুরীর ভিতর করিলা দিব্য সরোবর।
ঘোড়া হাথী বাঁধিতে করিল লক্ষ লক্ষ ঘর॥
সোনার খাট পাট করিল সোনার সিংহাসন।
দেবকন্যা লইয়া কটক করিবে শয়ন॥
সাতশত নদী আছে পৃথিবীমণ্ডলে।
মুনির আজ্ঞায় আইল চিত্রকূটের তরে॥
সাতশত নদী ধ্যানে আইলা শীঘ্রগতি।
চিত্রকূটের তরে আইলা গঙ্গা ভাগীরথী॥
ভরদ্বাজের তপের কথা বড় চমৎকার।
দশদিগ্ লোকপাল হইলা আগুসার॥
যক্ষরাজ আইলা ধনের অধিকারী।
সুবর্ণের পাত্র লৈয়া ভরাইল পুরী॥
দ্বিজরাজ চন্দ্র আইলা শোভিত রজনী।
তম্বুরু লৈয়া নারদ আইলা বিচিত্র নাচনি॥
যত যত আইলা সভে স্বর্গ বিদ্যাধর॥
গন্ধর্ব্বেরা গীত গায় শুনিতে সুস্বর॥
শনিগ্রহ আইলা সূর্য্য মহাশয়।
চিত্রকূটে আসিয়া সভে করিলা আশ্রয়॥
ভাঙ্গিয়া অমরাবতী ইন্দ্রের নগরী।
চিত্রকূটে ভরদ্বাজ আনাইল পুরী॥
এতেক সৃজিলা মুনি চক্ষুর নিমিষে।
হেন ভরতের ঠাট সাঁধায় আওয়াসে॥
পুরী দেখিয়া ভরতের লাগিল চমৎকার।
দেবকন্যা লইয়া মুনি যুক্তি করিল সার॥
ভরতের সঙ্গে যদি রাম আইসে দেশে।
দেবগণ রহিতে তবে নারিবে স্বর্গবাসে॥
দেবগণ মুনিগণ করিয়া মন্ত্রণা।
আওয়াসের ভিতর ঠাট গেল সর্ব্বজনা॥
যার যেই যোগ্য আওয়াসে সাঁধায় সর্ব্বজন।
যে দিগে চাহে লোক সেই দিগে মজে মন॥
নারায়ণ তৈল মাখে গায় দেয় আমলকী।
গঙ্গাস্নান করিয়া কেহো পরম কৌতুকী॥
সাতশত নদী আসিয়া চিত্রকূটে বয়।
কত ঠাট গঙ্গাজলে স্নান করিতে যায়॥
স্নান করিয়া পরে ঠাট বিচিত্র বসন।
গায় পারিজাতের মালা অগোর চন্দন॥
ইন্দ্র কুবেরের ধনে ভরিয়া পুখরি।
দেবতার অলঙ্কার মনুষ্য হৈয়া পরি॥
মনুষ্য পরিল যত দেবতার অভরণ।
কেবা ঠাকুর কেবা নফর না চিনি কোন জন॥
ভোজন করিতে লোক বসিল
নানা পরিপাটী।
সোনার আসন ঝারি সোনার বাটা বাটী॥
সোনার থাল সোনার বাটী সুবর্ণের ঝারি।
আশী যোজনের পথ বসিল সারি সারি॥
দেবকন্যা অন্ন দেয় কটকে বসিয়া খায়।
দেবকন্যা অন্ন দেয় কেহো
দেখিতে নাহি পায়॥
সুগন্ধি কোমল অন্ন দেবের নির্ম্মাণ।
দধি দুগ্ধ ঘৃত ঘোল অমৃত সমান॥
দেবভোগ মনুষ্য খায় বড়ই সুস্বাদ।
যত পায় তত খায় নাহি অবসাদ॥
এত দূরে ভোজন যদি হইল সমাধান।
রত্নসিংহাসন পায় দেবের নির্ম্মাণ॥
সিংহাসন পাইয়া ঠাট করিল শয়ন।
বিদ্যাধরী আসিয়া করে পায়ের মর্দ্দন॥
অমরাবতী ছিল যত স্বর্গবিদ্যাধরী।
চিত্রকূটে আইল তারা নানা বেশ করি॥

যতেক সুন্দরী কন্যা কটকের কোলে।
সুখে রাত্রি বঞ্চে কটক শৃঙ্গার কুতূহলে॥
প্রতি আওয়াসে নাচে ইন্দ্রের নাচনি।
সুললিত বীণার বাদ্য মধুর ভাষ শুনি॥
নারদের বীণা বায় তম্বুরায় গায় গীত।
মলয় বসন্ত বায় হরিয়া নিল চিত॥
হরি হরি শব্দ করে জয় জয় বোলে।
আছুক আনের কাজ বশিষ্ঠ পড়িল ভোলে॥
আপনা পাসরিলা বশিষ্ঠ মহামুনি।
শোক পাসরিলা কৌশল্যা মহারাণী॥
এই মতে আনন্দে আছেন সর্ব্বজন।
রাম নিতে আসিয়াছেন তাহে নাহি মন॥
সর্ব্বলোকে বলে আমরা আইলাম স্বর্গবাসে।
স্বর্গবাস হইতে আমরা না যাইব দেশে॥
এতেক করিল মুনি ভরতের তরে।
তথাপি ভরতের মন লোভাইতে নারে॥
ভরত বলেন মুনি যত কর অবতার।
শূন্য হেন দেখি আমি সকল সংসার॥
যত কিছু কর মুনি সভ অকারণ।
রামের চরণ বই আমার নহে অন্যমন॥
মুনি বলেন ভরত পরীক্ষিলাম তোমার তরে।
তোমা হেন ভাই ভক্ত নাহিক সংসারে॥
যেই রাম সেই তুমি বিষ্ণু আপনি।
তোমার তরে লোভাইতে পারে কোন্ মুনি॥
বর মাগ ভরতেরে বলেন ভরদ্বাজ।
মনের অভীষ্ট তোমার সিদ্ধি হউক কাজ॥
ভরত বলেন গোসাঞি আমার আর নাহি মন।
কেমনে দেখিব আমি রামের চরণ॥
মুনি বলেন ভরত তোমায় বলি যে বিশেষে।
যমুনার পার কূল যাহ সেই দেশে॥
বট গাছের তলে বৈসেন অনেক মুনিগণ।
রাম লক্ষ্মণ সীতা তথা আছেন তিনজন॥
তথা হইতে তপোবন প্রহরের পথ।
এই পথ দিয়া তুমি চলহ ভরত॥
মুনির ঠাঁঞি বিদায় হইয়া চলিলা ভরতে।
রাম রাম বলিয়া ভরত যান সেই পথে॥
যেমত ছিলা চিত্রকূট হইলা আরবার।
ভরতের পাছু গেল সকল সংসার॥
হাথী ঘোড়ার কলরব দূরে হইতে শুনি।
মহাশব্দ শুনিয়া রাম মনে মনে গণি॥
কারে কিছু না বলেন মনে সকল জানে।
আমায় নিতে ভরত ভাই আইসে এই স্থানে॥
হাথী ঘোড়া কটকের ভর
পৃথিবী সহিতে নারে।
যমুনার জল কাদা হইল
কটকের পায়ের ভরে॥
চতুর্দ্দিগে ধায় লোক ভাঙ্গিয়া বন চাল।
কটক সমেত ভরত যমুনা হইলা পার॥
রাম বলেন মুনি সকল
বিস্ময় না করিহ চিতে।
আমায় নিতে ভরত আইসে রাজ্য সমেতে॥
রামের বচনে স্থির হইলা মুনিগণ।
হেনকালে ভরত পাইল রামের দরশন॥
গোসাঞি বলিয়া পড়ে রামের চরণে।
ভাই ভাই বলিয়া রাম ভরত কৈলা কোলে॥
বামা জাতি আমার মা তাহার বচনে।
তাহার বোলে রাজ্য ছাড়ি
আইলা কি কারণে॥
আমি দুষ্ট চণ্ডাল হইলাম মায়ের দোষে।
বারেক বাহুড় রাম চল নিজ দেশে॥
রাম বলেন ভরত তুমি বিচারে পণ্ডিত।
সতাইর দোষ দেহ কেন এই অনুচিত॥
আপন পুত্রের তরে সভার পরিতোষ।
তোমার তরে রাজ্য দিলেন
সতাইর কিবা দোষ॥
বাপের কুশল ভরত কহ ত সত্বর।
রাজ্য শূন্য করিয়া আইলা বাপ একেশ্বর॥
বশিষ্ঠ বলেন রঘুনাথ কহিতে বাসি ভয়।
স্বর্গবাসে গেলা বুড়া রাজা মহাশয়॥
তোমা বই বুড়া রাজার আর নাহি মন।
তোমার শোকে বুড়া রাজা
তেজিলা জীবন॥
আছাড় খায়্যা পড়িলা রাম হইলা মূর্চ্ছিত।
বশিষ্ঠ বলেন রঘুনাথ নহে তো উচিত॥
সর্ব্বশাস্ত্র জান তুমি আপনি ভগবান।
মা বাপ লাগিয়া রোদন নহে তো বিধান॥
সত্য পালিয়া রাজা গেলা স্বর্গবাসে।
হেন বাপের তরে কাঁদ পুণ্য কর নাশে॥
বশিষ্ঠের বোলে রাম সম্বরে ক্রন্দন।
রাম লক্ষ্মণ সীতা স্নান করিলা তিনজন॥
তাহাঁর পুত্র আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ।
স্বর্গবাসে পূজা তারে করে দেবগণ॥
যথায় রামচন্দ্র তথা অযোধ্যা নগরী।
দশ যোজনের পথ কটক বসিল সারি সারি॥

রাম বলেন শুন বশিষ্ঠ পুরোহিত।
বাপের শ্রাদ্ধ করিতে আমায় কি হয় উচিত॥
বশিষ্ঠ বলেন ব্যবস্থা আমি
বলি তোমার তরে।
তিন দিন অশুচি তুমি শাস্ত্রের বিচারে॥
তিন দিন গেলে শ্রাদ্ধ করিবে আরবারে।
সকল সম্পূর্ণ আছে রাজার ভাণ্ডারে॥
বাপের শ্রাদ্ধ ভরত করাছেন একবার।
দানে শূন্য করিয়াছেন সকল ভাণ্ডার॥
যত যত রাজা হইল সূর্য্যচন্দ্রকুলে।
এমত দান কেহো না করে কোন কালে॥
নদীর কূলে বঞ্চিলা রাম তিন রজনী।
তপোবন হইতে আইলা যত মহামুনি॥
আরবার শ্রাদ্ধ করেন ভাই চারিজন।
ফল্গু নদীর জলে পিণ্ড কবিল সমর্পণ॥
বশিষ্ঠ বলেন রঘুনাথ শুন মহাশয়।
ভরতের তরে এখন কোন্ যুক্তি হয়॥
রাম বলেন ভরত লইয়া চলহ সকাল।
যাবৎ রাজ্যেতে কোন না পড়ে জঞ্জাল॥
রাজ্য শূন্য করিয়া আইলা সকল পুরী।
ভাঁগিল বাপের রাজ্য অযোধ্যা নগরী॥
আপনি আসিয়া যদি বিধাতা বেউসে।
চৌদ্দ বৎসর আমি না যাইব দেশে॥
ভরত বলে দেশে যাইতে কেন না কর সাহস।
ত্রিভুবনে থাকিল গোসাঞি ঘুষিতে অপযশ॥
মহারাজ্য রাখিতে নারিব আমার শকতি।
গর্দ্দভে ধাইতে নারে সিংহপদগতি॥
দুই পানই দেহ গোসাঞি
করি লৈয়া রাজা।
পানই রাজা করিয়া পালন করিব প্রজা॥
তোমার পানই লইয়া থাকিব যে
পুরীর ভিতর।
তবে ত্রিভুবনে মোর কারো নাহি ডর॥
তোমার পানই দেখিয়া গোসাঞি
ত্রিভুবন কাঁপে।
তবে রাজ্য রাখিতে পারিব পানইর প্রতাপে॥
দুই পায়ের পানই ভরত চাহে ঘনে ঘন।
পায় হৈতে পানই রাম খসাইলা তখন॥
দুই পানই রঘুনাথ খসাইলা হরিষে।
দুই পানই দিলাম আমি লৈয়া যাও দেশে॥
পানই দিয়া ভরতেরে বলেন শ্রীরাম।
রাজপাট তুমি ভাই করিও নন্দীগ্রাম॥
পাত্রমিত্র লৈয়া তুমি কর রাজ্যখণ্ড।
অযোধ্যায় গিয়া আমি ধরিব ছত্রদণ্ড॥
অযোধ্যায় রাজা হয় সকল নৃপতি।
চৌদ্দ বৎসর গেলে আমি ধরিব দণ্ড ছাতি॥
সাতশত মায়ের রাম করিল চরণ বন্দন।
আলিঙ্গন দিয়া তোলেন ভরত শত্রুঘ্ন॥
বশিষ্ঠচরণে রাম করিলা নমস্কার।
রাজার নীত কর্ম্ম যত সকল তোমার ভার॥
সর্ব্বলোকেরে বলেন রাম প্রবোধ বচন।
আমা দেখিয়া ভরত ভাইরে করিহ পালন॥
দেশের তরে যাহ সভে নাহিও উতরোলি।
ভরত শত্রুঘ্ন দুহে কৈলা কোলাকুলি॥
রামের দুই পানই ভরত করিলা শিরে।
ছত্রদণ্ড ধরিলেন পানইর উপরে॥
যোড় হাথে বন্দে ভরত সীতার চরণ'
বিদায় হইয়া দেশে চলিলা সর্ব্বজন।
কাঁদিতে কাঁদিতে দেশে করিলা গমন।
সৈন্যসামন্ত দেশে চলিলা সর্ব্বজন॥
কৃত্তিবাসের গীত অমৃতের ভাণ্ড।
এত দূরে সমাপ্ত হইল অযোধ্যাকাণ্ড॥
শ্রীশ্রীরামচন্দ্রঃ শরণম্॥

অরণ্যকাণ্ড

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং রঘুবরং
সীতাপতিং সুন্দরং
কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং
বিপ্রপ্রিয়ং ধার্ম্মিকম্।
রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং দশরথতনয়ং
শ্যামলং শান্তমূর্ত্তিং
বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং
রাঘবং রাবণারিম্॥

রাজ্যখন্ড লৈয়া ভরত হইলা বিমুখ।
পথে আসিয়া রহিলা ভরত পর্ব্বত চিত্রকূট॥
যমুনার পারে রাম লক্ষ্মণ সীতা তিনজন।
মুনি সভের সঙ্গে রাম রহিলা তপোবন॥
মুনি সভ মিলিয়া এখন করে কানাকানি।
বিষম হইল যজ্ঞস্থান বলে বৃদ্ধ মুনি॥
শুন মুনি গোসাঞি তোমরা
কুলের পুরোহিতি।
আমা বাহির করিয়া কেন করহ যুকতি॥
কোন্ দোষ করিনু আমি
কোন্ কোন্ ব্যবহার।
লক্ষ্মণ ভাই করিল কিবা কোন অনাচার॥
কোন্ অপরাধ করিল সীতা তো সুন্দরী।
আমা বাহির করিয়া কেন কর সারি ভারি॥
রামের বাক্য শুনিয়া মুনি পড়িলেন লাজে।
বৃদ্ধ মুনি কহেন সভ মুনির সমাজে॥
মুনিগণ বলেন রাম তুমি সভার পতি।*
পতিব্রতা সীতা তোমার যেন অরুন্ধতী॥
কোন দোষ নাহি করেন ভাই লক্ষ্মণ।
মুনি সভার কানাকানি শুনহ কারণ॥
খর নামে রাবণের ভাই বৈসে এই বনে।
বিষম রাক্ষসগণ হিংসে মুনিগণে॥
যখন হইতে রাম তুমি আইলা এই দেশে।
তখন হইতে অধিক আসিয়া হিংসে॥
কুচ্ছিত আকার বেটা বেড়ায় নিকটে।
বিপরীত শব্দ করে দুই কর্ণ ফাটে॥
যজ্ঞসজ্জ ছড়াইয়া ফেলে চারিভিতে।
সকল যজ্ঞের সজ্জ ভরায় রকতে॥
গাছের আড়ে থাকিয়া বিকট মুখে হাসি।
ফলমূল কাড়িয়া খায় ভাঙ্গে তো কলসী॥
মুনি সভার কানাকানি এই সে কারণ।
এই স্থান এড়িয়া যাব আর তপোবন॥
পুরাতন স্থান আছে আশা করি মনে।
সেই স্থান থাকিব গিয়া সকল মুনিগণে॥
আমরা গেলে থাকিবা তুমি
কেমত সাহসে।
তোমার ডরে পালা তারা
তোমা নাহি হিংসে॥
বিক্রমে বিশাল তুমি যেন কোন্ জন।
কত সাহস করিতে পার শংকা নাহি মন॥
এই কারণ লড়িল মুনি তিলেক রহে নাই।
তোমরা তিনজন চিন্ত অন্য ঠাই॥
স্ত্রীপুরুষে সভে চলিল অন্য ঠায়॥
ঘরে থাকিতে কেহো ভরসা না দেয়॥
শূন্য হইল মুনির পাড়া নাহিক সঞ্চার।
চিন্তাগুণে রঘুনাথ শোক অপার॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালি।
অরণ্যকাণ্ড গাইয়া দিল প্রথম শিকলি॥

আমা নিতে ভরত ভাই করিলা যতন।
মনে দুখ পায়্যা গেলা না দিলু বচন॥
রাম লক্ষ্মণ সীতা চিন্তেন তিনজন।
এতেক যদি রঘুনাথ গণে মনে মন॥
প্রভাতকালে করিয়া স্নান তর্পণ।
তথা হইতে উঠিয়া চলিলা তিনজন॥
তিনজন মিলিয়া গেলা
অত্রির তপোবন।
মুনির আশ্রম পাইয়া হরিষ তিনজন॥
শ্রীরাম দেখিয়া মুনি উঠিলা সম্ভ্রমে।
অতিথি ব্যবহারে রামে রাখিলা আশ্রমে॥
অনুগ্রহা পত্নীর ঠাঁই সমর্পিল সীতা।*
সীতা দেবী পালিহ যেন আপন দুহিতা॥
অনুগ্রহা দেখিলা সীতা তপেতে আগল।
তপস্যা করিতে বয়েস গিয়াছে সকল॥
উপবাসে অতিশীর্ণ হইয়াছেন দুর্ব্বল।
নিত্য রুক্ষ স্নানে গায় পড়িয়াছে মল॥
দশ রাত্রি হয় যেন এক রাত্রি তপের ফলে।
অনুগ্রহার তপের ফলে লোক
থাকে তো কুশলে॥

মৌন করিয়া সীতা দেবী যোড় হাথে আছে।
আশীর্ব্বাদ দিয়া অনুগ্রহা
সীতা দেবী পুছে॥
রাজকুলে জন্ম তোমার বিবাহ রাজকুলে।
দুই কুল উদ্ধারিলা আপন গুণশীলে॥
এত সম্পদ ছাড়িয়া স্বামীর সঙ্গে চলে।*
হেন স্ত্রী পাইলেন রাম অনেক তপের ফলে॥
সীতা বলেন ধনী হইলে কি করিবে ধনে।
অসতী হইলে তারে কেহো নাহি মানে॥
মাতা বুঝাইয়াছিলেন মোরে
বিভার পূর্ব্বদিনে।
স্বামীর সেবা সীতা করিহ রাত্রিদিনে॥
কৌশল্যা শাশুড়ি বুঝাইলেন করিয়া যতনে।
স্বামীর সেবা করিহ তুমি বিবিধ বিধানে॥
নির্গুণ স্বামী হয় যার বড়ই দারুণ।
তবু স্বামী বই স্ত্রীর অন্য নাহি ধন॥
জিতেন্দ্রিয় স্বামী মোর ধর্ম্মময় শীল।
হেন প্রভু পাইয়াছি আমি
অনেক পুণ্যফল॥
বাপের দুলাল রাম লোকের সম্পদ।
মা সং মায়ের প্রভু বড়ই ভকত॥
একা স্ত্রী আমি বই প্রভু অন্য নাহি জানে।
ত্রিভুবনে পুরুষ নাহি শ্রীরাম বিনে॥
সীতার কথা শুনিয়া তুষ্ট হইলা অনুগ্রহা।
সীতার মুখে চুম্ব দিয়া কৈলা বড় দয়া॥
সীতার তরে অনেক দিলা বস্ত্র অলঙ্কার।
অলঙ্কার পরিয়া সীতা হইলা নমস্কার॥
অনুগ্রহা বলেন শুন দেবী সীতা।
স্বামীর সেবাতে তুমি বড়ই পণ্ডিতা॥
আর কথা জিজ্ঞাসি মা
তোমা হইতে শুনি।
কেমতে পাইলা তুমি রাম হেন গুণী॥
সীতা বলেন বাপ জনক যজ্ঞভূমি চসে।
মেনকা নামে অপ্সরা যায় তো আকাশে॥
অন্তরীক্ষে যাইতে বাতাসে কাপড় উড়ে।
তাহা দেখিয়া জনক রাজার
বীর্য্য টলিয়া পড়ে॥
সেই বীর্য্যে জন্ম মোর হইল চাসভূমে।
মোরে দেখিয়া জনক রাজা
আনিল নিকেতনে॥
অযোনিসম্ভবা মুঞি জন্ম ভূমিতলে।
লাঙ্গল এড়িয়া রাজা কৈল মোরে কোলে॥
আপনার কন্যা হেন রাজা মনে গণি।
স্বরূপেতে তোমার কন্যা
হইল আকাশবাণী॥
দেবতা ডাকিয়া বলেন শুন জনক ঋষি।
তোমার বীর্য্যে জন্ম হইল কন্যা মানুষী॥
অযোনিসম্ভবা কন্যা গুণে আনন্দিতা।
প্রধান রাণীর ঠাঞি সঁপিলা দুহিতা॥*
লাঙ্গলমুখে জন্ম নাম থুইল সীতা।
মায়ের কোলে দিলা জনক রাজা পিতা॥
স্বর্গে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ।
দিনে দিনে বাড়ি আমি মায়ের যতন॥
আমা দেখিয়া আমার বাপ চিন্তে মনে মনে।
অযোনিসম্ভবা আমি বাড়ি দিনে দিনে॥
হেন কন্যা বিভা আমি দিব কার তরে।
দুর্জ্জয় ধনুক মোরে দিয়াছেন হরে॥
যুবক হইলে কন্যা কেমনে রাখি ঘর।*
যে ধনুকে গুণ দিবে সেই সীতার বর॥
দারুণ প্রতিজ্ঞা করি ত্রিভুবনের সার।
ধনুক দেখিতে আইল অনেক রাজার কুমার॥
ধনুক দেখিয়া সভার প্রাণ কাঁপে।
আমার বাপে নমস্কারি গেল মনস্তাপে॥
তিরাশী কোটি বলমন্তে যে ধনুক থুই।
সে ধনুকে গুণ দিবে এমত বর কোই॥
রামলক্ষ্মণ লৈয়া আইলা বিশ্বামিত্র মুনি।
ধনুক দেখিতে দুইজন রামলক্ষ্মণ আনি॥
প্রভু হাথে করি গেলা নিজ ধনুক বাণে।
হরধনু ভাঙ্গে রাম আনন্দিত মনে॥*
গুণ দিয়া সন্ধান পূরিতে ধনুক ভাঙ্গে।
ধনুর্ভঙ্গ শব্দ গিয়া তিন লোকে লাগে॥
ধনুক ভাঙ্গার শব্দ পড়িল ঝনঝনা।
স্বর্গমর্ত্যপাতাল কাঁপে পাসরে আপনা॥
মাথায় পঞ্চ ঝুটী রামের বিক্রমে অপার।
চূড়াকর্ণবেধ নাহি হয় গুণে চমৎকার॥
সভাকার মনে বিবাহ হয় সেই দিনে।
বাপ অবিদ্যমানে বিবাহ নাহি মানে॥
রাজ্য সমেত শ্বশুর আইলা
বাপের সম্বাদে।
চারি পুত্র বিবাহ দিলা পরম সানন্দে॥
শ্রীরাম করিলা আমার পাণিগ্রহণ।
উর্ম্মিলা বিভা করিলা দেওর লক্ষ্মণ॥
কুশধ্বজ খুড়ার ছিল দুই নন্দিনী।
ভরত শত্রুঘ্ন বিভা কৈলা দুই কামিনী॥

চারি পুত্র বিভা দিয়া শ্বশুরে
আইলা নিজ ধাম।
এই মতে মিলিল স্বামী প্রভু শ্রীরাম॥
এত যদি বলিলা সীতা বিবাহ কাহিনী।
সীতার কথা শুনিয়া হরিষ হইলা মুনি॥
সীতারে উঠিয়া তবে দিলা আলিঙ্গন।
দিব্য অলঙ্কার দিলা দিব্য বসন॥
সীতার ললাটে মুনিপত্নী দিলেন সিন্দুর।
স্বামীর ঠাঞি হয় যেন সোহাগ প্রচুর॥
সীতারে আনিয়া দিলা বিস্তর অলঙ্কার।
অলঙ্কার পরিয়া সীতা হইলা নমস্কার॥
দিব্য রত্নমালা দিলা দিব্য উত্তরি।
ত্রিভুবন জিনিয়া সীতা পরমসুন্দরী॥
পরমসুন্দরী সীতা অধিক সাজে বেশে।
সীতার রূপ দেখিয়া অনুগ্রহা প্রশংসে॥
দিন অস্ত যায় প্রবেশে রজনী।
অলঙ্কার দিয়া পাঠাল্যা মুনির ব্রাহ্মণী॥
রূপে আলো করিয়া সীতা
যান রামের স্থানে।
সতী রতি লক্ষ্মী যেন হইলা অধিষ্ঠানে॥
সীতার রূপ দেখিয়া রাম পরম পীরিতি।
সীতা লৈয়া মুনির বাড়ী
বঞ্চিলা সুখরাতি॥
রাত্রিপ্রভাতে রাম করিলা স্নান তর্পণ।
*তিনজন বন্দিলা গিয়া অত্রির চরণ॥
রামে আশীর্ব্বাদ করিল
অত্রি মহামুনি।*
এথায় বিষম আমার নাহি হয় জানি॥
দুরন্ত রাক্ষস বৈসে এই দেশে।
নিরন্তর উপদ্রব করে তো রাক্ষসে॥
হের দেখ রাম দণ্ডকবনের জ্যোতি।
অই বনে বঞ্চ গিয়া তিন ব্যক্তি॥
মুনির চরণ বন্দিলা রাম লইলা কল্যাণ।
দণ্ডকবনে রঘুনাথ করিলা পয়ান॥
নানা ফুলফলে দেখেন গন্ধে আমোদিত।
ময়ূরে পেখম ধরে ভ্রমরে গায় গীত॥
নানা পক্ষের কলরব মধুর ভাষ শুনি।
নিত্য আসিয়া নাচে এথা ইন্দ্রের নাচনি॥
তিনজন প্রবেশ করিলা গিয়া বনে।
হরষিত মুনিগণ রাম দরশনে॥
বনের ভিতর অনেক মুনি করেন বসতি।
রাম দেখিয়া সভে রামে করে স্তুতি॥

তুমি ধর্ম্ম তুমি কর্ম্ম তুমি মুনিজন।
সকল মুনিগণের তুমি করহ পালন॥
দেশে থাক বনে থাক তুমি সভাকার রাজা।
যথাতথা থাক তুমি করিব তোমার পূজা॥
নানা ফুলফল দিল অতিথ ব্যবহারে।
রাত্রি বঞ্চিলা রাম মুনি সভার ঘরে॥
প্রভাতে করিলা রাম স্নান তর্পণ।
তিনজন চলিলা দেখিতে তপোবন॥
আগে রাম মধ্যে সীতা পশ্চাতে লক্ষ্মণ।
কৌতুকেতে তিনজন করেন ভ্রমণ॥
নানা ফুলফল দেখেন গন্ধে আমোদিত।
হেনকালে এক রাক্ষস আইল আচম্বিত॥
ডাগর দুই চক্ষু খোঁখর হৃদয়।
বনজন্তু মারিয়া বেড়ায় বড়ই নির্দ্দয়॥
দুর্জ্জয় শরীর যেন পর্ব্বতপ্রমাণ।
অগ্নিমণ্ডল যেন তার মুখখান॥
মুখ মেলিলে বাহির হয় রাঙ্গা জিহি।
দেখিলে পরাণ উড়ে ছুইতে পারে কোহি॥
ব্যাঘ্রের আকৃতি শব্দ করে বলবান্।
ভয়ঙ্কর রাক্ষস ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান॥
ওষ্ঠ অধর রাঙ্গা দীঘল দুই হাথ।
জাঠার আগে পশু বাঁধিয়া যায় তো ত্বরিত॥
বাঘের গর্জ্জনে ডাকে সিংহনাদ ছাড়ে।
রাম লক্ষ্মণ দেখিয়া খাইতে আইসে রড়ে॥
ধাইয়া আসিয়া রাক্ষসী
সীতারে করিল কাঁখে।
সীতা লৈয়া রাক্ষসী উঠিল অন্তরীক্ষে॥
আকাশে উঠিয়া সীতারে খাইতে চায় ভুকে।
মেঘের গর্জ্জনে রাম লক্ষ্মণেরে ডাকে॥
তপস্বীর বেশ ধরি সঙ্গেতে রূপসী।
মুনি ভাণ্ডাইয়া বেড়াও না হও তপস্বী॥
জটা বাকল পর হাথে ধনুক বাণ।
বনে প্রবেশ করিয়া বেড়াও তিনজন॥
তোমার স্ত্রী পাইলাম করিব ভক্ষণ।
ঝাট পরিচয় দেহ তোমরা দুইজন॥
রাম বলেন সূর্য্যবংশে আমার উৎপত্তি।
লক্ষ্মণ ভাই সীতা স্ত্রী আছেন সংহতি॥
তুমি কে আমি তোমায় নাহি চিনি।
তোমার সনে বাদ নাহি সীতা নীলা কেনি॥
রাক্ষসী বলে রাম লক্ষ্মণ শুন দুই ভাই।
তিনজন খাইব এখন
পাড়িলা আমার ঠাঞি॥

*বিরাধ নাম আমার নাহিক মর্য্যাদা।
কাল নামে বাপ আমার মা শতক্রোধা॥
অনেক তপ করিয়া পাইলু ব্রহ্মার বর।
অক্ষয় অব্যয় দেখ আমার শরীর॥
ঝড়ে ব্যাকুলি যেন কলার বাগুড়ি।
বিরাধের কোলে কাঁদেন
সীতা তো সুন্দরী॥
ত্রাস পাইয়া রাম লক্ষ্মণ সম্ভাষি।*
দণ্ডক বনে হারাইলু সীতা তো রূপসী॥
রাজ্য হারাইলু কেকয়ী সতাইর দোষে।
আজি তুষ্ট হইবেন সীতা দেবীর নাশে॥
সীতার শোকে রঘুনাথ হইলা হুতাশ।
লক্ষ্মণ বলেন আপনা করহ প্রকাশ॥
*যত কোপ কর তুমি সতাই কারণে।
সেই কোপে রাক্ষসের বধহ পরাণে॥*
বাণে খণ্ড খণ্ড করিব রাক্ষসীর তনু।
ত্রিভুবনে তোমার বাণ সাক্ষাৎ কৃশাণু ॥
লক্ষ্মণের বচনে রঘুনাথের বল বাড়ে।
সাত বাণ রঘুনাথ একেবারে এড়ে॥
সাত বাণ খায়্যা রাক্ষসী কিছুই না জানে।
হাথে ছিল জাঠাগাছ লক্ষ্মণেরে হানে॥
লক্ষ্মণেরে জাঠা এড়ে রাম এড়েন বাণ।
তিন বাণে জাঠা করিল চারিখান॥
জাঠাগাছ কাটা গেল রাক্ষসীর তরাস।
আর অস্ত্র হাথে নাহি উঠিল আকাশ॥
রামেরে দেখিয়া রাক্ষসীর উড়ে তো রকত।
ভুমে পড়ে রাক্ষসী যেন প্রমাণ পর্ব্বত॥
মুখেতে তর্জ্জন করে
হৃদয়ে গৌরব রাখে।
সীতারে খাইতে পারে তবু নাহি ভুখে॥
আছাড়িয়া ফেলিল সীতার ব্যগ্রতা।
ভুমে পড়িয়া উঠিলেন
ধীরে ধীরে সীতা॥
রামের বাণে পুড়িয়া হৈল অব্যাহতি।
দিব্য শরীর পাইয়া রামেরে করে স্তুতি॥
তোমা পুত্রে ধন্য তোমার মা বাপ।
তোমার বাণে পড়িয়া আমার
ঘুচিল মনস্তাপ॥
শাপ বিমোচন মোর হয় তোমার বাণে।
তোমারে বিরূপ বলিলু এই সে কারণে॥
তুমি জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের করিবে পালন।
জাঠা কাটিয়া তুমি রাখিলা লক্ষ্মণ॥

ধন্য ধন্য সীতা তুমি ধন্য তোমার পতি।
আমার ঠাঁঞি পড়িয়া তুমি
পাইলা অব্যাহতি॥
যেমতে হইল মোর শাপ বিমোচন।
পূর্ব্বকথা কহি গোসাঞি শুন বিবরণ॥
কেশব নামে দানব আমি কুবেরের অনুচর।
রম্ভার সনে কেলি করেন ধনের ঈশ্বর॥
যেখানে কেলি করেন তাহাঁরা দুইজন।
সময় না বুঝিয়া আমি গেলাম সেই স্থল॥
ঘরের সেবক আমি গেলাম আচম্বিত।
আমা দেখিয়া দুইজন হইলা লজ্জিত॥
কোপে শাপ দিলা মোরে ধনের ঈশ্বর।
দণ্ডক বনে হও গিয়া রাক্ষস নিশাচর॥
রাক্ষস জাতি হৈয়া বনে বেড়াও গিয়া পাপ।
রামের বাণে পড়িলে তোর ঘুচিবেক শাপ॥
আপনি বিষ্ণু হইয়াছেন রাম অবতার।
তাহার বাণে মুক্ত তোর স্বর্গদুয়ার॥
তোমার বাণে পড়িয়া গোসাঞি
হইল মুকতি।
রাক্ষস মূর্ত্তি পোড়া গেলে
পাই বা অব্যাহতি॥
সেইখানে লক্ষ্মণ বীর অগ্নিকুণ্ড কাটি।
অগ্নি জালিয়া লক্ষ্মণ আনিলা কাষ্ঠকাটি॥
রাক্ষস শরীর পুড়িয়া হইল অঙ্গার।
অগ্নি হইতে উঠিল পুরুষ অদ্ভুত আকার॥
দেবশরীর ধরিয়া পুরুষ গেলা স্বর্গবাস।
অরণ্যকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

রাম বলেন প্রমাদ পড়িবে
থাকিলে এই বনে।
গোমতীর তীরে যাই শরভঙ্গের স্থানে॥
এথা হইতে শরভঙ্গ দুই যোজন।
অদ্ভুত দেখিব তথা মুনির তপোবন॥
তপের প্রসাদে মুনি জ্বলন্ত আগুনি।
দেখিয়া প্রীত পাবে তথা শরভঙ্গ মুনি॥
সে দিবস বঞ্চিলা রাম সেই বাসা ঘরে।
প্রভাতে চলিলা রাম মুনি দেখিবারে॥
মুনির তপোবনের কাছে গেলা তিনজন।
হেনকালে দেখিলা রাম অপূর্ব্ব দরশন॥
সুন্দর পুরুষ দেখি বিচিত্র বেশে।
তিন কোটি দেবতা আছে পুরুষের পাশে॥

অন্তরীক্ষে রথ আছে ধবল অষ্ট ঘোড়া।
গলায় শোভিত হার মণিমুক্তায় বেড়া॥
শ্বেত চামরের বাতাশ পড়িছে চারিভিতে।
দূরে থাকিয়া তিনজন দেখিলা ভালমতে॥
ইন্দ্র দেবরাজ আইসে মুনি সম্ভাষণে।
রাম লক্ষ্মণ সীতা তারা
দেখিলা তিনজনে॥
রাম বলেন সীতা লৈয়া থাকহ লক্ষ্মণ।
জানি গিয়া মুনির বাড়ী আইল কোনজন॥
ইন্দ্র দেবরাজ হেন আমায় যুক্তি আইসে।
চলিলেন রঘুনাথ পুরুষ উদ্দিশে॥
ইন্দ্র বলেন শুন শরভঙ্গ মহামুনি।
রাম আস্যাছেন আমায় ঝাট
দেহ তো মেল্যানি॥
পৃথিবীর রাক্ষস রাম করিবেন সংহার।
তবে সে শ্রীরামের সঙ্গে আমার সম্ভাষ॥
এই ধনুক বাণ মুনি থুইলু তোমার ঘরে।
আমার নাম করিয়া দিও
রঘুনাথের তরে॥
এত বলিয়া অমরাবতী গেলা পুরন্দর।
তবে তো রঘুনাথ গেলা শরভঙ্গের ঘর॥
মুনি নমস্কার করিয়া পুছেন সমাচার।
ঝাট কেন ইন্দ্র গেলা স্বর্গদুয়ার॥
মুনি বলেন আমা নিতে আইলা পুরন্দর।
ইন্দ্র সঙ্গে এখন তোমার নহিবে গোচর॥
আপুনি বিষ্ণু আইলে তুমি
আমার উদ্দেশে।*
তোমারে না সম্ভাষিয়া কেমনে
যাইব স্বর্গবাসে॥
যতেক তপস্যা মোর তোমায় করিলু দান।
ইন্দ্র দিল ধনুকবাণ দিলু তোমার স্থান॥
শরীর এড়িব আমি শরীর পুরাতন।
তোমা দেখিবারে আমি রাখ্যাছি জীবন॥
রাম বলেন আমি আইলু তোমা সম্ভাষণে।
তুমি স্বর্গে গেলে আমি
থাকিব কোন্ স্থানে॥
মুনি বলে আছে যথা শাণ্ডিল্যের স্থান।
বনবাস তথা গিয়া বঞ্চ তিনজন॥
মুনি বলেন খানিক রাম বৈস এইখানে।
শরীর ছাড়িব আমি তোমা বিদ্যমানে॥
কুণ্ড খুদিয়া মুনি জ্বালিল আনল।
অগ্নি জ্বলিয়া উঠে গগনমণ্ডল॥
কৌতুক দেখিতে আইলা
সীতা আর লক্ষ্মণ।
মুনির সাহস দেখি কৌতুকী তিনজন॥
মুনির সাহস রাম দেখিয়া হইল বিস্ময়।
অগ্নিকুণ্ডে জ্বালিয়া দিল মুনি আপন কায়॥
মুনির শরীর পুড়িয়া হইল ভস্ম অঙ্গার।
মুনির সাহস দেখ্যা রাম চমৎকার॥
অগ্নি হইতে পুরুষ উঠে অদ্ভুত আকার।
অগ্নি হইতে উঠিয়া কৈল রামে নমস্কার॥
ব্রহ্মলোকে গেলা মুনি তপের উদয়।
মুনির সাহস দেখিয়া রাম বিস্ময়॥
শ্রীরাম দরশনে মুনি গেলা স্বর্গবাস।
অরণ্যকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

শরভঙ্গ দেখিতে আসিয়াছিলেন যত মুনি।
রাম সম্ভাষিতে আইলা পরম গেয়ানি॥
রাম দেখিবারে আইলা যত তপস্বী।
কেহো করে পারণ কেহো থাকে উপবাসী॥
গাছের বাকল পরে কেহো জটা ধরে শিরে।
অষ্টপ্রহর থাকে কেহো জলের ভিতরে॥
কোন মুনি সর্ব্বকাল থাকে উপবাস।*
সূর্য্যের কিরণ যেন রবির প্রকাশ॥
*সৃষ্টি রাখিতে পারেন এক এক ব্যকতি।
বিনাশ করিতে কার আছয়ে শকতি॥*
মুনি সভা দেখিয়া রাম করেন যোড় হাথ।
মুনি সভাই বলেন রাম তুমি সভার নাথ॥
রাজা হৈয়া প্রজা পালে না করে পীড়নে।
সত্যধর্ম্ম কীর্ত্তি তার বাড়ে দিনে দিনে॥
রাজা হৈয়া প্রজা পীড়ে না করে পালন।
পরলোকে নরক তার না যায় খণ্ডন॥
রাজ্যে থাক বনে থাক তুমি সভাকার রাজা।
যথা তথা যাও তুমি করিব তোমার পূজা॥
যত তত মুনি ছিল মারিল রাক্ষসে।
মুনি সকলের হাড়মুণ্ড দেখ দেশে দেশে॥
ঋষ্যমূক্ পর্ব্বতে দেখ পম্পা নদীর তীরে।
গঙ্গার দুই কূল দেখ মুনি সভার শরীরে॥
মুনি সকল মোরা তোমার পশিলু শরণ।
রাক্ষস মারিয়া তুমি সভার করিবা পালন॥
রাম বলেন এত স্তুতি আমারে কেন করি।
তোমারদিগের আশীর্ব্বাদে
সর্ব্বত্রেতে তরি॥

পরম হরিষে থাক কারো নাহি ডর।
অগ্নিবাণে বিনাশিব যত নিশাচর॥
তপোবনে না থুইব রাক্ষসের সঞ্চার।
তোমা সভার তপের ফলে রাক্ষস যাবে মার॥
হরষিত হইলা মুনি রামের আশ্বাসে।
অরণ্যকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥

মুনিগণ বেষ্টিত গেলা উতঙ্ক মুনির ঘর।
উতঙ্ক দেখিলেন রামে ধর্ম্মেতে তৎপর॥
মুনির চরণে রাম কৈলা নমস্কার।
শ্রীরাম দেখিয়া মুনি হরিষ অপার॥
মুনি বলেন আইলা চিত্রকূট যখন।
তখনি জানিলু আমি আসিবা তপোবন॥
সেই বনে বিস্তর তপস্যা করিল পুরন্দর।
তপস্যার ফলে তিনি হৈলা
স্বর্গের দণ্ডধর॥
হেন তপোবনে রাম কৈলা আগমন।
বনবাস বঞ্চ রাম সুখে তিনজন॥
নানা ফুলফল খাইবা নির্ম্মল জল।
বনবাস বঞ্চিতে রাম এই রম্যস্থল॥
সন্ধ্যাকালে মৃগ পশু এই বনে আইসে।
প্রভাতে চরিতে তারা যায় নানা দেশে॥
নির্ভয় হইয়া পশু থাকে এই বনে।
আমার তপের ফলে না হিংসে কোন জনে॥
হেন বনবাসে আইলা পুণ্য আয়োজন।
বনবাসে গিয়া সুখে বঞ্চ তিনজন॥
নানা ফলমূল খাও মধুর সুস্বাদ।
আমার তপোবনে নাহি পাইবে অবসাদ॥
দিব্য সরোবর দেখ নির্ম্মল জল।
পৃথিবীর দুর্ল্লভ দেখ বড় রম্যস্থল॥
রাম বলেন শুন গোসাঞি উতঙ্ক মুনি।
তপোবনের কথা কহিলা
অপূর্ব্ব কাহিনী॥
তোমার আজ্ঞা পায়্যা আমি দেখি তপোবন।
আগে মুনিগণ যান পাছে তিনজন॥
রাম লক্ষ্মণ সীতা দেবী মুনির সংহতি।
তপোবন দেখিতে যান পরম পীরিতি॥
বন দেখিয়া রঘুনাথের লাগে ভয়।
ধনুকে গুণ দিয়া যান রাম মহাশয়॥
সন্ধান পুরিয়া রাম প্রবেশিলা বনে।
নিষেধ করিলা সীতা বিবিধ বিধানে॥

তপস্যা করিতে আইলা হইয়া তপস্বী।
তপস্বী হৈয়া কি কারণে প্রাণিগণ হিংসি।
রাক্ষসের সনে বাদ কর কোন্ কাজে।
বিনা দোষে নষ্ট করিলে
লোকে নাহি পূজে॥
ক্ষত্রিয় হৈয়া প্রাণিবধ না কর এই স্থানে।
তপোবনে প্রাণিবধ নাহিক বিধানে॥
এই তপোবনের কথা
শুন্যাছি বাপের স্থানে।
পুষ্কর নামে ব্রহ্মচারী ছিল এই বনে।
ভগীরথ ইন্দ্রের ঠাঞি স্থাপ্য
খাণ্ডা থুইল ঘরে
মহানারকী হয় যদি স্থাপ্যধন হরে॥
*মহা নরক হয় যে ইহার হরে স্থাপ্য ধন।
যত্ন কর্যা খাণ্ডা লয়া বেড়ায় তপোধন॥*
পরম কৌতুকে পক্ষ এই বনে বৈসে।
নড়িতে চড়িতে নারে বুড়া ত বয়সে॥
কুবুদ্ধি পায় পুষ্করের দৈবের কারণে।
খাণ্ডার চোটে পক্ষের বধিল জীবনে॥
হাথে অস্ত্র থাকিলে জীবহিংসা নিশান।
মহাপাপ হইল মুনির খাণ্ডার কারণ॥
*সত্য পালি দেশে জবে করিবে গমন।
রাক্ষস মারিয়া মুনি করহ পালন॥*
এত যদি রঘুনাথ সীতার মুখে শুনে।
অগ্নি হেন জ্বলে রাম সীতার বচনে॥
ধর্ম্মচরিত্রা তুমি বুঝাও মহাজন।
বনে যাইতে নিষেধ করহ কি কারণ॥
রাজধর্ম্ম আমার শুন জনকদুহিতা।
বনে যাইতে বাধা দেহ
উচিত নহে সীতা॥
তপ করে মুনিগণ কাহারে নাহি হিংসে।
শরীর শুখায় মুনির নিত্য উপবাসে॥
রাক্ষস ক্ষয় করিতে পারেন তপের ফলে।
ক্রোধে তপ নষ্ট হয় শাস্ত্রে ইহা বলে॥
তবে মুনি সভ আমার পশিল শরণ।
আমি না রাখিলে মুনি রাখিবে কোন্ জন॥
আমার অধিকারে দুঃখ পায় যত মুনি।
ক্ষত্রি হৈয়া জন্মিলাম শাস্ত্র কি জানি॥
সকল মুনির তরে করিলু অঙ্গীকার।
মুনির সত্য না পালি যদি জনম অসার॥
সীতারে বুঝাইলা রাম প্রবোধ বচনে।
বনে প্রবেশ করিলা রাম মুনি সভার সনে॥

বনের ভিতর দেখেন রাম দিব্য সরোবর।
বাদ্য নৃত্যগীত জলের ভিতর॥
অপূর্ব্ব শুনিয়া রাম জিজ্ঞাসেন মুনি।
জলের মধ্যে নৃত্যগীত কভু নাহি শুনি॥
মুনি বলেন জলের ভিতর আছেন মুনিবর।
কঠোর তপ করেন মুনি
দশ হাজার বৎসর॥
মুনির তপ দেখিয়া ত্রাসিত পুরন্দরে।
পঞ্চ অপ্সরা ইন্দ্র পাঠাইলা ডরে॥
নৃত্যগীত করে সপ্তস্বরা বাজন।
জলের ভিতর গীত গায় শুনে মহাজন॥
*সপ্তস্বরা গীত গায় শুনিতে রসাল।
অপ্সরার সনে মুনির হইল মিশাল॥
পঞ্চ অপ্সরা সরোবরের খেয়াতি।*
স্বর্গে না গেলা মুনি জলেতে বসতি॥
নাটগীত জলে হয় কেহু নাহি দেখি।
শুনিয়া যে রঘুনাথ হইলা মনে সুখী॥
শুনিয়া চমৎকার লাগিল শ্রীরামে।
তপোবন দেখিয়া আইলা মুনির আশ্রমে॥
রামনারায়ণ আদরে রহিলা মুনির ঘরে।
সুতীক্ষ্ণ আশ্রমে রাম রহিলা এক বৎসরে॥
ছয় মাস আট মাস কোথায় পরবাস।
কোথাও এক বৎসর কোথাও এক মাস॥
অনেক অপূর্ব্ব দেখিলা তিনজন।
দশ বৎসর গেল মুনির তপোবন॥
রাম বলেন শুন বলি সুতীক্ষ্ণ মুনি।
অগস্ত্যদরশনে যাব দেহো তো মেলানি॥
অগস্ত্যের কথা শুনি বড় চমৎকার।
তাহার চরণে গিয়া করিব নমস্কার॥
মুনি বলেন রাম বলি তোমার ঠাই।
অগস্ত্য দেখিলে প্রীত পাবে দুই ভাই॥
এক যোজন এথা হইতে
অগস্ত্যের তপোবন।
এক দিনে এথা হইতে যাইতে
নারিবে তিনজন॥
মধ্য পথে আছে অগস্ত্যের
পিপ্পলিকার বন।
সেথায় বাসা করিয়া রহিও তিনজন॥
বিদায় করিয়া চলিল রাম লক্ষ্মণ।*
যোজনের পথ গেলা পিপ্পলিকার বন॥
দেখিয়া অগস্ত্যের ভাই পরম পিরিতি।
পিপ্পলিকা খাইয়া বনে ছিলা এক রাতি॥

বিদায় করিলা রাম রাত্রি প্রভাতে।
লক্ষ্মণ সীতারে দেখান রাম
আইস এই পথে॥
এই তপোবনে দুর্জ্জয় রাক্ষস মারিয়া পাড়ি।
রাক্ষস মারিয়া মুনি করিলেন বাড়ি॥
শুনিযা লক্ষ্মণ সীতার লাগিল চমৎকার।
মুনির ঠাঞি রাক্ষস কেমনে গেল মার॥
রাম বলেন লক্ষ্মণ সীতা শুনহ উত্তর।
বাতাপি ইল্বোল ছিল দুই সহোদর॥
মায়াবী রাক্ষস তারা নানা মায়া ধরে।
বাতাপি গাড়র হৈয়া ব্রাহ্মণ বধ করে॥
তাহারা দুই ভাই এই বনে
থাকে সঙ্গোপেতে।
শমন কেতু বলিয়া যারে প্রশংসে পণ্ডিতে॥
আদর করিয়া ব্রাহ্মণেরে দিল জলপান।
গাড়রের মাংস রাধিয়া করায় ভোজন॥
যে ব্রাহ্মণের পেটে গাড়রের মাংস ঢুকে।
বাতাপি বাহির হয় ইল্বোল তারে ডাকে॥
পেট চিরিয়া বাহির হয় ব্রাহ্মণ মরে।
ব্রহ্মবধ করিয়া বেড়ায় দুই সহোদরে॥
ব্রহ্মবধের কথা শুনিয়া অগস্ত্য মহামুনি।
ইল্বোলের ঠাঞি অন্ন মাগেন আপনি॥
অনেক দূর হইতে আসিয়াছি
বৈদেশী ব্রাহ্মণ।
এই গাড়রের মাংস মোরে করাও ভোজন॥
মুনির কথা শুনিয়া ইল্বোলের হইল হাস।
একা কেমনে খাইবে এক গাড়রের মাস॥
মুনি বলেন তিন বৎসর আছি উপবাসে।
ভোজনের বড় আশ গাড়রের মাসে॥
অগস্ত্য মুনিকে ইল্বোল নাহি জানে।
কেমনে ব্রাহ্মণ মারিল দুইজনে॥
ভাল বলিয়া ইল্বোল অঙ্গীকার করে।
তাহার ভাই বাতাপি গাড়র রূপ ধরে।
বাতাপি গাড়র হইল মায়ার প্রবন্ধে।
গাড়র কাটিয়া ইল্বোল অনেক ব্যঞ্জন রাঁধে॥
অগস্ত্যের ঠাঞি গাড়র হইল বন্দী।
বড় আসন করিয়া মুনি
ভোজনে অভিসন্ধি॥
সুবর্ণ থালা করিয়া ইল্বোল মাংস পরিষে।
মুনি আসিয়া তবে ভোজনেতে বৈসে॥
গঙ্গা দেবী বলিয়া মুনি মনে মনে ডাকে।
অনেককাল হৈতে মুনির কমণ্ডুলু ঢুকে॥

গঙ্গাজল পান করিয়া ব্রহ্মমন্ত্র জপে।
বড় গ্রাস করিয়া মুনি মাংস খায় কোপে।
জীর্ণ গেল বাতাপি মুনি করিলা আহার।
ঝাট আইস বাতাপি ইল্বোল হাঁকার॥
ইল্বোলের বচনে মুনি নবম্বার চাপি।
মুনি বলেন ইল্বোল কোথা
দেখিব বাতাপি॥
*সিংহ পাইলে যেন ধরিল ভক্ষ্য হাথী।
ইল্বোল মারিতে মন্ত্রণা করে মহামতি॥*
মুনি বলেন ইল্বোল বুদ্ধি কেনে ঘাটে।
তোমার বাতাপি এই আছে মোর পেটে॥*
আর হেন মুনি নহি ব্রহ্ম মন্ত্র জপি।
তাহাঁর উদরে জীর্ণ হইল বাতাপি॥
কুপিল ইল্বোল মুনি মারিবারে আইসে।
অগস্ত্য বলেন ইল্বোল ব্রহ্মকুলে বৈসে॥
ব্রাহ্মণ বধ করিয়া বেড়াইস দুই ভাই।
দুই ভাই মৈলা আজি অগস্ত্যের ঠাঁঞি॥
মুনির বচনে ইল্বোল পাসরে আপনা।
ইল্বোল মারিতে মুনি সৃজিলা মন্ত্রণা॥
হুহুঙ্কার এড়ে মুনি ব্যঞ্জনা যেন পড়ে।
হুঙ্কার অগ্নিতে ইল্বোল পুড়িয়া মরে॥
এই মতে মুনি রাক্ষস মারিলা দুর্জ্জয়।
তপোবন রাখিলা অগস্ত্য মহাশয়॥
বাতাপি মারিল মুনি মাংস ভক্ষণে।
মহোদধি সমুদ্র শুখাইল জল পানে॥
বুঝিতে না পারি অগস্ত্য কোন্ অবতার।
অগস্ত্যের কথা শুনিয়া লক্ষ্মণ
সীতার চমৎকার॥
বিন্ধ্যগিরি নামে পর্ব্বত দিনে দিনে বাড়ে।
পর্ব্বতের শৃঙ্গ গিয়া আকাশেতে যোড়ে॥
নিত্য সূর্য্য যায় মোর মাথার উপরে।
কোপে আকাশ যোড়ে গিয়া পর্ব্বতশিখরে॥
সূর্য্যের পথ রুধিতে বাড়িল পর্ব্বত।
গতাগত নাহি সূর্য্যের বন্দী হইল পথ॥
সংসার অন্ধকার হইল অগস্ত্য মনে গণে।
বারাণসী থাকিয়া মুনি চলিলা দক্ষিণে॥
পর্ব্বতের নিকট দিয়া মুনি আগুসরে।
ভূমিষ্ঠ হইয়া পর্ব্বত মুনিরে প্রণাম করে।
মুনি বলেন ঐমতে থাকহ পালহ বচন।
নেউটিয়া যাবৎ আমি না করি গমন॥
এই মতে থাকিবা পর্ব্বত না করিহ হুতাশ।
সৃষ্টিরক্ষা হইল সূর্য্যের প্রকাশ॥
পর্ব্বত না বাড়ে আর মুনির অপেক্ষা।
পুনর্ব্বার পর্ব্বত মুনির না পাইল দেখা॥
এই সে কারণে মুনি হইলা দক্ষিণবাসী।
নেউটিয়া মুনি না গেলা বারাণসী॥
*অন্তঃকালে অগস্ত্য বলে না আসে যমদূত।
এ হেন অগস্ত্য কথা বড়ই অদ্ভুত॥*
এই কারণে আইলাম মুনির তপোবনে।
সর্ব্ব কার্য্যসিদ্ধি হবে মুনি দরশনে।
অগস্ত্যের কথা লক্ষ্মণ সীতা সুনে।
অগস্ত্যের দুয়ারে রহিলা তিনজনে॥
তিনজন রৈয়াছেন মুনির দুয়ারে।
হেনকালে এক শিষ্য আইল সত্বরে॥
লক্ষ্মণ বলেন মুনির শিষ্যের তরে।
রামের কথা কহ গিয়া মুনির গোচরে॥
এতেক শুনিয়া শিষ্য গেলা বাড়ির ভিতরে।
শিষ্য কহিলা গিয়া মুনি বরাবরে॥
রাম লক্ষ্মণ সীতা রহিলা দুয়ারে তিনজন।
তোমার আজ্ঞা পাইলে আসিয়া
করেন সম্ভাষণ॥
রামের কথা শুনিয়া অগস্ত্য মহামুনি।
রাম লক্ষ্মণ সীতা দুয়ারে থুয়্যা
তুমি আইলা কেনি॥
সামান্য অতিথি যদি দুয়ারে আসিয়া মিলে।
সকল তপ নষ্ট হয় অতিথি ব্যর্থ গেলে॥
ত্রিভুবনের সার রাম পরম গর্ব্বিত।
তপের ফলে আসিয়াছেন এমন অতিথ॥*
ঝাট আন গিয়া রাম পরম গৌরবে।
মুনি সভার পুণ্যে রাম
আইলেন দ্বারে॥*
এতেক সুনিয়া শিষ্য চলিল তৎপর।*
রাম লক্ষ্মণ সীতা আনিলা বাড়ির ভিতর॥
মুনির চরণ গিয়া বন্দিলা তিনজন।
মুনি বলেন রাম তোমার অপূর্ব্ব দরশন॥*
রাজ্য ছাড়িয়া তুমি হইলা বনবাসী।
পাছ লাগিয়া আইলা সীতা তো রূপসী॥
ত্রিভুবনে ঘোষে সীতায় যেন অরুন্ধতী।
অরুন্ধতী জিনিয়া সীতা মহাসতী॥
লক্ষ্মণের চরিত্রে আমার চমৎকার।
জ্যেষ্ঠ ভাইর লাগিয়া বনে
বেড়ায় দণ্ডধর॥
রাজকুমারী হইয়া দুঃখ পায় তো অপার।
কুশের কাঁটা ফুটে নিত্য করে অনাহার॥

রাম বলেন লক্ষ্মণ সীতার সফল জীবন।
আপনি অগস্ত্য বাখানেন দুইজন॥
নানা উপহারে যজ্ঞ করিলা মুনিগণে।
সেই দিন বঞ্চিলা রাম ফলমূল ভক্ষণে॥
মুনি ব্যবহারে রাম পরম পীরিতি।
অগস্ত্যের বাড়ি রাম বঞ্চিলা এক রাতি॥
প্রভাতে করিলা রাম স্নান তর্পণ।
মুনির চরণ বন্দিলা তথায় তিনজন॥
বাপের আজ্ঞায় চৌদ্দ বৎসর থাকিব বনে।
আজ্ঞা কর বনবাস থাকিব কোন্‌খানে॥
দশ বৎসর গেল চারি বৎসর আছে।
চারি বৎসর গেলে বনবাস ঘুচে॥
মুনি বলেন রাম তুমি শুন আমার বচন।
পঞ্চবটী গিয়া তোমরা বঞ্চ তিনজন॥
মতঙ্গের তপোবনে রাম করিলা পয়ান।
সপ্তবিংশতি বৎসর তপ
করিলু তার সমান॥
দশ সহস্র বৎসর তপ করিলা অনাহারে।
শরীর সহিতে গেলা স্বর্গদুয়ারে॥
হেন পঞ্চবটী রাম পুণ্য আয়তন।
পঞ্চবটী গিয়া থাকহ তিনজন॥
রাম বিদায় করিতে মুনি ভাবে মনে মন।
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত বিজয় ধনুক বাণ॥
হেন ধনুক বাণ মুনি দিলা রামের হাথে।
বৈষ্ণব ধনুক বাণ পাইয়া
বন্দিলেন মাথে॥
খরদূষণ মারিতে রামে দিলা ধনুক দান।
নিকট রাক্ষস আছে খর দূষণ॥
চৌদ্দ সহস্র রাক্ষস তাহার ভিড়ন।
তাহার ডরে কোন মুনি না যায় সেই বন॥
তাহারা আসিয়া যদি করে অনাচার।
এই ধনুকে তাহা সভার করিহ সংহার॥
যত প্রমাদ পড়িবেক অগস্ত্য সকল জানে।
পঞ্চবটীর উদ্দিশে চলিলা তিনজনে॥
রামেরে পাঠান মুনি করিয়া প্রবন্ধ।
পঞ্চবটী চলিলেন রাম দৈব নির্ব্বন্ধ॥
জটায়ু পক্ষরাজের সেই দেশে বসতি।
রাম সম্ভাষিতে পক্ষ গেলা শীঘ্রগতি॥
গরুড়ের পুত্র আমি জটায়ু নাম ধরি।
দশরথ আমার মিত পরিচয় করি॥
দক্ষ প্রজাপতির কন্যা নাম বিনতা।
বিনতানন্দন গরুড় আমার পিতা॥
শনির সঙ্গে তোমার বাপের
করিলু উপকার।
তে কারণে তোমার বাপ মিত্র আমার॥
বনবাসে রাম তোমার হইব সহায়।
আপন ইচ্ছায় বেড়াও কারো নাহি ভয়॥
আইস আইস সীতা বধূ
আইস ধীরে ধীরে।
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ করিবা আমার তরে॥
তিনজন অনুবর্জ্জিয়া লৈয়া যায় পাখি।
পঞ্চবটী গিয়া রাম বড় হইলা সুখী॥
লক্ষ্মণেরে বলেন রাম ঝাট বাঁধ ঘর।
গোদাবরী স্নান যেন হয় নিরন্তর॥
লক্ষ্মণ বলেন আমি তোমার
সেবক প্রধান।
কোন্‌খানে বাঁধি ঘর কর সম্বিধান॥
স্থান দেখাইলেন রাম গোদাবরীর তীরে।
নানা ফুলফল বৃক্ষ বিচিত্র বর্ণে ধরে॥
এইখানে ঝাট ঘর বাঁধহ লক্ষ্মণ।
পক্ষরাজের সঙ্গে আমি করি সম্ভাষণ॥
পক্ষ সম্ভাষণে রাম বসিলা
লক্ষ্মণ বাঁধিলা ঘর।
দেড় প্রহরের মধ্যে ঘর বাঁধিলা সুন্দর॥
পাতা লতার ঘর সে দশ দিগ প্রকাশে।
তিন যোজন উভে ঘর ঠেকিল আকাশে॥
ছোট বড় ঘর বাঁধিলা দুইখানি।
লতার বন্ধন ঘর পাতার ছায়নি॥
রাম সীতা দুইজনে ঘর গিয়া দেখি।
বনবাসে তিনজন হইলা ঘরে সুখী॥
পূর্ণ ঘট রাখিলা পুষ্প রাশি রাশি।
অগ্নি পূজিয়া রঘুনাথ হইলা গৃহবাসী॥
রবিবার দিবস যখন সপ্তঘটী বেলা।
শ্রবণা নক্ষত্রে রাম ঘরের ভিতর গেলা॥
গৃহবাস করিলা রাম লৈয়া দেবী সীতা।
ব্রহ্মলোক থাকিয়া তাহা জানিলা বিধাতা॥
সেই ঘরের পাকে রামের পড়িবে প্রমাদ।
বিধাতা জানিয়া তখন করেন বিষাদ॥
ঘরে প্রবেশ করিলা রাম লক্ষ্মণে বাখানি।
হেনকালে জটায়ু পক্ষ করিলা মেলানি॥
খর দূষণ রাম আছে এইখানে।
নিকটে আছয়ে রাক্ষস থাকহ সাবধানে॥
এই দেশের নিকটে আমি করিব বসতি।
যখন আজ্ঞা কর তখন আসিব শীঘ্রগতি॥

বিদায় হৈয়া পক্ষ গেলা আপনার স্থানে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা রহিলা সেই স্থানে॥
রাত্রি প্রভাত হইল অতি বিহান বেলা।
স্নান করিতে গেলা রাম গোদাবরীর জলা॥
লক্ষ্মণ বীর আনিলা জলের কলসী।
শূন্য ঘরে না থুইবেন সঙ্গে কৈল রূপসী॥
কার্ত্তিক মাস হইল হেমন্ত প্রবেশ।
হেমন্ত দেখিয়া রাম বাখানেন বিশেষ॥
চারি মাস উষ্ণ সেই নদীর পানি।
চন্দ্র উদয় করে যেন ধবল রজনী॥
হেমন্ত উত্তম ঋতু সকল ঋতুর সার।
নানা ফুলফল এখন ধরে ত অপার॥
সুরঙ্গ সুঠাম ফল সুরস মধুর।
দেবলোক পিতৃলোক তুষ্ট হন প্রচুর॥
কার্ত্তিক মাসে চন্দ্রে এখন সংসার উজ্জ্বল।*
হেন সময় ভরত ভাই উপবাসে দুর্ব্বল॥
শীতকালে ভরত তৈল না মাখে শরীরে।
রাজা হৈয়া ভরত ভাই দুঃখের সাগরে॥
দুর্ব্বল ভরত ভাই ফলমূল ভক্ষণে।
অনেক দুঃখ পায় ভরত তৃণশয্যা শয়নে॥
তপস্বীর বেশ মোর হৈয়াছি বনবাসী।
আমার দুঃখে ভরত ভাই হৈয়াছে তপস্বী॥
ভরতের চরিত্র দেখিয়া মোর পরিতোষ।
কেকয়ীর বচনে ভরত ভাইরে কর রোষ॥
ধার্ম্মিক ভরত ভাই সর্ব্বগুণ ধরে।
ভরত হেন ভাই জন্মে কেকয়ীর উদরে॥
কথাবার্ত্তায় তিনজন গেলা গোদাবরী।
রাম লক্ষ্মণ স্নান করিলা
সীতা তো সুন্দরী॥
স্নান করিয়া রাম করিলা তর্পণ।
গোদাবরী হইতে আইলা তিনজন॥
রামের কাছে বসিয়া আছেন
সীতা তো গোসানি।
নারায়ণের কাছে যেন লক্ষ্মী আপনি॥
সেই পুণ্যতীর্থ সেই পুণ্যস্থান।
পঞ্চবটী বলিয়া তারে বলয়ে ব্রাহ্মণ॥
পঞ্চগাছ বট আছে নামে পঞ্চবটী।
পঞ্চতীর্থ করিলে পুণ্য হয় কোটি কোটি॥
দশ বৎসর বঞ্চিলা রাম মুনি সভার ঘরে।
তিন বৎসর বঞ্চিলা রাম গোদাবরীর তীরে॥
তেরো বৎসর গেল রামের চৌদ্দ প্রবেশে।
হরষিত তিনজন নিকট যাইব দেশে॥
সত্য পালিতে রামের এক বৎসর আছে।
হেনকালে দৈব লাগিয়া গেল পাছে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত গীত রচিল কৌতুকে।
অদ্ভুত গীত গাইয়া দিল অরণ্যকে॥

খর দূষণ রাক্ষস আছে তো নিকটে।
না জানি কোন্ দিন ভাই পাড়য়ে সংকটে॥
রাম লক্ষ্মণ সীতা যুক্তি করেন তিনজনে।
যে ভাবিছেন সে হইবেক দৈবের কারণে॥
পঞ্চবটী বৈসেন রাম দৈব পাষণ্ডী।
ভ্রমণ করিতে আইল শূর্পণখা রাণ্ডি॥
রাবণ রাজার ভগিনী নাম শূর্পণখা।
রাণ্ডি হৈয়া ভাতার চাহে বড়ই দুর্ম্মুখা॥
ভ্রমণ করিতে গেলা শ্রীরামের পাশে।
রামরূপ দেখিয়া রাণ্ডি মনে মনে হাসে॥
পুরুষ দেখিয়া রাণ্ডি কামে অচেতন।
যেমন রাম তেমন সীতা শোভে দুইজন॥
পরম সুন্দর রাম বিষ্ণু অবতার।
হেন রামের সঙ্গে কেমতে করিব শৃঙ্গার॥
ত্রৈলোক্য জিনিয়া রাম রূপের মুরারি।
বিকৃতি আকার সে রাক্ষসী নিশাচরী॥
জিতেন্দ্রিয় শ্রীরাম ধর্ম্মপরায়ণ।
সঙ্গেতে আছেন সীতা ধর্ম্মচারিণী॥
পর্ব্বত লাড়িতে আইসে অন্নে দুর্ব্বলা।
রাম ভাণ্ডিতে রাণ্ডি পাতিয়াছে কলা॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া হইল পরম কামিনী।
রামের সমুখে গেল হাস্যবদনী॥
রাজকুমার দুই ভাই দেখি
তপস্বীর বেশ।
ভয়ংকর বনে কেন করিলা প্রবেশ॥
বিষম সংকট বনে ভরিল রাক্ষসে।
বনের ভিতরে তিনজন বেড়া
কেমত সাহসে॥
বিস্তর দূর নহে রাক্ষস বৈসে নিকটে।
সুন্দরী স্ত্রী লৈয়া রাম পড়িলা সংকটে॥
দেবমূর্ত্তি ধর তোমরা বিক্রমে দুর্জ্জয়।
কোন্ দেশের তোমরা দেহ পরিচয়॥
মায়া পাতিয়া আইল রাক্ষসী নিশাচরী।
রাক্ষসীর মায়া রাম বুঝিতে না পারি॥*
সরল হৃদয় রাম পরিচয় করি।
দশরথের সুত আমি রাম নাম ধরি॥

লক্ষ্মণ নামেতে ভাই সীতা মোর নারী।*
বাপের সত্য পালিতে আমি
হৈয়াছি দেশান্তরী॥
চৌদ্দ বৎসর বনে থাকিব তপস্বীর বেশে।
চৌদ্দ বৎসর গেলে যাইব নিজ দেশে॥
পরমসুন্দরী তুমি লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী।
একেশ্বর বনে কেন বেড়াও যুবতী॥
আমার নিকট আইলা তুমি
কোন্ প্রয়োজন।
মনেতে বিস্ময় করি তোমার আগমন॥
এতেক জিজ্ঞাসেন রাম সরল হৃদয়।
রাণ্ডি এখন আপনার করে পরিচয়॥
শূর্পণখা নাম আমার রাবণভগিনী।
নানা দেশ ভ্রমিয়া বেড়াই কামরূপিণী॥
দেশদেশান্তর বেড়াই কারো নাহি ডর।
তোমার স্ত্রী হইতে আইলাম তোমার ঘর॥
সকল পাপ ঘুচিবে রাম তোমায় পরশন।
তোমা দরশনে রাম পাপ বিমোচন॥
তিনজন আসিয়াছ পঞ্চবটী বন।
তোমা ভজিতে আসিয়াছি এই সে কারণ॥
লঙ্কাপুরী আছেন ভাই রাবণ মহারাজা॥
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা যায় বলে মহাতেজা॥
পরম ধার্ম্মিক ভাই নাম বিভীষণ।
নিকটে থাকে দুই ভাই খর দূষণ॥
সম্পদে আগল বড় পাচ ভাইয়ের বুহিনী।
তুমি স্বামী হইলে আমি ত্রিভুবন জিনি॥
সুমেরু পর্ব্বত আর স্বর্গ কৈলাস।
তোমার সনে বেড়াইব করিয়া বিলাস॥
দেবপুরীতে নাহি মনুষ্যের সঞ্চার।
তুমি আমি দুইজনে ভুজিব শৃঙ্গার॥
নানা কৌতুক দেখিবা তুমি
অন্তরীক্ষে গতি।
কোন্ গুণ ধরে তোমার
সীতা তো যুবতী॥
আমার পাষণ্ড দুই সীতা আর লক্ষ্মণ।
রাখিয়া কিছু কার্য্য নাহি করিব ভক্ষণ॥
কোন্ গুণ না ধরি আমি কোন্ চমৎকার।
নানা রূপ ধরিতে পারি নানা অবতার।
আমার রূপ দেখ রাম আমার দেখ বেশ।
সীতার রূপ আমার রূপ অনেক বিশেষ।
*সীতা কোন্ গুণ ধরে গুণেতে নির্গুণা।
হেন স্ত্রীর সঙ্গে থাক নাহি বাস ঘৃণা॥*

লক্ষ্মণ পরিত্যাগ করহ সীতা তো যুবতী।
কোলে করিয়া বেড়াইব তুমি হেন পতি॥
রাম ভাণ্ডাইতে রাণ্ডি করে অভিলাষ।
সীতা দেবী নেহালিয়া রামের হইল হাস॥
পরিহাস করেন রাম বড়ই চতুর।
রাণ্ডি ভাণ্ডাইতে রাম বচন মধুর॥
আমার স্ত্রী হইলে দেখ তোমার সতিনি।
লক্ষ্মণ ভাইয়ের স্ত্রী হও
লক্ষ্মণ বড় গুণী॥
বলবীর্য্যে লক্ষ্মণ ভাই চাচর মাথার কেশ।
যৌবন সফল করহ
লক্ষ্মণের দেখহ বেশ॥
গৌরবর্ণ লক্ষ্মণ ভাই আমি বর্ণে কালো।
আমা হইতে লক্ষ্মণ ভাই অনেক গুণে ভাল॥
স্ত্রী নাহি লক্ষ্মণ ভাইর বড়ই চঞ্চল।
তোমা হেন স্ত্রী পাইবেন অনেক পুণ্যফল॥
তুমি যেমত সুন্দরী সুন্দর লক্ষ্মণ।
দুই সুন্দরে বিধি করিল মিলন॥
সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া লক্ষ্মণ হবেন হাসী।
কোথায় পাবেন লক্ষ্মণ এমত রূপসী॥
সুরূপ কারণে যায় রাক্ষসী
না বুঝে উপহাস।
এথা হৈতে গেল রাক্ষসী লক্ষ্মণের পাশ॥
যুবা হৈয়া একেশ্বর কেমতে বঞ্চ রাতি।
আমারে পাঠাইয়া দিলেন ত্রিদশের পতি॥
নিজ পত্নী করিয়া রাখ শ্রীরামের অনুমতি।
নানা সুখ ভুঞ্জ লক্ষ্মণ আমার সংহতি॥
লক্ষ্মণ বলেন আমি শ্রীরামের বশ।
সেবকের স্ত্রী হইলে নাহি কভু যশ॥
ত্রিভুবনপূজিত রাম সভাকার রাজা।
রাজ মহাদেবী হৈলে সভে করে পূজা॥
কোন্ গুণ ধরে সীতা জনক দুহিতা।
সীতা পাছু করিয়া সুন্দরী
এ কোন্ কথা॥
এক মনে ভজ গিয়া শ্রীশ্রীরামের চরণ।
সীতার রূপ কি করিবে তোমা বিদ্যমান্ ॥
রূপ যৌবন সফল কর শ্রীরামের চরণে।
এবার গেলে রাখিবেন শ্রীরঘুনন্দনে॥
পরিহাস না বুঝে রাণ্ডি বচন মাত্রে ধায়।
লক্ষ্মণের কাছে হৈতে রামের কাছে যায়॥
শূর্পণখা দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র হাসে।
বার বার হাসেন রাম এড়ে কোন্ দোষে॥

পাষণ্ড ঘুচাইব সীতা গিলিব গরাসে।
তোমা আমায় বেড়াইব শৃঙ্গারের বেশে॥
এ বোল শুনিয়া রঘুনাথ করেন উপহাস।
আরবার যাহ তুমি লক্ষ্মণের পাশ॥
গুণের সাগর লক্ষ্মণ গুণের নাহি সন্ধি।
তোমা গুণবতীর ঠাঞি
লক্ষ্মণ হৈবেন বন্দী॥
আমার স্ত্রী আছে লক্ষ্মণ একেশ্বর।
লক্ষ্মণ ভাই ভজ গিয়া সুন্দরী সুন্দর॥
পরিহাস না বুঝে রাক্ষসী বচন মাত্রে ধায়।
শ্রীরামের কাছ ছাড়ি লক্ষ্মণের কাছে যায়॥
শুন শুন লক্ষ্মণ আমার বচন।
আমায় পাঠাইয়া দিলা কমললোচন॥
একেশ্বর থাক তুমি হৈয়া বনচারী।
আমার রূপগুণে তুমি দেখিবা নানাপুরী॥
অমৃত রসাল ফলে করাইব ভোজন।
নানা আশ্চর্য্য ধরি আমি ধরি নানা গুণ॥
পুনঃ পুনঃ আসি আমি তোমার চরণে।
কামিনী উপেক্ষা করহ কি কারণে॥
লক্ষ্মণ বলেন শুন মিনী আমার বচন।
ভৃত্যরূপ হৈয়া থাকি শ্রীরামের চরণ॥
সেবকের স্ত্রী হইলে করিবে
লোক উপহাস।
আরবার যাহ তুমি শ্রীরামের পাশ॥
শূর্পণখা বলে লক্ষ্মণ কর অবগতি।
শ্রীরামের আজ্ঞায় তুমি আমার পতি॥
জঞ্জাল না পাড় লক্ষ্মণ করি নিবেদন।
তোমা না ছাড়িব লক্ষ্মণ তুমি প্রাণধন॥
লক্ষ্মণ বলেন শুন তুমি আমার বচন।
পুনর্ব্বার যাও তুমি রামের চরণ॥
বাক্যছল না বুঝে রাণ্ডি কাম অতিশয়।
লক্ষ্মণের বচনে শ্রীরামের কাছে যায়॥
রাণ্ডি দেখিয়া সীতা দেবীর
লাগিল তরাস।
রাম বলেন তুমি কেন আইলা আমার পাশ॥
শূর্পণখা বলে গোসাঞি শুনহ বচন।
যে কিছু কহিলেন মোরে
প্রতীত হইল মন॥
সেবকের স্ত্রী হইব বড় অনুচিত।
রাজার স্ত্রী হইলে জগতে পূজিত॥
রাণ্ডির কথা শুনিয়া রামের হইল হাস।
তোমারে ভাণ্ডাইলা লক্ষ্মণ শুনহ প্রকাশ॥

নানা গুণ ধরে ভাই প্রাণের দোসর।
নিশ্চয় করিয়া যাহ তোমার যোগ্য বর॥
চিহ্ন কিছু লৈয়া যাহ আমার সন্দেশ।
চিহ্ন পাইলে ভজিবেন শুনহ বিশেষ॥
টোনে হইতে শ্রীরাম অর্দ্ধচন্দ্র বাণ কাড়ি।
বাণ চিহ্ন লইয়া চলিলেক রাঁড়ি॥
শূর্পণখার হাথে অস্ত্র দেখিলা লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণ বলেন এখন আমার
প্রত্যয় হইল মন॥
হাথে হইতে বাণ লক্ষ্মণ লইলা সত্বরে।
নাক কান কাটিল্যা তার
চোখা বাণের ধারে॥
পরিত্রাহি ডাক ছাড়ে হিয়া কর্ণ ফাটে।
রক্তের ছড়া পড়িয়া যায় পথে আর ঘাটে॥
নাকের রক্তে রাক্ষসীর ওষ্ঠ অধর তিতে।
দুই পাশ তিতিল তার দুই কানের রক্তে॥
বোঁচা নাক কান লৈয়া বলে কত দূরে।
ডাক দিয়া শূর্পণখা বলে রামের তরে॥
তবে সে জানিও তুমি শূর্পণখা রাঁড়ি।
তোমার মহাসীতা যদি করিতে পারি রাঁড়ি॥
দুই ভাই আসিবেন এখন খর দূষণ।
তোমা দুই ভাইর এখন বধিবে জীবন॥
*রক্তে রাঙ্গা হৈয়া গেল খর দূষণের পাশে।
মাথায় হাথ দিয়া কাঁদে পাইয়া তরাসে॥*
দুই ভাই রুষিল রাবণ সেনাপতি।
কোন্ বেটা করিলেক বুহিনীর দুর্গতি॥
সাগরের কূলে থানা বনের ভিতরে।
কোন্ বেটা আইল উখড়ি মরিবারে॥
খর দূষণের কথায় যমের দোসর।
মার মার বলি যাত্রা করে বলে ধর ধর॥
চৌদ্দ হাজার রাক্ষস আমার ভিড়ন॥
এমত দুঃখ তোমারে দেয় কোন্ জন॥
আপন ইচ্ছায় বেড়ায় কারো নাহি হিংসে।
হেন জনের নাক কান কাটে কোন্ দোষে॥
যম ইন্দ্র বরুণ আমারে করে ডর।
তা সভারে সদ্য পাঠাব যমঘর॥
সূর্য্যের কিরণ যে জন রাশি রাশি শোষে।
মোর বাণ অগ্নিতে তাহার জিনিবে কিসে॥
মোর বাণে পড়িলে রক্ত পিবে তো ধরণী।
গায়ের মাংস খায় যেন গৃধিনী শকুনি॥
চৌদ্দ হাজার রাক্ষস খাইব এক চাপে।
কোন্ বেটা স্থির হইবে আমার প্রতাপে॥

ক্রন্দন সম্বরিয়া তুমি কহ বাণী।
কার ঠাঁঞি অপমান পাইয়াছ বুহিনী॥
বসিয়া যে শূর্পণখা বলে ধীরে ধীরে।
মনুষ্য দুই বেটা আছে বনের ভিতরে॥
*তপস্বীর বেশ ধরে নহে ত তপস্বী।
সঙ্গেতে করিয়া বুলে একটা রূপসী॥*
মনুষ্যের মাংস খাইতে গেল মোর সাধ।
নাক কান কাটিল মোর এই অপরাধ॥
ভাতার করিতে গেল কহিতে লাজ বাসে।
অনেক যতনে গেল কহিতে নাহি আইসে॥
চৌদ্দ হাজার রাক্ষসের চৌদ্দ সেনাপতি।
কোপেতে খর তারে দিলে ত আরতি॥
রাম লক্ষ্মণ মারিয়া আন সীতা তপস্বিনী।
তাহার মাংস খায় যেন আমার বুহিনী॥
যাহার ঠাঁঞি পায়্যাছে বুহিনী অপমান।
*তার মাংস খাইব করিব রক্তপান॥
জাঠি ঝকড়া শেল মুষল মুদ্গর।*
মার মার করিয়া ধায় চৌদ্দ নিশাচর॥
চৌদ্দ সেনাপতি গেল যুঝিবার তরে।
রাম দেখাইতে রাণ্ডি গেল তার সনে॥
শব্দ শুনিয়া রাম হইলা ঘরের বাহির।
কি লাগিয়া ধাইয়া আইসে
রাক্ষস চৌদ্দ বীর।
ফলমূল খাই আমরা
কাহারো নাহি হিংসি।
অপরাধ নাহি করি কেন ধাইয়া আসি॥
এত যদি রঘুনাথ করিলা উত্তর।
রামেরে ডাকিয়া বলি চৌদ্দ নিশাচর॥
তপস্বী বেশে দুই ভাই থাক পঞ্চবটী।
রাজার ভগিনীর নাক কান
কোন্ দোষে কাটি॥
যে কর্ম্ম করিয়াছ তার জীবনে নাহি সাধ।
কোন্ মুখে বলিস না করি অপরাধ॥
নেউটিয়া যাই যদি তোমার বচনে।
রাজার ঠাঁঞি গেলে কি
রাখিবে কোন জনে॥
তুঞি একেশ্বর আমরা রাক্ষস চৌদ্দজন।
চৌদ্দ জনের ঠাঁঞি পড়িলে
কিসের জীবন॥
প্রাণে মারিয়া তোর শরীর
করিব খান খান।
কোথায় লোটাবে তোর হাথের ধনুক বাণ॥

এতেক বলিয়া রাক্ষস যুঝিতে সত্বর।
জাঠি ঝকড়া ফেলে মুষল মুদ্গর॥
একেবারে এড়েন রাম চৌদ্দ গোটা শর।
একেবারে কাটিয়া পাড়েন মুষল মুদ্গর॥
আরবার চৌদ্দ বাণ রাম এড়েন খরসান।
একেবারে চৌদ্দ রাক্ষস হইল নির্ব্বাণ॥
চৌদ্দ জন রাক্ষস পড়িল রামের বাণে।
আর কারে পাঠাইব যুঝিতে রামের সনে॥
কাঁদিতে কাঁদিতে শূর্পণখা
কহিছে কাহিনী।
দুই ভাই প্রবোধ দেয় প্রবোধ নাহি মানি॥
কালান্তক যম যেন আইল অকারণে।
নিশ্চিন্ত আছহ ভাই শঙ্কা নাহি মনে॥
রামের নাম লইতে ভাই উখড়িয়া পড়ি।
রাম যদি না মার ভাই এই প্রাণ ছাড়ি॥
রামের বাণে চৌদ্দ রাক্ষসের
হারিল পরাণ।
তা সভার ধার সুধ কিসের বাখান॥*
চৌদ্দ হাজার রাক্ষস তোমার ভিড়ন।
কত বা বাখানে তোরে লঙ্কার রাবণ॥
রাবণের ভাই তুমি মানুষ বেটারে নারি।
কেন কটক লৈয়া বেড়াও
কেন অস্ত্র ধরি॥
অপমানে মজিলাম শোক সাগরে।
থানা দিয়াছ তুমি কি রাখিবার তরে॥
খর বলে আজি আমার দেখ তো প্রতাপ।
আমি ভাই থাকিতে কেন করহ সন্তাপ॥
মানুষ বেটা হৈয়া রাক্ষসের সনে বাদ।
রাম লক্ষ্মণ মারিয়া আজি
ঘুচাইব বিসম্বাদ॥
চৌদ্দ হাজার রাক্ষস যায় এক চাপে।
কোন্ বেটা স্থির হইবে আমার প্রতাপে॥
জাঠি ঝকড়া শেল সাজিল খরসান।
চৌদ্দ হাজার রাক্ষস লড়ে পর্ব্বত প্রমাণ॥
সারথি জানিল রথ সংগ্রাম গমন।
সংগ্রামের রথখান করিল সাজন॥
রথখান সাজে তার রথের সারথি।
নানা রত্ন মণিমাণিক নির্ম্মাইল তথি॥
কনকরচিত রথ সুতার সঞ্চার।
চারি ভিতে শোভা করে শ্বেত চামর॥
বিচিত্র নির্ম্মাণ রথ বিচিত্র সাজন।
পবনবেগে অষ্ট ঘোড়া রথের যোগান॥

সাজিয়া আনিল রথ খরের গোচর।
জাঠি ঝকড়া তোলে রথের উপর॥
রথখানার জ্যোতি পড়িছে বিজুলি।
রথের ধ্বজ কাঁপিয়া উঠে খর মহাবলী॥
রথখান চলে যেন আকাশের তারা।
চৌদ্দ হাজার রাক্ষস চলে বরিষার ধারা॥
স্থূল আঁখি ডাঙ্গর মুখ যজ্ঞকোপন।
বাঁকা মুখ রাক্ষস তারা প্রসন্ন বদন॥
কালমুখা মেঘমালী বিক্রমে দুর্জ্জয়।
শূন্যবাহু মহাবাহু খোঁখর হৃদয়॥
স্থূলকর্ণ মহাকায় ত্রিশিরা প্রমাথি।
নানা অস্ত্র সাজিয়া চলিল শীঘ্রগতি॥
আচম্বিতে গৃধিনী
পড়িল রথে ধ্বজে।
উফাড়িয়া রথের ঘোড়া যায় মন্দ তেজে॥
যাত্রাকালে রথের ঘোড়ার চক্ষে পড়ে পানি।
সারথির হাথ হইতে পড়িল পাঁচনি॥
পক্ষ সভ রা কাড়ে শুনিতে কর্কশ।
রাক্ষসের যাত্রা দেখিয়া বিধাতা বিবশ।
যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখে স্থলে স্থলে।
তথাপি রাক্ষস সভ যাত্রা না ভাঙ্গিলে॥
মেঘের গর্জ্জনে গর্জ্জে খর দূষণ।
আগে রাম মারিয়া পাছে মারিব লক্ষ্মণ॥
রাম মারিলে তবে লক্ষ্মণ নাহি আঁটে।
দুইজনের মাংস থুইব বুহিনীর পেটে॥
চৌদ্দ হাজার রাক্ষস যায় এক চাপে।
চন্দ্র সূর্য্য গিলিতে যেন রাহু যায় কোপে॥
কৃত্তিবাস রচিল গীত পরম কৌতুকে।
খর দূষণের বিক্রম গাইল অরণ্যকে॥

মহাশব্দে যায় ঠাট করিয়া মার মার।
রাক্ষসের শব্দ শুনি ধনুকে টঙ্কার॥
রাম বলেন লক্ষ্মণ শুন
রাক্ষসের কলকলি।
সীতারে লইয়া ভাই ছাড় রণস্থলি॥
রণের দোসর হইয়া যদি কর উপকার।
রণস্থলি থাকিয়া সীতার নাহিক নিস্তার॥
একেশ্বর পশিলু আজি সংগ্রাম ভিতর।
অগ্নিবাণে বিনাশিব যত নিশাচর॥
আমার দিব্য লাগে যদি করহ উত্তর।
সীতা লৈয়া যাহ তুমি পর্ব্বত শিখর॥

এত যদি রঘুনাথ বলিলা লক্ষ্মণে।
সীতা লৈয়া লক্ষ্মণ চলিলা অন্যস্থানে॥
রণ দেখিতে দেবগণ আইলা নিজ রথে।
অন্তরীক্ষে ব্রহ্মা আদি রামের তরে চিন্তে॥
একেশ্বর শ্রীরাম চৌদ্দ হাজার রাক্ষস।
এত রাক্ষস মারিবেন রাম বড়ই সাহস॥
স্বর্গমর্ত্য পাতালে বৈসে যত রাক্ষসগণ।
বাণ অগ্নিতে পোড়াইব সকল ভুবন॥
ত্রিভুবন পোড়াইতে রাম পুরিলা সন্ধান।
সংগ্রামে রুষিয়া রাম চলিল রণস্থান॥
রামের কোপ দেখিয়া রাক্ষসের তরাস।
দক্ষযজ্ঞ শিব যেমন করিলা বিনাশ॥
রাম দেখিয়া রাক্ষসের হইল তরাস।
তবে ঠাট রহিল গিয়া খরের পাশ॥
খর মহাবীর এখন দূষণেরে বলে।
আগু নাহি হয় ঠাট রণে নাহি চলে॥
নদনদী নাহি ভাই নাহি পারাপার।
হেন ঠাট রহিল ভাই করহ বিচার॥
আগে বাঢ়িয়া দূষণ নেহালিয়া চায়।
রাম দেখিয়া রহিল ঠাট দূষণেতে কয়॥
একেশ্বর আসিয়াছে যুঝিবার মনে।
ঠাটসভ আগুওয়ায় নহে এই সে কারণে॥
মোরে আজ্ঞা কর তুমি মারিয়া পাড়ি রাম।
মানুষ বেটা রাখিয়া ভাই কিছু নহে কাম॥
দূষণের কথা শুনিয়া খর বীর হাসে।
আট হাজার রাক্ষস লইয়া
রামের তরে রোষে॥
দুই সহস্র রাক্ষস ত্রিশিরার ভিড়ন।
চারি সহস্র রাক্ষস লৈয়া চলিল দূষণ॥
চৌদ্দ সহস্র রাক্ষসে উঠিল কলকলি।
রামে রুষিয়া আইসে খর মহাবলী॥
চতুর্দ্দিগে বেড়িল রামেরে রাক্ষস কটকে।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ দেখেন অন্তরীক্ষে॥
খরের সারথি চালাইল রথের ঘোড়া।
রামের উপরে ফেলে জাঠি ঝকড়া॥
সন্ধান পুরিয়া খর রামেরে মারে বাণ।
একে বাণে অস্ত্র কাটি করিল খান খান॥
দুইজনে বাণ বরিষে দুই ধনুর্দ্ধর।
দুহেঁ দুহাঁ জিনিতে নারে
দুইজন শোঁসর॥
কথগুলা রাক্ষসের উঠিল কলকলি।
কথগুলা রাক্ষস পলায় হৈয়া আদুড় চুলি॥

মারা না যায় রাক্ষস রাম ভাবেন মনে মনে।
গান্ধর্ব্ব অস্ত্র রাম যোড়ে ধনুকের গুণে॥
সকল রাক্ষস কটক হইল রামময়।
আপনা আপনি মারামারি নাহি পরিচয়॥
তুমি রাম আমি রাম কটকে হানাহানি।
মায়াযুদ্ধে কাটাকাটি আপনা আপনি॥
আপনার সৈন্য সভ করে মার মার।
এক বাণে সংহার হইল অষ্ট হাজার॥
সকল ঠাট পড়িল খরমাত্র আছে।
দূষণ সেনাপতি দেখে থাকিয়া তার পাছে॥
আপন ঠাট লইয়া দূষণ পশিল সংগ্রামে।
হাথে মুষল করিয়া যায় মারিবারে রামে॥
মুষলেব চারি পাশে কাঁটা শারি শারি।
যম মূর্ত্তি মুষল গোটা দেখিতে ভয়ে মরি॥
সুন্দর গঠন তার মুষল নির্ম্মাণ।
যারে মুষল মারে তার নাহি পরিত্রাণ॥
দুই হাথে মুষল ধরিয়া
রাম মারিবারে আইসে।
মুষল কাটিবারে রাম বাণ যোড়েন রোষে॥
অক্ষয় মুষল গোটা ব্রহ্মার বরে।
মুষলে ঠেকিয়া বাণ পড়ে
প্রবেশ নাহি করে॥
রণপণ্ডিত রাম বুদ্ধে নাহি ঘাটে।
মুষল সহিত দূষণের দুই হাথ কাটে॥
দুই হাথ পড়িল যেন দুই পর্ব্বত।
দুই ক্রোশের পথ যুড়ি রহে দুই হস্ত॥
হেন হাথ বাণেতে কাটিলা রঘুবীর।
ঘায়ের দাহে দূষণ বীর ছাড়িল শরীর॥*
অন্তরীক্ষে দেবগণ দেখ্যা হইলা স্থির।
সকল কটকে দেখে পড়িল দূষণ বীর॥
দূষণের ঠাট দেখে পড়িল দূষণ।
চারি হাজার রাক্ষস করে বাণ বরিষণ॥
যত রাক্ষস যুঝে রাম তত বাণ যোড়ে।
রামের বাণের অগ্নিতে
সকল রাক্ষস পোড়ে॥
কৃত্তিবাস রচিল গীত অমৃতের সার।
দূষণ সেনাপতি পড়িল মুনি
করিলা প্রকাশ॥

দূষণ সেনাপতি পড়িল খর বীর চিন্তে।
রামের উপর সাজ্যা যায় চড়্যা দিব্যরথে॥
আগে বাড়্যা যায় ত্রিশিরা যুঝিবার সাধে।
খর যুঝিতে না পায় রণেতে প্রবোধে॥
একেশ্বর মারেন রাম চৌদ্দ হাজার রাক্ষস॥
হেন রামের সঙ্গে যুঝিবার বড়ই সাহস॥
মোরে আজ্ঞা দিয়া তুমি থাক এক ভিতে।
রামের মাথা কাটিয়া তোমায়
দিব তো ত্বরিতে॥
সংগ্রাম জিনিতে যদি না
পারি রামের সঙ্গে।
তবে তুমি যুঝিবা আপন মনোরঙ্গে॥
ত্রিশিরা যুঝিতে যায় খরের আরতি।
দুই হাজার রাক্ষস লড়ে তাহার সংহতি॥
দেখাদেখি দুইজনে হইল গালাগালি।
দুইজনে যুদ্ধ বাজে দুই মহাবলী॥
রামের উপর ত্রিশিরা করে বাণ বরিষণ।
ত্রিশিরার বাণ গিয়া ঢাকিল গগন॥
রাম বলেন শুন বলি ত্রিশিরা নিশাচর।
দূষণের সঙ্গে তুমি যাহ যমঘর॥
এতেক বলিয়া রাম পূরিলা সন্ধান।
চারিদিগে পলায় রাক্ষস লইয়া পরাণ॥
রাক্ষস কটক পলায় ত্রিশিরা ফাঁফর।
একেশ্বর যুঝে বীর নাহিক দোসর॥
রাম দেখিয়া পলায় রাক্ষস তরাসে।
মহাবীর ত্রিশিরা করিছে আশ্বাসে॥
ত্রিশিরা রাক্ষস আমি কহি সত্য করি।
আজিকার যুদ্ধে যদি রাম নাহি মারি॥
আমার ঠাঁঞি রামের আজি
নাহিক নিস্তার।
রাম মারিয়া শুধিব আজি দূষণের ধার॥
এতেক বলিয়া ত্রিশিরা রাক্ষসেরে ধরে।
আরবার আইল রাক্ষস যুঝিবার তরে॥
রাম বলেন ত্রিশিরা তোমা আমায় রণ।
যে পলায় তাহারে মারিতে
আন কি কারণ॥
কুপিল ত্রিশিরা ধনুকে বাণ যোড়ে।
একেবারে রামের তরে চৌদ্দ বাণ এড়ে॥
চৌদ্দ বাণ এড়িলেক তারা যেন ছুটে।
পবন গমনে পড়ে বাণ রামের ললাটে॥
ললাটে ফুটিয়া রহিল বাণ নিকলে ফলা।
রামের গায়ে রক্ত পড়ে যেন পদ্মমালা॥
আপনি সম্বরিয়া রাম স্থির করিলা বুক।
ত্রিশিরার কাটিয়া পাড়েন হাথের ধনুক॥

হাথের ধনুক কাটা গেল ত্রিশিরা ফাঁফর।
রামের সংহতি বীর যুঝে একেশ্বর॥
মহাবীর ত্রিশিরা করে ত সংগ্রাম।
গাছ পাথর বরিষয়ে ফাঁফর হইলা রাম॥
দুই প্রহর যুঝেন রাম
অপসর নাহি হাথ।
গাছ পাথর যত ফেলে বাণে
কাটেন রঘুনাথ॥
একেবারে রঘুনাথ যুড়িলা তিন বাণ।
বাণ ধনুকে যুড়িয়া রাম পূরিলা সন্ধান॥
একেবারে তিন বাণ এড়েন অর্দ্ধচন্দ্র।
ত্রিশিরার কাটিয়া পাড়েন
তিন গোটা স্কন্ধ॥
মুণ্ড কাটা গেল তবু হাথ পা আছাড়ে।
সপ্তসাগর সহিত পৃথিবীখান লড়ে॥
চৌদ্দ হাজার রাক্ষস আইল
নানা পরিচ্ছদে।
একেশ্বর রহিলা খর রামের বিবাদে॥
সকল রাক্ষস যদি পড়িলা রামের বাণে।
একেশ্বর খর রাক্ষস প্রবেশিল রণে॥
রণে বিমুখ নহে বীর রণে আগুসরে।
সর্প আকার বাণ এড়ে রামের উপরে॥
রাবণের ভাই খর রাবণ সোঁসর।
যমদণ্ড হেন বাণ যুড়িছে বিস্তর॥
*হাথে অস্ত্র করিয়া ধাইয়া আগুসরে।
এত সেনাপতি মোর একা রাম মারে॥
রাম আর খর বীর হৈল অগ্নির সোঁসর।
দশ দিগ জল স্থল হৈল অন্ধকার॥*
খরের উপরে করেন বাণ বরিষণ।
রঘুনাথের বাণ গিয়া ঢাকিল গগন॥
অনর্গ সমর্থ বাণ বলে মহাবল।
বিষ্ণুজাল ইন্দ্রজাল কাল আনল॥
নানা অস্ত্র রঘুনাথ করেন অবতার।
দশদিগ জলস্থল বাণে অন্ধকার॥
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ বাণ রাম
এড়িছেন বিস্তর।
ডাক দিয়া খর বীর করিছে উত্তর॥
মনুষ্য হইয়া তোমার ধনুকে বড় শিক্ষা।
কত বাণ এড়িস তুঞি বাণের নাহি সংখ্যা॥
রাম বলেন খর বীর শুন সাবধানে।
অক্ষয় ধনুক বাণ পায়্যাছি
মুনির তপোবনে॥

শরভঙ্গ মুনি দিয়াছেন টোন দান।
শতেক বৎসর এড়ি যদি
না ফুরায় টোনের বাণ॥
রামের বচন শুনিয়া খরের
লাগে চমৎকার।
মনে চিন্তে আজি আমার নাহিক নিস্তার॥
রাক্ষসের ত্রাস দেখিয়া রাম এড়েন বাণ।
খরের হাথের ধনুক কাটিয়া
করেন খান খান॥
ধনুক খান কাটা গেল খর চিন্তিত।
অন্তরীক্ষে আর ধনুক লয় আচম্বিত॥
রামের উপরে করে বাণ বরিষণ।
দশ দিগ জলস্থল ঢাকিল গগন॥
নানা বর্ণে বাণ এড়ে দশদিগ প্রকাশ।
লক্ষ লক্ষ বাণ এড়ে ঢাকিল আকাশ॥
বাণে অন্ধকার করিয়া করিছে সংগ্রাম।
বাণে কাটিয়া মূর্চ্ছিত হইলা শ্রীরাম॥
রাম কাতর দেখিয়া বাণ এড়িছে বিস্তর।
সর্ব্বাঙ্গ বিঁধিয়া রামের করিল জর্জ্জর॥
কোমল শরীর রামের নাহিক অবকাশ।
রাম জিনিলু বলিয়া মনে মনে হাস॥
যে ধনুকে রাম এতেক রাক্ষস জিনে।
হেন ধনুক রামের কাটিয়া পাড়ে বাণে॥
যে ধনুক দিয়াছিলেন অগস্ত্য মুনিবরে।
সেই ধনুকে রঘুনাথ সন্ধান পূরে॥
বিষ্ণুর ধনুক খান বৈষ্ণব তার বাণ।
রথের ধ্বজা কাটিয়া তার
করিল খান খান॥
রথের ধ্বজা কাটা গেল রথ লণ্ডখণ্ড।
বাণে কাটিয়া পাড়েন সারথির মুণ্ড॥
অষ্ট বাণ এড়েন রাম ধনুকে দিয়া চড়া।
বাণে কাটিয়া পাড়েন রথের অষ্ট ঘোড়া॥
পবনগতি বাণ এড়েন তারা যেন ছুটে।
খরের হাথের ধনুক আরবার কাটে॥
ঘোড়া হাথি রথ কেহ নাহিক দোসর।*
হাথে গদা করিয়া বীর যুঝে একেশ্বর॥
ডাক দিয়া বলে রাম শুন নিশাচর।
অধার্ম্মিকের ধন না রহে নিরন্তর॥
কোথা গেল হস্তী ঘোড়া ঘন্টার ঠনঠনি।
কোথা গেল সৈন্য সেনা বল দেখি শুনি॥
কোথা গেল সোনার রথ দেখিতে সুন্দর।
কোথা গেল চৌদ্দ হাজার কটক নিশাচর॥

ইন্দ্রের অধিক সম্পদ সর্ব্বলোকে কহে।
অধার্ম্মিকের ধন যেমন সর্ব্ব দিন নহে॥
তপ করে মুনি কাহারো নাহি হিংসে।
শুখান শরীর তার ব্রত উপবাসে॥
মুনিগণে হিংসা করিয়া বেড়াও বনে।
ব্রহ্মবধ করিয়া বেড়াইস ক্ষমা নাহি মনে॥
মুনিগণ মারিয়া করিস মাংসভক্ষণ।
মুনির মাংস জীর্ণ নহে অবশ্য মরণ॥
তোমায় মারি মুনি সভার খণ্ডাব বিষাদ।
রামের বচনে খর ছাড়ে সিংহনাদ।
রামের কথা শুনিয়া খর বীর হাসে।
রামেরে বিরূপ বলে যত মনে আইসে॥
বড়াই করহ রাম নহে ব্যবহার।
রাক্ষসের ভক্ষ্য তুমি কি বল অহঙ্কার॥
গদার বাড়িতে তোর বধিব জীবন।
তোর রক্তে করিব আজি ভাইয়ের তর্পণ॥
মন্ত্র পড়িয়া খর গদা গোটা এড়ে।
যতদূর যায় গদা ততদূর পোড়ে॥
গাছের নিকট গেলে গাছ সকল জ্বলে।
আলো করিয়া যায় গদা গগনমণ্ডলে॥
যত বাণ এড়েন রাম গদা কাটিবারে।
গদার অগ্নিতে বাণ ভস্ম হৈয়া উড়ে॥
গদার তেজ দেখিয়া রাম চিন্তে মনে মনে।
ব্রহ্ম অস্ত্র গদা গোটা না রহে রামের বাণে॥
মন্ত্র পড়িয়া রঘুনাথ অগ্নিবাণ এড়ে।
অগ্নি জ্বলিয়া বাণ আকাশে গিয়া যোড়ে॥
আকাশে অগ্নি জ্বলে পর্ব্বতপ্রমাণ।
অগ্নিবাণে পুড়িয়া গদা হইল নির্ব্বাণ॥
প্রভাতকালে চন্দ্র যেন আপন তেজ ছাড়ে।
নিস্তেজ হইয়া গদা ভূমিতলে পড়ে॥
গদা নির্ব্বাণ করিয়া এড়াইলা ডর।
সকল অস্ত্র ফুরাইল রাক্ষস ফাঁফর॥
এক বাণে গদা মোর হইল সংহার।
মনে ভাবে রাক্ষস রামের ঠাঁঞি
নাহিক নিস্তার॥
রাম বলেন এত বড়াই গদার তেজে।
গদা পোড়া গেল এখন
যুঝিবা কোন্ সাজে॥
গদা বই তোমার না ছিল কোন ভাঁড়া।*
আমার বাণেতে তোর গদা গেল পোড়া॥
এত দুর্গতি করিলাম কি করিব অপমান।
তবু ঘর যাহ রাক্ষস লইয়া পরাণ॥

এতেক শুনিয়া রাক্ষস রামের বচন।
রামেরে ডাকিয়া বলে করিয়া তর্জ্জন॥
বড়াই না করিস রাম না করিস অহঙ্কার।
আমার হাথে আজি তোর নাহিক নিস্তার॥
নানা গাছে এই তো পূর্ণিত বনখান।
এ গাছ পাথরে তোর বধিব পরাণ॥*
গাছ উপাড়ে খর বড়ই দীঘল।
গাছ পাথর কাটিয়া পাড়েন
রাম মহাবল॥
গাছ পাথর কাটেন রাম পড়ে দূরান্তর।
খর রাক্ষস বিঁধিয়া করিছে জর্জ্জর॥
সর্ব্বাঙ্গ ফুটিয়া রাক্ষস তিতিল রকতে।
রকতের গন্ধে পাগল হৈয়া নাচে চারিভিতে॥
হাথে আর অস্ত্র নাহি হইল ফাঁফর।
রামেরে রুষিয়া যায় মারিতে কামড়॥
পাছু হইয়া রাম ধনুকে দিলা তার।
ঐষীক বাণ রাম যুড়িলা সত্বর॥
সন্ধান পূরিয়া রাম বাণ এড়েন রোষে।
থানা ভাঙ্গিয়া খর পলায় তরাসে॥
বজ্রাঘাতে যেমত পর্ব্বত হয় চির।
বুকে বাণ ঠেকিয়া ফুটিয়া পড়িল খর বীর॥
সম্বর দৈত্যের যেন মারে পুরন্দর।*
মহাকায় অসুর যেন মারিলা মহেশ্বর॥
চৌদ্দ হাজার রাক্ষস রাম
মারিলা রাত্রি দিনে।
জয় জয় শব্দ করিল যত দেবগণে॥
মহাদেব আসিয়া রামেরে হইলা সুখী।
ইন্দ্ররাজ আইলেন সহস্রেক আঁখি॥
কুবের বরুণ যম আইলা পবন।
অষ্ট লোকপাল আইলা যত দেবগণ॥
এতেক দেবগণ নাহি দেখে কোন রাজা।
দেবগণ আসিয়াছেন করিতে তোমার পূজা॥
*তোমার প্রসাদে এখন বেড়াব স্বচ্ছন্দে।
খরের থানা দিয়া এখন যাইব আনন্দে॥*
শ্রীরামের রণজয় হইলা কুতূহলী।
রণস্থলে আইলা সীতা লক্ষ্মণেরে বলি॥
নমস্কার করিলা লক্ষ্মণ রামের চরণে।
যোড় হাথে স্তুতি সীতা করেন একমনে॥
রাক্ষস মারিয়া প্রভু রাখিলা ত্রিভুবন।
সত্যরক্ষা করিলা তুমি তুষিলা মুনিগণ॥
এত স্তুতি করিলা যদি সীতা তো সুন্দরী।
স্নান করিতে রাম চলিলা নদী গোদাবরী॥

রামের গায় রক্ত লাগ্যাছে রণস্থলী।
গোদাবরীর জলে রাম রক্ত পাখালি॥
স্নান করিয়া ঘরে আইলা রাম মহাবলী।
স্নান করিলা লক্ষ্মণ সীতা চিত্রের পুথলি॥
সীতারে কহেন রাম সংগ্রামের কাহিনী।
সীতা লইয়া রঘুনাথ বঞ্চিলা রজনী॥
কৃত্তিবাস রামায়ণ করিলা কৌতুকে।
চৌদ্দ সহস্র রাক্ষস বধ গাইল অরণ্যকে॥

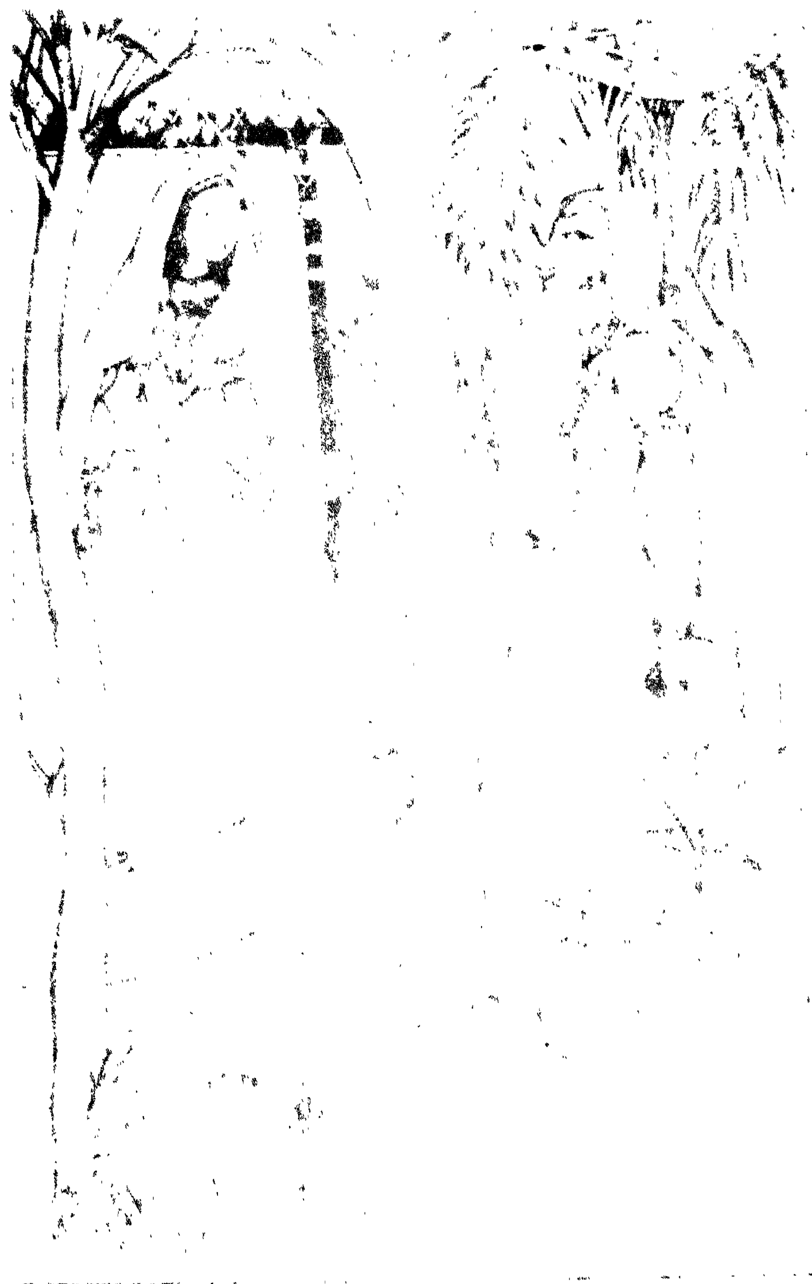
রামেব বিক্রম যত শূর্পণখা দেখে।
ত্বরিত গমনে লঙ্কা যায় অন্তরীক্ষে॥
রাবণে কহিতে যায় সাগরের পার।
নাক কান নাহি রাণ্ডির কুচ্ছিত আকার॥
যাহার নিকট দিয়া যায়
তাহার লক্ষ্মী হরে।
খর দূষণ মারা গেল ঠেকিল লঙ্কেশ্বরে॥
রাজ্যখণ্ড লইয়া রাজা আছে পরিচ্ছদে।
কস্তুরি কুঙ্কুমে রাজা শোভে মৃগমদে॥
পাত্র মিত্র বসিয়াছেন যত সভাজন।
সূর্য্যের তেজ যেন নিকট কিরণ॥
দেবতার তেজে টুটে রাবণ দরশনে॥
ব্রহ্মার বরে রাবণ রাজা ত্রিভুবন জিনে।
ব্রাহ্মণে বেদ পড়ে জয় জয় ধ্বনি।
রাবণের পাশে বসিয়াছে
দশ হাজার রাণী॥
পুত্র পৌত্র বসিয়াছে ভাই বিভীষণ।
সভার ভিতরে রাবণ কহিছে সপন॥
রাবণ বলে পাত্রমিত্র শুনহ কাহিনী।
আজি কুসপন আমি দেখ্যাছি আপনি॥
রাক্ষস যুঝিয়া পড়ে রক্তে বহে নদী।
শৃগাল শকুন মাংস খায় গাদি গাদি॥
আমার বাণে ত্রিভুবন না ধরিবে টান।
সপন দেখিলু আমি রাক্ষসের অপমান॥
এত যদি বলিলেন রাবণ মন্ত্রিগণ শুনে।
যোড় হাথে বলে সভে রাবণ বিদ্যমানে॥
ত্রিভুবন জিনিয়া রাজা তোমার বাখান।
দেব দানব গন্ধর্ব্ব কেহো নাহি ধরে টান॥*
যক্ষ দানব জিনিলা তুমি কৈলাস পর্ব্বতে।
কুবেরের অপমান করিলা ভালমতে॥
ময়দানব রাজা সর্ব্বলোকে পুজে।
কন্যা দিয়া তোমার তরে ভজে॥

বাসুকি তক্ষক আদি বড় বড় সর্প।
তাহারা সহিতে নারে তোমার মহাদর্প॥
ত্রিভুবন জিনিয়া যুদ্ধ করিলা অপার।
সেই মত যুদ্ধ বুঝি হবে পুনর্ব্বার॥
হেনকালে উঠিয়া বলে ভাই বিভীষণে।
বাদ বিসম্বাদ ভাই না করিহ কারো সনে॥
রাত্রিদিন কুসপন দেখে রাজা তো রাবণে।
যাহা চিন্তে তাহা হইবেক দৈবের ঘটনে॥
দেয়ান করিয়া রাবণ বসিলা সভাতলে।
হেনকালে রাণ্ডি গিয়া রাজার আগে বলে॥
নাক কান নাহি রাণ্ডির বড়ই লাজ করি।
সভার ভিতরে ডাকিয়া রাবণে পাড়ে গালি॥
স্ত্রী হৈয়া আপনার করিব খাঁকার।
তুমি হেন ভাই থাকিতে দুর্গতি আমার॥
তুমি হেন ভাই থাকিতে খর দূষণ মরে।
চৌদ্দ হাজার রাক্ষস একা রামে মারে॥
মানুষ হইয়া আমার নাক কান কাটে।
প্রাণ ছাড়িব ভাই আমি তোমার নিকটে॥
এত বাক্য শুনে রাবণ শূর্পণখার তুণ্ডে।
হাহাকার শব্দ উঠিল সভাখণ্ডে॥
রাবণ বলে কোন্ দোষে কাটিল নাক কান।
বোঁচা নাক কানে কেনে
আইলা আমার স্থান॥
কোন্ দেশে বৈসে রাম কাহার নন্দন।
কি কারণে আসিয়াছে রাম তপোবন॥
শ্রীরামলক্ষ্মণ নামে দুই বেটা তপস্বী।
বনে বনে বেড়ায় তারা সঙ্গেতে রূপসী॥
দশরথের পুত্র তারা বর্জ্জিলেক বাপে।
ভরত রাজ্য করে রাম বেড়ায় রাজ্যতাপে॥
পরমসুন্দরী তার সীতা নামে নারী।
রূপের তেজে আলো করে
সকল বনপুরী॥
ঊর্ব্বশী মেনকা রম্ভা শচী তিলোত্তমা।
কোন জন নহে তার রূপের উপমা॥
যতেক সুন্দরী ভাই আছে তোমার ঘর।
মন্দোদরী নহে তার দাসীর সোঁসর॥
তাহারে দেখিতে গেলাম তোমার লাগিয়া।
নাক কান কাটিল মোর নিকটে পাইয়া॥
খর দূষণেরে গিয়া কহিলু এ কথা।
অবিলম্বে বীর সভ সাজি গেল তথা॥
করিল অনেক রণ সেনাপতিগণে।
সকল রাক্ষস মরে এক দণ্ডের রণে॥

শুনিয়া রাবণ রাজা করে হাহাকার।
মনুষ্যের যুদ্ধ শুন্যা লাগে চমৎকার॥
রাবণ বলেন সারথি কর রথের সাজন।
একেশ্বর যাব আমি পঞ্চবটী বন॥
রাজ আজ্ঞায় রথখান আনিল সাজিয়া।
রথের উপর চড়ে রাজা সারথি লইয়া॥
পবনবেগে রথখান চলিল উত্তরে।
নদীর কূলেতে মারীচ যেখানে তপ করে॥
মারীচ দেখিয়া রাজার হরষিত মন।
মারীচ বলে কোন্ কার্য্যে আইলা রাবণ॥
অতিথি ব্যবহারে দিল পাদ্য অর্ঘ্য পানি।
আসনে বসিলা রাক্ষসের শিরোমণি॥
রাবণ বলে মারীচ আইলু তোমার ঠাই।
সহিতে না পারি আর মনুষ্যের বড়াই॥
রাম লক্ষ্মণ দুইজন তপস্বীর বেশে।
পরমসুন্দরী লৈয়া বেড়ায় দেশে দেশে॥
শূর্পণখার নাক কান কাটিলা লক্ষ্মণ।
চৌদ্দ হাজার রাক্ষস মরে খর দূষণ।
ভাবিয়া চাহিলাম তার সীতা মাত্র ভাঁড়া।
সীতারে হরিয়া আনি না করিব সাড়া॥
যদি যুদ্ধ করি তবে জিনিতে না পারি।
সীতারে হরিয়া লৈয়া দর্পচূর্ণ করি।
তোমার তরে দিব আমি লংকার অর্দ্ধরাজ্য।
মায়া রূপে কর তুমি মোর বন্ধুকার্য্য॥
গুণের সাগর তুমি মায়ার নিধান।
রামেরে ভাঁড়াইয়া লৈয়া যাও অন্য স্থান॥
লক্ষ্মণেরে ডাকিও তুমি মায়ার প্রকাশে।
শ্রীরামের নিকটে লক্ষ্মণ যাবেক তরাসে॥
রাম লক্ষ্মণ গেলে সীতা থাকিবে শূন্যঘরে।
সীতা হরিয়া লইব আমি লংকার ভিতরে॥
মারীচ বলে কি বলিলা রাজা দশানন।
রামের কাছে পাঠাহ মোর লইতে পরাণ॥*
তোমার রাজ্য ভোগ থাকুক আমার মাথায়।
আমি ভাই না যাইব রামের তথায়॥
হিতবাক্য বলি আমি শুন হে রাবণ।
শ্রীরাম মনুষ্য নহে আপনি নারায়ণ॥
যদি রঘুনাথের সনে তুমি কর বাদ।
আপনার দোষে তুমি পাড়িবে প্রমাদ॥
রামের বয়েস যখন দশম বৎসর।
তখনকার যুদ্ধের কথা শুন লঙ্কেশ্বর॥
সুবাহু আছিলা পূর্ব্বে রাক্ষসের পতি।
যজ্ঞনাশ করে সে মহাহৃষ্ট মতি॥
অনেক রাক্ষস তার পরিবার সঙ্গে।
যজ্ঞনাশ করিয়া তারা বেড়ায় নানা রঙ্গে॥
বিশ্বামিত্র নামে মুনি সভার প্রধান।
তপঃফলে মহামুনি ব্রহ্মার সমান॥
সকল রাক্ষস করে রক্ত বরিষণ॥
যজ্ঞ করেন মুনি লইয়া ব্রাহ্মণ।
রক্ত বরিষণে মুনির হইল যজ্ঞনাশ।
যজ্ঞ ছাড়ি পলায় মুনি হইয়া নৈরাশ॥
নানা স্থানে মুনিগণ পলায় তরাসে।
অন্তরীক্ষে থাকিয়া রাক্ষসগণ হাসে॥
বিশ্বামিত্র মুনি তবে গেলা অযোধ্যায়।
রাম লক্ষ্মণ লৈয়া আইলা যজ্ঞের সভায়॥
অল্প বয়েস দুই ভাই বীর অবতার।
চূড়াকর্ণ নাহি হয় লোকে চমৎকার॥
পথেতে মারিলা রাম তাড়কা রাক্ষসী।
রাম লৈয়া মুনি সভ যজ্ঞ করিতে বসি॥
সুবাহু রাক্ষসের সঙ্গে অনেক বীরগণ।
আমি তথা ছিলাম সঙ্গে শুন হে রাবণ॥
রক্তবৃষ্টি করিতে সভে উঠিলা আকাশে।
যজ্ঞস্থানে থাকিয়া তখন রামলক্ষ্মণ হাসে॥
এক বাণ যোড়ে রাম ধনুকের গুণে।
সাত মুখ হৈয়া বাণ চলিল তখনে॥
ধনুকে থাকিয়া রামের বাণ ছুটিল।
সহস্র গোটা হৈয়া বাণ গগন যুড়িল॥
সুবাহুর বুকে গিয়া লাগে এক বাণ।
এক বাণে পড়ে বীর হারাইয়া জ্ঞান॥
সকল রাক্ষস মারেন রাম এক বাণে।
পলাইয়া যাই আমি কাতর পরাণে॥
পলাইয়া যাই আমি কেহো নাহি দেখে।
ক্ষুদ্র এক বাণের ঘা লাগে মোর বুকে॥
*বাণের তেজে পড়িলাঙ অনেক যোজন।
কথো দূরে গিয়া আমি পাইল চেতন॥*
বুকে হইতে বাণ আমি ফেলাইলু খসাইয়া।
পুণ্যে সে রহিল প্রাণ ঔষধ সেবিয়া॥
সেই রামের কাছে আমি যাইতে না পারি।
যে কর সে কর মোরে রাক্ষসের অধিকারী॥
এতেক বলিল মারীচ রাবণের ঠাঞি।
ধীরে ধীরে রাবণ তারে মন্ত্রণা শিখায়॥
রত্নমৃগ হও তুমি অতি মনোহর।
নাচিতে নাচিতে যাও সীতার গোচর॥
তোমারে ধরিতে রাম উঠিবে সত্বরে।
মায়ায় রামেরে তুমি লৈয়া যাইও দূরে॥

রাম অন্বেষণে যাইবে লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধর।
সীতারে হরিব আমি পায়্যা শূন্যঘর॥
মারীচ বলে আমি না পারিব এই কাজ।
শুনিয়া কুপিল রাবণ মহারাজ॥
হাথে করি লয় রাবণ খাণ্ডা এক ধারা।
কুড়ি চক্ষু ফিরায় যেন আকাশের তারা॥
মারীচ বলে কাটিবা মোরে রাজা তো রাবণ।
রাম মারুন রাবণ মারুক অবশ্য মরণ॥
লঙ্কা মজিবে তোমার শুন হে রাবণ।
সীতা লাগি সবংশেতে হারাবে জীবন॥
এতেক বলিয়া তবে মারীচ চলিল।
কৌতুকে রাবণ রাজা হাসিতে লাগিল॥
রাম লক্ষ্মণ সীতা দেবী হরিষ অন্তর।
পাশা খেলাইতেছিলা ঘরের ভিতর॥
যখন যে হয় তাহা বিধি প্রায় জানে।
রাবণের মায়ামৃগ আইল সেইখানে॥
মকরে মুখর রবি মাঘ পরবেশে।
মারীচ রাক্ষস মায়া করিল বিশেষে॥
আইল অপূর্ব্ব মৃগ জগৎমোহন।
নানা জ্যোতি ধরে অঙ্গ নানা রত্নধন॥
চারি পা কনকে নির্ম্মিলা বিরাজিত।
চক্ষুতে মাণিক শোভে দীপ্ত সমুচিত॥
দশনেতে হীরা মোতি জিহ্বা রক্তবর্ণ।
সদাই নাচয়ে ভাল সুরাজিত কর্ণ॥
নানা রঙ্গে লোমরেখা ত্রিবলী সমান।
নানা ভঙ্গে ধায় মৃগ রঘুনাথের স্থান॥
নাচিতে নাচিতে মৃগ চলে শীঘ্রগতি।
যথায় জানকী সঙ্গে খেলেন রঘুপতি॥
মোহিত রাম সীতা মৃগ দরশনে।
পাশা এড়ি দুঃখ হেতু করেন নিরীক্ষণে॥
সীতা বলেন দেখ প্রভু আপন গোচর।
কোথা হইতে আইল অপূর্ব্ব মৃগবর॥
এমত ঠামের মৃগ না দেখি না শুনি।
দেও মোরে মৃগ দান ক্ষত্রিয়শিরোমণি॥
যত মৃগ মার প্রভু এমত নাহি দেখি।
ইহার চর্ম্মে বসি আমি তবে হয় সুখী॥
***এই মৃগ ধর্য়া মোরে দেহ দাশরথি।**
মৃগ পাইলে পাই আমি বহুত পিরিতি॥*
সীতা যে বলেন রাম নাহি করেন আন।
উঠিলা শ্রীরামচন্দ্র পূরিয়া সন্ধান॥
জীয়ন্ত ধরিতে মৃগ আছে রামের মনে।
রাম ভাঁড়াইয়া মৃগ চলে দূর বনে॥

রাম বলেন লক্ষ্মণ থাক সীতার রক্ষণ।
সীতা লৈয়া যাবৎ না আসি শুনহ বচন॥
এতেক বলিয়া রাম মৃগ পাছে ধায়।
রাম ভাঁড়াইয়া মৃগ দূর বনে যায়॥
রামের নিকট দেখে পলায় তরাসে।
দূরেতে দেখিলে রাম রহে তো সাহসে॥
দুই প্রহরের পথ গেলা নিশাচর।
ক্রোধিত হইয়া পাছে যান রঘুবর॥
মনেতে জানিলা রাম দেব রঘুবর।
মৃগরূপ ধরি আইল পাপ নিশাচর॥
সন্ধান পূরিয়া রাম হানিলেন শর।
রাবণের হিতকার্য্যে ডাকে নিশাচর॥
কাতর তরাসে ডাকে রামের সমান।
ঝাট আইস লক্ষ্মণ ভাই রাখহ পরাণ॥
রাক্ষসে বেড়িয়া মোরে মারে একেশ্বর।
মরণ সময়ে আমি দেখি সহোদর॥
লক্ষ্মণ বলিয়া তবে ডাকে পরিত্রাই।
ঘরে থাকি সীতা দেবী শুনিবারে পাই॥
সীতা বলেন শুন ঐ দেওর লক্ষ্মণ।
তোমারে ডাকেন প্রভু কমললোচন॥
রাক্ষসে বেড়িয়া প্রভুর লয় তো পরাণ।
শীঘ্রগতি যাও লক্ষ্মণ লৈয়া ধনুক বাণ॥
লক্ষ্মণ বলেন মোর ভাই অক্ষয় বীরবর।
কোনকালে প্রভু রাম নহেন কাতর॥
এমত না বলিহ সীতা বাক্য উতরোল।
প্রভুর মুখে কদাচিত নাহি হেন বোল॥
এতেক লক্ষ্মণ যদি বলিলা বচন।
পুনশ্চ বলেন সীতা উপেক্ষি লক্ষ্মণ॥
আমার বচন লক্ষ্মণ শুন মন দিয়া।
জ্ঞাতি ভাবনা ছাড়হ বনেতে আসিয়া॥
ভাই কভু ভিন্ন নহে শুন হে লক্ষ্মণ।
ঝাট চলহ লক্ষ্মণ প্রভুর অন্বেষণ॥
লক্ষ্মণ বলেন সীতা নাহিও কাতর।
মৃগ লৈয়া প্রভু এখন আসিবেন ঘর॥
তোমার রক্ষায় আমি আছি বনালয়।
আপনে কহিয়াছেন রাম মহাশয়॥
শুনিয়া লক্ষ্মণের কথা জানকী দুঃখিত।
বিধি বিড়ম্বিল সীতা কহেন বিপরীত॥
সীতা বলেন লক্ষ্মণ বুঝিতে নারি মন।
আমার রক্ষণে তোমার কোন্ প্রয়োজন॥
প্রভু মোর যান মারা তুমি আছ ঘরে।
জানিলাম কপট তোর যে আছে অন্তরে॥



আমারে লক্ষ্মণ তোর মজিয়াছে মন।
তেঁঞি সে না যাহ প্রভুর উদ্দেশ কারণ॥
ভরতে লইল রাজ্য তুমি লইবা নারী।
মনেতে লক্ষ্মণ তোর কপট চাতুরী॥
সীতার বাক্যের জালে লক্ষ্মণ দুঃখিত।
দৈব পাষণ্ড ঘর ছাড়েন ত্বরিত॥
গাণ্ডিবের রেখা ঘর বেষ্টিত করিয়া।
ধর্ম্ম সাক্ষী করে বীর করযোড় হৈয়া॥
সাক্ষী হও ধর্ম্মরাজ বিচারের কর্ত্তা।
মোর কিছু দোষ নাহি কটু কহেন সীতা॥
অষ্ট লোকপাল তোমরা শুন চরাচর।
চন্দ্র সূর্য্য শুন সীতা কন কদুত্তর॥
লক্ষ্মণ কহেন মা শুনহ জানকী।
সুমিত্রা জননী সম তোমা আমি দেখি॥
তবে হেন কটু কহ দৈব বিড়ম্বিত।
হইবে প্রমাদ আজি বিধি নিয়োজিত॥
এই গাণ্ডিব রেখা দিলাম
ঘরের চারি পাশে।
যে জন লঙ্ঘিবে তার হইবে বিনাশে॥
সীতারে বলেন তবে লক্ষ্মণ মহামতি।
রেখার বাহির নাহিও শুন মাতা সতী॥
রেখা মাঝে থাকিলে কেহো নাহিবে নিকটে।
বাহির হইলে তুমি পড়িবা সঙ্কটে॥
*গাণ্ডিরেখ দিল লক্ষ্মণ বেড়িয়া সে ঘর।
প্রবেশিতে নারে কেহো ইহার ভিতর॥*
জননী বলিয়া বন্দে সীতার চরণ।
শ্রীরাম স্মরণে বনে চলিলা লক্ষ্মণ॥
গাছের আড়ে থাকি হাসে রাজা দশানন।
ধরিল যোগীর বেশ বিভূতিভূষণ॥
গলে যোগপাটা দণ্ড চর্ম্মের বসন।
শিঙ্গা ডম্বরুর বাদ্য করয়ে নাচন॥
শিরে ছত্র গলায় উত্তরি মায়াধর।
ভ্রূকুটি করিয়া নাচে সীতার গোচর॥
সীতার নিকটে যদি আইলা বেশধারী।
দেখিয়া বিস্ময় হইলা জনককুমারী॥
যোগী বলে কাহার আশ্রম এই স্থান।
পারণ করিব আমি ভিক্ষা দেহ দান॥
শুনিয়া বলেন সীতা তপস্বীর তরে।
ক্ষণেক বৈসহ যাবৎ রাম আইসেন ঘরে॥
যোগী বলে অনেক দিন আছি উপবাসে।
ক্ষুধায় অন্তর জ্বলে বেলা
হৈয়াছে আকাশে॥

পারণার কাল যায় শুন গুণবতী।
ঝাট করি দেহ ভিক্ষা যাই শীঘ্রগতি॥
সীতা বলে শুন হে তপস্বী মহামতি।
রামের সঙ্গে দেখা হইলে পাইবা পীরিতি॥
*খানিক রহ ফল আনি দিবেন লক্ষ্মণ।
সেই ফল দিব তুমি করিহ ভক্ষণ॥
অতিথিরে ভক্তি প্রভু রাম ভাল জানে।
বড় প্রীতি পাইবেন তোমা দরশনে॥*
তপস্বী বলে তোমার কেমত ব্যবহার।
এমত চরিত্র নহে আতিথ্য থাকে যার॥
তুমি কহ অতিথিপ্রিয় স্বামী আমার।
তবে কেন বামা তোমার এমত ব্যবহার॥
ভ্রূকুটি করিয়া নাচে শিবগুণ গায়।
ব্রহ্মশাপ দিতে চায় জানকী ডরায়॥
ঘরেতে আছিল ফল আন্যাছেন লক্ষ্মণ।
ভিক্ষা লৈয়া সীতা দেবী করিলা গমন॥
রেখার ভিতরে থাকি তপস্বীরে বলে।
হাথ বাড়াইয়া লহ ভিক্ষা দিয়ে থালে॥
শুনিয়া তপস্বী বলে না লইব আমি।
গণ্ডির বাহির হইয়া ভিক্ষা দেহ তুমি॥
*সীতা বলেন তপস্বী কর অবধান।
পণ্ড ফল ঘরে আছে করহ ভক্ষণ॥*
নহে বা খানিক রহ যেবা মনে লয়।
নহে হাথ বাড়াইয়া লহ মহাশয়॥
রেখার বাহির হইতে আমি নাহি পারি।
কুপিয়া সন্ন্যাসী বলে শুনহ সুন্দরী॥
স্বামীর কারণে তুঞি এত গর্ব্ব করিস।
ব্রহ্মশাপে ভস্ম করি কি করিতে পারিস॥
শুনিয়া জানকী বড় ধর্ম্মভীত হৈয়া।
দৈবের নির্ব্বন্ধবলে রেখা ডিঙ্গাইয়া॥
*বিধাতানির্ব্বন্ধ কভু খণ্ডন না যায়।
ফল হাথে করিয়া ঘরের বাহির হয়॥*
যেইমাত্র গেলা সীতা রেখার বাহির।
কুড়ি চক্ষু কুড়ি হস্ত হইল দশ শির॥
লাফ দিয়া ধরিল রাবণ দেবী সীতা সতী।
রাহুতে গিলিল যেন পূর্ণ নিশাপতি॥
কুড়ি হাথে সাবড়িয়া রথের উপর তোলে।
ঝাট রথ চালাইতে সারথিরে বলে॥
আকাশে চালায় রথ পবনের গতি।
যতনে সীতারে ধরে হরষিত মতি॥
লঙ্কায় পলায় রাবণ হরিয়া জানকী।
মৃগ মারিতে গিয়াছেন শ্রীরাম ধানুকী॥

রাবণের হাথে যদি সীতা হইলা বন্দী।
ত্রাস পাইয়া সীতা দেবী মাথায়
হাথে কাঁদি॥
রাম রাম বলিয়া সীতা পরিত্রাহি ডাকে।
পশু পক্ষ তরু কাঁদে জানকীর শোকে॥
ঝাট আইস রামচন্দ্র দেওর লক্ষ্মণ।
শূন্য ঘর পায়্যা মোরে হরে দশানন॥
ঝাট আগু যাও প্রভু কর প্রতিকার।
রাক্ষসে লইয়া যায় জানকী তোমার॥
রথে হৈতে পড়িতে সীতা
চাহেন ভূমিতলে।
যতনে ধরিল রাবণ হস্তপদ চুলে॥
সীতা বলেন শুন রে পাপিষ্ঠ নিশাচর।
আমার স্বামী বৈসেন রাম অযোধ্যানগর।
বাপের সত্য পালিতে রাম আইলা বনবাস।
পাছু লাগি আইলু আমি ছাড়ি গৃহবাস॥
শ্রীরামের প্রিয়া আমি ঋষির ঝিয়ারি।
সর্ব্বথা আমারে না লৈও নিজপুরী॥
রাবণ বলয়ে তুমি শুনহ রূপসী।
দশ হাজার স্ত্রী আমার করিয়া দিব দাসী॥
রামেরে বেড়িয়া খাইল দারুণ রাক্ষসে।
কোথা যাইতে পারে রাম জাতি মানুষে॥
ত্রাস পায়্যা কাঁদেন সীতা রাবণের রথে।
অনেক দূর প্রভু রাম না পান শুনিতে॥
উচ্চস্বরে কাঁদেন সীতা ত্রাসিত মন।
আহা রাম বলি সীতা করেন ক্রন্দন॥
অকূল সমুদ্রে ডুবিলা সীতা ঠাকুরাণী॥
রাবণের রথে কাঁদে রামের ঘরণী॥
জনকনন্দিনী সীতা লক্ষ্মী মূর্ত্তিবতী।
পরহস্তে পতিত হইলা মা মহামতি॥
তরুলতাগণে সীতা করেন ব্যগ্রতা।
প্রভুরে কহিও রাবণ হরিলেক সীতা॥
পর্ব্বতগহ্বর যদি এড়াইয়া চলে।
অন্তরীক্ষে চলে রথ গগনমণ্ডলে॥
পশুপক্ষগণে সীতা করেন পরিহার।
প্রভুরে কহিও সভে আমার সমাচার॥
শূন্য ঘর পাইয়া মোরে হরিল রাবণ।
তাহাঁর বিহনে আমি তেজিব জীবন॥
অভাগিনী সীতা মুই এই ছিল ভালে।
রাক্ষস হরিল মোরে পাপকর্ম্ম ফলে॥
কোথায় রহিলা রাম দেওর লক্ষ্মণ।
কোন্ দেশে লৈয়া যায় পাপিষ্ঠ রাবণ॥
সবংশে মজিবি তুই শ্রীরামের বাণে।
অকারণে লইস আমা শুন দুষ্ট জনে॥
বস্ত্র চিরিয়া ফেলে সীতা গায়ের অভরণ।
শিরে করাঘাত হানে হরিষ রাবণ॥
ধরিয়া রাখিতে নারে রাবণ ফাঁফর।
বস্ত্র অভরণ পড়ে ধরণী উপর॥
শ্রীরামচরিত্র গীত শুন সর্ব্বজন।
রাবণের রথে সীতা করেন ক্রন্দন॥

কাঁদেন জানকী বালা রঘুনাথের প্রিয়া তুলা
অন্তরেতে ভাবিয়া বিষাদ।
অযোনিসম্ভবা নারী বিষ্ণুপ্রিয়া সত্যাচারী
তারে হইল রাক্ষসের বাদ॥
প্রভু মোর গেলা বনে এত কথা নাহি জানে
মোরে হরে পাপ নিশাচর।
কেমনে রহিবে প্রাণ কে কহিবে পরিত্রাণ
কে কহিবে প্রভুর গোচর॥
আজি যদি প্রভু জানে শত্রু কাটে এক বাণে
অভাগিনী সীতার গোসাঞিএ।
না জানি আপনি কত করিয়াছি খণ্ড ব্রত
বিপত্যে সহায় মোর নাঞি॥*
দারুণ বিধাতা মোরে না জানি কেমন করে
কিবা মোর লিখন কপালে।
জন্মে জন্মে কৈলু পাপ তে কারণে এত তাপ
মরিব আপনি দৈবফলে॥
লক্ষ্মণ আছিল ঘরে বনে পাঠাইলু তারে
দৈবদোষে ঘটয়ে জঞ্জাল।
নিষ্ঠুর বচন বৈলু মনে ভয় নাহি কৈলু
মোর হইল কি খণ্ড কপাল॥
অভাগিনী দুঃখভাগী জন্মিলাম কিবা লাগি
রাজ্য ছাড়িল আইলু বনবাসে।
প্রভু পাঠাইলু বনে দুঃখ রহিল মনে
মোরে হরে দারুণ রাক্ষসে॥
উচ্চস্বরে সীতা কাঁদে ক্রোধে বিধাতারে নিন্দে
শোকানলে জনককুমারী।
অন্তরীক্ষে রথ চলে দশানন কুতূহলে
নিকট কনকশৃঙ্গ গিরি॥
পর্ব্বতে আছিল পাখি দেখিল ক্রন্দনমুখী
পক্ষিরাজ ভাবে মনে মন।
উঠে বীর অন্তরীক্ষে গগনমণ্ডলে দেখে
সীতা লৈয়া চল্যাছে রাবণ॥

সীতার করুণা দেখি রুষিল জটায়ু পাখি
বেগে যায় রাবণ নিয়ড়ে।
মারিল নখের তাড়া ছিণ্ডিল রথের ঘোড়া
ধ্বজ ছত্র উপাড়িয়া পড়ে॥
বাল্মীকিচরিত্র পোথা পুরাণসঙ্গীত গাথা
কৃত্তিবাস রচিল সুচারু।
যে রাম তারকব্রহ্ম বেদে বিচারিল ধর্ম্ম
বেদে কহে পাতকী উদ্ধার॥

পক্ষীর সাহস দেখি ত্রাসিত রাবণ।
ক্রন্দনে চিনিলা সীতা গরুড়নন্দন॥
দশরথের বধূ তুমি জনকদুহিতা।
তোমার শ্বশুর দশরথ হন মোর মিতা॥
গরুড়নন্দন আমি শুনহ সুন্দরী।
তোমায় উদ্ধারিব আজি
রাবণ রাজা মারি॥
এতেক বলিয়া পক্ষ উঠিল গগনে।
দশ নখে আঁচড়িল রাজা দশাননে॥
আকাশে উঠিয়া বীর ছোঁ দিয়া পাড়ে।
রাবণের পৃষ্ঠের মাংস খান খান ছিঁড়ে॥
রাবণের দশ মুণ্ড ছিঁড়্যা ফেলে ঠোঁটে।
ব্রহ্মার বরে দশ মুণ্ড আরবার উঠে॥
পাখসাট মারিয়া রথখান করে গুঁড়া।
খসিয়া পড়িল রথের সাজন অষ্ট ঘোড়া॥
অন্তরীক্ষে রাবণ রাজা পুরিসা সন্ধান।
পক্ষ বিঁধিবারে এড়ে চোখ চোখ বাণ॥
রাবণের বাণে পক্ষ ক্রোধ অতিশয়।
বড় বড় পর্ব্বতের শৃঙ্গ তুলিয়া ফেলায়॥
রাবণের গায় মারে দারুণ পাথর।
ত্রাসিত হইয়া যুঝে রাজা লঙ্কেশ্বর॥
দুই হাথে সীতাকে রাবণ ধরিল যতনে।
কুড়ি হাথে পক্ষেরে অস্ত্র হানে এক মনে॥
অগ্নিবাণে বিন্ধে পক্ষ রাজা দশাননে।
ইন্দ্র যম অবধি হারিল যার রণে॥
জটায়ুর যুদ্ধে রাবণ রাজা কুপিল অন্তরে।
সীতা ধরিয়া যুঝিতে
আইসে নাহি পুরে॥
মনে মনে রাবণ রাজা চিন্তিল উপায়।
নাবিয়া সীতার তরে ভূমিতে ওলায়॥
সীতা এড়ি অন্তরীক্ষে উঠিল রাবণ।
পক্ষের উপরে করে বাণ বরিষণ॥
অগ্নিবাণ রাবণ রাজা করে অবতার।
জর্জ্জর হইল পক্ষ বল নাহি আর॥
অচেতন হইল পক্ষ পড়ে ভূমিতলে।
রথসজ্জ করিতে রাবণ রাজা তুলে॥
ভূমিতে থাকিয়া সীতা ভাবে মনে মন।
পলাইতে চাহেন সীতা গহন কানন॥
পর্ব্বতের উপরে বেড়ান চন্দ্রমুখী।
দেখিয়া রাবণ রাজা পরম কৌতুকী॥
রথের যত কাষ্ঠ লাগাইল যোড়া।
আনিয়া বাঁধিল রথের সেই অষ্ট ঘোড়া॥
আরবার সীতা তোলে রথের উপর।
দক্ষিণ মুখ হৈয়া তবে চলে লঙ্কেশ্বর॥
রথে থাকি সীতা দেবী করেন ক্রন্দন।
সীতার ক্রন্দনে পক্ষ পাইল চেতন॥
দেখিয়া সীতার দুঃখ পক্ষ মনে ভাবে।
আরবার পক্ষ গিয়া সমরে সম্ভবে॥
রাবণের সম্মুখে পক্ষ মারে মালসাট।
খণ্ড খণ্ড হৈয়া পড়ে রথের যত কাট॥
আরবার অষ্ট ঘোড়া পড়ে ভূমিতল।
অন্তরীক্ষে উঠে রাবণ গগনমণ্ডল॥
পলাইতে চাহেন সীতা গহন কানন।
কাঁদিতে লাগিলা সীতা অশ্রুলোচন॥
পলাইতে স্থান নাই কাঁদেন তরাসে।
পক্ষ দেখি লঙ্কেশ্বর উঠিল আকাশে॥
হাথে খাণ্ডা করি রাবণ পক্ষ পানে চায়।
রক্তসম চক্ষু দেখি মহাবেগে ধায়॥
অবিলম্বে গেল রাবণ পক্ষের নিকটে।
খরসান খাণ্ডায় পক্ষের দুই পাখা কাটে॥
পাখা কাটা গেল পক্ষ ধড়পড়ায় জালে।
ছটফট করি পক্ষ পড়িল ভূমিতলে॥
সীতার নিকটে পক্ষ পড়িল তখন।
দেখিয়া জানকী দেবী করেন ক্রন্দন॥
আমার কারণ পাখি তোমার বিনাশ।
তোমার মরণে পক্ষ আমার নৈরাশ॥
আমি খণ্ডকপালিনী পরম পাতকী।
না যায় দারুণ প্রাণ তোমার দুঃখ দেখি॥
প্রভুরে কহিও মোর এই অপমান।
কেমন প্রকারে মোর রহিবে প্রাণ॥
এত অপরাধ কৈলু প্রভুর চরণে।
তে কারণে হরে মোরে পাপিষ্ঠ রাবণে॥
তুমি তো শ্বশুর মোর মহা গুরুজন।
আমার কারণে হৈল তোমার মরণ॥

এতেক শুনিয়া পক্ষ চৈতন্য পাইয়া।
জানকীরে কহে পক্ষ নিশ্বাস ধরিয়া॥
শুন বধূ ঋষিসুতা আমার কাহিনী।
তোমার উদ্ধার রাম করিবেন আপনি॥
সবংশে মরিবে রাবণ তোমার কারণ।
তোমার লাগি হইল দেখ আমার মরণ॥
তিন প্রহর যুদ্ধ করি রথ কৈলু চুর।
আকাশে উঠিয়া দেখিলু
রাম অনেক দূর॥
লক্ষ্মী মূর্ত্তিবতী তুমি জনকদুহিতা।
মোরে এই আশীর্ব্বাদ কর দেবী সীতা॥
যাবৎ আইসেন এথা শ্রীরামলক্ষ্মণ।
তাবৎ শরীরে মোর রহুক জীবন॥
সীতা বলেন বাপু তুমি ধর্ম্ম অবতার।
রামের অপেক্ষায় প্রাণ রহুক তোমার॥
কায়মনোবাক্যে যদি আমি হই সতী।
তবে দেখা হবে তোমার রামের সংহতি॥
পক্ষের সমুখে সীতা করেন ক্রন্দন।
তাহা দেখি মনে মনে হাসয়ে রাবণ॥
রথসজ্জ করি রাজা করিয়া যতন।
সীতা রথে লৈয়া রাবণ করিল গমন॥
দক্ষিণ মুখ রথ চলে অন্তরীক্ষে গতি।
রামের ডরে পলায় অন্তরীক্ষে গতি॥
রামের ডরে পলায় লঙ্কার অধিপতি।
আকাশপথে চলে রথ অতিশীঘ্রগতি॥
ঋষ্যমূক পর্ব্বত অধিক উচ্চতর।
চারি পাত্র লৈয়া তথায়
আছে সুগ্রীব বানর॥
সুগ্রীবের সঙ্গে দেখে কপি চারিজন।
ডাক দিয়া বলেন সীতা করুণ বচন॥
জানকী বলেন শুন পঞ্চ মহাজন।
সভাব ঠাঞি থুইয়া যাই গায়ের অভরণ॥
অভরণ কাড়িয়া দিলা সীতা দিব্য উত্তরী।
অভরণ ফেলাইয়া দিলা অতি বিনয় করি॥
শ্রীরামের সঙ্গে যদি হয় দরশন।
প্রভুরে কহিবা সীতা হরিল রাবণ॥
হস্ত পাতিয়া কপি লইল অভরণ।
পর্ব্বতে থাকিয়া বলে বিনয় বচন॥
দশরথের পুত্র রাম কভু নাহি দেখি।
কেমনে চিনিব তাঁরে কহ চন্দ্রমুখী॥
সীতা বলেন প্রভু মোর দুর্জ্জয় মহাবীর।
চন্দ্রবদন কান্তিমান শ্যামল শরীর॥*

রামের অনুজ লক্ষ্মণ অভিন্নবদন।
রাজ্যভূমি তেজিয়া বনে আইলা দুইজন॥
কটিতে বাকল তাঁর শিরে জটাভার।
সেইজন জানিহ দশরথের কুমার॥
দেখিতে না পায় রাবণ ত্রাসে ফাঁফর।
শীঘ্রগতি যায় যেন ধনুকের শর॥
এক পক্ষের হাথে মুঞি হৈলু লণ্ডভণ্ড।
আর কোনজন পাছে পাড়য়ে পাষণ্ড॥
এতেক ভাবিয়া রাবণ যায় অন্তরীক্ষে।
সুপার্শ্ব পক্ষরাজ দেখিল সমুখে॥
সম্পাতির পুত্র সেই সুপার্শ্ব স্বনাম।
মহাবেগে চলিয়াছে নাহিক বিশ্রাম॥
হস্তীমহিষ গাণ্ডা দ্বাদশ হাজার।
নখে ধরি লৈয়া যায় বাপের আহার॥
গরুড়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র নাম সম্পাতি।
সুপার্শ্ব তার কুমার বলমন্ত অতি॥*
অতিবৃদ্ধ পক্ষরাজ পর্ব্বত মাল্যবানে।
পাখা নাহি তার তেঁঞি বসি
আছে এক স্থানে॥
সুপার্শ্ব পোষে তারে ভক্ষ্য আহার দিয়া।
তাহার সমুখে রাবণ ঠেকিল আসিয়া॥
রথের সহিত রাবণ গিলিবারে আইসে।
লক্ষ লক্ষ স্তব রাবণ করিছে তরাসে॥
রথের উপরে কন্যা শুন মহাশয়।
সংহার করিলে রথ স্ত্রীবধ হয়॥
গিল্যাছিল রথখান উগারিয়া ফেলে।
করযোড়ে দশানন পক্ষরাজে বলে॥
আপন কার্য্যে যাই আমি শুন মহাত্মন্।
পরাজয় মানিলু আমি লঙ্কার রাবণ॥
আপন মুখে দশানন মানিল পরাজয়।
চলিল সম্পাতিসুত পক্ষ মহাশয়॥
হরিষ হৈয়া যায় তবে রাজা লঙ্কেশ্বর।
সাগর তরিয়া গেল লঙ্কার ভিতর॥
সীতা লৈয়া গেল রাবণ কনকলঙ্কাপুরী॥
রাবণের কাছে গেল যত
লঙ্কাপুরীর বিদ্যাধরী॥
যার রূপে ত্রিভুবন হয় তো মূর্চ্ছিত।
সেই সব পদ্মিনী বেড়িল চারিভিত॥
চন্দ্রসম জ্যোতি করে কেহো নহে ভিন।
সীতার নিকটে সভে হইল মলিন॥
মন্দোদরী আইল প্রধান মহাদেবী।
দেখিয়া সীতার রূপ অভিমান ভাবি॥

কৃত্তিবাস রচে গীত পুরাণ বিধান।
শুনহ সকল লোক হৈয়া সাবধান॥

রাম বলি কাঁদে সীতা লঙ্কার ভিতর।
লঙ্কার রূপসী যত সীতা দেখি রূপহত
যেন তারামধ্যে শশধর॥
ক্রন্দনবদনী সীতা অশ্রুমুখী সমন্বিতা
লঙ্কা হইল অম্বররহিত।
পড়িয়া ধরণীতলে কাঁদে সীতা শোকানলে
পরহস্তে হইয়া পতিত॥
রাক্ষসের লঙ্কা দেখি কাঁদেন সীতা চন্দ্রমুখী
শ্রাবণ সমান বহে নীর।
মহাদুঃখ শোকানলে হৃদয়ে পাবক জ্বলে
অনুক্ষণ দগধে শরীর॥
ধরণী পড়িয়া থাকি মুদিত করিয়া আঁখি
মনোদুঃখে ঘন অচেতন।
রাবণের আজ্ঞায় নারী কলসীতে বারি ভরি
মূর্চ্ছাভঙ্গ করায় শোচন॥
বদনচন্দ্রমা জ্যোতি দশন মুকুতাপাতি
বিম্বওষ্ঠ প্রবাল প্রমাণ।
সুরঙ্গ অধরতুল্য যেন বাঁধনির ফুল
ভ্রূযুগ অনঙ্গকামান॥
সরোজযুগল আঁখি খেলিত খঞ্জন পাখি
ক্রন্দনেতে নীরসমন্বিত।
অনুক্ষণ অশ্রুপাত শিরে হানে করাঘাত
ক্ষণে ক্ষণে হয় মূর্চ্ছিত॥
তবে তো রাবণ রাজে প্রবেশে পুরীর মাঝে
চেড়ি সভ করে নিয়োজিত।
চেড়িরে কহিল কথা সকলে বুঝাও সীতা
থাক সভে সীতার সহিত॥
ভেজাইয়া চেড়িগণ ঘরে গেলা দশানন
সীতা পায়্যা পরম উল্লাস।
হরিয়া রামের নারী রাখিল কনকপুরী
মরিতে রহিল দশ মাস॥
বিধাতা পাষণ্ড যারে মত্ত হয় অহঙ্কারে
গুরু গোসাঞি দ্বিজ নাহি মানে।
আপনা আপনি অরি রামের বনিতা হরি
শমন ডাকিয়া ঘরে আনে॥
পুরাণসঙ্গত পোথা যেজন সুনিবে যথা
কৃত্তিবাস রচিল সুচার।
যে রাম তারকব্রহ্ম বেদে বিচারিয়া ধর্ম্ম
রাম নামে জগৎ নিস্তার॥

আনিয়া রাখিল সীতা লঙ্কার ভিতর।
চেড়িগণ বেড়িয়া রহিল নিরন্তর॥
অশোককাননে সভ দুষ্ট চেড়ির মেলা।
রাক্ষসবেষ্টিত সীতা অনাথ অবলা॥
রাত্রিদিবা ভেদ নাহি সদাই ক্রন্দন।
কায়মনোবাক্যে চিন্তেন রামের চরণ॥
নিশ্বাস ছাড়িয়া কাঁদেন লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী।
না জানি কেমন হেতু এতেক দুর্গতি॥
সীতারে প্রবোধে চেড়ি অনেক প্রকারে।
অকারণে দুঃখ সীতা না ভাব অন্তরে॥
তোমার রামচন্দ্র খাইল রাক্ষসে।
কেমন প্রকারে জীবে জাতি মানুষে॥
রামের সঙ্গেতে আর নাহি দরশন।
অকারণে নষ্ট কর এ রূপ যৌবন॥
জীবন যৌবন সীতা নহে চিরকাল।
সর্ব্বকাল না রহে সম্পদ ঠাকুরাল॥
শুনহ বচন সীতা দেহ অনুমতি।
লঙ্কার ঈশ্বরী হৈবা শুন গুণবতী॥
নানারত্ন অভরণ বিচিত্র অম্বর।
আজ্ঞা কর আনিয়া দিয়ে তোমার গোচর॥
জনক রাজারে দিব রাজ্য অধিকার।
শচীর অধিক হৈবে সম্পদ তোমার॥
সীতা বলে অভাগীর দৈব নিয়োজিত।
তোমরা এমত কহ নহে অনুচিত॥
রামের চরণ বিনে অন্য নাহি গতি।
লঙ্কা বিনাশিয়া মোরে উদ্ধারিবে পতি॥
যদি বা উদ্ধার মোর নহে কর্ম্মফলে।
শ্রীরাম স্মরণে তবে পড়িব অনলে॥
রাম বিনে গতি নাহি শুন সর্ব্বজন।
আমার কারণ মরিবে লঙ্কার রাবণ॥
চেড়ি সভ সীতারে রুষিলা কোপানলে।
আমা সভার আগেতে রাজারে মন্দ বলে॥
হেনকালে আইল তথা শূর্পণখা রাঁড়ি।
সীতারে মারিতে যায় হাথে লৈয়া বাড়ি॥
তোর দেওর বেটা মোর কাটে নাক কান।
গলায় নখ দিয়া তোর বধিব পরাণ॥
তোরে মারিয়া আজি করিব ভক্ষণ।
কি করিতে পারে মোরে ভাই দশানন॥
মুখে তর্জ্জন রাঁড়ি আস্ফালন করে।
ছুইতে শকতি নাহি রাবণের ডরে॥
রাক্ষসী সকল জনা করিছে তাড়না।
সীতার শরীরে কত সহিবে যন্ত্রণা॥

বাল্মীকি রচিল গীত শুন সর্ব্বজন।
শ্রীরাম স্মরণে সীতা করেন ক্রন্দন॥

*পৃথিবীর জত কথা জানেন বিধাতা।
অন্তরীক্ষে থাকি দেখেন সীতার ব্যগ্রতা॥
ইন্দ্রকে ডাকিয়া ব্রহ্মা দিলেন আরতি।
লঙ্কার ভিতরে তুমি চল শীঘ্রগতি॥
লঙ্কার ভিতরে সীতা থাকে দশ মাস।
সীতা মৈলে আমার নহিব পূর্ণ আশ॥
অমৃত পরমান্ন লয়া চল দেবরাজ।
সীতাকে ভক্ষণ করাও সিদ্ধ হৈব কাজ॥
এই পরমান্ন তুমি খাওাও সীতারে।
দশ মাস রহেন সীতা লঙ্কার ভিতরে॥
পরমান্ন সীতা যদি করেন ভক্ষণ।
লঙ্কার ভিতরে সীতার নাহিক মরণ॥
আজ্ঞা পায়া ইন্দ্র গেলা সীতা দেবীর আগে।
সকল চেড়ি নিদ্রা গেল সীতা মাত্র জাগে॥
ইন্দ্র বলে সীতা তুমি শোক না কর মনে।
আমি ইন্দ্র আসিয়াছি তোমা সম্ভাষণে॥
রাম লক্ষ্মণ গিয়াছিলা মৃগ মারিবারে।
রাবণ আনিল তোমা পায়া শূন্য ঘরে॥
অনেক ঠাট লয়া রাম আসিব সত্বরে।
কটক লয়া রঘুনাথ বান্ধিব সাগরে॥
আমা সভা প্রতিকার রাবণ মরণে।
পরমান্ন লয়া আইলাঙ ব্রহ্মার বচনে॥
অন্তরীক্ষে পায়শ আনি কিছু নাহি দোষ।
তুমি পরমান্ন খাইলে ব্রহ্মার পরিতোষ॥
সীতা বলেন লঙ্কার ভিতর সভ রাক্ষসময়।
ইন্দ্র বল্যা রাবণ মোরে করে পরিচয়॥
ত্রিভুবনের মায়া জানে পাপিষ্ঠ রাবণ।
ইন্দ্ররূপ ধর্‌যা মোরে করে সম্ভাষণ॥
সীতার কথা সুনি ইন্দ্র সচিন্তিত মন।
সহস্রলোচন তবে হৈলা ততক্ষণ॥
ইন্দ্রের দেখিয়া সীতা সহস্রলোচন।
সহস্রাক্ষে দেখি সীতা প্রত্যয় হৈলা মন॥
দশরথ শ্বশুর জেন জনক মোর বাপ।
তোমা দেখি ইন্দ্র মোর ঘুচে মনস্তাপ॥
রঘুনাথের কুশল সুনিতে রহিল পরাণ।
তোমার আজ্ঞা না লঙ্ঘিব খাই পরমান্ন॥
সীতার হাথে ইন্দ্র দিল অমৃতের থাল।
হাথ পাতি নিলা সীতা অমৃত রসাল॥
আগে পায়শ দিল সীতা স্বামীর উদ্দেশে।
পায়শ ভক্ষণ সীতা কৈলা অবশেষে॥
পায়শ ভক্ষণে সীতা পাইল পিরিতি।
মনে চিন্তে সীতা মোর হৈল অব্যাহতি॥
আশ্বাসি অমরাবতী গেলা পুরন্দর।
অশোকবনে রহে সীতা লঙ্কার ভিতর॥*
এইরূপে লঙ্কায় রহিলা দেবী সীতা সতী।
বনেতে প্রবেশ করিলা লক্ষ্মণ যোদ্ধাপতি॥
রাক্ষসের মুখে শুনি বিপরীত নাদ।
চমৎকার হইলা রাম গণিলা প্রমাদ॥
রাক্ষসের বুকে হইতে খসাইলা বাণ।
বিষাদ ভাবিয়া ঘরে করিলা পয়ান॥
হাথেতে কোদণ্ড বাণ কমললোচন।
ত্বরাত্বরি যান রাম স্থির নহে মন॥
রামের কাছেতে তবে চলিলা লক্ষ্মণ।
পথে যাইতে দেখেন বিস্তর অলক্ষণ॥
রাম দেখিলেন অলক্ষণ তার নাহিক সীমা।
শুনিয়া রাক্ষসের ডাক নাহি করে ক্ষমা॥
হাথের কোদণ্ড খসে হয় অশ্রুপাত।
হেনকালে অনুজ দেখিলা রঘুনাথ॥
দূরেতে দেখিয়া ভাই রামের বিষাদ।
অভিপ্রায় বুঝিলেন পড়িল প্রমাদ॥
হাহাকার ভূমিতে পড়িলা রঘুনাথ।
হৃদয় ভেদিয়া যেন পড়ে বজ্রাঘাত॥
স্থির হৈয়া বলেন কমললোচন।
কি লাগিয়া ঘর ছাড়ি আইলা লক্ষ্মণ॥
সীতা নাহি হেন মনে জানিলা তখন।
সীতার কারণে রাম হইলা অচেতন॥
রাম দেখি লক্ষ্মণ সমূহ ত্রাস পাই।
অবিলম্বে ডাকেন বলিয়া ভাই ভাই॥
চৈতন্য পাইয়া তবে উঠেন রঘুবর।
কোথায় জানকী মোর থুইলা একেশ্বর॥
শোকাকুল হৈয়া তবে বলেন লক্ষ্মণ।
যে লাগি ছাড়িলু ঘর শুন নিবেদন॥
মৃগ মারিবারে আইলা অনেক হইল বেলা।
মায়াবী রাক্ষসের ডাক জানকী শুনিলা॥
আমারে বলেন বনে করহ পয়ান।
রাক্ষসে তোমার ভাইর লয় যে পরাণ॥
শুনিয়া সীতারে আমি করিলু প্রবোধ।
না শুনিলা মোর বাক্য করিলেন ক্রোধ॥
কদুত্তর দিলা মোরে জানকী সুন্দরী।
ভরতে লইল রাজ্য তুমি লইবা নারী॥

এ বাক্য শুনিয়া মোর ত্রাস হইল অতি।
গাণ্ডিবের রেখা দিয়া থুয়্যা আসি সতী॥
চিত্ততে উদ্বিগ্ন আছি স্থির নহে মতি।
পর্ণশালাতে গোসাঞি চল শীঘ্রগতি॥
শুনিতে শুনিতে রাম করেন বিষাদ।
ঘরে না পাইব সীতা পড়িল প্রমাদ॥
শোকাকুল দুই ভাই শ্রীরামলক্ষ্মণ।
ধাইয়া চলিলা ঘরে করিয়া ক্রন্দন॥
মনেতে জানিলা রাম প্রমাদ ঘটন।
চতুর্দ্দিগে দেখেন সকল অলক্ষণ॥
উল্কাপাত নির্ঘাত শব্দ বায়স ফুকরে।
আচম্বিতে ঝড় মেঘ রক্তবৃষ্টি করে॥
বামে সর্প যায় আর দক্ষিণে শৃগালী।
চক্ষে মুখে উঠিয়া পড়ে পৃথিবীর ধূলি॥
ভূমিকম্প রক্তবৃষ্টি প্রচণ্ড বায়ু বয়।
শৃগাল কুক্কুরে একত্র মেলিয়া গীত গায়॥
দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র বড়ই বিস্মিত।
রক্তবস্ত্রে যোগিনী সম্মুখে উপনীত॥
আকুল হইয়া রাম বলেন বচন।
ঘরে না পাইব সীতা শুন হে লক্ষ্মণ॥
কাঁদিয়া বলেন রাম লক্ষ্মণের তরে।
সঙ্গে না আনিলা সীতা কেন থুইলা ঘরে॥
মনে হেন লয় ঘরে নাহি সীতা সতী।
আপনি করিলু আমি আপন দুর্গতি॥
ঘরে গিয়া যদি সীতা না পাই দেখিতে।
আপনি আপনা বধ করিব ত্বরিতে॥
বলিতে বলিতে যান রাম দুঃখ প্রজ্বলিত।
সীতার লাগিয়া রাম পরম দুঃখিত॥
নিকটে দেখিল ঘর কথ দূরে থাকি।
ঘন ঘন ডাকেন রাম জানকী জানকী॥
ত্রাসিত শ্রীরামচন্দ্র বড়ই বিকল।
সীতা সীতা ডাকেন জ্বালিয়া শোকানল॥
শোকেতে আকুল প্রভু রাজরাজেশ্বর।
শীঘ্রগতি যান যেন ধনুকের শর॥
বায়ুবেগে মেঘ যেন শীঘ্রগতি চলে।
পক্ষ যেন উড়্যা যায় গগনমণ্ডলে॥
ইন্দ্র ডরে গিরি যেন উড়য়ে আকাশে।
রড়ারড়ি যান রাম সমুহ তরাসে॥
শুনহ ভকত ভাই হৈয়া একমতি।
রামগুণ শুনিলে হয় বৈকুণ্ঠে গতি॥

সঙ্গেতে লক্ষ্মণ ভাই অতি শীঘ্রগতি ধাই
নিকটে দেখিয়া সেই ঘর।
সীতা সীতা মোর সীতা কি কর জনক সুতা
আছ নাকি ঘরের ভিতর॥
জানকী জানকী বাণী মুখে নাহি আর ধ্বনি
এক শ্বাসে দশবার সীতা।
ঘরে গেলা রঘুনাথ শিরে পড়ে বজ্রাঘাত
নাহি ঘরে জনক দুহিতা॥
সীতা সীতা বলি ডাকে সমুহ অতুল শোকে
ধরণী পড়িয়া অচেতন।
হইল চৈতন্য নাশ শরীরেতে নাহি শ্বাস
কোলে করি কাঁদেন লক্ষ্মণ॥
লক্ষ্মণ প্রভু বলি ডাকে নিশ্বাস বহিছে নাকে
শব্দহীন কমললোচন।
বলে বীর কিনা হইল সীতা লাগি ভাই মৈল
না রাখিব আপন জীবন॥
কাঁদেন লক্ষ্মণ শিরে হাথ মূর্চ্ছাপন্ন রঘুনাথ
প্রভু রাম করিয়াছেন কোলে।
দেখিতে রামের মুখ লক্ষ্মণের বিদরে বুক
ঘন কম্প হয় উতরোলে॥
চৈতন্যরহিত রাম বৈকুণ্ঠনায়ক ধাম
শোক দুঃখে হইলা অচেতন।
অনুজ নিকটে দেখি কৈ সীতা চন্দ্রমুখী
ঝাট ডাক ভাই রে লক্ষ্মণ॥
বলেন লক্ষ্মণ বীর প্রভু তুমি হও স্থির
পাইব সীতা থাকেন যথায়।
লক্ষ্মণের বচন শুনি উঠিলেন শিরোমণি
কহ সীতা আছেন কোথায়॥
না দেখি বিকল আমি কেবল জীবন তুমি
কোন্ দোষে হইলা অদর্শন।
তুমি মোর প্রাণেশ্বরী শোকে প্রাণ নাহি ধরি
তোমা বিনে না রহে জীবন॥
না দেখি তোমার মুখ বিদরে আমার বুক
প্রাণ রাখ দরশন দিয়া।
তুমি মোর প্রাণেশ্বরী তোমা না দেখিলে মরি
ঝাট আইস ঢৌলি ছাড়িয়া॥
তুমি মোর প্রিয়তমা প্রাণ সম দেখি তোমা
না দেখিলে প্রাণ নাহি ধরি।
মোর মনে তোমা বিনে অন্য ভাব নাহি জানে
এক তিল না দেখিলে মরি॥
প্রাণে বিনাশিয়া মোকে নিলে তোমা কোন লোকে
কিবা আছ বনের ভিতর।

খাইল কিবা রাক্ষসে কিবা আছ কোন্ দেশে
কিবা তুমি হইলা দেশান্তর॥
ছাড়িলা অযোধ্যাপুরী দণ্ডকে প্রবেশ করি
তুমি আইলা এই সে কারণে।
নিষেধ করিলু আমি কর্ণে না শুনিলা তুমি
বধ কৈলা আমার জীবনে॥
স্ত্রীর বিয়োগানলে রামের শরীর জ্বলে
ধরণী লোটায় রঘুবীর।
ধুলায় ধুসর রাম আপনি গোলোকধাম
কমলনয়নে বহে নীর॥
ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠপুরী মনুষ্যশরীর ধরি
হারাইল কমলা রমণী।
পাশরি আপনা বল পড়িয়া ধরণীতল
আকুল অমরশিরোমণি॥
বিষাদিত রঘুবীর উঠিলেন ধরণীধর
ঘরে থাকি ছাড়েন নিশ্বাস।
বলেন লক্ষ্মণ ভাই চল গিয়া সীতা চাই
সীতা বিনে আমার বিনাশ॥
বাল্মীকি চরিত্র পোথা তারক মহামন্ত্র কথা
শুন নর হৈয়া এক মন।
পাপক্ষয় স্বর্গগতি পুণ্যবৃদ্ধি পুণ্যে মতি
ভজ সভে রামের চরণ॥

কেশ না বাঁধেন নাহি সম্বরেন বাস।
প্রবেশ করিলা বনে হইয়া নৈরাশ॥
ঘরের পশ্চিমে আছে ক্রৌঞ্চের বন।
সেই বনে প্রবেশ করিলা দুইজন॥
মনেতে বাসনা এইখানে পাই সীতা।
পরিত্রাই ডাকেন কৈ জনকদুহিতা॥
ঝাট দেখা দেও মোরে জনককুমারী।
তোমার বিহনে প্রাণ ধরিতে না পারি॥
আমার প্রাণের প্রিয়া কেবল জীবন।
তোমা বিনে আজি মোর অকাল মরণ॥
প্রাণপুথলি তুমি সাক্ষী সনাতন।
কেমন প্রকারে তোমা পাব দরশন॥
ঝাট আইস সীতা দেবী ছাড় অভিমান।
বিলম্ব হইলে মোর না রহে পরাণ॥
তুমি মোর ইষ্ট বন্ধু ক্রিয়া পরিবার।
তোমার বিহনে মোর জীবন অসার॥
এই ত বাসনা মোর হইল মনস্কাম।
তোমা না দেখিয়া প্রাণ ছাড়িবেন রাম॥

সুর্য্যবংশে হইলু আমি বীর অবতার।
তোমা হারাইয়া হইল সংশয় আমার॥
কাঁদিতে কাঁদিতে প্রভু পড়িলা ধরণী।
শোকানলে অচেতন হইলা রঘুমণি॥
রাম কোলে করি কাঁদেন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
চৈতন্য পাইয়া প্রভু উঠেন ততক্ষণ॥
দারুণ সমূহ শোক নাহি তার সীমা।
মনে চিন্তেন রামচন্দ্র করিয়া অক্ষমা॥
গাছের পাতা দিয়া লক্ষ্মণ
গায়ের ধুলা ঝাড়ে।
নিবারণ নহে চিত্ত শোক অগ্নি বাড়ে॥
আপনা পাসরে রাম হইলা পাগল।
আয়ুদেড় চুলি ধান গায় নাহি বল॥*
কাঁদিতে কাঁদিতে রাম মনে হেন করি।
ঘরেতে আছেন কিবা জনককুমারী॥
এইমত চিত্তে করি ক্ষত্রিয়শিরোমণি।
কাঁদিয়া চলিলা ঘরে না পাইয়া রমণী॥
জানকী জানকী বলি ডাকেন এক রায়।
ঘরে আসি রঘুনাথ সীতা নাহি পায়॥
গড়াগড়ি যান রাম ঘরের নিকটে।
সীতা না পাইয়া রাম পড়িলা সংকটে॥
সীতার বিয়োগে রাম ঘন অচেতন।
কোলে করি ঘরে নিলা ঠাকুর লক্ষ্মণ॥
কাঁদিতে কাঁদিতে দিন হইল অবসান।
চক্ষু মেলি রামের উড়িল পরাণ॥
শুনহ ভকত ভাই হৈয়া এক চিত।
রাম নামে বৈকুণ্ঠে যাবে হরষিত॥

শ্রীরাম ডাকেন সীতা কোথা গেলে পতিব্রতা
কোন্খানে বঞ্চহ রজনী।
বলিতে বলিতে রাম তনু দুর্ব্বাদলশ্যাম
লোটাইয়া কাঁদেন ধরণী॥
ধুলায় ধুসর হই কোথা গেলে বৈদেহী
আর নাহি প্রবোধে গেয়ান।
মুখে নাহি আর কথা জনকনন্দিনী সীতা
আঁখি মুদি একই ধেয়ান॥
রামের করুণা শুনি যত যত দেব মুনি
স্থাবর জঙ্গমাদি কাঁদে।
বনে পশু পক্ষ যত শোকানলে মৃতবত
দেখি শুনি বুক নাহি বাঁধে॥

কাঁদেন লক্ষ্মণ বীর   শোকানলে নহে স্থির
দুই ভাই কাঁদিয়া বিকল।
দারুণ সন্তাপ কাজে   মন ঝুরে হিয়া মাঝে
আপনা বিস্মৃত মহাবল॥
শোকের নাহিক অন্ত কেহো নহে জ্ঞানবন্ত
সকল বিহীন মহাশয়।
অনঙ্গ ধনুক ধরে   আকর্ণ পুরিয়া শরে
বাণ হানে রামের হৃদয়॥
শোক সম্বরিতে নারে   মন নাহি ক্ষমা ধরে
ঝড়ে যেন পড়ে গিরিরাজ।
আদুড় কুন্তল বাস   সঘনে দারুণ শ্বাস
শোকাকুলে নাহি জ্ঞান লাজ॥
অরে অরে দারুণ বিধি   চরণে ধরিয়া সাধি
মোরে দুঃখ দেহ কিবা লাগি।
লোকে বলে ধর্ম্মরাজ   তোমায় নাহিক লাজ
বিয়োগিজনের তুমি ভাগী॥
সীতার বিয়োগে রাম   নেত্রে নীর অবিশ্রাম
শোকসিন্ধু মজিল ঈশ্বর।
মহামন্ত্র অনুপাম   জপ সভে রাম রাম
যদি যাইবা বৈকুণ্ঠনগর॥

বিরহে দুঃখমতি   করে রঘুপতি
সমুহ সন্তাপ অনুক্ষণ।
কাতর হইয়া যত   ধরণী লোটায় তত
অগ্নির সমান সমীরণ॥
শিশির পড়য়ে হিম   শোকের নাহিক সীম
হিম যেন লাগয়ে অনল।
তনু দহে নিরন্তর   শোকাগুনে জরজর
রজনীতে অধিক শীতল॥
চন্দ্রমা সমান মুখ   বিষাদে অতি দুখ
বিরহেতে বদন মলিন।
দারুণ শোকানলে   দহন করে কলেবরে
বিক্রমে তেজ অতি ক্ষীণ॥
হইয়া বনচারী   হারাইলু নিজ নারী
ঠেকিয়া শোকানল ফাঁদে।
সস্থান অনুতাপে   অনঙ্গশর চাপে
গদাধর রহি রহি কাঁদে॥
সীতার গুণবাণী   ভাবিয়া গুণমণি
বিকল রাজরাজেশ্বর।
বিষাদে মতিহীন   ছিণ্ডিল রাজার চিন
অনলযুত সদা কলেবর॥

শয্যায় শুয়্যা থাকি   জানকী বলিয়া ডাকি
আয়াসে মুদিত লোচন।
ক্ষেণেকে নিদ্রা হয়   সপনে মহাশয়
সীতারে করেন নিরীক্ষণ॥
জখনে শব্দ হয়   পাইয়া মহাভয়
হৃদয়ে করে দুপ দুপ।
ধ্যানে সীতা দেখি   সম্ভ্রম করিয়া ডাকি
অন্তরে জাগে সেই রূপ॥
বসন নাহি সারে   কুন্তল পড়ে রুরে*
নয়ানের নীরে মুদিত মুখ।
শুয়্যা শয্যার তলে*   আনলে তনু জ্বলে
দুখ প্রভাব অতি দুখ॥
ভাস্করবংশমণি   বিচ্ছেদ নিজ রাণী
বিরহে ব্যাকুলচিত।
মরমে পঞ্চশর   করিল জরজর
রহি রহি মূর্চ্ছিত॥*
কে দিলে ব্রহ্ম সাঁপ   করিলু কত পাপ
রাজ্যভ্রষ্ট হইলু বিভোর।
কোদণ্ড বাণ ছাড়ি   অবনী গড়াগড়ি
উন্মনা চিত্ত নাহি তর॥
বিধি রহেন ক্রোধমতি   বিষ্ণু রহেন গতি
মনুষ্যজাতি কিসে লাগে।
অবিদ্যাগতি মূল   অনুবন্ধ সর্ব্বকুল
রমণী মুখ অনুরাগে॥*
আপনি ভগবান   ধরিতে নারে প্রাণ
সদায় সীতা সীতা করে।
শুন হে সর্ব্বলোক   বিরহ বড় শোক
যন্ত্রণা পাইয়া লোক মরে॥

॥ পিঙ্গল ছন্দ ॥

জানকী জানকী বোলত রাম।
ধরণী লোটায়ত গোলোকধাম॥
সজল সচেতন লোচনের বারি।
তিমির সমীরণ বিহল নারি॥
রজনী উজাগরে সমুহ লোর।
দারুণ দাবানলে রহিত ভোর॥
মরমে গতাগতি কামিনী কোর।
মন প্রজলিত রাঘব ভোর॥
সদায় কাতর প্রেম কি লাগি।
চাতক কলরব দাহন আগি॥

কোকিল গায় গীত বড়ই রসান।
বিরহ জনের হলাহল জান॥
মুগধ মদনে হৃদয় অস্থির।*
বিরহ সুখায়ত রাঘব বীর॥
সপনে যেমন কামিনী মিলি।
মালতী কুসুমে ভ্রমর করে কেলি॥
জবহু চেতন বিরহ বিথার।
রৌদ্রে সুখায় যেন কুসুমহার॥
একক শয়নে বাঢ়ে এ আগি।
দ্বিগুণ উত্তাপিত জানকী লাগি॥
বাল্মীকি উচ্চারিত সঙ্গীতগীত।
শুনিলে শমনের না থাকে ভীত॥

বিরহ সীতার শোকে রাম গুণমণি।
বিরহ জলদমতি না পোহায় রজনী॥
গুণের সাগর মোর সীতার প্রাণধন।
আছিল একক ঘরে নিল কোন্ জন॥
জনকতনয়া সীতা সমূহ রূপগুণে।
সকল মজিল মোর জানকী বিহনে॥
এ শোকসাগরে মোর নাহিক সহায়।
পাষাণ শরীর মোর কেন নাহি যায়॥
দারুণ রজনী কাল হইল মোর তরে।
বজ্রাঘাত যেন মোর সীতা নাহি ঘরে॥
কি করিয়া ধরিব মন কেমন প্রকার।
বিয়োগে নিলেক প্রাণ জানকী আমার॥
হইল রবির তেজ তিমিরের নাশ।
কাঁদিয়া অখিলপতি হইলা নৈরাশ॥
কালরাত্রি প্রভাত দিবস হইল বৈরী।
কোথায় আছেন সীতা মোর প্রাণেশ্বরী॥
সীতা সীতা বলি রাম করেন ক্রন্দন।
একচিত্ত হৈয়া লোক শুন রামায়ণ॥

জানকী বিয়োগে নারায়ণ।
দারুণ কুসুমশর অন্তর জরজর
শোকমতি কমললোচন॥
রাজ্যভ্রষ্ট পিতৃনাশ স্ত্রী সঙ্গে বনবাস
কেন হেন হইল আমারে।
সীতা বিনে যায় প্রাণ বিয়োগে হরিল জ্ঞান
কার্য্য নাহি এ ছার সংসারে॥
ছাড়িয়া অযোধ্যাবাস উদাসীন অভিলাষ
তবে করি সীতা অন্বেষণ।
সকল সংসার ভ্রমি পর্ব্বত চাহিব আমি
অনাহারে করিব ভ্রমণ॥
যদি সীতা নাহি মিলে যাইব সঙ্গম জলে
কামনা করিব সেইখানে।
জন্মিয়া মনুষ্যকুলে পুন যেন সীতা মিলে
এই মোর আছয়ে গেয়ানে॥
এই সভ অনুতাপে দারুণ বিরহ
মহাশোক দুঃখ অনুক্ষণ।
দেখিয়া কোদণ্ডশর লজ্জাযুত রঘুবর
উঠে প্রভু তেজিয়া ক্রন্দন॥
ছাড়িয়া তর্পণ স্নান চুম্বিলা ধনুকবাণ
সংহতি লক্ষ্মণ মহাবীর।
দণ্ডক কানন বন চাহি ভাই দুইজন
তপোবন সরোবর তীর॥

কাঁদিয়া শ্রীরামচন্দ্র পোহাইল রাতি।
প্রভাতে উঠিলা প্রভু শোকাকুল মতি॥
স্নান দান নাহি রামের সীতামাত্র মনে।
উত্তরে চলিলা দুহেঁ সীতা অন্বেষণে॥
হাথেতে কোদণ্ড বাণ শ্রীরামলক্ষ্মণ।
প্রবেশ করিলা দুহেঁ গহন কানন॥
শাল পিয়াল বন অতি ঘোরতর।
এই বনে পাইব সীতা ভাবেন অন্তর॥
সকল গাছের তলে লতাপাতা চাই।
সীতা সীতা ডাক পাড়েন উত্তর না পাই॥
তপোবন দেখি তথা মুনির আলয়।
জিজ্ঞাসা করেন তথা কেহো নাহি কয়॥
চলিলা গহন বনে করুণহৃদয়।
উর্দ্ধমুখে দুই ভাই পথ নাহি চায়॥
সিংহ শার্দ্দুল রামেরে দেখিয়া পলায়।
গণ্ডা মহিষ তারা শব্দে দূরে যায়॥
চরণে না ফুটে কাঁটা আছয়ে প্রচুর।
চাহিতে চাহিতে দুহেঁ গেলা অনেক দূর॥
সীতার শোচন মনে অন্য নাহি ভায়।
সীতা সীতা বলিয়া ড্যাকেন ঘন রায়॥
কোমল শরীর রাম মুনির সমান।
দণ্ডক দারুণ বনে নির্ভয়ে বেড়ান॥
প্রচণ্ড শরীর তাপ মকরের দিন।
শোক উপবাসে রাম হইলা মলিন॥

বিষম কাননে সীতা অন্বেষণ করি।
ভ্রমিয়া বেড়ান রাম না পান সুন্দরী॥
পর্ব্বত কন্দর নদী ঘোর মহাবনে।
হাথে অস্ত্রে কাঁদিয়া বেড়ান দুইজনে॥
প্রজ্বলিত হইল অগ্নি জানকীর শোকে।
দারুণ শেল প্রবেশিল শ্রীরামের বুকে॥
রমণী হারাইয়া প্রভু পায়েন যন্ত্রণা।
সর্ব্বক্ষণ উচাটন সম্মোহ উন্মনা॥

সঘন কানন বনে ফিরে ভাই দুইজনে
সতত পুছ্ছই রাম।
সঘনে ফুকারিত তৎধ্যানে ধ্যায়ত
নেত্রে নীর অবিশ্রাম॥
কোদণ্ড বাণ করে গভীর সব্যে ধরে*
রমণী অন্বেষণে যাই।
নয়ন সকরুণ রোদই পুনঃ পুনঃ
সংহতি লক্ষ্মণ ভাই॥
গমন গজ জিনি ক্ষত্রিয় শিরোমণি
মদনমোহন শ্যাম।
চলিতে প্রচলিত অনুক্ষণ ভাবিত
কাঁদিয়া বিকল গুণধাম॥
কাঁদিতে কাঁদিতে রাম টুটিল বিক্রম
ক্রন্দন শোক আয়াস।
চাহিতে প্রিয়তমা দুঃখিত অনুপমা
নির্জ্জল দুই উপবাস॥
চিন্তিত মুনি নারী কলসী কাঁখে করি
হেরই শ্যামমুখ চাঁদ।
বদনচন্দ্রিম দশন অনুপাম
রমণীমোহন ফাঁদ॥
মেলিয়া দুই আঁখি পরস্ত্রী না দেখি
জিতেন্দ্রিয় মহাশয়।
এমত রমণী যায় কার এত প্রাণে সয়
দূর বনে চাহিয়া বেড়ায়॥
করিয়া সীতা সীতা সঘনে দুঃখিতা
গহন বনে অনুক্ষণ।
বিরল বন দেখি জানকী বলি ডাকি
রাঘব কমললোচন॥

উদয় অস্ত অবধি ফিরেন দুই ভাই।
প্রজ্বলিত হুতাশন জানকী না পাই॥
ভ্রমণ করিয়া আইলা ঘরের নিকটে।
বাড়িল বিষম শোক পড়িলা সংকটে॥
ভরতেরে রাজ্য দিলা পিতা মহাশয়।
কেকয়ীর বোলে তিনজন আইলু বনালয়॥
বনে হইতে সীতা মোর নিল কোন্ জন।
কেমনে রাখিব প্রাণ শুনহে লক্ষ্মণ॥
প্রাণের অধিক মোর সীতা ত সুন্দরী।
সীতার বিহনে প্রাণ ধরিতে না পারি॥
রাজ্যনাশ বনবাস স্ত্রী নিলে আনে।
ধিক্ ধিক্ প্রাণ মোর কি কাজ জীবনে॥
আছাড় খাইয়া প্রভু পড়িলা সেইখানে।
অবিরত পড়ে ধারা কমললোচনে ॥
দেখিয়া ক্রন্দন করেন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
কোলে করি ঘরে নিলা কমললোচন॥
চৈতন্য পাইয়া প্রভু দেবনারায়ণ।
রজনীতে বসি ঘরে করেন ক্রন্দন॥
এই ঘরে ছিলা সীতা মোর প্রিয়তমা।
না জানি কোন্ জনে কে লইল তোমা॥
কোথায় পাইব সীতা চাহিব কোন্ দেশ।
আনলে চাহিব কিবা করিয়া প্রবেশ॥
সীতার বিহনে মোর না রহে জীবন।
কেমতে পাইব সীতা শুন হে লক্ষ্মণ॥
শুনিয়া করুণ মুখে বলেন মহাবীর।
পাইব জনকসুতা তুমি হও স্থির॥
রাম বলেন লক্ষ্মণ ভাই হেন মনে বাসে।
ঘরে থাকি কিবা সীতা লইল রাক্ষসে॥
লক্ষ্মণ বলেন সীতা লইল যেই জন।
তোমার বাণে হবে তার সবংশে মরণ॥
সীতার বিয়োগে রাম করুণ অপার।
অবিরত সীতা বিনে মুখে নাহি আর॥

রাম বলেন শুন ভাই সীতা পাব কোন্ ঠাই
কে মোরে কহিবে উপদেশে।
শোকের তরঙ্গ বাড়ে তনু হইতে প্রাণ ছাড়ে
যুক্তি বল কি করিব শেষে॥
দারুণ শোকের সীমা চিত্তে নাহি হয় ক্ষমা
উথলিয়া উঠে অনুক্ষণ।
কেবল সীতার শোকে শেল প্রবেশিল বুকে
প্রাণ যায় ভাইরে লক্ষ্মণ॥
লক্ষ্মণ বলেন প্রভু খণ্ডন না যায় কভু
যে কিছু লিখেন বিধাতা।

শরীরে জীবন রাখ   আপনে কুশলে থাক
পরিণামে পাবা দেবী সীতা॥
রাম বলেন শুন ভাই   স্ত্রী বিনা বন্ধু নাই
সংসারেতে যাহার বাসনা।
দেবতা গন্ধর্ব্ব নর   পশু পক্ষ বিদ্যাধর
নাগ যক্ষ আদি যত জনা॥
আপনি দেব ত্রিপুরারি   তাহাঁর বনিতা গৌরী
যোগী হৈয়া নাহি ছাড়ে রঙ্গ।
সমূহ যোগের জ্ঞান   সমাধি সঘনে ধ্যান
গৌরীরে ধরিয়া অর্দ্ধ অঙ্গ॥
দেবী যবে প্রাণহত   শিব হইল উন্মত
অস্থিমালা তুলি দিলা গলে।
প্রকৃতি পুরুষ এক   দেখি ভাই পরতেক
সর্ব্বলোকে শিবশক্তি বলে॥
কমলা ক্ষীরোদবাসী   বিষ্ণু হৈলা সন্ন্যাসী
মথনে পাইলা নিজ প্রিয়া।
সাবিত্রী কমলা সনে   সৃষ্টি হইলা সম্মিলনে
সৃষ্টি স্থিতি ভুবন ভরিয়া॥
ত্রিভুবনে আছে যত   সকলি প্রকৃতিযুত
রমণীর বশ সর্ব্বজন।
সীতার বিয়োগে মরি   চিত্ত ধরিতে নারি
শুন প্রাণের ভাইরে লক্ষ্মণ॥
প্রাণের পরাণ সীতা   জানকী জনকসুতা
প্রেমবিলাসিনী রসবতী।
হেন প্রেম নিবারিয়া   কোথায় রহিলা গিয়া
ডাকিলে না দেহ অনুমতি॥
তোমা বিনে একেশ্বর   তনু মোর জরজর
বিদারিয়া যায় মোর প্রাণ।
দারুণ মদন বাণে   হৃদয় চাপিয়া হানে
শরে পূর্ণ অনঙ্গ কামান॥
কেমনে রাখিব প্রাণ   কে করিবে সমাধান
অনুক্ষণ দহয়ে আনল।
শুন নর একচিত্তে   রামের চরিত্র গীতে
যাবা যদি বৈকুণ্ঠনগর॥

রাম বলেন লক্ষ্মণ ভাই শুন মন দিয়া।
ত্রিভুবনে বন্ধু নাহি রমণী ছাড়িয়া॥
আমার পিতামহ ছিলা অজ মহাশয়।
ইন্দুমতী লাগি তার জীবনসংশয়॥
রাজ্যখন্ড ভোগ রাজা তেজি পুত্রধন।
রমণী বিয়োগে রাজা তেজিল জীবন॥
ত্রিভুবনপতি সূর্য বলে সর্ব্বজন।
ছায়া সংজ্ঞা সনে রথে করেন ভ্রমণ॥
নদীপতিসুত চন্দ্র শোভে তো রজনী।
প্রকৃতিগতি তার প্রধান রোহিণী॥
চতুর্দ্দশ ভুবন পতি ইন্দ্র মহাশয়।
শচীর লক্ষণে তার ইন্দ্রপদ হয়॥
যতেক ব্রহ্মার সৃষ্টি শক্তির কারণ।
শক্তি ছাড়া কেহো নহে শুন হে লক্ষ্মণ॥
যে দিন ছাড়িলা সীতা জনককুমারী।
সেইদিন মজিল মোর অযোধ্যা নগরী॥
আপনি কাতর আমি টুটিল বিক্রম।
কোথা কিছু করি নাহি কাল হইল যম॥
কাঁদিতে কাঁদিতে রাম হইলা কাতর।
বিশ্রাম নাহি কলত্রশোকে রঘুবর॥
সীতা সীতা বলি সঘনে অবসাদ।
জানকী হারাইয়া রামের পড়িল প্রমাদ॥
মেঘ রজনী দুঃখ নহে ত প্রমাণ।
সকল ছাড়িয়া কেবল জানকী ধেয়ান॥
চারি প্রহর রাত্রি প্রভু রামের ক্রন্দন।
শোক দুঃখে উপবাস কমললোচন॥
প্রভাত হইল রাত্রি উদয় দিনমণি।
সীতা লাগি রঘুনাথ কাতর আপনি॥
উপবাস দুইজন তৃতীয় দিবসে।
পূর্ব্বদিগে যান রাম সীতার উদ্দিশে॥
খদির পলাশবন অতি ঘোরতর।
প্রবেশ করিলা বন দুই সহোদর॥
সীতা সীতা ডাকি রাম বেড়ান কাননে।
আকুল হইয়া বেড়ান সীতার কারণে॥
গহন কাননে যান শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
শোকানলে প্রভু রাম যুড়িলা ক্রন্দন॥
সীতা বলি কাঁদেন রাম দুঃখ অবসাদে।
বস্ত্র না সম্বরেন রাম চুল নাহি বাঁধে॥
বিরহ আনলে বড় দুঃখী রঘুনাথ।
ফুকারি ফুকারি ঘন রামের অশ্রুপাত॥
যেখানে দেখেন রাম বিরল গহন।
সেইখানে অবিলম্বে করেন গমন॥
সীতার শোকে রাম শোক অভিমানি।
বল বুদ্ধি পাসরন হইলা রঘুমণি॥
কাননে চাহিয়া ফিরে রাম মহাবল।
বিরহসমুদ্র মধ্যে পাবক গরল॥
অস্থির শ্রীরামচন্দ্র কমললোচন।
সঘনে জানকী বলি করেন ক্রন্দন॥

পর্ব্বতকন্দর নদী হ্রদ ঘোরস্থল।
শোক অনুতাপে প্রভু হইলা বিকল॥
কান্দিতে কান্দিতে সীতা বলে রঘুবর।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে অস্ত হইলা দিবাকর॥
লক্ষ্মণ বলেন প্রভু কর অবধান।
বেলা অবসান ঘরে করহ পয়ান॥
শোকাকুল রঘুনাথ করুণা অসীম।
বেলা অবসান ঘরে চলিলা পশ্চিম॥
ঘরের নিকটে আসি শোক উপজিল।
মূর্চ্ছিত হইয়া রাম ধরণী পড়িল॥
অচেতন প্রভু রাম না পাইয়া জানকী।
কোলে করি ঘরে নিলা লক্ষ্মণ ধানুকী॥
সীতা বিনা নাহি রামের মুখে অন্য বাণী।
সীতা সীতা বলি রাম উঠিলা তখনি॥
চৈতন্য পাইয়া উঠে রাম মহাশয়।
করুণাসাগর রাম লক্ষ্মণেরে কয়॥
শুন হে লক্ষ্মণ ভাই আমার যত দুখ।
স্ত্রী পুত্র স্নেহে লোক সংসারে কৌতুক॥
স্ত্রী ধর্ম্ম স্ত্রী কর্ম্ম স্ত্রী বিদ্যা ধন।
জতেক সংসারে দেখ স্ত্রীর কারণ॥
মাতা পিতা শোকে লোক হয় দুঃখমতি।
স্ত্রী মায়ায় লোক আত্মবিস্মৃতি॥
অন্য অন্য শোক অনুতাপে যেই জন।
স্ত্রীর বাসনা লোকে নহে নিবারণ॥
রাজ্য পীড়া ব্যাধিযুত যেইজন দুঃখী।
স্ত্রীর সেবায় সেই লোক সর্ব্বকাল সুখী॥
যে জন তাপিত দেহে পীড়ায় অস্থির।
স্ত্রীর সেবায় তার যুড়ায় শরীর॥
আয়াসে সন্তাপে আসি দেখিতে রমণী।
পাইয়া পরম সুখ যুড়ায় তখনি॥
গুণবতী স্ত্রী যার করয়ে সেবন।
কোন দুঃখ নাহি তার সুখ সর্ব্বক্ষণ॥
ভোজন করাইতে জানে স্ত্রী গুণবতী।
শয়নে অধিক সুখ স্ত্রীর সংহতি॥
ত্রিভুবনে নাহি আর সীতা হেন নারী।
কেমনে সীতারে আমি পাশরিতে পারি॥
অযোনিসম্ভবা সীতা লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী।
পাশরিতে নারি ভাই সীতার মুরতি॥
কোন্ বিধি সৃজিল দম্পতি এক মেলি।
নায়ক নায়িকা রস যুবকের কেলি॥
সুজন পুরুষ আর রমণী সুশীলা।
সতত কৌতুক রস নানা রঙ্গ লীলা॥

পতিব্রতা নারী যার সেই ভাগ্যবান্।
কান্তার রক্ষণে হয় পুরুষের মান॥
সেই পুরুষ যে করে কদাচার।
স্ত্রীর সধর্ম্মে পাপ বিনাশ তাহার॥
যার স্ত্রী দুরাচারী অলক্ষণযুত।
মিথ্যাবাদী পুংশ্চলি পতি অভকত॥*
পুরুষের হয় যদি অতি সদাচার।
নারীর কারণে হয় হতশ্রী তার॥
সীতা হেন সতী আমি পাইব কোথায়।
বল হে লক্ষ্মণ ভাই জীবন উপায়॥
কোন্খানে আছে সীতা কর অনুমান।
তবে সে লক্ষ্মণ ভাই রহে ত পরাণ॥
কে মোরে কহিবে বার্ত্তা পাইব কেমতে।
না রহে দারুণ প্রাণ না পারি সহিতে॥
সাগর সঙ্গমে গিয়া কাম্য করি মরি।
জন্মে জন্মে পাই যেন সীতা হেন নারী॥
সীতার বিহনে ভাই জীবনে নৈরাশ।
সঘনে শরীর মোর জ্বলয়ে হুতাশ॥
কেমনে জানিব সীতা ছাড়িবেন মোরে।
তবে কেন যাইব ভাই মৃগ মারিবারে॥
দারুণ রাক্ষসে সীতা নিলেক হরিয়া।
কেমতে রাখিব প্রাণ সমুদ্রে পড়ি গিয়া॥
কতকালে পাইব আমি জনককুমারী।
সদাই দগধে প্রাণ নিবারিতে নারি॥
অবিরত শ্রীরাম ডাকেন সীতা সীতা।
কোন্ দোষে মোর তবে বিড়ম্বে বিধাতা॥
কাঁদিয়া শ্রীরামচন্দ্র পোহাইলা রজনী।
নিশাপতি মলিন উদয় দিনমণি॥
তিন উপবাস হইল ঘরের ভিতর।
চতুর্থ দিবসে চলে প্রভু রঘুবর॥
পূর্ব্ব উত্তর দিগ চাহিলা পশ্চিম।
দক্ষিণে চলিলা রাম অরণ্য অসীম॥
ধনুকে পূরিয়া গুণ কমললোচন।
প্রবেশ করিলা বন সংহতি লক্ষ্মণ॥
চাহিতে চাহিতে বনে সরোবরের কূলে।
নানা পক্ষ আছে তথা সুরঙ্গ উৎপলে॥
পক্ষগণ দেখি রাম ধীরে ধীরে যাই।
জিজ্ঞাসেন রঘুনাথ চখা পাখির ঠাই॥
শুন হে চখা পাখি বলিয়ে তোমারে।
তুমি নাকি দেখিয়াছ মোর জানকীরে॥
ঘরেতে আছিলা মোর ধার্ম্মিক বনিতা।
আচম্বিতে ঘরে নাহি জনকদুহিতা॥

রমণী বিহনে মোর না রহে জীবন।
যদি দেখ্যা থাক সীতা কহ বিবরণ॥
শুনিয়া চকোরা বলে কর্কশ বচন।
আক্ষেপিয়া বলে পক্ষী কমললোচন॥
দুই মহাবীর তোরা দেখি ধনুর্দ্ধর।
এক স্ত্রী রাখিতে নার বনের ভিতর॥
বীর নাম পাড়হ না জান বীরপনা।
এক স্ত্রী রাখিতে নার হৈয়া দুইজনা॥
একক পুরুষ আমি দুই স্ত্রী রাখি।
তোমা হেন পুরুষ কোথাও নাহি দেখি॥
শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র দুঃখ গণে দশ।
পোড়া ঘায় দিলে যেন জামিরের রস॥
পক্ষের বচনে রাম পরম দুঃখিত।
হেন কথা কহে পক্ষ বড় বিপরীত॥
পাপিষ্ঠ চকোরা তুঞি আমা না চিনিলি।
নিষ্ঠুর কহিয়া মোরে মর্ম্মদুঃখ দিলি॥
সহিতে না পারি তোর বিরূপ কথন।
শাপ দিলে ব্যর্থ নহে আমার বচন॥
এক স্থানে থাকহ দম্পতি দুইজন।
স্ত্রী পুরুষে নহে যেন মুখ নিরীক্ষণ॥
এ বাক্য শুনিয়া পক্ষ ত্রাস পায় মনে।
উড়িয়া পড়িল গিয়া রামের চরণে॥
না জানিয়া দোষ কৈলু ক্ষম গদাধর।
শাপ বিমোচন কর দেব রঘুবর॥
জলচর পক্ষ মোরা জলেতে ভ্রমণ।
অন্ধ হইলে নাহি হবে উদর পূরণ॥
পক্ষেরে বলেন রাম করিয়া আশ্বাস।
ভ্রমণ সময়ে চক্ষু থাকিবে প্রকাশ॥
দম্পতি সহিত তোমার নহিবে সম্ভাষ।
অন্তরীক্ষে সঙ্গম যাবা থাকিয়া আকাশ॥
এক স্থানে দুইজন বসিয়া থাকিবা।
কেহো কাহারো মুখ নাহি দেখিবা॥
কেহো কারো মুখ না দেখিও কোন কালে।
রাম রাম বলিহ সুন্দর কোলাহলে॥
এতেক বলিয়া রাম চলিলা বনে বনে।
দেখিলা অনেক বক আছে এক স্থানে॥
বকেরে দেখিয়া রাম জিজ্ঞাসেন কথা।
তুমি নাকি দেখিয়াছ মোর প্রিয়া সীতা॥
শূন্য ঘরে সীতা থুয়্যা গেলাম কাননে।
পরম রূপসী সীতা নিল কোন্ জনে॥
ধর্ম্মশীল পক্ষ তুমি মিথ্যাবাদী নহ।
দেখ্যা থাক সীতা যদি তবে মোরে কহ॥

বক বলে শুন প্রভু তুমি নারায়ণ।
চতুর্থ দিবসের আমি কহি বিবরণ॥
এইখানে ছিলাম আমি আহার কারণে।
আচম্বিতে শুনিলাম কন্যার ক্রন্দনে॥
আকাশগমনপথে যায় ত রাক্ষসে।
তার রথে কন্যা কাঁদে পরম নৈরাশে॥
পরম রূপসী কন্যা লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী।
অনুমানে বুঝিলাম সেই সীতা সতী॥
রাম লক্ষ্মণ বলিয়া ডাকেন তরাসে।
জলের ছায়ায় দেখিলাম যায় আকাশে॥
জানকী হরিয়া নিল রাক্ষস একজন।
শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র করেন ক্রন্দন॥
বকেরে সন্তুষ্ট হইলা কমললোচন।
বকেরে আশ্বাসি বর দেন ততক্ষণ॥
রাম বলেন বক তোরে বর দিলাম আমি।
চারি মাস বরিষায় পানি না ছুইবা তুমি॥
বক বলে তোমার বাক্য না যায় খণ্ডন।
কিরূপে হইবে মোর উদরভরণ॥
বিষম প্রবল ক্ষুধা শরীরের মাঝে।
প্রজ্বলিত হইলে ক্ষুধা নাহি ভয় লাজে॥
কেমতে হইবে মোর ক্ষুধা নিবারণ।
অবধান কর প্রভু দেব নারায়ণ॥
রাম বলে শুন পক্ষ বচন আমার।
তোমার স্ত্রী তোমার তরে দিবেক আহার॥
পক্ষ বলে শুন প্রভু দেব দেবেশ্বর।
পক্ষের হস্ত নাহি কেবল ওষ্ঠ অধর॥
কেমতে আমার নারী আনিবেক ভক্ষ্য।
কেমতে এমত বর বড়ই অশক্য॥
রাম বলেন বক তুমি বস্যা থাক গাছে।
মুখে করি তোমার নারী দিবে আলগোছে॥
মুখে মুখে খাইতে পাইবা পরিতোষ।
করিলু বিধান আমি ইহায় নাহি দোষ॥
পাইয়া রামের বর পক্ষ কুতূহল।
বরিষার সময় বক নাহি ছোঁয় জল॥
বকেরে সন্তুষ্ট হইলা কমললোচন।
মৎস্যরাঙ্গার সনে বনে হইল দরশন॥
রাম বলেন শুন জিজ্ঞাসি এক কথা।
তুমি নাকি দেখিয়াছ মোর প্রিয়া সীতা॥
পক্ষ বলে প্রভু রাম করি নিবেদন।
চতুর্থ দিবসের কথা করি বিবরণ॥
আকাশগমনপথে যায় নিশাচর।
কুড়ি হস্ত কুড়ি চক্ষু দশমুণ্ডধর॥

তার রথে দেখিলাম নারী একজন।
রাম রাম বলিয়া কন্যা করিছে ক্রন্দন॥
কহিতে না পারি আমি তাঁর রূপের কথা।
অনুমানে বুঝিলাম সেই তোমার সীতা॥
ত্বরিত গমনে রথ চালায় দক্ষিণে।
বস্ত্র চিরি ফেলি যান করিয়া ক্রন্দনে॥
সেই বস্ত্র রাখিয়াছি করিয়া যতন।
আজ্ঞা কর আনিয়া দি তোমার সদন॥
শ্রীরাম বলেন বস্ত্র ঝাট আন দেখি।
রামের বচনে বস্ত্র আনিয়া দিলা পাখি॥
সেই ভগ্ন বস্ত্র রাম সর্ব্বাঙ্গে বুলাইয়া।
ক্রন্দন করেন রাম জানকী বলিয়া॥
শ্রীরাম বলেন পক্ষ করিলি সন্তোষ।
বর দিয়া তোমারে করিব পরিতোষ॥
এই বস্ত্রের বর্ণ যেমত হউক তোমার।
প্রতিবার জলে তোমার মিলিবে আহার॥
সন্তুষ্ট হইলা পক্ষ রামের পায়্যা বর।
প্রতিবার ভক্ষ্য পায় জলের ভিতর॥
পক্ষ সম্ভাষিয়া যান দুইজন।
প্রবেশ করিলা মহা ঘোর বন॥
পর্ব্বতপ্রমাণ বৃক্ষ বড় বড় পাতা।
চৌদিগে বেষ্টিত তার সমুদিত লতা॥
নানা ফল পুষ্প তায় দেখিতে সুন্দর।
প্রবেশ করিলা বনে দুই সহোদর॥
সীতা হেন সতী আমি না পাইব আর।
না যায় কঠিন প্রাণ হৃদয় বিদার॥
পরম দারুণ শোক ঘন অশ্রুপাত।
সীতা সীতা বলি
সদা কাঁদেন রঘুনাথ॥
অবিরত সীতা সীতা সজল লোচন।
প্রবোধ না হয় চিত্ত সদাই ক্রন্দন॥
শরীর মলিন হইল বুদ্ধি হইল হ্রাস।
সীতা সীতা বলি সদা ছাড়েন নিঃশ্বাস॥

কাঁদেন অখিলের পতি রঘুনাথ।
মহা ঘোর দণ্ডকে আসি পরম শোকে
ললাটে হানেন করাঘাত॥
বিধাতায় দুঃখ জানে রাজ্য ছাড়ি বনে আনে
ধর্ম্মশীলা পত্নী মোর ধনী।
এক ঘরেতে ছিল কোন্ বিধি বিড়ম্বিল
আচম্বিতে কে নিল রমণী॥
ধর্ম্ম অনুরূপ অংশ মোর জন্ম সূর্য্যবংশ
পূর্ব্বে ছিল বড় বড় বীর।
ভগীরথ নৃপমণি আনিলেক সুরধুনী
মহাশয় পুণ্যশরীর॥
হইল সগর রাজা সর্ব্বলোকে করে পূজা
তার বংশে রহিল খেয়াতি।
খুদিল পৃথিবী তল অলঙ্ঘ্য সাগর জল
ষাটি সহস্র ভাই মহামতি॥
মান্ধাতা নরপতি তাহাঁর যশের খ্যাতি
দিলীপের অতুল বিক্রম।
সভার নির্ম্মল যশে এ তিন ভুবন ঘোষে
আমা সম নাহিক অধম॥
অক্ষণে জনম হইল যুগে যুগে ঘোষণা রৈল
রাজ্য ছাড়ি হইলু ভিখারি।
ক্ষত্রিয় অধম হৈলু যুদ্ধরণ না জানিলু
রাখিতে নারিলু নিজ নারী॥
খাখার ঘুষিবে লোক মরিব দারুণ শোক
এই মোর আছিল ললাটে।
সীতার সমান সতী নাহি আর গুণবতী
স্মরণ করিতে বুক ফাটে॥
আচম্বিতে মহা দুঃখ বিয়োগে বিদরে বুক
কোন্ বিধি লিখিল কপালে।
কেমনে জানিব কোথা কোন্ জন নিল সীতা
প্রাণ যায় হলাহল জালে॥
পাইয়া মনুষ্যকায় শোকযুত মহাশয়
আপনারে হইলা বিস্মৃতি।
হারাইয়া নিজ নারী দণ্ডক প্রবেশ করি
দেবের দেবতা রঘুপতি॥

এই সভ শোচন করেন রঘুবর।
খণ্ডিল রজনী কাল উদয় দিনকর॥
ধনুর্বাণ হাথে রাম দেব গদাধর।
চলিলা দক্ষিণ মুখে সঙ্গে সহোদর॥
অত্যন্ত কঠিন বনে করিলা প্রবেশ।
শোকাকুলে বেড়ান রাম না পান উদ্দেশ॥
অনেক কানন দেখেন না দেখেন সরোবর।
স্থাবর জঙ্গম গুহা পর্ব্বত শিখর॥
অনেক দূরের পথ গেলা দুই ভাই।
সীতা সীতা ডাক পাড়েন উত্তর না পাই॥
ভ্রমিয়া গহন বন মহা পরিশ্রমে।
উত্তরিলা গিয়া রাম জটায়ু আশ্রমে॥

সর্ব্বাঙ্গে রক্ত পক্ষ পড়্যাছে ভূমিতল।*
লড়িতে চলিতে নারে গায় নাহি বল॥
দুই পাখা কাটিয়া গেল ব্যথায় কাতর।
রাম দেখিবার তরে জিয়ে পক্ষবর॥
মনে মনে পক্ষবর করিছে ধেয়ান।
চতুর্ভুজ রূপ পক্ষ দেখে ভগবান॥
দূর্ব্বাদলশ্যাম রাম অভিন্ন মদন।
গাণ্ডীব কোদণ্ড হাথে দণ্ডকে ভ্রমণ॥
সীতার বিয়োগ শোকে শরীর জর্জ্জর।
উপনীত হৈলা রাম পক্ষের গোচর॥
সর্ব্বাঙ্গে রক্ত হেট করি আছে মাথা।
রাম বলে এই পক্ষ খাইল মোর সীতা॥
নিশ্চয় জানিলু ভাই শুন হে লক্ষ্মণ।
এই পক্ষ সীতার তরে করিল ভক্ষণ॥
রাম বলেন পক্ষ তুঞি সীতা খাইলি মোর।
এই অগ্নিবাণে প্রাণ বিনাশিব তোর॥
রামের বচনে পক্ষ মাথা তুলি চায়।
জ্যোতির্ম্ময় নারায়ণ দেখিবারে পায়॥
ত্রৈলোক্যের নাথ দেখেন প্রভু নারায়ণ।
পূর্ব্বকথা মনে তার পড়িল স্মরণ॥
তপ করে পক্ষী যখন সরোবরতীরে।
প্রজাপতি বর দিতে আইলা পক্ষীরে॥
বর দিতে ব্রহ্মা যদি কৈলা অঙ্গীকার।
পক্ষ বলে বিষ্ণুভক্তি হউক আমার॥
এই বর দেহ মোরে কমল আসন।
বিষ্ণুর সনে হয় যেন মোর দরশন॥
ব্রহ্মা বলে শুন পক্ষ আমার বচন।
অরণ্যে বিষ্ণুর সঙ্গে হবে দরশন॥
এইমত ভাব করি গরুড়নন্দন।
সাক্ষাতে দেখিলু প্রভু দেব নারায়ণ॥
রাম দেখি পক্ষরাজ পরম সানন্দে।
মানস প্রণাম তব চরণারবিন্দে॥

তারক সমান রাম আপনি গোলকধাম
অন্তর্য্যামী অনন্ত মহিমা।
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া প্রভু ভকতবৎসল বিভু
অযোধ্যানগরে হৈলা সীমা॥
শ্যাম কটী পীতাম্বর হৃদে বনমালাধর
কেয়ূর কিঙ্কিণী তনুশোভা।
নানা রত্নমণিমাল মাণিক পরশ ভাল
গলে গজমোতিমালা লোভা॥
মকর কুণ্ডল কর তোড়ন বলয়াধর
গরুড়বাহন দিব্যগতি।
কস্তুরি চন্দনগন্ধ কুঙ্কুম তিলক ছন্দ
সঙ্গে দেবী লক্ষ্মী সরস্বতী॥
নারদ তম্বুর শুক জয়বিজয় কৌতুক
প্রহ্লাদ অবধি মহাজনে।
বৈষ্ণব ভকত সঙ্গে স্তব স্তুতি করে রঙ্গে
ব্রহ্মা প্রদক্ষিণে নারায়ণে॥
সাক্ষাতে দেখিয়া হরি মনের বাসনা পূরি
দিব্যচক্ষু হইল প্রকাশ।
পূর্ব্বের নির্ব্বন্ধ কথা স্মরণ করিয়া তথা
দূরে গেল সকল আয়াস॥
দেব দেবেশ্বর দেখি পুলকে আনন্দ আঁখি
স্তুতি করে রামের চরণে।
শত্রুত দুষ্কৃতহর অনাথ নিস্তার কর
ভাগ্যহেতু দেখিলু নয়নে॥
অহে প্রভু চক্রধর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর
কৃপার কারণে দিলা দেখা।
জানকী রাখিতে গেলু সমরে জর্জ্জর হৈলু
রাবণ কাটিল মোর পাখা॥
শ্রীমতী পতিব্রতা জনকনন্দিনী সীতা
হরিয়া নিলেক নিশাচর।
আছিল জন্মের ভাগ্য পাইলু তোমার লাগ
সীতা দিয়াছেন মোরে বর॥
রাম দেখি পক্ষসুত পরম পুলকযুত
কায়মনে চরণে স্তবন।
শুন প্রভু নারায়ণ মুঞি করি নিবেদন
সীতা হরি নিলেক রাবণ॥

লঙ্কার রাবণ রাজা দশমুণ্ডধর।
সীতা লৈয়া গেল রাবণ লঙ্কার ভিতর॥
রথের ভিতরে সীতার শুনিয়া ক্রন্দন।
অন্তরীক্ষে উঠিলাম উপর গগন॥
রাবণের রথে দেখি জনকদুহিতা।
তোমার স্মরণে কাঁদেন চিনিলাম সীতা॥
দুই প্রহর রাখিয়া করিলাম সংগ্রাম।
অনেক দূরেতে তোমায় দেখিলাম শ্রীরাম॥
ছত্রদণ্ড ভাঙ্গিয়া করিলাম খণ্ড খণ্ড।
ভাঙ্গিয়া ফেলিলু রথ করিলু লণ্ডভণ্ড॥
নানা যুদ্ধ জানে রাবণ ব্রহ্মার পায়্যা বর।
বাছিয়া বাছিয়া এড়ে চোখ চোখ শর॥

ধাইয়া রাবণ আইল আমার নিকটে।
তীক্ষ্ম খড়্গ দিয়া রাবণ পাখা দুই কাটে॥
সীতার কারণে মোর যায় তো জীবন।
তুমি মোরে ক্রোধ কর ললাটের লিখন॥
বর দিলা সীতা মোরে লক্ষ্মী মূর্তিমতী।
সেই বরে দেখা হইল তোমার সংহতি॥
তুমি তো অখিলের নাথ দেব সনাতন।
সীতার বরে দেখিলাম তোমার চরণ॥
অকারণে ক্রোধ মোরে কর মহাশয়।
কৃপা কর রঘুনাথ প্রসন্ন হৃদয়॥
রাম বলেন পক্ষরাজ কহ আরবার।
কেমনে চিনিলা তুমি জানকী আমার॥
শূন্য ঘরে ছিলা মোর সীতা প্রাণেশ্বরী।
আচম্বিতে নাই সীতা কেবা নিল হরি॥
আসিয়া চাহিলু ঘরে হৈলু নৈরাশ।
চাহিতে দণ্ডকে মোর পাঁচ উপবাস॥
তোমার মুখে শুনিলাম সীতার বিবরণ।
পক্ষ বলে শুন গোসাঞি করি নিবেদন॥
মোর কাছ দিয়া সীতা লৈয়া যায় রাবণ।
পথ আগুলিলাম শুনি সীতার ক্রন্দন॥
ক্রন্দন বিলাপে আমি চিনিলাম সীতা।
সম্বন্ধে তোমার বাপ হন মোর মিতা॥
অনেক করিলাম রণ আমি পক্ষ জাতি।
এড়িল সমূহ বাণ খরসান অতি॥
খড়্গ দিয়া পাখা কাটে নাহি করে শঙ্কা।
সীতা লৈয়া রাবণ চলিয়া গেল লঙ্কা॥
সেই ক্ষণে হইত রাম মরণ আমার।
সীতার প্রসাদে দেখি চরণ তোমার॥
তোমার বাপের মিতা আমি গরুড়নন্দন।
অগ্নিকার্য্য করিবা মোর শ্রাদ্ধ তর্পণ॥
বলিতে বলিতে পক্ষের হইল অশ্রুপাত।
রামের চরণে পড়ে করি প্রণিপাত॥
মস্তক লোটায় রামের চরণ নিলয়।
রাম রাম বলিতে পক্ষের তনুত্যাগ হয়॥
রামের চরণ পড়ি পক্ষের মরণ।
ধনুক বাণ এড়ি রাম করেন ক্রন্দন॥
লক্ষ্মণের মুখ চাহি দেব রঘুনাথ।
ধরণী পড়িয়া কাঁদেন শিরে দিয়া হাথ॥
সীতার কারণে ভাই অনর্থ হইল।
ভাল করিবার তরে পিতৃমিত্র মৈল॥
বনে হইতে কাষ্ঠ ঝাট আনহ লক্ষ্মণ।
পক্ষরাজের অগ্নিকার্য্য করি দুইজন॥

শুনিলা লক্ষ্মণ বীর হৈয়া সাবধান।
আনিলা চন্দন কাষ্ঠ রাম বিদ্যমান॥
কুণ্ড সাজাইলা রাম পুণ্য নদীর তীরে।
স্নান করি মুখানল কৈলা রঘুবীরে॥
নিমিষে পুড়িয়া পক্ষ হইল ভস্মময়।
নদীতীরে তর্পণ করিলা মহাশয়॥
বিমানে চড়িয়া পক্ষ গেল স্বর্গবাসে।
রাম লক্ষ্মণ দুই বীর রহিলা উপবাসে॥
পিতৃমিত্র লাগি রাম কমললোচন।
দ্বিগুণ হইল শোক রাম করেন ক্রন্দন॥
রাত্রিদিন কাঁদেন রাম সীতার কারণে।
উথলিল মহাশোক পক্ষের মরণে॥
পর্ব্বতশিখরে উঠেন রাম গুণমণি।
অস্তগত দিবাকর প্রবেশ রজনী॥
ধরণী পড়িয়া কাঁদেন প্রভু মহাবনে।
সকল শরীর তিতে নয়নের জলে॥
শীতল চন্দনের রশ্মি মন্দ সমীরণ।
রামের শরীরে যেন পড়ে হুতাশন॥
তাহাতে অনঙ্গ এড়ে সম্মোহন বাণ।
জর্জ্জর হইল প্রভু রামের পরাণ॥
শোকাকুল রামচন্দ্র করেন ক্রন্দন।
শুন হে ভকত ভাই হৈয়া একমন॥

ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠপুরী পৃথিবীতে আইলা হরি
অযোধ্যানগর কৈলা স্থিতি।
দশরথ নামে রাজা দেবে করে যার পূজা
পৃথিবীমণ্ডলে এক ছাতি॥
পুত্র হেতু যজ্ঞ করে জন্মিল তাহার ঘরে
মহারাজার এ তিন রমণী।
হইলা প্রভু সূর্য্যবংশ এক বিষ্ণু চারি অংশ
জন্মিলা ক্ষত্রিয়শিরোমণি॥
মিথিলা নগরে গিয়া চারি ভাই কৈলা বিয়া
আপনি কমলা দেবী সীতা।
তপস্বিনী মহাসতী নানা গুণে গুণবতী
লক্ষ্মী মূর্ত্তি রামের বনিতা॥
আসিতে দেশেতে ঠাম দেখিলেন পরশুরাম
পরাজয় মানিল তখনি।
সর্ব্বলোক হরষিত চণ্ডাল করিলা মিত
ত্রিভুবনে করে ধনি ধনি॥*
হরিষ মঙ্গল রসে বিভা করি আসি দেশে
আনন্দিত সকল পুরীখণ্ড।

দশরথ কুতূহলে সভায় বসিয়া বলে
শ্রীরামেরে দিব ছত্রদণ্ড॥
অভিষেক অভিলাষ করিলেন অধিবাস
শ্রীরাম হবেন দণ্ডধর।
কুব্জীর মন্ত্রণা শুনি কেকয়ী সৌভাগ্যারাণী
বর মাগে রাজার গোচর॥
সত্য করাইয়া বর মোর পুত্রে দণ্ডধর
শ্রীরাম যাউক বনবাস।
দণ্ডকে আসিয়া হরি অরণ্য ভ্রমণ করি
নৃপতি হইল তথা নাশ॥
ভ্রমেন কানন পথে জানকী লক্ষ্মণ সাথে
চতুর্দ্দশ বৎসর অবধি।
প্রতিজ্ঞার বৎসরেক আর নাহি অতিরেক
পাছু গোড়াইয়া লাগে বিধি॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা মনে মনে আনন্দিতা
দেশে যাইতে করেন ভাবনা।
হেনকালে দৈবগতি পাষণ্ড হইল তথি
সীতা হরি লইলেক রাবণা॥
হারাইয়া নিজ নারী অখিল ব্রহ্মাণ্ডকারী
দণ্ডকে করিয়া অন্বেষণ।
মরিলা জটায়ু পাখি আপনে শ্রীরাম দেখি
দুই শোক করেন শোচন॥
জানকী বিয়োগে রাম দুই শোক অনুপাম
সতত সন্তাপ রঘুবর।
শরীর দাহন বিষে শীতল হইব কিসে
গড়াগড়ি পর্ব্বত উপর॥
ধরণে না যায় প্রাণ কহেন লক্ষ্মণ স্থান
কোন্ বুদ্ধে পাইব জানকী।
বিরহে বিদরে বুক কত না সহিব দুখ
নিমিখ ভরমে সীতা দেখি॥
সে মোর দারুণ বৈরী নিল মোর প্রাণেশ্বরী
বিপত্তি বনিতা হারাইয়া।
মুগধ কামের বাণ চাহিয়া হানয়ে প্রাণ
দাবানলে দগধে পড়িয়া॥
শোকের তাপেতে রাম দুর্ব্বাদলঘনশ্যাম
রজনী দিবসে নহে স্থির।
কোদণ্ড বাণ ছাড়ি পর্ব্বত উপরে পড়ি
আপনা পাশরে রঘুবীর॥
না সারেন কুন্তল বাস সঘনে দীঘল শ্বাস
সজল নয়ন সর্ব্বক্ষণ।
মুনির সমান ধীর নেত্রে না সুখায় নীর
দুঃখ ভাবি কমললোচন॥
সন্তাপ সঘন শোকে জানকী বলিয়া ডাকে
ক্ষমা নাহি হয় তার চিত।
সীতা সীতা বলি কাঁদে শোকে বুক নাহি বাঁধে
করুণাসাগর সমোদিত॥
শোকেতে উন্মত্ত মতি বিষাদিত রঘুপতি
রাত্রিদিন চৈতন্যরহিত।
যখন চৈতন্য পায় সীতা সীতা এক রায়
কাঁদে রাম জগৎ পূজিত॥
পৃথিবীতে জনমিয়া আপনা বিস্মৃত হৈয়া
ত্রৈলোক্যভুবন অধিপতি।
শরীরে না হয় জ্ঞান শোকাকুল ভগবান
সঘনে দগধে তার মতি॥
এই সভ দুঃখ ভাবি হারাইয়া কমলাদেবী
বিকল হইলা নারায়ণ।
শুন নর এক চিত বাল্মীকি পুরাণ গীত
তারক স্বরূপ নারায়ণ॥

সীতার বিয়োগে রাম কমললোচন।
রাত্রিদিবা ভেদ নাহি সদাই ক্রন্দন॥
সংসার দুর্ল্লভ বস্তু শীতল বনিতা।
বিরহে অবশ রাম হারাইয়া সীতা॥
কোন্ বিধি সৃজিল মোরে করিয়া নৈরাশ।
রমণী সহিত কেন আইলু বনবাস॥
দেশে থুয়্যা আসিতাম যদি প্রাণের রূপসী।
একেশ্বর থাকিতাম বনে হইয়া তপস্বী॥
বনবাসে শোকে সীতা পাইতাম গিয়া দেশে।
তবে কেন মরিব বিরহ মহাক্লেশে॥
আপনি আছেন যখন পিতা মহাশয়।
মিথিলায় জানকী করিলু পরিণয়॥
পৃথিবীর রাজার গণসংহতি আমার।
জনকের ব্যবহারে হৈয়া পুরস্কার॥
নানা বাদ্য মহা ঘটা কেলি কুতূহল।
পুনরপি আনন্দিত উৎসব মঙ্গল॥
রত্নচতুর্দ্দোলে আমি সীতার সহিত।
জননী অবধি করি সভে আনন্দিত॥
সে সভ বৈভব সুখ আজি গেল কোথা।
প্রাণ পরিহরি আমার হারাইয়া সীতা॥
কেমতে রাখিব প্রাণ নহে নিবারণ।
সীতার বিহনে আমি তেজিব জীবন॥
সীতা হেন প্রিয়তমা হারাইয়া বনে।
দারুণ শরীরে প্রাণ আছে কি কারণে॥

কত রূপে গুণে সীতা সৃজিল গোসাঞি।
দেখিয়া পাশরে হেন জন দেখি নাঞি॥
কি ক্ষণে হইল দেখা সীতার সহিত।
ত্রিভুবনে নাহি হেন নিগূঢ় পীরিত॥
শয়নে একই তনু শয্যার উপর।
লখিতে না পারে কেহো দুই কলেবর॥
গৌর শরীর সীতা আমি ঘনশ্যাম।
বর্ণভেদ মাত্র এক প্রাণ সীতারাম॥
সীতার গলার হার অতি সুশোভন।
অন্ধকারে আল যেন বহুমূল্য ধন॥
তেজস্পুঞ্জ মণিহার সীতার গলায় থাকে।
আলিঙ্গনের কালে সে আমার লাগে বুকে॥
অমৃতসমুদ্রে থাকি সীতার শয়নে।
বিষপ্রায় লাগে যেন হেন বাসি মনে॥
খসাইয়া ফেলাই যদি তবে হই সুখী।
তবে না খসাই পাছে সীতা হন দুখী॥
কণ্ঠে হারগাছ ছিল সেই ছিল দুঃখ।
হেন প্রিয়তমা মোর হইলা বৈমুখ॥
সাগরের পার গেলা কত দিনের পথ।
হারের উপমা কত সমুদ্র পর্ব্বত॥
সীতার গলার হার দুঃখ ছিল মনে।
সাগরের পার সীতা জীব বা কেমনে॥
সীতার বিহনে প্রাণ ধরিতে না পারি।
কোথা গেলে পাব সীতা জনককুমারী॥
হেনকালে সেই বনে আছেন দুই ভাই।
মাংসপিণ্ড মহাতনু দেখিবারে পাই॥
মাংসপিণ্ড দেখিয়া বিস্ময় রঘুনাথ।
হেনকালে সেই জনের হয় দুই হাথ॥
দুই হাথ হয় তার দুই যোজন।
সাবাড়িয়া ধরিলেক শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
দুই হাথে ধরিয়া দুইজনার গলায় চাপে।
নিকটে আনিল দুহাঁ আপন প্রতাপে॥
কবন্ধ বলে কহ তোরা দুইজন কে।
অবিলম্বে দুইজন পরিচয় দে॥
লক্ষ্মণ বলেন শুনিয়াছ দশরথ রাজা।
পৃথিবীর যত লোক তাঁর করে পূজা॥
তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম রূপে নারায়ণ।
বাপের সত্য পালিতে প্রবেশ কৈলা বন॥
সঙ্গেতে আইলা সীতা লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী।
অনুজ সেবক সঙ্গে আমি আইলাম সংহতি॥
আচম্বিতে ঘরে নাহি জনককুমারী।
না জানি কেমন জনে সীতা নিল হরি॥
সীতা কারণে বনে ভ্রমি দুইজন।
তোমার সঙ্গে বাদ নাই ধর কি কারণ॥
তোমারে জিজ্ঞাসি আমি কহ সত্য কথা।
তুমি নাকি দেখিয়াছ রামের পত্নী সীতা॥
কবন্ধক বলে কে জানে সীতার বিবরণ।
আজি দুহাঁকারে আমি করিব ভক্ষণ॥
অনেক দিন উপবাসী পাইয়াছি যন্ত্রণা।
দুইজন খায়্যা আজি করিব পারণা॥
এতেক বলিয়া রিপু দুইজন আনে॥
খাইবার প্রতিআশে গলা ধরি টানে॥
সিংহের সমান বল ধরে দুই ভাই।
ত্রাস পায়্যা দুহে দুহাঁর মুখ চাই॥
শ্রীরাম বলেন ভাই বুদ্ধে কেন ঘাটি।
দুইজন চল ইহার দুই হাথ কাটি॥
দুই হাথ পড়ে দুই পর্ব্বত আকার।
মুক্ত হইলা দুই ভাই পাইলা নিস্তার॥
হস্ত কাটা গেল যদি বেথায় কাতর।
গিলিবারে চাহে পাপ দুই সহোদর॥
ক্রোধ করি রঘুনাথ মারিলেক বাণ।
মর্ম্মে ঘা পায়্যা রিপু তেজিল পরাণ॥
রঘুনাথের বাণে পাপ ছাড়িল শরীর।
এক মহাপুরুষ তবে হইল বাহির॥
স্বর্গগামী সেই পুরুষ পরমসুন্দর।
দুই হস্ত যুড়িয়া কহে রামের গোচর॥
শুন শুন প্রভু রাম তুমি নারায়ণ।
বড় পুণ্যফলে দেখি তোমার চরণ॥
তুমি শিব তুমি ব্রহ্মা তুমি ভগবান।
পূর্ব্বে বিবরণ কহি কর অবধান॥
কুম্ভক নামেতে ছিলাম রাজা পূর্ব্বকালে।
অতিথিপূজা করিতাম পূর্ব্ব পুণ্যফলে॥
একদিন অতিথি হইলা দুর্ব্বাসা মুনিবর।
মোর পরিজন তারে কৈল অনাদর॥
ভোজনে আছিলু আমি না জানি কারণ।
ক্রোধে মুনি দিল মোরে শাপ বচন॥
অতিথি পাইয়া বেটা না কর আদর।
হস্তপদ হউক তোর পেটের ভিতর॥
পেটের ভিতরে হউক শ্রবণ নয়ন।
মাংসপিণ্ড বড় হৈয়া থাকি এই স্থান॥*
রামরূপে বিষ্ণু এথা আসিবেন আপনি।
শাপ হইতে পরিত্রাণ হইবে তখনি॥
শত্রুভাবে চাহিলু তোমা করিতে ভক্ষণ।
এবে সে জানিলু তুমি পতিতপাবন॥

শুন প্রভু জগদীশ উপদেশ কথা।
রাবণ মারিয়া তুমি উদ্ধারিবা সীতা॥
অবশ্য করিব হিত শুনহ বচন।
ঋষ্যমূক পর্ব্বতে তুমি করহ গমন॥
ঋষ্যমূক পর্ব্বতে যাবে পম্পা নদীর তীরে।
বন লক্ষে আছে তথা সুগ্রীব বানরে॥
হংস সারস চরে পম্পা নদীর জলে।
চারি পাত্র লৈয়া সুগ্রীব আছে তার কূলে॥
সূর্য্যের নন্দন বীর সূর্য্যের ধরে জ্যোতি।
মহাবলপরাক্রম বানর অধিপতি॥
সূর্য্যের কিরণ যতদূর সঞ্চরে।
ততদূরে গোচর ঐ সুগ্রীব বানরে॥
নদনদী কন্দর যত অরণ্য প্রান্তর।
পৃথিবীর বৃত্তান্ত যত সুগ্রীব গোচর॥
বানরজ্ঞানে সুগ্রীবেরে না করিহ হেলা।
শোকসাগরে তরিবে সুগ্রীব তোমার ভেলা॥
সুগ্রীব মিত্র করিও তুমি অগ্নি করিয়া সাক্ষী।
তবে সে পাইবা তুমি সীতা চন্দ্রমুখী॥
রাজ্যে যাইতে নারে সুগ্রীব ভাইরে বিরোধে।
সর্ব কার্য্য হৈবে তার তোমার প্রসাদে॥
বন্ধু পাইবা তুমি হারাইয়া সীতা।
সুগ্রীব যেন রাজ্য পায় তার করিহ চিন্তা॥
আমার বচন যদি কর উপহাস।
সীতা না পাইবা তুমি হৈবা নৈরাশ॥
হের দেখ পুষ্পের গাছ শোভে সারি সারি।
এই পথে যাহ তুমি ঋষ্যমূক গিরি॥
সুগন্ধি সুস্বাদ ফল প্রতি গাছেব ডালে।
ভক্ষণেতে শোক খণ্ডে শরীর শীতলে॥
বনে বনে বেড়াইয়াছ পর্বতে পর্ব্বতে।
পম্পা সরোবরে গেলে দেখিবা ভালমতে॥
পম্পা সরোবরে নাহি পক্ষের ঝঙ্কার।
পম্পা সরোবরে আছে রত্ন অপার॥
মরীচ পিপ্পলী আছে পম্পা নদীর তীরে।
নানা বর্ণ মৃগ চরে দেখিতে সুন্দরে॥
মরীচ পিপ্পলী ফল করিহ ভক্ষণ।
পদ্মপত্রে লৈয়া প্রভু করিহ ভোজন॥
পম্পার জলে স্নান কৈলে হৈবা বড় সুখী।
সুললিত নাদ করে পম্পার যত পাখি॥
মতঙ্গ মুনি বৈসেন তথা অতি বিচক্ষণ।
তপে জপে বিশারদ বিষ্ণুপরায়ণ॥
চতুর্দ্দিগে পাঠান মুনি ফল
অতিথি কারণে ফল থুয়্যাছেন মুনিবরে॥
চিরঞ্জীবী বৈসেন তথা যত মুনিগণে।
তোমা দেখিবারে তথা আছেন ধেয়ানে॥
পম্পা সরোবরে যাইও পশ্চিম পাহাড়ে।
যজ্ঞকুণ্ড দেখিলে সকল পাপ হরে॥
উড়ির তণ্ডুল পারা নিত্য নূতন হাঁড়ি।
রাশি রাশি পড়ি আছে প্রতি গাছের গুঁড়ি॥
বড় বড় গজ আছে পর্ব্বতপ্রমাণ।
উড়ির তণ্ডুল খাইতে তার নাহিক পরাণ॥
ঋষ্যমূকে নিদ্রা গেলে যদি স্বপ্ন দেখি।
নিদ্রা ভাঙ্গিলে ধন পায় হয় বড় সুখী॥
আর দুঃখ নাহি তোমার দুঃখ অবসান।
সুগ্রীব হইতে হৈবে সর্ব্বত্র কল্যাণ॥
এই পথে চল প্রভু সুগ্রীব উদ্দিশে।
আমারে মেলানি দেহ যাই স্বর্গবাসে॥
রাম বলে স্বর্গে তুমি করহ গমন!
কালি যাইব আমি সুগ্রীব দরশন॥
রাম রাম বলিয়া রথ উঠিল আকাশে।
দেবরথে চড়ি রাজা গেল স্বর্গবাসে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত বন্দিয়া মুনিগণ।
অরণ্যকাণ্ডে গাইল কবন্ধমরণ॥

রাত্রি প্রভাত হইল প্রত্যূষ বিহান।
স্নানতর্পণ কৈলা রাম লক্ষ্মণের পয়ান॥
দুই ভাই প্রবেশিলা যজ্ঞের আয়তনে।
ঘরে বসি শ্রবণা দেখিল তপোবনে॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দেখি উঠিলা সানন্দে।
যোড় হাথে সম্ভ্রমে রাম লক্ষ্মণেরে বন্দে॥
রাম বলেন কে তুমি কহ বিবরণ।
মুনির তপোবনে তুমি আছ কি কারণ॥
রামেব বচনে বলে শ্রবণা সুন্দরী।
কোন্ তপে মুনিগণ গেল স্বর্গপুরী॥
শ্রবণা কহেন কথা শ্রীরামসদনে।
নানা তপজপ মুনি করিল এই বনে॥
এই বনে তোমার যখন হইল আগমন।
রথে চড়ি গেলা মুনি স্বর্গভুবন॥
আমা থুয়্যা গেলেন সকল মুনিগণ।
রাম এথা আইলে তুমি করিহ অর্চ্চন॥
মুনি সভার সেবা কৈল কন্যা ত শ্রবণা।
সরভ জাতিরে নাহি করিলেন ঘৃণা॥
শ্রবণা বলেন প্রভু কমললোচন।
ফলমূল আনিয়া দিয়ে করহ ভক্ষণ॥

শোক দুঃখে রাম তুমি হইলা বনবাসী।
পম্পা নদীর জল খাও তবে ভালবাসি॥
তোমায় তুষিয়া আমি করি পুণ্যসঞ্চয়।
তুমি তৃপ্ত হইলে আমার পুণ্য অক্ষয়॥
আদরক জায়ফল ভুঞ্জায় অপার।
মুনির গৌরবে জাতি না কৈল বিচার॥
অপেক্ষিয়া না ফেল ভুঞ্জায় সুন্দরী।
ফল জল খায়্যা রাম দুঃখ পাসরি॥
বড় তুষ্ট হইলাম তোমার
ফলমূল ভক্ষণে।
তুমি দেখাইলে দেখি মুনির তপোবনে॥
সর্ব্বজ্ঞ মঙ্গল নাম বনের খেয়াতি।
নানা মৃগ নানা পক্ষ নানা বনস্পতি॥
হের দেখ যজ্ঞকুণ্ড মুনিগণের বেদী।
যজ্ঞ করিতে আরোপিলা ফলমূল গাদি॥
লড়িতে না পারে মুনি নিত্য উপবাস।
ধ্যানেতে সপ্তসিন্ধু আনিলা নিজ পাশ॥
আঁখিপ্রমাণ হৈয়া সপ্তসিন্ধু বহে।
ঘরে বসি মুনি সভ সমুদ্রেতে নাহে॥
সাজির ফলফুল কদাচ নাহি পচে।
আজি যেন ফলফুল ছিণ্ডিয়াছে গাছে॥
পদ্ম উৎপল দেখ চন্দ্র আকার।
ঋষ্যমূক পর্ব্বতের দেখ গুহার দুয়ার॥
চারি পাত্র লৈয়া যথা সুগ্রীব রাজা বৈসে।
নিদ্রা না যায় তারা বালি রাজার ত্রাসে॥
সুগ্রীব রাজারে মিত্র করিলে
জিনিবা লঙ্কেশ্বর।
বানর জ্ঞান না করিবা সূর্য্যের কোঙর॥
তোমারে কহিলাম যত মুনির বিধান।
মেলানি দেহ মোরে প্রভু যাই নিজ স্থান॥
রাম লক্ষ্মণ বন্দিলেন আশ্রমমণ্ডলে।
রাম বিদ্যমানে কন্যা অগ্নিকুণ্ড জ্বালে॥
ঘৃত তৈলে শ্রবণা জ্বালিল আগুনি।
রাম প্রদক্ষিণ করে শ্রবণা পদ্মিনী॥
অগ্নিতে প্রবেশ করে শ্রবণা সুন্দরী।
রাম লক্ষ্মণেরে বেড়্যা পম্পা পুখরি॥
দেবমূর্ত্তি শ্রবণা চলিল স্বর্গপুরী।
তাহা দেখি রামচন্দ্র শোকাকুলি করি॥
রাম বলেন স্বর্গে গেল মোর বিদ্যমানে।
ভোকে শোকে কত বেড়াইব বনে বনে॥
ডালে বসি কোকিল সুন্দর কোলাহলে।
জানকী স্মরিয়া রাম পড়িলা ভূমিতলে॥

এখানে আসিয়া লক্ষ্মণ পাইলু মনস্তাপ।
হেন স্থানে বহিতে নারি সীতার সন্তাপ॥
*কোথা গেল ওরে ভাই জনকনন্দিনী।
পম্পা নদীর জলে আমি ছাড়িব পরাণি॥
সুন রে লক্ষ্মণ ভাই বাঢ়ে বড় শোক।
সীতার কারণে শূন্য দেখি যে ত্রিলোক॥*
রজনী প্রভাত রামের কাঁদিতে কাঁদিতে।
যাত্রা করিলা রাম ঋষ্যমূক পর্ব্বতে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মুখে অমৃতের ভাণ্ড।
এতদূরে সমাপ্ত হইল অরণ্যকাণ্ড॥

শ্রীশ্রীরামচন্দ্রঃ॥

কিষ্কিন্ধাকাণ্ড

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং রঘুবরং
সীতাপতিং সুন্দরং
কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং
বিপ্রপ্রিয়ং ধার্ম্মিকম্।
রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং দশরথতনয়ং
শ্যামলং শান্তমূর্ত্তিং
বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং
রাঘবং রাবণারিম্॥

আদ্যকাণ্ডে রামের জন্ম সীতা দেবীর বিয়া।
অযোধ্যাকাণ্ডে গেলা রাম রাজ্য হারাইয়া॥
ছত্রদণ্ড হারাইলা অযোধ্যাকাণ্ডে।
অরণ্যকাণ্ডে সীতা হরিয়া নিল দশস্কন্ধে॥
অরণ্যকাণ্ডে রঘুনাথের হইল অপচয়।
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে মিত্রলাভ কটকসঞ্চয়॥
অনাথ হৈয়া দুই ভাই বেড়ান দণ্ডকে।
সহায় করিলা গিয়া বানর কটকে॥
দুই ভাই উঠিলা গিয়া পর্ব্বত শিখর।
সম্ভ্রম পাইল বড় পঞ্চ বানর॥
সুগ্রীব বলে এথা আইসে দুই ধানুকী।
এ পর্ব্বত ছাড়িয়া চল অন্য পর্ব্বত থাকি॥
বুদ্ধির সাগর বালি নানা বুদ্ধি সজে।
আমাকে মারিতে দুই বীর পাঠায় সাজে॥
বানর চঞ্চল জাতি লোক উপহাসে।
রাজা হৈয়া চঞ্চল হয় অধিক দোষ আছে॥
হনুমান বলে রাজা না হৈও ফাঁফর।
বালি রাজা নাহি দেখি কারে তোমার ডর॥
*আমি গিয়া জানিয়া আসি কোথাকার বীর।
ভালমন্দ না জানিয়া হইল অস্থির॥*
সুগ্রীব বলে ধনুকধারী দুই তপস্বী।
তপস্বী হৈয়া ধনুক ধরে এই ভয় বাসি॥
তপস্বীর বেশ ধরে দুই তো কুমার।
ঝাট চল হনুমান করহ বিচার॥
*তপস্বীর বেশে হনু দেখি দুইজন।
তপস্বীর বেশ করে দুহাঁ সম্ভাষণ॥*
হনুমান বলেন যেন রাজার কুমার।
হাথে ধনুক বাণ ধর তপস্বী আকার॥
চন্দ্রসূর্য্য তোমরা যেন বেড়াও ভূমিতলে।
তোমা দুইজনে রূপে পর্ব্বত শোভা করে॥
*বিষম দণ্ডক বনে সিংহ ব্যাঘ্র বৈসে।
নির্ভয় হইয়া বেড়াও কেমন সাহসে॥*
বানরের দেশে কেন করিলা প্রবেশ।
কোন্ কার্য্য আছে তোমার বানরের দেশ॥
সুগ্রীব নামে বানর রাজা
সর্ব্বলোকে জানি।
হনুমান নাম মোর তাহার পাত্রে গণি॥
তব সঙ্গে মিত্রালি করিতে
সুগ্রীবের অভিলাষ।
তে কারণে আইলাম তোমা দোহাঁর পাশ॥*
রাম বলেন শুন লক্ষ্মণ হনুমানের বচন।
সুগ্রীবের পাত্র সঙ্গে কর সম্ভাষণ॥
লক্ষ্মণ বলে দশরথ রাজা সর্ব্বলোকে জানি।
দশরথের পুত্র দুহে শ্রীরাম মহাগুণী॥
শ্রীরামের কনিষ্ঠ আমি লক্ষ্মণ নাম ধরি।
রামের সঙ্গে থাকিয়া সেবকের কার্য্য করি॥
বাপের সত্য পালিতে বনে আইলু তিনজন।
শূন্য ঘর পাইয়া সীতা লৈয়াছে রাবণ॥
সিদ্ধ পুরুষে এই কথা কৈয়াছে উপদেশ।
সুগ্রীব হইতে তোমার খণ্ডিবেক ক্লেশ॥
কতবার ব্রহ্মা আইলা রাম সম্ভাষণে।
বানর সম্ভাষিতে আমরা বেড়াই বনে বনে॥
দুই ভাই বেড়াই আমরা সুগ্রীব উদ্দেশে।
প্রচারিয়া লহ মোরে সুগ্রীবের পাশে॥
মনে মনে চিন্তে এখন বীর হনুমান।
দুহাঁর মিলনে দুহাঁর দুঃখ অবসান॥
হনুমান বলে সুগ্রীব ভেটিবা দুইজনে।
দুই ভাই তুষ্ট হইবা সুগ্রীব সম্ভাষণে॥
*সুগ্রীবের রাজ্য নাহি আর নাহি নারী।
সকল সুখ নিল বালি সুগ্রীব দেশান্তরী॥*
তোমা হইতে সুগ্রীব রাজা পাইবে রাজ্যভার।
সুগ্রীব করিবেন তোমার সীতার উদ্ধার॥
রাম বলেন শুন লক্ষ্মণ বানরের বচন।
আমার কার্য্যে হনুমান প্রসন্নবদন॥
হনুমানের বাক্য ভাই লয় আমার মনে।
সীতার উদ্দিশ পাইব সুগ্রীব সন্ধানে॥
রাম বলেন হনুমান করহ গমন।
সুগ্রীবের সনে মোরে করাহ মিলন॥
এত শুনি হনুমান গেলা আগুয়ান।
সকল কথা কহিল গিয়া সুগ্রীব বিদ্যমান॥

ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আছে বানর চারিজন।
সুগ্রীবেরে বার্ত্তা কহে পবননন্দন॥
বানর বলে যুক্তি এড় সুগ্রীব রাজন।
মনুষ্যমূর্ত্তি হও যেন দেখিতে ভাজন॥
*পাদ্য অর্ঘ্য লেহ রাজা অতিথ ব্যবহার।
রামে মৈত্র কৈলে রাজা দুঃখ নাহি আর॥*
দশরথ রাজায় সর্ব্বলোক প্রশংসে।
বাপের সত্য পালিতে রাম আইলা বনবাসে॥
শ্রীরামের অনুজ বীর নাম তার লক্ষ্মণ।
সীতা নামে রামের স্ত্রী লৈয়াছে রাবণ॥
স্ত্রীর শোকে শ্রীরাম বেড়ান বনে বনে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাম কর সম্ভাষণে॥
শুর্ভদিন হইল রাজা তোমায়
বিধি অনুকূলে।
রাম হেন গুণনিধি তোমা আসি মিলে॥
এ তো শুনি সুগ্রীব রাজা আপনা পাশরে।
ফলফুল লৈয়া গেল রামের গোচরে॥
*পাদ্য অর্ঘ্য দিল রাজা ফলফুলের ডালি।
রামের পায়ে লুটি কান্দে আউম্বড় চুলি॥*
সীতা হারাইয়া গোসাঞি হৈয়াছ বিকল।
হনুমান পাত্র মোরে কৈয়াছে সকল॥
সকল কথা আমারে কৈয়াছে হনুমান।
রাবণ দুঃখ দিল তোমায় আস্যাছ সে কারণ॥
হনুমান কৈয়াছে করিবা মোরে মিত।
হনুমানের বাক্যে মোর না হয় প্রতীত॥
হনুমানের বাক্য যদি স্বরূপ হয়।
আপনার নিজগুণে আপনি হইবে সদয়॥
বানরেরে হাথ দিতে রাম না কৈলা বিমরিষ।
দক্ষিণ হস্ত বাড়াইয়া দিলা পরম হরিষ॥
তপস্বী বেশ ছাড়ি হনুমান হইলা বানর।
দুইখান কাষ্ঠ আনে দেখিয়া ডাগর॥
দুইখান কাষ্ঠ ঘসিতে অগ্নি জ্বলে।
অগ্নি সাক্ষী করিয়া দুহেঁ মিত মিত বলে॥
দুহেঁ দুহাঁর শত্রু মারি উদ্ধারিবেন স্ত্রী।
অগ্নি সাক্ষী করিয়া দুইজনে মিত করি॥
হরিষেতে দুইজনে কথাবার্ত্তা কহে।
হরিষেতে দুইজন দুহাঁর পানে চাহে॥
যেই জনের সনে রামের হইল মিতালি।
সুগ্রীব সমান তার বাড়ে ঠাকুরালি॥
সুগ্রীব বলে হনুমান কৈয়াছে আমারে।
শূন্য ঘরে পায়্যা সীতা
লৈয়াছে লঙ্কেশ্বরে॥
পঞ্চ বানর আমরা পর্ব্বত উপরে বসি।
হেনকালে রাবণ লৈয়া যায় তোমার রূপসী॥
হাথ পা আছাড়ে কন্যা কঙ্কণ ঝনঝনি।
গরুড়ের মুখে যেন ছটফটায় সাপিনী॥
গলার উত্তরি ফেলায় গায়ের অভরণ।
কোথা গেলা প্রভু রাম দেওর লক্ষ্মণ॥
অনুমানে বুঝি গোসাঞি সেই তোমার স্ত্রী।
যত্ন করিয়া রাখিয়াছি অভরণ উত্তরি॥
তোমার আজ্ঞা পাইলে তাহায় আনিব এখন।
হয় নয় চিন সীতার গায়ের অভরণ॥
অভরণ আন গিয়া আমার সন্নিধানে।
সীতার অভরণ দেখাও রহুক পরাণে॥
অভরণ আনিলা সুগ্রীব রঘুনাথের বোলে।
কাঁদেন রঘুনাথ অভরণ লৈয়া কোলে॥
আছাড়িয়া পড়্যা রাম যান গড়াগড়ি।
সীতা সীতা বলি রাম ঘন ডাক ছাড়ি॥
সেই অভরণ সীতার সেই তো উত্তরি।
মোরে অভরণ থুয়্যা কোথা গেলা রে সুন্দরী॥
কাহার ধনজন হরিলু কাহার শাসন।
কোন্ দোষে সীতা মোরে হইলা অদর্শন॥
কহ কহ শীঘ্র মোরে শুন সুগ্রীব মিত।
প্রাণের সমান সীতা রাবণ নিল কোন্ ভিত॥
সে হেন রূপযৌবন মজিল কার হাথে।
হিয়া ধরিতে নারি মিতা অধিক মন ব্যথে॥
সর্ব্বক্ষণ পুড়ি মিতা শোক আগুনি।
কোথা গেলে পাব সীতা চন্দ্রবদনী॥
স্বর্গমর্ত্ত্য পাতালে রাবণ যথা বৈসে।
রাক্ষস বলিয়া না থুইব তার বংশে॥
ত্রিভুবনে জানে মোর বাণের চটচটী॥
বাণাগ্নিতে পোড়াইব রাক্ষস
না রাখিব এক গুটী॥
ধূলা ঝাড়িয়া সুগ্রীব রাজা শ্রীরামেরে তোলে।
না কাঁদ না কাঁদ বলি মিতা কৈল কোলে॥
অশেষ প্রকারে সুগ্রীব দিলা পাতিয়ান।
কৃত্তিবাস রচিল গীত অমৃতসমান॥

কুলশীল বিক্রম তার না জানি ভালমতে।
কোন্ দেশে বৈসে রাবণ গেল কোন্ পথে॥
যথাতথা বসুক তাহার নাহিক এড়ান।
সংসারের বানর লৈয়া তার বধিব পরাণ॥
না কাঁদ না কাঁদ মিতা ক্রন্দনে দেহ ক্ষমা।
মনুষ্য নহ মিতা তুমি দেবচন্দ্রিমা॥

রাজ্য হারাইলাম আমি হারাইলাম স্ত্রী।
বানর হইয়া আমি সকল সম্বরি॥
তুমি রাম মিতা হও ত্রিভুবনপূজিত।
স্ত্রীর লাগিয়া কাঁদ মিতা বড় অনুচিত॥
কাঁদিতে কাঁদিতে মিতা শোক অধিক বাড়ে।
শোকে কাতর হইলে মিতা
লক্ষ্মী তারে ছাড়ে॥
মিথ্যা নাহি বলি মিতা
অগ্নি করিয়াছি সাক্ষী।
আমি আনিয়া দিব সীতা চন্দ্রমুখী॥
অশেষ প্রকারে সুগ্রীব দিতেছে আশ্বাস।
কিষ্কিন্ধাকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

রাম বলে প্রীত পাইলু তোমার বচনে।
হেন সময় হেন বুদ্ধি দেয় কোন্ জনে॥
আপনি দেখিলা মিতা আমার যত ক্লেশ।
অবশ্য করিবা মিতা সীতার উদ্দেশ॥
আমা হইতে হয় যে তোমার প্রয়োজন।
সেই কার্য্য আগে আমি করিব শোভন॥
সুগ্রীব বলে মিতা তুমি সুস্থ হও চিতে।
আমার দুঃখের কথা কহিব পশ্চাতে॥
বসিবারে সুগ্রীব রাজা চাহে চারি ভিতে।
শালগাছ ভাঙ্গিয়া আনে ফুলফল পাতে॥
দুই মিতা বসিলা তায় মধুর সম্ভাষণে।
চন্দন গাছের ডাল ভাঙ্গি বসিলা লক্ষ্মণে॥
সুগ্রীব বলে বালি রাজা বিক্রমে প্রধান।
রাজ্য নিল স্ত্রী নিল করিয়া অপমান॥
এই পর্ব্বতে থাকি আমি নিদ্রা না যাই রাতি।
তোমা বিনে রঘুনাথ আর নাহি গতি॥
হাসেন রঘুনাথ ত্রৈলোক্য ঈশ্বর।
বালি রাজা মারিয়া তোমার খণ্ডাইব ডর॥
আমার সীতা তোমার রাজ্য যেইজন হরে।
মোর কোপে পড়িয়া সে যাইবে যমপুরে॥
ভাই ভাই তোমরা কেন হইল বিসম্বাদ।
কোন্ কার্য্যে পড়িল মিতা এতেক প্রমাদ॥
সুগ্রীব বলে আমরা বিবাদ নাহি জানি।
ভাই ভাই বিবাদ মিতা শুনহ কাহিনী॥
অক্ষয় নামে রাজা হইল দুর্জ্জয় প্রতাপ।
বালি আমি দুইজনার সেই রাজা বাপ॥
কথ কাল রাজ্য করিয়া বাপ গেলা স্বর্গ।
দুই ভাই দুই রাজা করিতে আইল পাত্রবর্গ॥
বয়েসে জ্যেষ্ঠ বালি রাজা বিক্রমে সাগর।
ধর্ম্মে ধার্ম্মিক বালি প্রতাপে প্রখর॥
সকল বানরে মেলিয়া তারে দিল রাজ্যভার।
বালি রাজা দিল মোরে সকল অধিকার॥
প্রীত হৈয়া দুই ভাই করি রাজ্যখণ্ড।
হেনকালে বিধাতা তারে হইল পাষণ্ড॥
মায়াবী দুন্দুভি অসুর দুই সহোদর।
মহিষরূপে সংসার জিনে ব্রহ্মার পাইয়া বর॥
*দুন্দুভির জ্যেষ্ঠ ত মায়াবী নাম ধরে।
দুই প্রহর রাত্রে আস্যা যুঝিতে হুঙ্কারে॥*
যুঝিবারে যায় বালি সভাই নিষেধি।
সেনা মেলি যায় বালি পরম আক্রোধি॥
পাছু লাগিয়া যাই আমি
ভাইয়ের অনুরোধে।
প্রাণ লৈয়া পলাইল দুই ভাই গর্ত্তে॥
চক্ষুর আলোতে দুই ভাই যাই দেখাদেখি।
সুড়ঙ্গ প্রবেশ করিলু দানব নাহি দেখি॥
বালি বলে সুগ্রীব থাকিও সুড়ঙ্গের দ্বারে।
দানব মারিয়া যাবৎ আমি না আইসি ঘরে॥
আমি বলি দানব পলাইল হইল নিরুদ্দেশ।
সঙ্কটস্থানে ভাই তুমি না কর প্রবেশ॥
বিস্তর বলিলু আমি বালি প্রবোধ না ধরে।
সুড়ঙ্গে প্রবেশ করে দানব বধিবারে॥
দানব চাহিয়া বেড়ায় এক এক বৎসর।
দানব মারিল বালি সুড়ঙ্গ ভিতর॥
*ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠে ত বিম্বুকে।
গাছ পাথর দিয়া আমি সুড়ঙ্গদ্বার ঢাকে॥*
সুড়ঙ্গদ্বার ঢাকিলাম বড় বড় পাথরে।
বালি মারিয়া দানব পাছে
আমায় আসিয়া মারে॥
বৎসরেক নাহি আইল বালির জীবনসংশয়।
সভে মেলিয়া বালির মরণ করিল নিশ্চয়॥
বালির কর্ম্মধর্ম্ম করিলু বিবিধ বিধানে।
সকল ভাণ্ডার শূন্য করিলু
মণিমাণিক্য দানে॥
আমায় রাজা করিল সভে পাত্রমিত্রগণ।
রাজা হৈয়া রাজ্যের আমি করিলু পালন॥
কথ দিন রহি দানব মারিয়া
ঘরে আইল বালি।
আমায় রাজা দেখিয়া কোপেতে পাড়ে গালি॥
বন্ধুবান্ধব সভ ডাকিয়া আনে দ্বারে।
সভা করিয়া বালি রাজা আমারে ন্যক্কারে॥

দানব মারিতে আমি সাঁধালু পাতালে।
সুড়ঙ্গদ্বারে থুয়্যা গেলাম
সুগ্রীব চণ্ডালে॥
পাথর দিয়া সুগ্রীব সুড়ঙ্গদ্বার ঢাকে।
রাণী মহাদেবী নিল জাতি নাহি রাখে॥
বৎসরেকে দানব মারি নেউটিল ঘরে।
সুগ্রীব বলি ডাক ছাড়ে সুড়ঙ্গ দুয়ারে॥
অনেক ডাক দিল মোরে না পাইল উত্তর।
লাথির চোটে ঘুচাইল দ্বারের পাথর॥
বালি বলে ভাই হৈয়া অকর্ম্ম করিল দারুণ।
পাথরখান দিয়াছিল সত্তরি যোজন॥
ছত্রদণ্ড নিল মোর রাণী মহাদেবী।
হেন চণ্ডাল ভাইকে কেন ধরয়্যাছে পৃথিবী॥
আপন চিন্তিয়া বাহির হও
না আইস নিকটে।
সকল পরিচ্ছদ এড়িয়া যাও এক ছুটে॥
পায় পড়িয়া কত কহিলু কিছু নাহি শুনে।
সেবক হৈয়া থাকি ভাই তোমার চরণে॥
প্রাণ লৈয়া পলাইলাম পায়্যা অপমানে।
দুই ভাই বিসম্বাদ এই সে কারণে॥
রাজ্য নিলেক গোসাঞি নিলেক মোর স্ত্রী।
বালির ডরে ভ্রমিয়া বেড়াই
হৈয়া দেশান্তরী॥
এই অপরাধে মিতা আমি অপরাধী।
বালি মোরে পাইলে মিতা ততক্ষণে বধি॥
এত যদি সুগ্রীব কহে বিবাদ বচন।
সাবধান হৈয়া শুনেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
রাম বলেন বালির ডরে বেড়াইতা সঙ্কটে।
কেমত সাহসে আছ দেশের নিকটে॥
শ্রীরামচরণে সুগ্রীব লোঙাইয়া মাথা।
ঋষ্যমূক পর্ব্বতের সুগ্রীব কহে কথা॥
সহোদর বধের বার্ত্তা পাইয়া অসুর।
আপনার বিক্রমে নিকলে মহিষাসুর॥
আপন বিক্রমে মহিষ কারো নাহি মানে।
সমুদ্র হাকারিয়া তোলে যুঝিবার মনে॥
সমুদ্র বলে তোমা আমা রণ নাহি সাজে।
হিমালয়ে চল তুমি শুন অসুররাজে॥
হিমালয় পর্ব্বত হন মহাদেবের শ্বশুর।
তাহার ঠাঞি পড়িলে তোমার
দর্প হৈবে চুর॥
ধনুকে যুড়িলে যেমত বাণ ছুটে।
আঁখির নিমিষে গেলা হিমালয়ের নিকটে॥

শৃঙ্গে বিদারিয়া পর্ব্বত কৈল খানখান।
চিন্তিত হইলা হিমালয় পায়্যা অপমান॥
ধ্যান করিয়া হিমালয় চাহিল সংসার।
কাহার ঠাঞি পড়িলে অসুর হইবে সংহার॥
পর্ব্বত বলে মহিষাসুর তুমি মহাবলী।
কিষ্কিন্ধায় চল তুমি যথা আছে বালি॥
বলবুদ্ধি চূর্ণ করিবে শুন উপদেশ।
বালি রাজার মধুবনে করহ প্রবেশ॥
রাজার ভোগের মধুবন রাজার ভাণ্ডার।
মধু খায়্যা মধুবন কর গিয়া সংহার॥
বালি রাজা না সহিবে মধু অপচয়।
প্রাণে মারিবে তোমায় বালি মহাশয়॥
তোমার জ্যেষ্ঠ ভাই মায়াবী মহাবলী।
মায়াবী মারয়াছে বানর রাজা বালি॥
সহোদর মরণবার্ত্তা পায়্যা চলিল সত্বর।
হিমালয় এড়িয়া গেল বালির দুয়ার॥
শৃঙ্গ দিয়া মধুবন করিছে খণ্ড খণ্ড।
যুঝিতে আইল বালি সমরে প্রচণ্ড॥
বীরধরা বালি রাজা বেড়িয়া কাঁকালে।
ইন্দ্রের মালা দ্বিগুণ করিয়া
তুল্যা দিল গলে॥
স্ত্রীগণে বেড়িয়াছে বালি মহাশয়।
তারাগণ মধ্যে যেন চন্দ্রের উদয়॥
রুষিল দুন্দুভি মহিষ রক্তবিলোচন।
স্ত্রীগণ শুনাইয়া বলে তর্জ্জনগর্জ্জন॥
মধুপানে মত্ত বালি ঘূর্ণিত লোচন।
মত্তজন মারিয়া আমার কোন্ প্রয়োজন॥
প্রাণ দান দিলু তোরে আজিকার তরে।
আজি রাত্রি থাক গিয়া সুখ শৃঙ্গারে॥
আজি রাত্রি বঞ্চ গিয়া কালি যুঝিব বিহানে।
বলদর্প চূর্ণ করিব মারিব পরাণে॥
স্ত্রীগণে বালি রাজা পাঠাইল অন্তঃপুরে।
বীরদর্প করিয়া বালি কহে মহিষাসুরে॥
রণে মিসাইলে জানিব বলের পরীক্ষা।
বালির ঠাঞি পড়িলে আজি
কাহারো নাহি রক্ষা॥
*ছলে প্রাণ রাখিতে চাহ কালিকার তরে।
এখনি পাঠাব তোমায় যমের দুওারে॥*
রুষিল দুন্দুভি মহিষ দুই শৃঙ্গসারে।
খান খান করিয়া বালিরে আগে চিরে॥
সর্ব্বাঙ্গ ফুটিয়া বালি তিতিল রক্তেতে।
বালি রাজার রক্তে রণস্থল তিতে॥

মহিষ সঙ্গে যুঝে বানর বড় চমৎকার।
গাছ পাথর ফেলে লৈয়া করিয়া অন্ধকার॥
শত সহস্র ফেলে বালি পর্ব্বত পাথর।
পরাজয় না মানে মহিষ
যুঝে তো বিস্তর॥
দুই শৃঙ্গ বালি রাজা ধরিলেক রোষে।
দুই শৃঙ্গ ধরিয়া বালি উঠিল আকাশে॥
আকাশে পাক দিয়া মারিল আছাড়।
মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া তার
চূর্ণ করিল হাড়॥
মহিষাসুর পড়িল হইয়া অচেতন।
লাথির চোটে পড়িল গিয়া এক যোজন॥
চতুর্দ্দিগে ছড়াইয়া রক্ত পড়ে ধারে।
অচেতন মহিষাসুর পড়ে গিয়া দূরে॥
মতঙ্গ মুনি তপ করে ঋষ্যমূক পর্ব্বতে।
মুনির গা তিতিল গিয়া দানবের রকতে॥
গায়ের রক্ত পাখালিয়া মুনি কৈলা আচমন।
পবিত্র হইয়া মুনি শাপিলা বচন॥
মুনি বলে হেন কর্ম্ম করিল যেই জন।
এই পর্ব্বতে আইলে তার অবশ্য মরণ॥
মুনির শাপ শুনিয়া বানর রাজা বালি।
দূরে থাকিয়া মুনির পায় করিল শিয়লি॥
দূরে থাকিয়া স্তুতি করে মুনির চরণে।
শাপ নেউটিতে মুনি কৃপা কর মোরে॥
মতঙ্গ বলে আমার শাপ না যায় খণ্ডন।
এই পর্ব্বতে আইলে তোর অবশ্য মরণ॥
মুনির শাপে বালি রাজা না যায় সমুখে।
অনেক দেশ বেড়াইলাম শুনি লোকমুখে॥
ঋষ্যমূকে আইলে বালি হারায় পরাণ।
বালিরে মুনির শাপ আমার পরিত্রাণ॥
রাম বলেন মিতা কথা কহিলা সকল।
বালি মারিয়া শীঘ্র তোমার ঘুচাব জঞ্জাল॥
দীঘল বাণ ধরিয়াছি পর্ব্বত আকার।
সেই বাণে বালি মারিয়া করিব সংহার॥
সুগ্রীব বলে বালি রাজা বিক্রমে সাগর।
বালির বিক্রমের কথা কহি তোমার গোচর॥
যতক্ষণ সূর্য্য থাকে অরুণ উদয়।
চারি সাগরে সন্ধ্যা করে বালি মহাশয়॥
আকাশে উপাড়িয়া ফেলে পর্ব্বতশিখর!
বুক পাতিয়া ধরে তাহা বালি বানর॥
পর্ব্বত উপাড়িয়া আকাশ উপরে ফেলি।
আপন বল পরীক্ষিতে নিত্য লোফে বালি॥
সপ্তদ্বীপ পৃথিবী বালি
চক্ষুর নিমিষে যায়।
আছুক অন্যের কাজ পবন নাহি পায়॥
যদি বালি মারিতে নারো এক গোটা কাণ্ডে।
রুষিয়া বালি রাজা মারিবে সেই দণ্ডে॥
সুগ্রীবের কথা শুনিয়া বলেন লক্ষ্মণ।
কোন্ কর্ম্ম করিলে তোমার লয় মন॥
দেব দানবে এমত কোথায় আছে বীর।
রামের এক বাণে কে হইতে পারে স্থির॥
হেন রামের তরে তুমি না যাও প্রতীত।
কোন্ কার্য্য করিলে হয় তোমায় নিশ্চিত॥
সুগ্রীব বলেন এই দেখ দুন্দুভি পঞ্জর।
পায়ের ঠেলায় এক যোজন ফেলায় বানর॥
চক্ষুর লোহে সুগ্রীবের তিতিল বদন।
আশ্বাস করিয়া তোষেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
প্রতীত যদি নাহি যায় সুগ্রীব বানর।
লাথির চোটে ফেলিলা রাম
দুন্দুভি পাঁজর॥
বালি রাজা ফেলিয়াছিল এক যোজন।
শত যোজন ফেলাইলা রাম কমললোচন॥
পর্ব্বতপ্রমাণ ছিল মহিষ
অস্থিমাংস চর্ম্মে।
যোজনেক ফেলিল বালি সংগ্রাম পরিশ্রমে॥
*শতেক যোজন ফেলিলে তুমি
শুখান চণ্ডন।
বালি হৈতে বড় তুমি না লয় মোর মন॥*
সাত গাছ তাল দেখ একই সোঁসর।
নখের টীপনে বিঁধে তিন
গাছ বালি বানর॥
সাত গাছ তাল যদি বিঁধ এক বাণে।
তবে জিনিতে পারিবা বালি
লয় মোর মনে॥
হাসেন রঘুনাথ প্রকাশ দশ দিগে।
সপ্ত তাল বিঁধিতে মিতা
কোন্ কার্য্য লাগে॥
*চিত্রবিচিত্র বাণ কনকে রচিত।
তূণে হইতে বাণ রাম খসান আচম্বিত॥*
দৃঢ় মুষ্টি করিয়া বাণ
আনিলা দক্ষিণ কাঁধে।
ছুটিল রামের বাণ সাত তাল বিঁধে॥
সাত তাল বিঁধিয়া বাণ করিল দুয়ার।
ঋষ্যমূক পর্ব্বত বিঁধিয়া বাণ হইল পার॥

এক বাণে পর্ব্বত বিঁধিল সাত তালে।
বজ্রাঘাত শব্দ করিয়া বাণ
সাঁধাইল পাতালে॥
রাজহংস মূর্ত্তি ধরিলা বাণ
আসিবার কালে।
নেউটিয়া বাণ গেল শ্রীরামের তূণে॥
নিজ মূর্ত্তি ধরি বাণ সাঁধাইল টোনে।
নাকে হাথ দেয় সুগ্রীব ভাবে মনে মনে॥
সকল বানর নিল শ্রীরামের পদধূলি।
তুমি মারিতে পার এক সহস্র বালি॥
সুগ্রীব বলে তোমার বিক্রম দর্শনে জানি।
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া প্রভু আস্যাছ আপনি॥
তোমা হেন মিতা মোরে মিলাইল বিধাতা।
তোমার প্রসাদে পাইব রাজদণ্ড ছাতা॥
রাম বলেন বিলম্বেতে কোন্ প্রয়োজন।
বালির সঙ্গে ঝাট মোরে করাহ দরশন॥
দেখামাত্র বালিকে মারিয়া ঘুচাইব ডর।
সুখে রাজ্য কর মিতা লইয়া বানর॥
সুগ্রীবেরে দিলা রাম আশ্বাস বচন।
সাতজন কিষ্কিন্ধায় করিলা গমন॥
রাজদ্বারে সুগ্রীব গেলা ধীরে ধীরে।
গাছের আড়ে লুকাইয়া রহিলা ছয় বীরে॥
রাজদ্বারে সুগ্রীব গিয়া ছাড়ে সিংহনাদ।
সিংহনাদ শুনিয়া বালি
করুক রুষিয়া বাদ॥
সিংহনাদ ছাড়ে সুগ্রীব বালির দুয়ারে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে যেন পর্ব্বত উপরে॥
রামের তেজে সুগ্রীবের বাড়য়ে বিক্রম।
সুগ্রীবের সিংহনাদে কাঁপে স্থাবর জঙ্গম॥
সুগ্রীবের সিংহনাদে কাঁপিল রাজরাণী।
যুক্তি নাহি শুনে বানররাজ বালি॥
বাহির হৈয়া বালি রাজা চৌদিগ নেহালে।
সুগ্রীব দেখিয়া বালি
অধিক কোপে জ্বলে॥
বালি সুগ্রীব দুইজনে হইল হুড়াহুড়ি।
হুড়াহুড়ি করিয়া দুহেঁ করে গালাগালি॥
কেহো কারে জিনিতে নারে দুইজন সোঁসর।
আঁচড়ে কামড়ে দুহেঁ হইল জর্জ্জর॥
বজ্র চাপড় মারে বালি সুগ্রীবের বুকে।
কাতর হইল সুগ্রীব রক্ত উঠে মুখে॥
বাণ যুড়িয়া নেহালয়ে দুই সহোদর।
বয়েসে বেশে দুই বানর একই সোঁসর॥

দুই ভাই একই চিনিতে রাম
হইলা বিস্মিত।
বাণ এড়িতে সাহস নাহি পাছে মরে মিত॥
বজ্র চাপড় মারে সুগ্রীবের বুকে।
অচেতন হইল সুগ্রীব রক্ত উঠে মুখে॥
রক্তে রাঙ্গা হৈয়া বালি পাছু দিল খেদা।
প্রাণে মারিতে না পারিল নাহিক মর্য্যাদা॥
ঋষ্যমূক পর্ব্বতে সুগ্রীব সাঁধায় ডরে।
তর্জ্জনগর্জ্জনে বালি রাজা যায় ঘরে॥
প্রাণ লৈয়া পলাইল না পারিল মারিতে।
সিংহাসনে বসি বালি অসুখ ভাবি চিত্তে॥
ঘায় কাতর সুগ্রীব জিরায় পর্ব্বতে।
রাম লক্ষ্মণ চারি বানর গেল তার ভিতে॥
হেট মাথায় আছে সুগ্রীব পাইয়া অপমান;
ঘায় কাতর বীর হৈয়াছে অচেতন॥
মাথা তুলিয়া সুগ্রীব রামের দিগে চায়।
অনুযোগ যত করে শ্রীরাম তাহা সয়॥
বালি যদি না মারিবে বলিবারে লাগে।*
তবে কেন পাঠাইলা বালি রাজার আগে॥
বালি মারিবা তুমি হেন দিলা আশ্বাস।
আমা ঠেকাইয়া তুমি হইলা এক পাশ॥
এখন তখন বাণ এড় এই মোর মনে।
কৈ রাম কৈ বাণ ভাগ্যে জিলাম প্রাণে॥
আজি যদি মরিতাম বালির সংগ্রামে।
কি করিত রাজ্য মোর কি করিত রামে॥
রাম বলেন মিতা তুমি না বল বিস্তর।
তোমরা দুই ভাই দেখি একই সোঁসর॥
বয়েসে বেশে দেখিলাম দুহাঁর এক ঠান।
মিত্রবধের কারণ আমি না এড়িলু বাণ॥
চিহ্ন দিব যেন এবার মিসাইলে চিনি।
বালি রাজা মারিয়া তোমায়
দিব রাজ্য রাণী॥
সে রাত্রি বঞ্চিলা সুগ্রীব রামের আশ্বাসে।
কিষ্কিন্ধাকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥

রাত্রি প্রভাত হইল অতি বিহান বেলা।
আনিয়া গাছের ফুল লক্ষ্মণ গাঁথেন মালা॥
পর্ব্বতিয়া গাছের ফুল
ধরে নানা জ্যোতি।
সেই ফুলে মালা গাঁথিল
লক্ষ্মণ যোদ্ধাপতি॥

*মালা গাঁথি দিল লক্ষ্মণ সুগ্রীবের গলা।
সাত বীর যাত্রা কৈল অতি বিহান বেলা॥*
রাজ্যলোভে সুগ্রীব সহোদর বধিতে মন।
সুগ্রীব পাছে করিয়া আগু হইলা লক্ষ্মণ॥
মাঝে মাঝে যান রাম হাথে ধনুক শর।
রামের পাছু লাগিয়া যায় পঞ্চ বানর॥
সুর্য্য ফেলাইয়া দিলা সুগ্রীবেরে মালা।
আকাশ হইতে পড়ে মালা সুগ্রীবের গলা॥
লক্ষ লক্ষ হাথী দেখে পর্ব্বতপ্রমাণ।
বনের ভিতরে দেখে উত্তম এক স্থান॥
বনের ভিতরে দেখেন স্থান উত্তম।
চারিদিগে কদলিবন মুনির আশ্রম॥
রাম বলেন দেখ হে অপুর্ব্ব কদলি।
কোন্‌জন সৃজিলা এই আশ্রম মণ্ডলী॥
সুগ্রীব বলে তপ করিত মুনি সপ্তজন।
দশ হাজার বৎসর উপবাস একদিন পারণ॥
দশ সহস্র বৎসর তপ করিল অনাহারে।
সেই তপঃফলে তাঁরা গেলা স্বর্গপুরে॥
দুই ভাই বন্দিলা গিয়া আশ্রমমণ্ডলী।
সে স্থান বন্দিয়া গেলে সর্ব্বত্র কুশলী॥
আশ্রমমণ্ডলী বন্দে পঞ্চবানর।
সাত বীর গেলা তবে কিষ্কিন্ধা নগর॥
সুগ্রীব বলে এই আইলাম বালির দুয়ার।
আপন সত্যে মিতা তুমি হইবে পার॥
রাম বলেন মিতা তুমি মাল্য বিভূষিত।
আজি বালি মারিয়া তোমার ঘুচাইব ভীত॥
দেখিবামাত্র বালি মারিয়া ঘুচাইব ডর।
বাহুড়িয়া বালি আজি না যাইবে ঘর॥
সাত তাল বিঁধিয়া দ্বার কৈলু যেই বাণে।
সেই বাণে বালি আজি বধিব পরাণে॥
মিথ্যা নাহি বলি আমি না করিহ আন।
আজি বালি বাহির হইলে হারাইবে পরাণ॥
সিংহনাদ ছাড়ে সুগ্রীব বালির দুয়ারে।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে পর্ব্বত শিখরে॥
*রামের তেজে সুগ্রীবের বাড়িল বিক্রম।
সুগ্রীবের নাদে কাঁপে স্থাবর জঙ্গম॥*
সিংহনাদে রুষিল বানর রাজা বালি।
কার বোল নাহি শুনে আয়ুদড় চুলি॥*
কোপে মুখ রাঙ্গা হইল জ্বলন্ত আঙ্গরা।
চন্দ্রসুর্য্য জিনিয়া ফিরে দুই চক্ষের তারা॥
সত্তরি যোজন বীর আড়ে পরিসর।
দেড় শত যোজন শরীর উভেতে দীঘল॥

নকুলপ্রমাণ হয় যখন মায়া করে।
আকাশ যুড়িতে পারে যখন শরীর বাড়ে॥
দীঘল লেজ বালি রাজার যোজন পঞ্চাশ।
যখন উভ করে লেজ ঠেকয়ে আকাশ॥
তারা মহাদেবী বলে বুদ্ধেতে আগুলি।
আলিঙ্গন দিয়া রাখে বানর রাজা বালি॥
কোপ তেজহ প্রভু রণে না দেহ মন।
আমার কথা শুন তুমি জীবন কারণ॥
ছয় মাস জিরায় যে এক দিনের রণে।
কালি পলাইয়া আজি আইসে
বিস্ময় ভাবি মনে॥
হারিয়া যে জন যায় সে পুন
যুঝিতে হাঁকারে।
পণ্ডিতজন হইলে সে অবশ্য বিচারে॥
আপনা পাসর তুমি আপনার কোপে।
চিন্তিতে ভাবিতে আমার প্রাণ কাঁপে॥
সুর্য্যবংশে রাজা ছিল দশরথ নাম।
তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আপনি শ্রীরাম॥
বাপের সত্য পালিতে রাম হইলা বনবাসী।
জটা বাকল পরিধান দুই ভাই তপস্বী॥
রাজ্য হারাইয়া সুগ্রীব নানা
বুদ্ধি সৃজসে।
রাম সহায় করিয়া সুগ্রীব
যুঝিবারে আইসে॥
ভালমন্দ হউক সুগ্রীব তবু সহোদর।
সহোদরের সঙ্গে যুদ্ধ বড়ই দুষ্কর॥
জ্যেষ্ঠ হৈয়া কনিষ্ঠ পালন করিতে লাগে।
সুগ্রীবের সঙ্গে রাজ্য করহ একযোগে॥
সকল বানর রাজ্য করে সুগ্রীব বাঞ্ছিত।
সহিতে না পারে সুগ্রীব করে বিপরীত॥
আমার বচন তুমি না করিহ হেলা।
অহঙ্কারে না যাইও প্রভু সংগ্রামের বেলা॥
বালি বলে আমারে চিন্তিও চন্দ্রমুখী।
সুগ্রীব লাগিয়া যত বল আমি নাহি সুখী॥
দানব মারিতে আমি সাঁধালু পাতালে।
সুড়ঙ্গদ্বারে থুয়্যা গেলাম সুগ্রীব চণ্ডালে॥
গাছ পাথর দিয়া সুগ্রীব
সুড়ঙ্গদ্বার ঢাকে।
তোমারে সে লইলেক মোর
জাতি নাহি রাখে॥
তোর কথায় সুগ্রীবেরে না মারিব প্রাণে।
হাথে গলায় বাঁধিব দিব তোর বিদ্যমানে॥

তারা বলে শুন প্রভু আমার বচন।
আজিকার দিন তুমি না করহ রণ॥
পৃথিবী খান খান হয় পৃথিবী উলটে।
চন্দ্র সূর্য্য সমুদ্র রামের বাণে কাটে॥
হেন রাম করিয়া সহায় সুগ্রীব আইসে।
সুগ্রীবের দোষ নাহি
আমার কর্ম্মের দোষে॥
বালি বলে রাম সত্য পালিতে
রাজ্যভোগ তেজে।
কিছু দোষ নাহি করি
মারিবেন কোন্ কার্য্যে॥
পরের বোলে রঘুনাথ অধর্ম্ম নাহি করি।
তাহে আমার ভয় নাহি
শুনলো সুন্দরী॥
তারা বলে বালি রাজার বুদ্ধি নাহি ঘটে।
সুগ্রীব হেন খল যদি না থাকে নিকটে॥
বালি বলে রাম লক্ষ্মণ
সুগ্রীব যদি আইসে।
তবু নাহি ভঙ্গ দিব যুঝিব সাহসে॥
রুষিল যে বালি রাজা ভীষণ গর্জ্জনে।
না শুনিল তারা মহাদেবীর বচনে॥
স্বামী প্রদক্ষিণ করিয়া পড়িছে মঙ্গল।
তারার চক্ষের জল করে ছলছল॥
জানিল বালির মৃত্যু তারা কাঁদয়ে প্রচুর।
সাত শত সতিনী মেলি তারা
যায় অন্তঃপুর॥
বাহির হইয়া রাজা চারিদিগ নেহালে।
সুগ্রীব দেখিয়া বালি
অধিক কোপে জ্বলে॥
বালি সুগ্রীব এখন দুইজনে হুড়াহুড়ি।
হুড়াহুড়ি এড়িয়া দুইজনে জড়াজড়ি॥
জড়াজড়ি এড়িয়া দুইজনে বেড়াবেড়ি।
বেড়াবেড়ি এড়িয়া দুইজনে মারামারি॥
কেহো কারে জিনিতে নারে
দুইজন সোঁসর।
দুই ভাই মল্লযুদ্ধ করে এক প্রহর॥
সুগ্রীব হইতে বালি রাজা বলে মহাবল।
এক চাপড়ে সুগ্রীবেরে করিল কাতর॥
বজ্র মুঠাক মারে বালি সুগ্রীবের বুকে।
অচেতন সুগ্রীব রাজা রক্ত উঠে মুখে॥
সুগ্রীব অচেতন রাম দূরে হইতে দেখে।
ঐষীক বাণ রাম যুড়িলেন ধনুকে॥

ত্রাস পাইয়াছে সুগ্রীব পলাইবার মনে।
প্রান্তরে থাকিয়া বাণ যুড়িলা সন্ধানে॥
দশদিগ আলো করিয়া রামের বাণ ছুটে।
বজ্রাঘাত সম গিয়া বালির বুকে ফোটে॥
প্রাণ গেল করিয়া পড়ে করে হাহাকার।
কোন্ জনে হানিল মোরে দারুণ প্রহার॥
পাতালে ভেদিল বাণ লাড়িতে নারে পাশ।
এক বাণে পড়িল বালি ঘন বহে শ্বাস॥
পড়িল যে বালি রাজা ইন্দ্রের নন্দন।
গলার উত্তরি লোটায় গায়ের অভরণ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের থাকিল বিষাদ।
রাম হেন ধার্ম্মিক হৈয়া পাড়িলা প্রমাদ॥

পড়িল যে বালি রাজা করে ছটফট।
ধাইয়া রঘুনাথ গেলা বালির নিকট॥
মৃগ মারিয়া ব্যাধ যায় মৃগের উদ্দিশে।
বালি মারিয়া গেলা রাম
বালি রাজার পাশে॥
পাকল আঁখি করিয়া বালি
রামেরে নেহালে।
দন্ত কিড়িমিড়িয়া রামেরে গালি পাড়ে॥
নিষেধিল তারা মোরে বিবিধ বিধানে।
হেন চণ্ডালেরে বিশ্বাস গেলাম
ধার্ম্মিক গেয়ানে॥
রাজকুলে জন্মিয়া রাম ধর্ম্ম নাহি শিখি।
পঞ্চনখীর ভিতরে আমি নহি পঞ্চনখী॥
শশক গণ্ডার কূর্ম্ম নাহি আর শল্য গোধা।*
এই পঞ্চ মারিতে তিলেক নাহি ব্যথা॥
আমার চর্ম্ম পাতিয়া তুমি
না করিবা আসন।
আমার চর্ম্ম পাতিয়া তুমি
না করিবা ভোজন॥
নির্দ্দোষ বানর আমি
মারিলা কোন্ কার্য্যে।
তুমি রাজা হইলে শুভ
নাহি সেই রাজ্যে॥
কোন্ দেশ লুটিলাম আমি
করিলাম কোন্খান।
কোন্ দোষ পাইয়া মোর বধিলা পরাণ॥
উত্তম কুলে জন্ম রাম হইলা রাজকুলে।
ধার্ম্মিক রঘুনাথ বলি সর্ব্বলোকে বলে॥

এতেক বুঝিয়া বিশ্বাস গেলাম চন্ডালে।
তপস্বীর বেশ ধরিয়া বেড়াও বনশালে।
তপস্বী নহ রাম তুমি চন্ডাল আকার।*
তৃণে কূপ ঢাকিল না করিলু বিচার॥
তৃণে পথ ঢাকিয়া পড়ে কূপে
পাড়িলে সে জানি।
সর্ব্বলোকে বলে রাম তুমি গুণমণি॥
ভাই ভাই কন্দল আমরা
তুমি হইবা সাক্ষী।
কোথাও নাহি শুনি এমত
কোথাও নাহি দেখি॥
ভাল গুণমণি তুমি ভাল গুণমণি।
আনের সঙ্গে যুদ্ধ করি
আনে আসি হানি॥
সুগ্রীব আমায় মারিবেক
এই সে যুক্তি আইসে।
তুমি আমায় মারিলা পাইয়া কোন্ দোষে॥
মাথা তুলিয়া লোকের আগে
কহিবা কোন্ লাজে।
আদেখা ঘায় মারিলা বালি বানরের রাজে॥
দশরথ নামে রাজা ধর্ম্ম অবতার।
তোমরা কেন হইলা কুলের অঙ্গার॥
ধর্ম্ম নাহি জান তপস্বী
বলাও বাপের গৌরবে।
তেঞি আসিয়া মিসাইলা চন্ডাল সুগ্রীবে॥
পাপ সনে মিলিয়া কর পাপের মন্ত্রণা।
আনের সঙ্গে যুদ্ধ করি আনে দেয় হানা॥
বানর হইতে কার্য্য হয় যদি জান মনে।
আগে বাড়িয়া আমারে না
বলিলা কি কারণে॥
এক লাফে যাইতাম আমি সাগরের পার।
রাবণ মারিয়া করিতাম সীতার উদ্ধার॥
আমার সঙ্গে রণ করিতে
আইল লঙ্কেশ্বর।
লেজে বাঁধিয়া ডুবাইলাম চারি সাগর॥
লেজের বন্ধন তার কিষ্কিন্ধায় খসে।
আমার চরণ বন্দিয়া সে উঠিল আকাশে॥
এত করিতে না পারিবে
সুগ্রীব বলেতে ঊন।
অনেক শক্তিতে করে সাগর বন্ধন॥
দুই কটকে যুদ্ধ করিয়া পাড়িবে অপার।
ততদিনে হইবে সীতা অস্থিচর্ম্মসার॥

আমি আনিয়া দিতাম রাবণ
গলায় দিয়া দড়ি।
সুন্দর রূপে আনিতাম আমি
সীতা তো সুন্দরী॥
রঘুবংশকুলে দশরথ রাজার খেয়াতি।
তাহার তনয় হৈয়া থুইলা অখ্যাতি॥
পাপে কেন দিলা মতি ভাল নহে ব্যভার।
চুরি করিয়া হানিলা মোরে দারুণ প্রহার॥
আদেখা ঘায় রাম প্রাণ বধিলা মোরে।
রাবণে নিলেক সীতা মজাইলা আমারে॥
*রাবণ নিলেক সীতা সৃষ্টি মজালে মোর।
সত্য পালিতে আসি তুমি
যুদ্ধে হৈলে চোর॥*
পূর্ব্বে যত দুঃখ দিলু রাবণেরে
সাগরে পিয়ালু পানি।
রাবণেরে বাঁধিয়া কিষ্কিন্ধায় আনি॥
*এত বলি বালি রাজা ছাড়িল নিশ্বাস।
কিষ্কিন্ধাকান্ড গাইল
পন্ডিত কৃত্তিবাস॥*

রাম বলেন বানর তুমি চঞ্চল পশুজাতি।
চঞ্চল বানর তোমা আছয়ে সংহতি॥
আপনি অধার্ম্মিক তুমি
ধর্ম্ম চিনাও আনে।
বানর হইয়া মন্দ বল কি কারণে॥
পৃথিবীতে যত রাজা হইয়াছে যুগে যুগে।
দয়া করি কোন্ রাজা
এড়িয়া দেয় মৃগে॥
ঘাস খায় বনে চরে না করে অপরাধ।
তবু মৃগ মারিতে রাজা সভে হয় ব্যাধ॥
আমার রাজ্যে থাকিয়া তুমি কর পরদার।
তোমার পাপে আমার রাজ্যে
পাপের সঞ্চার॥
জ্যেষ্ঠ হৈয়া কনিষ্ঠের করিবা পালন।
কোন্ ধর্ম্মে ভ্রাতৃবধূ করিলা গমন॥
ভরত ভাই করিবেক রাজ্যের বিচার।
মৃগ পক্ষ কে কোথায় করে পরদার॥
আমার বাণে পড়িয়া খন্ডিল তোমার পাপ।
স্বর্গে যাইতে বানর কেন করহ সন্তাপ॥
*ভরত হেন করি আমি সুগ্রীবে পালন।
সুগ্রীবের মন্দ কৈলে নাহি তার জীবন॥*

সুগ্রীব মন্দ বলিবেক তাহা নাহি রাখি।
মিতালি কর্য্যাছি অগ্নি করিয়া সাক্ষী॥
সুগ্রীবের জ্যেষ্ঠ তুমি পরম গর্ব্বিত।
তোমার সঙ্গে ন্যায় মোর নহে তো উচিত॥
তোমার সঙ্গে ন্যায় করিতে
নাহি মোরে সাজে।
ক্ষমা কর বানররাজ পড়িলাম লাজে॥
মোর বাণে পড়িলা তুমি দৈবনির্ব্বন্ধিত।
আমার বাণে পড়িয়া তুমি হইলা পূজিত॥
প্রণাম করে বালি রাজা তোমার চরণে।
সুগ্রীব অঙ্গদে তুমি করিহ পালনে॥
সুগ্রীবেরে রাজ্য দিলা করিয়া অঙ্গীকার।
অঙ্গদেরে দিবা গোসাঞি কোন্ অধিকার॥
রণে ভঙ্গ না দেয় পুত্র যুঝে আগুয়ান।
আমার অঙ্গদ হইবে কটকের প্রধান॥
তুমি ধাতা তুমি কর্ত্তা তুমি তো বিধাতা।
সুগ্রীব অঙ্গদের তুমি
পূর্ব্বজন্মের পিতা॥
সুগ্রীব রাজা ভাল মন্ত্রণা নাহি জানে।
সুগ্রীব যেন অপমান না পায় ক্ষণে ক্ষণে॥
রাম বলেন পবলোক চিন্তহ বানররাজ।
যারে যথা থুইব আমি
বুঝিয়া তাহার কাজ॥
বাণে পবিত্র করিয়া তোমায়
থুইলু স্বর্গবাস।
তোমার পুত্র অঙ্গদেরে বাড়াব বিশেষ॥
রামের চরণে বালি করে যোড় হাথ।
বিরূপ যত বলিলাম ক্ষম রঘুনাথ॥
বালি রাজার কথা শুনি রঘুনাথের হাস।
কিষ্কিন্ধাকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

পড়িল বালি রাজা রঘুনাথের বাণে।
অন্তঃপুরে থাকিয়া তাহা
তারা দেবী শুনে॥
কাপড় না সম্বরে রাণী আলুয়াইয়া কেশে।
অঙ্গদ পুত্র লইয়া রাণী চলে
রাজার উদ্দেশে॥
বড় বড় সেনাপতি পলায় তরাসে।
কাঁদিতে কাঁদিতে তারা সভায় সম্ভাষে॥
যত রাজপুত্র ছিল রাজার সংহতি।
রাজা এড়িয়া পলায় কেন থুইয়া অখ্যাতি॥

বানরগণ বলে শুন গো ঠাকুরাণী।
দুই ভাই করিল আগে বিস্তর হানাহানি॥
তুমি যত বলিলা তাহা হইল বিদ্যমান্।
শ্রীরামের বাণে রাজা হারাইল পরাণ॥
চারি ভিতে বানর গিয়া রাখে অন্তঃপুরী।
অঙ্গদ রাজা করিয়া রাজ্য কর গো সুন্দরী॥
তারা বলে রাজ্য না চাই না চাই অঙ্গদ।
রাজ্যসুখ করিব আমি স্বামী হইল বধ॥
হিয়া হানে মাথা কোঁড়ে শরীর আছাড়ে।
লজ্জা এড়িয়া পুত্র লইয়া ধায় উভরড়ে॥
*হিয়া হানে মাথা হানে বসন না সম্বরে।
রণস্থলে গিয়া রাণী চৌদিগে দৃষ্টি করে॥
হাথের ধনুক বাণ এড়িয়াছেন রঘুনাথে।
লক্ষ্মণ দাণ্ডাইয়াছেন রামের অগ্রেতে॥*
হেট মাথায় আছেন সুগ্রীব
পাইয়া অপমানে।
সুগ্রীব দেখিয়া তারার অধিক দুঃখ মনে॥
রামের নিকট তারা ধায়্যা যায় রড়ে।
স্বামীর দুর্গতি দেখিয়া হাহাকার করে॥
মেঘের গর্জ্জনে প্রভু গর্জ্জেন সংগ্রামে।
বড় বড় বীর পড়ে তোমার সনে রণে॥
রামের বাণ খাইয়া তুমি লোটাও ভূমিতলে।
পুত্র এড়িয়া তারা স্বামীরে কৈল কোলে॥
আমার বচন নাহি শুন করিলা সাহস।
তোমার দোষ নাহি আমার দৈব দোষ॥
সকল স্ত্রীগণ কাঁদে কাঁদিছে অঙ্গদ।
উত্তর না দেহ প্রভু হইলা নিঃশবদ॥
হিয়া হানে মাথা কোঁড়ে মরিবারে চায়।
সাত শত সতিনী মেলিয়া তারারে বুঝায়॥
রাজ্য রাখ অঙ্গদ রাখ রাখ গো আপনা।
তুমি মরিলে বালির না জিবে একজনা॥
তারা বলে ভাই মারিলা সুগ্রীব অধিকারী।
ভাই মারিয়া না মার কেন সকল সুন্দরী॥
*এতেক বলিয়া কান্দে তারা ত সুন্দরী।
তারার ক্রন্দনে কান্দে সকল বানরী॥*
মাথায় হাথে কাঁদে অঙ্গদ কাঁদে পাত্রগণে।
সকল কিষ্কিন্ধা কাঁদে বালির মরণে॥
আছুক অন্যের কাজ কাঁদেন লক্ষ্মণ।
রাম সুগ্রীব বৈসেন বিরস বদন॥
তারা বলে রাম তুমি জন্ম উত্তম কুলে।
আমার স্বামী মারিলা তুমি
পাইয়া কোন্ ছলে॥

দেখাদেখি মারিতা যদি দেখিতা প্রতাপ।
আদেখা ঘায় মারিলা তুমি
থাকিলা সন্তাপ॥
প্রভু শাপ না দিল তোমায় করুণা হৃদয়।
মুঞি শাপ দিব যেন ফলয়ে নিশ্চয়॥
সীতা উদ্ধারিবা তোমার মনে এই আশ।
কথক দিন বই সীতা
ছাড়িবে তোমার পাশ॥
তুমি যেমন কাঁদাইলা কিষ্কিন্ধ্যা নগরী।
তোমারে কাঁদাইয়া সীতা
যাইবে পাতালপুরী॥
বানর জাতি তারা শ্রীরামেরে গর্জ্জে।
এতেক সম্পদ আমার তোমা লাগিয়া মজে॥
বালি কোলে করিয়া তারা
কাঁদে উচ্চস্বরে।
তারার ক্রন্দনে বালি বলে ধীরে ধীরে॥
তারারে প্রবোধ দেয় বানর রাজা বালি।
আমি রামেরে বিস্তর দিয়াছি গালাগালি॥
আমার বচনে রাম পাইয়াছে বড় লাজ।
তুমি মন্দ বলিয়া আর সাধিবে কোন্ কাজ॥
সীতারে হরিয়া নিল লঙ্কার রাবণ।
রাবণের অপরাধে হইল আমার মরণ॥
দৈবনির্ব্বন্ধ আমার কারে দিব দোষ।
রামেরে গালি দিলে রাম হইবে অসন্তোষ॥
তারারে বলয়ে বালি প্রবোধবচন।
মরণকালে ভাই সঙ্গে করে সম্ভাষণ॥
বালি রাজা বলে সুগ্রীব তুমি সহোদর।
তোমা আমায় বিসম্বাদ গেল তো বিস্তর॥
*তোমা আমা বিসম্বাদে এই হৈলা ফল।
তুমি রাজা কর আমার স্বর্গ যে নির্ম্মল॥*
তোমার দোষ নাহি আমার দৈব বিমুখ।
একবার তোমার সঙ্গে না কৈলু রাজ্যসুখ॥
রাজভোগে বাড়াইলু অঙ্গদ সুন্দর।
পায়ের তলে লোটাইয়া কাঁদে ধুলায় ধূসর॥
আমার বিহনে অঙ্গদেরে নাহি দিও তাপ।
আমার বিহনে হবে অঙ্গদের বাপ॥
ভয় পাইলে অঙ্গদেরে দিহ অভয় দান।
আমার বিহনে অঙ্গদের বাড়াইও সম্মান॥
আমি থাকিলে অঙ্গদের করাইত ঠাকুরাল।
ধার্ম্মিক রঘুনাথ মোরে হইল চণ্ডাল॥
দারুণ রামের বাণে পোড়য়ে শরীর।
ক্ষণেক থাকিয়া প্রাণ হইবেক বাহির॥

ইন্দ্র মোরে মালা দিল পুত্রের সন্তোষে।
সেই মাল সুগ্রীবে দিলাম দেখ সর্ব্বদেশে॥
রঘুনাথের ঠাঁঞি সুগ্রীব লইল অনুমতি।
সুগ্রীব মালা গলে দিল ধরে নানা জ্যোতি॥
সুগ্রীবেরে মালা দিয়া পুত্রের পানে চায়।
মরণকালে পুত্রেরে কিছু উপদেশ কয়॥
আমি যেমন বাড়াইলু রাজার গৌরবে।
তেন মত বাড়াইবে তোমা
খুড়া তো সুগ্রীবে॥
অহঙ্কার না করিহ পুত্র গুরুজনার আগে।
খুড়ার সেবা করিহ তুমি সেই ধর্ম্ম লাগে॥
সুগ্রীবের বৈরিভাব যথা যথা শুনি।
তাহা সভার সঙ্গে তুমি করিহ হানাহানি॥
রাজার অঙ্গজ তুমি রাজার হও নাতি।
সেবক হৈয়া কুলাইবা রাজার আরতি॥
এতেক বলিয়া বালি তেজিল পরাণ।
রামের বাণে পড়িয়া গেল স্বর্গভুবন॥
হিয়া হানে মাথা কোঁড়ে ফেলে অভরণ।
আরবার তারা রাণী করিছে ক্রন্দন॥
গলায় না দেখে প্রভুর ইন্দ্রের মালা।
কোন্ বীর কাড়িয়া নিল শোভা করে গলা॥
রামের দারুণ বাণ কেমতে করিব কোলে।
সুগ্রীবের বৈরিভাব এত দিনে ফলে॥
বুকে হইতে রঘুনাথ কাড়িয়া নিল বাণ।
বালি রাজার রক্ত বহে তো খরসান॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া তারা হইল বিকল।
পাত্রমিত্র তারা দেবীরে প্রবোধে সকল॥
*কান্দে তারা দেবী যে প্রবোধ নাহি সুনি।
হনুমান বলে কত কান্দ ঠাকুরাণী॥*
ধর্ম্মে ধার্ম্মিক বালি রাজা বিচারে পণ্ডিত।
মৃত লাগিয়া কাঁদ এ ত না হয় উচিত॥
অঙ্গদকে পালন করহ সুগ্রীবের অপেক্ষণ।
আমা সভাকার কর তোষণ পালন॥
অঙ্গদ হইবে রাজা দেখিহ আপন আঁখি।
শোক না করহ তুমি শুন চন্দ্রমুখী॥
রাম সুগ্রীব বড় লজ্জিত
অঙ্গদ করিবে রাজা।
সকল রাজাখণ্ড করিবেক অঙ্গদের পূজা॥
তারা বলে শুন হনুমান
স্বামী লোটায় ধূলি।
স্বামীর সঙ্গে গেলে আমি
সর্ব্বত্রেতে তরি॥

স্ত্রীলোকের পালন স্বামী ভাল জানে।
কি করিতে পারে পুত্র স্বামী বিহনে॥
পুত্রেরে অধিক বলিলে মারিবারে আইসে।
স্বামীরে অধিক বলিলে মনে মনে হাসে॥
শতেক পুত্রের যদি হই পুত্রাণী।
তবু রাণ্ডী বলিবে মোরে
অপযশ কাহিনী॥
কান্দিতে কান্দিতে তারা হইল বিকল।
তারাব ক্রন্দনে সুগ্রীব হইল ফাঁফর॥
রাম বলেন মিতা তুমি না কর বিষাদ।
কারো দোষ নাহি দৈবে পাড়িল প্রমাদ॥
তারা অঙ্গদ লইয়া গিয়া
অগ্নিকার্য্য কর রাজা।
শোক না করিহ শুন বানরের রাজা॥
শুষ্ক কাষ্ঠ বাছিয়া আন অগোর চন্দন।
রাজযোগ্য বস্ত্র আন বিচিত্র নির্ম্মাণ॥
তোমার ক্রন্দনে কারো ক্রন্দন নাহি রয়।
বালি রাজা লইয়া ঝাট পম্পা নদী যায়॥
পৃথিবী যুড়িয়া বালির দুর্জ্জয় শরীর।
বালি রাজা বাহিতে আনে এক লক্ষ বীর॥
লক্ষ্মণ বলেন হনুমান আমার বাক্য শুনি।
ভাণ্ডার হইতে দ্রব্য বাহির
করহ আপনি॥
লক্ষ্মণের বচনে হনুমান
সাঁধায় ভাণ্ডারে।
নানা রত্ন ধনভাণ্ডার হইতে বাহির করে॥
রাজ চতুর্দ্দোল আনিল বিচিত্র বসন।
বিলাইতে আনে তবে নানা রত্নধন॥
রাজ চতুর্দ্দোল আনি বেড়িল ওয়াড়ে।
বালি রাজা লইয়া ঠাট পম্পা নদী লড়ে॥
বালি রাজায় স্নান করায়
পম্পা নদীর জলে।
চন্দন কাষ্ঠের চিতা করিল
পম্পা নদীর কূলে॥
রাজযোগ্য চিতা করিল
সুগন্ধি পুষ্প পাড়ি।
তারা অঙ্গদ ধরিয়া তুলিল
চিতার উপর বালি॥
বালির অগ্নিকার্য্য করিল বানরগণ।
রামের বাণে পড়িয়া বালি গেলা স্বর্গভুবন॥
সকল বানরগণ গেল রামের বিদ্যমান।
সুগ্রীব রাজার আজ্ঞা পায়্যা বলে হনুমান॥

তোমার প্রসাদে গোসাঞি
সুগ্রীব হইলা রাজা।
রাজদ্বারে আইস গোসাঞি
তোমা করিব পূজা॥
তোমার প্রসাদে গোসাঞি
সুগ্রীব অধিকারী।
রাজদ্বারে আইস গোসাঞি
তোমার পূজা করি॥
রাম বলেন নগরে আমি না করি প্রবেশ।
চৌদ্দ বৎসর বনে থাকিব বাপের আদেশ॥
তোমায় বলি সুগ্রীব রাজা বীর অবতার।
রাজা হৈয়া রাজ্য কর গিয়া অধিকার॥
বালি রাজা মারিলু আমি
বড় পাই লাজ।
আমা দেখিয়া পালিহ অঙ্গদ যুবরাজ॥
তারা মহাদেবীর তুমি করিহ পুরস্কার।
তারার মন্ত্রণায় করিহ রাজ্যের বিচার॥
শ্রাবণ মাস সমুখ বসিয়া প্রবেশ।
বর্ষায় সুখে থাকুক বানর কটক দেশ॥
বর্ষা অভাবে যে বানর থাকিবে একদণ্ডী।
বালি রাজা হেন তার স্ত্রী করিব রাণ্ডি॥
শ্রীরামের আজ্ঞা পায়্যা সুগ্রীব
গেল অন্তঃপুরী।
বালির ক্রিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম শাস্ত্রবিধানে করি॥
বালির কর্ম্মধর্ম্ম করিল শাস্ত্রবিধানে।
সকল ভাণ্ডার শূন্য করিল
মণিমাণিক্য দানে॥
সুগ্রীব রাজা করিতে আইল রাজ্যখণ্ড।
সিংহাসন বাহির হইল ছত্র নবদণ্ড॥
শুভক্ষণে সুগ্রীব রাজা বসিল সিংহাসনে।
চারিদিগে চামর ঢুলায় বানরগণে॥
রঘুনাথের বাক্য যেন পাষাণের রেখ।
সাগরের জলে সুগ্রীবে করে অভিষেক॥*
ছত্রদণ্ড দিল তারে কিষ্কিন্ধা নগরী।
অভিষেক করিয়া দিল তারা ত সুন্দরী॥
পলাইয়া বেড়াইত সুগ্রীব
বনে আর টালে।
রামের প্রসাদে সুগ্রীব করে ঠাকুরালে॥
আছিল সুগ্রীব রাজা দেশদেশান্তরী।
রাজ্যভার পাইল আর তারা তো সুন্দরী॥
রামের বচন লঙ্ঘিলে কুশলে নাহি থাকে।
সুগ্রীব অভিষেক করিয়া অঙ্গদ অভিষেকে॥

অঙ্গদেরে যুবরাজ করিল মন্ত্রিগণ।
রাম জয় করিয়া ডাকে সকল বানরগণ॥
সীতার তরে কাঁদেন রাম করিয়া ধেয়ান।
বর্ষা বঞ্চিতে যান পর্ব্বত মাল্যবান॥
*দুই ক্রোশ পথ রাম উশরিয়া রয়।
পর্ব্বতের উত্তম সুগন্ধি বায়ু বয়॥
বাসা কর‍্যা রহিল রাম পর্ব্বত শিখরে।
পর্ব্বতের ঠাঞি ঠাঞি উত্তম সরোবরে॥*
ঠাঞি ঠাঞি পর্ব্বতের উত্তম দেখেন স্থান।
নানা বর্ণে বৃক্ষাদি দেখেন বিচিত্র নির্ম্মাণ॥
কিছুই না বলে রাম সীতার তরে চিন্তে।
বরিষা বঞ্চিতে রাম আঁখির লোহে তিতে॥
আহার পানি খাইতে রামের নাহি মন।
কাঁদিয়া পোহান রাত্রি নিত্য জাগরণ॥
রাজভোগে সুগ্রীব রাজা দিনে দিনে আন।
সীতার তরে কাঁদেন রাম করিয়া ধেয়ান॥
সোনার খাটে শোয় সুগ্রীব
তাহে নেতের তুলি।
সীতার তরে কাঁদেন রাম লোটাইয়া ধূলি॥
বাছের বাছ সুন্দরী লৈয়া
সুগ্রীবের অভিলাষ।
সীতা লাগি কান্দেন রাম
বরিষা চারি মাস॥*
কাঁদিতে কাঁদিতে রাম হইলা অচেতন।
ক্ষণে ক্ষণে প্রবোধ রামে দিতেছেন লক্ষ্মণ॥*
বড় বড় উৎপাত যদি পড়য়ে প্রমাদ।
মহাপুরুষ হইলে তাহা না করে বিষাদ॥
শোকে বুদ্ধিনাশ হয় পাগল হয় শোকে।
শোকে পাগল হইলে প্রভু
ঘৃণা করিবে লোকে॥
জিয়ে কি মরে সীতা করিব বিচার।
স্ত্রী লাগিয়া অচেতন কোথাকার ব্যভার॥
লক্ষ্মণের প্রবোধে রাম হইলা সুস্থির।
যাবৎ নাহি হয় লক্ষ্মণ ঘরের বাহির॥
রাম শান্তাইয়া যান লক্ষ্মণ ফল আনিবারে।
শোকে অচেতন রাম কাঁদেন শূন্য ঘরে॥
আসিয়া দেখেন লক্ষ্মণ রামের ক্রন্দন।
রামের ক্রন্দনে কাঁদেন ঠাকুর লক্ষ্মণ॥
সর্ব্বাঙ্গ তিতিল রামে লোহ ভরে আঁখি।
রামের ক্রন্দনে কাঁদে বনের মৃগ পাখি॥
কাঁদিতে কাঁদিতে রামের গেল শ্রাবণ মাস।
রামের ক্রন্দন রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

বর্ষা প্রভাত হইল শরৎ প্রবেশ।
রাম বলেন তবু সীতা নহিল উদ্দেশ॥
রাজ্যখণ্ড লইয়া সুখে ভুলিয়া থাকিল মিত।
রাণী লৈয়া কে[illegible] করে শুনে নৃত্যগীত॥
সুগ্রীব লাগিয়া মারিলাম বানর রাজা বালি।
আমার চিন্তা এড়িল মিতা
রাজভোগে ভুলি॥
কিষ্কিন্ধায় চল লক্ষ্মণ আমার বচনে।
আপনা পাইল মিতা আমা নাহি জানে॥
এইরূপে চল ভাই কিষ্কিন্ধানগর।
বিরূপ না বলিহ ভাই তর্জ্জন উত্তর॥
লক্ষ্মণ বলেন আমি যাই কিষ্কিন্ধা ভিতর।
একে বাণে মারিব আজি সুগ্রীব বানর॥
সুগ্রীব লাগিয়া যেই যুঝে কপিবর।
একে বাণে পাঠাইব তারে যমঘর॥
লক্ষ্মণের কোপ দেখিয়া রাম চিন্তিত অন্তর।
মিত্রবধ না করিহ ভাই তোমায়
দেখ্যা লাগে ডর॥
অগ্নি সাক্ষী করিয়া মিতালি
কর‍্যাছে কপিবর।
মৈত্র বধ না কর লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধর॥*
রামের ঠাঞি বিদায় হৈয়া লক্ষ্মণ বীর চলে।
বড় বড় গাছ লক্ষ্মণের পায় ঠেকি পড়ে॥
কুপিল লক্ষ্মণ বীর চলিল সত্বর।
রাজদ্বারে দেখিল বীর কটক বিস্তর॥
লক্ষ্মণের কোপ দেখি বানর হইল ফাঁফর।
লক্ষ্মণেরে মাথা নোঙায় বড় বড় বানর॥
লক্ষ্মণের কোপ দেখিয়া বানর হইল অস্থির।
লাখে লাখে হয় বানর গড়ের বাহির॥
লক্ষ্মণ বলে অঙ্গদ তুমি বালির নন্দন।
তোমার খুড়ায় জানাও গিয়া আমার আগমন॥
চিন্তায় চিন্তিত অঙ্গদ চলিল সম্ভ্রমে।
রাজ অন্তঃপুরে যায় হৈয়া সাবধানে॥
সুগ্রীবে বন্দিয়া বন্দে মায়ের চরণ।
যোড় হাথ করিয়া বলে দ্বারে লক্ষ্মণ॥
নিদ্রা যায় সুগ্রীব রাজা শৃঙ্গার অবসাদে।
কুঙ্কুম কস্তুরি রাজার শোভে মৃগমদে॥*
শৃঙ্গার কৌতুকে রাজা নিদ্রায় অচেতন।
কিছু নাহি শুনে সে অঙ্গদের বচন॥
রাজাকে চিয়াইতে বানর নানা বুদ্ধি সাজে।
সকল বানর এক ঠাঞি
দন্ত কিড়মিড় করে॥



এ বোল শুনিয়া রাজা শয্যায় উঠিয়া বসি।
পাত্রমিত্র দেখি রাজা মধুর সম্ভাষি॥
পাত্রমিত্র বলে রাজা নিদ্রায় অচেতন।
কোপ করিয়া আছেন দ্বারে ঠাকুর লক্ষ্মণ॥
রাজা বলে অপরাধ না করি
কারে মোর ডর।
কোন্ কার্য্যে কুপিয়াছেন লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধর॥
বচনে মিতালি কৈলু শুনিতে সুস্বর।
মিতালি পালিতে হইল বড়ই দুষ্কর॥*
চঞ্চল বানর জাতি ক্ষণে ক্ষণে আন।
অকারণে রাম মোরে করে অভিমান॥
মহাবুদ্ধি হনুমান বুদ্ধে বৃহস্পতি।
রাজায় বুঝায় এখন উত্তম যুকতি॥
রাত্রিদিন থাক তুমি শৃঙ্গারের রসে।
রাত্রিদিন কাঁদেন রাম সীতার উদ্দিশে॥
কোপে ভাই পাঠাইয়া দিল তোমার আগে।
অনুযোগ বলিলে রাম সহিবারে লাগে॥
যাহার বাণে রাজা পৃথিবী উলটে।
তাহার বচন না শুনিলে পড়িবে সঙ্কটে॥
রাজমন্ত্রী বলিয়া রাজা আমার বিষয়।*
তোমারে উচিত বলিতে আমার কিবা ভয়॥
*বালি হেন মহাবীর পড়িল যার বাণে।
হেন রামের কুশল ভাব বাঁচিবে পরাণে॥*
রামের ক্রন্দন শুনিয়া মোর বুকে দেয় চীর।
শোকে কাতর রঘুনাথ প্রবোধে নহে স্থির॥
সুন্দরীগণ লৈয়া তুমি সদা কর কেলি।
মধুপানে চৈতন্য নাহি রাজভোগে ভুলি॥
শিওরে অগ্নি জ্বালিয়া রাজা
নিশ্চিন্তে নিদ্রায় মন।
মিত্র হৈয়া কুমিত্র হইলা যশ
বলিবে কোন্ জন॥
সাগরের পারে রাবণ তুমি নিকট হইলা রাবণ।
রাম লক্ষ্মণের বাণে পড়িবে বানরগণ॥
ভালমন্দ না জান রাজ্যের নাহি জান হিত।
যাহার প্রসাদে রাজ্য পাইলা
ভাণ্ডাও হেন মিত॥
সত্য না লঙ্ঘও তুমি অগ্নি কর‍্যাছ সাক্ষী।
ইহলোক তরিবা যদি রামে কর সুখী॥
সকল এড়িয়া রাম ভজ আর নাহি গতি।
একা রাম তুষ্ট হইলে তোমার অব্যাহতি॥
হনুমান যত বলে সুগ্রীব নাহি বাসে।
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥

লক্ষ্মণ বীরে ঝাট আনিয়া
দেহ আসন পানি
হাথে ধর পায় পড় বল মধুর বাণী॥
হাথে ধর পায় পড় কর পরিহার।
ইহা বহি রাজা আর নাহি প্রতিকার॥
হনুমান বলে সুগ্রীব রাজা বাসে।
লক্ষ্মণ বীর লইতে আইল সুগ্রীব আদেশে॥
ভিতর গড়ে লক্ষ্মণ গিয়া করিলা প্রবেশ।
অতি উত্তম পুরী যেন অমরাবতী দেশ॥
ইন্দ্রের নগরী যেন দেখি অমরাবতী।
আওয়াস ভিতরে ঘর ধরে নানা জ্যোতি॥
সাত শত বিহন্দ পরে ভিতর আওয়াস।
পঁচিশ যোজন ঘর লাগ্যাছে আকাশ॥
রত্নে বিভূষিত সুগ্রীব বস্যাছে সিংহাসনে।
চারিদিগে চামর ঢুলায় যত মন্ত্রিগণে॥
সুগ্রীবের এত সুখ রামের সন্তাপ।
দেখিয়া লক্ষ্মণ বীরের হয় মনে তাপ॥
লক্ষ্মণ দেখিয়া সুগ্রীব উঠিল সম্ভ্রমে।
ডাহিনেতে উমা উঠে তারা উঠে বামে॥
যোড় হাথে লক্ষ্মণেরে করিল স্তবন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া দিল বসিতে আসন॥
রুষিল লক্ষ্মণ বীর না লয় আসন পানি।
সুগ্রীবেরে গালি পাড়ে দুরাক্ষর বাণী॥
সত্য করিলা বানর তুমি
অগ্নি করিলা সাক্ষী।
রাজভোগ পায়্যা এখন সত্য নাহি রাখি॥
সীতার তরে ভাই আমার
জাগিয়া পোহায় রাতি।
রাত্রিদিবা কেলি করহ লইয়া যুবতী॥
কাহার প্রসাদে পাইলা কিষ্কিন্ধা নগরী।
কাহার প্রসাদে পাইলা তারা তো সুন্দরী॥
কাহার প্রসাদে পাইলা আপন স্ত্রী উমা।
রাত্রি দিন কেলি কর তবু নাহি ক্ষমা॥
সরলহৃদয় ভাই মোর তুমি বড় দুর।
রাম তোমায় মিতা বলিল তোঞি কি সমতুল॥
তোমার সমান দুষ্ট ত্রিভুবনে নাহি থাকে।
হেন কর্ম্ম কোথাও নাহি
করে কোন লোকে॥
তোরে মারি অঙ্গদেরে দিব রাজ্যভার।
অঙ্গদ করিবে সেহী সীতার উদ্ধার॥
অধার্ম্মিক বানর তুঞি রামের নহিস মিত।
তোমা মারিতে ধনুক দেখ চিত্রবিচিত্র॥

বালিবধে শুনিয়াছ ধনুক টঙ্কার।
সেই ধনুক হইবে তোমায় মহামার॥
বালি মরণে সবে মরিল একজন।
তোমায় মারিয়া তোর মারিব পুরীজন॥
বালি রাজায় দেখিয়াছ যাইতে স্বর্গবাটে।
সেই পথে পাঠাইব তোমায় যমের নিকটে॥
কৃতঘ্ন বানর তোমায় মারিলে নাহি পাপ।
এই তোরে মারি দেখ আমার প্রতাপ॥
প্রাণ লইব তোর বজ্রাঘাত বাণে।
এক ঠাঁঞি থাক গিয়া ভাই দুইজনে॥
বলিতে বলিতে লক্ষ্মণের কোপ বাড়ে।
ত্রাস পায়্যা সুগ্রীবের মুখে ধুলা উড়ে॥
উঠিল তারা দেবী শুনিয়া কাহিনী।
লক্ষ্মণের পায় পড়িয়া কহে মধুর বাণী॥
দশ কোটি রাক্ষস রাবণ রাজার সেনা।
চল্লিশ কোটি সেনা আর সহস্র গণনা।
এত কটক করিলে তবে সে রাবণ জিনি।
কিষ্কিন্ধায় বানর আন তবে সে উঠানি॥
জ্যেষ্ঠের মিতা হয় তারে কত পাড় গালি।
তোমার বিক্রম দেখিয়া লক্ষ্মণ
তোমারে সে বলি॥
দেশে দেশে যত বানর আমার শাসন।*
পঞ্চ দিবস ভিতরে আনিব ক্রোধ কি কারণ॥
রাজকুমার দুই কটক নাহি সঙ্গে।
দুরন্ত পাথার গভীর সাগর তরঙ্গে॥
সুগ্রীবেরে লক্ষ্মণের কোপ নেউটে।
হাথে ধরিয়া বসাইল আপন নিকটে॥
তারার বচনে লক্ষ্মণ অন্তরে ব্যথিত মন।
কৃত্তিবাস রচে গীত তারার বচন॥

সুগন্ধি পুষ্পের মালা পর্যাছিল গলে।
পুষ্পমাল্য ছিড়িয়া পড়িল ভূমিতলে॥
সিংহাসন এড়িয়া রাজা উঠিল ততক্ষণ।
যোড় হাথে লক্ষ্মণেরে করয়ে স্তবন॥
হারাইয়াছিলু রাজ্য পাইলাম রামের প্রসাদে।
তাহার প্রসাদে বাড়িল আমার সম্পদে॥
হেন রঘুনাথ আপনি বিষ্ণু অবতার।
কার শক্তি শোধিতে পারে রঘুনাথের ধার॥
সীতা উদ্ধারিবেন তিনি আপনার সতী।
নামে তরিয়া আমি যাব তাঁহার সংহতি॥

হেন রামের কার্য্য না করিয়া বসিয়াছি ঘরে।
বানর জাতির দোষ লক্ষ্মণ ক্ষমহ আমারে॥
লক্ষ্মণ বলে দোষ পাইলে ক্ষমে কোন্ জনে।
দোষ ক্ষমিতে পারেন শ্রীরাম আপনে॥
ভাইর দুঃখ দেখিয়া তোমায়
বলিলাম কর্কশ।
তোমায় কর্কশ কহিলাম আমার অপযশ॥
ক্ষমা কর বানররাজ কর পরিহার।
তোমায় বিরূপ বলিলু বড়ই অব্যভার॥

সাগরের পার রাবণের ঘর
শুনিতে বিষম কাহিনী।
একাকিনী পরবাস জীবনে নাহিক আশ
চারি মাস বার্ত্তা নাহি জানি॥
বানর হে সাধহ মৈত্রের কাজ।
রাত্রিদিন ক্রন্দন আহার পানি বর্জ্জন
কেমনে ধরিবে জীবন।
প্রবোধে রাম স্থির নহে চক্ষে জল ঘন বহে
দেশে রাম না করিবে গমন॥
শোক সাগরে পার কর তুমি প্রতিকার
সীতা দেবীর করহ উদ্ধার।
তিনজন দেশান্তরী তুমি দেহ এক করি
অযোধ্যায় যাই একবার॥
চতুর্দ্দোল আনিয়া চড় স্ত্রীসম্ভাষণ ছাড়
আপনি গিয়া দেও হে আশ্বাস।
কৃত্তিবাস রচিল গীত শ্রীরামচন্দ্র চরিত
সীতা লাগিয়া ছাড়েন নিশ্বাস॥

লক্ষ্মণের বোলে সুগ্রীব হৈয়া সম্বিধান।
বানর কটক ঝাট আন বীর হনুমান॥
হিমালয় পর্ব্বতে যাও পর্ব্বত মন্দার।
সুমেরু পর্ব্বতে যাও বানরের ঘর॥
উদয়গিরি অস্তগিরি যথা বানর বৈসে।
পৃথিবীর বানর যেন সাত দিনে আইসে॥
বানর আনিতে দূত পাঠাও দেশ দেশান্তরে।
পৃথিবীর বানর যেন আইসে সত্বরে॥
আজি কালি করিয়া বানর যেবা বলে।
স্ত্রী পুত্র বাহির করিবা তাহার ধরিয়া চুলে॥
বাহির হইল হনুমান কটকে বেষ্টিত।
কোটি কোটি দূত পাঠায় ধাইয়া চারিভিত॥

ভূমি আকাশ যুড়িয়া ঠাট যায় দেশে দেশে।
পৃথিবীর বানর সভ দশ দিনে আইসে॥
পৃথিবীর বানর সভ হইল হুলস্থল।
সুগ্রীবের তরে সভে আনি ফুলফল॥
ঠাট দেখিয়া সুগ্রীব রাজা ভাবে মনে মনে।
কার্য্যসিদ্ধি হইবে মোর বুঝি অনুমানে॥
সকল ঠাট রহিল গিয়া কিষ্কিন্ধা ভিতর।
ওর নাহি পায় বানর দেখিতে বিস্তর॥
কিষ্কিন্ধা এড়িয়া ঠাট করিল গমন।
সুগ্রীব চলিলা তবে মৈত্র সম্ভাষণ॥
নিজ কটক সুগ্রীবের ধারিল যোগান।
মৈত্র সম্ভাষণে যান পর্ব্বত মাল্যবান্॥
লক্ষ্মণ সুগ্রীব চতুর্দ্দোলে চড়ে দুইজন।
চারিভিতে চামর দুলায় যত বানরগণ॥
পথ বহিয়া যান সুগ্রীব পর্ব্বত মাল্যবান্।
রামের চরণে সুগ্রীব করিল প্রণাম॥
তবল নিশান ঢাক বাজে শঙ্খধ্বনি।
কটকের বোল রাম দূরে হইতে শুনি॥
শ্রীরামের চরণে সুগ্রীব করিল প্রণাম।
আশীর্ব্বাদ করিয়া কুশল পুছেন শ্রীরাম॥
রাম বলেন মিতা তুমি আছহ গৌরবে।
সুগ্রীব বলেন মিতা কুশলে আছি সভে॥
বালি রাজা মারিয়া তুমি দিয়াছ রাজ্যভার।
সত্যবন্দী হৈয়াছিলাম শুধিলু তোমার ধার॥
সীতা উদ্ধারিবা তুমি আপন শকতি।
নামের তরে যাইব মাত্র তোমার সংহতি॥
যত বানর আছিল পৃথিবীমণ্ডলে।
যত যত ঠাট আছে নদনদীকূলে॥
যত যত ঠাট আছে সমুদ্রের তীরে।
যত ঠাট আছয়ে সভ পর্ব্বতশিখরে॥
সকল ঠাট আসিয়াছে তোমার সংবাদে।
কোটি বৃন্দ ঠাট আইসে
অর্ব্বুদে অর্ব্বুদে॥
ত্রিশ কোটি যোজনের পথ এ তিন ভুবন।
এই পর্ব্বতে প্রবেশ করে যত বানরগণ॥
সপ্ত পাতালের বাহির সৃষ্টি নাহি আর।
ইহার ভিতরে যদি থাকেন সীতা
করিব উদ্ধার॥
রাম বলেন সুগ্রীব রাজা তুমি মোর মিত।
তুমি বহি কে আমার করিবেক হিত॥
আশ্চর্য্য নহে সূর্য্য ঘুচান অন্ধকার।
আশ্চর্য্য নহে মিতা তুমি করিবা উপকার॥
আশ্চর্য্য নহে মিতা মেঘে বরিষয়ে পানি।
তোমা হেন মিতা আমি বড় ভাগ্য মানি॥
দুই মৈত্রে পর্ব্বতে মধুর সম্ভাষণ।
ভূমি আকাশ যুড়িয়া আইসে বানরগণ॥
সহস্র কোটি বানর লৈয়া আইসে শতবলি।
যাহার কটক চলিতে গগনে লাগে ধূলি॥
গয় গবাক্ষ শরভ আইল গন্ধমাদন।
পঞ্চ কোটি বানর আইল
পঞ্চ ভাইর ভিড়ন॥
অঞ্জনিয়া দাড়াইল লইয়া ধুম্রাক্ষ।
ত্রিশ কোটি বানর লইয়া আইল গবাক্ষ॥
সহস্র কোটি বানর লইয়া আইল প্রমাথি।
সংগ্রামে পশিলে যারে বিক্রমে নাহি আঁটি॥
পৃথিবীর বানর হেলায় যদি নড়ে।
বারো যোজনের পথ কটক আড়ে বেড়ে॥
সত্তরি যোজনের পথ শরীর আড়ে পরিসর।
দুই শত যোজন শরীর উভেতে দীঘল॥
তিন শত যোজন শরীর আড়ে
দীঘে পরিমাণ।
বানর কটক জিনিয়া তার শরীর বাখান॥
সত্তরি কোটি বানর লৈয়া আইল কেশরী।
সংগ্রামে পশিলে যারে বিপক্ষে নাহি পারি॥
পূর্ব্ব দিগ্ হৈতে আইল বিনোদ সেনাপতি।
কোটি সহস্র বানর আসিয়াছে
তাহার সংহতি॥
লক্ষ কোটি বানর আইল গৌরবর্ণ ধরে।
দেখিয়া বিপক্ষ পলায় যার ডরে॥
সম্পাতি বানরের ভিড়ন কোটি অষ্টশত।
সম্পাতি বানর দেখিলে উড়য়ে রকত॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আইল সুষেণনন্দন।
আশী কোটি বানর আইল দুই ভাইর ভিড়ন॥
সুষেণ বেজ আইল সুগ্রীবের শ্বশুর।
তিন কোটি বৃন্দ ঠাট বুড়ার প্রচুর॥
ভল্লুক বুড়া লইয়া আইল
মন্ত্রী জাম্বুবান।
দুর্জ্জয় কটক লইয়া আইল বীর হনুমান॥
অঙ্গদ যুবরাজ আইল বানরের আগুসার।
অর্ব্বুদ কোটি বানর আইল সংহতি তাহার॥
*শত সহস্র বানরে এক লক্ষ জানি।
শত লক্ষ বানরে এক কোটি গণি॥
শত কোটি বানরেতে এক বৃন্দ জানি।*
শত বৃন্দ বানরেতে মহাবৃন্দ গণি॥

শতেক মহাবৃন্দতে এক খর্ব্ব জানি।
শতেক মহাখর্ব্বেতে এক শঙ্খ গণি॥
শত কোটি মহাশঙ্খে এক পদ্ম জানি।
শত কোটি মহাপদ্মে এক সাগর গণি॥
শত সাগরেতে হয় এক অক্ষৌহিণী।
শত অক্ষৌহিণীতে এক অপার গণি॥
নদনদী যুড়িলেক পর্ব্বত সকল।
সতরো দিনের পথ লৈয়া কটক জড় হইল॥
পৃথিবী যুড়িল ঠাট নাহি দিশপাশ।
কটকের ঠাট দেখিয়া রঘুনাথের হাস॥
রাম বলেন মিতা কটক
আইল তোমার পাশে।
চতুর্দ্দিগে বানর পাঠাও সীতার উদ্দিশে॥
সীতা দেবীর তুমি যদি করহ উদ্ধার।
তবে মিতা তুমি সত্যতে হইবে পার॥
রঘুনাথের ঠাঞি সুগ্রীব লইয়া অনুমতি।
চতুর্দ্দিগে বানর পাঁচে সুগ্রীব অধিপতি॥
বিনোদ সেনাপতি রাজা
ডাক দিয়া আনে।
পূর্ব্বদিগে চল তুমি সীতা অন্বেষণে॥
সহস্র কোটি বানর তোমার ভিড়ন।
সীতার উদ্দিশে তুমি করহ গমন॥
যত নদনদী যাইবে যত যাইবা দেশ।
যতেক পর্ব্বত দেখিবা করিবে প্রবেশ॥
যত যত পর্ব্বত যাইবা যত সংকটস্থান।
সকল বানর শুন হৈয়া সাবধান॥
স্বর্গ হইতে গঙ্গাদেবী আনিল ভগীরথে।
গঙ্গাদেবী পার হৈয়া যায় যূথে যূথে॥
সরযূ নদী পার হৈয়া যাইরে রঙ্কিনী।
কৌশিকী তরিয়া যাইবে
বিশ্বামিত্রের ভগিনী॥
দুইদিগে গরু চরে নদী গোমতী।
গোমতী পার হৈয়া যাইবে
নদী ভাগীরথী॥
ব্রহ্মপুত্র পার হৈয়া বঙ্গে করিহ প্রবেশ।
মন্দার পর্ব্বতে যাইও কীচকের দেশ॥
কর্ণপুর দেশ যাইও সমুদ্রের দ্বীপে।
কিরাত জাতি আছে তথা সমুদ্রসমীপে॥
কনক চম্পক হেন তা সভার বর্ণ।
উটের হেন তা সভার দুইখানি কর্ণ॥
কালো বর্ণ মুখ তাহার তাম্রবর্ণ চুলি।
এক পায় পথ বহে বলে মহাবলী॥

পানির ভিতর থাকে তারা
পানির মৎস্য ভোকে।
মানুষ ধরিয়া খায় যাহা পায় সমুখে॥
মানুষ বাঘ বলিয়া যাহার খেয়াতি।
সূর্য্যের তেজ সহিতে নারে
কিরাতজন জাতি॥
সীতা এড়িয়া থাকে যদি কিরাত সংহতি।
বড় যত্নে চাহিও তথা পরম শকতি॥
বিষর পর্ব্বত যাইও কিরাতের পার।
দেবগণ করে তথা কেলি অবতার॥
সর্ব্বক্ষণ আসিয়া থাকেন দেব পুরন্দর।
যত্ন করিয়া যাইও তথা সকল বানর॥
তাহার পূর্ব্বদিগে যাইও ক্ষীরোদসাগর।
শ্বেত পর্ব্বত দেখিবে তথা
ক্ষীরোদের তীর॥
শ্বেত পর্ব্বত ধরে তথা সহস্র শিখর।
সহস্র শিখরে আছেন তথা সহস্র মহেশ্বর॥
সহস্র ফণায় আছে সহস্র গোটা মণি।
মণিমাণিক আলো করে দিবস রজনী॥
ক্ষীরোদসাগর ধবল করে পৃথিবীমণ্ডল।
শ্বেত পর্ব্বত ধবল করে গগনমণ্ডল॥
শ্বেত অনন্ত ধরে তথা সহস্রেক ফণা।
পূর্ব্বদিগ্ ধবল করে সেই তিনজনা॥
সকল বানর বন্দিহ গিয়া অনন্ত মহারাজ।
মহেশ্বর বন্দিয়া গেলে সিদ্ধি হইবে কাজ॥
সোনার তালগাছ আছে তথা চারি যুগে।
ঔষধবীর্য্য পর্ব্বত যাইও
তাহার পূর্ব্বদিগে॥
সকল বানরে চাহিও তার শিখরে শিখরে।
বড় যত্নে চাহিও তথা সীতা লঙ্কেশ্বরে॥
তথা গিয়া রাবণ সীতার যদি
না পাও উদ্দেশ।
বিনোদ পর্ব্বতে গিয়া করিহ প্রবেশ॥
পর্ব্বতের উপর সরোবর কালো তার পানি।
ত্রিশ কোটি আছে তথা কাল সাপিনী॥
নাগিনীগণ হিংসে তথা ত্রিভুবন পোড়ে।
তার কাছে দেব দানব কেহো না যায় ডরে॥
সাবধান হৈয়া চাহিও সকল বানর।
সেই পর্ব্বতে চাহিও তোমরা
সীতা লঙ্কেশ্বর॥
তথা যদি রাবণ সীতার না পাও উদ্দেশ।
লোহিত পর্ব্বতে গিয়া করিহ প্রবেশ॥

সেই পর্ব্বতে আছে বড় চমৎকার।
তিন যোজন নদী তাহে বহে তো পাথার॥
তাহার পূর্ব্বদিগে যাইও লোহিত সাগর।
বড় বড় রাক্ষস আছে তথা পানির ভিতর॥
রক্তবর্ণ তারা সভ নানা মূর্ত্তি ধরে।
চারিদিগে শিমুলের গাছ আছে তার ভিতরে॥
সোনার শিমুলের গাছ চারিদিগে কাঁটা।
সুবর্ণের ফল তাহে ধরে গোটা গোটা॥
জলে হইতে রাক্ষস গাছের ডালে বৈসে।
তার ডরে দেব দানব না যায় সেই দেশে॥
আড়ে দিঘে বটে সাগর শতেক যোজন।
সাবধান হৈয়া চাহিও সকল বানরগণ॥
উদয়গিরি পর্ব্বতে যাইও সুধু সোনাময়।
পৃথিবী উজ্জ্বল করে সূর্য্যের উদয়॥
তিন লক্ষ যোজনের পথ পর্ব্বত দীঘল।
যাহার শিখর লাগিয়াছে গগনমণ্ডল॥
মুনি তপ করে যথা তপের নিধান।
বালখিল্য মুনি নামে বিঘত প্রমাণ॥
বাদুড় হেন লাম্বি মুনি তাহার শিখর।
সেই মুনির তপের কারণে জগৎ সংসার॥
উদয়গিরির পূর্ব্বে নহে সূর্য্যের গতি।
অন্ধকারময় তথা নাহিক বসতি॥
উদয়গিরির পূর্ব্বে নহে
আমার গতাগতি।*
উদয়গিরি চাহিয়া বানর আইস শীঘ্রগতি॥
উদয়গিরি যাইতে আসিতে হইবে এক মাস।
এক মাস অধিক হইলে সভার বিনাশ॥
মাসেকের ভিতরে যেই বীর নাহি আইসে।
সবংশে মরিবে সে আপনার দোষে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের শুন অমৃতের বাণী।
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে রচিল পূর্ব্ব
দিগের কাহিনী॥

রাবণ দক্ষিণে বৈসে সুগ্রীব তাহা জানে।
বড় বড় বীর রাজা পাঠাইল দক্ষিণে॥
অঙ্গদ যুবরাজ পাঠায় মন্ত্রী জাম্বুবান।
পবননন্দন পাঁচে বীর হনুমান॥
গয় গবাক্ষ পাঠায় গন্ধমাদন।
সীতার উদ্দিশে তোমরা করহ গমন॥
যত যত নদনদী যাইবা দেশবিদেশ।
যত যত পর্ব্বত যাইয়া করিবা প্রবেশ॥
যত উত্তম দেশ যাইবা যত সঙ্কটস্থান।
সকল বানর শুন হৈয়া সাবধান॥
নর্ম্মদা দৃষ্টবেণী দ্বারিকা গোদাবরী।
ঋষ্যমূক পর্ব্বতে যাইও
যথা নদী কাবেরী॥
বিন্ধ্য পর্ব্বত যাইও সহস্র শিখর।
নানা ফুলফল তাহে বিচিত্র তরুবর॥
গঙ্গার দেশ দিয়া যাইও দেশ উৎকল।
মলয়া পর্ব্বত যাইও সুগন্ধি কেবল॥
মহেন্দ্র পর্ব্বত যাইও উচ্চ শিখর।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র দুই সুষেণকুমার॥
বড় বড় বানর আছে বীর সম্পাতি।
নল নীল আছে প্রধান সেনাপতি॥
সুগ্রীব বলে কটক বানর শুনহ উত্তর।
জলে কেলি করে তথা দেব পুরন্দর॥
তাহার ভিতরে যাইও সাগর ভিতর।
জলে হইতে উঠে পর্ব্বত সহস্র শিখর॥
সোনার পর্ব্বত সে দশদিগ্ প্রকাশে।
সহস্র শিখর উঠে যুড়িয়া আকাশে॥
সাগরের পার দুর্জ্জয় লঙ্কাপুরী।
সমুদ্রের আয়তন শত যোজন ধরি॥
সমুদ্রের মধ্যে বৈসে সুরশা সাপিনী।
নাগলোকের মাতা তিনি সর্ব্বলোকে জানি॥
জলে হইতে পর্ব্বত উঠে যুড়িয়া আকাশ।
নানা বর্ণে শৃঙ্গ ধরে দশ দিগ্ প্রকাশ॥
কাঞ্চনময় শৃঙ্গ ধরে যেন দিবাকর।
ধবল শৃঙ্গ ধরে পর্ব্বত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর॥
সাগরের ভিতরে বৈসে সিংহিকা রাক্ষসী।
বিষম রাক্ষসী সে সর্ব্বলোকে ঘুষি॥
ভয়ঙ্কর রাক্ষসী ছায়া পাইলে ধরি।
দুই হাথ প্রসারিয়া উদরে লইয়া ভরি॥
সত্তরি যোজন শরীর আড়ে পরিসর।
দেড় শত যোজন শরীর উভেতে দীঘল॥
অর্দ্ধেক শরীর জলে ভাসে
অর্দ্ধেক আকাশে।
তাহা দেখি বানর কটক পাইবে তরাসে॥
সকল বানর যাইও হইয়া সাবধান।
এক লাফে পার হৈও সাগর প্রধান॥
এই মতে ডিঙ্গাইও সাগর শতেক যোজন।
সাগরের পার লঙ্কা রাবণভবন॥
চারিভিতে সাগর মধ্যে লঙ্কার গড়।
দেবগণ যাইতে নারে লঙ্কার ভিতর॥

লঙ্কার ভিতর চাহ তোমরা সকল বানর।*
বড় যত্নে চাহিও তথা সীতা লঙ্কেশ্বর॥
তথা যদি রাবণ সীতার না পাও উদ্দেশ।
বৈদ্যুত পর্ব্বতে গিয়া করিহ প্রবেশ॥
বৈদ্যুত পর্ব্বত যাইও তাহার দক্ষিণ।
বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত পর্ব্বত
সোনার গঠন॥
অগস্ত্য মুনির আশ্রম তথা
বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত।
নানা বর্ণে পর্ব্বত সে অপূর্ব্ব শোভিত॥
সকল বানর বেড়াইও শিখরে শিখর।
বড় যত্নে চাহিও সীতা লঙ্কেশ্বর॥
তথা যদি রাবণের না পাও উদ্দেশ।
সুসর পর্ব্বতে গিয়া করিহ প্রবেশ।
সুসর পর্ব্বত তাহার যাইও দক্ষিণে।
দশ দিগ্ আলো করে রত্নের কিরণে॥
পঞ্চ গন্ধর্ব্ব আছে তথা চারিদিগে গড়।
দেব দানব যাইতে নারে তাহার নিয়ড়॥
পর্ব্বতের ধন যদি আনিতে মনে করি।
বিষম গন্ধর্ব্ব তারা সেইক্ষণে মারি॥
বিষম গন্ধর্ব্ব তারা বড় খরসান।
তাহার ঠাঞি পড়িলে কারো নাহিক এড়ান॥
সকল বানর চাহিও তথা শিখরে শিখর।
বড় যত্নে চাহিও তথা সীতা লঙ্কেশ্বর॥
তথা যদি রাবণ সীতার না পাও উদ্দেশ।
যম রাজার পুরী গিয়া করিহ প্রবেশ॥
জিয়ন্তে যমপুরী যাইতে কাহার শকতি।
যমের দক্ষিণ নহে সূর্য্যের গতাগতি॥
যমের দক্ষিণ দ্বার সকল অন্ধকার।
রাত্রিদিন নাহি তথা একই প্রকার॥
যমপুরীর দক্ষিণ নহে আমার গোচর।
যমপুরী যাইও নেউটিয়া সকল বানর॥
যমপুরী যাইতে আসিতে হইবে এক মাস।
ত্বরায় আসিবা আমি কহি উপদেশ॥
মাসেক ভিতরে যেই বীর এথা নাহি আইসে।
সবংশে মরিবে সে আপনার দোষে॥
সীতার বার্ত্তা পাই যদি
তোমা সভার মুখে।
সবংশে তোমা সভার বাড়াইব সুখে॥
সীতা দেখিয়া আসিবেক যে
এক মাস ভিতরে।
তায় আমায় রাজ্য করিব একই সোঁসরে॥

সুগ্রীব বলে হনুমান পবননন্দন।
তুমি কার্য্যসিদ্ধি করিবা লয় মোর মন॥
অগ্নিপানি না মান তুমি পবনের গতি।
সীতা দেবী দেখিবা তুমি
লয় মোর মতি॥
তোমার প্রসাদে আমি সত্যে হইব পার।
তোমার যশ ঘোষে যেন সকল সংসার॥
তুমি যদি সীতা দেখাও
তবে সে সীতা দেখি।
আর জন সীতা দেখিবে ইহা নাহি লখি॥
সুগ্রীব বলে শুন মিতা আমার বচন।
সীতার প্রতীত দেহ তোমার নিদর্শন॥
হনুমানের সনে সীতার নাহি পরিচয়।
বানর দেখিয়া সীতা হইবেন বিস্ময়॥
রাম বলেন শুন বলি সুগ্রীব মিত।
অঙ্গুরীয় দিব আমি সীতার প্রতীত॥
সীতার নিদর্শন দিলেন কমললোচন।
হস্ত পাতিয়া অঙ্গুরী নিলা পবননন্দন॥
অমূল্যে জড়িত রত্ন অঙ্গুরী শোভন।
রাম সীতা নাম আছে অঙ্গুরী লিখন॥
বানরগণ করে এখন হনুমানের প্রশংসা।
হনুমান দেখিবে সীতা শ্রীরাম
করিল মানসা॥
আমার দুঃখে হনুমান বড়ই দুঃখিত।
হনুমান বৈ আর নাহিক ব্যথিত॥
মাতা সতী হয় যদি পিতা সত্যবান।
তোমায় আনিয়া দিব সীতার ব্যাখ্যান॥
সীতার উদ্দেশ যদি কহ তো আমারে।
তোমা বহি সাধু নাহি জগৎ সংসারে॥
হনুমান বলে সীতা দেখিব নয়নে।
কেমনে জানিব সীতা কহ তার ঠানে॥
রাম বলেন জানকী যদি রাখিল জীবন।
দীর্ঘ কুন্তল সীতার মধুর বচন॥
রাজহংস জিনিয়া সীতার গমন সুন্দর।
বরণ কনক সীতার মুখ সুধাকর॥
হনুমান বলে সীতা দেখিব আচম্বিতে।
অঙ্গুরী দিব সবেমাত্র তোমার প্রতীতে॥
রামের ঠাঞি হনুমান
বিদায় হইয়া লড়ে।
পতঙ্গ যেন বানর ঠাট ঝাকে ঝাকে উড়ে॥
চলিল বানর কটক সুগ্রীব আদেশে।
দক্ষিণ দিগের পাঁচালি রচিল কৃত্তিবাসে॥

সুগ্রীব বলে সুষেণ তুমি পরম গর্ব্বিত।
আপনি বিষ্ণু রঘুনাথ কর তাঁর হিত॥
তিন কোটি ঠাট আছে তোমার সম্পাশে।
পশ্চিম দিগে চল তুমি সীতার উদ্দিশে॥
যত নদনদী যাইবা যত যাইবা দেশ।
যতেক পর্ব্বত গিয়া করিবা প্রবেশ॥
যত উত্তম দেশ যাইবা যত সঙ্কটস্থান।
যতেক বানর শুন হৈয়া সাবধান॥
মদ্রদেশ মন্দ দেশ অতি বড় কঠিন।
কুম্ভদেশ গিয়া দেখিও অনন্ত প্রবীণ॥
অভিষেকের দেশ গিয়া দেখিবা কেয়াবন।
দিশপাশ নাহি তথা অনেক যোজন॥
দুই দিগে কেয়াবন দেখিতে অপাব।
কেয়াবনের কাঁটা যেন করাতের ধার॥
সকল বানর শুন হৈয়া সাবধান।
ঝাট গেলে কেয়াবনে পাবে পরিত্রাণ॥
কেয়াবন এড়িয়া যাইবে তালবনে।
সকল দুঃখ পাসরিবে তালভক্ষণে॥
তাহার পশ্চিমে যাইও মহাপাটনে।
হিঙ্গুলিয়া পর্ব্বতে যাইও
অপূর্ব্ব গমনে॥
পূর্ব্বে সিন্ধু নদী যাইও পশ্চিম সাগর।
মধ্যে হেমগিরি তার উচ্চ শিখর॥
হস্তীর শব্দ শুনি যেন মেঘেব গর্জ্জন।
এক গোটা শৃঙ্গ তার কেবল কাঞ্চন॥
দশ দিগ্ আলো করে পর্ব্বতের জ্যোতি।
সর্ব্বক্ষণ থাকেন তথায় দেবী পার্ব্বতী॥
বড় যত্নে চাহিও তথা সীতা লঙ্কেশ্বর।
সকল বানর দেখিবা তথা শিখর শিখর॥
তথা যদি রাবণ সীতার না পাও উদ্দেশ।
চক্রবান্ পর্ব্বতে গিয়া করিবা প্রবেশ॥
পশ্চিম সাগরে ঠাট যাইও এক ভাগে।
চক্রবান্ পর্ব্বতের চাহিও চারি দিগে॥
বিষ্ণুচক্র আছে তথা অদ্ভুত ধার।
বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত চক্র বিপুল আকার॥
হয়গ্রীব অসুরকে মারিলা গদাধর।
তাহার হাড়ে চক্র নির্ম্মিলা বিশাই
পরমসুন্দর॥
সেই অসুরের হাড়ে চক্র নির্ম্মাণ করি।
সেই অসুর বধ করি শঙ্খচক্রধারী॥
সকল বানর চাহিও তথা শিখর শিখর।
বড় যত্নে চাহিও তথা সীতা লঙ্কেশ্বর॥

তথা যদি রাবণ সীতার না পাও উদ্দেশ।
বরাহ পর্ব্বতে গিয়া করিবা প্রবেশ॥
চক্রবাণ এড়িয়া যাইও ষাটি যোজন।
বরাহ পর্ব্বত দেখিবা কেবল কাঞ্চন॥
বিশ্বকর্ম্মার গঠিত তথা বরুণের ঘর।
মণিমানিক নির্ম্মিত তাহে প্রবাল বিস্তর॥
পুরী আলো করে তাহে
জ্যোতি নিকলে দূর।
নরক নামে অসুর আছে তথায়
বিক্রম প্রচুর॥
বরুণের সঙ্গে অসুর বৈসে এক দেশে।
তে কারণে অসুর বরুণে নাহিক হিংসে॥
বিষম অসুর সে তাহার না যাইও নিকটে।
তার ঠাঞি পড়িলে তোমরা
পড়িবা সঙ্কটে॥
সকল বানর শুন হৈয়া সাবধান।
অসুরের হাথে পড়িলে নাহিক এড়ান॥
তথা যদি রাবণ সীতার না পাও উদ্দেশ।
মেঘ পর্ব্বতে গিয়া করিহ প্রবেশ॥
শব্দ করিয়া পানি বর্ষে শিখরে শিখরে।
পানির শব্দে সিংহ মহিষ
পলায় উচ্চ স্বরে॥
সেই পর্ব্বতের রাজা দেব পুরন্দর।
সকল বানর চাহিও তথা
সীতা লঙ্কেশ্বর॥
তথা যদি রাবণ সীতার না পাও উদ্দেশ।
সুমেরু পর্ব্বতে গিয়া করিহ প্রবেশ॥
সুমেরু পর্ব্বত সে কনকে রচিত।
ষাটি সহস্র পর্ব্বত তাহাতে বেষ্টিত॥
ষাটি সহস্র পর্ব্বত করিয়া উদয়।
ষাটি সহস্র পর্ব্বত সুধা সোনাময়॥
সেই পর্ব্বতের শুন অদ্ভুত কথা।
সোনার খাজুর গাছ ধরে দশ মাথা॥
সকল দেবতা তাহে জলক্রীড়া করি।
দিন অস্ত গেলে আইসে তো শর্ব্বরী॥
দুই লক্ষ দুই শত যোজন সেই
পর্ব্বতের প্রমাণ।
নিমিষেকে সূর্য্য তথা করেন পয়ান॥
অস্ত স্বর্গ আছে তথা অস্ত শিখর।
দেব দানব কেলি তথা করয়ে তৎপর॥
সুমেরু ফিরিয়া সূর্য্য নিত্য করেন গতি।
এক দিগে দিবস হয় আর দিগে রাতি॥

সুমেরু শিখর নহে আমার গোচর।
সুমেরু ফিরিয়া নেউটিও সকল বানর॥
সুমেরু ফিরিয়া যাইতে আসিতে
হইবে এক মাস।
মাসের অধিক হইলে সভার বিনাশ॥
মাসের ভিতরে যেই বীর নাহি আইসে।
সবংশে মরিবে সে আপনার দোষে॥
চলিল সুষেণ বেজ সুগ্রীব আদেশে।
পশ্চিম দিগের পাঁচালি রচিল কৃত্তিবাসে॥

সুগ্রীব বলে শতবলি তুমি
প্রধান সেনাপতি।
উত্তর দিগে চল তুমি আমার পীরিতি॥
কুমুদ দধিমুখ দুহে চন্দ্রের কুমার।
তিন সেনাপতি তোমরা চলহ সত্বর॥
শতবলি মহাবীর উত্তরে তোমার বাস।
সেই উত্তর দিগে তুমি করহ প্রবেশ॥
আমি যে দেশ জানি তাহা
কহি তোমার স্থানে।
তথা তথা তুমি যাইবা সাবধানে॥
যত যত নদনদী যত রাজার দেশ।
যতেক পর্ব্বত দেখিবা করিবা প্রবেশ॥
যত উত্তম দেশ যাইবা যত সঙ্কটস্থান।
সকল বানর শুন হৈয়া সাবধান॥
প্রথমে যাইবা তোমরা কীচকের দেশ।
চিন্দ মহাচিন্দরাজ করিহ প্রবেশ॥
তাহার উত্তর যাইও দেশ সর্ব্বোত্তর।
হিমালয় পর্ব্বত দেখিবা যথা হিমের ঘর॥
সূর্য্যের কিরণে যথা জলজন্তু বৈসে।
ভাগীরথী গঙ্গা দেবী যথা হইতে আইসে।
হিমালয়ের উত্তর ব্রহ্মার বসতি।
তথা থাকিয়া ভগীরথ আনিলা ভাগীরথী॥
ব্রহ্মার সেবা ভগীরথ করিলা অনেক কাল।
অনেক তপের ফলে গঙ্গা আনিল সংসার॥
পৃথিবীতে গঙ্গা আইলা ভগীরথের কারণ।
অনেক পুরুষ মুক্ত হইল গঙ্গা দরশন॥
হিমালয় পর্ব্বত চাহিও শিখরে শিখর।
বড় যত্নে চাহিও তথা সীতা লঙ্কেশ্বর॥
যদি রাবণ সীতার তথায় না পাও উদ্দেশ।
তাহার উত্তর প্রান্তরে করিহ প্রবেশ॥

বিষম দুর্গম সেই প্রান্তর স্থল।
বৃক্ষ নাহি পর্ব্বত নাহি নাহি তথা জল॥
দুই শত যোজন পথ প্রান্তর স্থান।
বড় ভয় পাইবা সকল বানরগণ॥
সকল বানর তথা হইও সাবধান।
ঝাট গেলে প্রান্তরে পাইবা পরিত্রাণ॥
কৈলাস পর্ব্বতে যাইও তাহার উত্তর।
দশ দিগ্ আলো করে পর্ব্বত শিখর॥
তিন লক্ষ যোজনের পথ পর্ব্বত দীঘল।
সর্ব্বক্ষণ থাকেন তথা দেব মহেশ্বর॥
প্রমথগণ লইয়া আছেন অধিকারী।
পার্ব্বতী লইয়া মহেশ তাহাতে বিহারী॥
অর্দ্ধেক কৈলাসে অলকা নামে পুরী।
তথায় বৈসেন কুবের ধনের অধিকারী॥
পর্ব্বত উপরে নদী আছে নাম বিলাস।
নদীর পানি রাঙ্গা হয় মণিমাণিক প্রভাস॥
সীতা লৈয়া ভাইয়ের বাড়ী যদি
থাকয়ে রাবণ।
যত্ন করিয়া চাহিয় তথা সকল বানরগণ॥
তথা যদি রাবণ সীতার না পাও উদ্দেশ।
ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বতে গিয়া করিবা প্রবেশ॥
ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বত সেই তিন শৃঙ্গ ধরে।
বড় চমৎকার দেখিবা সকল বানরে॥
এক শৃঙ্গ রূপা তার যেন চন্দ্রকলা।
আর শৃঙ্গ রাঙ্গা দেখিবা যেন
মণিমাণিক পলা॥
আর শৃঙ্গ সুবর্ণের দশ দিগ্ প্রকাশ।
তার তেজে আলো করে সকল সংসার॥
তার শৃঙ্গে থাকে কিবা সীতা লঙ্কেশ্বর।
যত্ন করিয়া দেখিও তথা সকল বানর॥
তথা যদি রাবণ সীতার না পাও উদ্দেশ।
গন্ধমাদনে গিয়া করিহ প্রবেশ॥
ত্রিশৃঙ্গের উত্তরে যাইও গন্ধমাদন।
চৌষট্টি যোজনের পথ পর্ব্বত আয়তন॥
নয় শৃঙ্গ ধরে পর্ব্বত অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ।
প্রথম শৃঙ্গে দেখি যাইবে মহাদেবের স্থান॥
আর শৃঙ্গে আছে তার উত্তম সরোবর।
আর শৃঙ্গে তিন কোটি গন্ধর্ব্বের ঘর॥
চারি শৃঙ্গে আছে তার শাল পিয়াল।
সিংহ মহিষ তথায় চরে পালে পাল॥
তার উত্তর শৃঙ্গে আছে খরস্রোত নদী।
নদীর দুই কূলে আছে পরম ঔষধি॥

দেবগণ কেলি তথা করেন সানন্দে।
মৈলে লোক প্রাণ পায় ঔষধের গন্ধে॥
মৃত লোকের তথায় নেউটে জীবন।
তে কারণে পর্ব্বতের নাম গন্ধমাদন॥
তথা যাইয়া যদি না পাও সীতা লঙ্কেশ্বর।
সীতার উদ্দিশে যাইও তাহার উপর॥
তাহার উত্তরে যাইও পর্ব্বত করিয়া পাছ।
অদ্ভুত দেখিবা তথা সোনার জামগাছ।
সোনার বর্ণ জামগাছ ফল হয় সোনার।
যাহার নামে জম্বুদ্বীপ পৃথিবী প্রচার॥
*দেবগণ তার তলে নিত্য করে কেলি।
সেই জামগাছের নামে জম্বুদ্বীপ বলি॥*
চারি ডাল ধরে যেন পর্ব্বতের চূড়া।
সত্তরি যোজনের পথ যোড়িয়া
জম্বুগাছের গোড়া॥
সীতা লৈয়া তার তলায় থাকে যদি রাবণ।
যত্ন করিয়া চাহিও তথা সকল বানরগণ॥
তথা যদি রাবণ সীতার না পাও উদ্দেশ।
মন্দার পর্ব্বতে গিয়া করিহ প্রবেশ॥
মন্দার পর্ব্বতে যাইও জম্বুগাছের উত্তর।
এক হ্রদ আছে তথায় তাহার উপর॥
সর্ব্বমণ্ডলী বলিয়া হ্রদের খেয়াতি।
হ্রদ দেখিতে আসিয়া থাকেন
ব্রহ্মা প্রজাপতি॥
স্বর্গ হইতে পড়য়ে গঙ্গা দেবীর পানি।
কৌশিকী নাম তার পুণ্যতরঙ্গিণী॥
তথা যদি না পাও সীতা লঙ্কেশ্বর।
*তাহার উত্তর জাহ মহেশ সাগর॥
সেই ত সাগরে জন্ম বহু মূল্য ধন।
আড়ে দিঘে সাগর সেই শতেক যোজন॥*
অষ্ট কুলাচল আছে সাগর ভিতর।
জলে হইতে উঠে পর্ব্বত সহস্র শিখর॥
সোনার পর্ব্বত সেই দশ দিশ প্রকাশ।
সহস্র শিখরে উঠে যুড়িয়া আকাশ॥
সোনার পর্ব্বত উঠে দেখিতে সুঠান।
শিবলিঙ্গ আছে তথা অদ্ভুত নির্ম্মাণ॥
সেই পর্ব্বতে মহেশ থাকেন সর্ব্বক্ষণ।
মহেশের কাছে থাকে যদি সেই রাবণ॥
সকল বানরে চাহিও তথা শিখরে শিখরে।
যত্ন করিয়া চাহিও তথা সীতা লঙ্কেশ্বরে॥
তথা যদি রাবণ সীতার না পাও উদ্দেশ।
ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতে গিয়া করিহ প্রবেশ॥

ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত দেখিয়া বড় পাইবা ভয়।
বিষম পর্ব্বত সেই অন্ধকারময়॥
দূরে থাকিয়া পর্ব্বত করিহ নিরীক্ষণ।
সেই পর্ব্বতে গেলে অবশ্য মরণ॥
ডাহিন বাম করিয়া যাইও সকল বানরগণ।
দ্রোণ পর্ব্বতে গিয়া করিহ গমন॥
দ্রোণ পর্ব্বত দেখিলে হইবা বড় সুখী।
দেবগন্ধর্ব্বকন্যা তথা দেখিবা চন্দ্রমুখী॥
বালখিল্য মুনিগণ তথায় বিস্তর।
দেব গন্ধর্ব্বের আছে তথায় অনেক ঘর॥
সূর্য্যের গতি নাহি চন্দ্রের প্রকাশ।
নক্ষত্র নাহি তথা নাহিক আকাশ॥
কন্যা সভার রূপে পর্ব্বত আলো করে।
কুমুদ নদীতে যাইও তাহার উত্তরে॥
কীচক জাতি আছে তথা বড় ভয়ঙ্কর।
দুই কূলে পার হয় বাতাসে করি ভর॥
তাহার উত্তরে যাইও সীতার উদ্দিশে।
সেই দেশে অনেক লোক হরিষেতে বৈসে।
যাহা চাই তাহা পাই গাছের মিষ্ট ফল।
সোনার পদ্ম জন্মে তথা সোনার উৎপল॥
নানা রত্ন মণিমাণিক পানিতে উপজে।
নদীর পানি রাঙ্গা দেখি
মণিমাণিকের তেজে॥
নানা রত্নের অলঙ্কার তথায় লোকে পরে।
নানা অলঙ্কারে স্ত্রীলোক শোভা করে॥
কৌতুকে কন্যাগণ থাকে
ইন্দ্রের নাহি গতি।
কুপিয়া ইন্দ্র তবে শাপ দিলা তথি॥
সন্ধ্যা হইলে মরিয়া থাকে
চারি প্রহর রাতি।
বিহান হইলে উঠে তারা সকল যুবতী॥
অন্ধকার গুহার ভিতর থাকে কন্যাগণ।
প্রভাতে উঠিয়া করে গীতবাদ্য নাচন॥
তাহার উত্তরে যাইও অনন্ত সাগর।
তাহার কূলে হেমগিরি উচ্চশিখর॥
সকল পর্ব্বত জিনিয়া উচ্চ হেমগিরি।
আকাশে লাগ্যাছে তার
শিখর সারি সারি॥
হেমগিরি উত্তরে নাহি সূর্য্যের গতি।
অন্ধকারময় তথা নাহিক বসতি॥
হেমগিরির উত্তর নহে আমার গোচর।
হেমগিরি চাহিয়া নেউটিও সকল বানর॥

হেমগিরি যাইতে আসিতে হইবে এক মাস।
মাসেকের ভিতরে না আইসে যদি
হইবে বিনাশ॥
মাসের ভিতরে যেই বীর নাহি আইসে।
সবংশে মজিবে সে আপনার দোষে॥
যত দেশ জানি আমি সকল নাহি কহি।
সকল দেশ চাহিবা তোমরা
সীতা তো বৈদেহী॥
লেজ উচ্চ করিয়া মালসাট মারি।
বীর গর্জ্জে গর্জ্জে বানর শতবলি॥
কোন্ কার্য্যে পাঠাও রাজা এতেক বানর।
আমি আনিয়া দিব সীতা
মারিয়া লঙ্কেশ্বর॥
সাগর ভিতরে থাকে সীতা সাগরেতে পশি।
পাতাল ভিতরে থাকে সীতা
পাতালে প্রবেশি॥
কোন্ কার্য্যে রামলক্ষ্মণ পায়্যাছেন চিন্তা।
রাবণ মারি আনি দিব পৃষ্ঠে করি সীতা॥
কোন্ কার্য্যে রামলক্ষ্মণ করিবেন পয়ান।
একেলা মারিতে রাবণ না ধরিবে টান॥
যাইতে আসিতে মাত্র হইবে অপেক্ষা।
এইখানে আনিয়া সীতা রামে করাইব দেখা॥
শতবলির কথা শুনি সুগ্রীব রাজা হাসে।
যেই বীর কার্য্যসিদ্ধি করিবে
সে মোর মনে আছে॥
চলিল শতবলি সুগ্রীব আদেশে।
উত্তর দিগের পাঁচালি রচিল কৃত্তিবাসে॥

মিত্রে মিত্রে কথাবার্ত্তা কহিছে কাহিনী।
দুই মিত্রে কথাবার্ত্তা মাসেক ঘনাঘনি॥
মধুসম্ভাষণে দুঁহে আছেন পীরিতি।
পূর্ব্বদিগ্ চাহিয়া আইল
বিনোদ সেনাপতি॥
সীতার বার্ত্তা না পাইয়া রামের
টুটিল বল তেজ।
পশ্চিম দিগ্ চাহিয়া আইলা সুষেণ বেজ॥
পূর্ব্ব পশ্চিম আর দিগ্ উত্তর।
তিন দিগ্ চাহিয়া বানর আইল সত্বর॥
তিন দিগের বানর আসিয়া কহে কথা।
তিন দিগের ভিতরে কোথাও নাহি সীতা॥
নানা পর্ব্বত উকাটিলু চাহিলু নানা দেশ।
কোনো দেশে সীতার না পাইলু উদ্দেশ॥
শুনিয়া যে রঘুনাথ হইলা চিন্তিত।
রামেরে প্রবোধ করে সুগ্রীব রাজা মিত॥
দক্ষিণ দিগে গোসাঞি রাবণ রাজার ঘর।
সেই দিগে পাঠাইয়াছি বড় বড় বানর॥
আপনি অঙ্গদ গিয়াছে মন্ত্রী জাম্বুবান।
কার্য্যসাধক গিয়াছে আপনি হনুমান॥
তোমার কার্য্যে হনুমান বড়ই তৎপর।
অবশ্য হইবেন সীতা হনুমান গোচর॥
ধার্ম্মিক বড় হনুমান শুন মহাশয়।
হনুমান দেখিবে সীতা না করিও বিস্ময়॥
ক্রন্দন সম্বরেন রাম হনুমান আশ্বাসে।
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥

নদ নদী পর্ব্বতের শুনিয়া তো নাম।
সুগ্রীবের ঠাঞি জিজ্ঞাসেন শ্রীরাম॥
সাগর নগর আর পৃথিবীর অন্ত।
কেমনে জানিলা মিতা ইহার বৃত্তান্ত॥
*পূর্ব্বকথা কহে সুগ্রীব শ্রীরাম গোচরে।
বালির ডরে ভ্রমিলাঙ সকল সংসারে॥*
সপ্তদ্বীপ পৃথিবী বালি বেড়ায়
চক্ষুর নিমিষে যায়।
কোন্ দেশে রহিব আমি না পাই উপায়॥
ঋষ্যমূকের কথা মোরে কহিল হনুমান।
হনুমানের কথায় আইলু দেশের সন্নিধান॥
চারি পাত্র লইয়া বেড়াই সংকুচিত।
তোমার প্রসাদে এখন রাজ্যে পূজিত॥

তিন দিগ্ চাহিয়া আইল বানরগণ।
দক্ষিণ দিগে যত ঠাট করেন গমন॥
দক্ষিণ দিগে যত ঠাট করয়াছে প্রবাস।*
সীতা চাহিতে বিন্দুগিরি গেল এক মাস॥
মাসের অধিক হইল রাজারে লাগে ডর।
জীবনের আশা এড় সকল বানর॥
বিষম দণ্ডকবন অতি দূরদেশ।
সেই বনে বানর কটক করিল প্রবেশ॥
এক রাক্ষস তথা আছে দেখিতে ভয়ঙ্কর।
সকল বানর দেখে বনের ভিতর॥
ধাইয়া রাক্ষস গেল বানর মারিবারে।
রুষিল অঙ্গদ বীর যুঝিতে আগুসরে॥
অঙ্গদ বলে এই লঙ্কার রাবণ।
তোমা চাহিয়া বেড়াই মোরা বানরগণ॥

অঙ্গদ রাক্ষস দুইজনে হুড়াহুড়ি।
হুড়াহুড়ি এড়িয়া দুহেঁ হয় মারামারি॥
কেহো কারো জিনিতে নারে দুইজন সোঁসর
আঁচড় কামড়ে দুইজন হইল জর্জ্জর॥
ক্ষণেক হেটে অঙ্গদ ক্ষণেক উপরে।
পৃথিবী টলমল করে দুই বীরের ভরে॥
বজ্রমুষ্টি মারে অঙ্গদ রাক্ষসের বুকে॥
চৈতন্য হরিল রাক্ষস রক্ত উঠে মুখে॥
রাক্ষস মারিয়া তথা সকল বানর চাহি।
তথায় দেখা নাহি পাইল সীতা বৈদেহী॥
অবসাদে বানর কটক বসি গাছের তলে।
রাক্ষস মারিয়া তারা আছে কুতূহলে॥
এক মাসের তরে তারা করিল নিশ্চয়।
মাসেকের অধিক হইলে জীবনসংশয়॥
অঙ্গদের বচনে সভে দিল অনুমতি।
বনলতা উকটে বানর করি পাতাপাতি॥
চাহিতে চাহিতে দেখে এক গোটা বিল।
জলচর পাখি সভ করে কিলাকিল॥
খালবিল নাহি তথা নিকটে নাহি পানি।
নানা পক্ষের কলরব বড় শব্দ শুনি॥
বড় গাছ আছে তথা বনের ভিতর।
লাফ দিয়া উঠে বানর তাহার উপর॥
গাছে চড়িয়া নেহালে বানর সুড়ঙ্গ দুয়ার।
চন্দ্রসূর্য্যের প্রকাশ নাহি মহা অন্ধকার॥
*সুলঙ্গে সাম্ভায় বানর মহা অন্ধকারে।
হাথাহাথি কর্য্যা জায় সকল বানরে॥*
লাফালাফি হাথাহাথি সকল বানর।
অন্ধকারে যায় আগে হনুমান বানর॥
হাথে লড়ি করিয়া যায় ঘোর অন্ধকার।
বানর সভ বলে শুন পবনকুমার॥
বানর সব বলে শুন পবননন্দন।*
প্রকাশ পাইব গেলে কতেক যোজন।
হনুমান বলে বানর না হইও তরাস।
আর কত দূর গেলে হইবা প্রকাশ॥
শত যোজন পথ গেলে পাইবা পাতাল।
আওয়াস ঘর পাইবা তথা অপূর্ব্ব নিবাস॥
সোনার আওয়াস ঘর সোনার আওরি।
সোনায় বাঁধিত ঘাট দীঘি আর পুখরি॥
গন্ধে আমোদিত ঘর বিচিত্র ফলফুল।
দেখিয়া বানর কটক হইল ব্যাকুল॥
পুরীর ভিতরে সবে কন্যা এক আছে।
সকল বানর গেল সেই কন্যার পাছে॥
তিনশত বিহন্দের ভিতর গেল অন্তঃপুরী।
কন্যার রূপে আলো করে সকল নগরী॥
সকল বানর বন্দে গিয়া কন্যার চরণ।
যোড় হাথে বার্ত্তা কহে পবননন্দন॥
বানর পশু আমরা বনের ভিতর বাসা॥
ভোকে শোকে রহিতে নারি বড়ই বিদশা॥
রাজার ভয়ে মোরা মরণ কৈলু সার।
খাল জোল নাহি মানি না মানি বনটাল॥
হেমকূট পাতালপুরী দেখি মোরা আসি।
তোমা দেখি বাঁচিলাম কন্যা হেন বাসি॥
কাহার আওয়াস ঘর কাহার সরোবর।
কাহার আওয়াসে সাঁধাইলাম বড় লাগে ডর॥
আপনা জানালু মোরা তুমি কোন্ দেবতা।
কাহার বনিতা তুমি কাহার দুহিতা॥
কন্যা বলে বানরগণ শুনহ কাহিনী।
হিমালয় পর্ব্বতের আমি হই তো নন্দিনী॥
স্বয়ম্ভবা নাম আমার হেমা আমার সখী।
হেমা সখীর বোলে আমি এই
আওয়াস রাখি॥
ময়দানব সৃজিল এই সোনার আওয়াস।
হেমা লইয়া কেলি করে দানব বিলাস॥
নৃত্যেতে বিদ্যাধরী হেমা গীতেতে গায়নি।
রূপে গুণে তেজে হেমা জগৎমোহিনী॥
রূপে গুণে দানব মোহিত কৈল হেমা।
রাত্রি দিন শৃঙ্গার করে নাহি দেয় ক্ষমা॥
দানবে ডরিয়া হেমা পলাইল তরাসে।
ময়দানব গিয়াছে তাহার উদ্দিশে॥
তোমা সভাকারে কে বলিল উপদেশ।
হেন দুর্গম পাতালে কেন করিলা প্রবেশ॥
কাহার বাক্যে আইলা তোমরা
পাতাল ভিতর।
ময়দানর আইলে কার নাহিক নিস্তার॥*
হনুমান বলে কন্যা আমার কথা শুন।
দশরথ রাজার পুত্র শ্রীরামলক্ষ্মণ॥
বাপের সত্য পালিতে রাম
আইলা তপোবন॥
শূন্যঘর পাইয়া সীতা হর্য্যাছে রাবণ॥
সীতা চাহিয়া বেড়াইতে
সুগ্রীব সঙ্গে ভেট।
সুগ্রীবেরে রাজ্য দিলা বালি মারি জ্যেষ্ঠ॥
পৃথিবীর বানর আইল সুগ্রীব আদেশে।
চতুর্দ্দিগে বানর বেড়ায় সীতার উদ্দেশে॥

এক মাসের তরে রাজা করিল নিশ্চয়।
মাসের অধিক হইলে প্রাণে লাগে ভয়॥
বনের ভিতর ফল দেখি সুগন্ধি বহে বাত।
দেখিয়া বানর কটক খাইতে করে সাধ॥
ঘরের ভিতরে ফল দেখিয়া উঁকি দিয়া চাহি।
মনে তোলপাড় করি লড়বড়ায় জিহি॥
ফলের গন্ধে বানর কটক হইল বিকল।
সাধ যায় বানর কটক খাইতে ফল॥
বানরগণ দেখ্যা কন্যা মনে মনে গণি।
ফল খাইতে কন্যা বলিল আপনি॥
একে চাই আরে পাই বানরগণ।
লাফে লাফে ঘরের ভিতর করিল গমন॥
সিংহাসনে বানর কটক বসিল গিয়া খাটে।
ভোকে ব্যাকুল বানর খায় গোটে গোটে॥
ছোট ফল নিঙ্গুড়িয়া খায় বড় ফল চোসে।
ফলের রসে পেট ভরিল হরিষ বড় বাসে॥
ফল খায়্যা পেট ভরিল বানরগণ।
পরম ভক্তিতে বন্দে কন্যার চরণ॥
তোমার প্রসাদে কন্যা খণ্ডে সভার ক্লেশ।
কোন্ পথে বাহির হইব বল উপদেশ॥
যাবৎ এথায় ময়দানব নাহি আইসে।
কোন্ পথে বাহির হৈয়া যাব মোরা দেশে॥
পথ দেখাইতে কন্যা আপনি আগুসরে।
কন্যার পাছ লাগিয়া যায় সকল বানরে।
সুড়ঙ্গপথে কন্যা হইয়া বাহির।
বানরেরে কন্যা দেখাইল সাগর গভীর॥
এই দেখ দক্ষিণ সাগর সকল জলবন।
সিন্ধুগিরি দেখ এই সকল বানরগণ॥
এতেক বলিয়া কন্যা গেলা নিজস্থানে।
সিন্ধুগিরির তলায় রহিল সকল বানরগণে॥
পাতাল হইতে উঠিয়া সকল বানরগণ।
যোড় হাথে রহিল গিয়া অঙ্গদ বিদ্যমান॥
অঙ্গদ বলে যুক্তি শুন সভ বানরগণ।
অবধান করিয়া শুন আমার বচন॥
সীতার বার্ত্তা জানিতে আইলাম একমাস।
অন্যে মারুক সুগ্রীব মারুক অবশ্য বিনাশ॥
দক্ষিণ হস্ত দিয়া রাম অগ্নি সাক্ষী করে।
যত কহিলা রাম সকল পাসরে॥
আমায় যুবরাজ করিল পুত্র বিদ্যমানে।
আমায় যুবরাজ করিল রামের বচনে॥
যোড় হাথে বানর কটক মাগিল মেলানি।
জীবনের আশা ছাড়িল আহার পানি॥

শরভ বানর ছিল বুদ্ধের বৃহস্পতি।
অঙ্গদেরে বুঝায় সে উত্তম যুকতি॥
সুগ্রীবেরে ডর কর না যাইও দেশ।
সকল বানর গিয়া পাতালে করিব প্রবেশ॥
রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীবেরে না করিহ ডর।
ইন্দ্রের নাহিক গতি অন্যের কিবা ডর॥
পবনের গতি নাহি আনের কি কথা।
তোমায় রাজা করিয়া রাজ্য করিব তথা॥
তাহার বচনে সভে দিল অনুমতি।
মনে মনে হনুমান করিল যুকতি॥
মোর বিদ্যমানে রামের কার্য্য হইল হেলি।
সভার মধ্যে হনুমান পড়িল শিয়লি॥
হনুমান বলে শুন অঙ্গদ যুবরাজ।
কোন্ কার্য্যে অসার চিন্তয়ে বানরসমাজ॥
উচিত বলিতে তোমায় মোর কিবা ডর।
তোর পাছু লাগিয়া যাবে কোন্ বানর॥
স্ত্রী পুত্র বানরের কিষ্কিন্ধায় বৈসে।
তোমা লাগিয়া এড়িবেক স্ত্রী-পুত্রের আশে॥
তোমায় এড়িয়া যাইবেক সকল বানর।
একেশ্বর তুমি বেড়াইবা বনের ভিতর॥
*নির্ভয় হইয়া কেহে থাক পাতালপুরে।
রামের বাণে মুক্ত হইবে সুড়ঙ্গ দুয়ারে॥*
তোর বাপ হেন বীর না ধরিল টান।
রামের এ বাণে সভে হারাইবা প্রাণ॥
যত দেশ বলিল সুগ্রীব চৌঠী নাহি আসি।
ঘরের পাঁদাড়ে যুক্তি কর ভাল নাহি বাসি॥
সকল দেশ চাহিয়া যদি না পাই দরশন।
সুগ্রীবের ঠাঞি গিয়া পশিব শরণ॥
ধার্ম্মিক সুগ্রীব রাজা ধর্ম্মচরিত।
লোকধর্ম্ম চাহিয়া সে না করিবে বিপরীত॥
তোমায় প্রধান করিয়া সুগ্রীব রাজ্য করে।
আমরা থাকিতে অঙ্গদ ডর কিসের তোরে॥
কুপিল অঙ্গদ বীর হনুমানের বচনে।
লজ্জা দিস বানর তুঞি সভার ভিতরে॥
জ্যেষ্ঠ ভাইর স্ত্রী হয় রাজার বিবাহিতা।
শাস্ত্রমত জানি কনিষ্ঠের হয় মাতা॥
সোদরবধে মান্য হয় কিসের বাখান।
সীতার বার্ত্তা জানিতে মোরে
পাঠাল সঙ্কটস্থান॥
রামের কার্য্য না করিলে রাম
হইবেন অসুখী।
সকল মতে চাহিলু আমি আমার মরণ দেখি॥

সুগ্রীবেরে জানাইও আমার মরণ।
সীতা না দেখিয়া অঙ্গদ তেজিল জীবন॥
নমস্কার জানাইও মায়ের চরণে।
প্রাণ ছাড়িবে মাতা আমার বিহনে॥
সোঁসর বানর কোলাকোলি
জ্যেষ্ঠের চরণ বন্দে।
সকল বানর বেঢ়িয়া অঙ্গদ বীর কাঁদে॥
অঙ্গদ বৈ আমা সভার নাহিক অব্যাহতি।
অঙ্গদের সনে মরিব আমা সভার যুকতি॥
স্নান করি বানরকটক বৈসে পূর্ব্বমুখে।
উপবাসে বানরকটক হইলে মনোদুখে॥
মরিবারে বানরকটক করে উপবাস।
কিষ্কিন্ধাকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

গরুড়নন্দন পক্ষ গৃধিনী জাতি।
বিন্দু পর্ব্বতে বৈসে পক্ষরাজ সম্পাতি॥
সকল বানর কটক মাথা তুলিয়া দেখে।
গিলিবারে আইসে পাখি পায়্যা বড় ভোকে॥
অঙ্গদ উঠিয়া বলে শুন হনুমান।
আমার বচনে সভে কর অবধান॥
রামের বনবাসে হইল সীতার হরণ।
সীতা লাগিয়া বিদেশে মোরা
হারালু জীবন॥
কোনো বীর না করিল শ্রীরামের কাজ।
সীতা লাগি প্রাণ দিল জটায়ু পক্ষরাজ॥
প্রাণ দিল পক্ষরাজ রাবণ রাজার বাণে।
অক্ষয় স্বর্গে গেলা পক্ষ গরুড়নন্দনে॥*
সম্পাতি বলে কোন্ জন জটায়ু মরণ কহে।
সহোদর বধ শুনিয়া আমার প্রাণ দহে॥
রবির কিরণে পাখা পুড়িল আকাশে।
উড়িয়া যাইতে নারি তোমা সভার পাশে॥
বানরকটক বলে পক্ষী বড়ই সেয়ান।
নিকটে গেলে আমা সভার লইবেক প্রাণ॥
লড়িতে চড়িতে নারে যাইব সমুখে।
সমুখে বানর পাইলে গিলিবেক ভুখে॥*
হনুমান বলে ভাই অবশ্য মরণ।
বৃদ্ধ পক্ষীর ঠাঞি যাই কি বলে বচন॥
হনুমানের বচনে সভে দিল অনুমতি।
সভে মেলিয়া গেলা যথা পক্ষরাজ সম্পাতি॥
পক্ষরাজ বসিলা গিয়া বানরের মাঝে।
যোড় হাথে বার্ত্তা কহে অঙ্গদ যুবরাজে॥

বালি সুগ্রীব জান দুই সহোদর।
কথ দিনে দুই ভাই বাজিল কন্দল॥
বাপের সত্য পালিতে রাম আইলা তপোবন।
শূন্যঘর পাইয়া সীতা নিলেক রাবণ॥
সীতা চাহিয়া বেড়ান শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
পথে সুগ্রীব সনে হইল দরশন॥
অগ্নি সাক্ষী করিয়া দুইজনে সত্য করি।
দুহেঁ দুহাঁর শত্রু মারিয়া উদ্ধারিবে নারী॥
রাম সত্য পালিলেন মারিয়া আমার বাপে।
সুগ্রীব রাজা সত্য পালিলা দুর্জ্জয় প্রতাপে॥
সংসারের বানর আইল সুগ্রীবের আদেশে।
চতুর্দ্দিগে গেলা বানর সীতার উদ্দেশে॥
এক মাস তরে রাজা করিল নিশ্চয়।
মাসের অধিক হইলে প্রাণে লাগে ভয়॥
আপনা জানাইলাম সকল বানরগণ।
জটায়ু পক্ষরাজের তুমি শুনহ মরণ॥
পক্ষরাজ জটায়ুর শুন মরণ কথা।
রাবণে হরিয়া নিল শ্রীরামের সীতা॥
জটায়ু নামে পক্ষরাজ গরুড়নন্দন।
পর্ব্বতে থাকিয়া শুনে সীতার ক্রন্দন॥
অনেক দিনের পক্ষরাজ হইয়াছিল জরা।
দুই পাখা মেলিয়া পর্ব্বতে শুখায় খরা॥
সীতার ক্রন্দন সে পর্ব্বতে থাকিয়া শুনে।
রথের উপর কাঁদেন সীতা ত্রাস পায়্যা মনে॥
আকাশে উঠিয়া পাখি চারি দিগে চায়।
রাবণের কোলে দেখে সীতা লৈয়া যায়॥
দুই পাখা সারিয়া পক্ষ আগুলিলা বাট।
রাবণেরে গালি পাড়ে মারে মালসাট॥
আকাশে থাকিয়া পক্ষ ছোঁ দিয়া পড়ে।
রাবণের পৃষ্ঠের মাংস ছিণ্ডিল কামড়ে॥
রথের ধ্বজ ভাঙ্গিয়া করিল খণ্ড খণ্ড।
ওষ্ঠে ছিণ্ডিয়া ফেলিলেক সারথির মুণ্ড॥
ভূমেতে পড়িল রাবণ করিল অবস্থা।
ভাগ্যে পুণ্যে রহিল রাবণের দশ মাথা॥
বৃদ্ধকাল পক্ষরাজের অধিক নাহি বল।
দুই পাখা কাটিয়া পাড়িল লঙ্কেশ্বর॥
জটায়ু পক্ষরাজের শুনিয়া মরণ।
ভাইর মরণে পক্ষ করয়ে ক্রন্দন॥
আমার ভাইকে মারিয়া রাক্ষস রাজ্য ভুঞ্জে।
পাখা নাহি কি করিব পুড়িল সূর্য্যতেজে॥
যৌবনকালে যখন আছিল মোর পাখা।
তখনকার বানরকটক শুন কহি কথা॥

জটায়ু সম্পাতি আমরা দুই সহোদর।
বলে মহাবলী আমরা গরুড়কুমার॥
প্রতিজ্ঞা করিলাম আমরা জ্ঞাতির সমাজে।
সূর্য্যের রথ ছুইতে পারে যেই পক্ষরাজে॥
প্রাতঃকালেতে সূর্য্য করিছে উদয়।
সূর্য্য ধরিতে দুই ভাই করিলাম নিশ্চয়॥
পর্ব্বত এড়িয়া সূর্য্য লক্ষেক যোজন।
লক্ষ যোজন উড়া করিয়া উড়িলাম গগন॥
লক্ষ যোজন উড়িয়া উঠিলাম আকাশে।
সূর্য্য ধরিতে গেলাম মোরা সূর্য্যের পাশে॥
চতুর্দ্দিগ্ চাপিয়া আইসে সূর্য্য মহাশয়।
দিগ্‌বিদিগ্ নাহি সকল অগ্নিময়॥
বিহান বেলা হইতে দুই ভাই
দুই প্রহর উড়ি।
সূর্য্যের তাপ সহিতে নারি দুই ভাই পুড়ি॥
সূর্য্যের অগ্নিতে দুই ভাই হইলু কাতর।
পুড়িয়া মরে হেন দেখি জটায়ু সহোদর॥
আপনার দুই পাখা জটায়ু গেল রাখা।
সূর্য্য অগ্নিতে মোর পুড়িল দুই পাখা॥
এই পর্ব্বতে পড়িলাম দৈব নির্ব্বন্ধন।
এই সে কারণে মোর রহিল জীবন॥
ছয় দিন আমি না খাই আহার পানি।
হেন কালে আইল শরভঙ্গ আপনি॥
স্নান করেন শরভঙ্গ মুনি
সরোবরের জলে।
সিংহ ব্যাঘ্র মহিষ থাকে সরোবরের কূলে॥
আপনি কহিতে চাহি বনজন্তু মেলি।
দূরে গিয়া রহিলাম বটগাছের তলি॥
সিংহ ব্যাঘ্র মহিষ তারা সভ গেল বনে।
হেন কালে আইসে ঘরে শরভঙ্গ ব্রাহ্মণে॥
মহামুনি শরভঙ্গ তার বলি শুন নাম।
পথে লাগ পায়্যা তারে করিলু প্রণাম॥
ব্যথায় কাতর আমি কথা না বারায় মুখে।
আমায় কাতর দেখিয়া মুনি
ধ্যান করিয়া দেখে॥
শরভঙ্গ বলে পক্ষ প্রাণ কর রক্ষা।
হারাইয়াছে পাইবা তোমার দুই পাখা॥
দশরথ রাজা রাজ্য করিবে অনেক বৎসর।
জ্যেষ্ঠ পুত্র তার হৈবেন আপনে
বিষ্ণু ধনুর্দ্ধর॥
বাপের সত্য পালিতে রাম আসিবেন বনে।
শূন্য ঘর পায়্যা সীতা লইবেক রাবণে॥
বানর কটক আসিবেক সীতার উদ্দেশে॥
তাহার দর্শনে তোমার খণ্ডিবেক ক্লেশে॥
বিংশতি অধিক পঞ্চশত বৎসর।
তবে সে দেখিবা তুমি সে সব বানর॥
এই পর্ব্বতে থাকিলে পাইবা দরশন।
রাম নাম স্মরণে পাখা পাইবা ততক্ষণ॥
এত দিন রাম লাগিয়া রহিয়াছি বন।
এত দিনে রামের সনে হইল দরশন॥
অঙ্গদ বলে তোমা দেখিয়া বড় পাই ভয়।
স্বরূপে বল পক্ষরাজ বচন নিশ্চয়॥
কোন্ দেশে বৈসে রাবণ কোন্ দেশে ঘর।
তাহার দেশে যাইতে কত যোজন সাগর॥
সম্পাতি পক্ষ বলে আমি গৃধিনী জাতি।
পৃথিবী প্রদক্ষিণ করি অব্যাহত গতি॥
অনেক কালের পক্ষ আমি
অনেক রাজা জানি।
ত্রিবিক্রম রূপ যখন হইলা চক্রপাণি॥
দেবাসুর জানি আমি বিবিধ বিধানে।
মোহিনী রূপ জানি আমি অমৃতমন্থনে॥
এ বয়সে আমার দূরদৃষ্টি রহে।
গৃধিনী জাতির দৃষ্টি অনেক দূর হয়ে॥
উড়া করিয়া উঠি আমি উপর গগন।
এক উড়ায় উঠিতাম গগন মণ্ডল॥
তথা থাকিয়া আমি সংসার দৃষ্টি করি।
নদ নদী যত আছে দেখি তো গোক্ষুরি॥
হিমালয় সুমেরু পর্ব্বত বাখানি।
আর যত পর্ব্বত দেখি কুঞ্জর সমানি॥
বৃদ্ধ বয়েসে পাখা নাহি টুটিল গায়ের বল।
পর্ব্বতে থাকিয়া দেখি রাবণ রাজার ঘর॥
পর্ব্বতে রহিয়া যখন মাথা তুলিয়া চাই।
দুই শত যোজনের পথ দেখিবারে পাই॥
দক্ষিণ দিগে যখন মাথা তুলিয়া দেখি।
অশোক বনের ভিতরে দেখি সীতা চন্দ্রমুখী॥
কালো বর্ণে রাক্ষসী সভে
সীতা করে রক্ষা।
শতেক যোজন পথ সাগরের সংখ্যা॥
এক লাফে পার হও সকল বানর।
সীতা দেখিয়া তোমরা যাও সভে ঘর॥
মহাবল বানর সভ না পাইও চিন্তা।
সাগর পার হইয়া দেখিয়া যাও সীতা॥
পাখা থাকিলে করিতাম রামের উপকার।
পাখা নাহি বুড়াকালে বচন মাত্র সার॥

সম্পাতির বচনে বানর দক্ষিণ মুখে চাই।
দশ যোজন বই দেখিতে না পাই॥
এক দৃষ্টে বানর কটক চাহে ঊর্দ্ধশ্বাসে।
দেখিতে না পায় বানর সম্পাতি হাসে॥
বানর বলে জাম্বুবান বল উপদেশ।
কেমতে হইবে সীতা দেবীর উদ্দেশ॥
সম্পাতি বলে বানর কটক শুন সাবধানে।
আর এক পূর্ব্বকথা পড়িল স্মরণে॥
সুপার্শ্ব পুত্র আমার হিমালয়ে বৈসে।
নিত্য পুত্র আসিয়া থাকে আমার উদ্দিশে॥
হিমালয় পর্ব্বতে থাকে তাহার পরিবার।
তথা থাকিয়া পুত্র নিত্য জোগায় আহার॥
নিত্যাহ আহার পুত্র আনয়ে বিহানে।
এক দিন আইল পুত্র বেলা অবসানে॥
ক্ষুধায় কাতর আমি দহে কলেবর।
কোপে সুপার্শ্বকে আমি
ভর্ছিলাম বিস্তর॥
*ধার্ম্মিক পুত্র মোর ধর্ম্মে হৈলা বশ।
সকল কথা মোর তবে কহে সুপারশ্ব॥*
সুপার্শ্ব পুত্র বলে পিতা করি নিবেদন।
রাবণের সংগে পথে হইল দরশন॥
আহার লইয়া আমি আসি বিহান বেলে।
*কাহার স্ত্রীকে রাবণ রাজা
লৈয়া যায় বলে॥
নীল বর্ণে রাবণ রাজা গৌরবর্ণে নারী।
মেঘের উপরে জেন পড়িয়াছে বিজুরি।
রাম লক্ষ্মণ বলি কন্যা কান্দিছে বিস্তর॥
দুই পাখেতে রাখি ছিলাঙ দুই প্রহর॥
রথের সনে গিলি রাবণ থুইতাঙ উদরে।
রাবণ রক্ষা পাইলেক স্ত্রীবধের ডরে॥
ছাড়্যা দিলাঙ তারে পথ বিনয় বচনে।
তে কারণে বিলম্ব হইল এতক্ষণে॥
সুপারশ্ব পুত্র মোর কহে সব কথা।
এখনে জানিলাঙ আমি সেই রামের সীতা॥
খানিক থাক মোর পুত্র আসিব এখন।
পৃষ্ঠে করি পার করিব সকল বানরগণ॥
মৎস্য মগর ধরিতে পুত্র জখন উপায় করে।
তিন ভাগ সাগর জল দুই পাখে জুড়ে॥
এক ভাগে সাগর জল দেখি বা না দেখি।
সকল বানর পার করিব কোন্ জল লখি॥
খানিক থাক পুত্র মোর আসিব এখন।
হেন কালে সুপারশ্ব দিলা দরশন॥
দুই ঠোট মেলি আইসে বানর গিলিবারে।
ডরাইয়া রহিল বানর সম্পাতির আড়ে॥
সম্পাতি বলে বানর মোর বড় উপকার।
পৃষ্ঠে করি বানরগণে সাগর কর পার॥
সুপারশ্ব বলে বাপের আজ্ঞা
না করি লঙ্ঘন।
মোর পৃষ্ঠে বসসিয়া সকল বানরগণ॥*
অংগদ বলে পক্ষ শুন আমার বচন।
তোমার পৃষ্ঠে বানর কটক না করিবে গমন॥
সাগর ডিংগাইয়া বার্ত্তা আনিবে একজন।
শ্রীরাম করিবেন ক্রোধ শুনিয়া বচন॥
দেব দানব পুত্র মোরা দেব অবতার।
কোন্ কার্য্যে পক্ষ তোমায় দিব এত ভার॥
সম্পাতি বলে আমি রামের কার্য্য করি।
রাম রাম বলিলে উঠে পাখা দুই সারি॥
নৌতুন পাখ উঠিল দেখিতে সুন্দর।
রাম জয় করিয়া উঠে সকল বানর॥
দেখিয়া বানর সভার হইল চমৎকার।
রাম রাম স্মরণে আমরা সাগর হইব পার॥
বানর সম্ভাষিয়া পক্ষ উঠিল আকাশে।
দুই পাখা সারিয়া যায় আপনার দেশে॥
বাপ পোয পক্ষরাজ গেল তো উত্তরে।
কটক লৈয়া অংগদ গেল দক্ষিণ সাগরে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত গায় অমৃতের ভাণ্ড।
এতদূরে সমাপ্ত হইল কিষ্কিন্ধাকাণ্ড॥
শ্রীশ্রীরামঃ শরণম্॥

সুন্দরকাণ্ড

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং রঘুবরং
সীতাপতিং সুন্দরং
কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং
বিপ্রপ্রিয়ং ধার্ম্মিকম্।
রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং দশরথতনয়ং
শ্যামলং শান্তমূর্ত্তিং
বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং
রাঘবং রাবণারিম্॥

বাপে পুত্রে পক্ষরাজ গেলেন সত্বর।
কটক লৈয়া অঙ্গদ গেলেন দক্ষিণ সাগর॥
তর্জ্জে গর্জ্জে বানর সভ ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগর দেখিয়া বানর সভ গণিল প্রমাদ॥
দিগ্‌বিদিগ্‌ নাহি আকাশ মন্ডল।
হিল্লোল কল্লোল করে সাগরের জল॥
সাগর দেখিয়া বানর ছাড়িল নিশ্বাস।
মহাবীর বানরেরে দিতেছে আশ্বাস॥
বিষাদে বিক্রম টুটি বিষাদেতে মরি।
বিষাদে না দিলে মন সর্ব্বার্থে তরি॥
সুখে নিদ্রা যাও তোমরা সমুদ্রের কূলে।
সাগর তরিতে চিন্তা করিব এক কালে॥
পর্ব্বতের ফলফুল সাগরের জল।
আহার পানি খাই তবে সকল বানর॥
সাগরের কূলে বানর বঞ্চিলা সুখরাতি।
প্রভাতে একত্র হইলা সকল সেনাপতি॥
যোড় হাথে দান্ডাইল অঙ্গদ গোচরে।
অঙ্গদ বীর আজ্ঞা দিল বানরের তরে॥
দৈব দোষে লঙ্ঘিলেক রাজা দশানন।
কোন্ বীর ঘুচাইবে বানরের বন্ধন॥
ব্রহ্মলোকের অমৃত আনিবে কোন্ বীরে।
ইন্দ্রের হাথের অস্ত্র কে আনিতে পারে॥
আগ্নি হেন সূর্য্যের তেজ কোন্ জনে ধরে।
চন্দ্রের শীতল রশ্মি কে আনিতে পারে॥
কোন্ বীর সুগ্রীব রাজায়
সত্যে করিবে পার।
কোন্ বীর করিবেক রাম
লক্ষ্মণের উপকার॥

এতেক বলিল যদি যুবরাজ অঙ্গদ।
উত্তর না করে বানর হইল নিঃশবদ॥
*অঙ্গদ আদেশে বানর সাগর নিহালি।
আকাশ পাতাল জুড়ি সাগর কলকলি॥*
সাগরের ঢেউ দেখে পর্ব্বত প্রমাণ।
সমুদ্রের ঢেউ দেখিয়া সভে কম্পমান॥
অঙ্গদ বলে বানর কটক না কর বিষাদ।
কোন্ বীর লইবেক রাজার প্রসাদ॥
কোন্ বীর করিবেক সভার অব্যাহতি।
আপন বিক্রম করিয়া রাখুক খেয়াতি॥
*সীতার বার্ত্তা জানিতে অঙ্গদ
বলে বারে বারে।
আপন বিক্রম দেখায় বানর অঙ্গদের ডরে॥*
গয় নামে বীর বলে যমের নন্দন।
আমি ডিঙ্গাইতে পারি দশ যোজন॥
গবাক্ষ নামে বীর বলে তার সহোদর।
সে বলে ডিঙ্গাইতে পারি
কুড়ি যোজন সাগর॥
মহাবীর গবাই বলে মুখ্য সেনাপতি।
ত্রিশ যোজন সাগর ডিঙ্গাইব রাতারাতি॥
শরভ নামে বীর বলে বীর অবতার।
চল্লিশ যোজন সাগর আমি হৈব পার॥
তাহার সহোদর বলে গন্ধমাদন।
আমি সাগর ডিঙ্গাইব পঞ্চাশ যোজন॥
মহেন্দ্র মহাবীর বলে সুষেণনন্দন।
আমি সাগর ডিঙ্গাইব ষাটি যোজন॥
দেবেন্দ্র বীর বলে তাহার সহোদর।
সত্তরি যোজন আমি ডিঙ্গাইব সাগর॥
নীল বীর বলে তবে সভার ভিতর।
আমি পারি ডিঙ্গাইতে
আশী যোজন সাগর॥
বিশ্বকর্ম্মার পুত্র নল বলে বীর অবতার।
নব্বই যোজন সাগর আমি
হইতে পারি পার॥
কুমুদ সেনাপতি বলে রাজার ভান্ডারী।
বিরানই যোজন সাগর ডিঙ্গাইতে পারি॥
ব্রহ্মার পুত্র ভল্লুক ব্রহ্মগেয়ান।
হাসিয়া উত্তর করে মন্ত্রী জাম্বুবান॥
*যৌবনকাল বল টুটিল বৃদ্ধকে।
যৌবনকালের কথা শুন বীর লোকে॥*
বলি ছলিতে প্রভু যখন হইলা বামন।
তিন পায় যুড়িল প্রভুর এ তিন ভুবন॥

পৃথিবীতে আমরা আছিলাম প্রবীণ।
সভে মেলিয়া প্রভুর পা কৈলু প্রদক্ষিণ॥
জটায়ু পক্ষ সনে উড়িতাম সত্বর।
প্রভুর পায় প্রদক্ষিণ কর‍্যাছি তিন বার॥
বৃদ্ধ হইলাম সাগর ডিঙ্গাইতে নারি।
পঁচানই যোজন সাগর ডিঙ্গাইতে পারি॥
শতেক যোজন সাগর পার হৈলে
রামের কাজ হয়।
পাঁচ যোজন কারণ লাজ পাইলু সভায়॥
এত যদি বলিল মন্ত্রী জাম্বুবান।
অভিমানে রা না কাড়ে বীর হনুমান॥
হনুমান কথা নাহি কয়
অঙ্গদ কোপে জ্বলে।
সাগর ডিঙ্গাইতে পারে আপনার বলে॥
এক লাফ দিয়া আমি যাইতে পারি লঙ্কা।
আসিতে পারি না পারি তাহার করি শঙ্কা॥
রাজভোগে বাড়াইল বাপে নাহি দিল শ্রম।
এ কারণ নাহি জানি আপন বিক্রম॥
সাগর তরিতে পারি আসিতে ভয় করি।
ব্যর্থ গমন হইলে সুগ্রীব ঠাঁঞি মরি॥
সাগর ডিঙ্গাইতে মোর নাহি সেনাপতি।
কোনো বীর না রাখিল আমার আরতি॥
নিকট মরণ আমার শুন বানরগণ।
সাগর ডিঙ্গাইতে আমার নাহি কোন জন॥
আর খুড়া নহে হইবে প্রাণের বৈরী।
কার্য্যসিদ্ধি না হইলে কোনমতে মরি॥
সকল বানর বলে যোড় করিয়া হাথ।
তুমি কোথা না যাইও বানরের নাথ॥
অঙ্গদের কথা শুনিয়া জাম্বুবান হাসে।
যত কিছু বলহ আমায় নাহি বাসে॥
বালি রাজার বিক্রম ত্রিভুবনে জানি।
যেমত বিক্রম তোমার সংসারে বাখানি॥
একবারের কাজ থাকুক পার সহস্রবার।
পার হইতে পার তুমি সাগর পাথার॥
তুমি কটকের মূল আমরা সভে ডাল।
মূল থাকিলে ফল পাইব সর্ব্বকাল॥
কোন্ বীরে না বাড়ায়্যাছে তোমার বাপ।
তোমার বাক্য লঙ্ঘিবেক কার এমন প্রতাপ॥
যত বীর দেখ তোমার বাপের সেবক।
কত বীর আছে তোমার কার্য্যসাধক॥
বসিয়া আজ্ঞা কর তুমি বানরের রাজ।
সেবক হইতে তোমার হইবেক কাজ॥

অঙ্গদ বলে বীর সভার করিব বিচার।
কোনো বীর না বলিল সাগর হইবে পার॥
সাগর ডিঙ্গাইব আমি কোন্ ভয় করি।
ব্যর্থ হইয়া ঘরে গেলে
সুগ্রীবের ঠাঁঞি মরি॥
নিশ্চয় মরণ আমার সংশয় জীবন।
সাগর ডিঙ্গাইব আমি দেখুক বানরগণ॥
জাম্বুবান উঠিয়া বলে যোড় করিয়া হাথ।
কোথায় যাইবা তুমি বানরের নাথ॥
বালি রাজার শোক পাসরি তোমা দরশনে।
এক দণ্ড না দেখিলে না রহে জীবনে॥
নিকটে আছে হনুমান দেখি বা না দেখি।
তার দিগে জাম্বুবানের পড়্যা গেল আঁখি॥
জাম্বুবান বলে শুন বীর হনুমান।
প্রামাণিক বুড়ার কথায় কর অবধান॥
যোড় হাথে জাম্বুবান কহে মধুর বচন।
হনুমান জাম্বুবান দুই জনে সম্ভাষণ॥
কৃত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরাণ।
সুন্দরকাণ্ডে রচিল গীত অমৃতসমান॥

জাম্বুবান বলে শুন পবনকোঙর।
পৃথিবীতে নাহি বীর তোমার সোঁসর॥
রামের কার্য্য বিঘটিত তোমার গোচরে।
লুকাইয়া আছ কেনে সভার ভিতরে॥
বুদ্ধির সাগর তুমি বিক্রমে অপার।
তুমি সে সহিতে পার এত বড় ভার॥
রামের কার্য্য ঢিল পড়ে তোমার বিদ্যমানে॥
লুকাইয়া রহিয়াছ তুমি কোন্ অভিমানে॥
বুদ্ধির সাগর তুমি বিক্রমে অপার।
তোমার বিক্রম ঘুষিবেক সকল সংসার॥
সকল বানরে তোষে শুন বীর হনুমান।
যশ পৌরুষ রাখহ পুরাহ সম্মান॥
বীরভাগ উঠিলা সব অঙ্গদের বোলে।*
কেহো তারে হাথে ধরে
কেহো করে কোলে।
*সকল বানর কহে বীর হনুমানে।
যশে মন দেহ বাপু ঘুচাও অভিমানে॥*
জাম্বুবান বলে তখন শুন হনুমান॥
পূর্ব্বকথা কহি আমি কর অবধান।
পুঞ্জকলা নামে কন্যা স্বর্গবিদ্যাধরী।
কন্যা জন্মিল তার পরম সুন্দরী॥

সেই কন্যার নাম অঞ্জনা বানরী।
তাহারে বিবাহ কৈল বানর কেশরী॥
বানরের কন্যা সে নাম অঞ্জনা।
নানা অলঙ্কারে শোভে চন্দ্রবদনা॥
আপন ইচ্ছায় কন্যা হইয়া মানুষী।
পর্ব্বতে পর্ব্বতে বেড়ায় পরম রূপসী॥
মলয় পর্ব্বতের উপর কেশরীর ঘর।
অঞ্জনা লইয়া কেলি করে নিরন্তর॥
চৈত্র মাস প্রবেশ যখন বসন্ত সময়।
অঞ্জনার রূপে পবনের পোড়ে হৃদয়॥
কেশরীর তরে পবন বড় করে ভয়।
সময় না পায় পবন কেশরী দুর্জ্জয়॥
মলয়া বসন্তের বাণে শরীর ব্যাকুল।
ঋতুস্নান করিতে গেলা নর্ম্মদার কূল॥
সন্ধান পাইয়া তথা গেলা তো পবন।
ঝড়ে বস্ত্র উড়াইয়া দিল আলিঙ্গন॥
অঞ্জনা বলে পবন করিলা কোন্ কর্ম্ম।
তোমার পাপে নষ্ট মোর পতিব্রতা ধর্ম্ম॥
পবন বলে আর কিছু না বল অঞ্জনা।
স্ত্রী রূপ দেখিলে পুরুষ
পাসরে আপনা॥
দৈবে মহাপাপ হয় পরস্ত্রী হরণে।
জাতিকুল বিচারিয়া ইহা করে কোন্ জনে॥
সকল সম্বরিয়া অঞ্জনা চল ঘরে।
দুর্জ্জয় মহাবীর হইবে তোমার উদরে॥
আমার গমন জিনি গতি হৈবে তার।
পৃথিবীবিজয় হইবেক তোমার কুমার॥
এত শুনিয়া অঞ্জনা গেলা নিজ স্থানে।
দ্বাদশ মাসে প্রসব হইলা হনুমানে॥
অমাবস্যার দিন হনুমানের জনম।
জন্মমাত্র সেই দিনের শুনহ বিক্রম॥
মায়ের কোলে হনুমান করে স্তনপান।
রাঙ্গা বর্ণে সূর্য্য উঠে প্রত্যূষ বিহান॥
রাঙ্গা ফল বলিয়া ধরিতে চাহে কৌতুকে।
মায়ের কোলে থাকিয়া লাফ
দিল অন্তরীক্ষে॥
ভূমি এড়িয়া সূর্য্য উদয় লক্ষ যোজন।
লক্ষ যোজন এক লাফে উঠিল হনুমান॥
অমাবস্যায় সূর্য্যগ্রহণ সেই দিনে।
রাহু আইসে সূর্য্য গিলিবার মনে॥
তোমার মূর্ত্তি দেখিয়া রাহুর লাগে ডর।
পলাইয়া গেল রাহু ইন্দ্রের গোচর॥
এত কালে ইন্দ্র আমার করিলেন অবিচার।
চন্দ্র সূর্য্য গরাসিতে মোর অধিকার॥
ঐরাবতে চড়িয়া ইন্দ্র আইলা কৌতুকে।
সূর্য্যের নিকট গিয়া হনুমান দেখে॥
তোমার মূর্ত্তি দেখিয়া ইন্দ্রের হইল ত্রাস।
সূর্য্য এড়িয়া পাছে আমায় করে গ্রাস॥
সিন্দূরে মণ্ডিত করি ঐরাবতের মুখ।
রাঙ্গাবর্ণ দেখ্যা তোমার বাড়িল কৌতুক॥
সূর্য্য এড়িয়া গেলা ঐরাবত ধরিবারে।
কোপে ইন্দ্র বজ্র নিল তোমা মারিবারে॥
কোপ হইলে পুরুষ আপনা পাসরে।
বিনা দোষে ইন্দ্র বজ্র মারিল তোমারে॥
হনু ভাঙ্গিয়া পড়িলা তুমি পর্ব্বতশিখরে।
হনুমান নাম তোমার তে কারণে বলে॥
যৌবনকাল গেলে যখন হইলু প্রবীণ।
গোসাঞির পা বেড়িয়া কর্য্যাছি প্রদক্ষিণ॥
দেবদানব মিলিয়া যখন মথিলা সাগর।
নানা পর্ব্বতের ঔষধ আনিতাম বিস্তর॥
লক্ষ্মী জন্মিলা হইল অমৃত উৎপত্তি।
বিক্রম করিয়া দেবগণে করিলাম পীরিতি॥
বল টুটিল এখন নিকট মরণ।
আপনারে নহি কারে করিব রক্ষণ॥
মহাযুদ্ধে যেই বীরে সভাই প্রশংসে।
সেই ভাগ্যবন্ত যে সভাকারে তোষে॥
নিরুদ্দিশে সীতার বার্ত্তা যে উদ্দিশ আনে।
তাহার বিক্রম লোকে করে প্রচারণে॥
বিক্রমমূর্ত্তি ধরিয়া কর সাগর লঙ্ঘন।
তোমার যশ ঘুষিবেক এ তিন ভুবন॥
নানা পর্ব্বতের বানর আইল দেশবিদেশে।
তোমার বিক্রম যেন সর্ব্ব দেশে ঘোষে॥
তুমি হেন বীর থাকিতে আমরা পাই চিন্তা।
রাম লক্ষ্মণ তুষ্ট হইবে উদ্দিশ কর সীতা॥
প্রবীণ জাম্বুবান যদি করয়ে স্তবন।
হনুমান করিল তার চরণ বন্দন॥
তোমা সভার বচন আমি না করিব আন।
প্রামাণিক বৃদ্ধ আমি দেখি বাপের সমান॥
শতেক যোজন সমুদ্র দেখি খালি আর জুলি।
আসিতে যাইতে পারে হনুমান বলী॥
তোমা সভার চরণ আমি করি পরিহার।
মন দিয়া শুন সভে আমার কার্য্যের বিচার॥
প্রভাস নামেতে তীর্থ আছে মহীতলে।
লক্ষ লক্ষ মুনি তথায় তপজপ করে॥

প্রবল নামে দুষ্ট হস্তী দীঘল দশন।
দন্ত পাতিয়া যায় মুনিগণের লইতে জীবন॥
মুনিগণ পলায় সভ হইয়া আকুলি।
মুনি রাখিতে চলিল আমার বাপ মহাবলী॥
আমার বাপের মূর্ত্তি দেখিতে ভয়ংকর।
এক লাফে উঠিল গিয়া হস্তীর উপর॥
দুই চক্ষু ছিড়েন নখের আঁচড়ে।
দুই হাথে ধরিয়া দুই দন্ত উপাড়ে॥
উপাড়িয়া হস্তীর পেটে মারিলা দশন।
দশনের ঘায় হস্তীতে তেজিল জীবন॥
হস্তী মারিয়া গেলা পিতা মুনির সমাজ।
মুনি সভে বলিলা হস্তী মারিল
এই বানররাজ॥
যে হস্তী আসিয়া নিত্য মুনি সভ মারি।
হেন হস্তী মারিল আমার বাপ কেশরী॥
আপন ইচ্ছায় করে মুনি তপস্যা তর্পণ।
এক বানরে রাখিলেক সকল মুনিগণ॥
বর মাগ তুষ্ট হৈয়া বলেন সর্ব্বজনে।
কেশরী বলেন তবে মুনির চরণে॥
আমারে বর যদি দিবা মুনিগণ।
ত্রিভুবন জিনিয়া হউক আমার নন্দন॥
বর দিতে মুনিগণ করিলা অংগীকার।
ত্রিভুবন জিনিয়া হউক তোমার কুমার॥
বর পায়্যা মুনিগণে কৈলা নমস্কার।
মলয়া পর্ব্বতে গেলা যথায় পরিবার॥
অঞ্জনা নামে মা মোর নর্ম্মদা নদীর কূলে।
ঋতুস্নান করিতে গেলা নর্ম্মদার জলে॥
সময় পাইয়া তথা দেবতা পবন।
বলে ধরিয়া তাঁরে দিলা আলিংগন॥
মা বলেন পবন করিলা কোন্ কর্ম্ম।
কোন্ কার্য্য করিলা নষ্ট কৈল
পতিব্রতা ধর্ম্ম॥
পবন বলেন তুমি না হও উতরোলি।
আমার বীর্য্যে পুত্র তোমার হইবে মহাবলী॥
দুর্জ্জয় বীর হইবেক তোমার কুমার।
আমারে জিনিয়া শীঘ্রগতি হইবে তার॥
এই সে কারণে নাম আমার পবননন্দন।
সভার ভিতরে লজ্জা দেহ কি কারণ॥
সভে মাত্র দেখি আছে মায়ের অপরাধ।
আর কোন বানরের নাহি অপরাধ॥
তুমি কার পুত্র ভল্লুক জাম্বুবান।
সভাকার বার্ত্তা জানে বীর হনুমান॥

বালি সুগ্রীব দেখ দুই সহোদর।
এক মা দুই বাপ জানে সভার গোচর॥
হের অংগদ দেখ বালির নন্দন।
দুইজনার তরে জন্ম দিলা দুইজন॥
তোমার জন্মের কথা বুড়া আমি ভাল জানি।
তোমার তরে ব্রহ্মা জন্ম দিলেন আপনি॥
হের দেখ নল নীল দুই সেনাপতি।
দুইজনার তরে জন্ম দিলা দুই ব্যকতি॥
এখন বিচার করিলে হয় রামের কার্য্য বাধ।
আগে গিয়া জানিয়া আসি
সীতার সম্বাদ॥
*আকাশ অন্তরীক্ষে যাইব লংকার ভিতর।
লাফে তোলপাড় আজি করিব সাগর॥*
অন্তরীক্ষে যাইব পবনে করিয়া ভর।
এক লাফে পড়িব গিয়া লংকার ভিতর॥
কালরূপে সাঁধাইব রাক্ষসের মেলে।
উপাড়িয়া ফেলিব লংকা সাগরের জলে॥
তোমা সভার না থুইব সংগ্রামের আশ।
সীতা দেবী আনিয়া দিব শ্রীরামের পাশ॥
কোন্ কার্য্য লাগিয়া পাইয়াছ চিন্তা।
রাবণ মারিয়া পৃষ্ঠে করিয়া
আনিয়া দিব সীতা॥
শত যোজন সমুদ্র দেখি খালি আর জুলি।
শত যোজন ডিংগাইতে পারি
মুঞি মহাবলী॥
অংগদ বলে যত বল কিছু নহে আন।
আমার সন্তোষ রাখ বীর হনুমান॥
সুগন্ধি পুষ্পের মাল্য গন্ধে মনোহর।
হনুমানের গলে দিল সকল বানর॥
হনুমান বলে শুন সকল সেনাপতি।
আমার ভর সহিতে নারিবেন বসুমতী॥
পর্ব্বতের গোড়া আছে পাতাল ভিতর।
সাগর ডিংগাইতে উঠে পর্ব্বতশিখর॥
পূর্ব্বে রহে বানর কটক হৈয়া এক চাপ।
পর্ব্বতের উপরে উঠে বীর মহাপ্রতাপ॥
দেব দানব গন্ধর্ব্ব পলায় পর্ব্বতিয়া সাপ।
সকল লোক চমকিত দেখি
হনুমানের প্রতাপ॥
গাছ ভাংগে লতা ছিড়ে বানর উঠে লড়ে।*
সকল বানর উঠে পর্ব্বতের চূড়ে॥
সাগরের শুনে বানর কল্লোল শব্দ।
ত্রাস পাইয়া বানর কটক হইল নিঃশব্দ॥

পূর্ব্ব মুখে হনুমান দেবগুরু বন্দে।
দেখিবারে আইল সভে পরমানন্দে॥
ইন্দ্রবিদ্যাধরী আইল যত স্বর্গবাসী।
দেবগণ ঋষিগণ আর যত তপস্বী॥
সমুদ্রের কূলে আসিয়া যত লোক রহে।
সংসারের যত লোক দেখিবারে ধায়ে॥
বিক্রম পুরুষ যখন হইল সাজন।
তাহা দেখিতে আইল যত দেবগণ॥
অষ্ট লোকপাল বন্দে দেব পুরন্দর।
কুবের বরুণ বন্দে দেব মহেশ্বর॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু বন্দিলেক ত্রিভুবনের কর্ত্তা।
অঞ্জনা কেশরী পবন বন্দে মাতাপিতা॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা বন্দিল একবারে।
উদ্দেশে প্রণাম করে রাজা সুগ্রীবেরে॥
অংগদ জাম্বুবানে করিল নমস্কার।
দক্ষিণ মুখ বৈসে বীর সাগর হইতে পার॥
উভ লেজ করিল সারিল দুই কান।
এক লাফে আকাশে উঠিল হনুমান॥
দূর দূর শবদে যায় পবনে করিয়া ভর।
লাফের টানে উপাড়য়ে গাছ পাথর॥
আকাশে উঠিয়া গাছ জলে স্থলে পড়ে।
বন্ধুজন এড়িয়া যেন বান্ধব বাহুড়ে॥
দশ যোজন হইল বীর আড়ে পরিসর।
ত্রিশ যোজন হইল বীর উভেতে দীঘল॥
উভ লেজ করিল বীর যোজন পঞ্চাশ।
হনুমানের লেজ গিয়া ঠেকিল আকাশ॥
পবনগমনে যায় বীর হনুমন্ত।
লাংগুল দোলায় যেন বাসুকি অনন্ত॥
এক দৃষ্টে হনুমান নেহালে বানরে।
এক দৃষ্টে চাহে বীর দেখিতে না পারে॥
উর্দ্ধমুখ করিল চরণে করি ভর।
মংগল চিন্তিয়া রহে সকল বানর॥
কথদূর গিয়া বীর করে অনুমান।
শরীর কুড়াইয়া কবে বিঘত প্রমাণ॥
তিন ভাগ সাগরে গেল এক ভাগ আছে।
হেন কালে গেল সুরসা সাপিনীর পাছে॥
সাগরের মধ্যে ছিল সুরসা সাপিনী।
বরদাতা মাতা সে জগৎগোসাঞিনী॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব আদি যত স্বর্গবাসী।
সুরসা সাপিনীকে সভে ডর বাসি॥
রাক্ষসমূর্ত্তি ধর তুমি দেখিতে ভয়ংকর।
হনুমান সাগর ডিংগায় তারে দেখাও ডর॥

আমরা সভে বুঝিব
হনুমানের বল পরীক্ষা।
তোমা দেখিয়া কেমতে যায় অন্তরীক্ষা॥
রাক্ষসীমূর্ত্তি ধরিলেন দেবগণের বোলে।
হনুমানের আগে রহে গগনমণ্ডলে॥
ছায়া ধরিয়া রাখিলু যাইবে কোন্ দেশে।
পাতাল হেন মুখ করিলু করহ প্রবেশে॥
বিষম দেখিয়া হনুমানের লাগে ডর।
যোড় হাথ করিয়া কহে পবনকুমার॥
শ্রীরামের কার্য্যে যাই সীতার উদ্দিশে।
তোমায় বিঘ্ন করিতে মাতা
যুক্তি নাহি আইসে॥
কৃপা কর মাতা তুমি না পাড়িও সংকটে।
আসিবার বেলায় খাইও দশন বিকটে॥
সীতার বার্ত্তা জানিয়া আসি
লঙ্কার ভিতর।
পশ্চাৎ মোরে যে করহ তাহে নাহি ডর॥
রাক্ষসী বলে আমার ঠাঁঞি নাহিক এড়ান।
দন্তে চিবাইয়া তোরে করিব খান খান॥
হনুমান বলে কোন্ মুখে করিবা ভক্ষণ।
মেল দেখি কেমন তোমার মুখের পাতন॥
এত বলি হনুমান চারি দিগে চায়।
দশ যোজন মুখ হইল দেখিতে লাগে ভয়॥
কুড়ি যোজন হইল বীর এড়াইবার তরে।
কুড়ি যোজন মুখ হইল এড়াইতে নারে॥
চল্লিশ যোজন হইল বীর পাইয়া তরাস।
সুরসার মুখ হইল যোজন পঞ্চাশ॥
ষাটি যোজন হইল বীর এড়াইবার তরে।
সত্তরি যোজন মুখ করিয়া
আইসে গিলিবারে॥
ত্রাস পাইয়া হনুমান হইল যোজন আশী।
নৈ যোজন মুখ করিয়া আইসে রাক্ষসী॥
জিনিতে না পারে বীর চিন্তে উপদেশ।
শরীর কুড়াইয়া জড় হইল অতিশেষ॥
নেউল প্রমাণ হইয়া প্রবেশিলা মুখে।
কর্ণের বাটে বাহির হৈয়া গেল অন্তরীক্ষে॥
হাসিয়া বলেন তোমার মুখে
প্রবেশিলু গোসাঞিনী।
তোমার আজ্ঞা পাইলে এখন
করিয়ে মেলানি॥
রাক্ষসীমূর্ত্তি এড়িয়া সুন্দর মূর্ত্তি ধরে।
তুষ্ট হৈয়া বর দিয়া গেলা হনুমানেরে॥

আমার মুখে প্রবেশিয়া চলিবা শীঘ্রগতি।
রাহুর মুখে হইতে যেন চন্দ্রের অব্যাহতি॥
কোথাও বিঘ্ন নাহি তোমার
যাও তো কুশলে।
রাম সীতা একত্র হইবেন
তোমার বাহুবলে॥
সুরসা সাপিনী আমি বৈসি সুরপুর।
তোমার বল পরীক্ষিতে আইলু এত দূর॥
বর দিয়া গেলা তবে সুরসা সাপিনী।
জয় জয় আকাশে হইল শুভধ্বনি॥
নাগিনী সম্ভাষিয়া বীর তিলেক নাহি রহে।
লঙ্কায় চলিয়া যায় ঝড় যেন বহে॥
আকাশগমনে বীর চলিলা সত্বর।
জলের ভিতর থাকিয়া তবে চিন্তেন সাগর॥
*সূর্য্যবংশে আমা কুড়ি করিল পাথার॥
সূর্য্যবংশের কার্য্যে যায় সাগরের পার।
রহিবার স্থান নাহি করিয়াছে সাহস।
হনুমান প্রীত হইলে পাইব বড় যশ॥
চিন্তিয়া গণিয়া সাগর যুক্তি করিল সার।
মৈনাক পর্ব্বত বলিয়া পাড়িল হুহুঙ্কার॥
মৈনাক পর্ব্বত বলি হিমালয় নন্দন।
ইন্দ্রের ডরে আমার ঠাঁঞি পশিলা শরণ॥
এতকাল তোমায় আমি করিলু পালন।
আমার বচন শুন পর্ব্বতনন্দন॥
আমার বচন তুমি না করিহ আন।
খানিক বিশ্রাম করাও বীর হনুমান॥
শ্রীরামের কার্য্যে যায় সীতার অন্বেষণে।
হনুমান বিশ্রাম করিলে প্রীত পাই মনে॥
এই বাক্য পর্ব্বতেরে কহিলা সাগর।
জলে হইতে উঠে পর্ব্বত সহস্র শিখর॥
জলে হইতে পর্ব্বত উঠে
হনুমান চিন্তিত।
আর কোন বীর আইল দেখি আচম্বিত॥
আকাশ পাতাল যুড়িয়া রহিল পর্ব্বত।
হনুমানের সমুখে আগুলিল পথ॥
পর্ব্বত দেখিয়া বীর হইল চমকিত।
পর্ব্বত বলে শুন বলি বানর পণ্ডিত॥
পবনগমনে যাও আকাশে করিয়া ভর।
অবধান করি শুন কহিয়ে বানর॥
হিমালয়ের পুত্র আমি
সাগরের ভিতর বসি।
তোমার বিশ্রাম হেতু আমায় বেউসী॥

সাগর বেউসিল মোরে তোমায়
বিশ্রাম লইবারে।
ক্ষণেক বিশ্রাম কর তুমি আমার উপরে॥
ফলফুল খাও তুমি মধুর আস্বাদ।
ক্ষণেক বিশ্রাম কর ঘুচুক অবসাদ॥
মিথ্যা নাহি বলি আমি না করিহ শঙ্কা।
অর্দ্ধ পথ আসিয়াছ অর্দ্ধেক আছে লঙ্কা॥
হনুমান বলে পর্ব্বত তুমি আছ মহীতলে।
কি কারণে থাক তুমি সাগরের জলে॥
পর্ব্বত বলেন পূর্ব্বে ছিল
পর্ব্বতের পাখা।
যে দেশে উঠিয়া পড়িত তাহার
নাহি ছিল রক্ষা॥
সৃষ্টিনাশ হয় লোকেতে পায় ডর।
বজ্র হাথে পাখা কাটে দেব পুরন্দর॥
পাখা কাটিয়া পর্ব্বত করিল অচল।
আমার পাখা কাটিতে আইল ইন্দ্র মহাবল॥
তোমার বাপের প্রসাদে আমার অব্যাহতি।
তুমি বিশ্রাম করিলে আমি
পাই যে পীরিতি॥
হনুমান বলে তোমার বোলে মোর চমৎকার।
বর দেহ আমি যেন সাগর হই পার॥
প্রতিজ্ঞা কর্য্যাছি আমি জ্ঞাতিমণ্ডলে।
বিনা লঙ্ঘে পার হইব সাগরের জলে॥
কোন চিন্তা নাহি আমার শ্রীরাম প্রসাদে।
সহস্র যোজন ডিঙ্গাইতে পারি
নাহি অবসাদে॥
তোমার চরণে আমি করিলু সিঙলি।
তোমার বাক্য না লঙ্ঘিব ছোঁয়াইব অঙ্গুলি॥
হিতবাক্য বলিলা তুমি এ হেন শোকে।
তোমার যশ ঘুষিবেক ত্রিভুবনের লোকে॥
দেখা দিলেন পর্ব্বত ইন্দ্রে ছাড়িয়া ডর।
আকাশে থাকিয়া বলেন দেব পুরন্দর॥
আমারে ভয় ছাড়িয়া হনুমানে দিলা দেখা।
অভয় দান দিলাম তোমার
না কাটিব পাখা॥
ইন্দ্রের ঠাঁঞি মৈনাক পাইয়া অভয়।
সহস্র শিখর লইয়া জলের ভিতর রয়॥
পর্ব্বত সম্ভাষিয়া বীর তিলেক নাহি রয়।
লঙ্কায় চলিয়া যায় ঝড় যেন বয়॥
তিনভাগ সাগর গেল একভাগ আছে।
হেনকালে বীর গেল সিংহিকার কাছে॥

সাগরের কূলে আছে সিংহিকা রাক্ষসী।
বিষম রাক্ষসী সে ত্রিভুবন হিংসি॥
সিংহিকা রাক্ষসী বৈসে সাগরের জলে।
উঠিবা মাত্র শরীর যোড়ে গগনমণ্ডলে॥
*সিংহিকা রাক্ষসী সে সাগর মধ্যে বসি।
ছায়া ধরি হনুমানে রহাইল রাক্ষসী॥*
অর্দ্ধেক জলেতে থাকে অর্দ্ধেক আকাশ।
দেখিয়া হনুমানের লাগিল তরাস॥
সুগ্রীব রাজা কহিল আসিবার কালে।
সিংহিকা রাক্ষসী আছে সাগরের জলে॥
সিংহিকা রাক্ষসীমাতা সর্ব্বলোকে জানে।
কেমনে রাক্ষসী আমি মারিব পরাণে॥
কোন্ রূপে রাক্ষসীরে করিব সংহার।
শরীর বাড়াইয়া করিল পর্ব্বত আকার॥
হনুমানের শরীর দেখিল
কোপিল রাক্ষসী।
বারোশত যোজন শরীর হইল
দেখিতে ভয় বাসি॥
দশ যোজন তার হইল ওষ্ঠ অধর।
নাভিমণ্ডল হইতে দেখি নিম্ন উদর॥
অতি ছোট হইয়া বীর সাঁধাইল উদরে।
পেট চিরিয়া রাক্ষসীরে করিল দুই চীরে॥
বিপরীত ডাক ছাড়ি রাক্ষসী
তেজিল পরাণ।
রাক্ষসী মারিয়া চলে বীর হনুমান॥
ত্রিকূট পর্ব্বতের উপর কনক লঙ্কাপুরী।
অমরাবতী জিনিয়া যেন ইন্দ্রের নগরী॥
এইমতে পড়ি যদি লঙ্কার ভিতর।
আমা দেখিয়া রাক্ষস কটক ধাইবে বিস্তর॥
ধরিয়া লৈয়া গেলে তবে পাইব বড় লাজ।
তবে সিদ্ধি নহিবেক শ্রীরামের কাজ॥
আপন ইচ্ছায় এখন হনুমান পড়ে।
নেউলপ্রমাণ হৈয়া পড়ে সাগরের পাড়ে।
সাগর পার হৈয়া বীরের বল নাহি টুটে।
আর শত যোজন পথ
ডিঙ্গাইতে নাহি আঁটে॥
পর্ব্বতে বসিয়া বীর দিল গা ঝাড়া।
শিখর সহিত লড়ে পর্ব্বতের গোড়া॥
হনুমানের বিক্রমে সভে ত্রাসিত অন্তরে।
লঙ্কা টলমল করে হনুমানের ভরে॥
গোধূলি সময় যখন বেলা অবসান।
হেন কালে লঙ্কা প্রবেশ করয়ে হনুমান॥

ধীরে ধীরে যান বীর পবননন্দন।
হেন কালে উগ্রচণ্ডা দিল দরশন॥
হনুমান বীর দেখিল উগ্রচণ্ডা।
বাম হস্তে খর্পর দক্ষিণ হস্তে খাণ্ডা॥
কোটরে লাগ্যাছে চক্ষু যেন দিবাকর।
ব্রহ্ম অগ্নি সম তেজ দেখিতে ভয়ঙ্কর॥
লোল জিহ্বা বিকট দন্ত পৃষ্ঠে জটাভার।
হাঁড়িয়া মেঘ বর্ণ যেন পর্ব্বত আকার॥
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান গলে মুণ্ডমালা।
মাণিককুণ্ডল কানে যেন চন্দ্রকলা॥
চারি হস্ত শোভে যেন ঐরাবতশুণ্ড।
নূপুর কঙ্কণ তাড় কুণ্ডল শোভে মুণ্ড॥
দেখিয়া চিন্তিত বড় হইল হনুমান।
যোড়হস্ত করিয়া কহে দেবীর বিদ্যমান॥
আগমে শুনিয়াছি উগ্রচণ্ডার কথা।
শিবের প্রহরী দেবী তিনি কেন হেথা॥
তোমারে দেখিয়া মোর বড় হইল ডর।
কি কারণে আছ তুমি লঙ্কার ভিতর॥
উগ্রচণ্ডা বলেন আমি পার্ব্বতীর সখী।
মহাদেবের আজ্ঞায় আমি লঙ্কাপুরী রাখি॥
জিজ্ঞাসা করিলাম আমি মহাদেবের স্থানে।
কতদিন থাকিব আমি তোমার বচনে॥
মহাদেব বলেন লঙ্কায় রহিবা চিরকাল।
যাবৎ না হন বিষ্ণু রাম অবতার॥
আপনি বিষ্ণু জন্মিবেন দশরথের ঘরে।
বনবাস করিবেন বাপের সত্য পালিবারে॥
বাপের সত্য পালিতে রাম আসিবেন বন।
সীতারে হরিয়া লৈবে লঙ্কার রাবণ॥
রামের সীতা আনিবেক লঙ্কার ভিতর।
সীতার অন্বেষণে আসিবেক শ্রীরামের চর॥
রামের দূত লঙ্কায় যদি দেখহ হনুমান।
ততক্ষণে লঙ্কা ছাড়ি
আসিবা আমার স্থান॥
এত কাল হইতে আমি লঙ্কা রক্ষা করি।
রামের দূত না দেখিলে যাইতে নাহি পারি॥
কোথা হইতে আইলা বানর
কোথা তোমার ঘর।
কেমতে তরিলা এই অলঙ্ঘ্য সাগর॥
হনুমান বলে আমি শ্রীরামের নফর।
সুগ্রীবের পাত্র আমি পবন কোঙর॥
রঘুনাথের দূত আমি তরিলাম সাগর।
সীতার অন্বেষণে আইলু লঙ্কার ভিতর॥

শুনিয়া উগ্রচণ্ডা হরষিত অন্তর।
ভাল হইল আইলা তুমি লঙ্কার ভিতর॥
চিরঞ্জীবী হও বাপু সাধহ রামের কাজ।
লঙ্কা ছাড়িয়া যাই আমি শিবের সমাজ॥
উগ্রচণ্ডার কথা শুনিয়া হনুমানের হাস।
হনুমানে লঙ্কা দিয়া চলেন কৈলাস॥
লঙ্কা নিরীক্ষণ করে বীর হনুমান।
সুবর্ণরচিত লঙ্কা বিচিত্র নির্ম্মাণ॥
*দিঘি পোখরি দেখি নিরমল জল।
গন্ধে মনোহর সব কমল উৎপল॥
হংস চক্রবাক পক্ষ তথি করে কেলি।
নানা কৌতুক দেখে হনুমান বলী॥*
চারি দিগে সাগর মধ্যে লঙ্কার গড়।
দেবগণের গতি নাহি লঙ্কার নিয়ড়॥
অতি উচ্চ লঙ্কার পাঁচীর সোনার গঠন।
উভে সত্তরি যোজন পাঁচীর লাগ্যাছে গগন॥
ভিতরে সোনার পাঁচীর
বাহিরে লোহার গড়া।
গগনমণ্ডলে লাগ্যাছে পাঁচীরের চূড়া॥
মধ্যে লঙ্কা চারি ভিতে বেড়্যাছে সাগর।
মণিমুক্তা রাশি রাশি পড়্যাছে বিস্তর॥
অমাবস্যা প্রতিপদ তিথি চতুর্দ্দশী।
ঢেউতে তুলিয়া ফেলে মুক্তা রাশি রাশি॥
রাবণের প্রতাপে দুর্জ্জয় লঙ্কাপুরী।
বানর কটকে ইহার কি করিতে পারি॥
যেন মতে দেখি আমি লঙ্কার গঠন।
কি করিতে পারেন ইহার শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
এতদূর আসিতে পারে কাহার শকতি।
এতদূর আসিতে পারে চারি ব্যকতি॥
সুগ্রীব রাজা আসিতে পারে বীর অবতার।
অংগদ যুবরাজ সেহ হইতে পারে পার॥
আর পার হইতে পারে নীল সেনাপতি।
আমি পার হইতে পারি অন্যের নাহি গতি॥
যে কার্য্যে আস্যাছি আমি
আগে দেখি সীতা।
দেশে গিয়া এ সকল করিব চিন্তা॥
কেমতে ভাণ্ডিব আমি দুর্জ্জয় রাক্ষসগণ।
কেমতে চিনিব আমি দুর্জ্জয় রাবণ॥
কেমতে বেড়াইব আমি কনকলঙ্কাপুরী।
কেমতে চিনিব আমি সীতা তো সুন্দরী॥
অতি ছোট মূর্ত্তি হইল যেমত বিড়াল।
অন্তরে ভাবেন বীব মনে তোলপাড়॥

সীতা দেবী দেখিলে যদি হয় জানাজানি।
যে হউক সে হউক করিব হানাহানি॥*
দিন অস্ত গেল যখন বেলা অবসান।
গড়ের ভিতর প্রবেশ করে বীর হনুমান॥
আলো করিয়া চন্দ্র উঠে গগনমণ্ডলে।
ভালমতে হনুমান লঙ্কা নেহালে॥
চালের উপর সারি সারি সুবর্ণের বারা।
চারি ভিতে শোভা করে মুক্তার ঝারা॥
ধ্বজ পতাকা সকল ঘরের চালে উড়ে।
রাজার ঘর পাত্রের ঘর কিছু নাহি নড়ে॥
নানা বর্ণে স্ত্রীগণ সুন্দরী সুবেশে।
স্বামীর কোলে তারা আছে
ভিতর আওয়াসে॥
রূপে আলো করে তারা রত্নবিভূষিতা।
তাহা দেখিয়া হনুমান বলে
এই দেবী সীতা॥
শ্রীরামের প্রিয়া সীতা কভু নাহি দেখি।
কেমতে চিনিব আমি সীতা চন্দ্রমুখী॥
সর্ব্বক্ষণ চক্ষের লোহে থাকে মলিন বদন।
সেই সে রামের সীতা কভু নহে আন॥
হাস্যপরিহাস আর বচন চাতুরী।
ইহার ভিতরে নাহি সীতা তো সুন্দরী॥
প্রহস্ত অকম্পন বিভীষণের আওয়াস।
আর আওয়াস দেখে মহোদর মহাপাশ॥
বিদ্যুৎজিহ্বা উল্কাজিহ্বা
আর বিদ্যুন্মালী।
শুক সারণের আওয়াস চাহিল মহাবলী॥
কুমার ভাগের আওয়াস চাহিল পাতাপাতি।
একে একে চাহিল সকল সেনাপতি॥
আওয়াস আওয়াস চাহিয়া
না পাইল উদ্দেশ।
রাজার অন্তঃপুর গিয়া করিল প্রবেশ॥
রাজার প্রহরী দ্বারে দুর্জ্জয় রাক্ষস।
নানা অস্ত্র নানা মূর্ত্তি দেখিতে রূপস॥
নানা আওয়াসে ঠাঞি ঠাঞি নৃত্যশালা।
দেবকন্যা লৈয়া রাবণ করে নানা খেলা॥
পুষ্পক রথ দেখে বীর দেব অধিষ্ঠান।
তাহার উপর বাহিয়া উঠিল হনুমান॥
সেই রথের সারথি হন দেবতা পবন।
পুত্রেরে উচ্চস্বরে ডাকে ততক্ষণ॥
পবনের বোল না শুনে হনুমান বানর।
সীতার উদ্দিশ না পাইয়া হইল ফাঁফর॥

পবন উদ্দেশ করে আপনার স্থান।
রাবণেরে আলো করে নানা অভরণ॥
চারি ভিতে স্ত্রীগণ মধ্যেতে রাবণ।
আকাশের চন্দ্র যেন শোভে তারাগণ॥
দশ হাজার স্ত্রী আছে রাবণের কোলে।
নিদ্রা যায় স্ত্রীগণ আদুড় চুলে॥
নীলবর্ণ রাবণ রাজা পীত বস্ত্রধারী।
সর্ব্বাঙ্গে ভূষিত রাজা কুঙ্কুমকস্তুরি॥
দুর্জ্জয় রাবণ রাজা দুর্জ্জয় মহৎ।
পৃথিবীতে পড়িয়াছে সুমেরু পর্ব্বত॥
কুড়ি চক্ষু বুজি নিদ্রা যায় লঙ্কেশ্বর।
ঘরের ভিতর সাঁধাইয়া
বানরের লাগে ডর॥
রাবণের কোলে দেখে পরম সুন্দরী।
ময় দানবের কন্যা দেখে নাম মন্দোদরী॥
সোহাগে আগুলি সে রত্নে বিভূষিতা।
তাহা দেখিয়া বলে হনু এই দেবী সীতা॥
শ্রীরামের গুণে পুরুষ নাহি ত্রিভুবনে।
সীতা দেবী রাবণ ভজিবেক
না লয় মোর মনে॥
রাবণ রাজা আনিয়াছে ত্রিভুবনের সুন্দরী।
দেবকন্যা ভরিয়াছে সকল অন্তঃপুরী॥
যম বরুণ ইন্দ্র যারে নাহি ধরে টান।
আড়ে থাকিয়া নেহালয়ে হাথ কুড়িখান॥
রাবণের ঘরে সীতার না পাইল উদ্দেশ।
আর ঘরের ভিতর গিয়া করিল প্রবেশ॥
যে ঘরে রাবণ রাজা করে মধুপান।
সেই ঘরে সাঁধাইল বানর হনুমান॥
পারিজাত পুষ্পের মালায়
গন্ধে আমোদ করে।
তাহা দেখিয়া চমৎকার লাগিল বানরে॥
তথা না দেখিয়া সীতা হইলা চিন্তিত।
আর ঘরে হনুমান প্রবেশ করয়ে ত্বরিত॥
ঘরে হইতে বাহির হইয়া দেখে আর ঘর।
সীতা না দেখিয়া বীর হইল ফাঁফর॥
ভক্ষ্য ঘরে গিয়া বীর দেখে নানা ভক্ষ্য।
মদ্য মাংস রাশি রাশি দেখে লক্ষ লক্ষ॥
অন্তঃপুর মধ্যে যতেক ছিল ঘর।
সকল আওয়াস একে একে চাহিল বানর॥
আওয়াসে আওয়াসে চাহিয়া
না পায় দরশন।
প্রাচীরে বসিয়া চিন্তেন পবননন্দন॥

কোনোখানে চাহিতে না করিলু বিচার।
সীতা না দেখিলু দেখিলাম
পরের শৃঙ্গার॥
স্ত্রী পুরুষে শৃঙ্গার করে রজনী ব্যবহার।
পর ঘরে দেখিলু আমি কুচ্ছিত আচার॥
জিতেন্দ্রিয় বানর আমি পাপে নাহি মন।
বিবস্ত্রী স্ত্রীগণ করিলু নিরীক্ষণ॥
পরস্ত্রী দেখিলে শরীরে পাপ বাড়ে।
রামের সীতা দেখিলে সকল পাপ উড়ে॥
সীতা আনিল যখন রাবণ লঙ্কার ভিতর।
রথে হইতে পড়িল কিবা সাগর ভিতর॥
এতেক করিলু শ্রম নহিল কোন কাজ।
ব্যর্থ গেলে কোপ করিবেন মহারাজ॥
সাগরের কূলে আছে উপবাসে বানরগণ।
আমি ব্যর্থ গেলে তারা মরিবে সর্ব্বজন॥
বুদ্ধির সাগর বানর বীর হনুমান।
বড় লাজ দিবেক মোরে মন্ত্রী জাম্বুবান॥
সরস্বতী যাহার মুখে সদা অধিষ্ঠান।
প্রাচীরে বসিয়া ভাবেন বীর হনুমান॥
সাগর পার হইলু আমি বড় প্রতিআশে।
সীতা চাহিয়া না পাইলু সকল আওয়াসে॥
কাহার সহিত করিব যুক্তি নাহিক দোসর।
চিন্তে গুণে হনুমান রাত্রি বিস্তর॥*
কাঁদিছেন হনুমান প্রাচীরে বসিয়া।
রামের কার্য্য না করিলাম
লঙ্কায় আসিয়া॥
কোন্ বা স্ত্রীর অঙ্গ না করিলু নিরীক্ষণ।
সীতা চাহিয়া অর্দ্ধেক রাত্রি
করিলু জাগরণ॥
অর্দ্ধেক রাত্রি গেল অর্দ্ধেক আছে রাতি।
তবু না দেখিলাম সীতা শ্রীরামের যুবতী॥
যতেক বিক্রম করি সে প্রভুর শকতি।
সকল নষ্ট করিলেক পক্ষরাজ সম্পাতি।
তার বাক্যে ভর করি ডিঙ্গালু সাগর।
সীতা চাহিয়া না পাইলাম লঙ্কার ভিতর॥
সকল লঙ্কা চাহিলাম পৃথিবীমণ্ডল।
পথশ্রমে উপবাসী হইলাম দুর্ব্বল॥
সীতা না দেখিয়া যদি যাইব
রঘুনাথের পাশ।
সীতার বার্ত্তা না পাইলে রামের বিনাশ॥
শ্রীরামের মরণে মরিবেন লক্ষ্মণ।
ভরত শত্রুঘ্ন শুনিয়া মরিবে দুইজন॥

মা সতমা মরিবেক আনলে করিয়া প্রবেশ।
পাত্রমিত্র মরিবেক রঘুবংশ দেশ॥
শ্রীরামের মরণে সুগ্রীব মরিবে।
উমা তারা মরিবেক সুগ্রীব অভাবে॥
অঙ্গদ যুবরাজের হইবেক মরণ।
কিষ্কিন্ধায় মরিবেক সকল বানরগণ॥
এই লঙ্কায় থাকিয়া আমি না করিব গমন।
সাগরে পশিয়া আমি তেজিব পরাণ॥
এথা হইতে আর আমি না যাইব দেশে।
সাগরে পশিব অথবা অগ্নি প্রবেশে॥
সবংশে মারিব আগে লঙ্কার রাবণ।
এই লঙ্কাপুরে আমি ত্যজিব জীবন॥*
সীতার কারণে হইল সভার মরণ।
নির্ম্মূল করিব আমি সকল রাক্ষসগণ॥
কাঁদিতে কাঁদিতে বীর ছাড়িল নিশ্বাস।
সুন্দরকান্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

কাঁদিতে কাঁদিতে বীর দেখে আচম্বিত।
নানা বর্ণে পুষ্প সভ গন্ধে আমোদিত॥
চক্ষুর জল মুছিয়া বীর মন কৈল স্থির।
অশোকবনে যাত্রা করে হনুমান বীর॥
ধনুকের গুণে যেন ঝাট বাণ ছুটে।
চক্ষুর নিমিষে গেল অশোকবন নিকটে॥
নামে সে অশোকবন তথায় নাহি রোগ।
যাইবামাত্র হনুমানের খণ্ডিল সভ শোক॥
অশোকবন প্রবেশ করিলা হনুমান।
নানা পুষ্প ফুলফলে বিচিত্র নির্ম্মাণ॥
কোকিল কলরব করে ভ্রমর ঝঙ্কার।
নানা পক্ষ রব করে শুনিতে সুচারু॥
শিংশপা গাছ আছে অতি উচ্চবর।
তাহার উপর লাফ দিয়া উঠিল বানর॥
উচ্চ গাছে থাকিয়া অশোকবন নেহালে।
নানা বর্ণে অশোকবনের জ্যোতি নিকলে॥
নানা বর্ণে কত গাছ সিন্দুরের জ্যোতি।
শাল পিয়াল কত গাছ কাঞ্চন মুরতি॥
নানা বর্ণ কত আছে দেখিতে মনোহর।
মেঘবর্ণ কত গাছ দেখিতে সুন্দর॥
ঠাঁঞি ঠাঁঞি দেখে বীর সোনার নাটশালা।
মাণিক রচিত তাহে যেন চন্দ্রকলা॥
নানা বর্ণে গাছ দেখে নানা বর্ণে লতা।
মনে গণে হনুমান এথায় আছে সীতা॥

রাক্ষসীগণে দেখে বীর ডাগর ডাগর অঙ্গ।
চোড়ি সভ দেখে বীর হাথে লোহার ডাঙ্গ॥
কেহো কালো কেহো গুলি
কেহো তো সাঙলি।
তাল খাজুর পারা কেহো শরীর দীঘলি॥
জটাভার কারো মাথায় কারো মাথায় টাক।
নানা অস্ত্র ধরে হাথে মাথা যুড়িয়া নাক॥
কাঁকলাস মুর্ত্তি কারো খাণ্ডার ঝকমকি।
রাক্ষসে বেড়িয়া আছে সীতা তো জানকী॥
দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন অতিক্ষীণ কলা।
উপবাসে সীতা দেবী হৈয়াছে দুর্ব্বলা॥
রাম রাম বলিয়া সীতা ছাড়িল নিশ্বাস।
সুন্দরকান্ডে সুন্দর গীত গাইল কৃত্তিবাস॥

সংসারের সার প্রভু বিষ্ণু অবতার।
তোমার স্ত্রী রাক্ষসে কৈল সাগরের পার॥
গায়ে মলা পড়িয়াছে মলিন বসন।
তবু রূপে আলো করে দশ যোজন॥
রাম রাম বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
সীতার তরে কহেন বীর পবননন্দন॥
ইহাঁর লাগিয়া বানর মরণ
এড়াল কোটি কোটি।
ইহাঁর লাগিয়া শুর্পণখার নাক কান কাটি।
ইহাঁর লাগিয়া মারীচ পড়িল মায়াধর।
ইহাঁর লাগিয়া প্রভু রাম হইলা কাতর॥
ইহাঁ লাগিয়া কবন্ধ পড়িল ঘোর দরশন।
ইহাঁ লাগিয়া রাম সুগ্রীবে হইল মিলন॥
নমো নমো বন্দহোঁ যত দেবগণ।
যাহার প্রসাদে সীতা দেখিলু অশোকবন॥
ইহাঁ লাগিয়া চৌদ্দ সহস্র
রাক্ষস রাম মারে।
ইহাঁ লাগিয়া জটায়ু পক্ষ মারে লঙ্কেশ্বরে॥
ইহাঁ লাগিয়া রামের বাণে
পড়িল রাজা বালি।
ইহাঁর প্রসাদে উমা তারায়
সুগ্রীব করে কেলি॥
ইহাঁ লাগিয়া বানর গেল দেশ দেশান্তরে।
ইহাঁ লাগিয়া একেশ্বর ডিঙ্গালু সাগরে॥
ইহাঁ লাগিয়া লঙ্কার ভিতর
বেড়ালু অর্দ্ধ নিশি।
এই সে রামের প্রিয়া সীতা তো রূপসী॥

সীতার রূপ দেখিয়া বলে বীর হনুমান।
রাম যত বলিলেন কিছু নহে আন॥
সীতার রূপ দেখিয়া বীর
এড়িল নিশ্বাস।
সুন্দরকাণ্ডে সুন্দর গীত গাইল কৃত্তিবাস॥

দুই প্রহর রাত্রে উঠে রাজা তো রাবণ।
চন্দ্র উদয় হয় যেন লৈয়া তারাগণ॥
মধুপান করিয়া রাজা হৈয়াছে কামাতুর।
রাবণ বলে চল যাই সীতার অন্তঃপুর॥
রাবণের সঙ্গে চলে দশ হাজার সুন্দরী।
রূপে আলো করিয়া যায় স্বর্গবিদ্যাধরী॥
স্ত্রীগণ বেষ্টিত আইসে রাজা লঙ্কেশ্বর।
তারাগণ বেষ্টিত মধ্যে পূর্ণ শশধর॥
নারায়ণ তৈলে জ্বালে দিউটী সারি সারি।
আলো করিয়া আইসে লঙ্কার অধিকারী॥
হনুমান বলে রাবণের হইল আগুসার।
সীতা রাবণে দেখিব আজি কেমত ব্যভার॥
চক্ষু মেলিয়া রাবণ রাজা চারি দিগে চাহে।
সীতার কাছে আছি আমি
এ ভাল নহে॥
দূরে গেল বানর যথা পাতা লতা বিস্তর।
আপনা ঢাকিয়া রহে চতুর বানর॥
স্ত্রীগণ বেষ্টিত আইলা রাজা তো রাবণ।
অশোকবন হইল যেন স্বর্গভুবন॥
রাবণের স্ত্রী সভ রূপে পরিপূর্ণ।
সীতার রূপ দেখ্যা সভার হইল মালিন্য॥
সীতার কাছে রহিল গিয়া রাজা দশানন।
গাছের ডালে থাকিয়া দেখে পবননন্দন॥
কি বলে রাবণ রাজা কি বলে জানকী।
শুনিতে আগুসরে বীর ঘন পাড়ে উঁকি॥
দুই পায় ভর দিয়া বসিল গাছের উপর।
হেন সময় গেল রাবণ সীতার গোচর॥
ঝড়েতে আকুল যেন কলার বাগুড়ি।
রাবণ দেখিয়া সীতা কাঁপে থরথরি॥
রাবণ বলে সীতা তোমার কারে ডর।
দেবগণ আসিতে নারে লঙ্কার ভিতর॥
বলে ধরিয়া আনিয়াছি ভয় পাও মনে।
রাক্ষসের ধর্ম্ম আমার বলে ছলে আনে॥
সে সময় গেল সীতা এ সময় আন।
রাবণেরে কর তুমি সেবক গেয়ান॥
তোমা হেন সুন্দরী রাবণ
কোথা হইতে পায়।
রাম ছাড়িয়া আমা ভজ না করিহ ভয়॥
যেখানে চাহি সীতার সেইখানে মন মজে।
ব্রহ্মা মোহিতে পারে তোমার রূপতেজে॥
সুবর্ণসদৃশ তনু দেখিয়া মন হরে।
উত্তম বসন শোভে তোমার শরীরে॥
মুখকমল তোমার মৃগাক্ষ লোচন।
ত্রিভুবন জিনিয়া তোমার হাস্যবদন॥
করযুগ পদ্মের মৃণাল দেখি যেন।
তোমার রূপ দেখিয়া সীতা পুরুষ পাগল।
মুঠেতে পারি তোমার ধরিতে কাঁকালি।
হিঙ্গুলে মণ্ডিত তোমার পায়ের অঙ্গুলি॥
শক্রধনু জিনিয়া তোমার ভ্রূযুগল।
দুই কর্ণে শোভা করে রত্নের কুণ্ডল॥
তোমার রূপগুণের নাহিক উপমা।
ত্রিভুবন মোহ যায় যেজন দেখে তোমা॥
উমা মহেশ্বরী যেন লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী।
বিষ্ণুর প্রিয়া যেন লক্ষ্মী সরস্বতী॥
ইন্দ্রের শচী যেন চন্দ্রের রোহিণী।
তাহা সভা জিনিয়া তুমি পরম রূপিনী॥
নানা রত্নে পূর্ণিত আছে আমার ভাণ্ডার।
আজ্ঞা কর সীতা তুমি সকল তোমার॥
আমি সেবক তোমার তুমি তো ঈশ্বরী।
তোমার আশ্বাস পাইলে
থাকি লঙ্কাপুরী॥
রাম দুখীর ভার্য্যা তারে না করিহ চিন্তা।
কোপ ছাড় অনুমতি দেহ মোরে সীতা॥
কারো পায় পড়ে নাহি রাজা দশাননে।
দশ মাথা লোটায় রাবণের সীতার চরণে॥
রাবণের বাক্যে সীতা কুপিল অন্তরে।
রাবণের তরে সীতা বলেন ধীরে ধীরে॥
অধর্ম্ম না করি আমি রামের সুন্দরী।
জনকের কন্যা আমি দশরথের বহুয়ারি॥
রাবণ পাছু করিয়া বৈসে রাবণ নাহি গণে।
আপন ইচ্ছায় গালি পাড়ে
রাবণ রাজা শুনে॥
লঙ্কার ভিতর রাবণ রাজা
তোমার অহঙ্কার।
রামের বাণে হইবে লঙ্কা ভস্ম অঙ্গার॥
সাগরের গর্ব্ব কর সাগর তোর গড়।
শ্রীরামের বাণে সাগর আপনি হবে তড়॥

এই দর্পে রাবণ তুমি দেবগণ হিংসি।
সকল দর্প চূর করিবে তোমার
শ্রীরাম তপস্বী॥
শুনহ রাবণ রাজা কহি তোরে হিত।
রামের ঠাঁঞি সীতা দিয়া করহ পীরিত॥
রামের ঠাঁঞি আমা দিয়া না কর পীরিতি।
তবে তোমার রামের ঠাঁঞি
নাহি অব্যাহতি॥
গরুড় সর্প পাইলে যেন ততক্ষণে ভক্ষে।
তোমার নিস্তার নাহি যদি রাম দেখে॥
দশরথ মহারাজা সর্ব্বলোকে পূজে।
প্রাণ তেজিল রাজা তবু সত্য নাহি তেজে॥
আপনি বিষ্ণু রঘুনাথ সর্ব্বগুণ ধরে।
চৌদ্দ বৎসর বনবাস সত্য পালিবারে॥
সত্য বচন যে না করে পালন।
ঘোর নরক তার না যায় খণ্ডন॥
সত্য পালিতে যে জন ছাড়িল সংসার।
হেন সত্য লঙ্ঘিতে রাবণ নহে ব্যবহার॥
সত্য লাগিয়া প্রভু মোর আইলা বনবাস।
সত্য লঙ্ঘিলে রাবণ পরলোক নাশ॥
আমার সেবক বলিয়া কহিলা কাহিনী।
সেবক হৈয়া কে কোথা লঙ্ঘে ঠাকুরাণী॥
সত্য পালিতে প্রভু মোর
করিয়াছেন বনবাস।
তোরে শাপ দিলে মোর সত্য হয় নাশ॥
এইক্ষণে ভস্ম আমি তোরে
করিতে পারি শাপে।
সর্ব্ব ধর্ম্ম নষ্ট রাবণ হয় মহাকোপে॥
বিষ্ণু অবতার রাম তুঞি নিশাচর।
কাঁজি কভু নহে রাবণ অমৃত সোঁসর॥
অনেক অন্তর রাবণ লোহা আর সোনা।
শ্রীরামের সঙ্গে তোর এমতি তুলনা॥
অনেক অন্তর রাবণ গৃধিনী সারসে।
অনেক অন্তর রাবণ গরুড় বায়সে॥
অনেক অন্তর রাবণ সিংহ শৃগাল।
অনেক অন্তর দেখি সাগর আর খাল॥
অনেক অন্তর দেখি ব্রাহ্মণ চণ্ডাল।
দেবতা জানিহ রাবণ রাক্ষসের কাল॥
রাম তোয় রাবণ তোরে দেখি অনেক দূর।
রাম সিংহ গণি তুঞি শৃগাল কুক্কুর॥
এত যদি বলিলা সীতা বচন কর্কশে।
শুনিয়া রাবণ রাজা মনে বিমরিষে॥

আসিবার কালে তোরে কৈয়াছি সত্য বচন।
এক বৎসর আমি করিব পালন॥
বৎসরেক তোরে আমি দিতেছি আশ্বাস।
বৎসর ভিতরে তোর যায় দশ মাস॥
আর দুই মাস তোরে সহিবে দশস্কন্ধ।
দুই মাস গেলে সীতা তোর
যে থাকে নির্ব্বন্ধ॥
সীতা বলেন রাবণ তুঞি বলিস কুচ্ছিত।
আমা লাগিয়া মরণ তোর ললাটে লিখিত॥
এ তো যদি বলিল সীতা কর্কশ বচন।
সীতা কাটিতে হাথে খাণ্ডা লইল রাবণ॥
হাথে করিয়া লইল রাবণ খাণ্ডা এক ধারা।
কুড়ি চক্ষু ফিরিয়া যেন আকাশের তারা॥
দুই প্রহরের সূর্য্য যেন ধরিল কিরণ।
কালান্তক যম যেন রুষিল রাবণ॥
দশ হাজার স্ত্রী আছে রাবণের পাশে।
আড়ে থাকিয়া তারা সীতারে বেউসে।
কেহো হাথসানে বুঝায় কেহো চক্ষুচাপে।
উত্তর না দেয় সীতা কাটে পাছে কোপে॥
তবু না ডরান সীতা জনককুমারী।
রাবণেরে ভর্ৎসে তখন রাণী মন্দোদরী॥
দশ হাজার স্ত্রী তোমায় রাত্রি দিন ভজে।
মানুষ বেটীর তরে তোমার এত মন মজে॥
দেব দানব কন্যা গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর।
দশ হাজার কন্যা তোমারে ভজে নিরন্তর॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব নহে সীতা তো মানুষী।
কত বড় দেখ তুমি সীতায় রূপসী॥
দেবকন্যা লৈয়া থাক যত মনে ভায়।
মানুষ বেটী গালি পাড়ে সহনে না যায়॥
সীতার রূপ দেখিয়া রাবণ
কামে অচেতন।
খাণ্ডা ফেলিয়া ঘরে তবে যায় তো রাবণ॥
কামে অচেতন রাবণ ধরিতে যায় বলে।
রাণী মন্দোদরী তারে ধরিয়া রাখে কোলে॥
নলকুবরের শাপ প্রভু পাসরিলা মনে।
বলে পাপ করিলে তুমি মরিবা এখনে॥
তোমায় শাপ দিল তোমার ভাইর নন্দন।
বলে শৃঙ্গার করিলে প্রভু মরিবে এখন॥
নেউটিল রাবণ রাজা মন্দোদরীর প্রবোধে।
চেড়ি সভারে তর্জ্জে রাবণ অতি মহাক্রোধে॥
এখনো না বুঝিল সীতা জনককুমারী।
নাক কাটিব তো সভার চোক চোক ছুরি॥

চেড়ি সভারে ডাকে রাবণ যার যেই নাম।
ধায়্যা আসিয়া চেড়ি সব করিল প্রণাম॥
চেড়ি সভার পায়ের ভরে লংকাপুরী টলে।
নাকের নিশ্বাসে গাছ মড়মড়ায়্যা পড়ে॥
দীপিকা নিষ্ঠুরা আইল প্রখরা দুর্ম্মুখা।
সীতার নাম শুনিয়া আইল
রাঁড়ি শূর্পনখা॥
অশ্বমুখী বজ্রধরী আইল চিত্রা ক্ষেমা।
ধার্ম্মিকা ত্রিজটা আইল রাক্ষসী সরমা॥
কার্য্যকথা কহে রাবণ চেড়ি সভার কানে।
ভালমতে সীতারে বুঝাইও রাত্রিদিনে॥
কর্কশ না বলিহ বলিহ পীরিতি।
ভালমতে বুঝাইয়া করিবা সম্মতি॥
রাবণ রাজা ঘরে গেল ঠেকাইয়া চেড়ি।
সীতারে বেড়িয়া হইল চেড়ির হুড়হুড়ি॥
চেড়ি সভ বলে সীতা শুন মোর বাণী।
রাবণ রাজা হেন স্বামী না পাইবা তুমি॥
কোটি কোটি দেবকন্যা আছে
রাবণের স্থানে।
দশ হাজার সুন্দরী আছে দিব্য রূপগুণে॥
এতো স্ত্রী থাকিতে রাবণ তোমায় মন মজে।
তোমার সম্মতি হইলে রাবণ তোমায় ভজে॥
রূপ যৌবন সফল কর এড়াইয়া সভ চেড়ি।
রামকে বড় দেখিয়াছ মানুষ ভিখারী॥
কতো বল আছে রামের কতকাল জীবন।
চৌদ্দ যুগ লংকায় রাজ্য করিল রাবণ॥
সীতা বলেন অল্প ধন হউক অল্প জীবন।
সেই সে আমার স্বামী কমললোচন॥
সীতার কথা শুনিয়া বলে রাবণের চেড়ি।
কারো হাথে খান্ডা ডামুষ
কারো হাথে বাড়ি॥
তোমাব লাগিয়া রাজার ঠাঁঞি
কত পাই দুখ।
রাবণ রাজা ভজ তুমি না কর বৈমুখ॥
আমরা সভে রাখি কনকলংকাপুরী।
এক লক্ষ রামে তোমার কি করিতে পারি॥
সীতা মারিতে চেড়ি সভ ধাইল সত্বরে।
দুই হস্তে অস্ত্র ধরিয়া যায় মারিবারে॥
দেখে শুনে হনুমান পাতালতার আড়ে।
চেড়ি মারিতে মনে করে তোলপাড়ে॥
মনে ভাবে চেড়িগণের বধিয়ে পরাণ।
ক্রোধে কাঁপে হনুমান অরুণ নয়ন॥

চেড়ি সভ বুঝাইল বাক্য অবসান।
পশ্চাতে চেড়ি সভার লইব পরাণ॥
সভার আগে বুঝায় রাক্ষসী বিনতা।
হিত বচন বলি তোমায় শুন দেবী সীতা॥
হিত বচন বলি সীতা মনে মনে গণি।
রাবণ হেন মহাপুরুষ কোনো দেশে শুনি॥
কুবেরের অধিক ধন রাজা চিরজীবী।
দশ হাজার আছে রাজার রাজমহাদেবী॥
বিষ্ণুর লক্ষ্মী জিনিয়া মহাদেবের ভবানী।
ইন্দ্রের শচী জিনিয়া চন্দ্রের রোহিণী॥
রাবণের স্ত্রী হইলে পরম গেয়ানি।
দশ হাজার সতিনী জিনিয়া
তুমি ঠাকুরাণী॥
যদি নাহি শুন তুমি হিত বচন।
সকল রাক্ষস মেলিয়া করিব ভক্ষণ॥
আর চেড়ি আইল তার নাম অশ্বমুখী।
আমি কিছু বলি শুন সীতা চন্দ্রমুখী॥
জীবন যৌবন দিন যায় ভালে ভালে।
কি করিবে রাবণ রাজা তোমার
যৌবন গেলে॥
রাবন হেন মহারাজা যৌবনের বশ।
দশ হাজার রাণী জিনিয়া তোমার নামযশ॥
*আর চেড়ি আইল তার নাম রক্তোদরী।
হাথে জাঠা ফিরায় যেন চাক ভওঁরি॥*
যেই দিন রাবণ আনিল লংকার ভুবন।
সেই দিন তোমায় মোরা করিতাম ভক্ষণ॥
নিদয়া নিষ্ঠুর বলে প্রভাস রাক্ষসী।
গলায় নখ দিয়া মারিব কিসের বেউসি॥
এতেক বুঝাইল যদি না শুনে বচন।
সীতা কাটিয়া করিব আজি মাংস ভক্ষণ॥
ভাল ভাল করিয়া এখন বলে অশ্বমুখী।
প্রীত পাইলু যত বলিল প্রভাস দুর্ম্মুখী॥
শূর্পনখা রাক্ষসী বলে নিষ্ঠুর বাণী।
গলায় নখ দিয়া বেটীর বধিব পরাণি॥
তোর দেওর বেটা মোর কাটিল নাক কান।
সেই কোপে বেটীর আজি বধিব পরাণ॥
মারিতে কাটিতে চাহে কারো নাহি ব্যথা।
কত পরাণে সহিবেক কাঁদেন দেবী সীতা॥
এখন উদ্দিশ না করেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
তোমরা মারো রাবণ মারুক অবশ্য মরণ॥
রাক্ষসের প্রহার কত সহিবে মানুষে।
দৈবে প্রাণ দিব আমি শোক উপবাসে॥

ধূলা ঝাড়িয়া সীতা দেবী উঠিল সত্বর।
গাছের ডাল ধরিয়া সীতা কাঁদেন বিস্তর॥
*হনুমান মহাবীর আছে গাছের ডালে।
সেই গাছ ধরিয়া সীতা
কান্দেন তার তলে॥*
কোথা গেলা প্রভু রাম কৌশল্যা শাশুড়ি।
অপমান করে মোরে রাবণের চেড়ি॥
আজি যদি রঘুনাথ লঙ্কাপুরী আইসে।
রাক্ষসক্ষয় করিতে পারেন চক্ষুর নিমিষে॥
কত রাক্ষস প্রভু করিলা সংহার।
অভাগ্যবতী সীতা না করিলা উদ্ধার॥
*এত দুঃখ পাই আমি প্রভু যদি শুনে।
লঙ্কাপুরী খান খান করিতে পারেন বাণে॥*
হেনকালে অন্তরীক্ষে থাকে এক চরে।
আমার দুঃখ কহে গিয়া প্রভুর গোচরে॥
আমার চক্ষুর জল নাহিক বিশ্রাম।
এই মত অপমান লঙ্কার করুন শ্রীরাম॥
রামের বাণে রাক্ষস কটক হউক সংহার।
রাক্ষসের চিতার ধূমে লঙ্কা
হউক অন্ধকার॥
গৃধিনী শকুনি আহার করুক সানন্দে।
শৃগাল কুক্কুর বসিয়া খাউক
রাক্ষসের স্কন্ধে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত রচিল সুন্দরকাণ্ড গীত।
সীতার শাপ লঙ্কায় হইল বিধি বোধিত॥

ত্রিজটা নামে রাক্ষসী বুড়ি রাত্রি জাগরণে।
কুস্বপ্ন দেখিয়া ত্রিজটা উঠে ততক্ষণে॥
ত্রিজটা বলেন সীতা দশরথের বহু।
যে সীতা খাইতে চায় সে আপনা খাউ॥*
সীতার দুঃখ আর নাহি দুঃখ
হইল অবসান।
সীতা এড়িয়া স্বপ্ন শুনিতে
আইস আমার স্থান॥
সীতা এড়িয়া চেড়ি গেল ত্রিজটার পাশ।
ত্রিজটা সপন কহে শুনিয়া সভার তরাস॥
রক্তবসন পরিধান কালিয়া হেন বুড়ি।
রথে হইতে পাড়ে রাবণেরে
গলায় দিয়া দড়ি॥
কুম্ভকর্ণের গলায় দড়ি গালে কালি চুন।
লঙ্কাপুরী অঙ্গারময় দেখিল সপন॥

সপন দেখিলাম লঙ্কার নাহিক নিস্তার।
লঙ্কা লইয়া পড়িল ঘোর মহামার॥
মাস দুই রহি রাবণের হইবে মরণ।
সীতারে না মার যদি জীবে চেড়িগণ॥
রাম লক্ষ্মণ দেখিলাম ধনুক বাণ হাথে।
সীতা উদ্ধারিয়া যান চড়ি দিব্য রথে॥
স্বপ্ন শুনিয়া চেড়ি সভার হইল গমন।
গাছের ডালে বসিয়া শুনে বীর হনুমান॥
সপন শুনিয়া বীর ডালে বসিয়া হাসে।
সপন সত্য করিব আমি কালিকার দিবসে॥
হনুমান বলে চেড়ি সভার হইল মেলা।
সীতা দেবী সম্ভাষিতে হইল এই বেলা॥
সীতা হেটে হনুমান গাছের উপরে।
কি বলিয়া সম্ভাষিব মনে যুক্তি করে॥
এইক্ষণে মারিতে পারি সকল রাক্ষসগণ।
আমার কারণে হইবে সীতার মরণ॥
তবে তো সকল কাজ হইবে বিনাশ।
সম্ভাষণ না করা্যা গেলে রামের নৈরাশ॥
কি বলিয়া সম্ভাষিব মনে অনুমানি।
আপনা আপনি কহি রামের কাহিনী॥
রাম রাম বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
রামের কথা গাছে কহে পবননন্দন॥
অযোধ্যা নগরে বৈসে দশরথ রাজা।
দেবলোক নরলোক করে তাঁর পূজা॥
জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীরাম বহু
সীতা তো সুন্দরী।
রামের অগোচরে রাবণ সীতা কৈল চুরি॥
সীতা চাহিয়া বেড়াইতে
সুগ্রীবের সঙ্গে ভেট।
সুগ্রীবেরে রাজ্য দিলা বালি মারিয়া জ্যেষ্ঠ॥
সংসারের বানর আইল সুগ্রীব আদেশে।
চতুর্দ্দিগে গেল বানর সীতার উদ্দেশে॥
শ্রীরামচন্দ্র তোমারে জানাইল কুশল।
মাথা তুলিয়া চাহ ঘরের সেবক নিশ্চল॥
মাথা তুলিয়া চাহ মাতা কর অবধান।
ঘরের সেবক আমি নাম হনুমান॥
মনে কিছু বিমরিষ না কর ঠাকুরাণী।
শ্রীরামের সেবক আমি কহি সত্য বাণী॥
মাথা তুলিয়া সীতা দেবী গাছ নেহালে।
বিঘতপ্রমাণ বানর বসিয়া গাছের ডালে॥
*সীতা হনুমান হইল দুই জনে দরশন।
যোড় হাতে মাথা নোঙায় পবননন্দন॥*

সীতা বলে বিধাতা আমারে পাষণ্ডি।
রাবণের দূত হৈয়া আমায় কেন ভাণ্ডি॥
ত্রিভুবনের মায়া জানে পাপিষ্ঠ রাবণ।
রামের দূত বলিয়া আমায় করে সম্ভাষণ॥
বিঘত প্রমাণ বানর তোমার শরীর।
কেমতে হইলা পার সাগর গভীর॥
দশ মাস করি আমি শোক উপবাস।
আমার সঙ্গে বানর কেনে কর উপহাস॥
স্বরূপে হও যদি রঘুনাথের চর।
তোমার শরীর অক্ষয় হউক
এই দিলাম বর॥
অগ্নিতে না পুড়িবে তুমি
খাণ্ডায় না ছিণ্ডি।
বনে বনে রাখিবেন পার্ব্বতী বিঘ্ন খণ্ডি॥
তোমার কণ্ঠে সরস্বতী হউন অধিষ্ঠান।
সুন্দরকাণ্ডে সুন্দর গীত করিল নির্ম্মাণ॥

রামের চর হয় যদি রামের গুণ জানি।
তোমা হইতে শুনি প্রভু রামের কাহিনী॥
হনুমান বলে রাম গুণের সাগর।
ত্রৈলোক্য জিনিয়া রাম পরম সুন্দর॥
শালগাছ হেন রামের সোসর শরীর।
আজানুলম্বিত বাহু নাভি গভীর॥
উন্নত নাসিকা রামের শ্রীখণ্ড কপাল।
ফলমূল খান তবু বিক্রমে বিশাল॥
অনাথের নাথ রাম সর্ব্বজীবে দয়া।
রাজ্যভ্রষ্ট রাজা পায় লইলে রামের ছায়া॥
সংসারের সার রাম সর্ব্বজীবের গতি।
তাহাঁর গুণ বলিতে পারে কাহার শকতি॥
*রামের সেবক আমি নাম হনুমান।
সর্ব্ব কথা কহিলাম কর অবধান।
রত্নমৃগ দেখিলে তুমি পরমসুন্দর।
মারীচ রাক্ষস সেই রাবণের চর॥
রামের বাণে মারীচ হারাইয়া প্রাণ।
তোমারে জানাইয়াছিল রামের অকল্যাণ॥
তোমার দুরক্ষরে ঘর ছাড়িল লক্ষ্মণ।
শূন্য ঘর পাইয়া তোমায় হরিল রাবণ॥
পর্ব্বতশিখরে বসি বানর পঞ্চজন।
কাপড় চিরিয়া তথা ফেলিল অভরণ॥
সেই অভরণ দিলাম রঘুনাথের স্থানে।
বিস্তর কান্দিলেন রাম ভাই দুই জনে॥

আছাড় খাইয়া রাম লোটায় ভূমিতলে।
বানর রাজা সুগ্রীব তাঁরে
আশ্বাসিয়া তোলে॥
সুগ্রীব সত্য করিলেক তোমা করিতে উদ্ধার।
বালি রাজা মারিয়া তারে দিল রাজ্যভার॥
সপ্তদ্বীপের বানর আইল সুগ্রীব আশ্বাসে।
চতুর্দ্দিগে গেল বানর তোমার উদ্দেশে॥
এক মাসের তরে রাজা করিল নির্ণয়।
মাসের অধিক হইলে জীবন সংশয়॥
পাতালে প্রবেশ করিলাম মহা অন্ধকার।
মরিবারে বানর সব যুক্তি করিল সার॥
সম্পাতি নামে পক্ষরাজ গরুড় নন্দন।
তার মুখে শুনিলাম তোমার বিবরণ॥
বিন্দুগিরি পর্ব্বতে সম্পাতির পাইল দেখা।
রাম রাম বলিতে তার উঠে দুই পাখা॥
তার বাক্য ভর করি লঙ্ঘিলাম সাগর।
বাহির ভিতর মোর হইল গোচর॥
রাবণের চর বলি না কর বিস্ময়।
স্বরূপে রামের দূত কহিলাম নিশ্চয়॥*
আমার বচনে যদি না পাত্যায় হিয়া।*
শ্রীরামের অঙ্গুরী লহ হস্ত পাতিয়া॥
গাছে থাকিয়া অঙ্গুরী দেখায় বীর হনুমান।
শ্রীরামের অঙ্গুরী সীতা চিনিলা ততক্ষণ॥
শিরে বন্দিয়া থুইলু বুকের উপর।
অঙ্গুরী পাইয়া সীতা কাঁদেন বিস্তর॥
যোগসিদ্ধি মহাবুদ্ধি জনক মহামুনি।
মহারাজা জনক আমি তাহাঁর নন্দিনী॥
দশরথসুত বিভা করিলা ঘটক
বিশ্বামিত্র মুনি।
অহে বানর শুন সীতার দুঃখের কাহিনী॥
স্ত্রী হৈয়া এত দুঃখ কে সহিতে পারে।
অহে বানর যতদূর লোণ পানি সঞ্চরে॥

রাম রাজা করিয়া বাপা
ধরিবেন ছত্র নবদণ্ড।
কুজির মন্ত্রণা শুনি কেকয়ী সতা আপনি
রাজারে করিলা পাষণ্ড॥
বিভা হইলে এক বৎসর আছিলাম শ্বশুরঘর
চৌদ্দ বৎসর বনবাস।
রাবণের যত চেড়ি হাথে লৈয়া ঘাটাঙ্গি বাড়ি
নিত্য করায় উপবাস॥

জনক রাজার সুতা শ্রীরামের বনিতা
রাক্ষসে করয়ে প্রহার।
সুন্দরকাণ্ডের গীত কৃত্তিবাস বিরচিত
রচিল পুরাণ অনুসার॥

বিভীষণ ধার্ম্মিক বড় রাবণ সহোদর।
আমা দিতে ভাইর ঠাঞি কহিল বিস্তর॥
অরবিন্দ নামে রাক্ষস ধর্ম্ম অধিষ্ঠান।
আমা দিতে বুঝাইল বিবিধ বিধান॥
বিভীষণের কন্যা সানন্দা নাম ধরে।
তাহাকে পাঠাইয়া দিল আমার গোচরে॥
তাহার ঠাঞি শুনিলাম সকল বার্ত্তা সার।
বিনা যুদ্ধে বানর আমার নাহিক নিস্তার॥
সুগ্রীব রাজায় জানাইও আমার সংবাদ।
জানিয়া না জানেন প্রভু আমার কর্ম্ম বাধ॥
হনুমান বলে আমার পৃষ্ঠে কর আরোহণ।
পৃষ্ঠে করিয়া লইব যথা শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
কোন্ জন্তু হইব মাতা হইব কোন্ পাখি।
কোন্ বাহনে যাইবা তুমি সীতা চন্দ্রমুখী॥
সীতা বলেন বানর তুমি বিঘত প্রমাণ।
মানুষের ভর সহিবা কেমত পরাণ॥
সীতার কথা শুনিয়া বীর হনুমান হাসে।
আশী যোজন হইল বীর চক্ষুর নিমিষে॥
লেজ গোটা করিলেন যোজন পঞ্চাশ।
দেখিয়া সীতা দেবীর মনে লাগিল তরাস॥
তোমার পৃষ্ঠে বানর কেমতে হইব স্থির।
সাগরে পড়িলে খাইবে মৎস্য কুম্ভীর॥
পরপুরুষ ছুইতে না লয় মোর মন।
সবেমাত্র বলে আমায় ছুইয়াছে রাবণ॥
চুরি করিয়া আনিল রাবণ
তোমরা করিবা চুরি।
রাবণ মারিয়া উদ্ধারিলে লোকে
পুরুষকার বলি॥
তোমার মূর্ত্তি দেখিয়া আমার লাগে ডর।
আপনা সম্বর ঝাট হনুমান বানর॥
তোমার দুর্জ্জয় লেজ লাগিল অন্তরীক্ষে।
আপনা সম্বর ঝাট রাবণ পাছে দেখে॥
সীতার কথা শুনিয়া ভাবেন হনুমান।
দেখিতে দেখিতে হইলা বিঘত প্রমাণ॥
সীতা বলেন হনুমান পবনকুমার।
তোমার প্রসাদে হইবে আমার উদ্ধার॥

সুগ্রীবেরে জানাইও আমার কাকুতি।
যত যত আছেন প্রধান সেনাপতি॥
দুই মাসের তরে মোরে দিয়াছে প্রাণদান।
দুই মাস গেলে মোর বধিবে পরাণ॥
আমি মৈলে তোমা সভার বৃথা আগমন।
যদি ঝাট আইস তবে রহিবে জীবন॥
সীতা দেবীর শুনিলা হনু করুণ বচন।
চক্ষুর লোহে তিতিল পবননন্দন॥
হাথের ধনুক তেজেন রাম তেজে
আহার পানি।
রাত্রিদিন কাঁদিয়া রাম পোহান রজনী॥
নিদর্শন দেও মাতা যাইব ত্বরিত।
এক মাসের ভিতরে কটক আনিব নিশ্চিত॥
মাথা হইতে খসাইয়া দিল সীতা দিব্য মণি।
মণি দিয়া প্রভুর ঠাঞি কহিও কাহিনী॥
দুই মাস জীবন তার এক মাস যায়।
এ এক মাস গেলে আমার জীবন সংশয়॥
এই মাসের ভিতরে যদি করেন উদ্ধার।
অভাগিনী সীতা তবে জিয়েন এবার॥
আমার এক কথা কহিও প্রভু বিদ্যমান।
ইন্দ্রসুত কাক মোর আঁচড়িল স্তন॥
কাক মারিতে প্রভু এড়িলা ঐষীক বাণ।
তাড়াইয়া লইতে যায় কাকের পরাণ॥
ইন্দ্রের ঠাঞি কাক গিয়া পশিল শরণ।
ঐষীক বাণ তবে হইল ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণ হৈয়া বাণ গেল ইন্দ্রের গোচর।
রঘুনাথের বাণ আমি শুন পুরন্দর॥
রামের বাণ দেখিয়া ইন্দ্র উঠিলা ততক্ষণ।
যোড় হাথে বাণের ঠাঞি করেন স্তবন॥
বাণ বলে আমার ঠাঞি নাহিক এড়ান।
ত্রিভুবনে ব্যর্থ নহে রঘুনাথের বাণ॥
কাক রাখিতে না পারিলা দেব পুরন্দর।
আনিয়া দিলেন কাক বাণের গোচর॥
জয়ন্ত কাক দেখিয়া রুষিল রামের বাণ।
বিঁধিয়া কাকের করিলা এক চক্ষু কাণ॥
রামের ঠাঞি আনিয়া দিলা বিঁধিয়া
দুই আঁখি।
করুণাসাগর রাম না মারিলা পাখি॥
এতো অপরাধ তবু না মারিলা পরাণে।
রাম সম পুরুষ নাহি এ তিন ভুবনে॥
ত্রিভুবনে রাম সম বীর আর নাই।
রাম হেন স্বামী থাকিতে এত দুঃখ পাই॥

রাম হেন স্বামী যার আছে বিদ্যমান।
তার স্ত্রী রাক্ষসে করে এত অপমান॥
এত বলিয়া হনুমানে দিলেন মেলানি।
মাথার উপর হনুমান বন্দিয়া রাখে মণি॥
মেলানি করিয়া যখন দেশে বেআইসে।
মনে সাত পাঁচ ভাবে হয় বিমরিষে॥
আচম্বিতে আইলু চিনিলু আচম্বিতে।
হর্ষ বিষাদ কিছু লাগিল চিন্তিতে॥
সীতার হরিষ জন্মাইব রাক্ষসের তরাস।
সকল লঙ্কাপুরী আজি করিব বিনাশ॥
সীতার ঠাঞি বিদায় হৈয়া যায় হনুমান।
হেন কালে সীতা দেবী ভাবে মনে মন॥
এতো দুঃখে আইল বানর আমার উদ্দিশে।
আমা সম্ভাষিয়া যায় ভুখ উপবাসে॥
এক ফল খাও তুমি বীর হনুমান।
ফল খায়্যা কার্য্য সাধিবা রাখিবা সম্মান॥
এত বলি সীতা দেবী প্রবেশিলা ঘরে।
পঞ্চ ফল দেখে সীতা ঘরের ভিতরে॥
বানরের তরে সীতা দিলা হাথছানি।
পুনরপি আইল বানর সীতা বিদ্যমানি॥
পঞ্চগুটি ফল দিল বানরের তরে।
পঞ্চ ফল দিয়া সীতা বলে ধীরে ধীরে॥
ইহার এক ফল দিও শ্রীরামের তরে।
আর এক ফল দিও লক্ষ্মণ দেবরে॥
আর এক ফল দিও সুগ্রীব রাজারে।
ইহার এক ফল দিও অঙ্গদ বীরের তরে॥
সীতার ঠাঞি বিদায় হৈয়া করিলা গমন।
সাগরের কূলে গেল বীর হনুমান॥
পঞ্চ ফল থুয়্যা বীর সাগরের কূলে।
স্নান করিতে উলে বীর সাগরের জলে॥
স্নান করিয়া উঠে বীর পবননন্দন।
হস্ত যোড় করিয়া করে শ্রীরাম স্মরণ॥
পাকা ফল পায়্যা বীর বিলম্ব না করে।
ততক্ষণে মুখে দিল হনুমান বানরে॥
ফলের স্বাদ পায়্যা বীর ভাবে মনে মনে।
অঙ্গদের ফল খায় বীর হনুমানে॥
দুই ফল খাইলেক পবননন্দন।
একগুণ ক্ষুধা ছিল হইল পঞ্চগুণ॥
সুগ্রীবের ফল খায় বীর হনুমান।
পঞ্চগুণের ক্ষুধা হইল দশগুণ॥
লক্ষ্মণের ফল খায়্যা হইলা ব্যাকুল।
চারি ভিতে চাহে বানর হইয়া চঞ্চল॥
শ্রীরামের ফল লৈয়া ভাবে মনে মনে।
সেবক হৈয়া প্রভুর ফল খাইব কেমনে॥
ফল হাথে করিয়া বীর ভাবে উপদেশে।
একটী ফল কি লৈয়া যাব শ্রীরামের পাশে॥
এত বলি ফল বীর তুলিয়া দিল গালে।
রামের ফল খাইতে বীর গলায় লাগিয়া মরে॥
কাতর হইল বীর সাগরের কূলে।
রাম রাম বলিতে বীরের ফল গিয়া উলে॥
ফল খায়্যা বৈসে বীর সাগরের তটে।
ত্বরিতগমনে গেল বীর সীতার নিকটে॥
হনুমান বলে মাতা শুনহ বচন।
কোন্‌খানে আছে মাতা ফলের বাগান॥
সীতা বলে হনুমান পবননন্দন।
বিষ্ণুভক্ত জনের চঞ্চল কেন মন॥
বনফল খায়্যা নদীর পিলাম পানি।
ইহা দান দিতে কৃপণ হইলা ঠাকুরাণী॥
সীতা বলেন তোমা সনে ব্যর্থ দরশ।
আমার বার্ত্তা না পাইলা শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
সীতার কথা শুনিয়া বীর হনুমান হাসে।
কৌতুক দেখ মা রাক্ষস করিব বিনাশে॥
আশীর্ব্বাদ কর মা রাক্ষস জিনিবারে।
তোমার আশীর্ব্বাদে রাক্ষস
কি করিতে পারে॥
সীতা বলেন রাবণ আনে নন্দন বন হইতে।
ফল পঞ্চ করি মোরে নিত্য দেয় খাইতে॥
শ্রীরাম স্মরিয়া কোন দিন থুয়্যা থাকি জলে।
কোন দিন খায় লৈয়া রাক্ষসী সকলে॥
এড়াইতে না পারেন সীতা বানরের
কাকুতি বাণী।
অমৃতবন দেখান সীতা তুলিয়া অঙ্গুলি।
সীতার চরণে বীর করিল প্রণাম।
অমৃতবনে চলে এখন বীর হনুমান॥
ভাবকি মারিয়া বীর রাক্ষসের শুনে কথা।
রাক্ষস ভাঙ্গিয়া বীর ঘন লাড়ে মাথা॥
মর্কট হৈয়া বীর মারিছে ভাবকি।
ডালে ডালে বেড়ায় বীর খেদাড়িয়া পাখি॥
দেখিয়া রাক্ষসগণ হরষিত মন।
মর্কটের তরে বলে যত রাক্ষসগণ॥
পঞ্চ ফল করয়া নিত্য দিব রে বানরে।
পাখি খেদাড়িয়া বেড়াও ডালের উপরে॥
গাছে গাছে ডালে ডালে বেড়ায় হনুমান।
উঠিয়া দেখেন এখন যত সেনাগণ॥

সুখে নিদ্রা যায় সভে হরিষ অন্তর।
পাখি খেদাইতে হইল একটী বানর॥
অনেক দিন অবধি তারা করে জাগরণ।
শুইবামাত্র রাক্ষস সভ নিদ্রায় অচেতন॥
নাকের নিশ্বাস সভার হইল দুড়দুড়ি।
আস্তে ব্যস্তে অস্ত্রশস্ত্র লুকাইয়া এড়ি॥
ফল ফুল খায় বানর ছিড়্যা ফেলে লতা।
মধুগন্ধে ছিড়িয়া খায় অনেক গাছের পাতা॥
পাকা ফল খায় বীর কাঁচা ফল ফেলে।
লাফে লাফে হনুমান বেড়ায় ডালে ডালে॥
বড় ফল নিঙড়িয়া খায় ছোট ফল চুসি।
পাকা ফল খায়্যা বীর মনে বড় খুসী॥
ফলফুল খায়্যা বীরের গায় হইল বল।
নানা বর্ণে অশোকবন উপাড়ে সকল॥
এক গাছে ধরিয়া মারে আর গাছে বাড়ি।
আথালি পাথালি গাছ যায় গড়াগড়ি॥
ফল খায় হনুমান মনের হরিষে।
টান দিয়া ফেলে কত শ্রীরাম উদ্দিশে॥
সুগ্রীব উদ্দিশে কত ফেলাইল দূরে।
অঙ্গদ উদ্দিশে কত ফেলায় সাগরে॥
কনকে রচিত অশোকবনের গাছের গুঁড়ি।
হেন গাছ হনুমান ফেলায় উপাড়ি॥
বড় বড় গাছ ধরিয়া করে টানাটানি।
নিদ্রায় অচেতন রাক্ষস কিছুই না জানি।
*ফল ফুলে গাছ ভাঙ্গে আথালি পাথালি।
মহাশব্দে পালায় গাছের পক্ষ পাখালি॥*
ফল খায়্যা হনুমান মনে বড় খোসী।
চারি দিগে ফল থুয়্যা মধ্যখানে বসি॥
ফল খায়্যা হনুমান চারি দিগে ফেলে।
দুই হাথে ফল ছিড়িয়া মুখে ফেলিয়া গিলে॥
গাছ ভাঙ্গে হনুমান শুনি মড়মড়ি।
নিদ্রা হইতে উঠিয়া রাক্ষস করে ধড়ফড়ি॥
উঠিয়া রাক্ষস সভ চারি দিগে চায়।
গাছের গোড়ায় শুইয়াছে বীর দেখিতে না পায়॥
কুপিল রাক্ষস সভ চাহে চারি ভিতে।
চর্তুর্দ্দিগে রাক্ষস উঠে বানর ধরিতে॥
দেখে হনুমান বীর শুয়্যাছে সে আড়ে।
কেহো গিয়া ধরে তারে মারয়ে চাপড়ে॥
হনুমান বলে ভাই কেন মারো মোরে।
বধিয়া সকল জনে পাঠাব যমঘরে॥

প্রমাদ পাড়িলি বেটা বলে রাক্ষসগণ।
নির্ম্মূল করিলি বেটা যত অমৃত বন॥
কথ দূর গিয়া তারা পাইল ধনুক বাণ।
হনুমানের উপর করে বাণ বরিষণ॥
কুপিয়া হনুমান ঘরের খাম উপাড়ি।
আথালি পাথালি বীর মারে খামের বাড়ি॥
পড়িল রাক্ষস সভ যায় গড়াগড়ি।
নিদ্রা হৈতে চমকিত রাবণের চেড়ি॥*
চেড়ি সভ বলে সীতা স্বরূপ কহ বাণী।
তাম্রমুখা বানর সনে কহিলা কি কাহিনী॥
সীতা বলে কোন্ রাক্ষস কোন্ মায়া ধরে।
আগু বাড়িয়া বার্ত্তা পুছ কি বলে বানরে॥
সীতার ঠাঁঞি চেড়ি সভ না পায়্যা উত্তর।
ধায়্যা বার্ত্তা কহে গিয়া রাবণ গোচর॥
সীতার সঙ্গে বার্ত্তা কহে একটা বানর।
অশোকবন ভাঙ্গিয়া পাড়ে বড় বড় ঘর॥
বানর বাঁধিয়া তোমার আনহ গোচর।
এক দণ্ড থাকিলে লঙ্কার নাহিক নিস্তার॥
যে সীতা তরে তোমার মজিয়াছে মন।
সে সীতার সহিত বানর কহে ত কথন॥
সীতা হাথ নাড়ে বানর নাড়ে মাথা।
বুঝিতে না পারি কিছু বানরের কথা॥
অগ্নি ঘৃতে পায়্যা যেন অধিক উথলে।
কুপিল রাবণ রাজা চেড়ি সভার বোলে॥
কুপিয়া রাবণ রাজা চাহে চারি ভিতে।
চর্তুর্দ্দিগে রাক্ষস উঠে ধনুক বাণ হাথে॥
সংগ্রামের নামে রাক্ষস উঠে লাখে লাখ।
সাজিল প্রচণ্ড সেনা দিয়া লাফে লাফ॥
দেখিল সমুখে রাজা প্রচণ্ড কিঙ্কর।
যুঝিবারে আজ্ঞা তারে দিল লঙ্কেশ্বর॥
ধাইয়া গেল বীর যথায় হনুমান।
পাঁচীরে বস্যাছে বীর পর্ব্বত প্রমাণ॥
পর্ব্বত প্রমাণ বীর পাঁচীর উপরে।
হনুমানের আগে গেল প্রচণ্ড কিঙ্করে॥
রাক্ষস দেখিয়া বীর মারে মালসাট।
দেউল বেহারে যেন লাগয়ে কপাট॥
পবননন্দন আমি বীর হনুমান।
মারিবারে রাক্ষস কটক আপনি আগুয়ান॥
রামের সেবক আমি আইলাম লঙ্কাপুরী।
এক লক্ষ রাক্ষস আমার কি করিতে পারি॥
লঙ্কায় রাক্ষস না থুইব না থুইব ঘর।
সীতা দেবী বন্দ আমি রামকিঙ্কর॥

বীরদাপ করিয়া বীর ছাড়ে সিংহনাদ।
আচম্বিতে লঙ্কা লৈয়া পড়িল প্রমাদ॥
পড়িল কিঙ্কর মূঢ় যমের দোসর।
জাটি ঝাকড়া ফেলে হনুমানের উপর॥
ঘরের খাম উপাড়ে বীর পর্ব্বতপ্রমাণে।
সেই বাড়ি রাক্ষসের মাথার উপর হানে॥
আথালি পাথালি বীর মারে খামের বাড়ি।
পড়িল ঘর কিঙ্কর যায় গড়াগড়ি॥
যুদ্ধ জিন্যা হনুমান পাঁচীরে গিয়া চড়ে।
কৃত্তিবাস রচিল লঙ্কায় প্রমাদ পড়ে॥

ভগ্ন পাইকে কহে গিয়া রাবণ গোচর।
মূঢ় কিঙ্কর পড়িল বার্ত্তা শুনে লঙ্কেশ্বর॥
বড় বড় রাক্ষস মারে হনুমান বীর।
বৃক্ষ সব উপাড়িল চাপা নাগেশ্বর।
তাল তেতুল উপাড়ে খুদিয়া রঙ্গন।
আম্র গুবাক নারিকেল উপাড়ে বহুবন॥
নানা বর্ণে উপাড়ে গাছ ফল ফুলে।
পারিজাত উপাড়ে পুষ্প ডালেমূলে॥
যেখান লৈয়া সীতা থাকেন
সেই তাগাদ রাখে।
রাক্ষস মারিয়া পাড়ে যারে দেখে সমুখে॥
দশ বিশ রাক্ষস মারিয়া করে চুরমার।
মস্তক ভাঙ্গিয়া রাক্ষসের চূর্ণ করে হাড়॥
বানর বাঁধিয়া আন্যা করহ বিচার।
এক দণ্ড থাকিলে লঙ্কার নাহিক নিস্তার॥
সাত বীরের তরে রাজা দিল গুয়া পান।
আপন কটকে গিয়া বাঁধিয়া আন হনুমান॥
তালজঙ্ঘ সিংহনাদ ঘোর দরশন।
বাঁকামুখা কাকতুণ্ড ঘোর লোচন॥
রাবণের আজ্ঞায় ধাইল ধনুকে দিয়া টান।
পর্ব্বতিয়া তুরঙ্গে চড়ে অস্ত্র খরসান॥
সন্ধান পুরিয়া আইসে বীর হনুমানে।
পাঁচীরে রহিল বীর নেউল প্রমাণে॥
হাথে ধনুকে সাত বীর পাঁচীর উপরে চায়।
লুকাইয়া রহিল বীর দেখিতে না পায়॥
প্রাণ লৈয়া পলাইল আমা সভার ডরে।
কি বলিয়া ভাণ্ডাইব রাজা লঙ্কেশ্বরে॥
ঘরে যাইতে সাত বীর করে সারি ভারি।
আমা সভার ডরে পলাইল চল রাজার
গোচরি॥

না পাইলু লাগ তার রাজারে গিয়া ভাণ্ডি।
টান দিয়া হনুমান উপাড়ে ঘরের কাণ্ডি॥
নেউটিয়া সাত বীর ঘর যাইতে মন।
খেদাড়িয়া লৈয়া যায় পবননন্দন॥
কাঁড়ির বাড়িতে মাথা ভাঙ্গে সাত সেনাপতি।
এক বাড়িতে মারিয়া পাড়ে সাত সেনাপতি॥
ভঙ্গ দিয়া পলায় রাক্ষস রণ নাহি সহে।
যুদ্ধ জিনিয়া হনুমান পাঁচীরে গিয়া রহে॥
একেশ্বর হনুমান রাক্ষস বিনাশে।
রাবণেরে বার্ত্তা গিয়া কহে উর্দ্ধশ্বাসে॥
বানর নহে হনুমান বীর অবতার।
একেশ্বর রাক্ষস সভ করিল সংহার॥
সাত বীর পাঠাইলা কেহো না ধরিল টান।
লঙ্কা মজাইল মোর বানরা হনুমান॥
প্রহস্ত সেনাপতির বেটা নামে জাম্বুমালী।
মহা ধনুর্দ্ধর সে বলে মহাবলী॥
রাবণ রাজা করে তারে রাজসম্মান।
আপন কটকে গিয়া বাঁধ্যা আন হনুমান॥
রাজার আজ্ঞায় সে সাজন রথে চড়ে।
হস্তী ঘোড়া ঠাট কটক চলিল মুড়ে মুড়ে॥
বসিয়াছে হনুমান পাঁচীর উপরে।
কটক লৈয়া জাম্বুমালী আইল সত্বরে॥
প্রথমত দুইজনে হইল গালাগালি।
বাণ বরিষণ করে তবে বীর জাম্বুমালী॥
লক্ষ লক্ষ বাণ হনুমান দুই হাথে ঢাকে।
ফাঁফর হইল হনুমান ফিরে ঘন পাকে॥
জিনিতে না পারে বীর পবননন্দন।
শালগাছ আনে বীর তিন যোজন॥
বাহুর বলে গাছ এড়ে বীর হনুমান।
জাম্বুমালীর বাণে গাছ হইল খান খান॥*
বাহুবলে এড়ে বীর পর্ব্বতের চূড়া।
জাম্বুমালীর বাণেতে পর্ব্বত হইল গুঁড়া॥
জিনিতে না পারে বীর হইল
চিন্তিত অন্তরে।
লোহার মুষল ছিল পাঁচীর দুয়ারে॥
কুম্ভকর্ণের মুষল ছিল পাঁচীর উপরে।
দুই হাথ তুলিয়া বীর মারিল সত্বরে॥
দোহাথিয়া বাড়ি মারে জাম্বুমালীর উপরে।
এক বাড়িতে জাম্বুমালী গেল যমঘরে॥
যুদ্ধ জিনিয়া বৈসে বীর পাঁচীর উপরে।
জাম্বুমালী পড়িল বার্ত্তা
শুনে লঙ্কেশ্বরে॥

ছত্রিশ কোটি রাবণের প্রধান সেনাপতি।
যুদ্ধ করিতে রাবণ সভারে দিল অনুমতি॥
পাঁচ বীরের তরে রাজা দিল গুয়া পান।
ঝাঁট বাঁধিয়া আন্ তোরা বীর হনুমান॥
শোণিতাক্ষ বিড়ালাক্ষ বলেতে প্রধান।
চন্দ্রলোচন ভল্লুকাস্য রণেতে প্রধান॥
রাজার আজ্ঞা পায়্যা আইসে সাজন রথে।
হস্তী ঘোড়া ঠাট কটক চলিল কথ সাথে॥
পাঁচ বীর যায় এখন করিবারে রণ।
ভগ্ন পাইক সাথে যায় দেখাইতে হনুমান॥
পাঁচ সেনাপতি আইসে হনুমান দেখে।
নেউল প্রমাণ হৈয়া বীর লুকাইয়া থাকে॥
সন্ধান পুরিয়া পাঁচ বীর পাঁচীর পানে চাই।
লুকাইয়াছে হনুমান দেখিতে না পাই॥
ভগ্ন পাইক বলে তোমরা শুনহ উত্তরে।
দেবমূর্ত্তি বানর সে নানা মূর্ত্তি ধরে॥
কথ দূর যায়্যা তারা পাছুইয়া রয়।
এথা গিয়া হনুমান পাছে লাঙ্গুল জড়ায়॥
কখনো বানর হয় কখনো হয় পাখি।
কখন মর্কট হয় দেখি বা না দেখি॥
বানর নহে হনুমান রাক্ষসের যম।
কোন্ জন সহিবে সেই মর্কটের বিক্রম॥
এত বলি পাঁচ বীর চারি দিগে চায়।
কোন্‌খানে আছে হনুমান
দেখিতে না পায়॥
প্রাণ লৈয়া পলাইল আমা সভার ডরে।
সভে মেলি কহ গিয়া রাজা লঙ্কেশ্বরে॥
ঘরে যাইতে পাঁচ বীর ভাবে মনে মনে।
পাছে খেদাড়িয়া যায় পবননন্দনে॥
পাঁচ বীর যুদ্ধ করে ধনুকে দিয়া টান।
হনুমানের উপরে এড়ে চোখ চোখ বাণ॥
কোপে টানিয়া বাহির করে ঘরের
এক কাঁড়ি।
পাঁচ বীরের মাথায় মারে দোহাথিয়া বাড়ি॥
এক বাড়িতে পাঁচ বীর পাঠায় যমঘরে।
যুদ্ধ জিনিয়া বৈসে বীর পাঁচীর উপরে॥
*পাত্রমিত্র মুখে শুনি কুপিল রাবণ।
বানর হয়া মারে মোর বীর পঞ্চজন॥*
অক্ষয় নামে রাজার বেটা করে বীরদাপ।
বানর বাঁধিতে আজ্ঞা দিল তার বাপ॥
অক্ষয়কুমার ইন্দ্রজিত দুই সহোদর।
ইন্দ্রজিত সমান সে মহা ধনুর্দ্ধর॥
রাজপ্রসাদ দিল তারে রাজা লঙ্কেশ্বর।
বিলাইতে দিল তারে হাজার ভাণ্ডার॥
রাজা প্রদক্ষিণ করিয়া যখন রথে চড়ে।
হস্তী ঘোড়া ঠাট কটক লড়ে মুড়ে মুড়ে॥
কটকের পায়ের ভরে কম্পিত মেদিনী।
অক্ষয়কুমারের ঠাট তিন অক্ষৌহিণী॥
বসিয়াছে হনুমান পাঁচীর উপরে।
বুঝিল রাজার বেটা দেখিয়া বানরে॥
অক্ষয়কুমার নাম আমার রাবণনন্দন।
আজি বানর তোর লইব জীবন॥
এই বাণ আমি তোরে পুরিলাম সন্ধানে।
কেমতে এড়াইবি বাণ বুঝহ হনুমানে॥
তিরাশী কোটি বাণ যোড়ে ধনুকের গুণে।
বাণ ব্যর্থ করিতে বীর চিন্তে মনে মনে॥
লাফ দিয়া উঠে বীর গগনমণ্ডল।
যত বাণ এড়ে সভ যায় পায়ের তল॥
কোপে বাণ এড়ে বীর মাথার উপরে।
মাথা নোঙাইয়া বীর বাণ ব্যর্থ করে॥
হনুমান বলে বেটা দেখিতে ছাওয়াল।
যত বাণ এড়ে বেটা অগ্নির উথাল॥
লাফ দিয়া বীর তার রথের উপর চড়ে।
রথখান গুড়া করে বজ্র চাপড়ে॥
রথের সারথি সহিত হইল চুরমার।*
অন্তরীক্ষে পলায়্যা যায় রাজার কুমার॥
মাথার উপর পলায় হনুমান কোপে।
লাফ দিয়া দুই পা ধরে বাঘ যেন ঝাপে॥
হাথে গলায় ধরিয়া তার মারিল আছাড়।
মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া তার চুর করিল হাড়॥
যুদ্ধ জিনিয়া বৈসে বীর পাঁচীর উপরে।
অক্ষয়কুমার পড়িল বার্ত্তা শুনে লঙ্কেশ্বরে॥
অক্ষয়কুমার পড়িল তবে রাবণ চিন্তিত।
যুদ্ধ করিতে আনিল তবে কুমার ইন্দ্রজিত॥
বড় বড় বীর পাঠাইলু বড় করিয়া মনে।
বাহুড়িয়া নাহি আইসে বানর দরশনে॥
অনেক বীর পড়িল অক্ষয়কুমার।
তুমি থাকিতে আমি যাইব নহে ব্যবহার॥
বাপের কথা শুনিয়া ইন্দ্রজিত হাসে।
বানর বাঁধিতে বীর চলিল হরিষে॥
বাপের দুলাল বেটা কুমার মেঘনাদ।
সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া পরে রাজপ্রসাদ।
অঙ্গুলে অঙ্গুরী পরে বাহুতে কঙ্কণ।
সর্ব্বজয়া নেত পরে মানিক রতন॥

বীর পরিধানে পরে নেতের কালি।
তিনশত বেড় দিয়া বাঁন্ধিল কাঁকালি॥*
সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া পরে চন্দনের সার।
কণ্ঠা ভরিয়া গলায় পরে রত্নের হার॥
সোনার কুন্ডল পরে সোনার পরে পাট্টা।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন কপালের ফোঁটা॥
এক হাথে ধরিয়াছে সর্ব্বাঙ্গ দাপনি।
এক হাথে রথসাজ ডাকিছে আপনি॥
সংগ্রাম গমনে জানে সারথির মন।
সংগ্রামের রথখান করিছে সাজন॥
নানারত্ন মণি মাণিক করিল নির্ম্মাণ।
পবনবেগে অষ্ট ঘোড়া রথের যোগান॥
পর্ব্বতিয়া ঘোড়া সাজে রত্নের বিম্বকি।
তেরো অক্ষৌহিণী রাহুত লড়ে
যুঝার ধানুকী॥
বিংশতি কোটি হস্তী লড়ে
অর্ব্বুদ কোটি ঘোড়া।
সত্তরি অক্ষৌহিণী পাইক লড়ে
জাটি ঝকড়া॥
কটকের পায়ের ভরে কাঁপিছে মেদিনী।
ইন্দ্রজিতের বাদন বাজে তিন অক্ষৌহিণী॥
শত সহস্র দামা বাজে তিন লক্ষ কাহাল।
কোটি সহস্র ঘণ্টা বাজে মৃদঙ্গ বিশাল॥
ভেঙুর ঝাঝরি বাজে ত্রিশ কোটি কাড়া।
কাংস্য করতাল বাজে
সাতাইশ লক্ষ পড়া॥
ত্রিশ কোটি বাজে রাজাবাদ্য দামা।
দণ্ডমুহরি বাজে সাতাইশ লক্ষ বীণা॥
লক্ষ লক্ষ ঢোল বাজে ডম্ফ কোটি কোটি।
আটাইশ লক্ষ দগড়েতে ঘন পড়ে কাটী॥
তেইশ লক্ষ শিঙ্গা বাজে অতি খরসান।
পচিশ কোটি বাজে শঙ্খ সিন্ধুযান॥
তেইশ লক্ষ কোটি বাজে পাখওয়াজ
উর্ম্মাল।
বাদ্যের কোলাহলে হইল লঙ্কা তোলপাড়॥
সর্ব্বমঙ্গলা বাজে সত্তরি লক্ষ কাশি।
সহস্র কোটি বাজে তায় মধুর রস বাঁশি॥
সপ্তস্বরা উপাঙ্গ বাজে শুনিতে অভিলাষ।
তিরাশী কোটি বাজে তাহে
চন্দ্র কবিলাস॥
তবল বিশাল ঢাক বাজে জয়ঢোল।
মহাপ্রলয় কালে যেন পড়ে গন্ডগোল॥

এতেক কটক লৈয়া দিতে যায় রণ।
স্বর্গমর্ত্ত্য পাতাল কাঁপিছে ত্রিভুবন॥
কটক লইয়া বীর যায় করিবারে রণ।
পাছে থাকিয়া ডাকিয়া বলে
রাজা তো রাবণ॥
বালি সুগ্রীব শুনিয়াছ বীর অবতার।
তাহার পাত্র জানি আমি হনুমান বানর॥
বানর জ্ঞান না করিয়া যুঝিও অপার।
সাবধান হৈয়া যুদ্ধ করিহ অপার॥
বসিয়াছে হনুমান পাঁচীর উপর।
কটক লৈয়া ইন্দ্রজিত গেলেন সত্বর॥
হনুমান দেখ্যা রাক্ষস জ্বল্যা গেল কোপে।
গালাগালি পাড়ে এখন মনের পরিতাপে॥
ফলফুল খাইস বানর পরিধান কাছুটী।
মরিবারে লঙ্কায় আসি কর ছটফটি॥
সুগ্রীবের কাল গেল বেড়াইয়া বনে ডালে।*
মরিবার তরে তোরে পাঠায় লঙ্কাপুরে॥
রাক্ষসের গালি শুনিয়া হনুমান হাসে।
গালাগালি পাড়ে এখন মনে যত আইসে॥
ফলমূল খাই মোরা মুনির ব্যবহার।*
রক্তমাংস খাইস তোরা করিস দুরাচার॥
দশ হাজার দেবকন্যা তোর বাপের ঘরে।
এত স্ত্রী থাকিতে তবু পরদার করে॥
স্ত্রী লাগিয়া পুরুষ মরে বিনা অপরাধে।
সতী স্ত্রী হরিয়া আনে শৃঙ্গারের সাধে॥
সতী স্ত্রী হরিয়া আনে তপের তপস্বিনী।
শাপ গালি পাড়ে তবু না ছাড়ে ব্রাহ্মণী॥
কত কত মুনি মারিয়া করিলেক পাপ।
পাপের অন্ত নাহি যত করিল তোর বাপ॥
ত্রিভুবন যুড়িয়া তোর বাপের বিসম্বাদ।
কথক কাল ভাল ছিল এখন পড়িল প্রমাদ॥
সর্ব্বকাল না ফলে গাছ
সময় পাইলে ফলে।
তোর বাপেরে ব্রহ্মশাপ ফলিল এত কালে॥
এত যদি দুইজনে হইল গালাগালি।
দুইজনে যুদ্ধ করে দুই মহাবলী॥
কুপিয়া ইন্দ্রজিত করে বাণ বরিষণ।
সকল অস্ত্র লুফিয়া ধরে পবননন্দন॥
হনুমান বলে বেটা তোর বন চূরি।
দেখাদেখি আজি তোরে পাঠাব যমপুরী॥
চোরার বেটা তুঞি চোরা চুরি করিস রণ।
মোর ঠাঞি পড়িলি আজি বধিব জীবন॥

অস্ত্র ধরিতে নাহি জানি হই বানর জাতি।
তে কারণে মোর আগে চোরের অব্যাহতি॥
মল্লযুদ্ধ কর বেটা ফেল ধনুক বাণ।
এক চাপড়েতে আজি লইব পরাণ॥
ইন্দ্রজিত করে তবে বাণ বরিষণ।
ইন্দ্রজিতের বাণ গিয়া ঢাকিল গগন॥
কেহো কারো জিনিতে নারে দুই মহাবল।
দুইজনে যুদ্ধে ভাল একই সোঁসর॥
কোপে ইন্দ্রজিত এড়ে নাগপাশের বন্ধন।
সর্প দেখিয়া চিন্তিত হইলা হনুমান।
কেমতে এড়াইব নাগপাশের বন্ধন।
মনে মনে চিন্তিত হইল হনুমান॥
কি করিতে পারে মোর নাগপাশ বন্ধন।
পবনবেগে বেড়ায় বীর পবননন্দন॥
নাগপাশ ব্যর্থ গেল চিন্তিত ইন্দ্রজিত।
ততক্ষণে আর বাণ যুড়িল ত্বরিত॥
ইন্দ্রজিত বলে আমি ব্রহ্ম অস্ত্র জানি।
ব্রহ্ম অস্ত্র এড়িয়া বানর বাঁধিয়া আনি॥
তন্ত্রেমন্ত্রে ব্রহ্ম অস্ত্র জানে নানা সন্ধি।
এড়িলেক ব্রহ্মাস্ত্র বানর হইল বন্দী॥
পাঁচীরে থাকিয়া হনুমান পড়ে ভূমিতলে।
হনুমান বলে ব্রহ্ম অস্ত্র ছিড়িতে পারি বলে।
ব্রহ্ম অস্ত্র ছিণ্ডিলে ব্রহ্মার বচন লড়ে॥
এতেক ভাবিয়া বীর বন্ধন নাহি ছিড়ে॥
এই কারণ ইন্দ্রজিত এড়াল মরণ।
হনুমান বলে শুন রে ইন্দ্রজিত
আমার বচন॥
আমায় লৈয়া যাও যথা রাজা তো রাবণ।
এই ছলে গিয়া আমি ভেটিব দশানন॥
ইন্দ্রজিত তর্জ্জে তখন হনুমান শুনে।
অক্ষয়কুমার ভাই মারে সহে কার প্রাণে॥
হনুমান বলে এই যোগে ভেটিব রাবণ।
এতেক চিন্তিয়া বীর না ছিড়ে বন্ধন॥*
রাক্ষসেরে আজ্ঞা দিল কুমার ইন্দ্রজিত।
হনুমান বাঁধিয়া ঝাট আনহ ত্বরিত॥
এতেক বলিয়া ইন্দ্রজিত গেল আগুয়ান।
সাত লক্ষ রাক্ষসে বেড়িল হনুমান॥
সাত লক্ষ রাক্ষস আসিয়া টানাটানি পাড়ে।
আশী যোজন শরীর হইল
তিলেক নাহি লড়ে॥
রাজার আজ্ঞায় দূত ধাইল সত্বর।
দ্বার ভাঙ্গিয়া চালায় হনুমান বানর॥

*হনুমানের অঙ্গে ঠেকে গড়ের দুয়ারে।
না জায় হনুর শরীর রাক্ষস ফাফরে॥*
আপন ইচ্ছায় চলিল পবননন্দন।
পাত্রমিত্র লইয়া যথা বস্যাছে রাবণ॥
সাত লক্ষ রাক্ষসে হনুমান বয়।
পালগীর উপর যেন সওয়ার হৈয়া যায়॥
যেই দিগে হনুমান তিলেক দেয় ভর।
বাপ বাপ বলিয়া রাক্ষস ফেলায়
ভূমের উপর॥
কৌতুক করেন এখন বীর হনুমান।
ক্ষণে ক্ষণে ভর দেন পবননন্দন॥
*হাথে গলে বান্ধি তারে লয়া জায় ধরি।
দুই সহস্র রাক্ষসে হনুমানে কান্ধে করি॥*
দ্বার সুন্দর দেখে পবননন্দন।
শরীর বাড়াইয়া রহে বীর হনুমান॥
হনুমান নাহি চলে রাক্ষস চিন্তিত।
রাবণেরে বার্ত্তা কহে গিয়া ত্বরিত॥
দুর্জ্জয় শরীর সেই বানর হনুমান।
দুয়ারে না সাঁধায় বেটা করিব কেমন॥
রাবণ বলে দ্বারে কেন রাখ্যাছ হনুমান।
দ্বার ভাঙ্গিয়া ত্বরিত আন মোর বিদ্যমান॥
ঠাঞি ঠাঞি দেখে বীর বিচিত্র নাটশালা।
দেবকন্যা লৈয়া রাবণ যথা করে লীলা॥
রাজার কুমার সভ দাড়াইয়াছে সারি সারি।
তিরাশী কোটি দেবকন্যা পরম সুন্দরী॥
ব্রহ্মার বর পায়্যা রাবণ কাহারো নাহি মানে।
হেন কালে বানর গেল রাবণ সন্নিধানে॥
ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে মঙ্গল পড়ে জয়ধ্বনি।
রাবণ বেড়িয়া আছে দশ হাজার রাণী॥
পাত্রমিত্র বসিয়াছে ভাই বিভীষণ।
সূর্য্য হইতে তেজ যেন নিকলে কিরণ॥
সৈন্যসামন্ত কটক দেখি রাজদ্বারে।
দেখিয়া ত্রাস পাইল হনুমান বানরে॥
দেখিল গিয়া হনুমান রাবণের সম্পদ।
কোটি কোটি ইন্দ্র জিনিয়া
রাবণের পরিচ্ছদ॥
দেখিয়া হনুমানের লাগিল তরাস।
সুন্দরকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

রাবণ বলে বানর তুঞি না করিস ডর।
স্বরূপ করিয়া কহ তুঞি কার চর॥

হনুমান বলে আমা পাঠাইল শ্রীরাম মানুষে।
অশোকবন ভাঙ্গিলু তোর
মারিলু রাক্ষসে॥
বন্ধন মানিয়া আইলু তোর বিদ্যমানে।
রঘুনাথের কথা কহি শুন সাবধানে॥
শব্দে শুনিয়াছ দশরথ মহারাজা।
দেব গন্ধর্ব্ব লোক যাঁর করে পূজা॥
জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীরাম বহু সীতা তো সুন্দরী।
রামের অগোচরে তুঞি সীতা কৈলি চুরি॥
সীতা চাহিয়া বেড়াইতে সুগ্রীব সঙ্গে ভেট।
সুগ্রীবেরে রাজ্য দিলেন বালি
মারিয়া জ্যেষ্ঠ॥
যে বালির ঠাঞি তুঞি পাইলি পরাজয়।
হেন বালি মারিলেন রাম মহাশয়॥
ইন্দ্রজিতের ব্রহ্ম অস্ত্রে আমার
কি করিতে পারে।
বন্ধন মানিয়া আইলু তোরে বুঝাবার তরে॥
ঠাট কটক লৈয়া সুগ্রীব সাগরে কূলে থানা।
একেশ্বর আসিয়া আমি
লঙ্কায় দিলু হানা॥
এক বানরের যুদ্ধে হইলা ব্যাকুল।
আমারে অধিক বল আইসে মহাবল॥
আমা হেন সুগ্রীবের ছত্তিশ
কোটি সেনা আছে।
একেশ্বর আইলু আমি সুগ্রীব
আইসে পাছে॥
শ্রীরাম সুগ্রীব রাজার যুক্তি
আমি সভ শুনি।
কুম্ভকর্ণ রাবণ রাম মারিবেন আপনি॥
ইন্দ্রজিত অতিকায় মারিবেন লক্ষ্মণ।
আর যত রাক্ষস মারিবে বানরগণ॥
এই যুক্তি করেন রাম সুগ্রীবের আগে।
আমি তোরে মারিলে রামের সত্য ভাঙ্গে॥
মোর আগে ধরিয়াছ ছত্র নব দণ্ড।
লেজের বাড়ি মারিয়া তোরে
করিতাম খণ্ড খণ্ড॥
রামের আগে লৈয়া যাইব দিয়া গলায় দড়ি।
দশ মাথা ভাঙ্গিব তোর দিয়া লেজের বাড়ি॥
এত যদি বলিলেন পবননন্দন।
বানর কাটিতে আজ্ঞা দিল দশানন॥
মাথা নোঙাইয়া বলে ভাই বিভীষণ।
সহসা দূত কাটা নহে আচরণ॥
দূত কাটিলে রাজার হয় অনাচার।
আজি হইতে ঘুচে ভাই দূতের ব্যবহার॥
আপন বোল পরের বোল দূত মুখে শুনি।
হেন দূত কাটিলে হয় অপযশ কাহিনী॥
দূতের এক ফল এই মুড়াইয়া দেও মুণ্ড।
ইহা বহি দূতের আর নাহি দণ্ড॥
পরের কথা কহে দূত অপরাধ কিসে।
যাহার বড়াই করে তাহাকে কাটিতে আইসে॥
বিভীষণের যুক্তিতে হনুমান এড়াইল মরণ।
লেঙ্গুড় পোড়াইতে আজ্ঞা কৈলা দশানন॥*
লেজ পোড়ায়্যা বানরকে পাঠাও দেশে।
লেজে পোড়া দেখ্যা উহার জ্ঞাতি যেন হাসে॥
এতেক বলিল যদি রাজা লঙ্কেশ্বর।
লেজ পোড়াইতে রাক্ষস ধাইল সত্বর॥
কুপিলেক হনুমান পবননন্দন।
বাড়াইয়া দিল লেজ পঞ্চাশ যোজন॥
ত্রিশ মোট কাপড় লৈয়া থুইল নিকটে।
যত যত জড়ায় বেড় তত নাহি আঁটে॥
লঙ্কার ভিতর হইতে আনয়ে কাপড়।
ঘৃত তৈল দিয়া তাহা করিল যাবড়॥
কাপড় তিতিয়া তৈল পড়ে ভূমিতলে।
লেজে অগ্নি দিলে যেন দপ্‌দপাতে জ্বলে॥
রাবণ বলে বানরা দুর্জ্জয় মহাবীর।
ঝাট নিয়া কর পার গড়ের বাহির॥
ইহারে লইয়া বেড়াও নগরে চাতরে।
স্ত্রীপুরুষ দেখে যেন লঙ্কার ভিতরে॥
লেজে অগ্নি হনুমানের কাঁকালে
গলায় দড়ি।
হনুমানের আগে পাছে বাদ্যের দুড়দুড়ি॥
চাতরে চাতরে লৈয়া বেড়ায় গলি গলি।
দেখিবারে স্ত্রীপুরুষ ধায় আদুড় চুলি॥
হনুমানেরে দেখিয়া সভার
প্রাণ কাঁপে ডরে।
এমত শরীর কেমনে সাঁধাইয়াছিল ঘরে॥
দেখিবারে স্ত্রীপুরুষ ধাইল সত্বরে।
কেহো বলে স্বামী মোর মারিল বানরে॥
কেহো বলে ভাই মোর মারিল সহোদর।
জামুসের বাড়ি মারে মাথার উপর॥*
কেহো বলে ভাইর পো কেহো বলে নাতি।
কেহো বলে খুড়া জাঠা মারিলেক জ্ঞাতি॥*
যাহার বন্ধুবান্ধব মারিল বানরে।
জর্জ্জর হইল বীর তাহার প্রহারে॥

ঘরে ঘরে পাটক্যাল মারে ডাগর পাথর।
মুষলের বাড়ি মারে মাথার উপর॥
হনুমান দেখিয়া সভার প্রাণ কাঁপে ডরে।
অন্তরে থাকিয়া কেহো
পাটক্যাল ফেলিয়া মারে॥
দেখিবামাত্র সকল স্ত্রীর বধিল জীবন।
ভাগ্যে পুণ্যে ইহার হাথে এড়ালু মরণ॥
স্ত্রী সভার কথা শুনিয়া হনুমান হাসে।
এখন এড়াইয়াছ তোমরা পাছে
করিব বিনাশে॥
গলি গলি লৈয়া বেড়ায় নগর চাতর।
চেড়িগুলা সীতার ঠাঞি কহিল সত্বর॥
যে বানরের সঙ্গে সীতা কহিলা কাহিনী।
লেজে অগ্নি গলায় দড়া দিয়া রাক্ষসে
করে টানাটানি॥
এ কথা শুনিয়া সীতা স্থির নহে মনে।
অগ্নি জ্বালিয়া পূজা করিলেন
বিবিধ বিধানে॥
কায়মনোবাক্যে যদি আমি হই সতী।
তোমার অগ্নিতে হনুমান
পাউক অব্যাহতি॥
বাপকুল শ্বশুরকুল দুই কুল মোর রাজা।
ঘৃত দিয়া অনেক কর্য্যাছেন
তোমার পূজা॥
অগ্নি পূজিয়া সীতা করেন ক্রন্দন।
সীতার তরে ডাক দিয়া বলেন দেবগণ॥
ব্রহ্মা ডাকিয়া বলেন শুন দেবী সীতা।
হনুমানের তরে তুমি না করিহ চিন্তা॥
তোমার বর আছে যারে কারে তার শঙ্কা।
আপন ইচ্ছায় তুমি পোড়াইবা লঙ্কা॥
কৌতুক দেখিতে আইলাম সর্ব্ব দেবগণ।
হেন হর্ষে বিষাদ করহ কি কারণ॥
ক্রন্দন সম্বরেন সীতা ব্রহ্মার আশ্বাসে।
সুন্দরকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥

পর্ব্বতপ্রমাণ ছিল বীর হনুমান।
বন্ধন ঘুচাইতে হইল বিঘতপ্রমাণ॥
রাক্ষসের হাথে রহিল বানরের বন্ধন।
পিছাইয়া বন্ধন খসায় বীর হনুমান॥
হনুমান বেড়িয়াছিল যতেক রাক্ষসে।
হনুমানের বিক্রম দেখিয়া পলায় তরাসে॥

হাথে গাছে হনুমান যায় রড়ারড়ি।
গাছের বাড়িতে মারিয়া পাড়ে
দশ বিশ কুড়ি॥
গাছের বাড়ি মারে কারো মারে
লেজের বাড়ি।
লেজের অগ্নিতে কারে
পোড়ায় গোফদাড়ি॥
পলায় রাক্ষস সভ পাছু পানে চায়।
হাথে গাছে হনুমান রাজদ্বারে যায়॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতকে সরস্বতী অধিষ্ঠান।
শুনিতে সুন্দরকাণ্ড অমৃতসমান ॥

সীতার বরে অগ্নিতে না পোড়ে
মোর গায়।
লঙ্কা পোড়াইতে আমি চিন্তিয়ে উপায়॥
অশোকবন ভাঙ্গিব না থুইব এক গাছ।
রাক্ষস কটক তোর মারিব বাছের বাছ॥
ঘরের যুবতী দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ।
রত্নময় লঙ্কাপুরী করে নিরীক্ষণ॥
হেন ঘর পোড়াইয়া করি অগ্নির তর্পণ।
সীতার বরে অগ্নি মোরে না করেন দাহন॥
রাবণ রাজা বসিয়া আছে রত্নসিংহাসনে।
লেজে অগ্নি কর্য্যা বীর গেল
তার বিদ্যমানে॥
হনুমান দেখিয়া বলে রাজা লঙ্কেশ্বর।
হাথতালি দিয়া বলে নাচহ বানর॥
শুনিয়া হনুমান হইলা আনন্দিত মন।
নাচিতে লাগিলা বীর রাবণ বিদ্যমান॥
ভ্রূকুটী করিয়া নাচে পবন নন্দনে।
লাফ দিয়া পড়ে বীর রাবণের সিংহাসনে ॥
সিংহাসন হইতে বীর ভূমিতলে পড়ি।
লেজের অগ্নি দিয়া তার
পোড়ায় গোফদাড়ি॥
ডর পায়্যা রাবণ রাজা উঠ্যা দিল রড়।
দুই হাথে রাবণের গালে দেয় চড়॥
ঘরে সাঁধাইয়া রাবণ দিলেক পাট।
অগ্নির জ্বালায় রাবণ করে ছটফট॥
মেঘের বিজুলি যেন লেজের অগ্নি জ্বলে।
লাফ দিয়া পড়ে বীর বড় ঘরের চালে॥
পুত্রে ঘর পোড়ায় বাপ কৌতুক মনে।
উনপঞ্চাশ বায়ু লৈয়া আইল পবনে॥

ঊনপঞ্চাশ বায়ু যদি হইল অধিষ্ঠান।
ঘরে ঘরে লাফ দিয়া বেড়ায় হনুমান॥
এক আওয়াসে অগ্নি দিলে
আর আওয়াস জ্বলে।
হনুমান লঙ্কা পোড়ায় পবন বায়ু মেলে।
মেঘের গর্জ্জনে যেন ঘরের অগ্নি জ্বলে।
অর্দ্ধেক লঙ্কা পোড়ে লোকের গা
পুড়্যা যায় ছালে॥
*সুন্দরী সভার মুখ সূর্য্য হেন জ্বলে।
যুবতী পুড়িয়া মরে যুবকের কোলে॥*
পুড়িয়া মরে রাক্ষস তবু
কেলি নাহি ছাড়ি।
স্বামীকে এড়িয়া স্ত্রী পলায় রড়ারড়ি॥
লঙ্কার ভিতর ছিল যত
দীঘি আর পুখরি।
অগ্নির ডরে ঝাপ দিল যতেক
লঙ্কার নারী॥
সুন্দর স্ত্রীর মুখ যেন কমল উৎপল।
সরোবরের মধ্যে যেন ফুটিল কমল॥
ঘরে থাকিয়া দেখে তাহা
হনুমান মহাবলী।
লেজের অগ্নি দিয়া তাহার
পোড়ায় মাথার চুলি॥
সর্ব্বাঙ্গ জলের ভিতর জাগে মাত্র মুখ।
অগ্নিতে মুখ পোড়ে
হনুমানের কৌতুক॥
ত্রাসে ডুব দেয় কন্যা জলের ভিতর।
জল খাইয়া স্ত্রী সভ হইল ফাঁফর॥
স্ত্রী বধ করে বীর পবননন্দন।
কোটি কোটি চেড়ি সভার লইল পরাণ॥
রত্ননির্ম্মিত ঘর দেখিতে মনোহর।
লেখাজোখা নাহি যত পোড়ায় রাজঘর॥
খাট সিংহাসন পোড়ে রাজ চতুর্দ্দোল।
হনুমান পাড়িল লঙ্কায় মহাগণ্ডগোল॥
প্রবাল মুকুতা পোড়ে স্ফটিকের ধ্বনি।
অগ্নির মহাশব্দ শ্রীঘর হইতে শুনি॥
পর্ব্বত প্রমাণ অগ্নি ঘরে হইতে দেখি।
ঘোড়া হাথী পুড়িয়া মরে
পোসানিয়া পাখি॥
কৌতুকে রাবণ রাজা ময়ূর পাখি পোষে।
লেজ পোড়া গেল তার
পেখম ধরিবে কিসে॥

অগ্নিতে পোড়াইয়া বীর ফেলিল সকলি।
রাজার ঘর পাত্রের ঘর পোড়ায় মহাবলী॥
পাত্রমিত্রের ঘর পোড়ে হনুমান হরষিত।
আকাশেতে দেবগণ দেখ্যা আনন্দিত॥
রাখা গেল বিভীষণ কুম্ভকর্ণের ঘর।
বিভীষণের ঘর নাহি পোড়ে
ব্রহ্মার আছে বর॥
কুম্ভকর্ণের ঘর এড়াইল গাছের আড়ে।
এ কারণে কুম্ভকর্ণের ঘর নাহি পোড়ে॥
ঘরের ভিতর কুম্ভকর্ণ নিদ্রায় অচেতন।
ঘর পুড়িলে সেইদিন হইত মরণ॥
যুদ্ধ করিয়া মরিবেক নির্ব্বন্ধ আছে।
ডাহিন বামে আওয়াস পোড়ায়
আগে পাছে॥
সকল লঙ্কা পুড়িয়া হইল ছারখার।
লঙ্কা পুড়িয়া হইল ভস্ম অঙ্গার।
দুই শত যোজন অগ্নি উঠিল আকাশে।
হনুমান বলে সীতা হইল বিনাশে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতে কবিত্বসুধারাশি।
সুন্দরকাণ্ড রচিল লঙ্কা হইল ভস্মরাশি॥

রাজমন্ত্রী হৈয়া আমি না করিলু রাজহিত।
ভালর তরে লঙ্কায় আসি
হইল বিপরীত॥
চতুর্দ্দিগে দেখি আমি সকল আগুনি।
রাখা নাহি গেল সীতা রামের কামিনী॥
ধিক থাকুক আমার যতেক বিক্রম বল।
কুলশীল বুদ্ধি সভ গেল রসাতল॥
যাহার কারণে আমি সাগর অগ্নি তরি।
হেন সীতা পুড়িয়া মরে
কেমতে প্রাণ ধরি॥
কোন্ কর্ম্ম করিলু আমি
পোড়াইয়া লঙ্কাপুরী।
সেবক হইয়া পোড়াইলু প্রভু
রামের সুন্দরী॥
প্রণমহ দেবগণ করিয়া কাকুতি।
তোমা সভার বরে রক্ষা পাউক
সীতা সতী॥
সাগরে ঝাপ দিব যেন
কুম্ভীরে করে আহার।
এই অগ্নিতে পুড়িয়া কিবা হব ছারখার॥



সাগরে ঝাপ দিব কিম্বা
অগ্নিতে প্রবেশিব।
দেশে না যাইব আর এইখানে মরিব॥
দেবগণ ডাকিয়া বলে হনুমান শুনে।
রাখা গেল সীতা দেবী
না পুড়ে আগুনে॥
তুমি লঙ্কা পোড়াও পরম হরিষে।
ভস্ম অঙ্গার কর লঙ্কা
রাখিয়াছ কিসে॥
দেবগণের বচনে সাহসে করে ভর।
লাফে লাফে পোড়ায় লঙ্কার যত ঘর॥
ঘরের ভিতরে পুড়িয়া মরে
রাক্ষসরাক্ষসী।
কৃত্তিবাস রচিল লঙ্কা হইল ভস্মরাশি॥

দুইশত যোজন অগ্নি উঠিল গগনে।
সীতা বলে ছাড়িয়া পোড় পবন নন্দনে॥
হনুমানের তরে কাঁদেন সীতা
করিয়া অক্ষমা।
পায় পড়িয়া বুঝায় তারে রাক্ষসী সরমা॥
বন্দী হৈয়াছিল বানর শুন্যাছি কাহিনী।
রাবণের আগে বলিল দুরক্ষর বাণী॥
লেজে অগ্নি দিল লেজ পোড়াইবার তরে।
সেই অগ্নি লৈয়া উঠে বড় ঘরের উপরে॥
তোমার বরে নাহি পোড়ে
আছে তো কুশলে।
সীতার নিকটে হনুমান আইলা
হেন কালে॥
সীতার কাছে রহিল গিয়া পবননন্দন।
লেজের অগ্নিতে মাতা শরীর হইল দাহন॥
কেমতে নিভাই অগ্নি কহ উপদেশ।
সীতা বলে সাগরে চুবাইয়া করহ বিশেষ॥
লেজ লৈয়া সাগরে ফেলায় হনুমান।
তবু নাহি নিভে অগ্নি আইল ততক্ষণ॥
সীতা বলে হনুমান শুনহ বচন।
মুখের অমৃত দিয়া নিভাও আগুন॥
এতেক শুনিয়া বীর সীতার উত্তর।
লেজ ফিরাইয়া দিল গালের ভিতর॥
লেজের অগ্নিতে মুখ পোড়ে
হনুমান কাতর।
সীতার কাছে গিয়া বীর বলে ধীরে ধীর॥

দেশের তরে আমি আর না করিব গমন।
সাগরে ঝাপ দিয়া মাতা তেজিব জীবন॥
কি বলিবে দেখিয়া মোরে বানর সমাজ।
জ্ঞাতির সভায় মোর হইল বড় লাজ॥
সীতা বলেন হনুমান না ভাবিও দুখ।
তোমার সমান হউক সকল বানরের মুখ॥
সীতা বলেন হনুমান শুনহ উত্তরে।
জর্জ্জর হইয়াছ তুমি রাক্ষসের প্রহারে॥
অগ্নির জ্বালায় তুমি হইয়াছ জর্জ্জরে।
কথদিন জিরাও তুমি লঙ্কার ভিতরে॥
লুকাইয়া থাক তুমি যেন না দেখে রাবণ।
তুমি থাকিলে চেড়িগুলা না করে তর্জ্জন॥
*অস্থিচর্ম্ম সার মাত্র নিত্য উপবাস।
রাক্ষস দেখিয়া আমার উপজয় ত্রাস॥
তুমি গেলে প্রিয় বলিতে আর কেহো নাহি।
সকালে আনিহ তুমি শ্রীরাম গোসাঞি॥
তখন দেখ্যাছি আমি সাগর পাথারে।
বানর কটক মেলে সাগর হৈব পারে॥
তোমরা পিতাপুত্র আর জে গরুড় পাখি।
তিনজন আসিবে আর বীর নাহি দেখি॥
গরুড় জিনিঞা তোমার আপার বিক্রম।
তোমার পৃষ্ঠে পার হৈব শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
পার হয়া প্রভু মোর জিনিব লঙ্কাপুরী।
কত দিনে দেখিব প্রভুরূপের মাধুরী॥
হনুমান বলে মাতা না কর ক্রন্দন।
আমি গেলে আসিবেন রাজীবলোচন॥*
বিলম্বে ঠাকুরাণী আমার
নাহি কিছু কাজ।
আমি গেলে আসিবেন সুগ্রীব বানররাজ॥
রহিতে না পারি আমি যাই শীঘ্রগতি।
আমি গেলে আসিবেক যত সেনাপতি॥
তোমা উদ্ধারিয়া সুগ্রীব সত্যে হবেন পার।
কোটি বানর আসিবেক পর্ব্বত আকার॥
তবে মোরে জানিবা মাতা হনুমান বানর।
রাবণ মারিয়া তোমায় করিব উদ্ধার॥
লাফ দিয়া পার হইবে যত বানরগণ।
মোর পৃষ্ঠে পার হইবেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
সীতা বলেন হনুমান কহিবে উত্তর।
তোমা হেন সুগ্রীবের আছে কতেক বানর॥
সীতার কথা শুনিয়া হইল
হনুমানের হাস।
সীতারে প্রবোধ দিয়া করিছেন আশ্বাস॥

আমার অধিক বীর আছে আমার সোঁসর।
আমার ছোট সুগ্রীবের নাহিক বানর॥
সঙ্কট স্থানে ছোট পাঠাইয়া
বড়কে যত্নে রাখি।
সভাই হইতে ছোট আমি শুন চন্দ্রমুখী॥
বীরের ভিতর বীর আমি কেহো
নাহি লিখে।
একেশ্বর আসিয়া রাক্ষস
মারিলু লাখে লাখে॥
আমার অধিক কোটি কোটি আসিবে সকল।
সভার কনিষ্ঠ আমি দেখিলা আমার বল॥
ছত্রিশ কোটি সেনাপতি আসিবে প্রধান।
আপনে জানহ মাতা শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
রাম লক্ষ্মণের বাণ তুমি জানহ বিশেষে।
যাহার এক বাণে রাবণ মরিবে সবংশে॥
আজি হইতে ঠাকুরাণী দুঃখ অবসান।
ঘরের সেবক যার বীর হনুমান॥
তবে সে জানিহ আমি পবননন্দন।
শ্রীরাম সহিত তোমা করাইব দরশন॥
অমৃতে সিঞ্চিত হৈলা হনুমানের আশ্বাসে।
সুন্দরকান্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥

সীতার মণি মাথায় বাঁধে রামের সন্দেশ।
মেলানি করিয়া বীর যায় নিজ দেশ॥
হনুমানের পদভরে কাঁপিছে বসুমতী।
সাগর ডিঙ্গাইতে পর্ব্বতে উঠে শীঘ্রগতি॥
সিংহনাদ ছাড়িয়া বীর হরষিতে ডাকে।
সিংহনাদ ছাড়িয়া বীর হরষিতে ডাকে।
হেনকালে রাবণেরে জানাইল নিশাচর।
ঘরপোড়া বানর ঐ সাগর হয় পার॥
সিংহনাদ শুনিয়া বলে মন্ত্রী জাম্বুবান।
সকল কার্য্য সিদ্ধি কর‍্যা আইসে হনুমান॥
যেমন বিক্রমে গিয়াছিল বীর
সেই বিক্রম শুনি।
নিশ্চয় দেখিল বীর সীতা ঠাকুরাণী॥
পার হৈয়া রহিল বীর পর্ব্বত উপর।
হনুমান দেখ্যা আইল সকল বানর॥
আগু মাথা নোঙায় বীর কুমার অঙ্গদে।
জাম্বুবান আদি করিয়া বানরগণ বন্দে॥
সোঁসর বানর সঙ্গে করে কোলাকোলি।
বানর কটক যোগায় ফলফুলের ডালি॥

সভা করিয়া বসিল সভ বানরগণ।
জাম্বুবান বলে বার্ত্তা কহ পবননন্দন॥
কেমতে হইলা পার শতেক যোজন।
কেমত দেখিলা তুমি রাজা তো রাবণ॥*
কেমতে চিনিলা তুমি সীতা তো সুন্দরী।
কেমতে দেখিলা তুমি কনক লঙ্কাপুরী॥
রাক্ষসের ঠাঁঞি কেমনে পাইলা নিস্তার।
তোমার অপেক্ষায় আছে সকল বানর॥
তোমার লাগিয়া সকল বানর
পাইয়াছে চিন্তা।
দেশের তরে যাই তবে
যদি দেখ্যা থাক সীতা॥
এতেক জিজ্ঞাসিলা যদি মন্ত্রী জাম্বুবান।
অঙ্গদ গোচরে বার্ত্তা কহে হনুমান॥
একশত যোজনের পথ সাগর পাথার।
অনেক সঙ্কটে আমি সাগর হৈলু পার॥
অন্ধকারে লঙ্কার ভিতরে করিলাম প্রবেশ।
রাজ অন্তঃপুরে গিয়া না পাইলু উদ্দেশ॥
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি যায় তৃতীয় প্রহর।
সর্ব্বকার্য্যসিদ্ধি করিয়া আইলু সত্বর॥
হনুমান বলে অঙ্গদ শুন আমার বচন।
সীতার বার্ত্তা কহি গিয়া রঘুনাথের স্থান॥
সীতার বার্ত্তা পাইল
যদি অঙ্গদ যুবরাজে।
সীতা উদ্ধারিতে চাহে আপনার তেজে॥
রামেরে জানাইতে বিলম্ব বিস্তর দেখি।
সীতা উদ্ধারিয়া নিলে রাম হবেন সুখী॥
একেশ্বর হনুমান ডিঙ্গাল সাগর।
আমরা সাহস করহ সকল বানর॥
অঙ্গদের কথা শুনিয়া জাম্বুবান হাসে।
রাজা হৈয়া যুক্তি কর আমায় নাহি বাসে॥
আপনি উদ্ধারিবেন রাজা করিয়া
আপন কাজ।
তোমার বোলে উদ্ধারিলে
সভাই পাই লাজ॥
দশ যোজন ডিঙ্গাইতে নারিবে বানরগণ।
কোন্ জন ডিঙ্গাইবে শতেক যোজন॥
সীতার চরিত্র রাম করিবেন বিচার।
তুমি সীতা আনিলে সভাই
পাইবে তিরস্কার॥*
এত যদি জাম্বুবান অঙ্গদেরে বলে।
কুপিল অঙ্গদ বীর অগ্নি হেন জ্বলে॥

অকারণে বুড়া তোর পাকিল
মাথার কেশ।
বুঝিবারে না জানিস বুড়ার উপদেশ॥
আপনা হেন দেখ বুড়া সকল সংসার।
লেজে চাপিয়া ধর বুড়ার
সাগর করিব পার॥
হনুমান বলে অঙ্গদ নহিও অস্থির।
পৃথিবীমণ্ডলে নাহি তোমার সমান বীর॥
সর্ব্বলোকে বলে উহারে মন্ত্রী জাম্ববান।
মন্ত্রীর মন্ত্রণা তুমি না করহ আন॥
হনুমানের কথা শুনিয়া জাম্ববান হাসে।
কটক লইয়া অঙ্গদ চলিল নিজ দেশে॥
দেখিতে পায় মধুবন পরম সুন্দর।
মধুর গন্ধে বানর কটক হইল ফাঁফর॥
সুগন্ধিতে বানর কটক হইল পাগল।
সাধ যায় খাইতে করিতে নারে বল॥
মধু খাইতে বুদ্ধি সৃজেন জাম্ববান।
অঙ্গদের ঠাঁঞি প্রসাদ মাগে হনুমান॥
তোমার প্রসাদে মধু খায় সকল বানরগণ।
ঝাট করে অঙ্গদের চরণবন্দন॥
অঙ্গদেরে মাথা নোওায়
করিয়া যোড় হাথ।
রাজপ্রসাদ দেহ মোরে বানরের নাথ॥
অঙ্গদ বলে যে কার্য্য করিলা
তুমি বানরের রাজ।
তোমার প্রসাদে রক্ষা পাইল বানরসমাজ॥
অঙ্গদ বলে তুমি যে কার্য্য
করিলা মহাবীরে।
তোমারে প্রসাদ দিব যত থাকে ভাণ্ডারে॥
হনুমান বলে মধুবন অমৃতসমান।
সকল বানরে মধু খাই যদি কর দান॥
অঙ্গদ বলে খাও মধু তোমার
করিলু পূজা।
যে করুক সে করুক মোরে সুগ্রীব রাজা॥
আপন ইচ্ছায় মধুপান করুক বানরগণ।
মধুবন ভাঙ্গিয়া খায় সকল বানরগণ॥
নিঙ্গাড়িয়া খায় মধু পিয়ে তো চুমুকে।
সকল বন শূন্য করিল সকল কটকে॥
মধুবন খায়্যা বানর করে হুড়াহুড়ি।
বড় বড় পেট করিল লড়িতে না পারি॥
মধু খায়্যা বানর কটক ডাগর করিল পেট।
লড়িতে চড়িতে নারে মাথা করিল হেট॥

মধুপান করিয়া বানর হইল পাগল।
মারামারি হুড়াহুড়ি করে গণ্ডগোল।
কেহো হাসে কেহো নাচে
কেহো গায় গীত।
মারামারি হুড়াহুড়ি করে বিপরীত॥
হাথে অস্ত্র ধাইয়া আইল
মধুবনের রক্ষক।
খেদাইয়া লইয়া যায় অঙ্গদের কটক॥
তুমি প্রসাদ দিলা মোরা
করিলু মধুপান।
কোথাকার বানর আইসে লইতে পরাণ॥
এত যদি কহিল সকল বানরগণ।
রুষিলা অঙ্গদ বীর বালির নন্দন॥
কটক লইয়া অঙ্গদ বীর
ধায়্যা যায় কোপে।
দধিমুখের পরাণ লইতে
আইসে এক চাপে॥
অঙ্গদের কোপ সহিতে পারে কোন্ জন।
দধিমুখ এড়িয়া পলায় সকল বানরগণ॥
দধিমুখের চুল অঙ্গদ ধরিলেক রোষে।
চুলিতে ধরিয়া তার মাটিতে মুখ ঘসে॥
সীতার বার্ত্তা উদ্ধারিয়া আইল যেই জন।
তারে দান দিতে আমি না হৈলাম ভাজন॥
আমার বাপের মধুবন সাধাইল
তোর পেটে।
তোরে বধ করিলে সুগ্রীব যদি কাটে॥
বাপের মাতুল তুঞি সম্বন্ধে বড় বাপ।
প্রাণে না মারিব তোরে দিব অনুতাপ॥
ওষ্ঠ অধর তার রক্তে তোলবোল।
গোহারি করিতে যায় রাজার মাতুল॥
জর্জ্জর হইয়াছে বীর আঁচড়ে কামড়ে।
সুগ্রীবের ঠাঁঞি বীর যায় উভরড়ে॥
মামা হৈয়া দধিমুখ সুগ্রীবের পায় পড়ে।
প্রাণ লৈয়াছে অঙ্গদ আঁচড়ে কামড়ে॥
মধুবন ভাঙ্গিয়া খায় আমা মারিয়া খেদায়।
আপন অপমান কহে পড়িয়া রাজার পায়॥
মধুবন নষ্ট করিলেক অঙ্গদ হনুমান।
তোমরা দুঁহে করিলা যাহার পালন॥
কতকালের নষ্ট হইল অক্ষয় মধুবন।
কাতর হৈয়া দধিমুখ করেন ক্রন্দন॥
শুনিয়া কোপ না করিল অঙ্গদের গৌরবে।
লক্ষ্মণ বীর জিজ্ঞাসিলা সুগ্রীবের আগে॥

মামা হৈয়া দধিমুখ ধরিল তোমার চরণ।
অপমানের কথা কহে করিয়া ক্রন্দন॥
ভালমন্দ মামার তরে না দিলা উত্তর।
বুঝিলাম মামার তরে সক্রোধ অন্তর॥
সুগ্রীব বলে দক্ষিণের কটক
করিল উঠানি।
কথা বুঝি নাহি বুঝি মনে অনুমানি॥*
দক্ষিণ দিগে পাঠাইয়াছি বড় বীরগণ।
লুটিয়া খায়্যাছে আমার অক্ষয় মধুবন॥
যদি সীতা না দেখিয়া খায় মধুবন।
আমার ঠাঞি তবে তার কিসের জীবন॥
সুগ্রীব লক্ষ্মণে কহে দক্ষিণের কথন।
দূরে থাকিয়া শুনেন রাম কমললোচন॥
রাম বলেন দক্ষিণের কটক করিল আগমন।
না জানি সীতার বার্তা কি কহে এখন॥
দক্ষিণ দিগের বানর যদি
সীতার বার্ত্তা কহে।
তবে সুগ্রীব মিতা আমার প্রাণ রহে॥
সুগ্রীব বলে মিতা তুমি না হইও অস্থির।
দক্ষিণ দিগে পাঠাইয়াছি বড় বড় বীর॥
আপনি অঙ্গদ গিয়াছে মন্ত্রী জাম্বুবান।
কার্য্যসাধক গিয়াছে বীর হনুমান॥
তোমার কার্য্যে হনুমান বড়ই তৎপর।
অবশ্য হনুমান সঙ্গে হৈয়াছে গোচর॥
ধার্ম্মিক পণ্ডিত বড় হনুমান মহাশয়।
অবশ্য হনুমান সীতা দেখ্যাছে নিশ্চয়॥
সুবুদ্ধি সুস্থির বড় অঙ্গদ যুবরাজ।
মধুবন নষ্ট করিয়াছে
সিদ্ধি নহিলে কাজ॥
আমার ডরে অঙ্গদ বীর মরে তো তরাসে।
সীতার বার্ত্তা না পাইলে না
আসিত দেশে॥
এ সভ কথা গোসাঞি কিছু নহে আন।
সীতা দেখিয়া আসিয়াছে বীর হনুমান॥
শ্রীরাম বলেন তোমার যুক্তিতে
পাইলু পীরিতি।
ধন্য ধন্য মিতা তোমার ধন্য যুকতি॥
অঙ্গদ হনুমান আসিতে করহ সংবাদ।
সীতার বার্ত্তা পাইলে
মিতা খণ্ডে অবসাদ॥
সুগ্রীব বলে আইসহ মামা দধিমুখ।
অঙ্গদের বচনে তুমি না ভাবিও দুখ॥

সম্বন্ধে নাতি তোমার অঙ্গদ যুবরাজ।
নাতি ঢৌল করিল তোমার
বাপের নাহি লাজ॥
ঝাট চলহ মামা আমার বচনে।
অঙ্গদ হনুমান আন রঘুনাথের স্থানে॥
রাজার আজ্ঞা পায়্যা হরিষ দধিমুখ।
ত্বরাত্বরি গেল বীর অঙ্গদের সমুখ॥
অঙ্গদেরে মাথা নোঙায় করিয়া যোড় হাথ।
রাজবার্ত্তা শুন তুমি বানরের নাথ॥
তোমার অপরাধ কহিলু সুগ্রীবের স্থানে।
তোমার অপরাধ সুগ্রীব রাজা
না শুনিল কানে॥
আপনি খাইলা মধু
তোমার বাপের অর্জ্জিত।
সেবক হৈয়া যত বলিলু
সকল অনুচিত॥
শ্রীরাম সুগ্রীব বসিয়াছেন দুইজন।
ঝাট গিয়া করহ শ্রীরাম সম্ভাষণ॥
সেবকবৎসল বড় অঙ্গদ মহাশয়।
মধুবন রাখিতে তারে দিলেন বিষয়॥
চলিল অঙ্গদ বীর হৈয়া হরষিত।
কৌতুকেতে যায় বীর বানরে বেষ্টিত॥
সকল কটক যায় অঙ্গদ হনুমান।
রঘুনাথের ঠাঞি যায় পর্ব্বত মাল্যবান॥
দূরে থাকিয়া দেখিলা রাম পবননন্দন।
বসিয়াছিলা রঘুনাথ উঠিলা ততক্ষণ॥
অনুবর্জিয়া আনিতে চলিলা আগুয়ান।*
সীতার বার্ত্তা ঝাট কহ বীর হনুমান॥
যদি সীতা না দেখিয়া থাক পবননন্দন।
না রাখিব শরীর আমি তেজিব জীবন॥
তিন দিগের বানর আইল না পাইল দেখা।
তবে প্রাণ রাখিয়াছি তোমার অপেক্ষা॥
শ্রীরামের চরণ বন্দে পবননন্দন।
সকল কার্য্যসিদ্ধি হইল পাইলু দরশন॥
লঙ্কার ভিতরে আছেন সীতা
দেখিলু অশোকবনে।
সকল কথা কহি শুন গোসাঞি
তোমার স্থানে॥
একশত যোজন পথ সাগর পাথার।
অনেক সঙ্কটে আমি সাগর হৈলু পার।
অন্ধকারে লঙ্কায় আমি করিলু প্রবেশ।
রাবণের অন্তঃপুরে করিলু উদ্দেশ॥

আওয়াসে আওয়াসে চাহিলু
সীতা নাহি দেখি।
বিস্তর কাঁদিলাম আমি হইয়া অসুখী॥
আচম্বিতে তথা হইতে
দেখিলু অশোকবন।
অশোকবনের জ্যোতি যেন রবির কিরণ।
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি গেল
আছে তৃতীয় প্রহর।
সীতা দেবী দেখিলাম
অশোকবনের ভিতর॥
হেনকালে আইল তথা রাজা তো রাবণ।
দেবকন্যা সঙ্গে অনেক বিদ্যাধরীগণ॥
নারায়ণতৈলে দিউটী সারি সারি।
আলো করিয়া আইসে রাবণ
কনক লঙ্কাপুরী॥
অনেক স্তুতি করি কহে
রাজা তো রাবণ।
কানে নাহি শুনিলা সীতা সে সভ বচন॥
তোমা বহি সীতা দেবীর অন্য নাহি মন।
কোপে কাটিতে চাহে রাজা তো রাবণ॥
সীতা বলেন রাবণ আমি
মরণ করিলু সার।
শ্রীরামের চরণ বহি গতি নাহি আর॥
নৈরাশ হইল রাবণ সীতার বচনে।
বিষম রাক্ষসী চেড়ি ডাক দিয়া আনে॥
ঘরে গেল রাবণ রাজা ঠেকাইয়া চেড়ি।
সীতারে মারিতে সভ রাক্ষসীর
হুড়াহুড়ি॥
সীতারে বুঝায় চেড়ি অশেষ প্রকারে।
কোন মতে সীতা দেবী বচন নাহি ধরে॥
ত্রিজটা রাক্ষসী বুড়ি দেখিল সপন।
গাছে থাকিয়া মুঞি করিলু সম্ভাষণ॥
কোথা থাকিয়া আইলা জিজ্ঞাসেন বৈদেহী।
সুগ্রীব সনে মিতালি তাহা আমি কহি॥
তোমার অঙ্গুরী দিলাম সীতার নিদর্শন।
অঙ্গুরী পাইয়া বিস্তর করিলা ক্রন্দন॥
মাথা হইতে কাড়িয়া দিল অদ্ভুত মণি।
মণি দিয়া প্রভুর ঠাঁঞি কহিবা কাহিনী॥
দুই মাসের তরে তারে দিয়াছে প্রাণদান।
দুই মাস গেলে মোর সংশয় জীবন॥
আর পূর্ব্বের কথা কহিও প্রভুর চরণে।
ইন্দ্রসুত কাক মোর আচড়িল স্তনে॥
সে সভ সঙ্কটে মোরে করিলেন রক্ষণ।
তাহাঁর বিদ্যমানে এখনো
জিয়ে তো রাবণ॥
ইহার মধ্যে যদি আমায় করেন উদ্ধার।
তাহাঁর প্রসাদে সীতা জিয়ে একবার॥
শ্রীরাম হেন স্বামী যার আছে বিদ্যমান।
তাহাঁর স্ত্রী রাক্ষসেতে করে অপমান॥
এই কথা কহিয়া মোরে দিলেন মেলানি।
মাথার উপর বাঁধিয়াছিলু
সীতার মাথার মণি॥
মেলানি করিয়া যখন দেশেরে আইসি।
মনে সাত পাঁচ তখন করি পরামর্শি॥
রঘুনাথের সেবক আমি সাগর
হৈলাম পার।
রাবণের তরে কিছু না দেখালু চমৎকার॥
সুবর্ণের নির্ম্মিত তার
ভাঙ্গিলাম অশোকবন।
কোটি কোটি চেড়ির
মুঞি বধিলু জীবন॥
যত যত চেড়ি সীতারে করিল অপমান।
সকল চেড়ির মুঞি বধিলু পরাণ॥
তবে তো মারিলু তার অনেক সেনাপতি।
অক্ষয়কুমার রাজার বেটা
আইল শীঘ্রগতি॥
চক্ষুর নিমিষে তার করিলু সংহার।
তবে ইন্দ্রজিত বীর হইল আগুসার॥
দুই প্রহর তার সঙ্গে করিলু সংগ্রাম।
ব্রহ্ম অস্ত্রতে মোরে করিল বন্ধন॥
ধরিয়া লৈয়া গেল মোরে রাবণগোচর।
রাবণেরে আমি গালি দিলাম বিস্তর॥
আমায় কাটিতে চাহিল রাজা তো রাবণ।
মাথা নোঙাইয়া বলে রাক্ষস বিভীষণ॥
দূত কাটিলে রাজার হয় অনাচার।
আজি হইতে ঘুচে
ভাই দূতের ব্যবহার॥
বিভীষণের যুক্তিতে এড়াইলু মরণ।
লেজ পোড়াইতে আজ্ঞা দিলেক রাবণ॥
আমার লেজে জড়াইল লঙ্কার কাপড়।
ঘৃত তৈল দিয়া তাহা করিল জাবড়॥*
লেজে অগ্নি দিল মোর দপদপাতে জ্বলে।
সেই অগ্নি লৈয়া উঠিলু
বড় ঘরের চালে॥

সকল লঙ্কা পোড়াইয়া সীতার কাছে
আইলু শীঘ্রগতি।
আমায় দেখিয়া সীতা দেবী
আনন্দিত মতি॥
সীতা ঠাকুরাণী মোরে হইলা
হরিষ বিশেষ।
সকল কার্য্য সিদ্ধি করিয়া
আইলু নিজ দেশ॥
দশ দিগ্ আলো করে
সীতা দেবীর রূপে।
যে দেখিলু যে শুনিলু
সকলি স্বরূপে॥
গায় মলি পড়িয়াছে মলিন বসন।
তবু রূপে আলো করে দশ যোজন॥
সীতারে দেখিয়া মোর চক্ষু সাফল।
সীতার বরে আমি তথা
হৈয়াছি অমর॥
দেখিলু শুনিলু যত কহিলু কাহিনী।
এই দেখ রঘুনাথ সীতার মাথার মণি॥
শ্রীরামের হস্তে মণি দিলা পবননন্দন।
মণি পাইয়া রঘুনাথ করেন ক্রন্দন॥

॥ পাহাড়িয়া ॥

অদর্শন হইল সীতা জনক দুহিতা
হনুমান পাইল দরশন।
শোক আনলে মন দগধে অনুক্ষণ
কত দিনে হইবে মিলন॥
অহে হনুমান ধন্য পবননন্দন।
রাক্ষসের হাথে মোর জনকী বন্ধন॥
তোমা হইতে উদ্ধার সীতা তো সুন্দরী মোর
তোমারে বেড়িল রাক্ষসে।
সে কারণে দুঃখী আমি সাগরের পার তুমি
কেমতে আছহ বিদেশে॥
বন্দী রাক্ষসের ঠাঞি আপনা বলিতে নাঞি
কেমনে রহিয়াছে জীবন।
অতি অবলা জানকী ভয়ঙ্কর রাক্ষস দেখি
ত্রাসে পাছে হয় বা মরণ॥
কন্যাদান কৈল মোরে জনক নাম নৃপবরে
সোহাগে করিল আগলি।
কুপুরুষের হাথে পড়ি দুঃখ পাইলা সুন্দরী
রাক্ষসেরে তোমায় দিলাম ডালি॥
সীতার মাথার মণি লইলা শ্রীরাম শুনি
শোকানলে বুক নাহি বাঁধে।
কৃত্তিবাস পণ্ডিত রচিল সুন্দর গীত
বানর কটক সভ কাঁদে॥

রাম বলেন শুন বাছা পবন কোঙর।
ত্রিভুবনে বীর নাহি তোমার সোঁসর॥
হেন বীর কোথায় আছে পৃথিবী ভিতরে।
বানর হইয়া কেবা ডিঙ্গায় সাগরে॥
তোমার বিক্রম দেখিয়া মোর চমৎকার।
প্রসাদ দিতে প্রসাদ নাহি রহিল তোমার ধার॥
এক প্রসাদ দিতে পারি লহ আলিঙ্গন।
হনুমানে কোল দিলা শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
আর বার্ত্তা কহ মোরে পবননন্দন।
মধ্য সাগর পার হইলা কতেক যোজন॥
কোথা থাকিয়া সাগর মোরে হইল পাষণ্ডি।
কতদিনে রাবণের স্ত্রী করিব রাণ্ডি॥
সাগরের জলেতে আমি বান্ধিব জাঙ্গাল।
সেতুবন্ধ করিয়া আমি কটক করিব পার॥
জাঙ্গাল বান্ধিতে যদি নারি সাগরের জলে॥
সাগর শুষিব তবে বাণ অগ্নিজালে॥
কতেক অক্ষৌহিণী ঠাট বানরের আছে।
কতেক সৈন্য কটক লঙ্কাপুরী আছে॥
হনুমান বলে গোসাঞি কর অবধান।
লঙ্কাপুরীর কথা কহি তোমার বিদ্যমান॥
ছত্রিশ কোটি সেনাপতি থাকে পূর্ব্ব দ্বারে।
দুর্জ্জয় রাক্ষসগণ নানা অস্ত্র ধরে॥
দক্ষিণ দ্বারেতে আছে ইন্দ্রজিতের থানা।
সত্তরি অক্ষৌহিণী আছে তার নিজ সেনা॥
পশ্চিম দুয়ারে থাকে দুর্জ্জয় রাক্ষসগণ।
তিন বৃন্দ কোটি ঠাট দ্বারের ভিড়ন॥
উত্তর দুয়ারে থাকে রাবণ সর্ব্বক্ষণ।
সত্তরি অক্ষৌহিণী ঠাট তাহার ভিড়ন॥
এতেক কটক গোসাঞি রাবণের নিকটে।
তোমার এক বাণে সকল ঠাট নাহি আঁটে॥
সুগ্রীব রাজা যাইবেন সূর্য্যের প্রতাপ।
পৃথিবী সহিতে নারে যাহার বীর দাপ॥
অঙ্গদ যুবরাজ যাইবে অসম সাহস।
তাহার সম্মুখে দাড়াইবে কোন্ রাক্ষস॥
গয় গবাক্ষ যাইবেক সরভ গন্ধমাদন।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র যাইবেক সুষেণনন্দন॥

সরভ বীর যাইবেক পৃথিবীর সার।
ইহা সভার কাছে কারো নাহিক নিস্তার॥
সুষেণ জাম্বুবান যাইবেন যুদ্ধের সাগর।
ইহারা জয় করিয়া দিবেক লঙ্কার ভিতর॥
যত যত বীর যাইবে অসম সাহস।
সে সভ বীর করিবেক লঙ্কার বিনাশ॥
তোমার অগ্নিবাণে গোসাঞি
নাহিক নিস্তার।
লক্ষ লক্ষ রাক্ষস বাণে হইবে সংহার॥
শুনিয়া হরষিত হইলা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
হেন কালে সুগ্রীব রাজা বলিছে বচন॥
শ্রীরামের আজ্ঞা পায়্যা রবির তনয়।
কটক সভারে রাজা দিলেন বিদায়॥
স্ত্রীপুত্র লৈয়া আজি সভে গিয়া থাক ঘরে।
ভাতে আসিবে সভে আমার গোচরে॥
কটক সমেত যার না পাব দরশন।
আগে তাহারে মারিব সেই তো রাবণ॥
এত বলিয়া সুগ্রীব রাজা সভারে
দিলা পান।
চলিল বানর সভ যার যেই স্থান॥
স্ত্রীপুত্র সহিত বানর বঞ্চিল সুখে রাতি।
প্রভাতে একত্র হইল সকল সেনাপতি॥
সুগ্রীব রাজা বসিয়াছেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
হেন কালে মাথা নোঙায় সকল বানরগণ॥
সুগ্রীব রাজার সেনা আইল
নীল সেনাপতি।
মহাবৃন্দ কোটি ঠাট তাহার সংহতি॥
উদয়াগিরির বানর আইল এক চাপে।
সহস্র কোটি বানর আইল মহাবীর দাপে॥
গয় গবাক্ষ সরভ গন্ধমাদন।
পঞ্চাশ কোটি বানর আইল পাঁচ
ভাইর ভিড়ন॥
অঞ্জনিয়া বানর আইল লৈয়া গবাক্ষ।
ত্রিশ কোটি বানর লইয়া আইল ধূম্রাক্ষ॥
সরভ বানর আইল গৌরবর্ণ ধরে।
দেখিয়া বিপক্ষ কটক পলায় যার ডরে॥
তাহার ভিড়ন ঠাট কোটি অষ্টশত।
সম্পাতির নামে বিপক্ষের উঠে রকত॥
মলয়া পর্ব্বতের বানর হরিতাল গিরি।
সত্তরি কোটি বানর লৈয়া আইল কেশরী॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আইল রাজার দুই শালা।
কটক লইয়া আইল বীর যেন পদ্মমালা॥

সহস্র কোটি সেনাপতি
এক এক জনার আছে।
এমত ছত্তিশ কোটি সেনাপতি
সুগ্রীবের কাছে॥
কটক দেখিয়া রামলক্ষ্মণ হরষিত।
যাত্রা করিয়া রাম চলিলা ত্বরিত॥
দুই প্রহর বেলা নক্ষত্র উত্তরফল্গুনী।
শুভক্ষণে যাত্রা কৈলা রাম গুণমণি॥
সম্মুখে দেখিলেন গো আর ব্রাহ্মণ।
শ্রীরাম বলেন লক্ষ্মণ যাত্রা শুভক্ষণ॥
সূর্য্যবংশের রাজার নক্ষত্র রোহিণী।
রাক্ষসের মূলা নক্ষত্র সর্ব্ব শাস্ত্রে জানি॥
মূলা নক্ষত্র দেখিয়া রোহিণী বড় রোষে।
চক্ষুর নিমিষে রাবণ মারিব সবংশে॥
গুণ দিয়া ধনুকেতে পুরিলা সন্ধান।
শ্রীদুর্গা বলিয়া যাত্রা করিলা শ্রীরাম॥
রাম প্রদক্ষিণ করিয়া বানর সভ নড়ে।
হনুমানের পৃষ্ঠে গিয়া শ্রীরাম চড়ে॥
অঙ্গদের পৃষ্ঠে চড়িলা লক্ষ্মণ।
মহাশব্দ করিয়া চলিল বানরগণ॥
চলিল বানর কটক নাহি দিশপাশ।
কটক যুড়িয়া যায় ভূমি আকাশ॥
মেঘসঞ্চার নাহি গগনমণ্ডলে।
লাফ দিয়া মেঘ ধরিয়া পাড়ে ভূমিতলে॥
দুর্জ্জয় বানর কটক ছাড়ে সিংহনাদ।
দেবগণ ত্রাসে পলায় গণিয়া প্রমাদ॥
গাছ পাথর উপাড়িয়া বানর সভ ফেলে।
সকল ঠাট গেল তখন সাগরের কূলে॥
সমুদ্রের কূলে গিয়া রহিল বানর।
রহিবারে পাতাল তারা নির্ম্মাইল ঘর॥
সাগরের কূলে রহিলা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
চর মুখে নিত্য বার্ত্তা পায় তো রাবণ॥
হনুমান লঙ্কা পোড়াইয়া কর‍্যাছে ছারখার।
নির্ম্মাইল রাবণ রাজা লঙ্কাপুরীর ঘর॥
বরুণ আনিয়া নিভাইল লঙ্কার আগুনি।
লঙ্কাসজ্জ করিতে রাবণ বিশ্বকর্ম্মা আনি॥
পুনরপি লঙ্কাপুরী করিল সুন্দর।
নির্ম্মাণ করিল লঙ্কায় অর্ব্বুদ কোটি ঘর॥
বসিল রাবণ রাজা রত্ন সিংহাসনে।
রাজারে বেড়িয়া বৈসে সকল পাত্রগণে॥
প্রহস্ত কুম্ভ নিকুম্ভ আদি যত রাক্ষসগণ।
বিরূপাক্ষ শোণিতাক্ষ যুদ্ধ কোপন॥

বজ্রদন্ত ধূম্রাক্ষ বীর অকম্পন।
মকরাক্ষ কালমুহা ধূম্রলোচন॥
পাত্রমিত্র বসিল করিয়া দেয়ান।
হেনকালে রাজারে বুঝায় মাল্যবান॥
অনেক দিনের রাক্ষস সে
রাবণের মায়ের খুড়া।
রাজারে বুঝাইতে আইল মাল্যবান বুড়া॥
তপের প্রসাদে রাবণ লঙ্কা ভোগ কর।
কাহার যুক্তি শুনিয়া রাজা লঙ্কা নষ্ট কর॥
শ্রীরাম মানুষ নহে বিষ্ণু অবতার।
তাহার হাতে পড়িলে রাবণ
নাহিক নিস্তার॥
লঙ্কা ভোগ করিবে যদি শুন বিদ্যমান।
সীতা দেবী দেহ লৈয়া শ্রীরাম সন্নিধান॥
বিস্তর স্তুতি করিলা হইতে অমর।
ব্রহ্মা অমর হইতে তোমায় নাহি দিলা বর॥
এতেক শুনিয়া রাবণ অগ্নি হেন জ্বলে।
পাকল আঁখি করিয়া রাবণ
তাহার তরে বলে॥
মায়ের খুড়া হইস্ তুঞি বলিলি বচন।
নহিলে এখনি তোর বধিতাম জীবন॥
রাবণের কোপ দেখিয়া বুড়া
কাঁপে থরথর।
ত্রাস পায়্যা মাল্যবান উঠিয়া দিল রড়॥
লড়ি ভর করিয়া বুড়ি আইল আপনি।
রাবণের কাছে বুড়ি বুঝায় হিতবাণী॥
আরে পুত্র রাবণ তুমি না জান কারণ।
কার বুদ্ধে রামের সঙ্গে করিতে চাহ রণ॥
চৌদ্দ হাজার রাক্ষস যেই রামে মারে।
এক বাণে মারিলেক বালি বানরে॥
দশ হাজার দেবকন্যা তোমায় আসি ভজে।
মানুষ বেটীর লাগিয়া তোমার মন মজে॥
যাবৎ না হয় রাম সাগরের পার।
সীতা দেবী দেও লৈয়া রামের গোচর॥
শুনিয়া রাবণ রাজা অগ্নি হেন জ্বলে।
পাকল আঁখি করিয়া বুড়ির তরে বলে॥
মায়ের কারণ বুড়ি সহিলাম বচন।
নহে কাট্যা পাঠাইতাম যমের ভবন॥
রাজার ক্রোধ দেখিয়া বুড়ি করে ধড়ফড়।
পড়িতে পড়িতে বুড়ি উঠ্যা দিল রড়॥
ত্রাস পাইয়া বুড়ির মুখে নাহি সরে রা।
পাছু পানে চাহে বুড়ি কাঁপিছে সর্ব্ব গা॥

আপনি গেল বুড়ি বিভীষণের ঘরে।
ধার্ম্মিক পুত্র তোমায় বলে সর্ব্বস্তরে॥
তপের প্রসাদে রাবণ এতেক সম্পদ ভুজে।
রামের সীতা আনিয়া রাবণ
সবংশেতে মজে॥
চৌদ্দ হাজার রাক্ষস মারে তার সঙ্গে বাদ।
দেখিয়া না দেখে রাবণ এতেক প্রমাদ॥
হেন অধম পুত্রের আমি না যাই নিকটে।
অকারণে রাবণ পুত্র পড়িল সঙ্কটে॥
ঝাট গিয়া অবুধ বুঝাও যেন
রাম না বাহড়ে।
যাবৎ নাহি রামের বাণে লঙ্কাপুরী পোড়ে॥
মায়ের আজ্ঞায় বিভীষণ চলিল সত্বর।
পাত্রমিত্র লৈয়া যায় যথা লঙ্কেশ্বর॥
সভায় বসিল গিয়া ধার্ম্মিক বিভীষণ।
চারিদিগে বসিয়াছে পাত্রমিত্রগণ॥
পাত্রমিত্র বসিয়াছে বীরভাগ বিস্তর।
সভায় বসিয়া বিভীষণ করেন উত্তর॥
অনেক তপে পাইলা ভাই অনেক সম্পদ।
আপনা আপনি ভাই করহ আপদ॥
যত দিন আন্যাছ সীতা লঙ্কার ভিতর।
ততদিন কুসপন দেখি যে বিস্তর॥
ঝাকে ঝাকে গৃধিনী পড়ে
প্রতি ঘরের চালে।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই শৃগালের বোলে॥
কালিয়া হেন এক বুড়ি দেখিতে বিকট।
সন্ধ্যা হইলে দ্বারে দ্বারে বলে মার কাট॥
নানা উৎপাত দেখি জঞ্জাল বিস্তর।
রামের হাথে কোথা ভাই পাইবা নিস্তার॥
রাবণ বলে রামের তরে তোর এত ডর।
কি করিতে পারে রাম সুগ্রীব বানর॥
ত্রিভুবন সহায় করিয়া রাম যদি আইসে।
তবু সীতা নাহি দিব যুঝিব সাহসে॥
বিভীষণ বলে ভাই শুন লঙ্কেশ্বর।
সীতার বার্ত্তা জানিতে আইল একটি বানর॥
রাক্ষস মারে লঙ্কা পোড়ায়
অশোকবন সংহারে।
এক বানর আসিয়া এত করিল ছারখারে॥
সে রাম আইলে কেমতে পাইবে নিস্তার।
সীতা লৈয়া আপনি যাহ সাগরের পার॥
বিভীষণ যত বলে রাবণ নাহি শুনে।
মন্ত্রণা করিতে রাবণ মন্ত্রী সভ আনে॥

রাবণ বলে মন্ত্রী সভ যুক্তি বল সার।
কোন্ উপায়ে রামেরে আমি করিব সংহার॥
রাবণ যতেক বলে মন্ত্রী সভ শুনে।
যোড় হস্ত করিয়া বলে রাবণ বিদ্যমানে॥
ত্রিভুবন জিনিয়া রাজা তোমার বাখান।
দেব দানব গন্ধর্ব্ব কেহো নাহি ধরে টান॥
কুবের রাজা ভাই তোমার ধনের অধিকারী।
পুষ্পক রথ নিলা আর কনকলঙ্কাপুরী॥
ময়দানব মহারাজা সর্ব্বলোকে পূজে।
মন্দোদরী কন্যা দিয়া তোমারে সে ভজে॥
বাসুকির বিষের জ্বালায় সংসার পোড়ে।
বাসুকি জিনিলা তুমি পাতাল ভিতরে॥
যম ইন্দ্র জিনিয়া তুমি করিলা অবস্থা।
মানুষ বেটা জিনিবা তুমি এ কোন্ কথা॥
বীর দাপ করিয়া বলে সকল সেনাপতি।
কি করিতে পারে বানর হয় পশুজাতি॥
*অস্ত্রশস্ত্র তন্ত্রমন্ত্র না জানে বানর।
কেমতে যুঝিব সেই আমার গোচর॥*
বজ্রদন্ত রাক্ষস বলে দশন বিকটে।
লোহার মুষল দিয়া মারিব নিকটে॥*
এই মুষল লৈয়া প্রবেশিব রণে।
মুষলের বাড়িতে মারিব জনে জনে॥
কুমারভাগ উঠিয়া বলে
আমরা আছি কিসে।
আমরা থাকিতে রাজা তোমার ভয় কিসে॥
তোমার আজ্ঞা পাইলে আমি
রণে গিয়া পশি।
রাম লক্ষ্মণ মারিয়া পাড়ি
দুই বেটা তপস্বী॥
অকারণে রাজা তোমার আজ্ঞা পাই।
অনেক দিনে যুদ্ধ পাইলু বানর
ধরিয়া খাই॥
কুম্ভ নিকুম্ভ বলে কুম্ভকর্ণের নন্দন।
সীতা লৈয়া কেলি কর রাজা দশানন॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর অঙ্গদ হনুমান।
আমা দুহাঁর ঠাঞি তারা না ধরিবে টান॥
জাটি ঝকড়া শেল মুষলের বাড়ি।
যুদ্ধের নাম শুনিয়া রাক্ষসের হুড়াহুড়ি।
হাথে ধরিয়া বিভীষণ বসায় জনে জন।
স্থির হও স্থির হও বলে বিভীষণ॥
ইহা সভার বাক্যে রাজা না করিহ ভর।
হিতবাক্য বলি শুন রাজা লঙ্কেশ্বর॥

হিতবাক্য কহি ভাই মনে মনে গুণ।
রাম হেন মহাবীর কোন্ রাজ্যে শুন॥
সীতা পাঠাইয়া দিলে থাকিবা নির্ভয়।
হেন সীতা থাকিলে ভাই জীবনসংশয়॥
তুমি জ্যেষ্ঠ তুমি শ্রেষ্ঠ তুমি বংশধর।
চরণে ধরিয়া বলি শুন লঙ্কেশ্বর॥
কোন্ কার্য্যে মজাইবা কনক লঙ্কাপুরী।
রামের স্থানে পাঠাইয়া দেও সীতা
তো সুন্দরী॥
এতো যদি বিভীষণ কহিল উত্তর।
কুপিল রাবণ রাজা লঙ্কার ঈশ্বর॥
বিভীষণ আমার গুরু আমি উহার ছোট।
বিভীষণের ঠাঞি গিয়া শিখিব রাজপাট॥
এখন যুক্তি শুনিব গিয়া বিভীষণের স্থানে।
আমার অধিক মন্দ নাহি বিভীষণের জ্ঞানে॥
অগ্নিব তেজ পোকার তেজ
অনেক অন্তর।
ঝাঁপাই করি পোকা পড়ে অগ্নির উপর॥
ভস্ম হৈয়া পোকা মরে তো আগুনি।
রাক্ষসে মনুষ্যে বাদ কোথাও না শুনি॥
মানুষ বেটার নাম শুনিয়া ত্রাস বিভীষণ।
হেন ভাই না থুইব আপনার স্থান॥
বিভীষণে দূর করি যুক্তি কর সার।
যুদ্ধ বহি গতি নাহি কিসের বিচার॥
এতেক যদি কোপ করিয়া বলিল রাবণ।
ভয় পায়্যা আরবার বলে বিভীষণ॥
অনেক শ্রমে করিলু ভাই ধর্ম্ম সঞ্চয়।
ধার্ম্মিকের তেজে হয় সর্ব্বত্রে জয়॥
ধার্ম্মিক লোক বাড়ে ধর্ম্মের তেজে।
অধার্ম্মিক লোক হইলে সবংশেতে মজে॥
কামেতে মজিল মন বুঝাইতে নারি।
অধার্ম্মিকের সঙ্গে থাকিলে
পাছে ডুবিয়া মরি॥
ধার্ম্মিক শ্রীরামচন্দ্র সর্ব্বলোকে কয়।
অধার্ম্মিকের সঙ্গে থাকিলে জীবনসংশয়॥
ঘরের হস্তী বন্য হস্তী আছিল কাননে।
লোকের অপরাধ করে ক্ষমা নাহি মনে॥
ক্ষেতে শস্য খায়্যা বেড়ায় ঘর দ্বার ভাঙ্গে।
খাইবার লোভে পোষা হস্তী বুলে
তার সঙ্গে॥*
সভারে অধিক ব্যাধ জাতি জানে নানা সন্ধি।
*শত হাত দড়ি দিয়া হস্তী করিল বন্দী॥

যেখানে হস্তী সব চরে নিরন্তর।
ভক্ষ্য দ্রব্য উপহার থুইল বিস্তর॥
খাইবার লোভে হস্তী বাড়াইল গলা।
সব হস্তী বন্দী হইল গলায় লাগে দড়া॥*
মন্দর মিসালে ভাল হইল বন্ধন।
তোমার পাপে সবংশেতে মরিবে পুরীজন॥
ধার্ম্মিক রঘুনাথ সর্ব্ব লোকে কয়।
অধার্ম্মিকের সঙ্গে থাকিলে জীবনসংশয়॥
বলিতে লাগিলা যদি ধার্ম্মিক বিভীষণ।
বিভীষণ কাটিতে খাণ্ডা তুলিল রাবণ॥
হাথে করিয়া লইল রাবণ খাণ্ডা এক ধারা।
কুড়ি চক্ষু ফিরায় যেন আকাশের তারা॥
দুই প্রহরের সূর্য্য যেন ধরিল কিরণ।
কালান্তক যম যেন রুষিল রাবণ॥
হাথে খাণ্ডা লইলেক কাটিবার মনে।
হাথের খাণ্ডা কাড়িয়া লইল যত পাত্রগণে॥
রাবণেরে ধরিলেক যত পাত্রগণ।
আরবার রাবণেরে বলে বিভীষণ॥
আপনি যাইতে যদি লাজ বাস তুমি।
সীতা দেবী রামের ঠাঁঞি
দিব লৈয়া আমি॥
এই বাক্য বিভীষণ বলিল মাত্র তুণ্ডে।
বিভীষণে মারিতে কোপে উঠিল দশমুণ্ডে॥
রাবণের তরে কিছু ধরিল হাথাহাথি।
কোপে রাবণ মারে বিভীষণের বুকে লাথি॥
দর্পে লাথি মারিল রাবণ কোপের চোটে।
ভূমে পড়িল বিভীষণ লাথি বাজিল পিঠে॥
হাথের খাণ্ডা কাড়িয়া লইল যত পাত্রগণ।
সিংহাসনে বসাইল রাজা তো রাবণ॥
রাবণ বলে জ্ঞাতির সুখ
জ্ঞাতি দেখিলে মরে।
সময় পাইলে জ্ঞাতি আপন মূর্ত্তি ধরে॥
ধুলা ঝাড়িয়া উঠিয়া বসিল বিভীষণ।
রাজারে বুঝাইতে বলে ধর্ম্মবচন॥
রাজ্যরক্ষা হেতু বলিল হিতবচন।
তথির কারণে হইলাম লাথির ভাজন॥
অবুধ বিভীষণ না বুঝে কোন কার্য্য।
বুদ্ধিমন্ত পাত্র লৈয়া তুমি কর রাজ্য॥
এক যুক্তি বলি তোমারে ভাই রে রাবণ।
মরণকালে সোঙরিও আমার বচন॥
তোমার বাপের বংশে থাকিল একজন।
সবেমাত্র তর্পণ করিতে থাকিবে বিভীষণ॥
একাকী থাকিলু আমি করিতে তর্পণ।
তোমার অগ্নিকার্য্য করিব আমি
শুন হে রাবণ॥
শ্রাদ্ধ করিয়া দিব আমি তর্পণের পানি।
তোমার কাল আনিব শুন মোর বাণী॥
বিভীষণ বলে সাক্ষী হৈও ত্রিভুবন।
মন্ত্রীর অপযশ আছে বলিবে ত্রিভুবন॥
রাজা হৈয়া যেজন মন্ত্রীর বোল নাহি শুনে।
রাজ্য ধন নষ্ট তার হয় অকারণে॥
আপন কুমন্ত্রণায় রাবণ করিল সর্ব্বনাশ।
সুন্দরকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

লঙ্কায় না রহে বিভীষণ পাইয়া অপমান।
চারি মন্ত্রী সমেত গেল রঘুনাথের স্থান॥
সভার ভিতর দাণ্ডাইয়া বলে বিভীষণ।
রামের অগ্নিবাণে কারো না রবে জীবন॥
কথ দিন জিওনের যার থাকে আশ।
আমার সঙ্গে আইস সে শ্রীরামের পাশ॥
মায়ের ঠাঁঞি স্ত্রীপুত্র করিয়া সমর্পণ।
রঘুনাথের ঠাঁঞি যায় পশিতে শরণ॥
মাল্যবানের পাত্র ছিল মন্ত্রী চারিজন।
বিভীষণের সঙ্গে তারা করিল গমন॥
যখন রাবণ বিভীষণকে মারিলেক লাথি।
রাবণের অঙ্গ হইতে বাহির
হৈল এক জ্যোতি॥
রাবণ এড়িয়া দাণ্ডাইলা লক্ষ্মী
বিভীষণের শিরে।
রাজলক্ষ্মী হইল গিয়া
বিভীষণের শরীরে॥
ইহাতে দেখিয়াছে মন্ত্রী চারিজন।
বিভীষণের পাছু গেল এই সে কারণ॥
চারি পাত্র লৈয়া বীর হইল বাহির।
রাম সম্ভাষণে যায় ধার্ম্মিক শরীর॥
সুখে রাজ্য কর ভাই আমার বিহনে।
এই চলিলাম আমি রঘুনাথের স্থানে॥
রাম আনিয়া যাবৎ রাবণ নাহি মারি।
রক্ষা করিবা তুমি রামের সুন্দরী॥
সরমার তরে বুঝাইল বিভীষণ।
সীতার কাছে তুমি থাকিও সর্ব্বক্ষণ॥
অশেষ মায়া জানে রাক্ষস দুরাচার।
মায়া পাতিয়া প্রাণ পাছে বধে তো সীতার॥

এত বলিয়া বিভীষণ চলিল শীঘ্রগতি।
লঙ্কার রাজলক্ষ্মী তার চলিল সংহতি॥
জ্যেষ্ঠ ভাই কুবের আছে পর্ব্বত কৈলাস।
অন্তরীক্ষে চলিল বীর কুবের সম্পাশ॥
চারি পাত্র লয়া কৈলাসে গেলা বিভীষণ।
জোড় হাথ হয়া বন্দে কুবের চরণ॥
বসিতে আসন কুবের দিলা ততক্ষণ।
বিভীষণ বলে সুন আমার বচন॥
সীতা লয়া দিতে আমি বলিল শ্রীরামে।
অপমান কৈল মোরে লাথির ভাজনে॥
চারি পাত্র লয়া রামের পসিব শরণ।
অবশ্য রাখিব রাম রাজীবলোচন॥
বিভীষণের কথা সুনি কুবেরের হাস।
এত দিনে রাবণ রাজার সবংশে বিনাশ॥
ভাল মতে কর গিয়া রঘুনাথের পূজা।
রামের প্রসাদে তুমি লঙ্কায়ে হবে রাজা॥
কুবেরের পায়ের ধূলা মাথায় বন্দিয়া।
শরণ পসিতে যায় চারি পাত্র লয়া॥
নল আনল ত আর ভীম সম্পাতি।
চারি পাত্র লয়া তবে চলে মহামতি॥
সাগরের পার হয়া রহে অন্তরীক্ষে।
আকাশে সুগ্রীব রাজা পাঁচ বীরে দেখে॥
সুগ্রীব বলে বীরভাগ হও সাবধান।
যুঝিতে রাক্ষস আইলা লয়া ধনুর্ব্বাণ॥
হের আকাশের পথে দেখ পঞ্চজন।
যুদ্ধ করিবারে আইলা হেন লয় মন॥
সুগ্রীবের বোল সুনি যতেক বানর।
যুঝিবার তরে সভে হইলা সত্বর॥
হরিশ হইলা বানর যুঝিবার নামে।
ভূমিষ্ঠ হইলা বানর প্রণমিলা রামে॥
গাছ পাথর হাথে নিল দুর্জ্জয় বানর।
কেহো বলে চল যাই আকাশ উপর॥
কোন জন বলে যদি রাজা আজ্ঞা পাই।
অন্তরীক্ষে রাক্ষসেরে মারিয়া ফেলাই।
বিভীষণ ডাকি বলে যুঝিতে না আসি।
শ্রীরামের গুণ সুনি আমি শরণ পশি॥
বিভীষণ নাম আমার রাবণ সহোদর।
রামের শরণ লইতে আইলাঙ করিহ গোচর॥
সীতা সমর্পিতে আমি বলিল বিস্তর।
অপমান কৈল মোরে সভার ভিতর॥
বন্ধুবান্ধব ছাড়ি আমি কনক লঙ্কার বাস।
গোচর করিয়া লেহ শ্রীরামের পাশ॥
ধনজন ছাড়ি আমি ঘরের যুবতী।
রামের সেবা করিতে আইল
এ পঞ্চ বেকতি॥
চারি রাক্ষস আসিয়াছে আমার সংহতি।
শরণ লইব মোরা রাম দাশরথি॥
জ্ঞাতিবধ হেতু আমি পশিল শরণ।
অনাথের নাথ রাম কর অপেক্ষণ॥*
বিভীষণের কথা দূত কহে রামের স্থানে।
মন্ত্রণা করিতে রাম মন্ত্রী সভ আনে॥
সুগ্রীব বলে আপন স্থানে
বৈরী নাহি আনি।
মারিয়া পাড় যদি তোমার আজ্ঞা জানি॥
অঙ্গদ বলে রাবণের ভাই
আনি তোমার পাশ।
কোন্ বুদ্ধে বৈরী তরে যাইবা বিশ্বাস॥
মহাপাত্র জাম্বুবান বলেন যুকতি।
বৈরী নিকট আনিতে না লয় মোর মতি॥
হেন কালে উঠিয়া বলেন হনুমান।
এই বিভীষণ মোরে দিয়াছে প্রাণদান॥
ধার্ম্মিক বিভীষণ না কর বিস্ময়।
বিভীষণ আনিতে প্রভু মোর মনে লয়॥
আমার বচনে গোসাঞি আন বিভীষণ।
বিভীষণ সহায় করিয়া মারিবা রাবণ॥
রাম বলেন শুন বলি সুগ্রীব মিত।
বিভীষণ সঙ্গে মোর নহে অপ্রীত॥
রাবণের সহোদর রাক্ষস বিভীষণ।
বিভীষণ সহায় করিয়া মারিব রাবণ॥
বৈরিজন আসিয়া যদি লয় তো শরণ।
তাহার তরে হিংসা মিতা
করে কোন্ জন॥
কাতর হৈয়া যেইজন পৈশে শরণ।
পরলোক ডুবে যদি না করে রক্ষণ॥
পূর্ব্বকথা শুন মিত কর অবধান।*
শিব নামে রাজা ছিল ধর্ম্ম অধিষ্ঠান॥
পেচক পলাইয়া যায় সঞ্চানের ডরে।
ত্রাসে পশিল রাজার কোলের ভিতরে॥
যতন করিয়া রাজা সেই পক্ষ রাখে।
পাঁচিরে বসিয়া সঞ্চান নৃপতিরে ডাকে॥
আপনার ভক্ষ্য আমি করিব আহার।
হেন ভক্ষ্য রাখ রাজা এ কোন্ বিচার॥
রাজা বলে পক্ষ মোর পশিল শরণ।
আমার মাংস দিয়া তোমায় করাইব ভোজন॥

সঞ্চান বলেন পক্ষ করিবা পালন।
আপনার গায়ের মাংস মোরে দেহ দান॥
রাজভোগের মাংস বড়ই সুস্বাদ।
তোমার মাংস পাইলে মোর ঘুচে অবসাদ॥
শুনিয়া পক্ষের কথা নৃপতি উল্লাস।
ছুরি দিয়া কাটে রাজা আপনার মাস॥
তিলপ্রমাণ স্থান নাহি সর্ব্বাঙ্গ কাটে।
সঞ্চানেরে দেন রাজা যত ধরে পেটে॥
সর্ব্বাঙ্গ কাটে রাজা রক্ত পড়ে ধারে।
রাজার গায়ের রক্তে সিংহাসন ভরে॥
সেই পুণ্যফলে রাজা গেলা স্বর্গবাসে॥
অনুগত উপেক্ষিলে পরলোক নাশে॥
*অভয় দান দিয়া ঝাট আন বিভীষণ।
বৈরী সনে মৈত্রতা আমি করিব এখন॥*
বিভীষণ এড়িয়া যদি আইসে রাবণ।
শরণ লইলে মোর ঠাঁঞি নাহিক মরণ॥
যদি বিভীষণ আইসে বিপক্ষের জ্ঞানে।
কি করিতে পারে আমার রাক্ষসের প্রাণে॥
সুগ্রীব বলে আমি তোমায়
দিলাম অনুমতি।
বিভীষণ রাক্ষসে গোসাঞি আন শীঘ্রগতি॥
দুই জনার অনুমতি পায়্যা বানর কটকে।
কেহো কাপড় উলাস দেয় কেহো হাথছানি
ডাকে॥
আইস আইস বলিয়া ডাকে যত বানরগণ॥
আকাশ হইতে নাবিলা ধার্ম্মিক বিভীষণ॥
বিভীষণ নাবিলা যদি বানরের মেলে।
হনুমানের তরে রাম বলিলা হেন কালে॥
রাক্ষস হৈয়া বিভীষণ পৈশে শরণ।
আপনি গিয়া জানিয়া আইস পবননন্দন॥
রাক্ষস মনুষ্যে মেল হয়।
তুমি জানিয়া আইস গিয়া সভার প্রত্যয়॥
রামের বচন শুনি বীর হনুমান।
ধায়্যা গেল হনুমান বিভীষণের স্থান॥
হনুমানে বিভীষণে হইল দরশন।
দুহাঁ দরশনে দুহাঁর হাস্য বদন॥
তোমার আগমনে রাম বড়ই পীরিতি।
রঘুনাথেরে ভজে যেই সেই ধর্ম্মমতি॥
ধার্ম্মিক পুরুষ তুমি ধর্ম্মপরায়ণ।
সর্ব্বলোক মুখে শুনি তোমার বাখান॥
রাক্ষস হইয়া তুমি পশিলা শরণ।
রাম জিজ্ঞাসিলা তোমার প্রত্যয় কারণ॥

বিভীষণ বলে শুন বানর পণ্ডিত।
প্রাণপণে চিন্তিব আমি রঘুনাথের হিত॥
সকল সন্ধান রাবণের সভ আমি জানি।
রামেরে কহিব আমি
রাবণের মরণ কাহিনী॥
রামের বিপক্ষ ভাব আচারি যখন।
কলিযুগে জন্মি যেন হইয়া ব্রাহ্মণ॥
রামের হিত বহি যদি আনের হিত চিন্তি।
কলিযুগে জন্মে যেন শতেক সন্ততি॥
রামের হিত বহি যদি অন্য থাকে মনে।
কলিযুগে রাজা হই না যাই খণ্ডনে॥
এই তিন কথা জানাও শ্রীরামের পায়।
তবে যে আজ্ঞা করেন জানাইবা আমায়॥
এতেক বলিল যদি ধার্ম্মিক বিভীষণ।
ঈষৎ হাসিয়া নড়ে বীর হনুমান॥
রামের কাছে আসিয়া বীর নোঙাইল মাথা।
যোড় হাথ করিয়া কহে বিভীষণের কথা॥
তোমায় বিপক্ষতে যদি হয় বিভীষণ।*
কলিযুগের রাজা হয় কলির ব্রাহ্মণ॥
আর একশত পুত্র তার কলিযুগে হয়।
এই তিন কথা তোমায় জানাইল মহাশয়॥
বিভীষণের দিব্য সুনি হাসে বানরগণ।*
ভূমি ছুইলা রঘুনাথ ছুইলা দুই কান॥
বিলম্ব না কর ঝাট আন বিভীষণ।
দারুণ দিব্য করিয়াছে শুন বানরগণ॥
এতেক বলিলা রাম সভার ভিতর।
কানাকানি সেনাপতি সকল বানর॥
রাক্ষসে মানুষে কথা বুঝিতে না পারি।
সকল বানর মেলিয়া করে ঠারাঠারি॥
রাম বলেন তোমরা কেন কর কানাকানি।
হনুমান বলে গোসাঞি তোমার কথা
শুনি॥
কলিকালে পুত্র হৈবে রাজা হইবেক ব্রাহ্মণ।
হেন কথায় প্রত্যয় করিলা কি কারণ॥
রাম বলেন শুন বিভীষণের কাহিনী।
হনুমান বলে প্রভু কহ কথা শুনি॥
তোমা হইতে শুনি কিছু পুরাণ কাহিনী।
শ্রীরাম বলেন শুন সভে ইতিহাসবাণী॥
রঘুনাথ বলেন সর্ব্বে শুনহ কথন।
মন দিয়া শুন কহি কলির বিবরণ॥
কলি নামে এক যুগ হইবে যেই কালে।
ধর্ম্মে না থাকিবে লোক অধর্ম্ম প্রবলে॥

অল্প ধন হইবে লোকের অল্প জীবন।
পাপে মত্ত হইবে লোক পুণ্যে নাহি মন॥
পুরুষ হৈয়া করিবেক স্ত্রীর আচার।
স্ত্রী হৈয়া করিবেক পুরুষ ব্যবহার॥
হনুমান বলে সভার গুরু তো ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণের দোষ গোসাঞি বলিবা কি কারণ॥
রাম বলেন জগতে যতো তার
ব্রাহ্মণ প্রধান।
ব্রাহ্মণের কথা কহি শুন হনুমান॥
যজন যাজন আর পাঠ অধ্যয়ন।
দান প্রতিগ্রহ ষট্ কর্ম্মের ব্রাহ্মণ॥
প্রথমে ব্রাহ্মণের হয় চারি ধর্ম্ম।
প্রাণপণে করিবেক অধ্যয়ন কর্ম্ম॥
ক্ষেতের পতিত শস্য আনিবে কুড়াইয়া।
দেব পিতৃ কর্ম্ম করিবেক সেই দ্রব্য দিয়া॥
দেব পিতৃ কার্য্য আর অতিথি ভোজন।
যদি অবশেষে থাকে তবে করিবে ভক্ষণ॥
পশ্চাতে সন্ন্যাসী হৈবে সকল ভোগ তেজি।
দণ্ড কমণ্ডলু লইয়া ভিক্ষা করি ভুঞ্জি॥
এক ঠাঞি না থাকিবে ভ্রমিবে নানা দেশ।
কথা গুরু সত্য নহে ব্রহ্ম উপদেশ॥
চারি যুগে ব্রাহ্মণের চারি আচার।
মারিয়া জিয়াইতে পারে সকল সংসার॥
পৃথিবী হরিবেন কলির ব্রাহ্মণ।
দেবতা বলিয়া তাহার জগতে ঘোষণ॥
সে সভ ব্রাহ্মণ অনাচার করিবেক কলিযুগে।
কলিযুগে দান করিবেক নীচ লোকে॥
বিপ্রে লইবেক দান উদর পালন।
পরস্ত্রী পরদার মিথ্যা বচন॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ এই চারি পাপ।
এই সভ পাপে দ্বিজ পাইবে বড় তাপ॥
এই সভ মহাপাপে নরকগমন।
সম্বরিতে নারিবেক কলির ব্রাহ্মণ॥
বিষ্ণুর শরীর হন জানি তো ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণের অনাচার শুনহ লক্ষ্মণ॥
কলির রাজা না করিবেক প্রজার পালন।
এই পাপে রাজার হৈবে নরক গমন॥
শতেক পুত্রের এক পুত্র
যদি করিবে অনাচার।
সেই পুত্রের পাপে তার মজিবে সংসার॥
আর যত পাপ আছে তাহা কহিব শেষে।
বিভীষণ রাজা করি আন আগে পাশে॥

হনুমান বলে গোসাঞি শুনহ বচন।
নহিলে কেন তোমার নাম পতিত পাবন॥
কালিকার ছাওয়াল আমি
কি বলিতে পারি।
রাবণ মারিলে তবে আমার মরণ তরি॥
রাম বলেন আপনি তুমি চলহ লক্ষ্মণ।
হাথে ধরিয়া আন তুমি ধার্ম্মিক বিভীষণ॥
রামের আজ্ঞায় সঙ্গে চলিলা হনুমান।
উপনীত হইল গিয়া বিভীষণের স্থান॥
শুনিয়া বিভীষণ হইলা হরষিত।
লক্ষ্মণেরে মাথায় নোঙায় মন্ত্রী সহিত॥
বিভীষণের হাথ ধরিয়া চলিলা লক্ষ্মণ।
রামের নিকটে আইলা ধার্ম্মিক বিভীষণ॥
রাম দেখ্যা বিভীষণ হইলা লোমাঞ্চিত।
অশ্রুপাত হয় তার পড়িলা ভূমিত॥
আনন্দে ধরিলা বীর রামের চরণ।
রামেরে স্তবন করে ধার্ম্মিক বিভীষণ॥
তুমি নারায়ণ প্রভু বিষ্ণু অবতার।
আদি পুরুষ তুমি সংসারের সার॥
তুমি ধর্ম্ম তুমি কর্ম্ম তুমি অজয় বিলাস।
তুমি জল তুমি স্থল তুমি পবন হুতাশ॥
কায়মনোবাক্যে তোমার লইলু শরণ।
তোমারে সহায় করিয়া বধিব রাবণ॥
আজি হইতে তুমি আমার ভাই সহোদর।
বিভীষণ বলে আমি তোমার কিঙ্কর॥
ধনজন তেজিয়া আইলু কনক লঙ্কাপুরী।
ব্রহ্মমাতা তেজিয়া আইলু ঘরের সুন্দরী॥
রাম বলেন লক্ষ্মণ আন সাগরের জল।
লঙ্কায় রাজা করিব বিভীষণ মহাবল॥
চারি যুগ ঘুষিবেক বিভীষণ হইলে রাজা।
সকল লোক করে যেন বিভীষণের পূজা॥
সাগরের জল আন্যা
বিভীষণের মাথায় ঢালে।
জয় শব্দ হইল স্বর্গ মর্ত্য পাতালে॥
রঘুনাথের বাক্য যেন পাষাণের রেখ।
সাগরের জলে বিভীষণে কৈলা অভিষেক॥
রাজদণ্ড দিলা তারে কনক লঙ্কাপুরী।
অভিষেক করিয়া দিলা রানী মন্দোদরী॥
পতিতপাবন নাম সংসারের সার।
রাক্ষস বানর চণ্ডাল সনে মিতালি যাহার॥
সেই দিন বিভীষণ এড়াইল জঞ্জাল।
রামের প্রসাদে তার বাড়ে ঠাকুরাল॥

রাম বিভীষণে হইল মধুর সম্ভাষণ।
সুন্দরকাণ্ড রচিল কৃত্তিবাস বিচক্ষণ॥

সুগ্রীব বলে সাগর তরিতে না দেখি উপায়।
বিভীষণের ঠাঁঞি প্রভু জিজ্ঞাসিতে জুয়ায়॥
রাম বলেন বিভীষণ যুক্তি বল সার।
কোন্ যুক্তিতে বানরগণ
সাগর হইবে পার॥
বিভীষণ বলে সগর নামে আছিল নরপতি।
সাগর খনিল গোসাঞি তাহার সন্ততি॥
সাগর খনিল গোসাঞি তোমার
পূর্ব্ব বংশে।
দেখা দিবে সাগর তোমায় থাক উপবাসে॥
বিনা সাগর না বাঁধিলে লঙ্কায়
যাইতে নারি।
পার হৈয়া ও কূলে গেলে
জিনিবা লঙ্কাপুরী॥
সাগরের কূলে রাম শয্যা করিয়া কুশে।
তাহার উপরে রাম শুয়্যা
থাকিলা উপবাসে॥
তিন উপবাস করেন রাম
সাগর না দেয় দেখা।
ধনুক বাণ আন লক্ষ্মণ কিসের অপেক্ষা॥
তিন উপবাস মোর সাগর আরাধনে।
সাগর শুখাইব আজি অগ্নিজাল বাণে॥
অগ্নিজাল বাণ এড়িলা পূরিয়া সন্ধান।
মৎস্য মকর পুড়িয়া মরে নাহি ধরে টান॥
সাগর শুখাইল সকল জল শোষে।
পাতালে সাঁধাইল বাণ সাগরের পাশে॥
পাতাল হইতে উঠে সাগর পাইয়া তরাসে।
অর্দ্ধেক সাগর উঠিল অর্দ্ধেক জলে ভাসে॥
আইলা প্রভুর নিকট জলে হইতে উঠিয়া।
কাকুতি করিছে রামের চরণ ধরিয়া॥
ক্ষেম অপরাধ মোরে দয়ার সাগর।
তোমার ক্রোধ দেখিয়া প্রভু কাঁপে জলচর॥
তোমার সৃজন আমি তুমি সে অধিকারী।
তুমি সংহারিলে আমায় কে রাখিতে পারি॥
কি করিব আজ্ঞা কর জগৎপূজিত।
তোমার ক্রোধ দেখিয়া হৈয়াছি চমকিত॥
এতেক সাগর যদি করিল কাকুতি।
ধনুক এড়িয়া সাগরেরে বলিছেন রঘুপতি॥

রাম বলেন সাগর তুমি হও লোকপাল।
আমায় অবধান নাহি এ কি ঠাকুরাল।
বনবাস আস্যাছিলাম বাপের সত্য পালনে।
আমার সীতা হরিয়া নিল লঙ্কার রাবণে॥
বনের বানর যত আমার সহায়।
লোকপাল হৈয়া তুমি আমারে নির্দ্দয়॥
আড়ে দশ যোজন দীঘে শতেক যোজন।
জল ছাড়িয়া দেহ পার হউক বানরগণ॥
এত যদি সাগরেরে বলিলা রঘুনাথ।
বলিতে লাগিলা সাগর যোড় করিয়া হাথ॥
গাছ পাথর দিয়া সাগর করহ বন্ধন।
হাটিয়া পার হও গোসাঞি সকল বানরগণ॥
রাম বলেন সাগর তুমি কর উপহাসে।
কভু নাহি শুনি পাথর জলের উপর ভাসে॥
এতেক শুনিয়া সাগর যোড় দুই হাথ।
এক যুক্তি শুন তুমি রঘুবংশনাথ॥
রহিবারে স্থান নাহি কোথা দিব স্থল।
পাতাল ভিতর মিশাইয়াছে সাগরের জল॥
বিশ্বকর্ম্মার পুত্র আছে নল বানর।
তোমা লাগিয়া পাইয়াছে মুনির ঠাঁঞি বর॥*
জহ্নুমুনির সেবা নল কর্য্যাছে শিশুকালে।
পূজার সজ্জ দ্রব্য নিত্য হারাইত জলে॥
নিত্য হারাইয়া আইসে নিত্য সৃজে মুনি।
আর দিন ধ্যান করিয়া জানিলা জহ্নুমুনি॥
আপনি বিষ্ণু জন্মিবেন রাম অবতার।
সাগর বান্ধিয়া তিনি কটক করিবেন পার॥
ধ্যানে জানিয়া মুনি নলেরে দিলা বর।
একেশ্বর নল বীর বান্ধিবে সাগর॥
কেমনে বান্ধিব সাগর মনে বিমরিষে।
নল ছুইলে গাছপাথর জলের উপর ভাসে॥
জহ্নুমুনির বর তারে আছয়ে প্রবল।
জাঙ্গাল বাঁধিতে জানে সেনাপতি নল॥
শ্রীরাম বলেন নল তুমি আছ আমার পাশ।
তোমার বিদ্যমানে আমার তিন উপবাস॥
জাঙ্গাল বাঁধিতে তুমি না কর প্রকাশ।
আমি লঙ্কা জিনিব তোমার উপহাস॥
নল বলে গোসাঞি আছে বানর মহাবল।
আমি সাগর বান্ধিলে রুষ্ট জ্ঞাতি সকল॥*
জ্ঞাতি শত্রু হইলে গোসাঞি জীবনসংশয়।
জ্ঞাতির ডরে গোসাঞি না দিলু পরিচয়॥
*বানর বচন সুনি রাম রঘুবর।
নলেরে অভয় কৈল সকল বানর॥*

বিশ্বকর্ম্মার পুত্র বীর নল নাম ধরে।
নল বিনে আমায় কেহো না বান্ধিতে পারে॥
তোমার লাগিয়া পূর্ব্বে সৈয়াছে বন্ধন।
আর কে বান্ধিতে পারে সাগর শতেক যোজন॥
সকল সন্ধি জানে ঐ নল সেনাপতি।
নল জাঙ্গাল বান্ধিবে আমরা দিলাম অনুমতি॥
শ্রীরামের কার্য্য করিব আমরা সভাই।
আজ্ঞা কর রঘুনাথ নিজ স্থানে যাই॥
সাগরের তরে রাম করিলা অঙ্গীকার।
আপন স্থানে গেলা সাগর যথা পরিবার।
কৃত্তিবাস রচিল গীত মধুর রামায়ণ।
সুন্দরকাণ্ডে সুন্দর গীত সাগরবন্ধন॥

মোর আজ্ঞায় নল এখন বান্ধিবে সাগর।
রামের নিকট নল বীর করিল অঙ্গীকার॥
সাগরেরে বিদায় তবে দিলা রঘুপতি।
সাগর বান্ধিতে রাম করিলা যুকতি॥
হেন কালে সুগ্রীব রাজা রামের তরে কয়।
বিভীষণের ঠাঞি যুক্তি লহ মহাশয়॥
হস্তযোড়ে বিভীষণ কহে রামের গোচর।
সাগর বান্ধিতে চল মহেন্দ্র শিখর॥
এখানে বান্ধিলে সাগর না হবে বন্ধন।
হিল্লোলে ফেলাবে লৈয়া দিগদিগান্তর॥
জলের উপর পর্ব্বতশৃঙ্গ ফেলে তো পবনে।
তাহার মাঝে বান্ধে সাগর দিয়া তো পাষাণে॥
সেখানে বান্ধিয়া সেতু কটক কর পার।
পার হইলে যাইব রাবণের খিড়কী দুয়ার॥
এত যদি বলিল ধার্ম্মিক বিভীষণ।
বিভীষণের প্রত্যয় জানিতে উঠিল বানরগণ॥
এক গোটা পাথর তবে টান দিয়া তোলে।
প্রত্যয় জানিতে ফেলে সাগরের জলে॥
যে ক্ষণে নল বীর ফেলাইল পাথর।
হিল্লোলে ফেলায় লৈয়া দিগদিগান্তর॥
দেখিয়া জানিল সত্য বলিছে বিভীষণ।
মহেন্দ্র পর্ব্বতে গেল যত বানরগণ॥
সাগরের কূলে রাম করিলা দেয়ান।
সাগর বান্ধিতে সভে করে অনুমান॥
সুগ্রীব বলে বানর সভ কার মুখ চাহ।
সভে মেলিয়া গিয়া গাছ পাথর বহ॥
এতেক বলিল রাজা কটক সমেতে।
দশ যোজন পর্ব্বতখান উপাড়িল হাথে॥
রামের নিকট আইল বানর পাথর করিয়া শিরে।
দেখিয়া হাসিতে লাগিলা রঘুবীরে॥
নল বীর আসিয়া বন্দে রামের চরণ।
একে একে বন্দিলেক যত বানরগণ॥
সভার ঠাঞি নল বীর লইয়া অনুমতি।
সাগর বান্ধিতে যায় নল রামের অনুমতি।
উভ করিয়া চুল বান্ধে চূড়া বান্ধিয়া টানে।
দক্ষিণ মুখ বৈসে বীর সাগর বন্ধনে॥
রাম জয় করিয়া বীর পর্ব্বতে দিল নাড়া।
উপাড়িয়া ফেলে যত পর্ব্বতের চূড়া॥
মাথায় পর্ব্বত করিয়া বানর চলিল সত্বর।
রাম জয় বলিয়া জলে ফেলেন বানর॥
শাল পিয়াল গাছ পাড়িল আড়ভাতি।
তথির উপরে পাথর ফেলে নল সেনাপতি॥
আপনি সুগ্রীব রাজা গাছ পাথর বয়।
দেখিয়া বানর কটক রড়ে রড়ে ধায়॥
গাছ পাথর বহে বানর হরষিত মন।
তিন দিনে বান্ধা গেল দশ যোজন॥
যত যত পর্ব্বত আনে বানর বাহু বলে।
লুফিয়া ধরে নল বীর আপনার মনে॥
ছয় দিনে বান্ধা গেল বিংশতি যোজনে।
দেখিয়া বানর কটক হরষিত মনে॥
মাথায় পর্ব্বত লৈয়া আইল বীর হনুমান।
নল বীর জাঙ্গাল বান্ধে হরষিত মন॥
পর্ব্বত ফেলিয়া দিল হনুমান বানর।
বাম হাথ পাতিয়া বীর ধরিল সত্বর॥
দেখিয়া হনুমান বীর কুপিত অন্তর।
কোপে টান দিয়া তোলে বড় বড় পাথর॥
গায়ের লোমে বান্ধে বীর ছোট ছোট পাথর।
পঞ্চাশ যোজন পাথর তুলিল মাথার উপর॥
হাথে করিয়া নিল আর দশ যোজন।
দেখিয়া যে নল বীরের উড়িল পরাণ॥
ধায়্যা গেল নল বীর শ্রীরামের আড়ে।
ত্রাসিত নল বীর মুখে ধূলা উড়ে॥
তোমার আজ্ঞায় গেলাম বান্ধিতে সাগর।
প্রাণ লইতে হনুমান আনিছে পাথর॥

আছাড়িয়া ফেলিল পর্ব্বত বীর হনুমান।
হনুমানে ডাকিল তখন কমললোচন॥
শ্রীরাম বলেন বাপু হনুমান বলী।
তোমার সাক্ষাতে মোর কার্য্যে পড়ে ঠেলি॥
রাম বলেন সাগর বান্ধিয়া কটক করিব পার।
তোমার প্রসাদে হৈবে সীতার উদ্ধার॥
হনুমান বলে তখন যোড় করি হাথে।
আমি পর্ব্বত আনি ও ধরে বাম হাথে॥
রাম বলেন সকল কার্য্য
আমারে লাগে ভার।
এক যুক্তি হৈয়া বাপু বান্ধহ সাগর॥
চারি যুগে যশ ঘুষিবেক লোক সানন্দ।*
রামের গুণে সাগর আপনি হয় বন্ধ॥
রামের গুণে জলের উপর ভাসে তো পাথর।
লাফ দিয়া চড়িল বীর তাহার উপর॥
আন আন বলিয়া নল ডাকে উচ্চ স্বরে।
পাথর আনিতে রড়ারড়ি চলিল বানরে॥
নয় দিনে বান্ধা গেল ত্রিশ যোজন।
দেখিয়া হরষিত হইলা শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
রাম লক্ষ্মণ বসিলা ধার্ম্মিক বিভীষণ।
আপনি সুগ্রীব যায় আর বানরগণ॥
ত্রিশ চল্লিশ যোজন পাথর উপাড়িয়া তোলে।
নলের কাছে পাথর থোয় সকল বানরে॥
নলের বচনে পাথর যায় রড়ারড়ি।
ফেলাইয়া দিল নিয়া নলের বরাবরি॥
শাল পিয়াল গাছ আনিল উপাড়ি।
হেটা টেঙ্গরা ভাঙ্গিয়া জাঙ্গাল
করিল সোঁসরি॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত রচিল মধুর রামায়ণ।
বারো দিনে বান্ধা গেল চল্লিশ যোজন॥

যেখান দিয়া আসিবেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
চিত্রবিচিত্র জাঙ্গাল করিল গঠন॥
যেখানে দিনেক রহিবেন শ্রীরাম।
এক এক আওয়াস করিল নির্ম্মাণ॥
পনেরো দিনে বান্ধা গেল পঞ্চাশ যোজন।
নল বীর জাঙ্গাল বান্ধে হৈয়া সাবধান॥
লাফে লাফে পর্ব্বত আনে যত বানরগণ।
বড় বড় পাথর আনে বীর হনুমান॥
আঠারো দিনে ষাটি যোজন হইল বন্ধন।
রাম জয় করিয়া ডাকে যত বানরগণ॥

হেন কালে দূত মুখে শুনিল রাবণ।
সাগরে জাঙ্গাল বান্ধিল শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
*সুন রাক্ষসের নাথ দেখিলু দুর্জ্জয়।
সাগর বান্ধেন রাম বানরে গাছ বয়॥
আড়ে দশ যোজন দীঘে শতেক যোজন।
গাছ পাথর দিআ সাগর করিছে বন্ধন॥
কাহার হাথে গাছ পাথর কার গাছ কান্ধে।
কেহ রাম জয় ডাকে কেহ সাগর বান্ধে॥
সভার ভিতরে চর এ সব কথা কহে।
পাকল আঁখি করিআ রাবণ
তাহার পানে চাহে॥
অসম্ভব কথা কহিলি কি কারণ।
আর কেহ কহিলে তার বধিতেম জীবন॥
অসম্ভব কথা বেটা নাঞি কসি আর।
বানরে কি বান্ধিতে পারে সাগর পাথার॥
হিত বচন না সুনিলে মরণ নিকটে।
কৃত্তিবাস রচিল রাবণের পড়িল সংকটে॥*

একইশ দিনে বান্ধা গেল সত্তরি যোজন।
দেখিয়া আনন্দ বড় হইল বানরগণ॥
দেখিয়া বানর সভ ধায় রড়ারড়ি।
গোটা গোটা পাথর সভ আনয়ে উপাড়ি॥
চব্বিশ দিনে আশী যোজন হইল বন্ধন।
সাতাইশ দিনে বান্ধা গেল নৈ যোজন॥
দশ যোজন বান্ধিতে আছয়ে সাগর।
লাফে লাফে পার হইল অনেক বানর॥
বানর পার হইল তাহা দেখে হনুমান।
দশ যোজন পাথর আনি করিল বন্ধন॥
এক মাসে নিবড়িল সাগর বন্ধন।
জাঙ্গাল দেখিতে আইল সকল ভুবন॥
দেবগণ মুনিগণ আইলা তপস্বী।
বিদ্যাধরীগণ আইলা যত স্বর্গবাসী॥
পাতালের লোক সব উঠি উঠি চায়।*
সাগরের কূলে লোক কেহো নাহি রয়॥
দেব দানব গন্ধর্ব্ব যক্ষ সব দেখি।
অন্তরীক্ষে থাকিয়া দেখে
বড় বড় পাখি॥*
জত জত রাজা হৈল চন্দ্রসূর্য্যকূলে।
কার বোলে গাছপাথর না ভাসিল জলে॥
সগরবংশে সাগর খুলিয়া বাড়াইল পাথার।
ভগীরথ হইতে হইল গঙ্গা অবতার॥

চারি যুগে রামের রহিল ঘোষণা।
ত্রিভুবনে হেন কর্ম্ম করে কোন্ জনা॥
রামের তরে দেবগণ বলেন বচন।
হেলায় রাবণ রাজা মারহ ভগবন॥
জাঙ্গাল হইল বান্ধা বানর রামের তরে কয়।
জাঙ্গাল দেখিতে আইলা রাম মহাশয়॥
জাঙ্গাল পরিপাটী রাম দেখ্যা হইলা সুখী।
আইস আইস বলিয়া রাম নলের তরে ডাকি॥
শীঘ্র আসিআ ধরে নল শ্রীরামের চরণ।*
হাথে ধরিয়া রাম তারে দিলা আলিঙ্গন।
সুগ্রীব রাজা আসিয়া নল করিলা কোলে।
প্রসাদ দিয়া সুগ্রীব রাজা তুষিলা নলেরে॥
সভার ঠাঞি নল বীর পাইলা সম্মান।
সকল বানরে করেন নলেরে কল্যাণ॥
সাগর বান্ধিয়া বানর সিংহনাদ ছাড়ে।
বিভীষণ রামের তরে করিল কর যোড়ে॥
সাগর বান্ধা গেল গোসাঞি সাগর হও পার।
মহাদেব পূজ রাম দেবতা লঙ্কার॥
বিভীষণের বোলে রাম বলেন নলেরে।
দেউল গড়িয়া দেহ শিব পূজিবারে॥
রামের আজ্ঞায় দেউল করিল নির্ম্মাণ।
রামেশ্বর লিঙ্গ দেউলে করিল ভগবান॥
নানা দ্রব্য আচ্ছাদিয়া বানর সভ আনি।
স্নান করিয়া রাম পূজেন শূলপাণি॥
ভক্তি ব্যবহারে রাম পূজিলা শঙ্কর।
সবংশে রাবণ মার এই দিল বর॥
রামে বর দিয়া হর হইলা অন্তর্দ্ধান।
রামেশ্বর করিয়া দেউল জগতে বাখান॥
রাম বলেন মহাদেব আমার ঈশ্বর।
আমার ঈশ্বর রাম বলেন মহেশ্বর॥
রাম বলেন বিভীষণ বিলম্ব কেন করি।
শুভক্ষণে কটক লইয়া যাহ লঙ্কাপুরী॥
শুভক্ষণে রামচন্দ্র সাগর হইলা পার।
রাম প্রদক্ষিণ করিয়া চলিলা বানর॥
চলিল সকল কটক উড়াইয়া ধূলি।
ঘন ঘন ডাকে বানর রাম জয় বলি॥
অঙ্গদ নল নীল কুমুদ জাম্বুবান।
গয় গবাক্ষ সরভ গন্ধমাদন॥
সভে বলে মুঞি মারিব রাবণ।
বীরদাপ করিয়া সভ বলে বানরগণ॥

সাগরের পার ছিলা রাম হৈলা একগ্রাম।
রাবণের সঙ্গে এখন হইবে সংগ্রাম॥
পার হৈয়া রামচন্দ্র আইলা লঙ্কাপুরী।
স্ত্রীচোরা রাবণ আজি মার দুরাচারী॥
নিকষা বুড়ি বার্ত্তা কহে রাবণ গোচর।
পার হইয়া আইলা রাম লঙ্কার ভিতর॥
ফাঁফর হইল বার্ত্তা পাইয়া রাবণ।
শুনিয়া চমকি হইল যত রাক্ষসগণ॥
ত্রাসিত হইল রাবণ রঘুনাথের ডরে।
ভাবিয়া হইলা রাবণ ভাবিত অন্তরে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের গীত অমৃতের ভাণ্ড।
এত দূরে সমাপ্ত হইল সুন্দরকাণ্ড॥

শ্রীশ্রীরামচন্দ্রোজয়তিতরাম্॥

শ্রীশ্রীহরিঃ॥

লঙ্কাকাণ্ড

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং রঘুবরং
সীতাপতিং সুন্দরং
কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং
বিপ্রপ্রিয়ং ধার্ম্মিকম্।
রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং দশরথতনয়ং
শ্যামলং শান্তমূর্ত্তিং
বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং
রাঘবং রাবণারিম্॥

প্রণমহ রাম দশরথের কুমার।
লক্ষ্মণ কনিষ্ঠ তাঁর অংশ অবতার॥
জনক নন্দিনী সীতা লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী।
তাহাঁর চরণ বন্দ করিয়া ভকতি॥
ভরত শত্রুঘ্ন বন্দ দুই সহোদর।
রামের চরণ তারা সেবে নিরন্তর॥
বন্দিল বাল্মীকি মুনি হাথে লৈয়া তাল।
শ্লোক ছন্দে রামায়ণ রচিল রসাল॥
অবতার হইতেছিল ষাটি সহস্র বৎসর।
ভবিষ্যৎ রামায়ণ কৈলা বাল্মীকি মুনিবর॥
সে সভ কবিত্ব লোকের বুঝিতে বিষম।
কৃত্তিবাস রচিলা ভাষা সভার মনোরম॥

আদ্যকাণ্ডে রামের জন্ম সীতা দেবীর বিয়া।
রাজ্য হারাইল রাম অযোধ্যা থাকিয়া॥
অযোধ্যাকাণ্ডে কৈলা রাম অরণ্যে গমন।
অরণ্যকাণ্ডে সীতা দেবী হরিল রাবণ॥
কাণ্ডে কাণ্ডে রঘুনাথের সভ অপচয়।
কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে মৈত্র লাভ কটক সঞ্চয়॥
পাচ কাণ্ডে গাইলু গীত নানা রস ভাষ।
লঙ্কাকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

সুমেরু পর্ব্বত রাম লঙ্কার ভিতর।
তাহার উপরে বানর চড়িল সত্বর॥
গড়ের ভিতর বাহির পর্ব্বত সত্তরি যোজন।
লঙ্কা দেখিতে চলিলা রাম কমললোচন॥
লঙ্কার নির্ম্মাণ রঘুনাথের আগে কহি।
লঙ্কাভবন দেখিতে রাম
পর্ব্বতে গিয়া রহি॥
রঘুনাথ সুন্দর বড় দুর্ব্বাদল শ্যাম।
বিষ্ণু অবতার আপনি শ্রীরাম॥
সুন্দরকাণ্ডে গাইল সুন্দরকাণ্ডের কাহিনী।
লঙ্কাকাণ্ডে শুনাইব সংগ্রাম হানাহানি॥
বান্ধা গেল সাগর কটক হইল পার।
দিনে দিনে রাবণ রাজার টুটে অহঙ্কার॥
অহঙ্কার টুটিয়া রাজার বাঢ়ে অভিমান।
অভিমানে খসিয়া পড়ে হাথের গুয়া পাণ॥
ফাঁফর হইল রাবণ রাজা গণে মনে মনে।
শুক সারণ দুই চর ডাক দিয়া আনে।
শুক সারণ তোমারে বলি মন্ত্রীর প্রধান।
রামের কটক চর্চ্চিয়া আইস
মোর বিদ্যমান॥
গাছপাথরে বান্ধা গেল ভরিল
পুরিল সাগর।
ত্রিভুবনে বীর নাহি রামের সোঁসর॥
এত দিনে সাগর ছাড়িল আপন বড়াই।
খালি জুলি হেন তারে বানর ডিঙ্গাই॥
রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব বিভীষণের অনুমতি।
সৈন্য সামন্ত জানিহ যুদ্ধ সেনাপতি॥
ভালমতে জানিহ তার যত পরাক্রম।
বুঝিবা বানরগণের যতেক বিক্রম॥
বলবুদ্ধি জানিহ রাম লক্ষ্মণের মন্ত্রণা।
রামের আগে পাত্র থাকে কত কত জনা॥
কোন্ বীর রামের আগে করয়ে মন্ত্রণা।
রণে প্রবেশিয়া রামে কেমনে দিব হানা॥
রাজার আগে কোন্ বীর কহিবে কাহিনী।
কোন্ দিগ্ বানর সভ করয়ে উঠানি॥
কোন্ বীর রাজার আগে যোড় হাথে রহে।
কোন্ কোন্ বীর রাজার আগে
কথাবার্ত্তা কহে॥
রাজার আদেশ চর বন্দিলেক মাথে।
রাজপ্রদক্ষিণ করি চলে মনোরথে॥
সত্বরে চলিলা বীর সাগরের কূলে।
মায়ারূপী হইল গিয়া বানরমণ্ডলে॥
বানর রূপে সাঁধাইল বানর ভিতর।
লখিতে না পারে ঠাট দেখিল বিস্তর॥
উত্তর দক্ষিণ জাঙ্গাল সাগর ভয়াল।
কটক পার হয় যত দেখিতে বিশাল॥

পার হইল কথক বানর হইতে আছে পার।
লিখিবার কার্য্য আছুক দেখিতে অপার॥
এক চাপে পার হয় দারুণ বানর।
কিচমিস শব্দ করে শুনি নিরন্তর॥
বানর দেখিয়া বেড়ায় শুক আর সারণ।
দূরে হইতে দেখে তাহা রাক্ষস বিভীষণ॥
রাক্ষসের মায়া রাক্ষস সভ জানে।
চিনিয়া দুইজন দূত ধরে বিভীষণে॥
রাবণের সেবক বলি না করিল ব্যথা।
বানরগণে কৈয়া কৈল পণ্ড অবস্থা॥
বিভীষণের কথায় তারে বানরগণে ধরি।
যার যত শক্তি আছে সে তত মারি॥
আপন প্রত্যয় রামে দেখাবার তরে।
দুই চর লৈয়া গেল রামের গোচরে॥
বস্যা আছেন রঘুনাথ ত্রৈলোক্যসুন্দর।
দক্ষিণে বসিয়া আছেন সুগ্রীব বানর॥
বাম দিগে বস্যাছেন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
যোড় হাথে দাণ্ডাইয়াছে পবননন্দন॥
জাম্বুবান অঙ্গদ বীর সেবিছে চরণ।
হেন কালে দুই চর আনিল বিভীষণ॥
শ্রীরাম দেখিয়া চর ধায়্যা আগুসরে।
রাজব্যবহারে রাম প্রদক্ষিণ করে॥
ডরাইল দুই চর জীবনের ছাড়ে আশ।
যত কিছু কহে চর গদগদ ভাষ॥
তোমার কটক চর্চ্চিতে পাঠাইল দশানন।
ধরিয়া আনিল মোরে রাক্ষস বিভীষণ॥
মায়ারূপে আইলাম হইল বিদিত।
বুঝিয়া করহ শাস্তি যে হয় উচিত॥
চরের বচন শুনি রঘুনাথ হাসে।
পাত্রমিত্র পানে চান যত ছিল পাশে॥
রাম বলেন আমি কারো চর নাহি মারি।
রাবণে বলিহ মোর বোল দুই চারি॥
রাজার লোন খাও তোমরা কর রাজকর্ম্ম।
তোমা সভ মারিয়া সাধিব কোন্ কর্ম্ম॥
মায়ারূপে আসিয়া হইল বিদিত।
কটক দেখিয়া বেড়ায় হৈয়া হরষিত॥*
রাবণের আগে গিয়া কহিবে সকল।
ভাল মতে জানহ তুমি বানরের বল॥
কটক দেখিতে আইলা দেখ ভাল মতে।
ভাল মতে দেখ মোর থাকিয়া সভাতে॥
কৃত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরাণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল গীত অমৃতসমান॥

দক্ষিণে সুগ্রীব দেখ বামে সহোদর।
বালির পুত্র এই দেখ অঙ্গদ কোঙর॥
ব্রহ্মার পুত্র হের দেখ বীর জাম্বুবান।
পবনের পুত্র দেখ বীর হনুমান॥
অগ্নির পুত্র দেখ নীল বিদ্যমান।
বিশ্বকর্মার পুত্র দেখ এই নল প্রধান॥
অজয় প্রতাপ দুহাঁর ঘোষয়ে সংসার।
বরুণনন্দন বান্ধে সাগর পাথার॥
বিভীষণ আনিল তোমায় মারিবারে মনে।
কটক চিনায় তোমায় সেই বিভীষণে॥
বিস্তর কথায় কিছু নাহি প্রয়োজন।
রাবণেরে কহিও তোমরা এ সভ বচন॥
বল টুটাইয়া মোর সীতা নিল ছলে।
অভয় মানিল বেটা সাগরের জলে॥
সেই তো সাগর আমি হইলাম পার।
এখন কোন্ বীর তার করিবে নিস্তার॥
যেমত প্রকারে পোহায় আজিকার রাতি।
সবংশে না থুইব তার
জ্বালিয়া দিতে বাতি॥
বাণেতে কাটিব তার ছত্র নব দণ্ড।
গড়াগড়ি বুলে যেন দশ গোটা মুণ্ড॥
ছত্র দণ্ড দিব তার কনক লঙ্কাপুরী।
মহিষী করিয়া দিব রানী মন্দোদরী॥
*সীতা দিয়া সম্প্রীত করুক আমা সনে।
রাজ্যরক্ষা বংশরক্ষা করুক দশাননে॥*
রাজপ্রসাদ দিয়া রাম পাঠাইল চর।
রাজার আগে দাণ্ডাইল লঙ্কার ভিতর॥
রাজব্যবহারে চর নোঙাইল মাথা।
যোড় হাথ করিয়া কহয়ে সভ কথা॥
কাঁকালি লোঙাইতে নারি
নাড়িতে নারি পাশ।
রাজার আগে বার্ত্তা কহে ঘন বহে শ্বাস॥
বানর কটক মোর পথ আগুলিল।
প্রবেশ করিতে তথা বিভীষণ ধরিল॥
মারয্যা ধরয্যা লৈয়া গেল যথা ভগবান।
না মারিয়া রঘুনাথ দিলা প্রাণদান॥
রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব রাক্ষস বিভীষণ।
দেব অবতার গোসাঞি এই চারিজন॥
চারি বীরে জিনিতে পারয়ে ত্রিভুবন।
চারি বীরের সমুখে রণে হয় কোন্ জন॥
ত্রিভুবন হয় যদি অষ্ট লোকপাল।
তবু রাম জিনিতে নারে বিক্রম বিশাল॥

দশ যোজন জাঙ্গাল আড়ে পরিসর।
শত যোজন বেড়িয়া ভাসে গাছ পাথর॥
উত্তর দিগের জাঙ্গাল ঠেকিল দক্ষিণে।
বানর কটক বেড়ি আইসে সর্ব্বজনে॥
পার হৈয়া লঙ্কাপুরী বেড়িল বানরে।
দুই কূলে ঠেকিল বাঁধ মধ্য সাগরে॥
এক চাপে পার হৈয়া
আইসে পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে।
ওর নাহি পাইলু মোরা
চাহি এক দৃষ্টে॥
কালা কালা বানর সব ঘোর অন্ধকার।
রণে প্রবেশিলে বিপক্ষে পাঠায় যমঘর॥
শ্যামল বানর সভ দেখিতে ভয়ঙ্কর।
মেঘেতে বিজুলি যেন অতি মনোহর॥
সুগ্রীবের কটক লিখিতে নাহি আঁটি।
প্রধান সেনাপতি তার
গণিত ছত্তিশ কোটি॥
বড় বড় বানর সভ তার পিছে লাগে।
হেন সভ সেনাপতি সুগ্রীবের আগে॥
যে দেখিলু যে শুনিলু কহিলু কাহিনী।
প্রীত কর বাদ কর মোরা নাহি জানি॥
কৃত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরাণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল গীত অমৃত সমান॥

শুক সারণ কৈল যদি কটক কাহিনী।
কটক দেখিতে রাজা চলিল আপনি॥
অতি উচ্চ পাচীর সত্তরি যোজন।
চর লৈয়া উঠে রাজা কটক দরশন॥
জলস্থল চারি দিগ ছাইল বানর।
কটকের চাপ দেখি ত্রাসিত লঙ্কেশ্বর॥
চতুর্দ্দিগে ছাইয়া আইসে ভূমি আকাশ।
বানরের চাপ দেখি রাবণে লাগে ত্রাস॥
ত্রাস পায়্যা রাবণ রাজা গণে মনে মনে।
এত বানর আমি ক্ষয় করিব কত দিনে॥
দশ হাজার বৎসর যুদ্ধ যদি
করি নিরন্তর।
তবু ক্ষয় করিতে নারি দুর্জ্জয় বানর॥
কটক দেখিতে পায় রাজা লঙ্কেশ্বর।
হাথ বাড়াইয়া দেখায় শুক সারণ চর॥
শ্রীরামের কটক দেখিতে অনুপাম।
কটকের মধ্যে দেখ ঠাকুর শ্রীরাম॥

॥ ত্রিপদী ॥

শুয়্যা আছেন রঘুনাথ অঙ্গদ চাপিছেন হাথ
সুগ্রীব রাজার উরু শিরে।
শ্রীরামের চরণ চাপিছেন দুইজন
কেশরী হনুমান দুই বীরে॥
মায়া মারীচের চাম তাহে বস্যাছেন রাম
লক্ষ্মণের কর্য়া অঙ্গীকার।
লক্ষ্মণ মাজেন গুন সম্মুখে থুইয়া টোন
বাণ বাছে অগ্নি অবতার॥
শুন রাজা লঙ্কেশ্বর আমরা তোমার চর
মিথ্যা বাক্য কভু নাহি বলি।
যে দেখিবা রামের বাণ কারো নাহি পরিত্রাণ
লঙ্কা লৈয়া পড়িল আনলি॥
কাননে আছিল সে তারে বাণ দিল কে
সে সভ দেখিতে দিব্য কার।
বাছিয়া বিচিত্র কার হাথে নিলা গদাধর
সে সভ কহিতে বাসি ডর॥
নাম কহে বিভীষণ লেখে সূর্য্যের নন্দন
বাণ বাছি থুইছে লক্ষ্মণ।
লিখাইল কুম্ভকর্ণ তার বাণ অগ্নিবর্ণ
বাছিলেন কমললোচন॥
লিখাইল অতিকায় লক্ষ্মণ পানে রাম চায়
তবে লিখাইল ইন্দ্রজিত।
সেই দুই দিব্য শর নিল যখন ধনুর্দ্ধর*
রঘুনাথের বুঝিয়া ইঙ্গিত॥
লিখাইল জনে জন শুনে সভ বানরগণ
বানরেরে দিলা অধিকার।
বানর মালসাট মারে দেখে দেব গদাধরে
হনুমানে কৈল অঙ্গীকার॥
কানে কহে বিভীষণ মাথা লাড়ে লক্ষ্মণ
সুগ্রীব রাজার উপহাস।
রাম চাহেন ঘনে ঘন চমকিত বিভীষণ
সে কথার না জানি বিশ্বাস॥
বুঝিয়া বিচার কর সুন রাজা লঙ্কেশ্বর
জে কিছু কহিতে জানি নাম।
কবি কৃত্তিবাস কয় দেখি বড় সংশয়
রাবণ রাজা ধরিল ধেয়ান॥*

দেখ লঙ্কার ভিতরে রাম কোদণ্ডপাণি।
কত চাঁদ জিনিয়া মুখের শোভাখানি॥
কটক পরিচয় মাগে রাজা লঙ্কেশ্বর।
হাথ বাড়াইয়া দেখায় শুক সারণ চর॥

সুগ্রীব রাজা হের নীল সেনাপতি।
নীল বীরের সিংহনাদে কাঁপে বসুমতী॥
নীল বীরের সেনা যখন সংগ্রামেতে লড়ে।
দশ যোজনের পথ কটক আড়ে ওড়ে॥
রবির কিরণ যেন শরীরের জ্যোতি।
সিংহনাদ ছাড়ে যখন কাঁপে বসুমতী॥
রণে প্রবেশ নীল বীর করিবে যখন।
তার আগে তোমরা যুঝিবে কোন্‌জন॥
অঙ্গদ যুবরাজ দেখ বালির নন্দন।
সুগ্রীব রাজার সে অতি প্রিয়তম॥
কমলের প্রায় তার শরীরের জ্যোতি।
লাঙ্গুল আছাড়ে যার কাঁপে বসুমতী॥
বাপের সমান বীর অসম সাহস।
অঙ্গদের কোপে পড়িলে মরিবে রাক্ষস॥
শ্বেত নামে সেনাপতি দেখিতে ধবল।
*চন্দনিয়া বানর দেখ বলে মহাবল॥
চন্দনিয়া বানর সব চন্দনবনে বাসা।
রণে আইলে বৈরী ছাড়ে জীবনের আশা॥*
রণে প্রবেশিলে অরি ছাড়ে জীবনের আশ।
মহাবল পরাক্রম চন্দনবিলাস॥
অষ্ট কোটি বানর তার রণে বড় শক্ত।
শ্বেত বীরের কটক দেখি উড়য়ে রকত॥
বিক্রমসিংহ বানর দেখ বুদ্ধে বৃহস্পতি।
বানরের রাজা দেখ সুগ্রীব সেনাপতি॥
দীর্ঘ পর্ব্বতের ন্যায় সুনন্দ নাম ধরি।
দশ কোটি বানরে আইসে
কুমুদ অধিকারী॥
কুমুদের কটক লিখিতে নাহি আঁটি।
কুমুদের সঙ্গে আইসে বানর দশ কোটি॥
নীল বীর দেখ বিশ্বকর্ম্মার নন্দন॥
সাগর বাঁধিল বীর শতেক যোজন॥
বড় বড় লোমাবলী যার লেজে সাজে।
মন্ত্রী বলি গৌরব করে বানর সমাজে॥
ব্রহ্মার তনয় ভল্লুক মহাবলবান্।
রামের সমুখে দেখ মন্ত্রী জাম্বুবান॥
শত কোটি সেনাতে হইয়া অধিকারী।
নিজ তেজে জিনিতে পারে
কনক লঙ্কাপুরী॥
গাছ পাথরে যেই বাঁধিলেক সেতু।
বিনাশিতে লঙ্কাপুরী নল হৈল কেতু॥
রম্ভ নামে বানর যবে সংগ্রামেতে লড়ে।
চারি যোজনের পথ কটক আড়ে ওড়ে॥

রামের কটক যার সংগ্রামেতে যায়।
পঞ্চাশ কোটি বানর তার আগে পাছে ধায়॥
শরভ বানর যবে দেয় অঙ্গ ঝাড়া।
চন্দ্রগিরি মধ্যে যার ঘর বেড়া॥
কালমুখ হেন দেখ বানর পনস।
চক্রগিরি মধ্যে যার পুরী সত্তরি ক্রোশ॥
গয় নামে বানর দেখ গৌরবর্ণ ধরে।
দেখিলে বিপক্ষ সভ পলাইবে ডরে॥
অষ্টাদশ কোটি বানর তার সঙ্গে অবিরত।
গয় বীরের কটক দেখি উড়য়ে রকত॥
দেবমূর্ত্তি বানর সভ দেব অবতার।
আপন কটক লৈয়া সাগর হৈল পার॥
সুগ্রীব রাজার কটক লিখিতে নাহি আঁটি।
প্রধান সেনাপতি যার সঙ্গে ছত্রিশ কোটি॥
যে দেখিলু যে শুনিলু কহিলু কাহিনী।
প্রীত কর বাদ কর আমরা নাহি জানি॥
কৃত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরাণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল গীত
শুক সারণ উপাখ্যান॥

সারণের বার্ত্তা যবে হইল অবসান।
শুক চর বার্ত্তা কহে রাজার বিদ্যমান॥
যতেক দেখিলু তাহা কহিল সারণ।
আমি যত দেখিলু তাহা বলি জনে জন॥
ধৌম্য ধূম্রাক্ষ দেখিলু ডাগর যার গলা।
তেজস্পুঞ্জ বানর দেখ সুগ্রীবের শালা॥
কালঅগ্নি দেখ যার দীর্ঘ লোমাবলী।
তড়িতের জ্যোতি যেন মেঘে করে কেলি॥
অঞ্জনিয়া বানর যেন অঞ্জন আকৃতি।
লিখিতে না পারি যত আইসে সেনাপতি।
দীর্ঘ পর্ব্বত যেন আছে দ্বিবিদ
নর্ম্মদার তীরে।
তথাকারে হৈতে আইল ধূম্রাক্ষ মহাবীরে॥
পদ্ম বীর আইল বানর লৈয়া সাত কোটি।
কুমুদের যত সেনা লিখিতে নাহি আঁটি॥
বারো যোজন বীর উচাতে পরমাণ।*
বানর কটক জিনিয়া যাহার দেহের বাখান॥
বানর হৈয়া জাঠা দণ্ড হাথে মারে।
মাতঙ্গ মারিয়া তুষ্ট কৈল মুনিবরে॥
দ্রোণ পর্ব্বত আছে জম্বু গাছের তলে।
যার কারণে লোক জম্বুদ্বীপ বলে॥

তোমার জ্যেষ্ঠ ভাই কুবের মহাবলী।
গাছের তলায় সে সদাই করে কেলি॥
বাপ অঙ্গিরা তার মা গন্ধর্ব্ব জাতি।
দেবতা রাখিতে ব্রহ্মা সৃজিলে যোদ্ধাপতি॥
কোটি কোটি বানর তার বিক্রমে বিশাল।
হিমালয় পর্ব্বতে যাহার অবতার॥
প্রমাথি নামেতে বানর তার
শুনহ কাহিনী।*
যার ডরে হস্তী গঙ্গায় নাহি খায় পানি॥
উশীবীর্য্য পর্ব্বত নর্ম্মদা নদীর তীরে।*
তথা হইতে আইল পরমার্থ মহাবীরে॥
কালামুখ বানর লৈয়া গবাক্ষের স্থিতি।
গবাক্ষের সিংহনাদে কাঁপে বসুমতী॥
কোটি কোটি কালামুখী
বানর সারি সারি।
শত কোটি বানরেতে সাজিল কেশরী॥
কেশরী নামেতে বানর পরম সুন্দর।
হনুমান মহাবীর যাহার কোঙর॥
পবননন্দন তারে বলে সর্ব্বজন।
সাক্ষাতে দেখ্যাছ তুমি তার যত বল॥
অসম সাহস বীর না মানে অগ্নি পানি।
ত্রিভুবন কম্পমান যার নাম শুনি॥
সাগর পার হৈয়া বীর আইল লঙ্কাপুরে।
সীতা সম্ভাষিয়া সে রাক্ষস সভ মারে॥
কনক লঙ্কাপুরী ভস্ম কৈল হনুমান।
ত্রিভুবনে বীর নাহি তাহার সমান॥
অক্ষয়কুমার মারি সকল বানর আনে।
হনুমানের বিক্রম সহিবে কোন্ জনে॥
সুষেণ বানর আসিয়াছে ধন্বন্তরি বড়।
যে বানর মরিবেক তারে করিবেক দড়॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র দেখ সুষেণ নন্দন।
আশী কোটি বানর আছে
দুই ভাইর ভিড়ন॥
মারিলে না মরে সেই বিষম বানর।
অমৃতপানে দুই ভাই হৈয়াছে অমর॥
গয় গবাক্ষ শরভ দেখ গন্ধমাদন।
পঞ্চাশ কোটি বানর দেখ
দুইজনের ভিড়ন॥
উত্তরের সেনাপতি নাম শতবলি।
যার কটক চলিতে গগনে লাগে ধূলি॥
অঞ্জনিয়া বানর আইল ধূম্রাক্ষ।
ত্রিশ কোটি বানরেতে আইল গবাক্ষ॥

হেমকূট বানর দেখ বরুণনন্দন।
চল্লিশ কোটি বানর দেখ দুই ভাইর ভিড়ন॥
প্রমাথি কদম্ব দেখ দুই সেনাপতি।
রণে প্রবেশিলে কারো নাহি অব্যাহতি॥
দুই জনার বানর করিতে নারি লেখা।
বলিতে না পারি কটক
করিতে নারি সংখ্যা॥
সুগ্রীবের কটক এই দেখ এক চাপ।
দেবতা জিনিয়া যার দুর্জ্জয় প্রতাপ॥
বড় বড় বানর দেখহ বাছের বাছ।
এক হাথে পর্ব্বত দেখ আর হাথে গাছ॥
মনুষ্যের চূড়ামণি শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
রাক্ষসের চূড়ামণি রাক্ষস বিভীষণ॥
বানরের রাজা দেখ সুগ্রীব চূড়ামণি।
এই চারিজন রাজা ত্রিভুবন জিনি॥
বানরের ভিতরে আছে সুগ্রীব মহাবীর।
প্রাণদান দিল মোরে বড়ই সুধীর॥
রামের নিমিত্তে প্রাণ তারা
দিতে সর্ব্বজন।
গৌরবর্ণাঙ্গ বীরে রক্ত বিলোচন॥
মুকুতার কিরণ জিনি দশনের জ্যোতি।
বিক্রমে বিশাল রাম বিষ্ণুর শকতি॥
বিভীষণ দেখ এই আপন মুরতি।
নিরন্তর যুক্তি করেন শ্রীরাম সংহতি॥
বিভীষণ হৈল রাজা লঙ্কার অধিকারী।
বিপক্ষতে সাঁধাইল তোমার হৈল অরি॥
ধর্ম্মশীল বিভীষণ চিন্তে তাঁর হিত।
বিপক্ষে সাঁধাইয়া এবে করে বিপরীত॥
বিভীষণ দেখিয়া বড় শ্রীরাম কৌতুকী।
রাজা করিয়া সাগরের জলে অভিষেকি॥
আছুক অন্যের কাজ এই চারিজনে।
লঙ্কাপুরী জিনিতে পারে হেন লয় মনে॥
প্রচন্ড প্রতাপ তেজ ধরেন শ্রীরাম।
এক রাম জিনিতে পারে আনের কি কাম॥
বানরের গর্ব্বে যত জন্মিল বানর।
দেবতার পুত্র সব দেবতা সোঁসর॥
বানর বানরে যত কৌতুক দেখি।
লম্ফ দিয়া ধর্য্যা আনে আকাশের পাখি॥
মেঘ সঞ্চারিতে নারে গগনমন্ডলে।
খান খান করিয়া মেঘ ফেলে ভূমিতলে॥
পৃথিবী বিদরে সাগর নাহি ধরে টান।
বানরের বিক্রম দেখি উড়য়ে পরাণ॥

তুমি রাজা দেখিলু আমি বড় অভিমানী।
ঘাটাইয়া বনের রাম ঘরে আন কেনি॥
এখন রাজা যদি তুমি দেহ শুভদৃষ্টি।
সীতা দিয়া বাহুড়িহ লঙ্কার অরিষ্টি॥
ছত্তিশ কোটি বানরের সুগ্রীব সেনাপতি।
বানরের হাথে তোমার নাহি অব্যাহতি॥
চতুর্দ্দিগ বেড়িল লঙ্কা ওর নাহি পাই।
কটক দেখিয়া আমি
আইলু তোমার ঠাঞি॥
শত সহস্র বানরেতে এক লক্ষ মানি।*
শত লক্ষ বানরেতে এক কোটি গণি॥
শত কোটি বানরেতে এক বৃন্দ গণি।
এক শত মহাবৃন্দে এক অর্ব্বুদ জানি॥*
শত কোটি অর্ব্বুদ হৈলে
মহা অর্ব্বুদ জুখ।
শত কোটি মহা অর্ব্বুদ হৈলে
এক শঙ্খ লিখ॥
শত কোটি শঙ্খেতে এক খর্ব্ব গণি।
শত কোটি মহাখর্ব্বে এক সাগর জানি॥
শত কোটি সাগরেতে এক ধূলি দেখি।
শত কোটি ধূলি হৈলে মহাধূলি লেখি॥
শত কোটি মহাধূলি এক অক্ষৌহিণী।
অক্ষৌহিণী বিহিনে আর
গণনা নাহি জানি॥
চারিশত অক্ষৌহিণী আস্যাছে বানর।
গণিতে না পারি আর শুন লঙ্কেশ্বর॥
গণিবার কাজ থাকুক ওর না পাইল।
দেখিতে বানরগণে ত্রাস উপজিল॥
যদি বা গণিতে পারি বরিষার ধারা।
কতবার গণিয়াছি আকাশের তারা॥
*সিন্ধুবালি পাড়ে তুলি সংখ্যা করি পারি।
কপি কত কি অন্ত গণিবারে নারি।
চতুর্দ্দিগে ছাইল গগনে নাই দিগপাশ।
এত সৈন্য দেখি তোমায়ে এত তরাস॥*
সীতা দিয়া রামের ঠাঞি লহ গা শরণ।
দুই চর কাটিতে আজ্ঞা দিল ততক্ষণ॥
পরচক্র চর্চ্চিতে পাঠাইলু দুই চর।
শত্রুর বড়াই করে আমার গোচর॥
যাহার লোন খাও বেটা তাহারে সে নিন্দ।
মারিতে আইসে বানর তাহাকে সে বন্দ॥
হেন চ্ছার চর আমি না থুইব পাশে।
আপনা হইতে মন্দ বলে যত মনে আইসে॥

পূর্ব্বে হিত করিলি তোঞি স্মরি উপকার।
তে কারণে মহাদোষে পাইলি নিস্তার॥
পুনর্ব্বার রামের যদি করিস বাখান।
তবে তোমা দুইজনার বধিব পরাণ॥
কৃত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরাণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল গীত
শুক সারণ উপাখ্যান॥

চল দেখি গিয়া নয়ন ভরিয়া
রাজীবলোচন রাম।

দুই চরের বোল যদি হইল অবসান।
অভিমানে রাবণ রাজা ধরিল ধেয়ান॥
রাবণের সমুখে ছিল ভাই মহোদর।
যোড় হাথ করিয়া বোলে
রাজার গোচর॥
কোন্ চর পাঠাইলা না জানি ব্যবহার।
ভাল চর পাঠাও যার বচন সুসার॥
পাঁচ চর আনিল তারা প্রবীণ প্রধান।
ডাক দিয়া বলে তারে সভা বিদ্যমান্॥
পাঁচ চর আইল তার শার্দ্দূল প্রধান।
সভামধ্যে রাবণ তার করিল সম্মান॥
কোন্ পথে বানর কটক করিল উঠানি।
কোন্খানে এত ঠাট পোহায় রজনী॥
চরের প্রসাদে রাজা পরচক্র জিনে।
চরের প্রসাদে ত্রিভুবনের বার্ত্তা জানে॥
রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব জানিহ ভালমতে।
কটক চর্চ্চিয়া তুমি আইস ত্বরিতে॥
এত যদি আজ্ঞা তারে করিল রাবণ।
কটক চর্চ্চিতে যায় চর পাঁচজন॥
রাজআজ্ঞা পায়্যা চর হরিষ মনোরথে।
গতমাত্র বন্দী হইল বিভীষণের হাথে॥
হের দেখ আসিয়াছে রাবণের চর।
বেড়িয়া ধরিল তাকে যতেক বানর॥
বিভীষণের বোলে তারে ধরিল বানর।
ধর্যা চর লৈয়া গেল রামের গোচর॥
শ্রীরাম বলেন আমি চর নাহি মারি।
রাবণে বলিহ মোর বোল দুই চারি॥
ঘন ঘন পাঠায় চর কোন্ প্রয়োজন।
তায় মোয় কালি রণে হবে দরশন॥

কটক পার হইতে মোর আছয়ে অপেক্ষা।
তাহাতে আমাতে রণে হইবেক দেখা॥
আপনি দেখিয়া চর কটক দরবার।
আমার হাথে রাবণের নাহিক নিস্তার॥
মারিব কাটিব তারে করিব লণ্ডভণ্ড।
বিভীষণে ধরাইব ছত্র নব দণ্ড॥
ছত্র দণ্ড দিব আর কনক লঙ্কাপুরী।
কেলি করিতে দিব আর রাণী মন্দোদরী॥
রাজপ্রসাদে দিয়া রাম পাঠাইল চর।
রাজারে ভেটিল গিয়া লঙ্কার ভিতর॥
কাঁকালি নাড়িতে নারি নাড়িতে নারি পাশ।
রাজার আগে বার্ত্তা কহে ঘন বহে শ্বাস॥
বানর কটকে মোরে আগুলিল বাট।
প্রবেশ করিবামাত্র বলে মার কাট॥
কটক চর্চ্চিয়া বেড়াই চর পাঁচজন।
দেখিয়া ধরিল মোরে রাক্ষস বিভীষণ॥
রক্তে রাঙ্গা হৈয়া গেলাম রঘুনাথের আগে।
রামের প্রসাদে জিয়া
আইলাম পুণ্য ভাগ্যে॥
ব্রহ্মার পুত্র দেখিলাম মন্ত্রী জাম্বুবান।
রামের মন্ত্রণা করে জানে ব্রহ্মজ্ঞান॥
চক্রের নন্দন দেখিলাম বীর অবতার।
দধিমুখ বানর দেখিলাম বিক্রমে বিশাল॥
হিমালয় পর্ব্বতে সুনন্দা নামেশ্বরী।
তথা হইতে আইল বিনোদ অধিকারী॥
হেমকুট বানর দেখিলু বরুণনন্দন।
রক্তবর্ণ বানরগণ গজেন্দ্রগমন॥
বালির বেটা অঙ্গদের কি কহিব তেজ।
রাজার শ্বশুর দেখিলাম সুষেণ বেজ॥
শ্রীরামের পাছে দেখিলাম সুগ্রীবের শালা।
তেজবীর্য্যবান সেই যেন চন্দ্রকলা॥
কতেক দেখিব গোসাঞি
লিখিতে নাহি আঁটি।
প্রধান সেনাপতি দেখিলাম ছত্তিশ কোটি॥
যতেক দেখিলু আমি বলিতে নাহি জানি।
প্রীত কর বাদ কর বুঝিয়া আপনি॥
কৃত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরাণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল গীত অমৃতসমান॥

শ্রীরাম দেখিয়া আমার মনে নাহি আন।
ত্রিভুবনে বীর নাহি রামের সমান॥
সকল দেখিলু আমি অতি অনুপাম।
রাত্রিদিন চিন্তি মনে মানুষ নহে রাম॥
প্রচণ্ড পুরুষ রাম সুন্দর শরীর।
আজানুলম্বিত বাহু নাভি সুগভীর॥
উন্নত নাসিকা রামের চৌরস কপাল।
ফলমূল খান রাম বিক্রমে বিশাল॥
পরম সুন্দর রাম গজেন্দ্রগমন।
কন্দর্প জিনিয়া রূপ ভুবনমোহন॥
অনাথের নাথ রাম সর্ব্ব জীবে দয়া।
রাজ্যভ্রষ্ট রাজ্য পায় নিলে পদছায়া॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক রাম গুণে সুশীতল।
বিপক্ষ নাশিতে রাম কাল আনল॥
আছুক অন্যের কাজ দেব কাঁপে ডরে।
চৌদ্দ সহস্র রাক্ষস রাম একেলাই মারে॥
খর দূষণ মারে ত্রিশিরা কবন্ধ।
যে রামের প্রতাপেতে সাগর হৈল বন্ধ॥
যে রামের প্রতাপে মৈল বালি বানর।
সে রামের সনে রণ বড়ই দুষ্কর॥
রামের সমান বীর তোমার
আছে কোন্ জন।
তাহার সোঁসর আছে সুগ্রীব লক্ষ্মণ।
বিভীষণ আছে তায় মন্ত্রীর আগর।
লঙ্কার বিবরণ কহে রামের গোচর॥
গরুড়গমনে কটক করিল উঠানি।
হেন কালে রাম মোরে দিলেন মেলানি॥
যতেক দেখিলু রাজা কহিতে ভয় করি।
হেন বুঝি তোমরা রাম
জিনিতে নাহি পারি॥
শুক সারণ বলিলেক সীতা দিবার তরে।
অপমান পায়্যা গেল সভার ভিতরে॥
আপনি তো রাজা বট বিচারে পণ্ডিত।
বুঝিয়া করহ কার্য্য যে হয় উচিত॥
শার্দ্দুলে চরের কথায় রাবণ রাজা হাসে।
রাজপ্রসাদ দিল তারে যত মনে আইসে॥
কৃত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরাণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল শার্দ্দুলে উপাখ্যান॥

পাঁচ চরের বোল যদি হইল অবসান।
অভিমানে রাবণ রাজা ধরিল খেয়ান॥
প্রাণচিন্তা হইল ইবে সংশয় বোলে।
সীতা সনে কেলি না করিলু অশোকতলে॥

চাপিয়া বসিল যেন সুমেরু পর্ব্বত।
চিন্তা হেতু রাবণ রাজার উঠয়ে রকত॥
মনেতে ভাবিয়া মন্ত্রণা কৈল সার।
সীতা কাঁদাইতে তবে পাতে মায়াজাল॥*
পাত্রমিত্র লঙ্কেশ্বর দিলেন মেলানি।
বিদ্যুৎজিহ্বা নিশাচর ডাক দিয়া আনি॥
তোরে বলি বিদ্যুৎজিহ্বা শুন নিশাচর।
মুখ্য পাত্র তুমি আমার লঙ্কার ভিতর॥
নানা কলা জান তুমি মায়ার বিধান।
মায়াতে ধনুকমুণ্ড করহ নির্ম্মাণ॥*
সীতাকে আনিলু আমি বড় প্রতিআশে।
স্বামী দেওর দেখি সীতা
মনে মনে হাসে॥
এত দিনে সীতা মোর দিলেক উত্তর।
স্বামী দেওর দেখিয়া সীতা হরিষ অন্তর॥
পাত্রকার্য্য করহ আজি কুলাহ আরতি।
রামের ধনুকমুণ্ড সাজাহ শীঘ্রগতি॥
রামের মুণ্ড দেখিয়া সীতা হবেক নৈরাশ।
আমাকে ভজিবে সীতা পাইয়া তরাস॥
সীতাকে বশ করিতে করহ প্রবন্ধ।
পশ্চাৎ হইবে যেবা দৈবের নির্ব্বন্ধ॥
রাবণের আজ্ঞা যদি বিদ্যুৎজিহ্বা পায়।
শ্রীরামের মস্তকসজ্জ করিবারে যায়॥
বসিল বিদ্যুৎজিহ্বা ধরিয়া ধেয়ান।
গুরুর চরণচিন্তা জপে ব্রহ্মজ্ঞান॥
ধ্যানে বসিল বিদ্যুৎজিহ্বা
ধ্যান নাহি টুটে।
ব্রহ্মকুলের তেজে ধনুকমুণ্ড উঠে॥
রামের ধনুক মত ধনুকের ঠান।
আকৃতি প্রকৃতি যেন রামের সমান॥
কোটি সুধাকর জিনি বদন সুন্দর।
পাকা বিম্ব বিড়ম্বিত যেন ওষ্ঠাধর॥
মুকুতা জিনিয়া যেন দশনের জ্যোতি।
শিরে জটা ধর্য্যাছেন দিব্য মুরতি॥

কামধনু জিনিয়া ভ্রূ শোভে সমতুল।
নাসিকা নির্ম্মাণ কৈল যেন তিল ফুল॥
উন্নত নাসিকা কৈল চৌরস কপাল।
গৃধিনী জিনিত কর্ণ দেখিতে সে ভাল॥
মায়ার প্রবন্ধে রাক্ষস যুড়িলেক কাপ।
রামের সদৃশ হইল ধনুকমুণ্ড চাপ॥

তন্ত্রে ঔষধ দিল মন্ত্রে দিল গালি।
রামের সদৃশ হইল মুণ্ডের বিনালি॥
ধনুকমুণ্ড বিদ্যুৎজিহ্বা ধরি বাম হাথে।
মুণ্ড লৈয়া দাণ্ডাইল রাজার সাক্ষাতে॥
মায়ামুণ্ড দেখিয়া রাবণ রাজা হাসে।
রাজপ্রসাদ দিল তারে যত মনে আইসে॥
ধনুকমুণ্ড দেখিয়া হরিষ দশানন।
সীতা কাঁদাইতে গেলা অশোক কানন॥
বিদ্যুৎজিহ্বা নিশাচর রাখিয়া দুয়ারে।
আপনি সাঁধাইল রাজা সীতার অন্তঃপুরে॥
রাবণ দেখিয়া সীতা হেট কৈলা মাথা।
সীতা কাঁদাইতে রাবণ কহে মিছা কথা॥
যত কিছু বলে সীতায় তাহে দেন গালি।
স্ত্রীবধ লাগিয়া আমি ক্রোধ সম্বরি॥
হেন মন করি তোমায় কাটিয়া খাণ্ডায়।
তোমার রূপ দেখিলে কোপ
ততক্ষণে যায়॥
আমার বচন শুন সীতা চন্দ্রমুখী।
তোমার রূপ যৌবনে আমি বড় সুখী॥
মনে মনে ভাব তুমি রামের কত গুণ।
আজিকার রণের কথা কান পাত্যা শুন॥
গাছ পাথর বহিয়া কৈল সাগর বন্ধন।
অবসাদে নিদ্রা গেল সকল বানরগণ॥
নিদ্রায় অচেতন বানর যায় গড়াগড়ি।
চরের মুখে বার্ত্তা শুন্যা সাজিলাম ধাড়ি॥
নিশাকালে কৈলু আমি বানর নিধন।
পড়িল সকল বানর নাহি একজন॥
বানরের ভিতরে ছিল রাজা রঘুরাম।
খাণ্ডায় কাটিয়া মুণ্ড কৈলু দুই খান॥
রাম পড়িলে লক্ষ্মণ হইল কাতর।
দেশে গেল লক্ষ্মণ বীর লইয়া বানর॥

ভল্লুক বানর লৈয়া সাগরেতে পার হৈয়া
রহিলেন জলনিধি তীরে।
রাক্ষস পাইল শঙ্কা কম্পমান হৈল লঙ্কা
দেখিলেক অন্তরীক্ষে চরে॥
ততক্ষণে সাজিল ধাড়ি গদা টাঙ্গি লৈয়া বাড়ি
বাণ এড়িলাম খরসান।
স্বামী তোর বড় বীর সেহ রণে নহে স্থির
কাটিয়া করিলু দুই খান॥

ভয়ার্ত্ত হইয়া মন পলাইল লক্ষ্মণ
রঘুনাথের হের দেখ মাথা।
সুগ্রীব অঙ্গদ বীর বিভীষণ অস্থির
অঙ্গদ দেখিয়া পাইল ব্যথা॥
তার বাপ মোর মিত তে কারণে কৈলু হিত
না মারিলাম বালির নন্দন।
পনস বানর মোরে শতবলি পালায় ডরে
বাঁধিয়া করিলু অচেতন॥
পুনর্ব্বার কৈলু রণ সুগ্রীব হৈল অচেতন
বানর আইল কোটি কোটি।
দুর্জ্জয় রাক্ষস বলে ধরিয়া বানর গিলে
রক্ষা না পাইল এক গুটী॥
দেখিয়া ভল্লুকগণ করিলাম বড় রণ
প্রাণে না মারিলু জাম্বুবান।
ভাই মোর বিভীষণ লৈয়াছিল তার শরণ
কাটিয়া করিলু দুইখান॥
নল নীল সেনাপতি পলাইয়া গেল কথি
রাক্ষস খাইল দুইজনে।
হনুমান মহাবীর সেও হইল দুই চীর
যুঝিলেক বড় প্রাণপণে।
একেশ্বর ইন্দ্রজিত দেব যারে করে ভীত
ইন্দ্র যারে নাহি ধরে টান।
বিষম রাক্ষস জাতি যেন মদমত্ত হাথী
ইন্দ্র জিনি যাহার বাখান॥
বানর আইল লঙ্কাপুরী তুমি চিত্তে সুখ করি
লোকেতে করিবে উপহাস।
জানকীর পতি গতি আন নাহি নহে মতি
নাচাড়ি রচিল কৃত্তিবাস॥

বানর ভিতরে সুগ্রীব মহাবীর।
কাটিয়া দুখান কৈলু তাহার শরীর॥
বানর ভিতরে করে যাহার বাখান।
দুই হাথ কাটিয়া টুটা কৈলু হনুমান॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র নামে বানর এক জোড়।
হাথ পা কাটিয়া দুই ভাই কৈলু খোঁড়॥*
পনস হেন মহাবীর বানরের অন্ত।
দধিমুখ বানর মৈল নিকুটিয়া দন্ত॥
তবে রণে মারিলু বানর কোটি কোটি।
মরিল বানর সভ নাহি এক গুটী॥
হেন মত করিলাম বানরের অবস্থা।
কাটিলাম হের দেখ রঘুনাথের মাথা॥

তথা গেল বিদ্যুৎজিহ্বা শুন নিশাচর।
রামের ধনুকমুণ্ড আন সীতার গোচর॥
রামের ধনুকমুণ্ড সীতার
ঠাঞি লৈয়া যায়।
সেই মুণ্ড ধনু রাবণ সীতাকে দেখায়॥
সাঁধাইল বিদ্যুৎজিহ্বা সীতার আওয়াসে।
মুখেতে কাপড় দিয়া রাবণ রাজা হাসে॥
সেই ধনুকমুণ্ড রামের
দশনের জ্যোতি
নেহালিয়া সীতা দেবী চাহে লঘুগতি॥
হরি হরি প্রভু দশরথের কুমার।
কোন্ দৈবযোগে সাগর হইলা পার॥
এবে সে হইল প্রভু বড় আথান্তর।
এবে সে মরিলে প্রভু লঙ্কার ভিতর॥
জীবনের আশা ছাড়ি ভূমেতে লোটাও।
কলার বাগুড়ি যেন কাঁপে সর্ব্ব গাও॥
রামের ধনুকমুণ্ড করিয়া হৃদয়।
শোকেতে পাগলী সীতা গড়াগড়ি যায়॥
দেবতার নাথ তুমি সীতার জীবন।
অকালে বিদেশে হৈল তোমার মরণ॥
আপদ পড়িলে গোসাঞি সহোদর ছাড়ে।
বানর ভল্লুক লৈয়া লক্ষ্মণ দেশে লড়ে॥
দেশে গেল লক্ষ্মণ বীর এড়াইয়া সলি।
বিদেশে রাক্ষসের ঠাঞি দিয়া গেল ডালি॥
শুনিয়া তোমার মাতা তেজিবে জীবন।
তোমার মরণে মরিবেক যত পুরীজন॥
বাপের দুলাল তুমি রূপের মুরারি।
কোন্ ছার স্ত্রীর লাগ্যা
রাক্ষসের হাথে মরি॥
আমার তরে পোহাইল আজিকার রাতি।
অভাগিনী সীতা আমি হারাইলু পতি॥
দারুণ শ্বশুর তিহোঁ হইলা পাগলি।
স্ত্রীর লাগি পুত্রকে পরাল্যা
গাছের বাকলি॥
মোর প্রাণ রঘুনাথ সধর্ম্ম আশ্রয়।
সেই বাপ দেখিতে তুমি চলিলা নিশ্চয়॥
দেবতার সার গোসাঞি আমার জীবন।
রাক্ষসের হাথে হৈল তোমার মরণ॥
প্রভুর ধনুকখান মায়ামুণ্ড দেখি।
দেখ্যা মূর্চ্ছিত হৈলা সীতা চন্দ্রমুখী॥
ত্রিভুবন কম্পমান ধনুষ্টঙ্কারে।
বিদেশে আইলা প্রভু মারিলা নিশাচরে॥

ব্রহ্মা কহিতে নারে তোমার গুণগ্রাম।
সর্ব্বগুণে সম্মত ঠাকুর শ্রীরাম॥
তোমার প্রাণ তেয়াগিল শুনি এমত বাণী।
আঁটকুড়ি হইল কৌশল্যা ঠাকুরানী॥
সেই নাক কান প্রভুর শরীরের জ্যোতি।
আপদ করিলা গোসাঞি বুদ্ধি গেল কথি॥
কোথা হৈতে কেকয়ী দুঃখ
দিলেক শ্বশুরে।
সেই লাগি বনে আইলা চৌদ্দ বৎসরে॥
অনাথের নাথ রাম বান্ধবশরণ।
বিদেশে অকালে প্রভু তোমার মরণ॥
রাজ্যনাশ বনে বাস স্ত্রী নিলেক আনে।
কোন্ বিধি বিড়ম্বিল রাম হেন জনে॥
যে রাক্ষসের হাথে প্রভু আমার হরণ।
সে রাক্ষসের হাথে হৈল তোমার মরণ॥
আমাকে লইয়া যাও করিয়া সংহতি।
আমা লাগিয়া প্রাণ গেল দৈবের গতি॥
পূর্ব্বে সত্য করিলা প্রভু বিবাহের কালে।
সীতাসঙ্গ ছাড়া না হইবে এক বেলে॥
কভু নাহি লড়ে প্রভু তোমার বচন।
আমি অভাগিনীর দুঃখ না যায় খণ্ডন॥
স্বামীর আগে যেই মরে সেই পুণ্যবতী।
অভাগিনী সীতা আমি হারাইলু পতি॥
বিক্রমে সাগর প্রভু বুদ্ধে বৃহস্পতি।
তোমাকে পরাণে মারে কাহার শকতি॥
বাপের দুলাল প্রভু রূপের মুরারি।
তোমা বিনে শ্বশুর তোমার না
জিবে দিনা চারি॥
ধর্ম্মে ধার্ম্মিক প্রভু ভকত বৎসল।
সেই বাপ দেখিতে তুমি চলিলা নিশ্চল॥
দুই কুলে কেহো নাহি স্বামী সুখে সুখী।
কোন্ দেশে গেলা প্রভু আমাকে উপেক্ষি॥
শরীর ভাসিল মোর নয়নের জলে।
কোনখানে শরীর লোটায় ভূমিতলে॥
অকারণে আছ রাবণ মিথ্যা প্রতিআশে।
গলায় কাঁটা বিঁদিয়া যাব রামের পাশে॥
যে খাণ্ডায় প্রভুরে তুমি করিলা দুইখান।
সেই খাণ্ডায় কাটিয়া লহ আমার পরাণ॥
পরপুরুষ আমি না দেখি সপনে।
এখনি ছাড়িব প্রাণ শ্রীরাম স্মরণে॥
কাতর হইয়া সীতা কাঁদে সকরুণ ভাষে।
মুখেতে কাপড় দিয়া রাবণ রাজা হাসে॥

কাঁদিতে কাঁদিতে সীতা ছাড়িল নিশ্বাস।
লঙ্কাকাণ্ডে সীতার বিষাদ গাইল কৃত্তিবাস॥

রাম জয় করিয়া বানর ছাড়ে সিংহনাদ।
রামের মন্দ করিতে তার পড়িল প্রমাদ॥
কটকের মহারোল সীতা দেবী শুনি।
ধনুকমুণ্ড লৈয়া রাবণ পলায় আপনি॥
বানরের পদভরে কাঁপে লঙ্কাপুরী।
মনেতে বিস্ময় ভাবে সীতা তো সুন্দরী॥
অশেষ প্রকারে মায়া ধরে দশানন।
মিথ্যা কহিয়া কাঁদায় বুঝিতে মোর মন॥
রঘুনাথের আপদ নাহি মনে হেন বাসি।
ডাক দিয়া আনিল সীতা সরমা রাক্ষসী॥
সরমা দেখিয়া সীতা উঠিলা ত্বরিত।
হাথে ধরি সীতা তারে বসিল পীরিত।
সীতা বলেন সুন হের প্রাণের বুহিনী।*
তোমার আশ্বাসে মোর আছয়ে পরাণি॥
এতক্ষণ মরিতাম আনল প্রবেশে।
প্রাণ রাখ্যাছি আমি তোমার
বাক্যের আশ্বাসে॥
বাপ কুলে শ্বশুর কুলে
কেহো নাহি রঙ্কি।
আমা চ্ছার জনমে নে কুলের কলঙ্কী॥
আমা হেন নাহি এমন কুলের যুবতী।
রাক্ষসের হাথে মোর এতেক দুর্গতি॥
বিষ খায়্যা মরিব আমি
অগ্নিতে দিব ঝাপ।
রাবণ দেখিয়া উঠে থরহরি কাঁপ॥
দশ পাঁচে খাই যদি একধার পানি।
রাবণ দেখিলে রক্ত সুখায় ততক্ষণি॥
নাহি বন্ধু বান্ধব সাক্ষাৎ সহোদর।
রাত্রিদিন থাকি আমি রাক্ষস ভিতর॥
বন্ধু বান্ধব নাহি যে করয়ে স্মরণ।
পাজর শেষ হইল মোর নিকট মরণ॥
কোন্ কার্য্যে জিব আমি
মুণ্ডে পড়ুক বাজ।
অগ্নিকুণ্ডে মরিব গিয়া যাউক মোর লাজ॥
সরমা বলেন অগ্নি সাধহ কিসেরে।
ধূলায় ধূসর তুমি কাঁদ কার তরে॥
গায়ের ধূলা ঝাড় তুমি মাথার বাঁধ চুলি।
রাক্ষসের মায়ায় তুমি হৈয়াছ ব্যাকুলি॥

তোমার দুঃখে নিদ্রা মোর নাহি রাত্রি দিনে
তোমার কুশল চিন্তি আমি অনুক্ষণে॥
ফুলের বাড়িতে লুকাইয়া মন্ত্রণা সভ শুনি।
মায়ামুণ্ড সাজাইয়াছে আমি তত্ত্ব জানি॥
রামের রণ সহিতে না পারে রাবণ।
তোমার প্রভু ভাল আছে স্থির কর মন॥
চারিভিতে বানর সভ শিওরে প্রহরী।
কটকের মাঝে রাম কার বাপে মারি॥
রাম লক্ষ্মণ আছেন সকল বানর।
বানরের সিংহনাদে রাক্ষস ফাঁফর॥
সীতা বলেন এথা হৈতে পালাল রাবণ।
জানিয়া আইস রাজা কি করে এখন॥
কদাচিৎ রাবণের মনে যদি ইহা আইসে।
আমা লৈয়া দেউক নিয়া রঘুনাথের পাশে॥
আমার বচনে তুমি চলহ সত্বর।
পাত্রমিত্র লৈয়া যথা আছে লঙ্কেশ্বর॥
হেথা হৈতে গিয়া রাবণ কি করে মন্ত্রণা।
রঘুনাথের উপরে কেমনে দিবে হানা॥
ত্রিভুবন মিলিয়া যদি করয়ে সংগ্রাম।
তথাপি জিনিতে নারে ঠাকুর শ্রীরাম॥
স্বরূপে শ্রীরাম যদি পায়্যাছেন রক্ষা।
প্রাণ রাখিলাম বুহিনী তোমার অপেক্ষা॥
আজ্ঞা পায়্যা সরমা চল্যা গেল পাখে।
রাবণের কাছে গেল কেহো নাহি দেখে॥
রাবণ বলে মন্ত্রী সভ যুক্তি কর সার।
রাম কটক লইয়া সাগর হইল পার॥
মন্ত্রী বলে সীতা দিলে পাবে অপমান।
আপনি যুঝিয়া রামের বধহ পরাণ॥
তুমি যদি আপনি রাজা করহ সংগ্রাম।
এক বাণে মারিতে পার কত কোটি রাম॥
এতেক শুনিয়া বলে রাবণের মাতা বুড়ি।
পুত্রেরে বলেন তবে দুই হাথ যুড়ি॥
পুত্রের আপদ দেখি মায়ের পরাণ।
লজ্জা তেয়াগিয়া বুড়ি বলে আগুয়ান॥
অভিমান করিয়া সীতা রাখিলা ব্রহ্মবরে।
পাত্রমিত্র তোমাকে কেহো নাহি কহে ডরে॥
কুমন্ত্রী লইয়া রাজা তোমার মন্ত্রণা।
ইহা সভার যুক্তিতে তুমি হারাইবে আপনা॥
চৌদ্দ হাজার রাক্ষস মারে তার সনে বাদ।
দেখিয়া না দেখ পুত্র এতেক প্রমাদ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব নহে মনুষ্য জাতি।
কত বড় দেখ তুমি সীতা রূপবতী॥
দেবদানব কন্যা বিচিত্র নির্ম্মাণ।
তা সভার সমান নহে সীতার বাখান॥
তিরাশী কোটি আনিয়াছ স্বর্গবিদ্যাধরী।
তা সভার সমান নহে জনককুমারী॥
দৈব কারণে তুমি না দেখ বিপরীত।
এত স্ত্রী থাকিতে সীতায়
মজ্যা গেল চিত॥
সীতার লাগিয়া সবংশে মজিবা দশানন।
সীতা দিয়া পৈশ গিয়া রামের শরণ॥
ত্রিভুবন জিনিয়া বাছা তোমার সম্বাদ।
আপনা আপনি বাপু পাড়িলা প্রমাদ॥
ধনজনে বন্দী কৈলে আপন ভাণ্ডার।
কোঙর ভাগ মরিবেক দেব অবতার॥
পাত্রমিত্র মরিবেক সভ রাজ্য খণ্ড।
দেখিয়া না দেখ পুত্র এমত পাষণ্ড॥
গাছের বাকল পরিধান বেড়ায় বনের ডালে।
এতেক বানর বশ করিল পুণ্যবলে॥
কি কাজে রামের সীতা করিলা হরণ।
দেখিয়া না দেখ পুত্র সাগববন্ধন॥
এতেক বানরের তবে শুন্যাছ কাহিনী।
লঙ্কার স্ত্রীপুরুষ ছাড়িল অন্নপাণি॥
লঙ্কা পোড়ায়্যা রাক্ষস মার্য্যা গেল হনুমান।
ত্রিভুবনে বীর নাহি রামের সমান॥
রামের গুণে সহায় হৈল বনের বানর।
তোমার গুণে ঘরে বৈরী হইল সহোদর॥
তোমা ছাড়িয়া বিভীষণ রামে গিয়া ভজে।
লঙ্কাপুরী নষ্ট হইল বিভীষণের কাজে॥
সীতা রামে দিলে বাপু লঙ্কা নাহি মজে।
বংশরক্ষা করহ রাবণ মহারাজে॥*
ঘরের বার্ত্তা তোমার বৈরী নাহি জানে।
লঙ্কাপুরী মজাইল ধার্ম্মিক বিভীষণে॥
রামের সীতা রামে দিলে নির্ভয় বাসি।
তে কারণে আমি বাপু তোমাকে বেউসি॥
মায়ের কথা শুন্যা রাবণ
কোপাগ্নিতে জ্বলে।
ডরাইল ডরে বুড়ি থরহরি হেলে॥
কুড়ি পাটী দশন করয়ে কড়মড়ি।
ত্রাসিত হইয়া বুড়ি পলায় গুড়িগুড়ি॥
কথ দূরে গিয়া বুড়ি পাছু পানে চায়।
কোপেতে আসিয়া পাছে কাটে আপনায়॥
তরাতরি পলায় বুড়ি লইয়া পরাণ।
কৃত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরাণ॥

ব্রহ্মা নারায়ণ আর পঞ্চানন
এই তিন দেব একরূপ।
দেব মহেশ্বর সেবকে দেয় বর
বর পাইয়া হয় ভূপ॥
জয় জয় মহাদেবে ত্রিভুবন যারে সেবে
জয় জয় সংহারকারণ।
দানব দলিয়া দেব উদ্ধারিয়া
নাম ধরে ত্রিলোচন॥
হেন শঙ্কর সেবি নিরন্তর
কারো নাহি মোর ডর।
রাম নর জাতি নিল তার সাথী
বানরে কিবা মোর ডর॥
কঠোর করিয়া ব্রহ্মা আরাধিয়া
মনোনীত বর পাইল।
পর্ব্বত পরশে ভক্ষ্য আইল বাসে
মনোরথ আজি পূর্ণ হৈল॥*
শুন মন্ত্রিগণ আমার বচন
কারো না করিহ শঙ্কা।
নাম দশানন জানে দেবগণ
দুর্জ্জয় পুরী সে লঙ্কা॥
শুনিয়া বচন কহে মন্ত্রিগণ
কর নিজে বীরপণা।
বানর বাঁধিল সেতু আপন মরণ হেতু
একে একে করহ মন্ত্রণা॥
মন্ত্রিগণের উত্তর শুনে লঙ্কেশ্বর
বলিতে লাগিল বাণী।
সীতা জনকনন্দিনী শ্রীরামের ঘরণী
তাকে ভালমতে জানি॥
পাত্র কৈলা যোড় হাথ শুন রাক্ষসের নাথ
যত বৈলা মোরা সভ বুঝি।
বানরে বাঁধিল সেতু তোমার মরণ হেতু
চল প্রভু রামে গিয়া ভজি॥
বলে যত বৃদ্ধগণ শুন অহে দশানন
পূর্ব্বে আমরা সভ শুনি।
বালি রাজা ছিল তোমায় যে ডুবাইল
তারে নিপাতিল রঘুমণি॥
চক্রে দানব কাটে ত্রিভুবন নাহি আঁটে
এই রাম দেব ভগবান।
বাহু তার আজানু ভাঙ্গিল হরের ধনু
এবে লঙ্কা করিবে পয়ান॥

জানকীর পতি গতি আন তার নহে মতি
নাচাড়ি রচিল কৃত্তিবাস।
যে শুনে রাম নাম পূর্ণ হয় তার কাম
অন্তে হয় তার স্বর্গবাস॥

সভাকার বোল যদি হইল অবসান।
হেনকালে যোড় হাথে বলে মাল্যবান॥
মাতামহের ভাই সে মায়ের হয় খুড়া।
অশেষ প্রকারে বুঝায় মাল্যবান বুড়া॥
আপনার বল রাজা জানহ আপনে।
চৌদ্দ হাজার রাক্ষস রাম মারে এক বাণে॥
খর দূষণ মারিল রাম বালি বানর।
মনুষ্য নহেন রাম দেব গদাধর॥
সেতু বাঁধিয়া রাম বানরে কৈল পার।
বানর আসিয়া লঙ্কা করিবে ছারখার॥
উপবাস করিলেন কমললোচন।
পরশন করি সিন্ধু করিল বন্ধন॥
স্বর্গমর্ত্য পাতাল জিনিলা ত্রিভুবন।
তোমাকে জিনিতে আইলা দেব নারায়ণ॥
বিচারে পণ্ডিত তুমি নানা গুণে গুণবান।
ত্রৈলোক্যের নাথ আইলা লঙ্কার ভুবন॥
যার সেবক হনুমান বীর অবতার।
হেন রামের ঠাঞি তোমার
নাহিক নিস্তার॥
যত যত রাজা আছে চন্দ্রসূর্য্য কুলে।
কারো বোলে গাছ পাথর না ভাসিল জলে॥
হেন রামের সনে যুদ্ধ না হয় উচিত।
সীতা দিয়া রামের সনে তুমি কর মিত॥
রামের বিক্রম শুনি লাগিল তরাস।
তাহার বিক্রমে রাজা রাক্ষস বিনাশ॥
অহঙ্কার ছাড় তুমি রাজ্যের চিন্ত হিত।
আপনার রাজ্যে রাজা না দেখ বিপরীত॥
গরুর পেটে গাধা জন্মে নকুলে ইন্দুর।
হস্তী বিরাল প্রসবে শৃগাল কুক্কুর॥
হাথী ভোগ ছাড়িলেক
ঘোড়া ছাড়িলেক ঘাস।
ক্রন্দনের ধারাতে ডুবিল দুই পাশ॥
দশ পাঁচ ঘোড়া যদি খাইতে করে সাধ।
অল্প আহার করে বিস্তর করে নাদ॥
বিপরীত শব্দ করে বড় বড় পাখি।
রাত্রিতে নিদ্রা নাহি হয় কুস্বপ্ন দেখি॥

বিপরীত বাত বহে সূর্য্যে নহে খরা।*
বিনি মেঘে রক্ত বৃষ্টি বহে রক্তধারা॥
*কৃষ্ণবর্ণ নারী এক দেখিতে বিকট।
সন্ধ্যাকালে উকি পাড়ে দুআর নিকট॥*
শব্দ করিয়া ধূলায় বেড়ায় আগুনি।
স্ত্রীবশ হইলে রাজা বৈরী নাহি চিনি॥
বিস্তর যজ্ঞ ভ্রষ্ট করিলা শাপ দিল ঋষি।
তপে প্রমাদ পড়ে হইল পাপরাশি॥
শ্রীরামের বাণে যদি পারে অব্যাহতি।*
সীতা দিয়া রাম সনে করহ পীরিতি॥
কোপবান হইল তবে লঙ্কার ঈশ্বর।
দশ মুখ হইল তবে অগ্নির সোঁসর॥
এতেক বলিল বুড়া মনের অনুতাপে।
বুড়ার বচনে রাবণ রাজা থরথর কাঁপে॥
গোটা দুই বানরের দেখিয়া বীর দাপ।
তাহা দেখিয়া বুড়ার হৈল থরহরি কাঁপ॥
ত্রিভুবনে আছে যত বীর বড়ি বড়ি।
কোন্ বীর না জিনি বল হাথে লৈয়া খড়ি॥
লক্ষ্মণ ভাই তার কিসের বাখান।
কোন্ বীর জিনিয়াছে কত পরমাণ॥
গোটা দুই রাক্ষস মারিয়া রাম বড় গুণী।
তা শুনিয়া রাক্ষস সভ ছাড়ে অন্নপাণি॥
রাজ্য তেজি বাকল পরে শিরে ধরে জটা।
দেবদানব সখা নাহি মানুষের বেটা॥
চিন্তিয়া দেখহ বানর রাক্ষসের আহার।
তার সেবা করিব আমি এ কোন্ ব্যভার॥
ত্রিভুবন জিনিলু আমি আপন পৌরুষে।
আমি ছোট হৈলাম রাম বড় হইল কিসে॥
হাথে পায় শঙ্খপদ্ম লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী।
হেন সীতা রামে দিব এ বড় খেয়াতি॥
সেনাপতি ভাগ মোর অতি খরসান।
দেব দানব গন্ধর্ব জারে নাহি ধরে টান॥
কোঙর ভাগ আছে মোর দেব অবতার।
যান সনে যুঝিবেক তার নাহিক নিস্তার॥
ইন্দ্রজিৎ পুত্র মোর যবে বাণ এড়ে।
তাহাকে তো না মারিয়া বাণ নাহি বাহড়ে॥
আজি যদি কুম্ভকর্ণের হয় জাগরণ।
ভক্ষণ পায়্যা খায়্যা বেড়ায় বানরগণ॥
আশী হাজার মণ লোহা যার জাঠায় লাগে।
কোন্ বীর যুঝিবেক কুম্ভকর্ণের আগে॥
যাহার উদ্দেশে এড়ে লোহার মুষল।
কভু ব্যর্থ না যায় সে যায় রসাতল॥
আজি যদি কুম্ভকর্ণ বানর সভ দেখে।
লক্ষ লক্ষ বানর ধরিয়া দেয় মুখে॥
খরসান অস্ত্র তার ধরিয়া আপনি।
ব্রহ্ম অস্ত্রের তেজে আমি ত্রিভুবন জিনি॥
এক লক্ষ রাম যদি সাগরে হয় পার।
তথাপি আমার বাণে নাহিক নিস্তার॥
মরিবার তরে যত বানর কটক আইসে।
কৌতুক দেখিও মারিব চক্ষের নিমিষে॥
অকারণে বুড়া তোর পাকিল মাথার কেশ।
ভয় জন্মাইতে আইলি পায়্যা উপদেশ॥
মানুষ বেটা দেখিয়া তোর এত বড় ডর।
যুঝিতে না পার পলাইয়া যাহ ঘর॥
বড় বাপ হইল বেটা মাতামহের ভাই।
সেই সে কারণে বেটা
বাচিলি আমার ঠাঞি॥
কালান্তক যম যেন বসিল রাবণ।
ডরে মাল্যবানের তবে উঠিল জীবন॥
কৃত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরাণ।
লঙ্কাকাণ্ডে মাল্যবানের কথা উপাখ্যান॥

কোপে দশমুখ হৈল জ্বলন্ত অঙ্গরা।
কুড়ি চক্ষু ফিরায় যেন আকাশের তারা॥
কোপিল রাবণ রাজা দেখিতে ভয়ঙ্কর।
মুখে ধূলা উড়ে মাল্যবানের হইল ডর॥
প্রহস্ত বলেন রাজা কারে তোমার ডর।
আজ্ঞা কর বিপক্ষে পাঠাই যমঘর॥
রাবণ বলে মামা তুমি মুখ্য সেনাপতি।
ত্রিভুবন জিনিতে পার আপন শকতি॥
আপন কটক লহ রণেতে যুঝার।
প্রাণপণে রাখ গিয়া পূর্ব্ব দুয়ার॥
পূর্ব্ব দুয়ারে প্রবেশ যেন না হয় বানর।
হস্তী ঘোড়া কটক লৈয়া চলহ সত্বর॥
ইন্দ্রজিৎ বলি বাপু তুমি যুবরাজ।
বানর কটক জিনিবে তুমি
ইহা কোন্ কাজ॥
বাছিয়া কটক লহ রণেতে যুঝার।
সাবধানে রাখ গিয়া দক্ষিণ দুয়ার॥
পশ্চিম দুয়ার রাখ ভাই মহোদর।
মহাপাশ ভাই যাহ তাহার দোসর॥
মধ্য লঙ্কা রাখিয়া থাকুক শুক সারণ।
উত্তর দুয়ারে আমি আপনি করিব রণ॥

অস্ত্রের ঝনঝনি খাণ্ডার তিকি তিকি।
আগুসার হৈয়া ধায় যুঝার ধানুকি॥
মহারণে যায় যেন সমুদ্রের পানি।
চারি দ্বারে বাদ্য বাজে তেরো অক্ষৌহিণী॥
সকল কটক চলিল রণেতে যুঝার।
আপন আপন থানায় গেল যার যে দুয়ার॥
প্রহস্ত সেনাপতি গেল পূর্ব্ব দুয়ার।
সাত অক্ষৌহিণী ঠাট নানা অস্ত্রধর॥
দক্ষিণ দুয়ারে গেল ইন্দ্রজিতের কটক।
দেব দানব গন্ধর্ব্বের লাগিল চমক॥
দক্ষিণ দুয়ারে হইল ইন্দ্রজিতের থানা।
পঞ্চাশ অক্ষৌহিণী তার সঙ্গে নিজ সেনা॥
পশ্চিম দুয়ারে মহোদর মহাপাশ।
ছয় অক্ষৌহিণী সেনা দেখ্যা
লাগে মহাত্রাস॥
উত্তর দুয়ারে আপনি চলিল দশানন।
সত্তরি অক্ষৌহিণী সেনা তাহার ভিড়ন॥
মধ্য লঙ্কা রাখিবেক শুক আর সারণ।
লেখাজোখা নাহি সঙ্গে কত সেনাগণ॥
এতেক দেখিয়া সরমা চলিলা সত্বর।
উপনীত হৈলা গিয়া সীতার গোচর॥
তোমা লাগি রাবণেরে কহিলু বিস্তর।
সীতা লৈয়া দেহ রাজা রামের গোচর॥
মায়ের বচন রাজা না শুনিল কানে।
তোমা দিতে বলিলেক বুড়া মাল্যবানে।
কারো বোল না শুনিল যুদ্ধ কৈল সার।
বিনা যুদ্ধে সীতা তোমার নাহিক উদ্ধার॥
মিছা কহিল রাবণ রাজা না হয় সংগ্রাম।
কুশলে আছেন তোমার ঠাকুর শ্রীরাম॥
অকারণে সীতা তুমি আছ প্রতিআশে।
তোমায় দিতে রাবণের মনে নাহি আইসে॥
আমার বচন তুমি শুন উপদেশ।
অগ্নিপ্রবেশ নাহি কর
দেহে নাহি দেও ক্লেশ॥
এখন আইলা রাম সাগরের কূলে।
পার হৈয়া লঙ্কাপুরী বেড়ে কপিবলে॥
রাম লক্ষ্মণ জিনিবারে না পারে রাবণ।
অবশ্য জিনিবে লঙ্কা কমললোচন॥
বিস্তর দুঃখ গেল তোমার অল্পমাত্র আছে।
শোকাকুল হৈয়া সীতা মর্যা থাক পাছে॥
হৃদয়ে প্রত্যয় কর মন কর স্থির।
দিন দুই তিন গেলে দেখিবে রঘুবীর॥
ক্রন্দন সম্বর তুমি তেজ অভিমান।*
অল্পদিনে যাবে তুমি রঘুনাথের স্থান॥
কৃত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরাণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল গীত অমৃত সমান॥

পোহাইতে আছে রাত্রি প্রহরেক দেড়।
হেনকালে বানর কটক লঙ্কা কৈল বেড়॥
লঙ্কাপুরী নিদ্রা যায় কেহো নাহি জাগে।
চারি দ্বারে চাপিয়া বানর কটক লাগে॥
নিঃশব্দ হইয়াছে পুরী কারো নাহি সাড়া।
চারি দ্বারে বানর উঠে যেমত পিঁপিড়া॥
নল নীল উঠে আগে দুই সেনাপতি।
যাহা হইতে হইবেক লঙ্কার দুর্গতি॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র উঠে বানর এক যোড়ে।
গড়ের উপর গিয়া দুই বীর উঠে॥
গয় গবাক্ষ উঠে সহোদর পঞ্চ ভাই।
যাহার কটক চলিলে ওর নাহি পাই॥
উত্তরের সেনাপতি নাম শতবলি।
সমুদ্রের ঢেউ যেন কটকের কলকলি॥
ধুম্র ধুম্রাক্ষ উঠে সুগ্রীবের দুই শালা।
এক চাপে উঠে বানর যেন মেঘমালা॥
যার নামে রাক্ষসের উড়য়ে পরাণ।
পবননন্দন উঠে বীর হনুমান॥
অঙ্গদ যুবরাজ উঠে বালির নন্দন।
যে বালির নামেতে কাঁপে রাজা দশানন॥
ইন্দ্রজাল দধিগান কুমুদ উঠে রড়ে।*
বীরভাগ উঠে যত সেই লঙ্কার গড়ে॥
তার পাছে উঠে যত বানর কেশরী।
তাহার কটকে সভ বেড়ে লঙ্কাপুরী॥
বীরভাগ উঠে হাথে পর্ব্বতের চূড়া।
তাহার পশ্চাতে উঠে জাম্বুবান বুড়া॥
সুগ্রীবের কটক উঠে অতি যে প্রচুর।
সুষেণ বেজ উঠে রাজার শ্বশুর॥
তাহার পশ্চাতে উঠে রাক্ষস বিভীষণ।
বিস্তর সেনাপতি নাহি সঙ্গে পাঁচজন॥
তাহার পশ্চাতে উঠে সুগ্রীবের সখা।
তার পাছে কটক উঠে করিতে নারি লেখা॥
ডাহিনে সুগ্রীব মৈত্র বামে সহোদর।
লঙ্কা প্রবেশিলা রাম দেব গদাধর॥
চতুর্দ্দিগ চাপিয়া আইল বানর মহাবল।*
টলমল করে লঙ্কা যায় রসাতল॥

রাত্রি প্রভাত হইল অতি বিহান বেলা
চতুর্দ্দিগ চাপিয়া হইল বানরের মেলা॥
বলবন্ত বানর সভ ময়মত্ত মাতা।
ফ্লফলের কার্য্য থাকুক না রহিল পাতা॥
দেবপুত্র বানর সভ লাফে মহাবীর।
লাফে লাফে ভাঙ্গে সভ সোনার পাঁচীর॥
ভিতরে সোনার পাঁচীর
বাহিরে লোহার গড়।
গগনমণ্ডলে লাগে পাঁচীরের চূড়॥
গড়ের উপরে কোঠা শোভে সারি সারি।
দেব দানবের শক্তি লখিতে নাহি পারি॥
গড়ের উপর আছে রাক্ষস থরে থর।
কটকের রোল শুনি গড়ের উপর॥
কোন্ দ্বারে কোন্ বীর নিশ্চয় না জানি।
বার্ত্তা জানিবারে বীর করে কানাকানি॥
রাম বলেন বিভীষণ শুনহ উত্তর।
লঙ্কার ভিতরে মিতা পাঠায়্যা দেহ চর॥
রামের আজ্ঞায় বিভীষণ মহামতি।
আপন রাক্ষস ডাকে চারি মুরতি॥
নল আনল ভীম রাক্ষস সম্পাতি।
পক্ষ হৈয়া লঙ্কায় গেল চারি ব্যক্তি॥
পক্ষ হৈয়া লঙ্কায় প্রবেশি চারিজনে।
বার্ত্তা উদ্ধারিয়া নিল
কেহো নাহি জানে॥
যোড় হাথে বার্ত্তা কহে রাজার গোচরে।
যে চারি সেনাপতি দিল চারি দ্বারে॥
পূর্ব্ব দ্বার রাখে প্রহস্ত সেনাপতি।
দক্ষিণ দ্বার রাখে ইন্দ্রজিৎ মহামতি॥
মহোদর মহাপাশ পশ্চিম দ্বার রাখে।
উত্তর দুয়ারে রাবণ সৈন্য লাখে লাখে॥
সকল বৃত্তান্ত রাম শুনিল চর মুখে।
বিরূপাক্ষ শুক সারণ মধ্য লঙ্কা রাখে॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুশীতল।
দ্বারে দ্বারে কটক বাঁধে সুগ্রীব মহাবল॥

রাম বলেন সুগ্রীব তুমি হও মোর মিত।
তোমা বিনে আর আমার কে করিবে হিত॥
যেমতে অনাথা সীতার হয় সে উদ্ধার।
আমি কি বলিব মিতা সভ তোমার ভার॥
রঘুনাথের স্থানে সুগ্রীব লৈয়া অনুমতি।
চারি দ্বারে কটক চাহে সুগ্রীব মহামতি॥
নল নীল বলিয়া রাজা ডাকে উচ্চ রায়।
একা বলিতে তারে শত লোক ধায়॥
ততক্ষণে নীল বীর ধায়্যা আগুসরে।
রাজ ব্যবহারে আসি প্রণিপাত করে॥
রাজা বলে তুমি মোর প্রধান সেনাপতি।
লঙ্কা জিনিতে পার আপন শকতি॥
বানরের পেটে জন্ম হইল দেবগণ।
মহাতেজ ধর তুমি অগ্নির নন্দন॥
রঘুনাথবংশচূড়ামণি রামের কর হিত।
আপন মহিমা তুমি করহ বিদিত॥
আপন কটক বুঝ্যা লহ রণেতে যুঝার।
সাবধানে রাখ গিয়া পূর্ব্ব দুয়ার॥
পূর্ব্ব দুয়ারে নীল বীর
তোমার হৈবে থানা।
সে দিগে রাক্ষস যেন না করে আনাগনা॥
মাথা লোঙাইয়া নীল বীর হয় বিদায়।
আপন কটক লৈয়া
পূর্ব্ব দুয়ারেতে যায়॥
চলিল নীলের সেনা ধূলায় অন্ধকার।
মারমার করিয়া যায় পূর্ব্ব দুয়ার॥
নীল বীরের কটক সভ বাছের বাছ।
এক হাথে পর্ব্বত নিল আর হাথে গাছ॥
পূর্ব্বে দুয়ারে বানর সভ করে কিলকিল।
ত্রাস পায়্যা রাক্ষস সভ কপাটে দেয় খিল॥
পূর্ব্বে দুয়ারে নীল বীর গেল যে ত্বরিত।
পূর্ব্ব দ্বারে নীল গেল সুগ্রীব পিরীত॥
নীল পূর্ব্বদ্বার দিয়া অঙ্গদে হাঁকারে।
বালির নন্দন আসি শিব নাম করে॥
সুগ্রীব বলেন অঙ্গদ তুমি যুবরাজ।
তোমার বোলে উঠে বৈসে বানর সমাজ॥
এতকাল পুসিলাম তোমা হাথীর ভোগে।
এখন দেখিব বিক্রম রাক্ষসের লাগে॥
বাছিয়া কটক লহ রণেতে প্রবীণ।
সাবধানে রাখ গিয়া দুয়ার দক্ষিণ॥
সঙ্গে সহস্র বানর লৈয়া পরিবার।
সাবধানে রাখ গিয়া দক্ষিণ দুয়ার॥
মাথা লোঙাইয়া অঙ্গদ বীর পাছু যায়।
আপন কটক লৈয়া দক্ষিণ দুয়ার যায়॥
চলিল অঙ্গদের ঠাট ধূলায় অন্ধকার।
মার মার করিয়া গেল দক্ষিণ দুয়ার॥
দক্ষিণ দুয়ারে বানর করে কিল কিল।
ত্রাস পায়্যা রাক্ষস দুয়ারে দেয় খিল॥

দুই দ্বারে রহিল ঠাট পলাইতে নারি।
উত্তর দুয়ারে রহিল বানর অধিকারী॥*
পশ্চিম দুয়ারে রৈলা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
চারি রাক্ষস সঙ্গেতে রহিলা বিভীষণ॥
পূর্ব্বে নীল পাঠাইয়া না হয় প্রতীত।
ডাক দিয়া কুমুদেরে আনিল ত্বরিত॥
তোমাকে বলিয়ে কুমুদ বানরের ঠাকুর।
তিন কোটি বৃন্দ বানর তোমার প্রচুর॥
সকল বানর লৈয়া পূর্ব্বদ্বারে চল।
নীলের কটকে গিয়া হও পক্ষবল॥
তোমা বিদ্যমানে যদি নীলের কটক ভাঙ্গে।
তার ভালমন্দ ফল তোমারে সে লাগে॥
সুগ্রীবের বচন না লঙ্ঘে কোনজন।
নীল বীরে পাছে হইল কুমুদের থান॥
দক্ষিণ দুয়ারে অঙ্গদ দিয়া না হয় প্রতীত।
মহেন্দ্র বীর বলিয়া ডাক দিলেক ত্বরিত॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র শুন সুষেণনন্দন।
আশী কোটি বানর দুই ভাইর ভিড়ন॥
আপন কটক লইয়া দক্ষিণ দ্বারে চল।
অঙ্গদের কটকে গিয়া হও পক্ষবল॥
তোমার বিদ্যমানে যদি অঙ্গদের কটক ভাঙ্গে।
তার ভালমন্দ ভাব তোমারে সে লাগে॥
সুগ্রীবের বচন লঙ্ঘিতে পারে কোন্ জনা।
অঙ্গদের পাছে হৈল দুই বীরের থানা॥
পশ্চিম দ্বারে হনুমানের না হয় প্রতীত।
সুষেণ শ্বশুরে রাজা ডাকিল ত্বরিত॥
তোমারে বলিয়ে শুন সুষেণ ঠাকুর।
তিন কোটি বৃন্দ বানর তোমার প্রচুর॥
পশ্চিম দুয়ারে তুমি করহ গমন।
সাবধানে রাখিবা তুমি শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
পশ্চিম দুয়ারে হনুমান দিয়াছে থানা।
তাহার দোসর হৈয়া রণে দিও হানা॥
তোমা বিদ্যমানে যদি হনুমান ভাগে।
তার ভালমন্দ ভাব তোমারে সে লাগে॥
শ্বশুর হৈলে মোর ঠাঞি নাহিক এড়ান।
ভঙ্গ দিয়া পলাইলে পাইবে অপমান॥
চলিল সুষেণ রাম রাজার উদ্দেশে।
চারি দ্বারের পাঁচালি রচিল কৃত্তিবাসে॥

উত্তর দ্বারে রাজা কারো না করে প্রতীত।
আপনি উত্তর দ্বারে চলিলা ত্বরিত॥
সাগরের পার সভ বানরের ঘর।
জাঙ্গাল বহিয়া পাছে পলায় বানর॥
ছত্রিশ কোটি বানর লৈয়া জম্বু সেনাপতি।
উত্তর দ্বারে রহিল বানর মহামতি॥
চারি দ্বারে রহিল যতেক বানরগণ।
পশ্চিম দ্বারে রহিলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
এই মতে বানর বেড়িল চারি পাশে।
শুনিয়া রাবণ রাজা পাইল তরাসে॥
রাজা বলে শুন তুমি সুষেণ শ্বশুর।
আপনি চারি দ্বারে তুমি দিবে তো ভাঙুর॥
রাক্ষসের সঙ্গে মোর হৈয়াছে বাদ।
রাক্ষস টুটিলে বানর পাইবে অবসাদ॥
যে দুয়ারে বানর কটক সভ টুটে।
বিস্তর বানর দিবে যুঝিতে যেন আঁটে॥
রাজা আজ্ঞায় সুষেণ গেলা চারি দিগে।
বিবরণ জানি কহে সুগ্রীবের আগে॥
আপনার থানায় সভ রহিল বানর।
যুঝিবার সাজ হাথে গাছ পাথর॥
যে দেখিলু যে শুনিলু কারো নাহি শঙ্কা।
হেন মনে লয় রাজা জয় হইল লঙ্কা॥
এত যদি কহিলেক সুষেণ শ্বশুর।
আপনি চলিল রাজা কটক ভাঙুর॥
যে দুয়ারে দেখে রাজা কটকের উন।
সে দুয়ারে কটক রাজ দেয় তো দ্বিগুণ॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র রহিল অঙ্গদের সংহতি।
নীলের সঙ্গে কুমুদ আর পনস সেনাপতি॥
দধিমুখ সুষেণ হনুমানের দোসর।
চারি দ্বারে সেনা রহিল একই সোসর॥
অধিক হইল যত চারি দ্বারের বাঁটে।
দ্বারে দ্বারে দিল রাজা বানর কোট্যে কোট্যে॥
গাছ পাথর আনিতে বানর সভ দক্ষ।
গাছ পাথর বহিয়া থুইল লক্ষ লক্ষ॥
প্রহরী করিয়া দিল রাজা বিভীষণ।
বেজ করিয়া দিল ধন্বন্তরি নন্দন॥
মন্ত্রী করিয়া দিল বীর জাম্বুবান।
ঔষধ আনিতে থুইল বীর হনুমান॥
যে দুয়ারে কটকের মহারোল শুনি।
সেই দুয়ারে সভে যাবে বৈরী যেন জিনি॥

চারি দ্বারে সুগ্রীব রাজা দিতেছে আশ্বাস।
চারি দ্বারের পাঁচালি রচিল কৃত্তিবাস॥

ধুয়া।
কি আর শমনের ভয় জপহুঁ রাম নাম।
শমনদমন বিষম রাবণ রাবণদলন রাম।

সুমেরু পর্ব্বত যেন লঙ্কার ভিতর।
তাহার উপরে বানর চড়িল সত্বর॥
গড়ের বাহিরে পর্ব্বত সত্তরি যোজন।
লঙ্কাপুরী দেখিতে চান কমললোচন॥
লঙ্কার নির্ম্মাণ রঘুনাথের আগে কহি।
লঙ্কার নির্ম্মাণ দেখিতে রাম সে পর্ব্বত বাহি॥
সুগ্রীব বিভীষণ আর যত সেনাপতি।
পর্ব্বত বাহেন সভ বিচিত্রিত গতি॥
পর্ব্বতে উঠিল সভে সত্তরি যোজন।
রাম লক্ষ্মণ উঠিলেন রঘুর নন্দন॥
পর্ব্বতে বসিলেন রাম লৈয়া সেনাপতি।
দশদিগ আলো করে লঙ্কার বসতি॥
গগনে পতাকা লাগে প্রতি ঘরের চালে।
সূর্য্যের কিরণ যেন জ্যোতি সে নিকলে॥
অমরনগর জিনি বিচিত্র গঠন।
পাত্রমন্ত্রীর ঘর সভ দেখায় বিভীষণ॥
কাঞ্চনে নির্ম্মিত হয় রাজার আয়তন।
বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত সে অপূর্ব্ব গঠন॥
বিচিত্র নির্ম্মাণ বন উপবন গাছ।
কৃত্রিম সে নদী বহে উপবনের পাছ॥
ফলফুল ধরে গাছে অতি মনোহর।
কাঞ্চনের কেতকী ফুল শোভিছে বিস্তর॥
তার মধ্যখানে শোভে রত্নময় ঘর।
স্ত্রীগণ লইয়া কেলি করে লঙ্কেশ্বর॥
পাত্রভাগ কোঙরভাগ যে ঘরে কেলি করে।
বিজুলির ছটা সেই ঘরের উপরে॥
সহস্র খামে দেখে রাজার দেওয়ান চৌতারা।
ঘরের উপরে শোভে সুবর্ণের বারা॥*
যতেক দেখিল লঙ্কা অদ্ভুত গঠনে।
সুবর্ণের খাম সভ রত্নসিংহাসনে॥
লঙ্কার রূপ দেখিয়া রামের হৈল হাস।
হেন লঙ্কাপুরী রাজা করিল বিনাশ॥
মূঢ় মূর্খ রাবণ রাজা মূর্খের সংহতি।
স্ত্রীচোরা রাজা এই লঙ্কার অধিপতি॥
পতিব্রতা হরে বেটা করে অনাচার।
রাবণের পাপে লঙ্কা হৈবেক সংহার॥
পাত্রমিত্র মরিবেক রাজার সেবনে।
কোঙরভাগ মরিবেক প্রথম যৌবনে॥
সধার্ম্মিক রাজা যদি বৈসে লঙ্কাপুরী।
অধার্ম্মিক থাকিলে লঙ্কা পাপে পুড়্যা মরি॥
হেন পুরী নষ্ট কৈল পাপিষ্ঠ রাবণ।
ধার্ম্মিক রাজা করিব রাক্ষস বিভীষণ॥
তবে তো শ্রীরাম নাম বৃথা আমি ধরি।
রাবণ মার্যা বিভীষণে রাজা নাহি করি॥*
ধার্ম্মিক বিভীষণ লঙ্কায় ভালো সাজে।
বিভীষণ রাজা যেন চারিযুগে পূজে॥
একেলা সুগ্রীব রাজা রামের আজ্ঞা পায়।
বানরের আজ্ঞা করে বসিয়া সভায়॥
লাফে লাফে বুলে বানর লঙ্কার ভিতর।
খাম উপাড়িয়া ফেলে চৌচালের ঘর॥
ডালে মূলে গাছ সভ উপাড়িয়া ফেলি।
রাক্ষসের মুণ্ড ছিণ্ডে টানিয়া মাথার চুলি॥
কনকলঙ্কা দেখিয়া তবে সুখী হৈলা রাম।
পুনঃ পুনঃ করেন রাম লঙ্কার বাখান॥
ধবলবরণ পাঁচীর যেন চৌতরা শালা।
রক্তবর্ণে পাঁচীর দেখ যেন গুঞ্জামালা॥
কাঞ্চন পাঁচীর যেন হরিতালের জ্যোতি।
কালিযা পাঁচীর যেন অন্ধকার রাতি॥
ঘর শোভা করে যত মণিমাণিক হীরা।
তার উপর শোভা করে মুকুতার ঝারা॥
বিচিত্র পতাকা সভ ঘরের উপর ওড়ে।
রাজার প্রজার ঘর কিছু নাহি লড়ে॥
সুনির্ম্মল জল শোভে দিঘি সরোবর।
কমল উৎপল শোভে গুঞ্জরে ভ্রমর॥
নানা বর্ণে পক্ষ সভ জলে করে কেলি।
কাঁচ চাল করিয়া ঘাট বাঁধিয়াছে তুলি॥*
অশোক কিংশুক আর চাপা নাগেশ্বর।
যাতি যূথী বকুল-দেখিতে মনোহর॥
কোকিল কুহর রব গুঞ্জরে ভ্রমর।
ময়ূর পেখম ধরে দেখিতে সুন্দর॥
চিত্রকূট পর্ব্বতে সেই অশেষ আকৃতি।
দিবা অন্ত হৈল আসি অন্ধকার রাতি॥

অন্ধকার রাত্রি হৈলে দৃষ্টি নাহি চলে।
চন্দ্রের উদয় হইল গগনমণ্ডলে॥
চাঁদের উদয় হইল নাশে অন্ধকার।
অধিক জ্যোতি হইল লঙ্কা দেখিতে সুসার॥
পর্ব্বত উপরে রাম ছিলা সেই রাতি।
প্রভাতে দেখিল লঙ্কা যেন অমরাবতী॥
সত্তরি যোজন সেই পর্ব্বত শিখর।
পক্ষ উড়িয়া যাইতে নারে তাহার উপর॥
দেব দানব গন্ধর্ব্ব কারো নাহি শঙ্কা।
অদ্ভুত নির্ম্মাণ সে কনকপুরী লঙ্কা॥
কাঞ্চন নির্ম্মিত ঘর রূপার দেয়াল।
সোনার নির্ম্মিত পাঁচীর রতনে
খচিত চারি চাল॥
শ্বেত পীত পাথর তাহাতে অনুবন্ধ।
বিচিত্র কর্যাছে পুরী রাজা দশস্কন্ধ॥
বজ্রসমান কেহো মারে মালসাট।
সোনার পাঁচীর ভাঙ্গে লোহার কপাট॥
লাফে লাফে বানর সভ করে উপহাস।
রাক্ষসে বিক্রম দেখাইয়া গেল রামের পাশ॥
কটক দেখিয়া ত্রাস পাইল রাক্ষস বলে।
সেনাগণ লৈয়া রাম নাবিলা ভূমিতলে॥
কৃত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরাণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল গীত অমৃতসমান॥

পঞ্চদিন কটকেতে নাহি হানাহানি।
রাম বলেন রাবণ রাজা যুদ্ধ না দেয় কেনি॥
বিভীষণ বলে গোসাঞি কর অবগতি।
দুই কটকের রোলে কাঁপে বসুমতী॥
বিপক্ষে বলিয়া রণে নাহি দেয় হানা।
বারতা জানিতে দূত পাঠাই একজনা॥
বিভীষণ বলে রাম মন্ত্রণা কর সার।
হনুমান মহাবীরে পড়িল হুঙ্কার॥
আইস বলি হনুমান পবননন্দন।
জানিয়া আইস তুমি কি করে রাবণ॥
হেন কালে উঠিয়া বলে মন্ত্রী জাম্বুবান।
একবার পাঠাইয়াছিলা বীর হনুমান॥
সেইজনে পুনর্ব্বার না পাঠাও
লঙ্কা ভিতরে।
হনুমান দেখিয়া কুপিবে লঙ্কেশ্বরে॥
মনে করিবে এই বানর আইসে বারে বার।
ইহা বহি রামের কটকে বীর নাহি আর॥

দক্ষিণ দুয়ারে আছে অঙ্গদের থানা।
অঙ্গদ আনিতে দূত পাঠাও একজনা॥
হনুমান হইতে অঙ্গদের নাম বড়।
অঙ্গদে পাঠাইয়া দেহ বলিবেক দড়॥
রাম বলেন অহে ব্যাস শুনহ উত্তর।
আমার ঠাঞি আন গিয়া বালির কোঙর॥
আজ্ঞা পায়্যা ব্যাস দূত চলিল সত্বর।
মাথা লোঙাইয়া কহে অঙ্গদ গোচর॥
দূত বলে শুন অঙ্গদ যুবরাজ।
রামের আজ্ঞায় আইস বানরসমাজ॥
অঙ্গদ বলেন থানা ভাঙ্গি যাব সর্ব্বজনে।
থানা রাখিয়া যাইব কি লয় তোমার মনে॥
থানা ভাঙ্গিতে নাহি বলেন কমললোচন।
একেশ্বর চল তুমি শ্রীরাম দরশন॥
দূতের সঙ্গে চলিলা অঙ্গদ যুবরাজ।
উত্তরিলা গিয়া বীর রামের সমাজ॥
নম্র হইয়া রামেরে প্রণাম করে।
যোড় হাথে সুগ্রীবেরে অঙ্গদ নমস্করে॥
বিভীষণ বলিল তবে বানরনন্দন।
প্রধান বানর সনে করিল আলিঙ্গন॥
রাম বলেন অঙ্গদ তুমি বলে মহাবলী।
রাবণ রাজারে তুমি পাড়্যা আইস গালি॥
অঙ্গদ বলে রঘুনাথ যুক্তি নাহি আইসে।
বাপকে মারিলে আমায় প্রত্যয় কিসে॥*
রাম বলেন বালি মারিলু সত্যের কারণে।
তোমাকে প্রত্যয় আমার বড় আছে মনে॥
অঙ্গদ বলে রঘুনাথ এ বা কোন্ কথা।
নখে ছিণ্ডিয়া ফেলিব তার
দশ গোটা মাথা॥
পশিব রাক্ষসে আমি করিব উঠানি।
রাবণেরে গালি দিয়া আসিব এখানি॥
বালি রাজার বিক্রম গোসাঞি
জান ভালে ভালে।
আমার বিক্রম দেখিবে সংগ্রামের কালে॥
সুগ্রীব বলে অঙ্গদ তুমি বালির কোঙর।
বিক্রমে আগল তুমি বাপের সোঁসর॥
এতকাল পুষিলু তোমায় হাথীর ভোগে।
আপন বিক্রম দেখাও রঘুনাথের আগে॥
আমার সম্বাদ জানাইহ লঙ্কেশ্বরে।*
সতী স্ত্রী হরিয়া বেটা দুরাচার করে॥
নানা প্রকারে তুমি কহিবে লঙ্কেশ্বরে।
সীতাকে আনিয়া দিয়া ভজুক রামেরে॥

নহে তো রামের সনে আসি করুক রণ।
রামের বাণে সবংশেতে মজিবে দশানন॥
এত যদি সুগ্রীব রাজা বলিল বচন।
হেনকালে অঙ্গদেরে বলে বিভীষণ॥
রাজ্যরক্ষা হেতু বলিলু প্রবোধবচন।
তে কারণে হইলাম লাথির ভাজন॥
এত যদি বলিল রাক্ষস বিভীষণ।
সকল কথা চিন্তে করে বালির নন্দন॥
রামের চরণে বীর কৈলা প্রণিপাত।
লক্ষ্মণে প্রণাম করে যুড়ি দুই হাথ॥
সুগ্রীব রাজারে বন্দে বাপের চরণ।
আর যত বন্দে বীর প্রধান বানরগণ॥
রাম বলেন শুন বাপু বালির নন্দন।
রাবণে বলিহ যত আমার বচন॥
দেবদানবে বেটা করিল লণ্ডভণ্ড।
সংগ্রামে আইলে তার স্ত্রী হবে রণ্ড॥
লঙ্কার রাজা করিব তবে যে হয় উচিত।
বিভীষণ রাজা হয় বিস্ময় খণ্ডিত॥
পক্ষ হৈয়া উড়্যা যদি বেড়ায় ত্রিভুবন।
তথাপি আমার বাণে নাহিক জীবন॥
সীতা দিয়া এখন যদি পৈশে শরণ।
তবে সে আমার হাথে নহিবে মরণ॥
অনেক পাপ করিল বেটা
লোকে দিয়া তাপ।
আমার ঠাঁঞি পড়িলে বেটা
খণ্ডিবে সভ পাপ॥
আপনা আপনি করুক শ্রাদ্ধতর্পণ।
ভালমতে দেখুক লঙ্কা কাঞ্চনগঠন॥
পুনর্ব্বার যদি পাঠাইব হনুমান।
রাবণ বলিবে বীর নাহি ইহার সমান॥
তে কারণে তোমারে পাঠাইব রায়বার।
লঘুকার্য্যে করিতে নহে তোমার ব্যবহার॥
রাজার পুত্র হও তুমি রাজার হও নাতি।
আপনি রাজা হও তুমি রাজউৎপাতি॥
তোমা বহি বীর নাহি যত বানরগণে।
সুগ্রীব রাজা দেখ বাপু বীর হনুমানে॥
তুমি থাকিতে রাজার যাওন না হয় ব্যবহার।
তে কারণে তোমাকে পাঠাইব রায়বার॥
হরিষে মঙ্গলধ্বনি উঠিল প্রচুর।
শ্রীরাম বন্দিয়া বীর উঠিলেক দূর॥
আকাশে উঠিল বীর জ্বলন্ত উল্কা।
রাবণে ভেটিতে যায় অঙ্গদ পাটাবুকা॥
ত্বরিতে চলিল বীর লঙ্কার ভিতর।
পাত্রমিত্র লৈয়া যথা আছে লঙ্কেশ্বর॥
কৃত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরাণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল গীত অমৃতসমান॥

হাথীর কাঁধে যদি পটকা গোটা বাজে।
পাইকভাগ বীরভাগ যুঝিবারে সাজে॥
হাথীর কাঁধে চড়ে পাত্র সোনার পাউড়ি।
অস্ত্র লৈয়া রাক্ষসগণ যুঝিবারে লড়ি॥
কাঁড় খাণ্ডা লৈয়া সভে যুঝিবারে নড়ে।
লম্ফ দিয়া রাউতভাগ ঘোড়ার উপর চড়ে।
সোনার দাণ্ডিতে দোলার হয় চৌডলি।
কোঙরভাগ চড়ে তায় পড়িছে বিজুলি॥
পাত্রমিত্র ছিল যত রাজার সম্বন্ধে।
বড় বড় রাক্ষস চড়ে হাথীর কান্ধে॥
চতুর্দ্দোলে সিংহাসনে হইল হুড়াহুড়ি।
চারিদিগে রাক্ষস সভ করে হুড়ামুড়ি॥
শ্বেত নেত পতাকা বাতাসে সভ উড়ে।
দুই পাশে শ্বেত চামরের বাও পড়ে॥
বিচিত্রবেশ রাক্ষস সভ দেখিতে সুসার।
বাহির হৈয়া কটক যায় রাজার দুয়ার॥
রাজদ্বারে গজ বাজী দূরে থুইয়া দোলা।
পথ বহিয়া যায় তারা পদে লাগে ধূলা॥
যে স্থানে বসিয়াছে রাজা দশানন।
বিচিত্র বেশে রাক্ষস সভ করিল গমন॥
কোঙরভাগ মাথা লোঙায় বেশ সুবেশ।
মুকুতা জিনিযা দন্ত সুচাঁচর কেশ॥
খঞ্জনগঞ্জন চক্ষু দেখিতে চঞ্চল।
সভাকার কর্ণে শোভে মকরকুণ্ডল॥
চন্দনতিলক শোভে কপালের মাঝে।
নানা অভরণ সভ সর্ব্বাঙ্গে সাজে॥
চরণে নূপুর সাজে অঙ্গুলে অঙ্গুরি।
রাবণের পাশে বৈসে রাক্ষস সারি সারি॥
সভা করি বসিয়াছে রাজা দশানন।
একবারে মাথা লোঙায় যত পুত্রগণ॥
ভাই ভাইপো মাথা লোঙায় একবারে।
নবীন যৌবন সভ অশ্বিনীকুমারে॥
ত্রিভুবন যার নামে হয় চমকিত।
আগুসরি মাথা লোঙায় কুমার ইন্দ্রজিত॥
সর্ব্বগুণবান বীর দুর্জ্জয় শরীর।
তিনবার মাথা লোঙায় অতিকায় বীর॥

দেবান্তক নরান্তক দুই মহাবীর।
মহোদর মহাপাশ দুর্জ্জয় শরীর॥
হাথীর পৃষ্ঠে মাথা লোঙায় ধূম্রলোচন।
ঘোড়ার পৃষ্ঠে মাথা লোঙায়
বীর অকম্পন॥
যাহার রথের সাজ মণিমাণিকহীরা।
তিনবার মাথা লোঙায় কুমার ত্রিশিরা॥
সভ রাক্ষস মাথা লোঙায়
হাথে লৈয়া জাঠা।
কুম্ভ নিকুম্ভ মাথা লোঙায়
কুম্ভকর্ণের বেটা॥
শুক সারণ মাথা লোঙায় করিয়া সিকলি।
প্রহস্ত বীর মাথা লোঙায় বলে মহাবলী॥
সৈন্যভাগ মাথা লোঙায় নানা জাতি বর্ণ।
সবেমাত্র নাহি আইসে বীর কুম্ভকর্ণ॥
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ আপনার মনে।
লঙ্কা লৈয়া প্রমাদ পড়ে কিছুই না জানে॥
হেন বেলা রাবণ বলে সভার গোচরে।
নরবানর আসিয়াছে আমা মারিবারে॥
রামলক্ষ্মণ আসিয়াছে ভণ্ড তপস্বী।
এতেক বানর তার কোথা হইতে আসি॥
মহাপরাক্রম রাম মনুষ্যের জাতি।
আমার ভগিনীর করে পঞ্চম দুর্গতি॥
চৌদ্দ সহস্র রাক্ষস মারে খর আর দূষণ।
অপমান পায় তাহে রাজা দশানন॥
ধনজন ভাণ্ডার পাই রামকে মারিলে।
ধড়ফড় করে রাম সীতাকে আনিলে॥
এত ভাবি মনে আমি না করিলু শঙ্কা।
অন্তরীক্ষে আনিলু সীতা
কনকপুরী লঙ্কা॥
দৈবের ঘটন ভাই কেহো নাহি জানি।
নারিকেলে কোন্ পথে প্রবেশিল পানি॥
বুঝিবারে নারি কেহো দৈবের ঘটনা।
নানা দেশের বানর আইল রামের মন্ত্রণা॥
শতেক যোজন ঘোর সাগর পাথার।
কনকলঙ্কা পুরী বৈসে তাহার এপার॥
চারিভিতে সাগর মধ্যে লঙ্কার গড়।
দেবদানব আসিতে নারে যাহার নিয়ড়॥
ধিক্ রে সাগর তুমি গহন গভীর।
আপনার মহত্ত্বে আপনি নহ স্থির॥
মহত্ত্ব ছাড়িল সাগর মানুষের আগে।
আপনার বন্ধন আপনি গিয়া মাগে॥

লিখিতে না পারি বানর আন্যাছে পাথর।
কতকালে ক্ষয় করিব এতেক বানর॥
শিশু রাম পশু বানর না জানে আপনা।
মরিবার তরে সভ করে কুমন্ত্রণা॥
বাটা ভরি কোন্ বীর নিবে গুয়াপান।
কে মোরে বাঁধিয়া দিবে লক্ষ্মণ শ্রীরাম॥
এতেক বলিয়া রাবণ বাক্যে দিল টাল।
কোন বীর সিংহ ছিল কেহো বা শৃগাল॥
এত যদি বলিল লঙ্কার অধিপতি।
বীরদাপ করিয়া উঠে সকল সেনাপতি॥
নরবানরে তুমি ভয় কর কিসে।
বানর খায়্যা রাক্ষস বেড়াউক দেশে দেশে॥
হেন ভক্ষ্য মিলিল তোমার পুণ্য ভাগ্যে।
আজ্ঞা পাইলে বানর ধরিয়া খাই আগে॥
আজি যদি কুম্ভকর্ণের ভাঁগিয়া যায় নিন্দ।
লক্ষ লক্ষ বানর খাইবে বৃন্দ বৃন্দ॥
ইন্দ্রজিৎ মহাবীর দুর্জ্জয় শরীরে।
যার বাণে মেরু মন্দার টান নাহি ধরে॥
আগে গিয়া সুগ্রীবের গলায় দিব ফাঁশ।
ধীরে ধীরে রক্ত খাব পীঠের খাব মাস॥
রাম লক্ষ্মণের মাংস বড়ই সুস্বাদ।
স্ত্রীপুত্রের ঘুচাইব মাংসের বিষাদ॥*
অনেক দিনে সভাকার হইল আহার।
রাক্ষসের ঠাঁঞি রামের নাহিক নিস্তার॥
কৃত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরাণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল গীত অমৃতসমান॥

অন্তরীক্ষে ছিল এক রাবণের চর।
অঙ্গদ দেখিয়া সেই কাঁপে থর থর॥
পবনগমনে আইসে বালির নন্দন।
চর গিয়া রাবণেরে কৈল নিবেদন॥
মাথা লোঙাইয়া চর রাবণ বিদ্যমানে।
শ্রীরামের চর আইল করি নিবেদনে॥
রাবণ বলে পাত্রমিত্র যুক্তি কর সার।
দূত পাঠাইল রাম জানিতে সমাচার॥
সহজে চঞ্চল বড় বনের বানর।
সভে মেলি মূর্ত্তি ধর দেখিতে ভয়ংকর॥
আমার মূর্ত্তি ধর যত পাত্রমিত্রগণ।
দেখিয়া বানর তবে কাঁপিব এখন॥*
দশ মুণ্ড কুড়ি বাহু বিংশতি লোচন।
মকর কুণ্ডল কানে অতিবিলক্ষণ॥

মাথায় মুকুট শোভে সভার সারি সারি।
অগৌর চন্দন অঙ্গে কুঙ্কুম কস্তুরি॥
চারিদিগে শোভা করে রত্ন সিংহাসন।
সারি দিয়া বসিয়াছে কতেক রাবণ॥
অন্য চিন্তিতে রাজার অন্য পড়ে কাজ।
হেনকালে আসি ভেটে অঙ্গদ যুবরাজ॥
হাথে মাথে শোভা করে তাড় আর টোপর।
পারিজাত পুষ্পমালা হৃদয়ে মনোহর॥
বীরদাপ ডাকিলেক সভার ভিতর।
বিস্তর রাবণ দেখি চিন্তিত বানর॥
মনে মনে যুক্তি করে বালির নন্দন।
নানা মূর্ত্তি ধরিতে পারে নিশাচরগণ॥
ব্রহ্মার বরে রাক্ষস সভ নানা মায়া জানে।
আমা বিড়ম্বিতে মূর্ত্তি ধরে দশাননে॥
বালির নন্দন বীর বুদ্ধের আগল।
রাক্ষসে ডাকিয়া বলে দুই আঁখি পাকল॥
নির্ব্বুদ্ধি নিশাচর জাতি
নীত নাহি জানে।
ভাল সে ছাড়িয়া তোরে গেল বিভীষণে॥
আপনারে বড় বলি মনে মনে জান।
তুমি বল চতুর আর নাহি আমা হেন॥
ব্রহ্মার বরেতে তোর দুর্জ্জয় প্রতাপ।
স্বর্গে দেবগণ কাঁপে পাতালে কাঁপে সাপ॥
তোমার বিক্রম রাবণ ত্রিভুবন ঘোষে।
ব্রহ্মা বর দিল তোমায় মনের হরিষে॥
ভাল শুনি ইন্দ্রজিৎ দুর্জ্জয় প্রতাপ।
এক বীর ইন্দ্রজিৎ এতগুলা বাপ॥
ভাল ভাল মন্দোদরী ঘোষে ত্রিভুবনে।
এক যুবতী এতেক পতি
ভাব রাখে কেমনে॥
শুনিয়া লজ্জিত হৈল রাজা দশানন।
পাত্রমিত্র নিজ মূর্ত্তি ধরিল তখন॥
লাজ পায়্যা রাবণ রাজা আছে সিংহাসনে।
পাঁচিরে বসিয়া বানর ভাবে মনে মনে॥
দশ যোজন উপরে বসিয়াছে রাবণ।
মনে মনে ভাবে তবে বালির নন্দন॥
সহস্র খামে শোভে সেই দেওয়ান চৌতরা।
তাহার উপরে শোভে মুকুতার ঝারা॥
গজমুকুতার ঝারা শোভে চারিভিতে।
তার উপর বসিয়াছে নানা অস্ত্র হাথে॥
পাঁচির উপরে বীর চিন্তে মনে মনে।
শরীর বাঢ়ায় বীর শতেক যোজনে॥

উভ লেজ করিলেক যোজন পঞ্চাশ।
রাক্ষস চাহিয়া দেখে ঠেকিল আকাশ॥
দেখিয়া ত্রাসিত হইল রাজা দশানন।
বালি রাজা কেমনে তবে পড়িল তখন॥
দেখিয়া রাবণ রাজা হইল বিস্মিত।
ছত্তিশ কোটি সেনাপতি হৈলা চমকিত॥
দেবান্তক নরান্তক অতিকায় বীর।
মহোদর মহাপাশ দুর্জ্জয় শরীর॥
বিক্রম করিয়া বলে সভে অহঙ্কারে।
কেন বানর আসিয়াছ মরিবার তরে॥
শিশু রাম পশু বানর না জানে আপনা।
বানর হৈয়া লঙ্কায় কেমনে দিবে হানা॥
রাক্ষস সভ বলে যদি রাজআজ্ঞা পাই।
পাঁচিরের উপরে বানর ধর্য্যা গিয়া খাই॥
বড় বড় রাক্ষস সভ করিছে বড়াই।
হেনকালে অঙ্গদ বীর পড়িল তথাই॥
শূন্যেতে থাকিয়া চাহে বালির নন্দন।
বসিবারে স্থান নাহি ভাবে মনে মন॥
দশ যোজন টাঙ্গ পরে বস্যাছে নিশাচর।
কোন্খানে বসিয়া ভর্ছিব নিশাচর॥
লম্ফ দিয়া পড়ি যদি টাঙ্গের উপর।
শতেক যোজন শরীর না সহিবে ভর॥
বসিবারে স্থান নাহি ভাবে মনে মনে।
লাঙ্গুল পাতিয়া কৈল দশ যোজনে॥
কুণ্ডলি করিয়া তাহে বসিল বানর।
মলয়পর্ব্বত যেন দেখিতে সুন্দর॥
কুপিল অঙ্গদ বীর জ্বলন্ত আগুনি।
সগরের বংশে যেন কুপিল কপিলমুনি॥
রাবণ সম্ভাষিতে আইল বালির নন্দন।
যম সম্ভাষিতে যেন আইল হুতাশন॥
দেবের সভায় যেন বক্তা বৃহস্পতি।
রাবণে ভর্ছিতে যায় অঙ্গদ মহামতি॥
রাজকোঙর অঙ্গদ ভূষিত অলঙ্কারে।
পাত্রমিত্র এড়িয়া দর্প দশাননে করে॥
দুষ্টকর্ম্ম করিলি তুঞি জানিলু নিশ্চয়।
নাম অঙ্গদ মোর লহ পরিচয়॥
বালির নন্দন আমি অঙ্গদ কোঙর।
খানিক রাবণ রাজা ভীত মন কর॥
পাঠাইল রাম মোরে গুণের সাগর।
পাগল রাবণ তোমায় কহিব বিস্তর॥
রামের সেবক আমি তোমা বিদ্যমানে।
এমত দুর্ম্মতি রাবণ বুঝাব এখনে॥

অহিংসা পরমো ধর্ম্ম হিংসা সর্ব্বজনে।
লঙ্কাপুরী মজাইলি হিংসার কারণে॥
ঘাঁটাইয়া কালসর্প লুকাইলি ঘরে।
খেদাড়িয়া কালসর্প ঘরে আসি ধরে॥
কোথা বৈসেন শ্রীরাম অযোধ্যানগরী।
কোথা বৈস রাজা তুমি কনকলঙ্কাপুরী॥
এতদূরে ধাড়ি যার বাঁধিল সাগর।
হেন রাম সনে বেটা তোর ভাবান্তর॥
পাত্রমিত্র চমকিত অঙ্গদবচনে।
অঙ্গদে জিজ্ঞাসে কোপে রাজা দশাননে॥
ওরে ওরে বানর বেটা কোথা তোর ঘর।*
মরিতে আইলি বেটা লঙ্কার ভিতর॥
কেবা তোরে পাঠাইল মরিবার তরে।
পতঙ্গ হইয়া ঝাপ অগ্নির উপরে॥
জাতি ত বানর তুঞি খাইব এখনে।*
কি করিতে পারে তোর শ্রীরাম লক্ষ্মণে॥
কুপিল অঙ্গদ বীর রাবণ বচনে।
কোপে গালি পাড়ে বীর যত আইসে মনে॥
নিশাচর জাতি তুঞি নির্ব্বুদ্ধি রাবণ।
কিসের বড়াই কর আমা দরশন॥
*কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন যখন কেলি করে জলে।
হেন বেলা গেলি তুই নর্ম্মদার কূলে॥*
তার স্ত্রী দেখিয়া তুঞি ধরিতে গেলি বলে।
যুবতী দেখিয়া তুঞি হত কামানলে।
চন্দ্রবংশে রাজার জন্ম সহস্র বাহু ধরে।
সহস্র যুবতী লৈয়া জলে কেলি করে॥
বারো তেরো বৎসরের লইয়া যুবতী।
জলক্রীড়া করে সে অর্জ্জুন নরপতি॥
স্ত্রীগণ দেখিয়া তুঞি বীরদর্প বলি।
তোমাকে চাপিয়া সে রাখিল কাঁকতলি॥
চক্ষে ধুঙাবারি হয় তুমি না দেখহ বাট।
তার ঠাঞি পায়্যাছিলা বিস্তর নাটঘাট॥
ব্রহ্মার বোলে আইল পৌলস্ত্য মহামুনি।
না চিনি বলিয়া তোরে দিলেন মেলানি॥
তার ঠাঞি পায়্যাছিলা সংশয় জীবনে।
ভাগ্যফলে জিলে তুমি মুনির কারণে॥
মুনির প্রসাদে প্রাণ পায়্যা গেলা ঘরে।
একবার এড়াইলা সে সভ প্রকারে।
আরবার গেলা মোর বাপের নিকটে।
তার কাছে গিয়া তুঞি ছাড়িলি মালসাটে॥
সন্ধ্যা হইতে বাপা মোর সাহিলেন রণ।
যত অস্ত্র ছিল তাহা করিলি বরিষণ॥
সন্ধ্যাসাঙ্গ করিয়া তোরে বাঁধিলেন লেজে।
চারি সাগরের জল পিয়াইলেন সাঁজে॥
বাঁধিয়া ডুবাল্যা তোরে পানির ভিতর।
জল খায়্যা রাবণ তুঞি হইলি ফাঁফর॥
আপন মুখে বল তুমি মানিল অবসাদ।
ততক্ষণে দিলা বাপ অভয় প্রসাদ॥
তোর বন্ধন রাবণ কিষ্কিন্ধায় খসে।
মোর বাপে বন্দিয়া তুঞি
আইলি নিজ দেশে॥
অনেক কাল হইল তোর নাহিক মরণ।
বুঝিলুঁ বড়াই কর সেই সে কারণ॥
মহাদেব ভেটিতে গেলি কৈলাস শিখরে।
নন্দী নামে দ্বারী দেখিলে
শিবের দুয়ারে॥
বানর মুখ দেখিয়া তারে উপহাস করি।
তোর উপহাস দেখিয়া কুপিল দুয়ারী॥
এ মুখে রাবণ তুমি কর উপহাস।
এই মুখে বানরে তোমা করিবে বিনাশ॥
নন্দীর শাপে লঙ্কায় দেখ বানরের ধাড়ি।
বিনা রাক্ষস না মারিলে মোরা না বাহুড়ি॥
অনেক রাবণ আমি দেখ্যাছি নয়নে।
পরিচয় দেহ তুমি কোন্ দশাননে॥
এক রাবণ হারিয়াছিল অর্জ্জুনের ঠাঞি।
আর রাবণ বলিদ্বারে পরাভব পাই॥
আর রাবণে মোর বাপ বাঁধিয়াছিল লেজে।
পরিচয় দেহ কিবা সে আছে ইহার মাঝে॥
কুপিল রাবণ রাজা অঙ্গদের বোলে।
কুড়ি চক্ষু পাকল করে অগ্নি হেন জ্বলে॥
দূত কাটিলে হয় রাজার অবিচার।
তে কারণে বেটা তোর সহি অহঙ্কার॥
হেলায় জিনিলু যম কি ভয় মানুষে।
রাবণ রাজার বিক্রম ত্রিভুবনে ঘুষে॥
চন্দ্রসূর্য্য জিনিলু আমি মোর তপোবলে।
ময়দানব বাসব জিনিলু দুইজনে॥
বালি বলি অর্জ্জুন সোঁসর গেল রণে।
কি করিতে পারে রাম মানুষ পরাণে॥
কুপিল অঙ্গদ বীর রাবণের বোলে।
পাকল দুই চক্ষু করে সূর্য্য হেন জ্বলে॥
মূর্খ রে রাবণ তুঞি মূর্খের সংহতি।
স্ত্রীচোরা রাবণ তুঞি লঙ্কার অধিপতি॥
মূর্খ রাবণ মূর্খ পাত্র পুরীজন।
শ্রীরাম নিন্দিস বেটা বৃথা সে জীবন॥

রাম তোয় যত দূর শুন একমনে।
সিংহ শৃগাল যদি করয়ে প্রমাণে॥
তথাপি সাদৃশ নহ রামের সমান।
রামের সঙ্গেতে তোর কিসের বাখান॥
গরুড় বায়স পক্ষ যতদূর গণি।
রাম তোতে ততদূর শুনহ কাহিনী॥
হস্তী কুক্কুরে যদি করিয়ে প্রমাণ।
তবু তো সোসর নহে শ্রীরাম সমান॥
মাছি হৈয়া সহিতে চাহে পর্ব্বতের ভার।
রামের বাণে বাহুড়িয়া না আসিবে ঘর॥
শ্রীরামের বাণে যদি বাচিবি সর্ব্বথা।
কাঁধে দোলা করি রামে
দেহ লৈয়া সীতা।
ত্রিভুবনের নাথ রাম কে মহিমা জানি।
যাহার মহিমা নাহি জানে পদ্মযোনি॥
রামের বাণের সনে তোর নাহি দেখা।
বোঁচা নাক কান দেখ ভগিনী শূর্পণখা॥
বোঁচা নাক কান দেখ আপন ভগিনী।
তোর ঘরে আছে ভাল শ্রীরামের চিহ্নি॥
যত বাণ রঘুনাথ পূরেন সন্ধান।
কোন্ বীর বলিতে পারে
রামের বাণের নাম॥
যত যত বাণ রাম পূরেন সন্ধান।
অবোধিয়া রাবণ সনে রামের বাণের নাম॥
কৃত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরাণ।
লঙ্কাকাণ্ড গাইল গীত অমৃতসমান॥

অনর্থ সমর্থ বাণ বলে মহাবল।
ইন্দ্রজাল মহাজাল কাল আনল॥
বরুণ উল্কামুখ বিদ্যুৎ খরসান।
চন্দ্রমুখ অসুরমুখ রৌদ্রজ্যোতি বাণ॥
নীল হরিতাল বাণ বিকট সঙ্কট।
অর্দ্ধচন্দ্র খুরূপা যামিনী মনোহর॥
সূর্য্য বীর্য্য কালনিয়ম বাণ ব্রহ্মজাল।
ঘট নিঘট চক্র সহস্রেক ধার॥
পাশুপত হয়গ্রীব অগ্নিমুখ বাণ।
কুবের অস্ত্র রাজহংস বিমর্দ্দ সুঠান॥
যমজ বিভঙ্গ বাণ দুর্জ্জয় বিভঙ্গ।
ত্রিশূল অঙ্কুশ বাণ রাজক মাতঙ্গ।
বজ্রগরুড় বাণ বাণে মহাবীর।
ঐষীক নাশিক বাণ কপালিকশির॥
বিষ্ণুচক্র ষট্চক্র ধর্ম্মচক্র বাণ।
সন্তাপন বিনাশন সংগ্রামে প্রধান॥
গজাঙ্কুশ বাণ এড়ে চারিভিতে কাঁটা।
সিংহশার্দ্দূল বাণ আসিতে বাজে ঘণ্টা॥
এত বাণ রঘুনাথ পূরেন সন্ধান।
তার এক বাণে রাবণ হারাবে পরাণ॥
আমার বাপে মারে শিবের ধনুক ভাঙ্গে।
কেমনে যুঝিবে তুমি হেন জনার আগে॥
ঘুণেতে জর্জ্জর ধনু আপনি ভাঙ্গিল।
না বুঝি নির্ব্বুদ্ধি লোকে বড়াই গাইল॥
অঙ্গদ বলেন শুন রাজা দশানন।
তাড়কা রাক্ষসী রাম করিলেন নিধন॥
বৃদ্ধ রাক্ষসী সেই আপনি মরিল।
এত বলি দশানন হাসিতে লাগিল॥
অঙ্গদ বলেন শুন রাজা দশস্কন্ধে।
এক বাণে রঘুনাথ সপ্ত তাল বিন্ধে॥*
রাবণ বলেন বৃক্ষ তৈলের সমান।*
এই অহঙ্কার কর রামের বাখান॥
রাবণের বোলে বলে বালির নন্দন।
আমার বাপ বালির বধিলা জীবন॥
যে বালির সঙ্গে তোমার মিত মিতালি।
এক বাণে মারিল রাম বানর রাজা বালি॥
রাবণ বলে কপি বধিতে এতেক বড়াই।
ছি ছি বানর তোর মুখে লাজ নাই॥
সমুদ্র বিস্তার দেখ শতেক যোজন।
হেন সেতুবন্ধ কৈল কমললোচন॥
গাছ শিলা দিয়া সেতু করিল বন্ধন।
সমাধা ইহার কর রাজা দশানন॥
নিঃশব্দ হইল রাবণ কোপে থরথর।
ক্রোধ করি অঙ্গদেরে বলে লঙ্কেশ্বর॥
কুপিল রাবণ রাজা অঙ্গদের বোলে।
পাকল করিল আঁখি অগ্নি হেন জ্বলে॥
ত্রৈলোক্য বিজয়ী আমি লঙ্কার অধিকারী।
সাগরের পার এই কনকলঙ্কাপুরী॥
হাথে অস্ত্র দিবাকর দুয়ারে দুয়ারী।
চন্দ্র ধরেন অস্ত্র দেবতা প্রহরী॥
ইন্দ্র মালা গাথিয়া জোগায় নিতি নিতি।
নিত্য মালা গাথিয়া যোগায় বসুমতী॥
বেদ পড়য়ে যার দ্বারে ব্রহ্মা নারদ।
কোন্ কালে শুনিয়াছ এতেক সম্পদ॥
জাতি বানর তুঞি খাইব এখনে।
কি করিতে পারে তোর শ্রীরাম লক্ষ্মণে॥

কোপিল অঙ্গদ বীর কাঁপে থরথর।
রক্তলোচনে বলে শুন লঙ্কেশ্বর॥
কি কাজে রাবণ রাজা পাকল কর আঁখি।
মাকড়ের ডিম্ব যেন তোর লঙ্কা দেখি॥
তোর কাছে আসি রাবণ
তোরে করি শঙ্কা।
উপাড়িয়া ফেলিব তোর কনকপুরী লঙ্কা॥
হেন মুণ্ড দেখ মোর সুমেরুর চূড়া।
হেন বুক দেখ মোর কৈলাসের গোড়া॥
হেন অস্ত্র দেখ মোর বজ্রের সোঁসর।
এক চাপড়ে তোরে পাঠাব যমঘর॥
হনুমান বাঁধিয়া তোর বাড়্যাছে অহঙ্কার।
অঙ্গদের ঠাঁঞি তোর নাহিক নিস্তার॥
রামের কাছে নিব তোরে গলায় দিয়া দড়ি।
দশ মাথা ভাঙ্গিব তোর মার্য্যা
লেজের বাড়ি॥
অপমান পায়্যা রাবণ হেট কৈল মাথা।
পাত্রমিত্র সনে রাবণ নাহি কহে কথা॥
রাবণ বলে শুন তুমি বালির নন্দন।
অবধানে শুন বাপু আমার বচন॥
এক বাক্য বলি আমি কোপ পরিহর।
আমি যে বলি তোমায় তাহা প্রত্যয় কর॥
এই বানরা সিন্ধু করিল তরণ।
এক লম্ফে ডিঙ্গাইল শতেক যোজন॥
এই যে বানরা মোর পোড়াইল লঙ্কাপুরী।
এই যে বানরা মোর অক্ষয়কুমার মারি॥
এই যে বানরা মোর ভাঙ্গিল অশোকবন।
তার সম বীর তোর আছে কতজন॥
হাসিতে লাগিল অঙ্গদ রাবণের বচনে।
তোর বলবুদ্ধি মুঞি জানিলু এখনে॥
আমার সেবক সেই পবননন্দন।
বীর বলিয়া তাকে বলে কোন্ জন॥
আমি পাঠাইলু তায় সাগরের পার।
সীতা লৈয়া যাবেক তোরে করিবে সংহার॥
দুই কার্য্যের এক কর্ম্ম হনু নাহি করে।
পলাইল হনুমান আমা সভার ডরে॥
সেবকের ঠাঁঞি তুমি পায়্যাছ হারি।
কেমনে রাখিবে তুমি কনকলঙ্কাপুরী॥
বীর নহে হনুমান বানর মর্কটী।
তার সম নির্ব্বলী বানর নাহি এক গুটী॥
যত বিক্রম করে অঙ্গদ রাবণ বিদ্যমানে।
নানামতে অঙ্গদ বলে রাবণ রাজা শুনে॥

আর স্ত্রী নহেন সীতা দেবী সতী।
কোপদৃষ্টে চাহিলে মজিবে বসুমতী॥
কোথা সেতুবন্ধ কোথা অযোধ্যানগরী।
দুই মাসে আইলা রাম কনকলঙ্কাপুরী॥
এতদুর ধাড়ি যার বাঁধিল সাগর।
হেন রাম সনে বেটা তোর পাঠান্তর॥
তোর বংশ না থাকিবে না করিবে শ্রার্দ্ধ।
আপনা আপনি কর আপনার শ্রাদ্ধ॥
খাটেপাটে শুয়্যা থাক দিনা দুই চারি।
হাসপরিহাস কর লৈয়া ভাল নারী॥
কোঙরভাগ দেখ রাজা দিনে তিনবার।
ভালমতে দেখ্যা লও লঙ্কার ঘরদ্বার॥
মর গিয়া দুষ্ট তুঞি পাপিষ্ঠ রাবণ।
ভাগ্যে তেজিল সেই রাক্ষস বিভীষণ॥
যে সীতা আনিলি তুঞি রূপেতে
পার্ব্বতী।
সেই সীতা আছিলা পূর্ব্বেতে বেদবতী॥
অগ্নিপ্রবেশে তিহোঁ মরিলা
তোর বিদ্যমানে।
যে শাপ দিলা তোরে শুনিলি শ্রবণে॥
কৃত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরাণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল গীত অমৃতসমান॥

ত্রিপদী

তুঞি ছার দুরাচারী হরিলি পরের নারী
মরণেরে নাহি তোর ভয়।
দশরথ মহারাজা দেবলোকে করে পূজা
শ্রীরাম যে তাহার তনয়॥
যাহার ধনুকবাণ ত্রিভুবন কম্পমান
হেন রাম লঙ্কার ভিতর।
ত্রিভুবনে করে পূজা হেলে মাইল বালিরাজা
তার সনে তোর পাঠান্তর॥
তোরে বলি লঙ্কেশ্বর আমার বচন ধর
আমি আল্যাম তোর বরাবর।
শ্রীরাম সাগরে পার তোর নাহি নিস্তার
যমদ্বারে তোমার সকল॥
রাজা হৈয়া পরমাদ জীবনে নাহিক সাধ
সুবুদ্ধি নাহিক তোরে ঘটে।
পাইয়া ব্রহ্মার বর জিনিলে সে পুরন্দর
রাম নামে তোর দর্প টুটে॥

সুগ্রীবের বিক্রম যত   বলিবারে পারি কত
আজি কিছু করিব বিদিত।
তোরে এক লাথি মারি   পাঠাইব যমপুরী
কি করিবে তোর ইন্দ্রজিত॥
পরাণে কাতর তুঞি   বচনেক বলি মুঞি
ভজ গিয়া রামের চরণ।
আপনি দোলা কাঁধে করি   লহ সীতা সুন্দরী
তবে তোর নাহিক মরণ॥
হেন লয় মোর মন   তোর সনে করি রণ
কোপ করিবে কমললোচন।
শ্রীরামের অঙ্গীকার   তোরে করিবেন সংহার
ব্যর্থ নহে প্রভুর বচন॥
রাক্ষস জাতি মায়াধর   না জান আপনা পর
তোর ভাই রামে কৈল মিত।
রাম অঙ্গীকার করি   দিবে রাণী মন্দোদরী
বিভীষণ লঙ্কার পূজিত॥
রাম কি মানুষ জাতি   হেন তোর লয় মতি
ত্রিভুবন নাহি ধরে টান।
দুস্তর সাগর বাঁধে   রাক্ষস পলায় গন্ধে
ভগিনী দেখ বোঁচা নাক কান॥
খর দূষণ মারে   মারীচ সংহার করে
কবন্ধের কাটে দুই বাহু।
শরণ পশিয়া পায়   ভজ গিয়া রাঙ্গা পায়
পলাইতে নাহি তোর কহুঁ॥
অঙ্গদের কথা শুনি   পাত্র মনে গণি
হবে লঙ্কার নাহিক নিস্তার।
জানকীর পতি গতি   অন্য নাহি নহে মতি
কৃত্তিবাস রচিল সুসার॥

কুপিছে অঙ্গদ বীর কহিছে উত্তর:
এক চাপড়ে তোরে পাঠাব যমঘর॥
এতেক দর্প করয়ে রাবণ মোর আগে।
আমি তোমায় মারিলে রামের সত্য ভাঙ্গে॥
রাম সত্য করিলেন তাহা আমি শুনি।
রাবণ কুম্ভকর্ণকে বধিবে রঘুমণি॥
ইন্দ্রজিৎ অতিকায় মারিবে লক্ষ্মণ।
আর যত সেনা তোর মারিবে বানরগণ॥
*অঙ্গদের বোলে রাজা কাঁপে থরহর।
ত্রাস পায়া রাবণ রাজা ডাকে ধর ধর॥
ধর ধর ডাক ছাড়ে রাজা লঙ্কেশ্বর।
বসিয়া অঙ্গদ বীর করিছে উত্তর॥*
এত যদি বলে অঙ্গদ বালির কোঙর।
তোচ্ছারের বোলে বেটা কেবা করে ডর॥
তোর পুর লই আমি পরাণে কাতর।
ত্রাসে রাবণ রাজা ডাকে ধর ধর॥
ধর ধর ডাক ছাড়ে রাজা লঙ্কেশ্বর।
পরম কুপিত হইল বালির কোঙর॥
চারি সাগরে তোরে পিয়াইব পানি।
তবে বেটা অঙ্গদ আমি ত্রিভুবনে জানি॥
কোন্ বীর ধরে তারে দেখিমু নিসট।
চড় চাপড়ে পাঠাইব যমের নিকট॥
পাত্রমিত্র ছিল যত রাজার গোচর।
টাঙ্গ হইতে নাবিয়া সভ ধাইল সত্বর॥
রাবণে এড়িয়া রাক্ষস পলায় চারি ভিত।
ধর ধর ডাকে রাবণ হইয়া ত্রাসিত॥
ডরে চারিদিগ চাহে লঙ্কার অধিকারী।
চারি রাক্ষস উঠি অঙ্গদেরে ধরি॥
হস্তীকর্ণ কুম্ভকর্ণ সুদন্তবদন।
উল্কাসিত রাক্ষস সনে ধরে চারিজন॥
চারি রাক্ষস ধরিলেক মনে নাহি তাপ।
চারি বীর লৈয়া অঙ্গদ পাঁচিরে দিল ঝাপ॥
ভাঙ্গিয়া ফেলিল তার সোনার পাঁচির।
আছাড়িয়া মারিল রাক্ষস চারি বীর॥
দেখিয়া রাবণ রাজার উড়িল জীবন।
অস্ত্র লৈয়া রাবণ রাজা উঠিল তখন॥
মহাবীর অঙ্গদের কি কহিব কথা।
লাঙ্গুল আছাড়ে ভাঙ্গে রাবণের ছাতা॥
মুকুট টানিয়া বীর আনিল সত্বর।
লাঙ্গুলে আছাড়ে ভাঙ্গে স্বর্ণটাঙ্গ ঘর॥
এক লাফে উঠিল বীর গড়ের উপর।
ত্বরিতগমনে গেল রামের গোচর॥
বসিয়াছেন রঘুনাথ ত্রৈলোক্যসুন্দর।
দক্ষিণ পাশে বস্যাছেন সুগ্রীব বানর॥
রাম ভিতে বস্যাছেন ঠাকুর লক্ষ্মণ।
সমুখে বসিয়াছেন রাক্ষস বিভীষণ॥
হনুমান বীর সেবে রামের চরণ।
অঙ্গদ রামের আগে দিল দরশন॥
মুকুট দিয়া বন্দে বীর রামের চরণ।
লক্ষ্মণ সুগ্রীব বন্দে প্রধান দুইজন॥
রাম বলেন অঙ্গদ তুমি কহ ত কুশল।
কেমনে ভেটিলা তুমি রাবণ মহাবল॥
রাবণের মুকুট দেখি কাঁদে বিভীষণ।
কৃত্তিবাস লঙ্কাকাণ্ড করিল রচন॥

তোমার আদেশ পায়্যা লঙ্কাপুরী গেলু ধায়্যা
প্রবেশিলু গড়ের ভিতর।
সোনার রূপার আওয়াস যেন চন্দ্র পরকাশ
তায় শোভে প্রবাল পাথর॥
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ ঘর দেখি অতি মনোহর
চতুর্দ্দিগে কাঞ্চন দেওয়াল।
শ্বেত নেত লোহিত মুকুতা লাম্বে চারিভিত
তাহে লাগে রজতমিসাল॥
শ্রীরামে লোঙাইয়া মাথা অঙ্গদ কহিছে কথা
হরিষে বেড়িল বানরগণ।
রাম লক্ষণ হরষিত সুগ্রীব রাজা আনন্দিত
ধন্য ধন্য বালির নন্দন॥
উত্তম সরোবর দেখি নানাবর্ণে চরে পাখি
ঘাট সভ বিচিত্র নির্ম্মাণ।
পদ্ম উৎপল জলে মনোহর কেলি করে
রাক্ষসী সব তাহে করে স্নান॥
দেখি যত নারীগণ রূপে মোহে ত্রিভুবন
তার রূপে মোহিত সংসার।
পারিজাত মালা শিরে নানা অভরণ পরে
রূপে বেশে লক্ষ্মী অবতার॥
কুলনারী বংশী বায় কেহো মধুর গীত গায়
কর্ণে শোভে রতনকুণ্ডল।
টাঙ্গ উপর দশানন বেড়ি যত পাত্রগণ
দেখি যেন চন্দ্রের মণ্ডল॥
গেলাম গড়ের উপর রাক্ষস দেখি বিস্তর
অস্ত্রসভ বিচিত্র নির্ম্মাণ।
সোনাদোলা পাটপড়া নানাবর্ণে দেখি ঘোড়া
হস্তী সভ পর্ব্বত প্রমাণ॥
দেখিলাম পুষ্পবন ময়ূরে ধরে পেখম
সোনারূপা গাছের ময়ান।
প্রতি গাছে করে ধ্বনি বাদ্য সুমধুর শুনি
পুরীখান কাঞ্চন মিসাল॥
গেলাম সভার ভিতর রাবণের বরাবর
দশাননে ভর্ছিলু বিস্তর।
যতেক কহিলে তুমি দ্বিগুণ বলিলু আমি
কোপে কাঁপে রাজা লঙ্কেশ্বর॥
আজ্ঞা করে নৃপবর ধরে চারি নিশাচর
বাণ দিনু পাঁচিব লঙ্ঘিয়া।
চারি বীর সংহার টাঙ্গ কৈলু ছারখার
এথা আলু মুকুট লইয়া॥
শুনি অঙ্গদের কথা হাসি রাম কহেন কথা
হরষিত সকল বানর।
জানকীর পতি গতি অন্য নাহি নহে মতি
কৃত্তিবাস কহে কবিবর॥

বিস্তর বুঝাইলু আমি রাজা লঙ্কেশ্বরে।
অবোধিয়া রাবণ তবু বোল নাহি ধরে॥
গরুড় বায়স পক্ষ দিলাম তুলনা।
তবু সীতা দিতে রাবণ না করে বাসনা॥
হস্তী কুক্কুরে তারে করিলু সোঁসরে।
তবু সীতা দিতে নাহি চাহে লঙ্কেশ্বরে॥
সিংহ শৃগালে তারে করিলু সমান।
তবু সীতা দিতে নাহি রাবণের জ্ঞান॥
ঔষধ না মানে রাবণ মরণ নিকট।
বুঝিলু রাবণ রাজায় পড়িল সঙ্কট॥
মোর বাক্য জানাইতে কোপিল লঙ্কেশ্বর।
ধরিবারে দিল মোরে চারি নিশাচর॥
চারি নিশাচর আমি করিলু সংহার।
বিচিত্র টাঙ্গ ভাঙ্গিয়া আমি
কৈলু ছারখার॥
লেজের বাড়ি মুণ্ড মারি কৈলু খণ্ডখণ্ড।
নানাবিধ প্রকারে তায় কৈলু লণ্ডভণ্ড॥
রাক্ষস মারিয়া আমি করিলু গমন।*
মুকুট আনিয়া দিলু তোমার চরণ॥
যে দেখিলু যে শুনিলু
কারো নাহি শঙ্কা।
হেন মন করি গোসাঞি জয় হইল লঙ্কা॥
রাবণের মুকুট দেখি কাঁদে বিভীষণ।
এতদিনে হইল তোমার নিশ্চয় মরণ॥
আমি বুঝাইলু তায় সীতা দিবার তরে।
অপমান করিলু আমায় সভার ভিতরে॥
ত্রিভুবনে তোমার মুকুট কে আনিতে পারে।
এতদিনে বিধি বুঝি বিড়ম্বিল তোমারে॥
রাম বলেন ধন্য ধন্য বালির কোঙর।
ত্রিভুবনে বীর নাহি তোমার সোঁসর॥
রাজকুমার তুমি করিলা রায়বার।
প্রসাদ দিতে ধন নাহি রহিল তোমার ধার॥
নির্ধন তপস্বী বাপু হেতা নাহি ধন।
এক প্রসাদ দিতে পারি লহ আলিঙ্গন॥
অঙ্গদেরে আলিঙ্গন দিলা নারায়ণ।
সুগ্রীব দিলেন তারে প্রসাদ বচন॥

আপন থানায় গেলা অঙ্গদ দক্ষিণ দুয়ারে।
কৃত্তিবাস রচিল অঙ্গদ রায়বারে॥

ধুয়া।
রাম পরমধন জীবনকারণ
রামনাম পরমবাণী।
সময়কালেতে কেহো কারো নহে
এখনি চিন্তহ প্রাণী॥

চারিদ্বারে রহিল দুর্জ্জয় বানরগণ।
চতুর্দ্দিগ বেড়িলেক ত্রাসিত রাবণ॥
লঙ্কাপুরী বেড়িলেক হরিষ দেবগণ।
কৌতুক দেখিতে সভ করিল গমন॥
রামরাবণে যবে বাজিবেক রণ।
দেখিতে আসিবে ব্রহ্মা আদি দেবগণ॥
হংস কেলি করে ময়ূর ধরয়ে পেখম।
নানাবিধি বাদ্য বাজে সুগীতবাজন॥
হংসবাহনে আইলা ব্রহ্মা জগতের কর্ত্তা।
বৃষভবাহনে আইলা জগতের পিতা॥
ঐরাবত চাপিয়া আইলা শচীর ঈশ্বর।
মকরবাহনে আইলা বরুণকোঙর॥
মহিষবাহনে যম ভুবনসংহারী।
মানুষবাহনে আইলা ধনের অধিকারী॥
ছাগলে চাপিয়া অগ্নি করিল আগুসার।
হরিণে চাপিয়া আইলা পবনকুমার॥
সিংহবাহনে আইলা দেবী ভগবতী।
কোকিলবাহনে আইলা দেবী সরস্বতী॥
মার্জ্জারবাহনে আইলা ষষ্ঠী
শিশু কোলে করি।
শচী আদি করি আইলা যত দেবনারী॥
ঢেঁকিতে চাপিয়া আইলা নারদ মুনিবর।
কাঁধে বীণা করি গেলা সভার ভিতর॥
অনন্ত দেবতাসভ বসিলা সারিসারি।
গন্ধর্ব্বগণ গীত গায় নাচে বিদ্যাধরী॥
রাবণ হারাইতে রামকে জিনাইতে।
বসিলেন দেবগণ হরষিত চিত্তে॥
ব্রহ্মা বলেন হের আইস নারদ ভাগিনা।
লঙ্কাপুরী গিয়া তুমি ভেটহ রাবণা॥
বংশরক্ষা হেতু যদি চাহয়ে রাবণ।
সীতা দিয়া ভজুক গিয়া রামের শরণ॥
নানাবিধ প্রকারে বুঝাবা দশাননে।
বংশরক্ষা হেতু বলি আইস মোর স্থানে॥
আজ্ঞা পায়্যা চলিলা নারদ মহামতি।
লঙ্কা যান মুনিবর অতি শীঘ্র গতি॥
আনন্দিত হৈয়া যান বাজাইয়া বীণা।
রাবণের ঠাঞি যান জয় জয় ঘোষণা॥
নারদ দেখিয়া শীঘ্র উঠিল দশানন।
নমস্কার হৈয়া দিল বসিতে আসন॥
মুনি বলেন শুন রাবণ আমার বচন।
ভক্ষ্যদ্রব্য আইল তোমার নরবানরগণ॥
তোমার কটক বানর খাইত বনে ডালে।
হেন ভক্ষ্য ঘরে বিধি দিল পুণ্যবলে॥
কি করিতে পারে তোর শ্রীরাম লক্ষ্মণে।
বিস্তর তপ করিলা তুমি ব্রহ্মার আরাধনে॥
তোমাকে জিনিবে হেন নাহি ত্রিভুবনে।
কি করিতে পারে তোমা নরবানরগণে॥
ত্রিভুবন জিনিলা তুমি রাজা দশানন।
কি করিতে পারে তোমা নরবানরগণ॥
নারদের বচনে হরিষ দশানন।
পুনর্ব্বার প্রণাম করে হরিষবদন॥
বংশনাশ পথ দিয়া চলিলা মুনিবর।
ঢেঁকিতে চাপিয়া গেল ব্রহ্মার গোচর॥
যতেক কহিলু করিল নিবেদন।
রামের বাণে সবংশে মজিবে দশানন॥
রাবণেরে হারাইতে রামকে জিনাইতে।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ বৈসে চারিভিতে॥
পার্ব্বতী বলেন শুন দেব পশুপতি।
রাবণ সেবক তোমার এতেক দুর্গতি॥
আর কোন্ সেবক তোমার নিবে পদছায়া।
রাবণ সেবক তোমার তাহে নাহি দয়া॥
আপন মুণ্ড কাটি তোমার দেয় হাথে।
হেন সেবকে তোমার মন নাহি ব্যথে॥
ধনজন মজে তার কনকলঙ্কাপুরী।
আর কোন্ সময় তুমি আছ অধিকারী॥
উলটিয়া পার্ব্বতী বসিলা একভিতে।
কোপ করি গেলা মহাদেব গঞ্জিতে॥
উন্মত্ত হইয়া বুল শ্মশান মসানে।
অকারণে পুজে তোমায় লঙ্কার রাবণে॥
প্রেতপিশাচ সনে সদাই কর রঙ্গ।
অকারণে ধর তুমি শিরোপরি গঙ্গ॥
সেবক বলিয়া বলে জগতের মা।
ক্রোধে কাঁপিল মহাদেবের সর্ব্ব গা॥

ক্রোধে মহাদেবের হৈল তিন চক্ষু রাঙ্গা।
ই বোলে কন্দল করে শিরোপরি গঙ্গা॥
স্বতন্তর স্ত্রী তোমার তিলেক নাহি শঙ্কা।
আপনি রাখ গিয়া কনকপুরী লঙ্কা॥
কোন কর্ম্ম রাবণের আমি নাহি করি।
তপস্যা করিয়া নিল কনকলঙ্কাপুরী॥
লঙ্কাপুরীতে বসাইলু সুবর্ণের পাটে।
তিন লোক তার ঠাঞি ডরে আসি খাটে॥
তপ করিল সে দশ হাজার বৎসর।
অমর হইতে ব্রহ্মা নাহি দিল বর॥
বিনয় করিল রাবণা ব্রহ্মার বচনে।
অমর হইব আমি তোমার বরদানে॥
রাবণের বচনে ব্রহ্মার হইল হাস।
তুমি অমর হইলে আমার সৃষ্টি হইবে নাশ॥
ব্রহ্মা বলে তুমি হইবে লঙ্কার ঈশ্বর।
দেবদানবগন্ধর্ব্ব জিনিবে বিদ্যাধর।
ত্রিভুবন জিনিবে রাবণ আমার বরে।
সবংশে মারিবে তোরে নরবানরে॥
আপনি বিষ্ণু হৈয়াছেন রাম অবতার।
কোপ করি আস্যাছেন রাবণে
করিতে সংহার॥
বানরীর পেটে জন্মিয়াছেন দেবগণ।
তারা সভ করিবেন রাক্ষস নিধন॥
আপনি বন্ধন নিল অলঙ্ঘ্য সাগর।
কটক লৈয়া আইলা রাম লঙ্কার ভিতর॥
দুয়ারে আপনি বিষ্ণু রাবণ সংশয়।
কেমনে রাবণ রাজা আছে তো নির্ভয়॥
বিধাতার নির্ব্বন্ধ আমি নারি খণ্ডাইতে।
আমি কি বল্যাছি তারে সীতাকে আনিতে॥
রাবণে মারিতে আইলা কমললোচন।
কোটি মহাদেব তারে না পারে রক্ষণ॥
দৈবের কারণ হেন কি করিতে পারি।
শিবের বচন শুনি শান্ত হৈলা গৌরী॥
হরগৌরী দুইজনে হইল সম্বাদ।
রাবণ মরিবেক দেবগণের সিংহনাদ॥
কৃত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরাণ।
মহাদেব পার্ব্বতীর কন্দল উপাখ্যান॥

ধুয়া।
শ্রীরামচন্দ্র কোদণ্ডধারী।
ভুবনমোহন শ্যাম রূপের মুরারি।

অঙ্গদের বিক্রমে রাবণ ধরিল ধেয়ান।
অভিমানে খসিয়া পড়ে হাথের গুয়াপান॥
দেবগন্ধর্ব্ব মোরে কেহো নাহি আঁটা।
মোর অপমান করি যায় বানর বেটা॥
ছত্তিশ কোটি রাবণের প্রধান সেনাপতি।
যুঝিতে রাবণ রাজা দিলেক আরতি॥
সপ্তস্বর্গ জিনিলু আমি এ সপ্তপাতাল।
মোর বাণে ত্রিভুবন কাঁপে হালে হাল॥
ইন্দ্রচন্দ্র দেবতা যত তারাগণ খসে।
বানর বেটা আসিয়া
মোরে এতদূর রোষে।
ইন্দ্রজিৎ বলী বাপু হও আগুয়ান।
রামলক্ষ্মণ বধিয়া বাপু রাখহ সম্মান॥
হস্তী ঘোড়া লহ বাপু কটক যুঝার।
একেলা মারিয়া আইস এ চারি দুয়ার।
আপনি রাখিয়া বাপু করিহ যে রণ।
আগে অঙ্গদ মারিহ পশ্চাতে অন্যজন॥
চলিল বীর ইন্দ্রজিৎ বাপের আরতি।
ছত্তিশ কোটি সেনাপতি চলিল সংহতি॥
বাপের দুলাল বেটা কুমার মেঘনাদ।
সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া পরে রাজপ্রসাদ॥
অঙ্গুলে অঙ্গুলি পরে বাহুতে কঙ্কণ।
সর্ব্বজয়া নেত্র পরে মাণিক রঞ্জন॥
বীরপরিচ্ছদে পরে দিব্য নেত ফালি।
তিন প্রস্থ বেড় দিয়া বাঁধিল কাঁকালি॥
সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া পরে চন্দনের সার।
কণ্ঠা ভরিয়া পরে রত্নময় হার॥
সোনার নবগুণ পরে সোনার পাটা।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন কপালের ফোঁটা॥
একহাথে ধরিয়াছে সর্ব্বজ্ঞ দাপনি।
আরহাথে সারথিকে হাঁকারে আপনি॥
সারথি জানিল চিত্তে সংগ্রামে গমন।
সংগ্রামের রথখান করিল সাজন॥
রথখান সাজন করে রথের সারথি।
নানা রত্ন মণি মাণিক্য নির্ম্মাইলা তথি॥*
কনকরচিত রথ কাঞ্চন নির্ম্মাণ।
পবনবেগে রথের ঘোড়া করয়ে সাজন॥
পর্ব্বতিয়া ঘোড়ার মুখে সোনার বিম্বুকি।
তেরো অক্ষৌহিণী সাজে যুঝার ধানুকী।
বিংশতি কোটি হাথী সাজে তিন
অর্ব্বুদ ঘোড়া।
পঞ্চাশ অক্ষৌহিণী জাঠি ঝকড়া॥

চলিল কটক সভ যুড়িয়া ভূমি আকাশ।
কটক দেখিয়া দেবগণে লাগে ত্রাস॥
হাথী ঘোড়া কটক চলিল মুড়ে মুড়ে।
বিংশতি যোজন পথ কটক আড়ে বেড়ে॥
কটকের পায়ের ভরে কাঁপিছে মেদিনী।
ইন্দ্রজিতের বাদ্য বাজে তিন অক্ষৌহিণী॥
শত সহস্র ধামসা বাজে তিন লক্ষ কাহাল।
কোটি সহস্র ঘণ্টা মৃদঙ্গ বিশাল॥
আশী কোটি বরঙ্গ বাজে ডম্ফ কোটি কোটি।
আঠার কোটি দগড়েতে ঘন পড়ে কাটী॥*
দণ্ডী মুহরি বাজে সাতাইশ লক্ষ বীণা।
বীরবাদ্য বাজে তাহে ত্রিশ কোটি দামা॥
আশী কোটি শিঙ্গা বাজে অতি খরসান।
পঞ্চাশ কোটি বাজে তাহে শঙ্খ সিন্ধুযান॥
ভেরী ঝাঝরি বাজে ছত্তিশ বৃন্দ পড়া।
মহাকোলাহলে বাজে আশী কোটি কাড়া॥
ঢেমচা খমক বাজে পঞ্চাশ হাজার।
তেইশ কোটি বাজে তাহে পাখওয়াজ উরমাল॥
বাদ্যকোলাহল সুনি দেবতায় ত্রাস।
পঞ্চাশ কোটি বাজে তাহে রুদ্র কবিলাস॥
দুস্তর করতাল বাজে ছত্তিশ কোটি কাঁশি।
মধুর নাদে বাজে আটাইশ কোটি বাঁশি॥
সাত লক্ষ রবাব বাজে শুনিতে মধুর।
পঞ্চাশ হাজার তাহে বাজয়ে নূপুর॥
তবল নিশান বাজে আর জয়ঢোল।
মহাপ্রলয়কালে যেন উঠে গণ্ডগোল॥
পঞ্চাশ কোটি বাজে বীরমাদল।
মেঘগর্জ্জনে যেন করিছে বাদল॥
চলিল ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে দিতে হানা।
স্বর্গমর্ত্যপাতালে কাঁপিল সর্ব্বজনা॥
ব্রাহ্মণে আশীর্ব্বাদ দিল ভাট পড়ে রায়বার।
মারমার করিয়া গেল পূর্ব্বদুয়ার॥
একেবারে চারিদ্বারে খুলিল কপাট।
মারমার শব্দ শুনি ঘন কাটকাট॥
আগুয়ান কটক পাঠাইল ইন্দ্রজিত।
যুদ্ধ করিবারে বীর চলিল ত্বরিত॥
রাক্ষস দেখিয়া বানর হইল একচাপ।
গালাগালি দেয় রাক্ষস বলে বীরদাপ॥
পাতালতা খায় বানর পরিধান কাছুটী।
মরিবার তরে আইল বানর কোটি কোটি॥
কিষ্কিন্ধারাজ্য সুগ্রীব পাইল অনেক সাধে।
মরিবার তরে বেটা রাক্ষস বিবাদে॥
বাহুড়িয়া যাউক রাম ভণ্ডতপস্বী।
দেশে গিয়া বিভা করুক পরম রূপসী॥
রাবণ রাজা নিল তার সীতা রূপবতী।
কি করিতে পারে রাম মানুষের জাতি॥
রাক্ষস সভ গালি দেয় বানর কোপে জ্বলে।
কুপিল বানরসভ বীরদাপ বলে॥
আজিকার রণে কারো নাহিক নিস্তার।
প্রথম রণে প্রবেশ করে পূর্ব্ব দুয়ার॥
একে একে চারি দ্বারের খুলিল কপাট।
মার মার শব্দ শুনি বলে কাট কাট॥
রাক্ষস সভ বাণ এড়ে ধনুকের শিক্ষা।
পড়িছে বানরকটক নাহি তার লেখা॥
গাছ পাথর লৈয়া বানরকটক যুঝে।
কোটি কোটি রাক্ষস মারে সংগ্রামের মাঝে॥
চড়চাপড়ে মুটকিসভ বানরের ভাণ্ডা।
মুটকির ঘায় রাক্ষসের মাথা করে গুণ্ডা॥
দুই কটক যুঝিয়া পড়ে রক্তে হয় রাঙ্গা।
রক্তে নদী বহে যেন ভাদ্র মাসের গঙ্গা॥
হাথী ঘোড়া ঠাট কটক রক্তের উপর ভাসে।
হরিষে পিশাচগণ মনে মনে হাসে॥
রক্তের বিম্বুকিসভ বাঁধিয়া উঠে ফেনা।
শকুনি গৃধিণী তাহে করিছে পারণা॥
রক্তের ঢেউ উঠে শুনি দুড়দুড়ি।
ত্রিভুবনে যুদ্ধের উপমা দিতে নারি॥
কটকের রোল যেন মেঘের গর্জ্জনি।
চারিযুগে এমত যুদ্ধ কোথাও না শুনি॥
ধানুকিয়া পাইকের ধনুক চটচটি।
ভূমেতে লোটায়্যা পড়ে সেনা কোটি কোটি॥
খাণ্ডার ধার খসে যেন গাছের পাতা।
এক ঠাঞি পড়ে স্কন্ধে আর ঠাঞি মাতা॥
কাঁইত চোয়াড় পড়ে চোখ চোখ বাণ।
পঞ্চধারে রক্ত পড়ে শরীর খান খান॥
জাঠি ঝকড়া শেল টাঙ্গি এক ধারা।
মুষল মুদ্গর পড়ে যেন আকাশের তারা॥
সিংহ ব্যাঘ্র জিনিয়া সভ বানরের বল।
হাথী ঘোড়া পাইক সভ যায় রসাতল॥
কুপিয়া বানর সভ মারিলেক রথে লাথি।
রথ সনে চূর্ণ কৈল রথের সারথি॥

কামড়াকামড়ি রণে লাগিল চুলাচুলি।
মুটকির ঘায় কারো ভাঙ্গে মাথার খুলি॥
আছাড়কামড়ে কারো নিকলিল অন্ত।
চাপড়ের চোটে কারো উপাড়িল দন্ত॥
গাছ পাথর ফেলায় বানর বাহুবলে।
ভঙ্গ দিল রাক্ষস না রহে রণস্থলে॥
রণে ভঙ্গ না দেয় বানর মৃত্যু নাহি গণে।
পঞ্চাশ কোটি রাক্ষস মারিল রাবণের রণে॥
পাতালতা খাই আমরা বনে ব্যবহার।
রণে প্রবেশিলে বিপক্ষ পাঠাই যমঘর॥
মদমাংস খাও তোরা ঘুমে অচেতন।
দেখিয়া না দেখ কেন সাগর বন্ধন॥
ত্রিভুবন জিনিয়া বোলাও লংকাব ঈশ্বর।
রামলক্ষ্মণ নাহি দেখ যমের দোসর॥
কোন্‌কালে লংকাপুরী আগুনি উথাল।
কোন্‌কালে সাগরেতে দেখ্যাছ জাঙ্গাল॥
কোন্‌কালে দেখিয়াছ এতেক বানর।
কোন্‌কালে পড়িয়াছে এত পাঠান্তর॥
লঙ্কা ছাড়িয়া পলাউক দশানন।
লংকার রাজা করিব ধার্ম্মিক বিভীষণ॥
গালাগালি দুই কটক প্রবেশিল রণে।
কুপিল বানর সভ মরণ নাহি গণে॥
কৃত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরাণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল গীত অমৃতসমান॥

যজ্ঞ করিতে বসিল কুমার ইন্দ্রজিত।
যজ্ঞসজ্জ লইয়া রাক্ষস সাধাইল চারিভিত॥
রক্তপাট ভাবে ভাব রক্তবসন।
রক্তকুসুমমালা রক্তচন্দন॥
শরপত্র বিছাইয়া আচ্ছাদিল মেদিনী।
চন্দনকাষ্ঠে দিয়া জ্বালিল আগুনি॥
কালো ছাগল রাক্ষস আনিল পালে পাল।
মন্ত্র পড়ি ঘৃত ঢালে সহস্রেক ভার॥
মন্ত্র পড়িয়া কুণ্ডে জ্বালিল আগুনি।
আতপতণ্ডুল যব হুলে সভ মুনি॥
ঘৃতে ডুবাইয়া তবে নবগ্রহ কাটী।
রক্তমাল্য রক্তবস্ত্র যজ্ঞ পরিপাটী॥
দশ হাজার ব্রাহ্মণ হুলে চারিটানে।
অগ্নিশব্দ করে যেন মেঘের গর্জ্জনে॥
তপ্তকাঞ্চন যেন দেখি অগ্নিশিখা।
মূর্ত্তি ধরিয়া অগ্নি আসিয়া দিল দেখা॥
ইন্দ্রজিতের সাক্ষাৎ অগ্নি হৈলা অধিষ্ঠান।
তুষ্ট হৈয়া অগ্নি তারে দিল বরদান॥
যত বর চাহিল বীর পাইল তত বর।
আজিকার রণে তুমি জিনিবে সমর॥
বর দিয়া অগ্নি গেলা আপনার স্থান।
রথে চড়ি ইন্দ্রজিৎ করিল পয়ান॥
চন্দ্রমণ্ডল জিনিয়া মাথায় ধবল ছাতি।
বাণেতে রুষিয়া যায় ব্রহ্মাপরিনাতি॥
এতসভ যুদ্ধ হৈল দৈবে লিখিত।
দক্ষিণ দুয়ারে অঙ্গদ দেখিল ইন্দ্রজিত॥
অঙ্গদ দেখিয়া বীর ইন্দ্রজিৎ হাসে।
গালাগালি দেয় তারে যত মনে আইসে॥
আমার বাপে গালি দিয়া পলাইলি ডরে।
তোমার মাকে অন্যে লয় জিয়ন্ত ভাতারে॥
বাপ মারিল তোর মাকে দেয় আনে।
ধিক থাকুক বানর বেটা তোর জীবনে॥
যেজন মারিল তোর বাপ বানররাজ।
তার সেবা কর বেটা মুখে নাহি লাজ॥
লাভ অপচয় নাহি বুঝ অল্পমতি।
বনের পাতালতা খাও পশু দুর্ম্মতি।
ধরদূষণ মারে রাম আমার গেয়াতি।
আমরা সহিতে নারি ক্ষত্রিয় জাতি॥
কটক মারিয়া আজি রাখিব ঘোষণা।
আমার বাণে বাহুড়িয়া না যাবে কোনজনা॥
প্রাণ লৈয়া দেশে যাবে না করিহ সাধ।
আমারে জানিহ যে কুমার মেঘনাদ॥
প্রতিজ্ঞা করিলু আমি বাণের গোচরে।
সকল মারিব আমি সংগ্রাম ভিতরে॥
এত বলি ইন্দ্রজিৎ পুরিল সন্ধান।
বানরকটক বিঁধিয়া করিল খান খান॥
অঙ্গদ এড়িয়া বানর পলায় সত্বর।
রণ সহিয়া অঙ্গদ বীর রহিল একেশ্বর॥
কুপিল অঙ্গদ বীর করে বীরদাপ।
ধাইয়া খাইতে আইসে যেন কালসাপ॥
তোরে মারিতে গেলাম লঙ্কার ভিতর।
তোরে রাখি পড়িল চারি রাক্ষস উপর॥
ত্রিভুবন নষ্ট হইল তোর বাপের গন্ধে।
সীতা লইয়া এতদূর আইল দশস্কন্ধে॥
জটায়ু নামে পক্ষরাজ ত্রিভুবনে উড়ে।
তোর বাপের পাপে সেই পক্ষরাজ পড়ে॥
সীতা লৈয়া গেল বেটা লঙ্কার ভিতরে।
তোর বাপের পাপে মোর বাপ মরে॥

তোর বাপের পাপে মরে ত্রিশিয়া কবন্ধ।
তোর বাপের পাপে সাগর গেল বন্ধ॥
তোর বাপের পাপে মারীচ তেজিল পরাণ।
খর দূষণ এই হেতু হারাইল জীবন॥
তোর বাপের ছায়া লাগিল যত দূরে।
তত দূর বাঁধা গেল গাছপাথরে॥
সাগর পার হইয়া মাগে অভয় প্রসাদ।
পরস্ত্রী চুরি করে জীবনে কি সাধ॥
অন্য হেন স্ত্রী নহে সীতা দেবী সতী।
কোপদৃষ্টে চাহিলে মজিবে বসুমতী॥
ত্রিভুবন জিনিল তোর বাপ লঙ্কেশ্বর।
মরিতে রামের সনে করে পাঠান্তর॥
আগে তোরে মারিব পাছেতে রাবণ।
লঙ্কার রাজা করিব রাক্ষস বিভীষণ॥
তোর বাপ স্ত্রীচোরা তোর রণ চুরি।
দেখাদেখি রণ করিলে যাবে যমপুরী॥
চোরার বেটা চোর তুঞি চুরি করিস রণ।
এক চাপড়ে তোর লইব জীবন॥
হনুমান বাঁধিয়া তোর বাড়্যাছে অহঙ্কার।
অঙ্গদ বীর বলি মোরে পর্ব্বতের সার॥
অঙ্গদের ঠাঞি পড়িলে আজি যাবে কোথা।
চাপড়ের ঘায় ছিণ্ডিব বেটা তোর মাথা॥
এতেক বলিয়া যুঝে বালির কোঙর।
অন্ধকার করিয়া ফেলে গাছ পাথর॥
সন্ধান পুরিয়া ইন্দ্রজিৎ এড়ে বাণ।
অঙ্গদের গাছ পাথর করে খান খান॥
ইন্দ্রজিৎ বাণ এড়ে করি মহাশব্দ।
বুকের ভরসা গদা সহিলেক অঙ্গদ॥
অঙ্গদের বুক যেন বজ্রের সমান।
বুকেতে ঠেকিয়া গদা হইল খান খান॥
অঙ্গদ বলে তোর ঘা আগে গেল রসাতল।
মোর ঘা সহ রে বেটা বুঝি তোর বল॥
বীরদাপ করে বীর মারে মালসাট।
দেউল বেহারে যেন লাগিল কপাট॥
কুপিয়া অঙ্গদ বীর রথে মারে লাথি।
রথ সনে চূর্ণ কৈল রথের সারথি॥
অঙ্গদের বিক্রম দেখি ইন্দ্রজিতের ত্রাস।
লম্ফ দিয়া ইন্দ্রজিৎ উঠিল আকাশ॥
আকাশে উঠিয়া বীর চারি দ্বার দেখে।
দ্বারে দ্বারে রাক্ষস পড়িল লাখে লাখে॥
কৃত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরাণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল গীত অমৃতসমান॥

মত্ত হৈয়া যুঝে বানর পাসরে আপনা।
সেনাপতি সেনাপতি যুঝে দুইজনা॥
প্রচণ্ড রাক্ষস রণে ছিল আগুয়ান।
সম্পাতি দেখিয়া মারে তিন লক্ষ বাণ॥
বাণ খাইয়া সম্পাতি হইল বিবর্ণ।
উপাড়িয়া আনিল গাছ নামে অশ্বকর্ণ॥
অশ্বকর্ণ গাছ গোটা দিলেক সুপাক।
গাছ গোটা আইসে যেন কুমারের চাক॥
চক্রাবর্ত্ত আইসে গাছ করি অন্ধকার।
গাছের বাড়িতে প্রচণ্ড হইল চুরমার॥
সম্পাতি বানর সে প্রচণ্ড রাক্ষস মারে।
দশ গোটা রাক্ষস লেজ জড়াইয়া ধরে॥
তপন রাক্ষস আইল হাথীর কান্দে।
তিনশও বাণে সে নীল বীর বিন্ধে॥
কুপিল যে নীল বীর হইল নিয়ড়।
হাথীর উপর চাপিয়া তারে
মারিল চাপড়॥
চাপড়ের চোটে তার ঠিকুরিল আঁখি।
পড়িল তপন বীর দুই কটক দেখি॥
রথে চড়িয়া আইল রাক্ষস বিদ্যুন্মালী।
গরু মানুষ লৈয়া যার ভোজনের কেলি॥
হনুমান দেখিয়া বাণ যুড়িল ধনুকে।
তিনশও বাণ মারে হনুমানের বুকে॥
বাণ খায়্যা হনুমান তিলেক নাহি ব্যথে।
লাফ দিয়া চড়িলেক বিদ্যুন্মালীর রথে॥
রথে চড়িয়া তার ধরিলেক চুলে।
হাথের টানে তার মুণ্ড ছিণ্ডিয়া
তো। ফেলে॥
সুবর্ণ নামেতে আইল বিষম রাক্ষস।
একবারে মদ পিয়ে সহস্র কলস॥
সোনার নব গুণ ধরে সোনার শালা।
রণেতে আসিয়া সেই দিলেক মহলা॥
ক্ষণেকে ধনুক ধরে ক্ষণে ধরে খাণ্ডা।
বড় বড় বানর ধর্য্যা করে গুণ্ডা॥
ঘোর অন্ধকার হইল সেই রণস্থলে।
সমুখে বানর পায়্যা ধর্য্যা ধর্য্যা গিলে॥
দেখিলা যে বানরের এতেক দুর্গতি।
কুপিয়া আইল রণে নীল সেনাপতি॥
কুপিয়া যে নীল বীর চাহে চারিভিতে।
সুবর্ণের রথচাকা তুলিয়া নিল হাথে॥
হিঙ্গুলের চাকা গোটা তাহে সোনার পানি।
হাথে চক্র যুঝে যেন দেব চক্রপাণি॥

এড়িলেক চাকা গোটা নিজ বাহুবলে।
জ্বলিয়া উঠিল চাকা গগন মণ্ডলে॥
পবনবেগে আইসে চাক কি কহিব কথা।
চাকা ঘাতে কাটিয়া ফেলে সুবর্ণের মাথা॥
যুঝয়ে সুষেণ বেজ রাজার শ্বশুর।
দুই পুত্র লৈয়া বুড়া যুঝয়ে প্রচুর॥
যুঝিতে যুঝিতে বুড়া
পড়িয়া গেল ভোলে।
শত সহস্র রাক্ষস চাপিয়া ধরে কোলে॥
বুড়ার যুদ্ধ দেখ্যা বড়
লক্ষ্মণের লাগে ধন্দ।
তিন দিন যুঝে বুড়া তবু নহে ভঙ্গ॥
বুড়ার চড় চাপড়ে কর্ণে লাগে তালি।
এক চাপড়ে মারিল রাক্ষস জম্বুমালী।
রাবণের সেনাপতি নামেতে প্রঘস।
একবারে মদ পিয়ে অযুত কলস॥
বানর মারিয়া বুলে নাহি তার লেখা।
আচম্বিতে সুগ্রীব সনে তার হইল দেখা॥
কুপিল সুগ্রীব রাজা পাসরে আপনা।
উপাড়িয়া আনে গাছ নামেতে হাথিনা॥
এড়িলেক গাছ গোটা দিয়া হুহুঙ্কার।
পড়িল প্রঘস বীর হইল চুরমার॥
মিত্রঘ্ন রাক্ষস বিভীষণের পরিচয়।
ইষ্ট সম্বন্ধে দুহে কথাবার্ত্তা কয়॥
গদার বাড়ি বিভীষণ মারিল মিত্রঘ্নে।
ভূমেতে পড়িয়া সেই তেজিল জীবনে॥
বজ্রমুষ্টি রাক্ষস আইল বড়ই দুরন্ত।
মাস খায় রক্ত পিয়ে বিদারয়ে অন্ত॥
তার ডরে বানর না হয় আগুয়ান।
একবারে ধনুকে যোড়ে তিনশও বাণ॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র বানর দুই সহোদর।
অমৃত পানে দুই ভাই হৈয়াছে অমর॥
পরচক্রে দুই ভাই প্রবেশিল রণে।
লাফ দিয়া রথোপরে চড়ে দুইজনে॥*
মুঠাকির ঘায় তার ভাঙ্গিল মাথার খুলি।
পড়িল বজ্রমুষ্টি হইয়া আকুলি॥
হাথে ধনুক করিয়া আইসে শীঘ্রগতি।
অশ্বপ্রভা নামে রাবণের সেনাপতি॥
দেবেন্দ্র বানর দেখি হাস্যবদনে।
তিনশও বাণ মারে দেবেন্দ্র অচেতনে॥
ভাই পরাজয় দেখি মহেন্দ্র কুপিত।
লোহার সাবল হাথে আইল ত্বরিত॥
পাক দিয়া এড়ে বীর লোহার সাবল।
রথসনে অশ্বপ্রভা গেল রসাতল॥
পড়িল যে অশ্বপ্রভা দেবতার অরি।
আকাশে থাকিয়া দেব দিল টীটকারি॥
শ্রীরামের তেজে বানর সমরেতে জিনে।
হেন সভ রণ হইল কৃত্তিবাস ভনে॥

যুবা যে লক্ষ্মণ বীর সুমিত্রানন্দন।
অবসাদ নাহি বীরের প্রথম যৌবন॥
গৌরবর্ণ লক্ষ্মণ বীর প্রথম বয়েস।
কনক চম্পক অঙ্গ দেখিতে সুবেশ॥
বজ্র সমান লক্ষ্মণ বীর অবতার।
বিক্রম করি বীর ধনুকে টঙ্কার॥
দশরথ রাজার পুত্র অজ রাজার নাতি।
অবতার লক্ষ্মণ বীর বড় যোদ্ধাপতি॥
বড় বড় রাক্ষসের লইল পরাণ।
বিরূপাক্ষ বীর আইল পুরিয়া সন্ধান॥
বিরূপাক্ষের রণে বানর ফুটিল অপার।
গৌর অঙ্গে রক্ত পড়ে হিঙ্গুলের ধার॥
ধনুক টানিয়া বীরের রক্ত অঙ্গুলি।
হরিতাল হিঙ্গুল যেন এক ঠাঞি গুলি॥
বজ্রবাণ এড়ে লক্ষ্মণ কি কহিব কথা।
বিরূপাক্ষ মহাবীরের কাটি গেল মাথা॥
উদয় হইতে যুঝে বীর বেলা অবসান।
তবু নাহি ঘুচে বীরের হাথের ধনুক বাণ॥
পঞ্চাশ কোটি রাক্ষস মারিল দিবসে।
তিন কোটি রাক্ষস মারিল দিন অবশেষে॥
লক্ষ্মণের যুদ্ধ দেখি দেবে লাগে ধন্দ।
অর্ব্বুদ কোটি রাক্ষসের কাটা গেল স্কন্ধ॥
হাথী ঘোড়া ঠাট কটক রক্তে সভ ভাসে।
হরিষে পিশাচগণ মনে মনে হাসে॥
সূর্য্য অস্ত যান যখন বেলা অবসান।
হেন বেলা রঘুনাথ পুরেন সন্ধান॥
ধনুকে গুণ দিয়া রাম প্রবেশিলা রণে।
যত রাক্ষস ছিল কাটিয়া পাড়ে বাণে॥
এক দণ্ড বৈ আর না করিল রণ।
পড়িল রাক্ষস সভ আর নাহি একজন।
বিরানই কোটি পড়িল পর্ব্বতিয়া ঘোড়া।
সেনাপতি ভাগ পড়িল পর্ব্বতের চূড়া॥
যত রাক্ষসের ঠাট ছিল অবশেষে।
এক দণ্ডে মারিলেক চক্ষুর নিমেষে॥

অন্তরীক্ষে ইন্দ্রজিৎ রহিল আকাশে।
কটকের মরণ দেখি পাইল তরাসে॥
বাপ মোরে কটক সমর্পিল হাথাহাথি।
আপনা রাখিতে নারিলু রথের সারথি॥
অগ্নিকেতু বৈশ্যকেতু বিক্রমে বিশাল।
রুদ্রঘণ্টা পড়িল মোর লঙ্কার কোটাল॥
ষট নিষট পড়িল মোর যমের দোসর।
লঙ্কার ভিতর বীর নাহি তার সোঁসর॥
অজয় কবন্ধ মোর সংগ্রামে দুর্জ্জয়।
দেব দানব ত্রিভুবন করেন সভে ভয়॥
পড়িল সুবর্ণ বীর বিক্রমে চূড়ামণি।
বড় বড় বীর পড়িল সংগ্রামের ধ্বনি॥
*যজ্ঞকেতু বীর পড়ে সমরে দুর্জ্জয়।
দেবাসুর গন্ধর্ব্বে যাহার নাহি ভয়॥*
বজ্রমুষ্টি পড়িল কর্ণেতে লাগে তালি।
হাথীর পৃষ্ঠে তপন পড়ে আর
বিদ্যুন্মালী॥
শোণিতাক্ষ বিড়ালাক্ষ পড়য়ে উৎকট।
ডরে সেনাপতিগণ না যায় নিকট॥
এত সেনাপতি পড়িল দেউলের চূড়া।
অর্ব্বুদ কোটি পড়িল পর্ব্বতিয়া ঘোড়া॥
দেবগণ জিনিয়া মোর এতেক সেনাপতি।
নব লক্ষ সেনাপতি সাতাইশ লক্ষ হাথী॥
মহাপাত্রগণ মোর রাজ্যের অধিকারী।
আর পড়িল বাপের শিয়রি প্রহরী॥
প্রসাদ দিয়া বাপ মোর দিল গুয়াপান।
এতেক কটক পড়ে মোর বিদ্যমান্॥
কটকের ভালমন্দ আমাকে সে লাগে।
কোন্ মুখে দাণ্ডাইব গিয়া বাপের আগে॥
দেখ রণে আমি রাম জিনিতে না পারি।*
আদেখা হৈয়া যুদ্ধ করিলে
জিনিতে পারি॥
মায়াযুদ্ধ করিব মায়ায় করিয়া ভর।
মেঘেব আড়ে থাকিয়া মারিব বানর॥
ডাক দিয়া রামের তরে বলে মেঘনাদ।
দেশে ফির্য়া যাবে মনে করিয়াছ সাধ॥
রাক্ষসগণ মারিয়া তোমার হরিষ অন্তর।
আজিকার রণে তোমায় পাঠাব যমঘর॥
এত বলি ইন্দ্রজিৎ ধনুকে দিল চড়া।
দেউল বিহারে যেন ভাঙ্গিয়া পড়ে চূড়া॥
দুর্জ্জয় বিষম ধনুক যমদণ্ডধর।
থরহর পৃথিবী কাঁপে সপ্ত সাগব॥

ধনুক গুণ দিয়া তিনবার লোফে।
শব্দ শুনি দেবগণ থরহরি কাঁপে॥
রাম লক্ষ্মণ বলিয়া ঘন ঘন পাড়ে ডাক।
সম্বর আমার বাণ পড়িছে ঝাঁকে ঝাঁক॥
আকাশে থাকিয়া করে বাণ বরিষণ।
তর্জ্জন করিয়া বিঁধে শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
ছন্দে বিছন্দে বিঁধে জানে নানা কলা।
দুই ভাইর কাটিয়া পাড়ে গায়ের মেখলা॥
দুই ভাইর গা বাহিয়া রক্ত পড়ে স্রোতে।
দুই ভাইর রক্ত পড়ে রণের ভূমিতে॥
এথা ইন্দ্রজিৎ বিঁধি শ্রীরাম লক্ষ্মণে।
উত্তর দুয়ারে গেল বীর পক্ষ গেয়ানে॥
উত্তর দুয়ারে নাহি বানরের হানাহানি।
থানায় সেনা রাখ্যা রাজা চলিল আপনি॥
পশ্চিম দুয়ারে মায়াযুদ্ধ করে ইন্দ্রজিত।
ঝাট করি রাখ গিয়া আপনার মিত॥
শুনিয়া সুগ্রীব রাজা হইলা অসুখী।
থানা সমেত চলি গেলা যেন উড়ে পাখি॥
পূর্ব্বে দ্বারে কহিতে গেলা পবনের গতি।
তথা গিয়া জানাইল নীল সেনাপতি॥
নীল কুমুদ আর ঠাট যুঝিয়ার।
থানা সমেত গেল সেই পশ্চিম দুয়ার॥
দক্ষিণ দুয়ারে আছে অঙ্গদের থানা।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র বীর আছে দুইজনা॥
আশী কোটি বানর চলে
তিনজনার ভিড়নে।
ধাইয়া গিয়া বার্ত্তা কহিলা তিনজনে॥
সবেমাত্র নাহি জানে রাক্ষস বিভীষণে।
বিভীষণে নাহি কহে বিপক্ষ গেয়ানে॥
এই সে কারণে বার্ত্তা না পায় বিভীষণে।
শুনিয়া তো বিভীষণ আইলা ততক্ষণে॥
চারি দ্বারের বানর হইল এক ঠাঞি।
আড়ে হইতে ইন্দ্রজিৎ বিঁধে দুই ভাই॥
লম্ফ দিয়া বানর কটক উঠয়ে আকাশে।
কোথা হইতে বাণ পড়ে না পায় তরাসে॥
রাম লক্ষ্মণ দেখ্যা কটক হইল নৈরাশ।
মেঘের আড়ে ইন্দ্রজিৎ করয়ে উপহাস॥
সহস্র চক্ষে দেখিতে না পায় পুরন্দর।
দুই চক্ষেতে বানর কেমনে দেখে
ইন্দ্রজিৎ নিশাচর॥
ডাক দিয়া রামের তরে বলে মেঘনাদ।
দেশেরে জিয়ন্ত যাবে না করিহ সাধ॥

এতেক বলিয়া করে বাণ বরিষণ।
জর্জ্জর করিয়া বিঁধে বাণ শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
খণ্ড খণ্ড করিল রামের মাথার টোপর।
রক্তের পরশ নাহি তার শরীর ভিতর॥
সন্ধান পূরি দুই ভাই আকাশ পানে চাই।
কোথা থাকি যুঝে বেটা দেখিতে না পাই॥*
রামের গায় বাণ পড়ে তাহে নাহি মন।
সহ সহ বলিয়া ডাকেন ভাইরে লক্ষ্মণ॥
এত বাণ এড়িয়া তবু ক্ষমা নাহি মনে।
নাগপাশ বাণ এড়ে ধনুকের গুণে॥
ব্রহ্মঅস্ত্র নাগপাশ দুর্জ্জয় প্রতাপ।
এক বাণ এড়িলে হয় এক লক্ষ সাপ॥
সর্প হৈয়া বাণ আকাশে ফণা ধরে।
সর্পের মুখেতে আগুণের কণা জ্বলে॥
সাপের মুখে আগুন জ্বলে ধিকি ধিকি।
আছুক অন্যের কাজ কাঁপয়ে বাসুকি॥
চলিল যে সর্পগুলা মেঘের গর্জ্জনে।
হাথে গলে বাঁধে গিয়া শ্রীরাম লক্ষ্মণে॥
কোন সাপ গলায় ধরে কেহো ধরে পা।
পরতে পরতে সাপ বেড়ে সর্ব্ব গা॥
হাথ পা লাড়িতে নারে গলায় বেড়ে ফাঁশ।
যমের দোসর বন্ধন নাগপাশ॥
সর্পের বিষের জ্বলায় পোড়য়ে শরীর।
উত্তর শিওরে ঢলিয়া পড়িল দুই বীর॥
দুই ভাই ভূমেতে লোটায় বিচিত্র বেশে।
চন্দ্র সূর্য্য দুহেঁ যেন খসিল আকাশে॥
ভূমে লোটায় রঘুনাথের যত বেশ।
হাথের ধনুক বাণ লোটায় আর চাচর কেশ॥
রণ জিনিয়া মেঘনাদ ছাড়ে সিংহনাদ।
বাপের ঠাঞি যায় বীর পাইয়া আহ্লাদ॥
রামের বানরের শুনি ক্রন্দনের রোল।
লঙ্কার ভিতরে গিয়া বাজায় জয়ঢোল॥
আগু বাড়াইয়া পড়ে চন্দনের ছড়া।
তার উপর পাতিলেক পাটের পাছড়া॥
হাথেক উভ পাতিলেক পুষ্প পারিজাত।
তার উপর রথ রহে সুগন্ধি বহে বাত॥
বাপের আগে দাণ্ডাইল বীর অবতার।
রণের কথা শুনিতে রাজা আইল সত্বর॥
যতেক রণ করিয়াছে বাপের আগে কয়।
পৃথিবীতে হেন যুদ্ধ কোথাও নাহি হয়॥
অনেক যুদ্ধ করিলাম পৃথিবী ভিতর।
সভা হৈতে বিষম দেখি নর আর বানর॥

যে সময় গেলাম করিয়া পাতাপাতি।
আপনা রাখিতে নারি পড়িল সারথি॥
আপনা রাখিতে আমি হৈলাম বিকল।
প্রাণ লৈয়া গেলাম আমি যথা মেঘ সকল॥
তথা থাকি দেখি আমি রাক্ষসের দুর্গতি।
একদণ্ডের রণে মোর পড়িল সেনাপতি॥
সকল সেনাপতি পড়ে এক দণ্ডের রণে।
এতেক চিন্তিয়া তাপ পাইলাম মনে॥
*দশদিগ চাপিয়া করিল মহারণ।
কদলীর বৃক্ষ যেন পড়ে বানরগণ॥*
কথগুলা বানর মারিয়া মনে পাইলু ব্যথা।
রাম লক্ষ্মণ চাহিয়া বেড়াই
তারা গেল কোথা॥
বানরেব মধ্যে রাম পশ্চিম দুয়ারে।
বাণে বিঁধ্যা দুই ভাই কৈলাম জর্জ্জরে॥
খণ্ড খণ্ড করিলাম তার মাথার টোপর।
রক্তের পরশ না থুইল তার শরীর ভিতর॥
ব্রহ্ম অস্ত্র নাগপাশের বুঝিলু প্রতাপ।
এক বাণ এড়িলাম হইল লক্ষ সাপ॥
সর্প হৈয়া বাণ মোর আকাশে ধরে ফণা।
সর্পমুখে বাহির হয় আগুনের কণা॥
মুখে অগ্নি সাপের মুখে
জ্বলিছে ধিকি ধিকি।
আছুক অন্যের কাজ কাঁপয়ে বাসুকি॥
সর্পের মুখে বাহির হয় আগুনের জ্বালা।
হাথ পা বঁধ্যাছে রামের
আর বাঁধ্যাছে গলা॥
বিন্ধিয়া পাড়িল যেন সূচীর শিয়নি।
গলায় টান পড়ে তার বায়্যায় পরাণি॥
ত্রিভুবন মিলিয়া যদি করয়ে যতন।
তবু না ঘুচিবে নাগপাশের বন্ধন॥
রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীবের আর
নাহি কিছু ডর।
সীতা লৈয়া কেলি কর লঙ্কার ভিতর॥
হরিষে যুদ্ধের কথা কহে মেঘনাদে।
কোলে করি রাবণ রাজা চুম্ব দিল সাধে॥
নানা রত্নভাণ্ডার দিলেক প্রচুর।
পায়েতে নূপুর দিল কনক কেয়ূর॥
নানা রত্ন দিল তারে মাথায় দিল মণি।
ইন্দ্রবিদ্যাধরী দিল সহস্র নাচনি॥
প্রসাদ দিয়া করিল ভাণ্ডার লণ্ডভণ্ড।*
সভে মাত্র নাহি দিল ছত্র নবদণ্ড॥

প্রসাদ দিয়া রাবণ রাজা পাঠাইল বেটা।
ডাক দিয়া আনিল তবে রাক্ষসী ত্রিজটা॥
*ত্রিজটা বলিয়ে তোরে রাক্ষসী প্রধান।
হের আইস তুমি মোর লেহ গুয়াপান॥*
সীতাদেবী আনিলাঙ আমি বড় প্রয়াসে।
বস্তুজ্ঞান না করে সীতা
স্বামী দেখ্যা পাশে॥
আগে আগে সীতা মোরে করিতেছিল ডর।
স্বামী নিকট দেখিয়া বড় খরতর॥
পুষ্পক রথ লৈয়া তুমি সীতাকে তুলিয়া।
সীতাকে লৈয়া দেখাও আকাশে দাণ্ডাইয়া॥
ইন্দ্রজিৎ রামলক্ষ্মণ বাঁধিল নাগপাশে।
স্বামীর মরণ দেখ্যা হইবে নৈরাশে॥
রাবণের আজ্ঞায় ত্রিজটা রাক্ষসী যায়।
অশোকবনে গিয়া সীতাকে বার্ত্তা কয়॥
রাম লক্ষ্মণ পড়িয়াছেন ইন্দ্রজিতের রণে।
স্বামী দেখিবে যদি আইস মোর সনে॥
এত শুনি সীতা দেবী হইলা মুর্চ্ছিত।
ত্রিজটা দেখিল সীতার নাহিক সম্বিধ॥
অনেক ক্ষণে সীতা দেবীর হইল চেতন।
হাহা প্রভু বলি সীতা করেন রোদন॥
চলিলেন সীতা দেবী ত্রিজটা সংহতি।
রথে চড়ি আকাশে উঠিলা শীঘ্রগতি॥
আকাশে থাকিয়া সীতা নেহালিয়া চাহে।
লক্ষ লক্ষ সাপ দেখে দুই ভাইর গায়ে॥
নাগপাশে পড়িয়াছেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
ত্রাস পাইয়া সীতা দেবী করিছে রোদন॥
কৃত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরাণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল গীত
নাগপাশ উপাখ্যান॥

*আমারে হইল আজি দারুণ কাল রাতি।
অভাগিনী সীতা মুঞিঃ হারাইলাম পতি॥*
বাপ ঘরে যখন আমি ছিলু শিশুকালে।
আমাকে দেখিয়া সর্ব্ব লোকে ভাল বলে॥
আমার লক্ষণ দেখিয়া বলে সর্ব্বজন।
সীতার শরীর দেখি বিচিত্র গঠন॥
চিরুণদন্ত নহে সীতা অবিরল পয়োধর।
হরের ডমরু যেন সীতার মধ্যস্থল॥
অশোক কিংশুক যেন শরীরের জ্যোতি।
অন্ধকার নষ্ট করে সীতা রূপের ভাতি॥
হেন বীর নাহি দেখি পৃথিবী ভিতর।
তোমাকে মারিয়া প্রভু যায় নিজ ঘর॥
গম্ভীর গহন যেন সীতার বচন।
রাজহংস জিনিয়া যেন সীতার গমন॥
পরিধান বস্ত্র সীতার না হয় মলিন।
নাভি গভীর সীতার মাঝা অতি ক্ষীণ॥*
বিজ্যোতি নাহি দেখি সীতার
হাথের কঙ্কণ।
সীতার শরীরে নাহি দেখি
বিধবা লক্ষণ॥
এত সভ সুলক্ষণ যেই নারী ধরে।
স্ত্রী লক্ষণে পুরুষ সুখে রাজ্য করে॥
সর্ব্বজনের বচন হইল বিপরীত।
মোর প্রভু ভূমি লোটান হারায়্যা সম্বিধ॥
কৃত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরাণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল গীত অমৃতসমান॥

বধিলা তুমি লঙ্কাসুর তুষ্ট কৈলা ঋষিকুল
জনক রাজা অঙ্গীকার করি।
মহাদেবের ধনুকবাণ ভাঙ্গ্যা কৈলা দুইখান
বিভা কৈলা সীতা তো সুন্দরী॥
ভরত তোমায় কৈল স্তুতি তাহাতে না দিলা মতি
বনবাস তুমি কৈলা ভর।
খাটপাট সিংহাসন তাহে প্রভু আরোহণ
হেন প্রভু ধূলায় ধূসর॥
অযোধ্যায় দণ্ডধর ত্রিভুবনে পুরুষবর
সাগর বাঁধিয়া হৈলা পার।
আমি অভাগ্যবতী হারাইলু নিজ পতি
প্রভুমুখ না দেখিব আর॥
আমার উদ্ধার হেতু কৈলা তুমি বন্ধসেতু
নহিল সীতার দুঃখ বিমোচন॥
পাপিষ্ঠ যে ইন্দ্রজিত দেব যারে করে ভীত
তার বাণে হারাল্যা জীবন॥
ত্রিজটার হাথে ধরি বিস্তর স্তবন করি
বলেন সীতা সকরুণ বাণী।
তোমার বাপের পুণ্যে আমি যাই প্রভুর সনে
রথ লৈয়া তুমি যাও আপনি॥
সীতার ক্রন্দন শুনি হইল আকাশবাণী
প্রভু রামের নাহি হয় নাশ।
তোমারে উদ্ধার করি রাম যাবেন অযোধ্যাপুরী
নাচাড়ি রচিল কৃত্তিবাস॥

কাতর হইয়া কাঁদে সীতা তো রূপসী।
সীতার প্রবোধ করে ত্রিজটা রাক্ষসী॥
না কাঁদ না কাঁদ সীতা ঘুচাও অভিমান।
দিন দশের মধ্যে যাবে রঘুনাথের স্থান॥
বিস্তর কাল গেল তোমার অল্পকাল আছে।
হৃদয় সুখাইয়া তুমি প্রাণ খোয়াও পাছে॥
এতেক ত্রিজটা তারে দিল পাতিয়ান।
অশোকবনে থুল লৈয়া করি বন্ধুয়ান॥
যে সময় গেল সীতা অশোকবনের গুড়ি।
হাথে অস্ত্রে বেড়িলেক রাবণের চেড়ি॥
দুই ভাই বন্দী আছে বন্ধন নাগপাশে।
মাথায় হাথে বলে বানর হইল সর্ব্বনাশে॥
নীল সেনাপতি কাঁদে বিপক্ষের খিল।
মাথায় হাত দিয়া কাঁদে সেনাপতি নীল॥
*মহেন্দ্র দেবেন্দ্র কান্দে সকরুণ ভাষে।
কান্দেন কুমুদ বীর নীল বীরের পাশে॥*
দেখিয়া সুগ্রীব বীর কাঁদিয়া আছাড়ে।
মিত মিত বলিয়া ঘন ঘন ডাক ছাড়ে॥
এ ত যদি হইল মিত দৈবের গতি।
কোন্ কার্য্যে আইলাম মিত
তোমার সংহতি॥
লঙ্কায় আইলাম আমি মিত মোর মরে।
কোন্ লাজে যাব আমি কিষ্কিন্ধা নগরে॥
কিষ্কিন্ধার রাজ্যভোগ আগুনে পোড়াইয়া।
সকল কটক মরিব সাগরে ঝাপ দিয়া॥
সুষেণ বৈদ্য বলে ধন্বন্তরির কোঙর।
দুই ভাই লৈয়া যাইব কিষ্কিন্ধা নগর॥
পর্ব্বতের ঔষধ আনি দড় কর মিত।
সুষেণ শ্বশুর মোর করহ এই হিত॥
সবংশে মারিব আমি লঙ্কার রাবণ।
তবে তো শ্বশুর আমার দেশেতে গমন॥
দূরে থাকি তাহা দেখি রাক্ষস বিভীষণে।
চিন্তে গণে বিভীষণ সাত পাঁচ মনে॥
কোন্ বীর লৈয়া পড়্যাছে আথান্তর।
মাথায় হাথে কাঁদে কেন সকল বানর॥
বিভীষণ ইন্দ্রজিৎ একই আকৃতি।
বিভীষণ দেখিয়া পলায় সকল সেনাপতি॥
ডাক দিয়া সুগ্রীব বলে অঙ্গদের আগে।
দেখ দেখি অঙ্গদ কটক কেন ভাঙ্গে॥
অঙ্গদ বলে নাহি জানি বানরের মতি।
তোমরা পলায়্যা যাবে
দেশে থাকিবে কথি॥

ডাক দিয়া বলে তবে অঙ্গদ যুবরাজ।
কি দেখ্যা পলাও বানর মুণ্ডে পড়ুক বাজ॥
হানা দিয়া ইন্দ্রজিৎ গেল আপন ঘর।
বিভীষণ দেখ্যা পলায় সকল বানর॥
দেশে পলায়্যা যাবে স্ত্রীপুত্র সাধে।*
তথা গিয়া সুগ্রীব রাজা গাড়িবে এক খাদে॥
সেই স্ত্রীপুত্রে যদি থাকয়ে বাসনা।
নেউটিয়া রাখ গিয়া আপনার থানা॥
দেখিয়া অঙ্গদের দন্তের কিড়মিড়ি।
নেউটিয়া সকল ঠাট আইল বাহুড়ি॥
বিভীষণ বলে প্রভু ভাই দুইজনা।
রাক্ষসের বন্ধনে কেন পাসর আপনা॥
আজি তোমা বিনে জিয়ন্তে
মরিল বিভীষণ।
পাপিষ্ঠ ভাই আছে মোর দুরন্ত রাবণ॥
পলাইতে পথ নাহি যাব কোন্ দেশে।
অগাধ সাগরে গিয়া করিব প্রবেশে॥
ধন যাউক মোর সকল রাজ্যসুখ।
জন্ম সফল হউক দেখিব রঘুনাথের মুখ॥
*সুগ্রীব বিভীষণের রোদন তাহা শুনি।
ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলা রঘুমণি॥*
সকল ছাড়ি বিভীষণ আমা কৈল সার।
কোনমতে বিভীষণের নাহিক নিস্তার॥
স্ত্রীপুত্র ছাড়িয়া আইল লঙ্কাপুরী বাস।
বিভীষণে বলিলু আমি সকল হৈল উপহাস॥
বিভীষণে রাজা করিতাম লঙ্কার অধিকার।
সুধিতে নারিলু এবে বিভীষণের ধার॥
তোমারে বলি সুগ্রীব রাজা শুন সাবধানে।
কটক লৈয়া চল তুমি আপনার স্থানে॥
হিয়ায় হিয়ায় মিতা আমাকে দেহ কোল।
দেশে গিয়া আমায় না বলিহ মন্দ বোল॥
যত পরিশ্রম কৈলা সুধিলা আমার ধার।
আমার ঠাঁঞি মিতা তুমি সত্য হৈলা পার॥
রাজা হৈয়া বহিলে তুমি গাছ পাথর।
দলে বলে সৈন্য লৈয়া বান্ধিলে সাগর॥
নাগপাশ বন্ধন মিতা হইল আমার তরে।
আমার লাগিয়া মিতা কোন্ জন মরে॥
নৌতুন রাজা তুমি তোমার শত শত নারী।
আমার লাগিয়া মিতা সকল পাসরি।
বালি রাজা মারিয়া আমি বড় পাইলু লাজ।
আমাকে দেখিয়া তুমি পালিহ
অঙ্গদ যুবরাজ॥

যত যত বীর পড়িল বড়া বড়া।
তা সভার স্ত্রীপুত্রে আমার হাথ যোড়া॥
যুদ্ধে পড়ি তা সভার স্বর্গে হইল বসতি।
আমি চলিলাম তা সভার সংহতি॥
সুষেণ কুমুদ শুন বানর সম্পাতি।
নল নীল দুই ভাই সকল সেনাপতি॥
দেশের তরে যাহ সভে আমায় দিয়া কোল।
গালাগালি না দিহ সভে
না বলিহ মন্দ বোল॥
*আমার দেশে হনুমান যাহ অযোধ্যায়।
দেখিলে শুনিলে যত বলিহ সভায়॥*
ভরত ভাইকে কহিও আমার বোল।
দৃঢ় করি ভরতের দিয় তুমি কোল॥*
ভরত ভাই যেন আমায় নাহি করে ঘৃণা।
পাত্রমিত্র মন্দ যেন নাহি বলে কোন জনা॥
রাজ্য করুন ভরত ভাই আপনার মনে।
বাদবিবাদ যেন নাহি করেন কারো সনে॥
কৌশল্যা মাকে জানাইও নমস্কার।
দেখিব চরণ যদি যাই পুনর্ব্বার॥
সুমিত্রা বিমাতা মোর মায়ের অধিক।
কেমনে রহিবে মা হারাইয়া মাণিক॥
ডাহিন বাহু ভাঙ্গিল জিয়ন্তে হৈলা কানি।
এই জন্যে তাহার ঠাঞি
না কহিলু কাহিনী॥
আমা লাগিয়া লক্ষ্মণ ভাই দেশদেশান্তরী।
রাজ্যভার তেজিল ভাই ঘরের সুন্দরী॥
দণ্ডক কাননে ভাই আমার হাথের লড়ি।
রক্তে তোলবোল ভাই যায় গড়াগড়ি॥
ভাবিয়া কাতর হৈলা জগতের নাথ।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ যার না পায় সাথ॥
ইন্দ্র আদি করিয়া যতেক দেবগণ।
ডাক দিয়া আনিল তবে দেবতা পবন॥
আইস পবন বাত লৈয়া ঊনপঞ্চাশ।
ইন্দ্র কহিল তারে বচন প্রকাশ॥
মেঘনাদ রাক্ষস বেটা লঙ্কার ভিতরে।
নাগপাশে বাঁধিয়াছে দুই সহোদরে॥
সর্ব্বলোক জানে আমি ইন্দ্র শচীপতি।
আমাকে করিল বেটা পঞ্চম দুর্গতি॥
লঙ্কায় বাঁধিয়া মোরে নিল সংসারে বিদিত।
আমাকে জিনিয়া বেটা নাম ধরে ইন্দ্রজিৎ॥
নাগপাশ বন্ধনে দুই ভাই হৈয়াছেন কাতর।
বলবুদ্ধি হারিয়াছে সকল বানর॥
তথা গিয়া কহ তুমি রঘুনাথের স্থানে।
গরুড় স্মরিতে তাঁরে দেখাও স্বপনে॥
বিষ্ণুর বাহন গরুড় বিষ্ণুর ধরে তেজ।
নাগপাশ মুক্ত করিবে সেই রামে বেজ॥
ইন্দ্রের আজ্ঞা পায়্যা গেলা দেবতা পবন।
রামের কানে গরুড় স্মরিতে দেখাল্যা সপন॥
আপনা পাসরিয়া কেন পায়েন যাতনা।
আপনার বাহন স্মর গরুড় পক্ষজনা॥
রাম পবনে দুইজনে হইল কানাকানি।
গরুড় স্মরিতে রাম হইল সাবধানী॥
গরুড় স্মরণ করেন রাম বিষ্ণু অবতার।
গরুড়ের উপরেতে পড়িল টঙ্কার॥
জম্বুদ্বীপের পার গরুড় কুশদ্বীপে চরে।
গিলিয়াছিল অজগর উগারিয়া ফেলে॥
ধ্যানে জানিল পক্ষ ধ্যান নাহি লড়ে।
লঙ্কায় থাকিয়া আমায় কে বা হাঁকারে॥
আইসে পক্ষরাজ গগনে দিয়া পাখনাড়া।
গাছ পাথর ভাঙ্গে সভ পর্ব্বতের চূড়া॥
দিগদিগান্তরের গাছ উড়ে পাকসাটে।
বরিষণকালে যেন ঝনঝনা উঠে॥
আকাশে উঠিলা গিয়া সাগরের গুড়ি।
পাখে ঠেকিয়া গাছ ভাঙ্গে শুনি মড়মড়ি॥
সাগরের জলজন্তু লুকাইল পঙ্কে।
পাতালে নাগলোক সভে কাঁপে শঙ্কে॥
দশ যোজন থাকিতে গরুড়ের শব্দ শুনি।
বড় ডরাইল সভ সাপের পরাণি॥
আছিল বন্ধন সাপ সকল খসিল।
গরুড়ের গন্ধে সাপ খসিয়া চলিল॥
নিকটে শুনিল সাপ গরুড়ের নিশ্বাস।
রাম লক্ষ্মণের ঘুচিল বন্ধন নাগপাশ॥
আসিয়া বসিল পক্ষ দুই ভাইর শিওরে।
বজ্র হাথ বুলাইল দুই ভাইর শরীরে॥
গরুড় হইতে রাম এড়াইলা বন্ধন।
এক গুণ বল ছিল হইল দশ গুণ॥
নাগপাশে মুক্ত হইলেন জগতের নাথ।
গরুড় দেখিয়া রাম করিলেন যোড় হাথ॥
শ্রীরাম বলিলেন তুমি পূর্ব্বজন্মের মিত।
তে কারণে কৈলা তুমি এত বড় হিত॥
কেমন কারণে পক্ষ আমারে বল সার।
কোন্ গুণে করিলা পক্ষ এত উপকার॥
গরুড় বলে তুমি আমার পূর্ব্বজন্মের মিত।
তে কারণে করিলাম এত বড় হিত॥

সবংশে মারিবে তুমি লঙ্কার রাবণ।
তবে সে কহিব কথা মিতের কারণ॥
আর কথা কহি আমি শুনহ শ্রবণে।
মায়া রাক্ষসের যুদ্ধে হইও সাবধানে॥
যখন যুড়িবে বন্ধন নাগপাশ।
গরুড় বাণে তুমি তাহা করিহ বিনাশ॥
এতেক বলিয়া পক্ষ উঠিল আকাশে।
দুই পাখ সারিয়া চলে আপনার দেশে॥
যতদূর বেড়িয়া যায় গরুড়ের পাখসাড়া।
তত দূরের বানর উঠে দিয়া অঙ্গমোড়া॥
আপদ এড়াইল বানর ছাড়ে সিংহনাদ।
সিংহনাদ শুনিয়া রাবণ গণিল প্রমাদ॥
বানর সিংহনাদ ছাড়ে দ্বিতীয় প্রহর রাতি।
শয্যা হইতে গা তোলে লঙ্কার অধিপতি॥
পাঁচিরে উঠিয়া রাবণ চাহি চারি ভিতে।
রাম লক্ষ্মণ দাণ্ডাইয়াছে ধনুক বাণ হাথে॥
রাবণ বলে রামের গায় না দেখি নাগপাশ।
নাগপাশে মুক্ত হৈল লঙ্কার বিনাশ॥
মারিলে না মরে রাম বিষম হৈল বৈরী।
অনুমানে বুঝিলাম মজিল লঙ্কাপুরী॥
দৈব নির্ব্বন্ধ রাবণ দেখিলা বিপাক।
ধূম্রাক্ষ বলিয়া রাবণ ঘন পাড়ে ডাক।
ধূম্রাক্ষ ধাইল বীর সম্ভাষে অপার।
রাজার চরণে মাথা লোণ্ডায় তিনবার॥
যুঝিবারে রাবণ তারে করে সম্বিধান।
রাবণ রাজা দেয় তারে রাজসম্মান॥
রাজার আজ্ঞা পায়্যা সে সাজন রথে চড়ে।
হাথী ঘোড়া ঠাট চলিল মুড়ে মুড়ে॥
হাথী ঘোড়ার ঠাট চলে করে নানা ঠাট।
অন্ধকার করিয়া যায় ঠাট না পায় বাট॥
ধূম্রাক্ষ যাত্রা করে বিবিধ বিধানে।
যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখে স্থানে স্থানে॥
আল্বা চুলে ভিক্ষা মাগয়ে যোগিনী।
রথের ধ্বজে উড়িয়া পড়ে গৃধিনী শকুনি॥
পক্ষ সভ রা কাড়ে শুনিতে কর্কশ।
ধূম্রাক্ষের যাত্রাকালে দেবদানব রোষ॥
মনে সাতপাঁচ ভাবি ধূম্রাক্ষ চিন্তিত।
যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখে আচম্বিত॥
বাহুড়িয়া যাই যদি যাত্রার দোষে।
কোপেতে রাবণ রাজা কাটিবে সবংশে॥
যে হউক সে হউক স্মরয়ে চণ্ডীর চরণ।
তাহাঁর প্রসাদে জিনিব আজিকার রণ॥
যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখিয়া অপার।
মার মার করিয়া গেল পশ্চিম দুয়ার॥
বানর দেখিয়া রাক্ষস
জ্বলিয়া গেল কোপে।
গালাগালি পাড়ে ডাকে মনের পরিতাপে॥*
পাতালতা খায় বানর পরিধান কাছুটী।
মরিবার তরে কর লঙ্কায় ছট্‌ফটী।
সুগ্রীবের কাল গেল বেড়াইয়া বনে ডালে।
রাক্ষসের সনে বাদ মরিবার তরে॥
হাপুতির পুত্র বেটা শ্রীরাম তপস্বী।
উফাড়িয়া মরিবারে এত দূরে আসি॥
রাবণ রাজা নিল তার সীতা তো সুন্দরী।
তাহার পরাণে সীতা উদ্ধারিতে নারি॥
রাক্ষসের গালি শুন্যা বানর কটক হাসে।
গালাগালি দেয় তারা যত মনে আইসে॥
বানর বলে রাক্ষস তোরা অজ্ঞান জাতি।
গাছপাথরে সাগর বাঁধে সুগ্রীব বানরপতি॥
জ্যেষ্ঠ থাকিতে কনিষ্ঠের নাহি অধিকার।
কনিষ্ঠ ভাই ভরতেরে দিলেন রাজ্যভার॥
কনিষ্ঠ ভাইরে রাম দিল ছত্রখণ্ড।
আপনি আইলা রাম সংগ্রামে প্রচণ্ড॥
জ্যেষ্ঠ ভাই বালো রাম করিল সংহার।
কনিষ্ঠ সুগ্রীবেরে দিলা রাজ্যভার।
জ্যেষ্ঠ ভাই প্রাণে মারিবেন লঙ্কার রাবণ।
কনিষ্ঠ ভাই করিবে রাজা
রাক্ষস বিভীষণ॥
রাবণ মারিয়া বিভীষণে করিবে অধিকারী।
কেলি করিতে দিবে তারে রাণী মন্দোদরী॥
কুপিল ধূম্রাক্ষ বীর জ্বলন্ত আগুনি।
বানর বিঁধিয়া পাড়ে পরম সন্ধানী॥
মুষলের বাড়ি মারি ভাঙ্গে মাথার খুলি।
কারো গায় চোটায় লৈয়া খাণ্ডা মহাবলী॥
খাণ্ডার চোট মারে মাথার উপর হানে।
ভঙ্গ দিল বানর সহিতে নারে রণে॥
দূরে থাকি দেখে তাহা পবননন্দন।
ধূম্রাক্ষের আগে গেলা করিয়া গর্জ্জন॥
পাইক মারিস বেটা কোন্ প্রয়োজন।
তোয় মোয় যুদ্ধে বেটা মরে কোন্‌জন॥
ধূম্রাক্ষ বলে তোরে পাইলে অন্য নাহি চাই।
মোর ঠাঁঞি পড়িয়া হনু যাবে যমালয়॥
প্রলয়কালেতে যেমন হয় অন্ধকার।
রণধূলি উড়িল দশ দিগ একাকার॥

পর্ব্বত লৈয়া হনুমান
আইসে আস্তে ব্যস্তে।
পর্ব্বতখান ফেলে ধুম্রাক্ষের রথে॥
রথের সারথি ঘোড়া রথ করে চূর।
রথ হৈতে ধুম্রাক্ষ পড়িল গিয়া দূর॥*
ধুম্রাক্ষের হাথে ছিল লোহার গদাবাড়ি।
হাথে গদা করি হনুমানকে খেদাড়ি॥
গদার পাশে বাজে জয়মঙ্গল ঘণ্টা।
দেব দানব তারে নাহি ধরে আঁটা॥
হাথে গদা গেল হনুমানের সমুখে।
দোহাথি বাড়ি মারে হনুমানের বুকে॥
হনুমানের বুক যেন বজ্রের সমান।
বুকেতে ঠেকিয়া গদা হইল খানখান॥
হনুমান বলে তোর গদা গেল রসাতল।
মোর ঘা সহ রে বেটা বুঝি তোর বল॥
কোপেতে আপনা পাসরে বীর হনুমান।
শাল গাছ উপাড়ে বীর দিয়া একটান॥
*হাথে গাছ দাণ্ডাইল সংগ্রামের সূর।
গাছের বাড়ি মার্‌যা ধুম্রাক্ষে কৈল চুর॥*
পড়িল ধুম্রাক্ষ বীর সংগ্রামে দুর্জ্জয়।
রঘুনাথের সকল কটক নাচে উভরায়॥
ভগ্ন পাক্যা কহে গিয়া রাবণ গোচর।
ধুম্রাক্ষ পড়িল বার্ত্তা শুন লঙ্কেশ্বর॥
কুপিল রাবণ রাজা জ্বলন্ত আগুনি।
অকম্পন মহাবীরে ডাক দিয়া আনি॥
আমার কটকে তুমি প্রধান সেনাপতি।
আজিকার রণে তুমি কুলাবে আরতি॥
বীরমধ্যে বীর তুমি পরম সন্ধানী।
তোমারে সহায় করি ত্রিভুবন জিনি॥
তোমার সমুখ হৈয়া যুঝিবে কোন্ জন।
হাথে গলে বাঁধিয়া আন শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
রাম লক্ষ্মণ মার্‌যা তুমি মারিহ বানর।
সংগ্রাম জয় করিয়া আইসহ সত্বর॥
এতেক বলিয়া রাজা অকম্পন তোষে।
যুঝিবারে চলে বীর রাজার আদেশে॥
হাথী ঘোড়া সামন্ত চলিল মুড়ে মুড়ে।
সাত প্রহরের পথ কটক আড়ে যোড়ে॥
আচম্বিতে গৃধিনী পাখি
পড়ে রথের ধ্বজে।
উভড়িয়া রথের ঘোড়া যায় মন্দ তেজে॥
অকম্পন বলিয়া তারে সর্ব্ব লোক বলে।
হাথ পা কাঁপয়ে তার যাত্রার বেলে॥
যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখে যে অপার।
মার মার করিয়া গেল পশ্চিম দুয়ার॥
রণস্থলে গিয়া বীর পরিত্রাহি ডাকে।
দেখাদেখি যুদ্ধ বাড়ে দুই কটকে॥
দুই কটকে যুদ্ধ বাজে ঘোর মহামার।
ধূলায় হইল দশ দিগ অন্ধকার॥
অন্ধকারে বানর সভ হইল ফাঁফর।
রাক্ষসে রাক্ষসে মারামারি বানরে বানর॥
রক্তেতে হইল রাঙ্গা ধূলা নাহি উড়ে।
দেখাদেখি যুদ্ধ করিয়া দুই কটক পড়ে।
রাক্ষস সভ বাণ এড়ে ধনুকের শিক্ষা।
পড়িল বানর কটক নাহি লেখাজোখা॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র নল কুমুদ সেনাপতি।
রণ দেখিয়া তারা আইল শীঘ্রগতি॥
চারি সেনাপতি করে গাছ বরিষণ।
ভঙ্গ দিল রাক্ষস কটক নাহি সহে রণ॥
সারথিরে আজ্ঞা দিল বীর অকম্পন।
রথ চালাইয়া দেহ এই যুঝে চারিজন॥
অকম্পনের কথা শুনি সারথি সত্বর।
রথ চালাইয়া দিল গগন উপর॥
চারিজনের উপরে করে বাণ বরিষণ।
ভঙ্গ দিয়া চারিদিগে পলাইল চারিজন॥
অমর মহেন্দ্র বীর লোকেতে বাখানে।
ভঙ্গ দিয়া পলায় অকম্পনের বাণে॥
একেশ্বর নীল বীর সংগ্রাম ভিতর।
অকম্পনের রথে ফেলে গাছ পাথর॥
সহস্র কোটি বানরের কুমুদ ঠাকুর।
অকম্পনের বাণ দেখি পলাইল দূর॥
বানরের মধ্যেতে বাখানি শতবলি।
অকম্পনের বাণে সে পলায় আদুড় চুলি॥
সেনাপতি ভঙ্গ দিল বানর কটক ভাঙ্গে।
এক লাফে হনুমান গেল অকম্পনের আগে॥
হনুমান বীর যুঝে অসম সাহসে।
ভগ্ন বানর হনুমানে দেখ্যা হাসে॥
অকম্পন আঘাত কৈল হনুমানের বুকে।
ফাঁফর হইল হনুমান বানর কটক দেখে॥
আপনা সম্বরিয়া বীর উঠে হনুমান।
শাল গাছ উপাড়ে বীর দিয়া এক টান॥
বাহুবলে এড়ে গাছ বীর হনুমান।
অকম্পনের বাণে গাছ হইল খান খান॥
শাল গাছ কাটা গেল হনুমান চিন্তিত।
পর্ব্বতের চূড়া তবে আনিল ত্বরিত॥

বাহুবলে এড়ে বীর পর্ব্বতের চূড়া।
অকম্পনের বাণে পর্ব্বত হইল গুঁড়া॥
জিনিতে না পারে বীর নানা বুদ্ধি চিন্তি।
মনে মনে বিস্ময় ভাবি রহিল যুদ্ধপতি॥
পর্ব্বত কাটিল হনুমান চিন্তিত।
ছাতিন গাছ উপাড়িতে বীর মনে হরষিত॥
হাথে গাছ হনুমান ধায়্যা যায় বেগে।
গাছের বাড়ি মারে বীর যারে দেখে আগে॥
রাক্ষস কটক মারে বীর হনুমান।
মার মার করিয়া যায় অকম্পনের স্থান॥
কোপে অকম্পন ধনুকে বাণ যোড়ে।
একেবারে অকম্পন চৌদ্দ বাণ এড়ে॥
বাণ ব্যর্থ গেল হনুমান দেখিল সত্বর।
লাফ দিয়া পড়ে বীর অকম্পনের উপর॥
হাথ ধরিয়া অকম্পনে মারিল আছাড়।
মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া তার
চূর্ণ করিল হাড়॥
পড়িল অকম্পন বীর সংগ্রামে দুর্জ্জয়।
সকল বানর কটক নাচয়ে উভরায়॥
ভগ্ন পাক্যা কহে গিয়া রাজার গোচর।
অকম্পন পড়িল বার্ত্তা শুন লঙ্কেশ্বর।
অকম্পন পড়িল শুন্যা রাবণের তরাস।
প্রহস্ত মামাকে রাবণ করিছে আশ্বাস॥
রাবণ বলে মামা তুমি রাজ্যের ঠাকুর।
তিন কোটি ঠাট তোমার আছয়ে প্রচুর॥
তুমি আমি কুম্ভ নিকুম্ভ আর ইন্দ্রজিৎ।
এই পঞ্চজন সভে সংগ্রামে পূজিত॥
এই পঞ্চজন যদি যুদ্ধ নাহি সহি।
নর বানর জিনিবে আর হেন বীর নাহি॥
স্বভাবে বানর জাতি বড়ই চঞ্চল।
তোমাকে দেখিয়া আজি পলাবে সকল॥
রণের সন্ধি নাহি জানে
যুঝিবে কোন্ জন।
হাথে গলায় বাঁধিয়া আন শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
রাবণের কথা শুনি প্রহস্তের হইল হাস।
রাম লক্ষ্মণের আজি অবশ্য বিনাশ॥
আমি থাকিতে কেন পাঠাইলা অকম্পন।
আমি মারিয়া দিব শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
অনর্থ তোমার সনে যুক্তি করি সার।
সীতাকে না দিব যুদ্ধ করিব অপার॥
প্রহস্তের কথা শুনি হাসেন রাবণ।
তুমি রণ জিনিবে আমার হেন লয় মন॥

রাজপ্রসাদ পর মামা নানা অলঙ্কার।
রণ জিনিয়া আইলে মামা সকলি তোমার॥
রাজার আজ্ঞা পায়্যা প্রহস্ত
সাজন রথে চড়ে।
হাথী ঘোড়া ঠাট কটক চলে ঘড়ে ঘড়ে॥
প্রহস্তের সেনাপতি প্রধান চারিজন।
যার ডরে দেব দানব কাঁপে ত্রিভুবন॥
যজ্ঞধূম্র যজ্ঞকোপন মহাহনু মহানাদ।
দেবদানব সহিতে নারে যার সিংহনাদ॥
যত কটক আইসে প্রহস্তের পাশে।
সভাকারে প্রহস্ত করিছে আশ্বাসে॥
রাম লক্ষ্মণের যদি হয় অবশ্য মরণ।
শৃগাল গৃধিনী আদি করিবে উদর ভরণ॥
প্রহস্তের কটকের নাহি লেখাজোখা।
বলিতে না পারে কেহো কটকের সংখ্যা॥
হাথী ঘোড়া ঠাট কটক চলিছে অপার।
প্রথম রণে প্রবেশ করে পূর্ব্ব দুয়ার॥
রাক্ষস কটক হইল গড়ের বাহির।
বানর দেখিয়া সিংহনাদ ছাড়য়ে গভীর॥
প্রহস্তের সেনাপতি প্রধান চারি বীর।
পলায় বানর কটক রণে নহে স্থির॥
নীল বীরের থানা হইল পূর্ব্ব দুয়ার।
ভঙ্গ দিল সকল কটক হইল চমৎকার॥
পূর্ব্ব দুয়ারে তবে হইল গণ্ডগোল।
তিন দ্বারের বানর শুনে কটকের রোল॥
তিন দুয়ারে ছিল প্রধান তিনজনে।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র অঙ্গদ পবননন্দন॥
পূর্ব্ব দ্বারে আইল তারা অতি শীঘ্রগতি।
নীল বীরের সঙ্গে হইল পাঁচ সেনাপতি॥
প্রহস্তের সেনাপতি চারিজন দেখে।
সন্ধান পূরিয়া মারে হাথের ধনুকে॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র অঙ্গদ হনুমান।
চারি বীর ধনুক কাটি কৈল আটখান॥
কুপিল অঙ্গদ বীর পড়িল প্রমাদ।
লাথির চোটে মারিলেক রাক্ষস মহানাদ॥
হনুমান মহাহনুতে বাজে মহারণ।
মহাহনু চাপিয়া ধরে পবননন্দন॥
পাথর কোলা করিয়া তারে
লৈয়া গেল দূরে।
কথ দূরে লৈয়া হনুমান বলিছে তাহারে॥
হনুমান বলে মহাহনু নাম তোমার।
আমার নাম হনুমান তুমি মিত আমার॥

দুই মিতে বড় ছোট বুঝিব এখন।
এক চাপড়ে মিতা তোমার বধিব জীবন॥
শুনিয়া যে মহাহনু বলিছে তরাসে।
মৈত্রবধ করিবে তুমি যুক্তি নাহি আইশে॥*
হনুমান বলে রাক্ষস জীবনের কর আশ।
বিলম্বেতে কাজ নাহি করিব বিনাশ॥
রাক্ষসের সনে আমার কিসের মিতালি।
এত বলি মুণ্ড তার ছিণ্ডিয়া ত পেলি॥*
মহাহনু পড়িল দেখিল যজ্ঞধূম।
রণে প্রবেশ করে যেন কালান্তক যম॥
রুষিল মহেন্দ্র বীর ধায়্যা আইল রণে।
দশ যোজন পাথরখান উপাড়িয়া আনে॥
পাথর ফেলাইয়া মারে রাক্ষস উপর।
পড়িল যজ্ঞধূম বীর গেল যমঘর॥
যজ্ঞধূম পড়িল আছে যজ্ঞকোপন।
রুষিল দেবেন্দ্র বীর সুষেণনন্দন॥
শালগাছ উপাড়িয়া আনে তিন যোজন।
গাছের ছায়ায় ঢাকি
লয়ে সূর্য্যের কিরণ॥
হাথে গাছ ধাইল বীর সংগ্রাম ভিতর।
দুই হাথে বাড়ি মারে রাক্ষস উপর॥
ঝনঝনা পড়িল যেন মেঘের গর্জ্জন।
পড়িল দুর্জ্জয় রাক্ষস যজ্ঞকোপন॥
চারি সেনাপতি পড়িল প্রহস্ত বীর দেখে।
সন্ধান পূরিয়া গেল হাথেতে ধনুকে॥
দেবগণ সহিতে নারে প্রহস্তের রণ।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র পলায় অঙ্গদ হনুমান॥
পূর্ব্ব দ্বারের থানা নীল বীর রাখে।
ভাঙ্গিল কটক তাহা নীল বীর দেখে॥
নীল বলে তোর ভয়ে ভাঙ্গিল সেনাপতি।*
আমি রহিলাম আজি তোমার
নাহি অব্যাহতি॥
আমার ঘা সহ প্রহস্ত বুঝি তোর বল।
উপাড়িয়া পর্ব্বত বীর সত্বরে আনিল॥
শতেক যোজন পর্বতের আনিলেক চূড়া।
প্রহস্তের মাথায় মারি মাথা করে গুঁড়া॥
পড়িল প্রহস্ত বীর দেবে চমৎকার।
শুনিয়া রাবণ রাজা করে হাহাকার॥
প্রহস্ত পড়িল যদি সংগ্রাম ভিতর।
দিনে দিনে রাবণ রাজা টুট্যা আসে বল॥
তিন সেনাপতি পড়ে রাজ্যের চূড়ামণি।
আর কারো না পাঠাব যাইব আপনি॥

রাবণ বলে যেই বীর ধনুক ধরিতে জানে।
ছোট বড় যত বীর চল আমার সনে॥
রাজ্যখণ্ড সাজ্যা চলে যুঝিবার সাড়া।
মুড়ে মুড়ে পাইক চলে জাঠি ঝকড়া॥
ছত্তিশ কোটি রাবণের প্রধান সেনাপতি।
সাজিয়া চলিল সভে রাজার সংহতি॥
দেবান্তক নরান্তক অতিকায় মহাবীর।
ত্রিশিরাকুমার সাজিল ইন্দ্রজিৎ বীর॥
মহোদর মহাপাশ দুর্জ্জয় শরীর।
ত্রিভুবন যার ডরে হয় যে অস্থির॥
কুম্ভ নিকুম্ভ কুম্ভকর্ণের নন্দন।
যাহার বাণে দেবগণ কাঁপে ত্রিভুবন॥
মকরাক্ষ চলিল দুর্জ্জয় ধনুর্দ্ধর।
যাহার সমান বীর নাহি লঙ্কার ভিতর॥
ছত্তিশ কোটি রাবণের প্রধান সেনাপতি।
সাজিয়া চলিলা সভে রাজার সংহতি॥*
হাথী ঘোড়ার উপরে কুমারভাগ চড়ে।
আঠারো প্রহরের পথ কটক আগে ওড়ে॥
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী।
রাবণের বাদ্য বাজে আঠারো অক্ষোহিণী॥
তের লক্ষ কোটি রথ রাবণের সাজে।
রথের সাজনে আলো হয় ভুবন মাঝে॥
গড়ের বাহির হইয়া রাবণ ছত্র ধরি।
রথের তেজে আলো করে
কনক লঙ্কাপুরী॥
রাজ্য সহিত রাবণ রহিল রণস্থলে।
ধনুক হাথে করি রাবণ শ্রীরামে নেহালে॥
বিভীষণ ভাল জানে লঙ্কার বিচার।
রাম বলেন বিভীষণকে হয় আগুসার॥
কৃত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরাণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল গীত অমৃত সমান॥

পঠমঞ্জরী রাগ।
রণে আইল রাবণ লইয়া কুমারগণ
রাক্ষস করিয়া সাজন।
চড়িয়া বিচিত্র রথে আইসে রামের অগ্রেতে
চমকিত হইল বানরগণ॥
কোদণ্ড ধরে বাম করে রাম কিছু যুক্তি করে
শুন হে রাক্ষস বিভীষণ।
সূর্য্য নাহি প্রকাশন রণে আইল কোন্ জন
আঁধার কৈল চতুর্দ্দিগ যেন॥

বিভীষণ বলে রাম রথ দেখি অনুপাম
নব দণ্ড ধরে দেবগণে।
দশ শিরে দশ মণি দীপ্তি করে মেদিনী
রাবণ বুঝি চিনি অনুমানে॥
হাসিলেন রঘুনন্দন চিনিলাম রাবণ
যোগ্য লঙ্কার অধিকারী।
বুদ্ধি লাগিল দিনে দিনে দেবের সেবা এড়ে কেনে
পরনারী কেনে করে চুরি॥
ব্রহ্মার আজ্ঞা পাইয়া ব্রহ্মার বর লইয়া
ব্রহ্মার বর কিছুই না জানে।
দেব চরিত্র বড় বিষম রাবণের আমি যম
সবংশে মরিবে মোর বাণে॥
লক্ষ্মণ বলেন বিভীষণ এই রাজা দশানন
আর কেবা উহার সংহতি।
হাথে ধনুক বিচিত্র ঐ দেখ ইন্দ্রজিত
আর সভ যত সেনাপতি॥
মহাপাশ মহোদর দুই ভাই ধনুর্দ্ধর
মকরাক্ষ খরের নন্দন।
শোণিতাক্ষ মহাবীর রণে আইলে নহে স্থির
তালজঙ্ঘ ঘোর দরশন॥
দেবান্তক নরান্তক রাক্ষসের কটক
অতিকায় ত্রিশিরা বীরে গণি।
দেব দানব অসুর সভাকার দর্প চূর
যার বাণে কাঁপয়ে মেদিনী॥
কুম্ভ নিকুম্ভ হয় কুম্ভকর্ণের তনয়
সাজ্যা আইল রাবণের সনে।
সরস্বতীর চরণগুণে করিয়া স্মরণ মনে
নাচাড়ি পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ভনে॥

এত যদি জিজ্ঞাসা করিল রঘুনাথে।
কটক চিনায় বিভীষণ ডানি হাথে॥
হাথে ধনুর্বাণ ধরে কনকরচিত।
রাজার দক্ষিণে দেখ কুমার ইন্দ্রজিত॥
সূর্য্যের কিরণ যেন তাম্রলোচন।
নাগপাশে বাঁধ্যাছিল তোমা দুইজন॥
ইন্দ্রের ধনুক যেন ধরিয়াছে হাথে।
অতিকায় বীর দেখ কাঞ্চনের রথে॥
মাথায় মুকুট দেখ মণি মাণিক হীরা।
তাহার দক্ষিণে দেখ কুমার ত্রিশিরা॥
নরান্তক কুমার দেখ যেন বিদ্যাধর।
ছোট বড় দেখ সভ রাজার কোঙর॥
রাজার কোঙর দেখ পড়িছে বিজুরি।
বিচিত্র বেশেতে দেখ তুরগ উপরি॥*
কুম্ভ নিকুম্ভ দেখ কুম্ভকর্ণের নন্দন।
যাহার গৌরব করে রাজা দশানন॥
হস্তীর পৃষ্ঠে যেন সূর্য্যের ছটা।*
মকরাক্ষ ঐ দেখ খর বীরের বেটা॥
মহোদর মহাপাশ দুই সহোদর।
রাজার মাতুলের বেটা পরম সুন্দর॥*
পুষ্পক রথে বসিয়াছে মাথায় ধবল ছাতি।
ঐ দেখ রাবণ রাজা লঙ্কার অধিপতি॥
দশ মাথে দশ মুকুট করে ঝলমল।
রত্নে নির্ম্মিত যেন কানের কুণ্ডল॥
মেঘের বিজুরি দেখ গলার উত্তরি।
মৃগমদ লেপিয়াছে সুগন্ধি কস্তুরি॥
নানা বস্ত্র পরিয়াছে বিচিত্র হয় বেশে।
চাহিতে চাহিতে চক্ষুর জল খসে॥
রাবণকে দেখয়ে যেন সূর্য্যের মণ্ডল।
চন্দ্র উদয় হইয়াছে যেন মহীতল॥
যত যত আইল রাবণ সেনাপতি।
রূপে বেশে তেজে যেন রাবণ আকৃতি॥
হেটভাগ চাহিতে জুড়ায় মোর মন।
হস্তী ঘোড়া নানা রথী বিচিত্র সাজন॥
উপর ভাগ চাহি যদি পাই তো পীরিতি।
বিচিত্র পতাকা উড়ে নানা বর্ণ জাতি॥
মধ্যভাগ চাহিতে দেখি রবির কিরণ।
রণভূমি যেন দেখি সূর্য্যের পয়ান॥
রাম বলেন শুন রাক্ষস বিভীষণ।
ইন্দ্র হইতে অনেক গুণে সম্পদ রাবণ॥
কোন্ কার্য্যে এতেক সম্পদ সঞ্চারণ।
মোর ঠাঞি উহার এড়াবে কোন্ জন॥
প্রাণে মরিতে বৈরী আইল রণস্থলে।
হাথে ধনুক করিয়া রাম রাবণ নেহালে॥
রাবণ মারি বিভীষণে করি অধিকারী।
কেলি করিতে দিব তারে রাণী মন্দোদরী॥
*এক রাজা দেখিলে আর রাজা নাহি থাকে।
লাফ দিয়া সুগ্রীব আইলা রাবণ সমুখে॥*
পর্ব্বতখান ধরি সুগ্রীব দিল এক টান।
কথ উপাড়িল রহিল কথকখান॥
পর্ব্বত লইয়া সুগ্রীব যায় রোষে।
এড়িল পর্ব্বতখান রাবণ উদ্দেশে॥
যমদণ্ড যেন বাণ এড়ে লঙ্কেশ্বর।
খান খান হৈয়া পড়ে সুগ্রীবের পাথর॥

নানা গাছ উপাড়িয়া ফেলে ফুল ফলে।
হিঙ্গুল পাথর ফেলে আর হরিতালে॥
রাক্ষস কটক যুঝে বিচিত্র সুবেশে।
বিচিত্র বিচিত্র বাণ এড়য়ে আকাশে॥
ব্যর্থ গেল পর্ব্বত লজ্জিত কপিরাজ।
চিন্তিল হৈলা সুগ্রীব রাজা
পাল্যা বড় লাজ॥
ব্যর্থ গেল বানরের পাথর বরিষণ।
কোপে ধনুকে বাণ যোড়ে রাজা দশানন॥
সন্ধান পুরিয়া বাণ যুড়িল ধনুকে।
তিনশও বাণ এড়ে বানরের বুকে॥
বাণ খাইয়া সুগ্রীব হইলা অচেতন।
বাপের পুণ্যফলে তার রহিল জীবন॥
সুগ্রীব রাজা হারিল কেহো
নাহি ধরে টান।
কোপে রাম আগুসরেন পুরিয়া সন্ধান॥
সন্ধান পুরিয়া যান রাবণ মারিতে।
হেনকালে লক্ষ্মণ বলিছে যোড় হাথে॥
লক্ষ্মণ বলেন তব রণ থাকুক।
মারিয়া পাড়ি রাবণেরে দেখহ কৌতুক॥
আজ্ঞা কর রঘুনাথ দেখ সংগ্রাম রস।
মারিয়া পাড়িব রাবণ বহু ত মোর যশ॥
রাম বলেন ভাই ছাওয়াল তব মতি।
রাবণ সনে রণ তোমার না হয় যুকতি॥
ব্রহ্মার বরে ত্রিভুবনে জিনয়ে রাক্ষস।
হেন জন সনে যুদ্ধ বড়ই সাহস॥
তবু আগুসরে লক্ষ্মণ পুরিয়া সন্ধান।
হেনকালে লক্ষ্মণেরে বলে হনুমান॥
হনুমান বলে খানিক জিরাহ লক্ষ্মণ।
কৌতুক দেখহ আমি মারিয়ে রাবণ॥
মোর হাথে রাবণ যদি পায় তো নিস্তার।
তবে লক্ষ্মণ খুড়া তোমার যুঝিবার ভার॥
লক্ষ্মণের পদধুলি হনু লইয়া মাথে।
এক লম্ফে পড়ে গিয়া রাবণ সাক্ষাতে॥
সমুখে দাড়াইল বীর পরম সন্ধানী।
সারথির কাড়ি নিল হাথের পাচনি॥
দেব দানব জিনিলা ব্রহ্মার কারণ।
বানর হৈয়া আজি তোর বধির জীবন॥
হের হাথ দেখ মোর পর্ব্বতের সার।
হের পঞ্চ অঙ্গুল মোর সর্পের আকার॥
মরণ না জান তুমি ব্রহ্মার পায়্যা বর।
এক চাপড়ে তোরে পাঠাব যমঘর॥

রাবণ বলে যত শক্তি তোর তত হনে।
তোর ঘা সহিয়া তোর বধিব জীবনে॥
হনুমান বলে মোর ঘা বুঝিবে এখন।
পুর্ব্বে মারিয়াছি তোর নাহিক স্মরণ॥
অক্ষয় কুমার তোর মারিয়াছি সুখে।
সে শোক রাবণ তোর এখনো আছে বুকে॥
কোপে আপনা পাসরে বীর হনুমান।
রাবণ বুকে চাপড় মারে বজ্রের সমান॥
চাপড় খাইয়া রাবণ কাঁপে থরহরি।
সকল বানরগণ দেয় টিটকারি॥
অনেক ক্ষণে চেতন পাইল লঙ্কেশ্বর।
ডাক দিয়া হনুমানে বাখানে বিস্তর॥
রাবণ বলে হনুমান তুঞি বড় বীর।
তোর চাপড় খায়্যা মোর কাঁপিল শরীর॥
হনুমান বলে মোর কিসের বাখান।
মোর চাপড় খায়্যা তোর রহিল পরাণ॥
মোর চাপড় খায়্যা যদি মরিতা রাবণ।
তবে সে কৌতুক আজি দেখিত দেবগণ॥
তোর রথে তোমারে মারিলাম চাপড়।
অবশ্য মারিবে তুমি হইলাম নিয়ড়॥
লোহিত লোচনে চাহে রাজা দশানন।
মনে মনে ভাবিয়া চিন্তিল ততক্ষণ॥
হনুমানের বুকে মারে বজ্র চাপড়।
চাপড় খায়্যা ভূমে পড়ি করে ধড়ফড়॥
ভূমে পড়িয়া বীর চাক ভাঙরি লাগে।
ভাগ্যে রহিল প্রাণ বাপ পুণ্য ভাগে॥
কাতর হইল হনুমান রাবণ কৈল ঘৃণা।
হনু এড়ি নীল বীরে
দিলেক গিয়া হানা॥
যমদণ্ড হেন বাণ এড়ে লঙ্কেশ্বর।
নীল সেনাপতি বিঁধি করিল জর্জ্জর॥
সম্বিধ পাইয়া উঠে বীর হনুমান।
ডাক দিয়া বলে রাবণ হও সাবধান॥
বীর হৈয়া নহে তোর দেখি বীরপনা।
আমার সনে যুদ্ধ করি
নীলে দেহ হানা॥
হনুমান যত বলে কিছুই না শুনে।
নীল সেনাপতি বিঁধে-চোখ চোখ বাণে॥
নীল উপাড়িয়া নিল পর্ব্বতের চূড়া।
রাবণের বাণেতে পর্ব্বত হইল গুড়া॥
বাছিয়া বাণ এড়ে তবে রাজা লঙ্কেশ্বর।
নীল সেনাপতিকে বিঁধিয়া কৈল জর্জ্জর॥

আপনার রক্তে বীর আপনি সে তিতে।
কোন্ যুদ্ধে জিনিব রাবণ
মনে মনে চিন্তে॥
আছিল যে নীল বীর শরীর দেউল।
মায়াতে হইল যেন পাতিয়া নেউল॥
নেউল প্রমাণ বীর হইল মায়াতে যে।
লাফ দিয়া উঠে গিয়া রাবণের রথধ্বজে॥
ধ্বজের উপরে রহে তিলেক নাহি ডর।
নীলের বিক্রম দেখি রুষিল লঙ্কেশ্বর॥
নীল মারিতে রাবণ ধনুকে বাণ যোড়ে।
লাফ দিয়া নীল বীর ধনুক হুলে চড়ে॥
মাথা তুলিয়া দেখে ধনুকের হুল।
ধনুক এড়িয়া উঠে মাথায় নেউল॥
কুড়ি হাথে ধরিতে চাহে রাজা লঙ্কেশ্বর।
মাথা এড়িয়া উঠে ধনুক উপর॥
রাবণের দশ মুকুট শোভে সারি সারি।
রাবণ কুপিয়া বলে বিক্রমকেশরী॥
নীল বলে রাবণ তুমি বিক্রমে বিশাল।
আমাকে জানিবে তুমি সেনাপতি নীল॥
শতেক বার তোরে করিলাঙ মার্গের তল।*
কি করিতে পারিস তুঞি
বুঝিলু তোর বল॥
ক্ষণে রথে ক্ষণে ধ্বজে ক্ষণে ধনু হুলে।
তিন ঠাঞি থাকে বীর নাটই হেন বুলে॥
এক ঠাঞি নাহি থাকে রাবণ নাহি দেখি।
ঘন পাক দেয় যেন না চলিয়া পাখি॥
রাবণ বলে কপি বেটার শীঘ্র গমন।
চাহিতে চাহিতে আমি না পাই দরশন॥
তিলেক দেখিতে পাই চক্ষুর নিমিষে।
বাণ মারিয়া পাড়ি যেন নাহি যায় দেশে॥
অগ্নির পুত্র নীল বীর মায়ার প্রধান।
নেউল প্রমাণ হৈয়া বেড়ায় স্থানে স্থান॥
নীলের গর্জ্জন যেন সিংহের প্রতাপ।
রাবণের মস্তকেতে করিল প্রস্রাব॥
রাবণের মাথায় নীল বীর মুতে।
মুখ বাহিয়া পড়ে মুত সকল গায়েতে॥
মুতের ধারা রাবণে বহে চারি ভিতে।
গায়ের চন্দন যত ভাসাইল মুতে॥
রাবণের চুল ছিণ্ডি করে খণ্ড খণ্ড।
মুতেতে ভিজিল রাজার ছত্র নবদণ্ড॥
দেখিয়া তো দেবগণ দিল টিটকারি।
রুষিল রাবণ রাজা লঙ্কার অধিকারী॥

উপরেতে নীল রাবণ পায়ের তলে।
মাথা তুলিয়া রাবণ নীলেরে নেহালে॥
নীল মারিতে রাজা ধনুকে বাণ যোড়ে।
ধ্বজে হইতে লাফ দিয়া ধনুকেতে পড়ে॥
ধরিতে চাহে রাবণ নীলের নিকটে।
লম্ফ দিয়া উঠে বীর মাথার মুকুটে॥
রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীবের উপজিল হাস।
অল্প লোক সকলের দেখি লাগে ত্রাস॥
ধনুর্বাণ যুড়ি রাবণ চাহে সাবধানে।
দেখিতে না পায় রাজা থাকে কোন্খানে॥
মুকুটের আরসিতে রাবণ দেখে ছায়া।
সন্ধান পুরি মাল্যবান্ চূর্ণ কৈল মায়া॥
বাণ খায়্যা নীল বীর পড়িল ভূমিতলে।
ভাগ্যে রহিল প্রাণ বাপের পুণ্যফলে॥
বড় বড় বীর যদি হইল বিমুখ।
ধনুক পাতি রাবণ গেলেন লক্ষ্মণ সমুখ॥
লক্ষ্মণ বলেন রাবণ তোরে ত্রিভুবনে জানি।
তোর সনে আজি আমি করি হানাহানি॥*
ব্রহ্মার বর পায়্যা তোর কারো নাহি ডর।
মোর ঠাঞি পড়িলি আজি যাবি যমঘর॥
রাবণ বলে তোরে পাইলে রাম নাহি চাই।
মোর ঠাই ভণ্ড তপস্বী পালাইবি কই॥
এত যদি দুইজনে হইল গালাগালি।
দুইজনে বাণ বরিষে অগ্নি উথলি॥
একবারে রাবণ দুই শত বাণ এড়ে।
রাবণের দুই শত বাণ
লক্ষ্মণ কাটিয়া পাড়ে॥
বাণ যদি ব্যর্থ গেল রুষিল রাবণ।
লক্ষ্মণ উপরে করে বাণ বরিষণ॥
তিন শত বাণ এড়ে তারা যেন ছুটে।
তিন শত বাণ পড়ে লক্ষ্মণের ললাটে॥
ললাট ফুটিয়া রহিল বাণের ফলা।
লক্ষ্মণের শিরে বেড়া
যেন রক্তোৎপল মালা॥
ঝনঝনা পড়ে যেন লক্ষ্মণের দৃষ্টি।
শিথিল হৈল লক্ষ্মণের ধনুকের মুষ্টি॥
আপনি সারিয়া লক্ষ্মণ স্থির কৈল বুক।
রাবণের কাটিয়া পাড়ে হাথের ধনুক॥
হাথের ধনুক কাটা গেল রাবণ চিন্তিতে।
চক্ষুর নিমিষে আর ধনুক নিল হাথে॥
দুইজনে বাণ বরিষে দুহেঁ ধনুর্দ্ধর।
দুহেঁ দুহাঁ বিঁধিয়া করিল জর্জ্জর॥

দুইজনে বাণ বরিষে নাহি লেখাজোখা।
দুই জনে বাণ ফেলে যার যত শিক্ষা॥
আবর্ত্ত সম্বর্ত্ত বাণ বলে মহাবল।
বিষ্ণুজাল ইন্দ্রজাল কাল আনল॥
এত বাণ দুইজনে করে অবতার।
দুইজনে বাণ এড়ে নাহিক নিস্তার॥
লক্ষ্মণ বীর বাণ এড়ে সংগ্রামে প্রচণ্ড।
বাণেতে কাটিয়া পাড়ে সারথির মুণ্ড॥
অষ্ট বাণ এড়ে লক্ষ্মণ ধনুকে দিয়া চড়া।
এক বাণে কাটিল রথের অষ্ট ঘোড়া॥
রথের ঘোড়া পড়িল যদি রাবণ বিরথি।
আর অষ্ট ঘোড়া যোগায় রথের সারথি॥
আর বাণ লক্ষ্মণের তারা হেন ছুটে।
সেই বাণে রাবণের ধনুক বাণ কাটে॥
আর বার এড়ে বাণ পড়ে ঝনঝনা।
লক্ষ্মণের বাণে রাবণ পাসরে আপনা॥
লক্ষণের বাণে রাবণ হইল অচেতন।
কতক্ষণে সম্বিধ পায়্যা উঠিল রাবণ॥
চৈতন্য পায়্যা রাবণ গণে অপমান।
কোন্ বুদ্ধে জিনিব ইহায় করে অনুমান॥
ব্রহ্মা দিয়াছেন শেল তখন মনে পড়ে।
ব্রহ্মমন্ত্র পড়িয়া রাবণ শেলপাট এড়ে॥
শেল দেখি লক্ষ্মণ বীর হইল ফাঁফর।
অগ্নি অবতার বাণ এড়িল বিস্তর॥
শেলপাট যেন দেখি অগ্নি অবতার।
রাবণ বলে লক্ষ্মণ তোর নাহিক নিস্তার॥
রাখা না যায় শেলপাট ব্রহ্মার বরে।
পবনের বেগে শেল পড়ে লক্ষ্মণ উপরে॥
পড়িল লক্ষ্মণ বীর দেউলের চূড়া।
ভূমেতে লোটায় বীরের হাথের ঝকড়া॥
পড়িলেন লক্ষ্মণ রঘুবংশের নাথ।
লক্ষ্মণ মারিয়া শেল গেল রাবণের হাথ॥
অচেতন হৈয়া লক্ষ্মণ পড়িল ভূমিতল।
রথে হইতে লাম্বিয়া লক্ষ্মণে ধরিল রাবণ॥
রথে তুলি লক্ষ্মণ বীরে লঙ্কায় নিতে চায়।
কুড়ি হাথে টান পাড়ে তোলা নাহি যায়॥
টানিতে না পারে বীর এড়িল সেইখানে।
মনে মনে চিন্তে তবে রাজা দশাননে॥
হিমালয় পর্ব্বত আমি তুলিলাম মন্দার।
তাহা হইতে অধিক দেখি মানুষের ভার॥
এত যদি রাবণ রাজা ভাবে মনে মনে।
দূরে থাকি তাহা দেখে পবননন্দনে॥

ধাইয়া হনুমান গেলা রাবণ নিয়ড়।
রাবণের বুকে মারে বজ্র চাপড়॥
হনুমানের চাপড়েতে রাবণ রাজা চিন্তে।
আস্তব্যস্তে রাবণ রাজা রথে গিয়া চড়ে॥
হনুমান বলে মোর এই সময় বেলা।
লক্ষ্মণ ঠাকুর লৈয়া যাই করি পাথর কোলা॥
বৈরিপরশে হন লক্ষ্মণ পর্ব্বতের সার।
সেবকের হাথে হইলা তুলা সম ভার॥
এড়িল লক্ষ্মণ বীর রঘুনাথের পাশে।
যেয়ানে জানিল্ল রাম জন্ম সূর্য্যবংশে॥
লক্ষ্মণ জিনিয়া রাবণ আছে নিজ রথে।
রাবণ মারিতে রাম নিলা ধনুক বাণ হাথে॥
মারিবারে যান রাম পূরিয়া সন্ধান।
আগুসরিয়া বলে তবে বীর হনুমান॥
রথে চড়িয়া রাবণ যুঝে শ্রম নাহি জানে।
ভূমিতে যুঝিবে প্রভু না লয় মোর মনে॥
আমার পৃষ্ঠেতে গোসাঞি কর আরোহণ।
মোর পৃষ্ঠে চড়ি প্রভু মারিহ রাবণ॥
হনুমানের পৃষ্ঠে রাম হাথে ধনুঃশর।
ঐরাবতে চড়ে যেন দেব পুরন্দর॥
রাবণেরে রঘুনাথ বলে থাক থাক।
যত দুঃখ দিলি বেটা ভুঞ্জাব সেই পাপ॥
দশ মুণ্ড সাজাইয়াছ নানা অলঙ্কারে।
দশ মুণ্ড কাটিব আজি অর্দ্ধচন্দ্র শরে॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যদি তোরে হন সুখী।
আমি তোরে মারিলে কার বাপে রাখি॥
রামের বচনে রাবণ করয়ে উত্তর।
হনুমান দেখিয়া রুষিল লঙ্কেশ্বর॥
অক্ষয়কুমার মারি পোড়াইল লঙ্কাপুরী।
পৃষ্ঠে রাম আছে তোর এই বেলা মারি॥
বন্দী হইল বানরা আপনা আপনি।
লড়িতে চলিতে নারে এই সময় হানি॥
বাছিয়া বাণ এড়ে তবে রাজা লঙ্কেশ্বর।
হনুমানে বিঁধিয়া করিল জর্জ্জর॥
যুঝিতে না পারে বীর পৃষ্ঠেতে শ্রীরাম।
বাণ ফাটিয়া বারায় বীরের কাল ঘাম॥
কোপেতে রাবণ রাজা লক্ষ বাণ এড়ে।
কোপে হনুর অঙ্গ আকাশ গিয়া যোড়ে॥
দশ যোজন শরীর আড়ে পরিসর।
ত্রিশ যোজন বীর উভেতে ডাগর॥
চাল্লিশ যোজন হইল চক্ষুর নিমিষে।
হনুমানের লেজ গিয়া ঠেকিল আকাশে॥

রাবণ রাজা বাণ এড়ে জ্বলন্ত আগুনি।
সকল বাণ এড়িল রাম পরম সন্ধানী॥
দুই জনা বাণ এড়ে দুহেঁ ধনুর্দ্ধর।
দুহেঁ দুহাঁ বিঁধিয়া করিল জর্জ্জর॥
ঐষীক বাণ এড়েন তবে কমললোচনে।
সন্ধান পুরিয়া মারে রাজা দশাননে॥
আনের বাণ হইলে কিছু করিতে না পারি।
রামের বাণ খাইয়া বুলে চাক ভাঙুরি॥
রামের বাণ খাইয়া রাবণ হইল অচেতন।
ডাক দিয়া বলেন রাম রঘুর নন্দন॥
অনেক ক্ষণে লংকাপতি পাইল চেতন।
মোর বাণ খাইয়া রাবণ হইলা অচেতন॥
অনেক দেশ জিনিয়াছ মার্য়াছ অনেক বীর।
আজি প্রাণে না মারিব তোমা
মন কর স্থির॥
আজি ঘরে যাহ তুমি রাজা তো রাবণ।
আর দিন আইলে তোর বধিব জীবন॥
আগু দিনে যুদ্ধে তোর করিব বংশনাশ।
পশ্চাতে লঙ্কেশ্বর তোরে করিব বিনাশ॥
আজি মাথা না কাটিব কাটিব মাথার কেশ।
লংকাতে লইয়া যাহ আমার সন্দেশ॥
কটক সমেত রাবণ রামের কথা সুনে।*
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ রাম যুড়িল ধনুগুণে॥
দশ দিগ আলো করি রামের বাণ ছুটে।
একবারে রাবণের দশ মুকুট কাটে॥
মাথায় হাথ দিয়া দেখে মুকুট গেল কাট।
ভঙ্গ দিল রাবণ রাজা
রাক্ষস না পায় বাট॥
রথখান ফিরায় সে রথের সারথি।
লঙ্কায় পলাইয়া যায় রাবণ শীঘ্রগতি॥
পলাইয়া গেল তবে রাজা লঙ্কেশ্বর।
ধর ধর বলিয়া ডাকে সকল বানর॥
কৃত্তিবাসের কবিত্ব শুনিতে বড় রঙ্গ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল রাবণ রাজার ভঙ্গ॥

লঙ্কায় গিয়া রাবণ বসিল সিংহাসনে।
পাত্রমিত্র সনে কয় করুণ বচনে॥
আপনার পরাজয় আপনি মানিল।
পূর্ব্বকথা কহি আমি শুনহ সকল॥
মহাদেব দেখিতে গেলাম কৈলাস শিখরে।
নন্দী নামে দ্বারী ছিল তাহার দুয়ারে॥
বানর হেন মুখ তার শিবের দুয়ারী।
বানরের মুখ দেখি দিলাম টিটকারি॥
নন্দী বলে আমি মহাদেবের দুয়ারী।
মোরে দেখ্যা উচিত নহে রাবণ
তোমার টিটকারি॥
বানর মুখ দেখ্যা তুমি কর উপহাস।
বানরে করিবে তোরে সবংশে বিনাশ॥
যত শাপ দিল মোরে দ্বারপাল নন্দী।
আর এক কথা শুন বলি তার সন্ধি॥
বিস্তর তপ করিলু আমি হইতে অমর।
অমর হইতে ব্রহ্মা নাহি দিলা বর॥
ব্রহ্মার বচন ইথে কভু নহে আন।
এতকালে বানরের হাথে হইল অপমান॥
সর্ব্বাঙ্গ পুড়িছে মোর মানুষের বাণে।
রাজা হৈয়া হারিলু জিনিবে কোন্ জনে॥
নিদ্রা গেল কুম্ভকর্ণ জাগিবেক কবে।
হেন বীর থাকিতে মোর লঙ্কাপুরী ডুবে॥
অর্দ্ধেক লঙ্কা যায় মোর
কুম্ভকর্ণের ভোগে।
ছয় মাস গেলে তবে এক দিন জাগে॥
পাঁচ মাস গেল নিদ্রা এক মাস আছে।
আজি লঙ্কাপুরী মজে কি করিবে পাছে॥
কুম্ভকর্ণে চিয়াইতে করহ যতন।
প্রাণপণ করিয়া সভে করাহ জাগরণ॥
কাতর হইয়া বলে রাজা লঙ্কেশ্বর।
তিন লক্ষ রাক্ষস চলে কুম্ভকর্ণের ঘর॥
ভক্ষ্য দ্রব্য মদমাংস অনেক প্রকার।
সুগন্ধি চন্দন মাল্য আনে ভারে ভার॥
পালে পালে হরিণ আনে
পালে পালে মহিষ।
পালে পালে শূকর আনে
পালে পালে মানুষ॥
সোনার ধাউড়ি ঘরখান দেখিতে রূপস।
গগন উপরে শোভে সোনার কলস॥
রতনে নির্ম্মিত ঘর দ্বার পরিসর।
চাঁদওয়া টানায় ঘরে মুক্তার ঝলর॥
সোনার খাটপাট শোভে নেতের তুলি।
তার উপর নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ মহাবলী॥
নাকের নিশ্বাস বহে যেন বহে ঝড়।
কোন রাক্ষস যাইতে নারে দ্বারের নিয়ড়॥
কাথ ভাঙ্গি চাল ধরি কৈল উপদেশ।
অনেক প্রকারে ঘরে করিল প্রবেশ॥

ঘরের ভিতর থুইল মদ সাত শত কলসী।
পর্ব্বত প্রমাণ থুইল মাংস রাশি রাশি॥
কুম্ভকর্ণের মূর্ত্তি দেখিতে ভয়ঙ্কর।
আছুক অন্যের কাজ রাক্ষসে লাগে ডর॥
গায়ের লোমাবলী যেন গাছের প্রমাণ।
পাতাল হেন মুখখান দেখিতে উড়ে প্রাণ॥
সর্প হেন গর্জ্জন শুনি প্রাণ উড়ে কত।
পৃথিবী যুড়িয়া যেন পড়িছে পর্ব্বত॥
দ্বারের সমীপে পুষ্প পারিজাত আছে।
নানা পুষ্প বিকশিত সুগন্ধি বহিছে॥
কোটি রাক্ষস তার ঘরখান রাখে।
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ আপনার সুখে॥
জাঠি ঝকড়া যেন দন্ত সারি সারি।
রাঙ্গা জিহ্বাখান যেন ইক্ষুগাছের কাতারি॥
মাল্যবস্ত্র পরায় জ্বালে ধূপধুনা।
কুম্ভকর্ণ চিয়াইতে নারে কোনজনা॥
চন্দনের ছড়া চালে বিচিত্র বিয়নি।
নিদ্রা যদি নাহি ভাঙ্গে নানা বাদ্য আনি॥
ঢাক ঢোল বাজে দুন্দুভি পড়াহ মাদল।
বাদ্যশব্দে বড়ই হইল কোলাহল॥
হাথীকে অংকুশ মারে ঘোড়ায় লাকুড়ি।
ছাগল গাড়রের দেয় কান মুচড়ি॥
বিপরীত রা কাড়ে করে ছটফটি।
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ সুবর্ণের খাটি॥
রাক্ষস পশুর বোল বাদ্যতে মিসাল।
দশ হাজার ভেরী বাজে ফুকরে কাঁহাল॥
গাছে নাহি পক্ষ পশু না রহিল বনে।
ব্রহ্মাবরে নিদ্রা যায় কিছু নাহি জানে॥
রাজার চর আইল বার্ত্তা জানিবারে।
রাজার আজ্ঞা পায়্যা তারা নির্ঘাত মারে॥
রাজার ভাই বলি তারা নাহি করে ডর।
দুই হাথে তুলিয়া মারে গাছ পাথর॥
জাগ জাগ বলিয়া তারা দুই হাথে লাড়ে।
জাঠি ঝকড়া দিয়া সর্ব্বাঙ্গ বিঁধে ফুড়ে॥
দন্তে কামড়ায় কেহো চুলে ধরি টানে।
ব্রহ্মশাপে নিদ্রা যায় কিছুই না জানে॥
জাঠি ঝকড়া ফুটায় রক্তে তোলবোল।
কুম্ভকর্ণে ঘরে উঠে ক্রন্দনের রোল॥
চারি ভিতে মারে তবু না হয় চেতন।
রাক্ষস বলে কুম্ভকর্ণের হৈয়াছে মরণ॥
রাজপাত্র ছিল তথা বুদ্ধেতে আগল।
নাকের বাটে দিল তখন দশ হাজার ছাগল॥
নাকের বাটে ছাগল ঠাঠিয়া বুলে ক্ষুরে।
নাকের নিশ্বাসে ছাগল যায় বহু দূরে॥
নাকে থাকিয়া ছাগল
বাহিরায় পালে পালে।
ব্রহ্মশাপে নিদ্রা যায় কিছুই না বলে॥*
মহোদর বলে ভাই শুন তো কাহিনী।
লঙ্কা হইতে আন ভাই এক লক্ষ কামিনী॥
স্ত্রীগণ আনিয়া শুয়াও কুম্ভকর্ণের পাশে।
আপনি উঠিবে বীর স্ত্রীগণ পরশে॥
এতেক শুনিয়া রাক্ষস ধাইল সত্বরে।
ইন্দ্রবিদ্যাধরী তারা আনিল বিস্তরে॥
দশ হাজার স্ত্রী শোয়াইল
কুম্ভকর্ণের কোলে॥
কেহো কুসুম কেহো নিল চন্দন শীতলে॥
একে কুম্ভকর্ণ তাহে স্ত্রীর পরশ পায়্যা।
ফিরিয়া শুইল বীর অঙ্গ মোড়া দিয়া॥
ভূমিকম্প হইল যেন পর্ব্বত টলমলে।
থরহরি কাঁপে কন্যা কুম্ভকর্ণের কোলে॥
নাকের শ্বাস বহে যেন দারুণ ঝড়।
প্রাণ লৈয়া কন্যাগণ উঠিয়া দিল রড়॥
কথ দূরে কন্যা গিয়া করয়ে বিষাদ।
কন্যাগণ বলে মোর শয়নে নাহি সাধ॥
মহোদর বলে ভাই মোর যুক্তি শুন।
মদ রক্তের ভাই ঘুচাও ঢাকন॥
কুম্ভকর্ণ চিয়াইতে নারি কোন প্রবন্ধে।
আপনি উঠিবে বীর মদ রক্তের গন্ধে॥
অনন্ত বাসুকি যেন মেলিলেন হাঁই।
চন্দ্র সূর্য্য হেন আঁখি চারি ভিতে চাই॥
শয্যায় বসিয়া বীর রাক্ষস নেহালে।
পাত্রমিত্র দেখ্যা তবে কুম্ভকর্ণ বলে॥
অকালে চিয়াইলি তোরা ছোট নহে কাজ।
কোন্ বেটা লঙ্ঘিবেক রাবণ মহারাজ॥
রাজার ঠাঞি দূত গিয়া কহিল সত্বর।
কুম্ভকর্ণ জাগিল শুনহ লঙ্কেশ্বর॥
ভাই দেখিতে রাবণ রাজার হইল বড় সাধ।
পুন কুম্ভকর্ণে কহে রাজার সংবাদ॥
শয্যা হইতে কুম্ভকর্ণ চক্ষে দিল পানি।
স্নান করি পরিলেন উত্তম পাটখানি॥
মদ পিয়ে কুম্ভকর্ণ সাত শত কলসী।
পর্ব্বতপ্রমাণ মাংস খায় রাশি রাশি॥
মদ পিয়ে কুম্ভকর্ণ ভরিয়া বাটী বাটী।
দশ হাজার মহিষ মানুষ কোটি কোটি॥

হরিণ শূকর আদি সাপুটিয়া ধরে।
শত শত পশু গিলে এক এক বারে॥
কুম্ভকর্ণ বলে আমি জানিলু অনুমানে।
অকালে চিয়াইল মোরে যেই কারণে॥
কোন্ লাজে ইন্দ্র বেটা দিতে আইসে হানা।
বারে বারে জিনো বেটায় না চিনে আপনা॥*
ইন্দ্রের কাজ থাকুক যম যদি আইসে।
যমের যম হইয়া গিলিব গরাসে॥
বিরূপাক্ষ রাক্ষস ছিল রাক্ষসপ্রধান।
যোড় হাথ করি কহে রাজার অপমান॥
দেবে কোপ না করিহ দেবের নাহি ডর।
এত প্রমাদ করিয়াছে নর আর বানর॥
রামের সীতা রাবণ রাজা করিয়াছে চুরি।
সাগর লঙ্ঘিয়া চর তার পোড়ায় লঙ্কাপুরী।
সাগর বাঁধিয়া রাম কটক হইল পার।
বানর কটক দেখি পর্ব্বত আকার॥
নর বানর জিনিবেক এমন বীর কোহি।
পাত্রমিত্র আমরা সভ তোমার মুখ চাহি॥
কুম্ভকর্ণ বলে আগে জিনিয়া আসি রণ।
তবে গিয়া ভেটিব আমি রাজা দশানন॥
চলিল বীর কুম্ভকর্ণ যুঝিবার ক্রোধে।
ভাই মহোদর তার পশ্চাতে প্রবোধে॥
রাজআজ্ঞা নাহি তোমায় রণে দিতে হানা।
দুই ভাই একত্র বসি করিব মন্ত্রণা॥
যাত্রাকালে কুম্ভকর্ণ কিছু খাইতে চায়।
মদ মাংস রাজভক্ষ্য রাক্ষস যোগায়॥
মদ পিয়ে কুম্ভকর্ণ শুনি ঘড়ঘড়ি।
মদ খায়্যা শূন্য করে আশী হাজার জাড়ি॥
কুম্ভকর্ণ যাত্রা করে রাক্ষসগণ যায়।
সূর্য্যের কিরণ যেন মেঘে আচ্ছাদয়॥
অতি উচ্চ পাঁচীর সে সোনার গঠন।
উভেতে সত্তরি যোজন লাগিছে গগন॥
গগনমণ্ডলে লাগে সোনার পাঁচীর।
পাঁচীর জিনিয়া কুম্ভকর্ণের শরীর॥
উভেতে বড় যেন সুমেরু পর্ব্বত।
দেখিয়া উড়িয়া গেল বানরের চিত॥
দরশনে ভঙ্গ দিল যত কপিগণ।
বিস্মিত রঘুনাথ জিজ্ঞাসেন তখন॥
রাম বলেন বিভীষণ কহ বার্ত্তা সার।
আচম্বিতে মিতা কেন দেখি চমৎকার॥
যুগান্ত হইল কিবা সৃষ্টির প্রলয়।
এক কালে দেখি তিন সূর্য্যের উদয়॥

বিভীষণ বলে প্রভু বীর একজন।
মহাবল ধরে মাথা লাগিছে গগন॥
শুনিয়া রামের মনে লাগিল তরাস।
হাহাকার করি রাম ছাড়য়ে নিশ্বাস॥
এত কাল কোথা ছিল হেন মহাবীর।
ত্রিভুবন জিনিয়া দেখি দুর্জ্জয় শরীর॥
হেন বীর থাকিতে কেন কটক হইল পার।
ইহার হাথে কোন্ বীর
পাইবে নিস্তার॥
বিভীষণ বলে প্রভু শুনহ উত্তর।
কুম্ভকর্ণ নাম ধরে রাবণ সহোদর॥
অন্য বীর যুঝে যত ব্রহ্মারে আগে পূজে।
কুম্ভকর্ণ বীর যুঝে আপনার তেজে॥
হাথে জাঠে কুম্ভকর্ণ যদি করে রণ।
সমুখে দাড়াইয়া তার যুঝে কোন্ জন॥
কুম্ভকর্ণ বীর জন্মিল যেই দিবসে।
সাক্ষাতে যাহারে দেখে ধরিয়া গরাসে॥
লক্ষ লক্ষ প্রাণী খাইল ঋষি তপস্বী।
ইন্দ্রবিদ্যাধরী খাইল সহস্র রূপসী॥
কোপে ইন্দ্র কুম্ভকর্ণে বজ্র প্রহারণে।
বজ্র খায়্যা কুম্ভকর্ণ কিছুই না জানে॥
কোপে কুম্ভকর্ণ ঐরাবত শুণ্ড টানে।
গজদন্ত উপাড়িয়া ইন্দ্রে গিয়া হানে॥
দেবতা লইয়া ইন্দ্র পলাইল ডরে।
কুম্ভকর্ণের দোষ গিয়া কহিল ব্রহ্মারে॥
অধিক কোপিল ব্রহ্মা ইন্দ্রের বচনে।
রাক্ষসগণ জানিল তাহা ব্রহ্মগেয়ানে॥
রাক্ষসগণ গেল তবে ব্রহ্মার সদনে।
ব্রহ্মা বলেন তবে যত রাক্ষসগণে॥
কুম্ভকর্ণের উপরে ব্রহ্মার পড়ে দৃষ্টি।
কোপ করিয়া ব্রহ্মা বলে
খাইলি মোর সৃষ্টি।*
সৃষ্টি সৃজিলু সাঁধাল তোর উদরে।
পুন সৃষ্টি করিব তোমা খাইবারে॥*
গোকর্ণ নামে তপোবনে মাগিয়া নিল বর।
মৃতপ্রায় নিদ্রা যাহ লোকের ভাঙ্গুক ডর॥
শাপে কুম্ভকর্ণ তখনি নিদ্রা যায়।
কুম্ভকর্ণের নিদ্রা দেখি রাবণ কাঁদয়॥
রাবণ বলে সোনার গাছ সৃজিলা আপনি।
ফলে ফুলে গাছ কাট অপযশ কাহিনী॥
তোমার প্রসাদে মোর কারো নাহি শঙ্কা।
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা গেল শূন্য হইল লঙ্কা॥

কুম্ভকর্ণ হয় তোমার সম্বন্ধেতে নাতি।
এমন শাপ দিতে তোমায়
না হয় যুকতি॥
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ শাপ নহে আন।
নিদ্রা জাগরণ তার অন্ধ সমান॥
কাতর হৈয়া রাজা পড়ে ব্রহ্মার চরণে।
কুম্ভকর্ণে বর দিল রাবণ ক্রন্দনে॥
ছয় মাস নিদ্রা গেলে দিনেক জাগরণ।*
অদ্ভুত রণ করিবে অদ্ভুত ভক্ষণ॥
এতেক বলিয়া ব্রহ্মা ভাবে মনে মনে।
কাঁচা নিঁদে জাগিলে
তোমার অবশ্য মরণে॥
কুম্ভকর্ণ জাগরণের নাহি হয় কাল।
তোমার ডরে চিয়াইতে হইল অকাল॥*
কাঁচা নিদ্রে কুম্ভকর্ণে চিয়াল্যা রাবণ।*
রামের আগে এতেক কহিল বিভীষণ॥
ঘর ভেদ বুদ্ধি হৈতে মরিল রাবণ।
শুনিয়া হরিষ হৈলা শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
*কুম্ভকর্ণ চলে তখন ভেটিতে রাবণ।
কুম্ভকর্ণ ভেটিতে আইলা পুরজন॥*
কুম্ভকর্ণ দেখিয়া রামের উড়িল পরাণ।
কটকে ঘোষণা দেয় উঠে যন্ত্রখান॥
যন্ত্রখান বলি দেয় কটকে ঘোষণা।
কেহো পাতিয়ায় না পাতিয়ায় কোনজনা॥
মদ পানে কুম্ভকর্ণ বাটে বহিয়া চলে।
ভূমিকম্প হয় যেন পর্ব্বত চলে॥
চতুর্দ্দিগে জয়ধ্বনি পড়িছে হুলাহুলি।
স্ত্রীপুরুষে পুষ্প ফেলে অঞ্জলি অঞ্জলি॥
ভাই ভেটহ গিয়া রাখহ লঙ্কাপুরী।
মহাদেব বর দেউন রাখুন পরমেশ্বরী॥
কুম্ভকর্ণ দেখিয়া রাজা তুলিল কাঁকালি।
বহু দিনে দুই ভাই কৈলা কোলাকোলি॥*
কুম্ভকর্ণ কৈল রাজার চরণ বন্দন।
কল্যাণ বলিয়া দিল বসিতে আসন॥
কুম্ভকর্ণ বলে ভাই কারে তোর ভয়।
আজ্ঞা কর তাহারে পাঠাব যমালয়॥
সাগর শুষিব আজি পিব তো আগুনি।
শূলে খান খান করি ফেলিব মেদিনী॥
চন্দ্রসূর্য্য ফেলাইব চিবাইয়া দন্তে।
পৃথিবীর পর্ব্বতগুলা ফেলাইব অন্তে॥
সপ্তদ্বীপ পৃথিবী করিব খণ্ড খণ্ড।
ত্রিভুবনে তোমায় ধরাব ছত্রদণ্ড॥

আমি থাকিতে রাজা তোমার
কারো নাহি ডর।
কতবার জিনিয়াছি দেব পুরন্দর॥
কুম্ভকর্ণের বিক্রম রাজা ভাল জানে।
ভাইর বচনে হইল হরষিত মনে॥
এত বলি কুম্ভকর্ণ জিজ্ঞাসে তখন।
নর বানর সঙ্গে বাদ কিশের কারণ॥
*রাবণ বলে অবধানে সুনহ বচন।
একে একে সুন ভাই সর্ব্ব বিবরণ॥*
রাম লক্ষ্মণ দশরথ রাজার দুই বেটা।
গাছের বাকল পরিধান মাথায় ধরে জটা।
চৌদ্দ হাজার রাক্ষস মারে খর দূষণ।
শূর্পণখার নাক কান কাটে অকারণ॥
দুই মায়ের বেটা রাম খেদাড়িয়া বাপে।
ভরত রাজা হইল রাম বেড়ায় মনস্তাপে॥
ধনজন নাহি তার সীতা মাত্র সার।
রামে ভাণ্ডিয়া সীতা আনিলু
লঙ্কার ভিতর॥
শতেক যোজন পথ সাগর পাথার।
কনক লঙ্কাপুরী মোর সাগরের পার॥
এতেক বুঝিয়া আনিলাম তার নারী।
বানর সহায় করি পোড়ায় লঙ্কাপুরী॥
রাম লক্ষ্মণ তারা দুইজন তপস্বী।
এতেক বানর তার কোথা হইতে আসি॥
আপনার বন্ধন আপনি নাহি জানি।
কোন্ পথে সাঁধাইল নারিকেলে পানি॥
বুঝিতে না পারি ভাই দেবের ঘটনা।
সপ্তদ্বীপের কপি সঙ্গে রামের মন্ত্রণা॥
কোথাকার সাগর সে কোথায় গভীর।
আপনার মহত্ত্বে আপনি নহে স্থির॥
বড়াই ছাড়িল সাগর মানুষের আগে।
আপন বন্ধন সে আপনি গিয়া মাগে॥
এত কালে গেল সাগরের অক্ষয় কাল।
গাছ পাথরে সাগরে বাঁধিল জাঙ্গাল॥
মানুষের আগে সাগর ছাড়িল বড়াই।
খালি জুলি হেন তারে বানর ডিঙ্গাই॥
কালো কালো বানরগুলা পর্ব্বতপ্রমাণ।
লঙ্কাপুরী আসি মোর করে অপমান॥
লঙ্কায় বীর নাহি ভাণ্ডারে নাহি ধন।
এ সভ নাহি জান ভাই নিদ্রার কারণ॥
এই যে দেখ তুমি পাঁচীর সভ পোড়া।
এত অপমান করে হনুমান বানরা॥

হনুমান নাম তার প্রধান সেই বীর।
তার কাছে মোর কোন বীর নহে স্থির॥
মহাবলবান্ সেই পবনকুমার।
পর্ব্বতপ্রমাণ সেই দেখি ভয়ঙ্কর॥
তাহার বিক্রম কিবা বলিবারে পারি।
মুহূর্তকে দগ্ধ কৈল কনক লঙ্কাপুরী॥
আছিল যে বিভীষণ কর্ম্ম অধিষ্ঠান।
আমা সনে বিরোধ করি গেল রামের স্থান॥
মানুষের সেবা করি জ্ঞাতি হিংসা করে।
কোন্ বংশে জন্ম বেটা মরে কার তরে॥
আছিলাম পুরুষ দৈবে হইলাম নারী।
সীতা দিলে উপহাস করিবে সভ পুরী॥
আছুক অন্যের কাজ হাসিবে পুরন্দর।
সে বেটা বলিবেক কাতর হইল লঙ্কেশ্বর॥
কুম্ভকর্ণ বলে তবে এ সভ কথা শুনি।
সকল দোষ তুমি ভাই করিলে আপনি॥
চৌদ্দ সহস্র রাক্ষস একেলা সভ মারি।
কি বুঝিয়া ভাই তুমি আনিলে তার নারী॥
বানর লৈয়া রাম যখন বাঁধিল সাগর।
তখন কেন তুমি ছিলা লঙ্কার ভিতর॥
আগু বাড়িয়া কেন নাহি দিলে হানা।
তবে রামের সাগর বাঁধিত কোন্ জনা॥
ঘরেতে বসিয়া বড় দেখহ আপনা।
কোন্ ছার মন্ত্রী লৈয়া তোমার মন্ত্রণা॥
তোমা হইতে বুদ্ধে আগল সুগ্রীব বানরা।
রাজ্যভাব পাইলেক সুরূপসী তারা॥
বানর হইয়া সুগ্রীব বেড়িল তোমাতে।
ত্রিভুবন জিনিয়া ঠেকিলা বানরের হাথে॥
কুপিল রাবণ রাজা কুম্ভকর্ণের বোলে।
পাকল চক্ষু করি রাজা কুম্ভকর্ণে বলে॥
জ্যেষ্ঠ নহিস তুঞি কনিষ্ঠ সহোদর।
রাজনীত শিখাও মোরে সভার ভিতর॥
তোমা হেন আছে যার কনিষ্ঠ সহোদর।
ভাল মন্দ করিব আমি কারে মোর ডর॥
ভাল মন্দ করিব আমি করিব হানাহানি।
তোমার সহায়ে আমি ত্রিভূবন জিনি॥
সেই বন্ধু বান্ধব সে সেই সহোদর।
আপদ পড়িলে ভাই যে খণ্ডায় ডর॥
কুম্ভকর্ণ বলে ভাই না বল বিস্তর।
আপদ পড়িলে ভাই বুঝিয়ে সহোদর॥
রামের মাথা কাটিয়া তোমায় দিব ডালি।
সীতা লৈয়া চিরকাল সুখে কর কেলি॥

বানর বেটা আসি মোর
পুড়িল লঙ্কাপুরী।
হনুমান মারিব আজি রাক্ষসের বৈরী॥
নল নীল মারিব আজি গবাক্ষ চন্দন।
তোমার শত্রু মারিব আজি ভাই বিভীষণ॥
সুগ্রীব বানর দেখ পর্ব্বত আকার।
তাহাকে পাঠাব আজি যমের দুয়ার॥
একেশ্বর যাইব না লইব দোসর।
একা রণ করিয়া আজি তুষিব লঙ্কেশ্বর॥
অষ্ট লোকপাল যদি আইসে এক চাপে।
দেখিয়া পলাইবে সভে আমার প্রতাপে॥
পর্ব্বতপ্রমাণ জাঠা দেখিতে ভয়ঙ্কর।
মোর সিংহনাদে ত্রিভুবনে লাগে ডর॥
এক চাপড়ে যদি রামের থাকে প্রাণ।
পশ্চাতে শ্রীরাম মোরে যুড়িবেক বাণ॥
তবে রণে যুড়িতে নারি শ্রীরাম লক্ষ্মণে।
আগে মরিলে না দেখিব তোমার মরণে॥
আর কেহো নাহি যাহ যাইব একেশ্বর।
রাম লক্ষ্মণ মারিয়া তুষিব লঙ্কেশ্বর॥
হেন সংগ্রাম যদি একেশ্বর জিনি।
ত্রিভুবনে থাকিবে তবে যশের কাহিনী॥
যুঝিবারে কুম্ভকর্ণ চলে একেশ্বর।
হেন কালে বলে তারে ভাই মহোদর॥
চৌদ্দ সহস্র রাক্ষস মারে খর দূষণ।
হেন রাম সনে তোমার একেশ্বর রণ॥
যত যত বীর গেল করিতে সমর।
একজন নাহি আইল লঙ্কার ভিতর॥
চন্দ্রসূর্য্য জিনিয়া রামের দুর্জ্জয় বিক্রম।
তুমি আমি রামের সনে না করিব রণ॥
সমরেতে পশিলে রাম সংগ্রামেতে যম।
যে সীতা আনিল তার বধুক জীবন॥
রাক্ষস সমেত রাবণ হারিয়া আইল রণে।
আপনি হারিয়া এখন পাঠায় অন্য জনে॥
এক যুক্তি বলি আমি যদি লয় মনে।
আপনার গায় অস্ত্র ফুটাহ আপনে॥
ভাণ্ডার বিলাইয়া কর জয় জয় ধ্বনি।
রাম লক্ষ্মণ মরিল বলি শুনহে কাহিনী॥
ঘরে বসি বুদ্ধি সৃজিলে নাহি করি রণ।
রাম দরশনে গেলে অবশ্য মরণ॥
কুম্ভকর্ণ বলে ভাই তোর মুখে নাহি লাজ।
তুমি সে হে মজাইলা
লঙ্কা হেন রাজ॥

রাজার ভাই তুমি প্রধান সেনাপতি।
কুমন্ত্রণায় মজাইলা লঙ্কার বসতি॥
বীরবংশে জন্ম তোমার বীর অবতার।
সংগ্রামে মরিলে যশ ঘুষিবে সংসার॥
এ সভ অনিত্য দেহ জানহ সংসারে।
চিরজীবী নহে কেহো বলিয়ে তোমারে॥
হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু দুইজন।
নিজ তেজে জিনিলেক এ তিন ভুবন॥
*যুঝিল বিষ্ণুর সঙ্গে ঘুষে সর্ব্বজন।
সংগ্রাম করিয়া হৈল দুহাঁর মরণ॥*
মহোদর কুম্ভকর্ণে কথোপকথন।
সিংহাসনে বসিয়া তাহা শুনে দশানন॥
মহোদর যত বলে যুক্তি নাহি ধরে।
মহোদরের যুক্তিতে বানর বেড়িয়া মারে॥
রাবণ বলে তুমি কর কটক সাজন।
তুমি রণে যাইতে বাজুক অনেক বাজন॥
রাজবাদ্য দিল তারে চারি অক্ষৌহিণী।
কুম্ভকর্ণের মাথায় দিল রত্নময় মণি।
মাথার মুকুট তার আকাশেতে যোড়ে।
রাজ প্রদক্ষিণ হৈয়া যুঝিবারে লড়ে॥
জয় জয় করিয়া রথ যোগায় সারথি।
রথে চড়িল বীর মাথায় ধবল ছাতি॥
বিংশতি যোজন যুড়ি বাহু দুইখান।
কনকরচিত বীরের হাথে গাণ্ডি বাণ॥
রথ তেজি কুম্ভকর্ণ ভূমের উপর।
অকস্মাৎ দেখি যেন আকাশে জলধর॥
বীরধড়া পরিধান গায় মাখে মাটী।
হাঁড়িয়া চামর রথে দেখ পরিপাটী॥
ঘোড়ার পৃষ্ঠেতে কেহো বিচিত্র সাজন।
কেহো রথে চড়ে কেহো পক্ষেতে বাহন॥
গরুড়ের বংশে যেই পক্ষের উৎপাত।
হেন সভ পক্ষে চড়ে কোন সেনাপতি॥
রাক্ষসেরে কুম্ভকর্ণ দিতেছে আশ্বাস।
বানর কটক মারিয়া আজি করিব বিনাশ॥
যার বন্ধুবান্ধব সভ পড়িয়াছে রণে।
সে সভ সাজিয়া আইসে কুম্ভকর্ণের সনে॥
কুম্ভকর্ণের বচন শুনিয়া হরষিত।
স্ত্রীপুরুষ লঙ্কায় করয়ে নৃত্যগীত॥
নানা অস্ত্র রাক্ষসগণ লইলেক হাথে।
লম্ফ দিয়া বীরভাগ উঠে গিয়া রথে॥
কুম্ভকর্ণ যায় যেন আকাশে জলধর।
ঝাঁকানে চাপানে সেনা পড়িছে বিস্তর॥
চন্দ্রসূর্য্য পলায় পবন ছাড়ে গতি।
অকস্মাৎ রক্তবৃষ্টি কাঁপে বসুমতী॥
নির্ঘাত উল্কাপাত পড়িছে সমুখে।
বিপরীত শব্দ শুনি শৃগালের মুখে॥
বাম হাথ বাম চক্ষু নাচে ঘনে ঘন।
বিপক্ষ গেয়ানে বীর নাহি করে মন॥
যাত্রাকালে অমঙ্গল পড়িছে অপার।
মার মার করিয়া গেল পশ্চিম দুয়ার॥
কৃত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরাণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল গীত অমৃতসমান॥

॥ ধুয়া ॥
শ্রীরঘুবর সুন্দর রাম।
নব দুর্ব্বাদল শ্যাম॥

কুম্ভকর্ণ হইয়া গিয়া গড়ের বাহির।
বানর দেখ্যা সিংহনাদ ছাড়য়ে গভীর॥
সেনাপতিগণ যার শত যোজন লাফ।
কুম্ভকর্ণ দেখিয়া সভার হৈল কাঁপ॥
সেনাপতিগণ পলায় বানর ঘড়ে ঘড়।
গাছ পাথর ফেলাইয়া বানর দিল রড়॥
ভঙ্গ দেখিয়া কুম্ভকর্ণ দিল টিটকারি।
চারি ভিতে বানর পলায় ত্বরাত্বরি॥
সহস্র কোটি বানর লৈয়া কুমুদের রড়।
ত্রিশ কোটি বানর লৈয়া অঞ্জনিয়ার ঘড়॥
*হিঙ্গুলিয়া বানর জেন হিঙ্গুলিয়া রঙ্গ।
পঞ্চাশ কোটি বানর লয়্যা
পলাইল সঙ্গ॥*
মলয় পর্ব্বতের বানর হরিতাল গিরি।
শত কোটি বানর লৈয়া পলায় কেশরী॥
অনেক বানর লৈয়া পলায় ধূম্রাক্ষ।
আঠারো কোটি বানর লৈয়া পলায় গবাক্ষ॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র পলায় সুষেণনন্দন।
আশী কোটি বানর দুই ভাইয়ের ভিড়ন॥
ত্রিশ কোটি বানর লৈয়া পলায় দারুগণ।
শত কোটি বানর লৈয়া পলায় চন্দ্রজন॥
সাত কোটি বানর লৈয়া পলায় জাম্বুবান।
সহস্র কোটি বানরে পলায় হনুমান॥
এক দ্বারে প্রবেশ করে ভাঙ্গে চারি দ্বার।
পলায় বানর সভ পায়্যা চমৎকার॥

নির্ভয় অঙ্গদ বীর বজ্র হেন রঙ্গ।
মরণের ভয় নাহি রণে নহে ভঙ্গ॥
যথা তথা পলায় বানর রণ নাহি জিনি।
যুঝিয়া মরিলে থাকে পৌরুষ কাহিনী॥
এক চাপ হৈয়া বানর আইল বিস্তর।
কুম্ভকর্ণের উপরে ফেলে গাছ পাথর॥
গায় ঠেকিয়া গাছ পাথর উপাড়িয়া পড়ে।
দুই হাথে মুষল লৈয়া ধায় উভরড়ে॥
বানর মারিতে যায় হাথেতে মুষল।
অনেক বানর মরিল লোটায় ভূমিতল॥
কুপিল কুম্ভকর্ণ বীর হাথে লইল শূল।
অনেক বানর কৈল শূলেতে নির্ম্মূল।
বড় বড় বানর শূলে বিঁধিয়া পাড়ে।
শুষ্ক কাষ্ঠে ঘৃত দিলে যেন গত জ্বলে॥
রণ করিয়া কুম্ভকর্ণ জিনিতে না পারে।
গাছ পাথরে বানর রাক্ষসেরে মারে॥
রথ সারথি সনে পড়ে রাক্ষসগণ।
বড় বড় গাছ পাথর করে বরিষণ॥
রহ রহ বলিয়া কুম্ভকর্ণ বলে।
দুই হাথে সাপটিয়া ধরে বানর কোলে॥
কোলে চাপিয়া রাখে বানর চারিজন।
মুখে রক্ত উঠে শ্বাস বহে ঘনে ঘন॥
চাপড়ের ঘায় মোহ গেল নীল সেনাপতি।
মুটকির ধায় পড়িল নল সেনাপতি॥
লাথির ঘায় পড়িল বীর গন্ধমাদন।
বিশ্রবা কুমুদ পড়িল বিপক্ষের তুলন॥
ছয় বানর ভূমে লোটায় হইয়া অচেতন।
অঙ্গদ কুমুদ তারা ক্রোধিত দুইজন॥
হনুমান প্রবেশ করে বনের ভিতর।
কেহো কাঁধে চড়ে কেহো আঁচড়ে সত্বর॥
ধর্‌য়া ধর্‌য়া কুম্ভকর্ণ বানর আছাড়ে।
কলার বন পড়ে যেন সুদারুণ ঝড়ে॥
বানর চিবায় কুম্ভকর্ণ কামড়িয়া দন্তে।
মুখ সম্বরিতে নারে বানরের রকতে॥
সহস্র সহস্র বানর সাপটিয়া ধরে।
পাতাল হেন মুখ মেলিয়া গিলে উদর ভিতরে॥
হাঁড়িয়া মেঘ যেন কালো কুম্ভকর্ণ।
বানর গিলিয়া বেড়ায় বর্ণ বিবর্ণ॥
নাক কানের বাট যেন ঘরের দুয়ার।
নাক কানের বাটে বার্‌য়ায় কোটি কোটি বানর॥
পর্ব্বতপ্রমাণ সাপ যেন গরুড় গিলে।
বড় বড় বানর খায়্যা কুম্ভকর্ণ বুলে॥
লাফ দিয়া কুম্ভকর্ণ ধরে অঙ্গদ বীর।
গদার বাড়ি মারিয়া ভাঙ্গে তাহার শরীর॥
হাথে গদায় কুম্ভকর্ণ দেখিতে ভয়ঙ্কর।
গদার বাড়িতে মারে বড় বড় বানর॥
শত শত বলবন্ত বানর যায় গড়াগড়ি।
হনুমানের বুকে মারে গদার বাড়ি॥
বাড়ি খায়্যা হনুমান উঠিল আকাশে।
আকাশে থাকিয়া গাছ পাথর বরিষে॥
ঘন ঘন পাথর বরিষে যেন বৃষ্টি পানি।
কুম্ভকর্ণের হাথের গদা করিল খানখানি॥
হাথের গদা ভাঙ্গিল কুম্ভকর্ণ বিস্মিত।
লাফ দিয়া কুম্ভকর্ণ হনু ধরে আচম্বিত॥
হনুমানের বুকে মারে বজ্র চাপড়।
চাপড় খায়্যা হনুমান করে ধড়ফড়॥
ভূমেতে পড়িল হনুমান করে ছটফটী।
হনুমানের দশা দেখিয়া পলায় বানর কোটি॥
বড় বড় বানর পলায় কেহো নাহি রহে।
ত্রাসযুক্ত হৈয়া যায় ঊর্দ্ধশ্বাস বহে॥
বড় বড় বানর পলায় ভঙ্গ দিয়া রণে।
কুম্ভকর্ণ দেখিয়া কারো স্থির নহে প্রাণে॥
নলবনে হাথী গেলে শুনি মড়মড়ি।
কেহো সহিতে নারে কুম্ভকর্ণের বাড়ি॥
বড় বড় বানর কুম্ভকর্ণ ধরিয়া গিলে।
দেখিয়া সুগ্রীব রাজা গেল রণস্থলে॥
শালগাছ উপাড়ে রাজা যায় পবনবেগে।
হাথে গাছ করিয়া গেল কুম্ভকর্ণের আগে॥
সুগ্রীব বলে কুম্ভকর্ণ তুঞি বড় বীর।
তোর ডরে বানর মোর রণে নহে স্থির॥
বড় বড় বানর খাও বাছিয়া বাছিয়া তুমি।
এক ঘা সহ গায় প্রহারিয়ে আমি॥
সুগ্রীব বলে কুম্ভকর্ণ তুঞি ব্রহ্মার পরিনাতি।
এতেক শালগাছ সহ তোমার শকতি॥
এড়িলেক শালগাছ পর্ব্বতপ্রমাণ।
কুম্ভকর্ণের বুকে ঠেক্যা হইল দুই খান॥
ছি ছি বলিয়া কুম্ভকর্ণ দিলেক টিটকারি।
এই মুখে খাও বেটা কিষ্কিন্ধা নগরী॥
ভাল ছিল বালি রাজা বীরের ভিতর গণি।
তাহার সেবকতুল্য তোরে নাহি গণি॥

দুই লক্ষ রাক্ষসে যে জাঠাগাছ বহে।
হেন জাঠা কুম্ভকর্ণ তুল্যা লইল বাহে॥
তিরাশী কোটি মন লোহা
জাঠার নির্ম্মাণ।
দেব দানব গন্ধর্ব্ব যাহারে নাহি ধরে টান॥
শত সহস্র হাথ জাঠাগাছের কুড়া।
চারি শত হাথ জাঠাগাছের ছিমিড়া॥
হেন জাঠা এড়ে বীর দিয়া হুহুঙ্কার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে লাগয়ে চমৎকার॥
বানর সভে বলে সুগ্রীবের
না দেখি নিস্তার।
অন্তরীক্ষে আইসে জাঠা অগ্নি অবতার॥
সূর্য্যের বেটা সুগ্রীব তিলেক নাহি ব্যথে।
লাফ দিয়া জাঠাগাছ ধরে বাম হাথে॥
জাঠাগাছ ধরিয়া ভাঙ্গে যেন
পড়য়ে ঝনঝনা।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে কাপে সর্ব্বজনা॥
কুপিল কুম্ভকর্ণ পর্ব্বতে দিল টান।
এক টানে পর্ব্বত আনে অর্দ্ধখান॥
অর্দ্ধখান পর্ব্বত এড়ে দারুণ কোপে।
পড়িল সুগ্রীব রাজা পাথরের চাপে॥
মুখে রক্ত উঠে রাজার লড়বড়ায় গলা।
ধাইয়া কুম্ভকর্ণ তারে করে পাথরকোলা॥
পাতিয়াছিল মেঘ যেন উড়াইল ঝড়ে।
সুগ্রীব লইয়া বীর সাঁধায় লঙ্কার গড়ে॥
লঙ্কায় সাঁধাইয়া বীর বলে মহাবলী।
রাবণ ভেটিতে যায় সুগ্রীব দিলা ডালি॥
প্রথম বিহন্দে যায় বীর
করিয়া ফেলাফেলি।
দ্বিতীয় বিহন্দে যায় মঙ্গল হুলাহুলি॥
তৃতীয় বিহন্দে যায় পরম হরিষে।
সুগ্রীব দেখিতে স্ত্রীপুরুষ ধায়্যা আইসে॥
কুম্ভকর্ণের হাথে রাজা হৈয়া গেল বন্দী।
বানর কটক সভ মাথায় হাথে কান্দি॥
হনুমান মহাবীর পর্ব্বতের সার।
মনে মনে চিন্তে বীর রাজার প্রতিকার॥
কুম্ভকর্ণ মারিয়া পাড়ি আজিকার রণে।
রাজার উদ্ধার হইলে প্রীত পাই মনে॥
এত বলি হনুমান যুঝিবারে চলে।
বাহড় বাহড় বলি জাম্বুবান বলে॥
যতকাল জিবে রাজা কোপ থাকিবে মনে।
ভালরে গেলে মন্দ হয় না যাইহ রণে॥
সেবক হইতে হয় যদি রাজার অব্যাহতি।
কোন্ কার্য্যে থাকিবে রাজার
এতেক খেয়াতি॥
কুম্ভকর্ণের কোলে রাজা পাইব সংবিৎ।
কুম্ভকর্ণে মারিয়া রাজা আসিবে আচম্বিত॥
এত শুনি হনুমান রণে না দেয় হানা।
নেউটিয়া রাখে বীর আপনার থানা॥
কুম্ভকর্ণের কোলে রাজা পাইল সংবিৎ।
চক্ষুর নিমিষে সুগ্রীব দেখে
লঙ্কার নাটগীত॥
চারি ভিতে রাক্ষস দেখে না দেখে বানর।
নাটে নাটে দেখে রাজা লঙ্কার ঘরদ্বার॥
মহাবলী সুগ্রীব রাজা বুদ্ধে বৃহস্পতি।
মনে মনে চিন্তে রাজা আপন অব্যাহতি॥
দুই হাথে বিদারি বুক
কামড়ে নাক ছিণ্ডে।
মুটকি মারিল বীর কুম্ভকর্ণের মুণ্ডে॥*
দুই পায় বিদরে দুই পাখের নখ ভরে।
পণ্ড ঠাঞি কুম্ভকর্ণের রক্ত পড়ে ধারে॥
বিপরীত ডাক ছাড়ে পর্ব্বত টলে।
আছাড়িয়া সুগ্রীবেরে গগনেতে ফেলে॥
লাফ দিয়া সুগ্রীব আকাশে করে ভর।
এক লাফে পড়ে গিয়া কটক ভিতর॥
কটক উপরে গেল করিয়া ফেলাফেলি।
কুম্ভকর্ণের নাক কান শ্রীরামে দিল ডালি॥
সেই নাক কানের কি কহিব বাখান।
পাঁচীরের বন্ধ যেন ঘর একখান॥
নাক কান নাহি কুম্ভকর্ণ পাইল লাজ।
কোন্ মুখে ভেটিব গিয়া রাবণ মহারাজ॥
দুই পা তিতিল দুই কানের রকতে।
অধর তিতিল মোর নাসিকার রকতে॥
এই বলবিক্রমে জিনিলাম ত্রিভুবন।
আমা হেন বীর হারিলু কাটিল নাককান॥
এত বল বিক্রম মোর সকল হৈল মিছা।
বানর বেটা কৈল মোর নাক কান বোঁচা॥
নেউটিয়া কুম্ভকর্ণ আইল রণস্থলে।
সম্মুখে বানর পায়্যা ধর্যা ধর্যা গিলে॥
কুম্ভকর্ণ ধর্যা গিলে বড় বড় বানর।
নাক কানের বাটে বার্যায় বানর সত্বর॥
কুম্ভকর্ণের মূর্ত্তি দেখিতে ভয়ঙ্কর।
বোঁচা বোঁচা বলিয়া বানর
উঠিয়া দিল রড়॥

পালাইয়া গেল বানর লক্ষ্মণ গোচর।
হাথে ধনুকে লক্ষ্মণ হইলা সত্বর॥
হাসিয়া বলে কুম্ভকর্ণ তোরে আমি চাই।
তোর ভাই ভণ্ড তপস্বী পলাইল কই॥
শ্রীরাম হাসিয়া বলেন কারে মোর ডর।
আমার নাম শ্রীরাম যমের দোসর॥
শ্রীরামের কথা শুন্যা কুম্ভকর্ণ হাসে।
ক্রোধ ভর হৈয়া যায় রঘুনাথের পাশে॥
লঙ্কা টলমল করে যায় রড়ারড়ি।
দুই চক্ষু জ্বলে যেন জ্বলন্ত দিউটী॥
খর দূষণ নহি আমি ত্রিশিরা কবন্ধ।
মারীচ রাক্ষস নহি মায়ার প্রবন্ধ॥*
বালি রাজা নাহি আমি কোমল শরীর।
বজ্রঅঙ্গ হয় মোর কুম্ভকর্ণ বীর॥
সেই সভ বীর রাম বধিলা যেই বাণে।
সেই বাণ কুম্ভকর্ণ তিলেক নাহি মানে॥
অল্পজ্ঞান কর মোরে নাক কান নাহি।
নাক কান গিয়া মোর সে শরীর গেল কই॥
হের মুষল দেখ মোর পর্ব্বতপ্রমাণ।
দেব দানব যাহে না ধরয়ে টান॥
কত অস্ত্র জানিস রাম কত জান শিক্ষা।
আমার হাথে তোমরা দুই ভাই
না পাইবে রক্ষা॥
যেই বাণে মারিলা রাম
বানর রাজা বালি।
সেই বাণ যুড়িলেন রাম ধনুকের হুলি॥
ঐষীক বাণ এড়েন রাম তারা যেন ছুটে।
কুম্ভকর্ণের গায় বাণ কাঁটা হেন ফুটে॥
ছি ছি বলিয়া কুম্ভকর্ণ দিল টিটকারি।
ভাল হইল ভাই মোর আনিল তোর নারী॥
হাথের তড়বড়িতে লোহার মুষল ছাড়ে।*
যত অস্ত্র এড়ে রাম মুষলে ঠেকিয়া পড়ে॥
দুই হাথে মুষল ধরিয়া
রাম মারিতে আইসে।
ব্রহ্মঅস্ত্র রঘুনাথ এড়িল তরাসে॥
মুষলের বাড়ি মারে তবু অস্ত্র আইসে।
ব্রহ্মঅস্ত্র বুকে ঠেকা বল টুটিয়া আইসে॥
লোহার মুষল কুম্ভকর্ণের
হাথে হৈতে খসে।
পড়িল মুষল গোটা বিবর্ণ হৈল বেশে॥
বিনি অস্ত্রে যুঝে যেন বীর মত্ত হস্তী।
কারো মারে চড় চাপড় কারো মারে লাথি॥
ভূমে হইতে তুলি লইল পুনশ্চ মুষল।
মুষলের বাড়িতে মারে বড় বড় বানর॥
হাথে মুষলে আইসে বাট নাহি চাহে।
পালায় বানর কটক কেহো নাহি রহে॥
ডাক দিয়া বলেন তখন বীর লক্ষ্মণ।
এক উপদেশ বলি শুন বানরগণ॥
পাগল হইল কুম্ভকর্ণ রক্তের গন্ধে।
বড় বড় বানর চড়ে কুম্ভকর্ণের কাঁধে॥
তোমা সভার ভয়ে পড়িবে চাপনে।
ভূমেতে পড়িলে মরিবে আপনা আপনে॥
লক্ষ্মণের বচনে বানর সাহসে করে ভর।
কুম্ভকর্ণের কাঁধে চড়ে বড় বড় বানর॥
গয় গবাক্ষ শরভ গন্ধমাদন।
অঙ্গদ হনুমান চড়িল দুইজন॥
সাত বীর চড়িল গিয়া কুম্ভকর্ণের কাঁধে।
চুলে ধরি টানে কেহো ঘাড়ে নখ বিন্ধে॥
কুম্ভকর্ণের কাঁধে চড়ে বানর প্রচুর।
তেতুলির গাছে যেন ঝুলিছে বাদুড়॥
সাত বীর কান্ধে চড়ি দমদমি পাড়ে।
ডাহিন বামে কুম্ভকর্ণ বানর আছাড়ে॥
আছাড়ের ঘায় বানর হারায় সংবিৎ।
ভূমেতে পড়িয়া বাহির হয় তো শোণিত॥
গয় গবাক্ষ শরভ গন্ধমাদন।
আছাড়ের ঘায় তবে হারায় চেতন॥
তাহা দেখিয়া অঙ্গদ
হনুমানের লাগে ডর।
কাঁধে হইতে তাহারা উঠিয়া দিল রড়॥
কুম্ভকর্ণ মারিতে নারে বানর পরাণে।
আর বার রঘুনাথ ব্রহ্মঅস্ত্র হানে॥
ব্রহ্মঅস্ত্র এড়িল রাম পুরিয়া সন্ধান।
কুম্ভকর্ণের কাটিয়া পাড়িলা
ডাহিন হাথখান॥
হাথখান পড়ে যেন পর্ব্বত শিখর।
হাথের চাপনে মরে দুই লক্ষ বানর॥
*সাল গাছ উপাড়িলা বাম হাথের টানে।
হাথে গাছে আসে রামে গিলিবার মনে॥*
ঐষীক বাণ এড়েন রাম ধনুকে দিয়া টান।
মুষল সনে কাটেন রাম বাম হাথখান॥
ইন্দ্র অস্ত্র এড়েন রাম পুরিয়া সন্ধান।
কুম্ভকর্ণের কাটিলা রাম পা দুইখান॥
হাথ পা কাটা গেল তবু নাহি ব্যথে।
গড়াগড়ি দিয়া আইসে শ্রীরাম গিলিতে॥

দাতে ধরি নিল তবু লোহার মুষল।
মুষল ঠেকিয়া পড়ে বড় বড় বানর॥
মুদ্গর কাটিতে রাম যত এড়ে বাণ।
বাণে কাটিয়া ফেলেন রাম মুষল খান খান॥
মুষল কাটা গেল বীর তবু নাহি ব্যথে।
গড়াগড়ি দিয়া যায় তবু শ্রীরাম গিলিতে॥
রাহু যেন আইসে সূর্য্য গিলিবারে।
কুম্ভকর্ণের মুখখান ভরিল গিয়া শরে॥
কুম্ভকর্ণের মুখ বাহিয়া পড়িছে শোণিত।
হাথ পা কাটা গেল দেখিতে বিপরীত॥
এতেক দুর্গতি হইল তবু নাহি পড়ে।
আর বার রঘুনাথ ব্রহ্মঅস্ত্র যোড়ে॥
যমদণ্ড হেন বাণ ত্রিভুবনে পূজি।
হীরা নীলা মাণিক দিয়া বাণ গোটা সাজি॥
সূর্য্য হেন জ্যোতি বাণ
দেখিতে অতি ভাল।
ছুটিল শ্রীরামের বাণ ত্রিভুবন করি আলো॥
ব্রহ্মঅস্ত্র বাণের কি কহিব কথা।
মুকুট সনে কাটা গেল কুম্ভকর্ণের মাথা॥
পৃথিবীতে পড়ে মাথা পর্ব্বতপ্রমাণ।
মাথার চাপনে বানর হারায় পরাণ॥
কাটা মাথা হনুমান দেখিল রণস্থলে।
দুই হাথে সাপটীয়া ফেলে সাগরের জলে॥
সাগরের জলজন্তু করে তোলপাড়।
মধ্য সাগরে যেন পড়িল পাহাড়॥
দশ লক্ষ বানর চাপিয়া কুম্ভকর্ণ পড়ে।
পৃথিবী সহিত যেন পর্ব্বত উখড়ে॥
দেবগণ সুখী হইলা রামের বিক্রমে।
সকল দেবতা আসি পূজিল শ্রীরামে॥
সকল কটক বলে গোসাঞি
পাইলাম নিস্তার।
আর যত বীর আইসে আমা সভার ভার॥
এমন বীর নাহি দেখি এ তিন ভুবনে।
আছুক যুঝিবার কাজ সমুখ না হই রণে॥
রাবণ রাজা শুনিল ভাইর বিনাশ।
কুম্ভকর্ণ পড়িল গাইল কৃত্তিবাস॥

ভগ্ন পাইকে কহে কুম্ভকর্ণের মরণ।
সিংহাসন হইতে পড়ে রাজা দশানন॥
ভূমেতে পড়িয়া রাজা হইল অচেতন।
পুন চেতন পায়্যা রাজা করিছে ক্রন্দন॥

ভাই নহি আমি তোমার চণ্ডাল সহোদর।
কাঁচা নিদে পাঠাইলাম রণের ভিতর॥
আজি শূন্য হইল তোমার নিদ্রার চৌরি।
বীরশূন্য হইল আজি কনক লঙ্কাপুরী॥
আজি হইতে রাবণ হইল বুকেতে পাথর।
তুমি হেন ভাই যার পড়িল সহোদর॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দেব পুরন্দর।
সুখে নিদ্রা যাউক সভাকার ঘুচিল ডর॥
কোথা গেলা ভাই মোর প্রাণের সম্মতি।
দুই ভাই এক ঠাঞি গিয়া করিব বসতি॥
ডাহিন হাথ ভাঙ্গিল মোর
শূন্য হইল বুক।
বন্ধুবান্ধব কাঁদে বৈরীর কৌতুক॥
ধার্ম্মিক বিভীষণ দিয়া গেল শাপ।
তথির কারণে পাই এত বড় তাপ॥
রামায়ণ কবিত্ব সর্ব্বলোকের সার।
কৃত্তিবাসের কবিত্ব শুনিতে সুচারু॥

বাপের কাতর দেখ্যা পুত্রের বড় দুখ।
ত্রিশিরা বিক্রম করে বাপের সমুখ॥
বিস্তর তপ করিলু বাপু হইতে অমর।
অমর হইতে ব্রহ্মা নাহি দিলা বর।
অমর যদি নাহি হৈলাম অবশ্য মরণ।
ব্রহ্মার ঠাঞি জিজ্ঞাসিলাম
মারিবে কোন্ জনে॥
অমর হইল বিভীষণ আপনার গুণে।
ব্রহ্মার প্রসাদে খুড়া সর্ব্বশাস্ত্র জানে॥
শাস্ত্র অনুরূপ খুড়া সকল কহিত।
ধার্ম্মিক খুড়া মোর বিচারে পণ্ডিত॥
ত্রিভুবন যুড়িয়া পিতা তোমার বাখান।
দেব দানব গন্ধর্ব্ব নাহি ধরে টান॥
কুবের জ্যেষ্ঠ ভাই ধনের অধিকারী।
তাহারে জিনি পুষ্পক রথ
আনিলা লঙ্কাপুরী॥
ময়দানব রাজা সর্ব্বলোক পূজে।
মন্দোদরী কন্যা দিয়া
তোমায় আসি ভজে॥
বাসুকির বিষের জ্বালায় ত্রিভুবন পোড়ে
তোমার শব্দ পায়্যা পাতালপুরী ছাড়ে।
ইন্দ্র বরুণের তুমি করিলা অবস্থা।
রাম মানুষ জিনিবে এই কোন্ কথা॥

নানা অস্ত্র গিয়া আজি করিব অবতার।
আজিকার যুদ্ধে জিত আমা সভাকার॥
দেবাসুর যুদ্ধে যেমন মারিল গদাধর।
সুমেরু পর্ব্বত যেন পৃথিবী উপর॥
গরুড়ের মুখে যেন ভস্ম হয় সাপ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ মারিয়া আজি
জানাব প্রতাপ॥
ত্রিশিরার বিক্রম দেখি রাবণ রাজা হাসে।
মরিয়া জিল কুম্ভকর্ণ মনে হেন বাসে॥
ত্রিশিরার বিক্রমে রাবণ হরষিত।
দেবান্তক নরান্তক রাজায় পূজিত॥
দেবান্তক নরান্তক অতিকায় বীর।
যুদ্ধের কথা শুনিয়া তারা
কেহো নহে স্থির॥
চারিজন বিক্রম করে ত্রিভুবন জিনি।
চারি বেটার বিক্রম যেমন ত্রিভুবনে জানি॥
রাজপ্রসাদ দিল চারিজনের করে।
পুষ্প চন্দন আর মাল্য গলে ধরে॥
পারিজাত মৃগমদ সুগন্ধি কস্তুরি।
রাজপ্রসাদ পায়্যা চারিজনে পরি॥
ধবল বস্ত্র পরে যেন গঙ্গাজল।
রত্নের নির্ম্মিত কারো কর্ণেতে কুণ্ডল॥
বলয়া কঙ্কণ পরে দীর্ঘ ভুজদণ্ড।
সর্ব্বাঙ্গেতে পরে কেহো চন্দন শ্রীখণ্ড॥
গলায় উত্তরি পরে বিচিত্র পরতেক।
কপালে চন্দনের ফোঁট চাঁদ প্রত্যেক॥
সোনার মালা পরে কেহো রত্নের টোপর।
পারিজাত মালা পরে কেহো গলার উপর॥
নানা বর্ণে অভরণ শোভয়ে শরীরে।
বিচিত্র গঠন বালা শোভে দুই করে॥
চারিজন পরিল চারি রাজার ধন।
বাপেরে বন্দিয়া করিল প্রদক্ষিণ॥
নীল নামে হস্তী গোটা যেন মুখজ্যোতি।
সেই হস্তীতে চড়ে মহোদর যুদ্ধপতি॥
আর রথ সাজিয়া আনে দশ দিগ প্রকাশ।
হাথে গদা রথে চড়ে রাজকোঙর রাক্ষস॥
আর রথ সাজি আনে মণি মাণিক হীরা।
হাথে খাণ্ডায় রথে চড়ে কুমার ত্রিশিরা॥
ইন্দ্রের ঘোড়ায় টানে পবনের গতি।
সেই ঘোড়ায় চড়ে নরান্তক যোদ্ধাপতি॥
আর ঘোড়ার পা ভূমে পড়ে বা না পড়ে।
হাথে শেলে দেবান্তক সেই ঘোড়া চড়ে॥

সোনার রথ সহস্র ঘোড়ায় সাজনি।
সেই রথে অতিকায় চড়িল আপনি॥
পুত্রসভ যাত্রা করে মাতাসভ শুনে।
আসিয়া মাতাসভ বলে সকরুণে॥
কুম্ভকর্ণ হেন বীর পড়িল আনের কি কথা।
কাহার বোলে যুঝিতে যাহ মায়ে দিয়া ব্যথা॥
অভিমান তেজ পুত্র প্রাণ বড় ধন।
মায়ের বোল শুন পুত্র জীবন কারণ॥
*বাছিয়া ত বিভা দিলাঙ দানব ঝিয়ারি।
জার রূপে আলো করে কনক লঙ্কাপুরী॥*
কালি পরশু বিভা দিলু না জানে বিলাস।
কুবেরের কাছে যাহ পর্ব্বত কৈলাস।
তোমার বাপের কুবের হয় জ্যেষ্ঠ ভাই।
সেবা করি থাক গিয়া তা সভার ঠাই॥
মাতাসভ বুঝাইতে পুত্রসভ কোপে।
দেখিয়া মাতাসভ থরহরি কাঁপে॥
মায়ের গৌরব কারণ এত সভ শুনি।
আর লোক হইলে তার প্রাণ লই এখনি॥
জগতের কর্ত্তা বীরবংশে জন্ম।
মনুষ্য বেটার করিব সেবক হৈয়া কর্ম্ম॥
কুবের ঠাঞি যাইব যদি কেন প্রাণ ধরি।
পুষ্পক রথ নিলাম যার কনক লঙ্কাপুরী॥
মার কাট করিয়া যদি রণে গিয়া মরি।
দিব্য রথে চড়িয়া যাইব বিষ্ণুপুরী॥
পরম হরিষে যাহ না কর বিষাদ।
রাম লক্ষ্মণের আজি পড়িবে প্রমাদ॥
গরুড়ের মুখে যেন ভস্ম হয় সাপ।
রাম লক্ষ্মণ মারিয়া আজি ঘুচাইব তাপ॥
মায়েরে প্রবোধ দিয়া ছয় বীর সাজে।
রুষিয়া প্রবেশ করে সংগ্রামের মাঝে॥
ছয় সেনাপতির ঠাট ছয় অক্ষৌহিণী।
কটকের পায়ের ভরে কাঁপয়ে মেদিনী॥
ধূলায় অন্ধকার করি যায় রাক্ষস বীর।
ঠেলাঠেলি হয় গিয়া গড়ের বাহির॥
দুই কটকে মিশামিশি দৃঢ় বাজে রণ।
নানা অস্ত্র গাছ পাথর করে বরিষণ॥
রাক্ষস সভ বাণ এড়ে ধনুকে দিয়া শিক্ষা।
পড়িছে বানরগণ তার নাহি সংখ্যা॥
মাঝে ঝাপ দেয় যেন বানরের তরঙ্গ।
মরণের ভয় নাহি রণে না দেয় ভঙ্গ॥
চড় চাপড়ে বানরের বুক করে গুঁড়া।
মুঠকির খায় ভাঙ্গে রাক্ষসের কাল মুড়া॥

অনেক রাক্ষস পড়িল রণে অল্প বানর।
কুপিল নরান্তক বীর রাবণকুমার॥
চতুর্দ্দিগ চাপিয়া ফিরে নরান্তকের ঘোড়া।
জ্বলন্ত আনল যেন হাথের ঝকড়া॥
কোপে বানরেরে মারে অজয় শেলপাট।
বানরের রক্তে কাদা হৈল লঙ্কার বাট॥
নরান্তকের বাণ কেহো সহিতে না পারে।
ভঙ্গ দিয়া বানর যায় রামের গোচরে॥
ডাক দিয়া সুগ্রীব বলে অঙ্গদের আগে।
দেখ দেখি অঙ্গদ কটক কেন ভাঙ্গে॥
তোমার বিদ্যমানে পলায় বানরগণ।
নরান্তক মারিয়া তোষ শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
সুগ্রীবের বোলে অঙ্গদ পড়ে লাজে।
কটক ফিরাইয়া গেল সংগ্রামের মাঝে॥
রণে প্রবেশ করে বীর সংগ্রামে ঢোকে।
বীর দাপ করিয়া নরান্তকেরে ডাকে॥
দুই হাথ শূন্য মোর অস্ত্র হাথে নাই।
বুক পাতিয়া দিলাম তোরে হাথের বল চাই॥
দেব দানব জিনিস এই সে কারণ।
বানর কটক সহে তোর শেলের বরিষণ॥
রামলক্ষ্মণ হয় ত্রিভুবনপূজিত।
তুঞি শেল মারিতে যদি হও একভিত॥
সুগ্রীব রাজা হয় যদি বাপ হয় বালি।
তুঞি শেল মারিতে যদি নাড়োঁ কাঁকালি॥
পাইক মারিয়া বেড়াইস বেটা নাহি নাম যশ।
আমায় মারিলে হয় যশ পৌরস॥
দুই হাথ পাতিয়া আমি দিলাম বুক।
অঙ্গদের সাহস দেখিয়া বানরের কৌতুক॥
কুপিল নরান্তক বীর ক্রোধে ওষ্ঠ চাপে।
এড়িলেক শেলগাছ হৈয়া দারুণ কোপে॥
শেলগাছ এড়ে বীর দিয়া হুহুঙ্কার।
স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালেতে লাগে চমৎকার॥
অঙ্গদের বুক বজ্রের সমান।
বুকেতে ঠেকিয়া শেল হইল খান খান॥
অঙ্গদ বলে তোর শেল গেল রসাতল।
মোর ঘা সহ রে বেটা বুঝি তোর বল॥
কোপে আপনা পাসরয়ে বালির নন্দন।
নরান্তক মারিতে বীর ভাবে মনে মন॥
বজ্র মুঠকির ঘায় তার ঘোড়া করিল চুর।
পড়িল নরান্তকের ঘোড়া উভ করিয়া ক্ষুর॥
চারি পা উভ করিয়া বাহির করিল জিহি॥
কোপে নরান্তক বীর অঙ্গদ পানে চাহি।
বজ্র মুঠকি মারে অঙ্গদের বুকে।
বুক ফুটিয়া অঙ্গদের রক্ত উঠে মুখে॥
রক্ত পড়য়ে বীরের তবু না হয় কাতর।
প্রবেশ করিল গিয়া রণের ভিতর॥
মহাবীর অঙ্গদ আপনার হাথ কামড়ে।
বুকে আঁচড়িয়া নরান্তক বীর মারে॥
নরান্তক পড়িল দেবান্তক তাহা দেখে।
অঙ্গদেরে বেড়ে গিয়া হাথে ধনুকে॥
হাথীর উপর চড়িয়া আইসে বীর মহোদর।
হাথী চালাইয়া দিল অঙ্গদ উপর॥
সাজন রথে ত্রিশিরা বীর আইল তখন।
অঙ্গদেরে বেড়িলেক বীর তিনজন॥
মহোদর জাঠা মারে অঙ্গদের বুকে।
মুখে রক্ত বহে তার ঝলকে ঝলকে॥
মুখে রক্ত উঠে তবু নহে তো কাতর।
চতুর্দ্দিগ চাপিলেক গাছ পাথর॥
চারিভিতে অঙ্গদ মারে রাক্ষস শরীর।
সত্বরে ধাইয়া আইল হনুমান বীর॥
তিনে তিনে মিশামিশ হইল ছয়জন।
ছয়জনে ভিড়াভিড়ি দৃঢ় বাজে রণ॥
দেবান্তকের হাথে ছিল লোহার পায়ড়ি।
হনুমানের বুকে মারে দোহাথিয়া বাড়ি॥
হনুমান বীর বড় সংগ্রামেতে শূর।
লাথির চোটে দেবান্তকে ঠায় করে চুর॥
দুই ভাই পড়িল দেখে খুড়া সহোদর।
কুপিল ত্রিশিরা তখন রাবণকুমার॥
হনুমান মহাবীর দেখিয়া সমুখে।
সন্ধান পূরিয়া মারে হনুমানের বুকে॥
বাণ খায়্যা হনুমান আপনা পাসরে।
এক লাফে পড়ে তার রথের উপরে॥
ত্রিশিরার হাথে ছিল খাণ্ডা খরসান।
সেই খাণ্ডায় ত্রিশিরারে কৈল দুই খান॥
ভাই ভাইপো পড়ে দেখে মহাপাশ।
হাথে গদা বানরের করয়ে বিনাশ॥
পিঙ্গল টান গদা রক্ত চারিভিতে।
অধিক রাঙ্গা হইল বানরের রকতে।
*সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম লোহা শোভে গদার চারি পাশে।
জারে গদা মারে তার অবশ্য বিনাশে॥*
মহাপাশের রণ বানর সহিতে নারে।
ভঙ্গ দিয়া পলায় রণ সহিতে না পারে॥

হেমকূট বানর আইল বরুণনন্দন।
পর্ব্বতখান আনে বীর দশ যোজন॥
সরভ পর্ব্বত এড়ে অতি মহাকোপে।*
পড়িল মহাপাশ পর্ব্বতের চাপে॥
কৃত্তিবাসের কবিত্ব অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ।
যে শুনে ভনে তার সর্ব্বত্র কল্যাণ॥

পঞ্চ বীর পড়িল তাহা অতিকায় দেখে।
হাথে ধনুকে বীর সংগ্রামে ঢোকে॥
দুই খুড়া পড়িল তিন সহোদর।
রুষিল অতিকায় তবে রাবণকুমার॥
হিরামণ মাণিক যাহার রথের টান।
সহস্র ঘোড়া যার রথের যোগান॥
মাথায় মুকুট তার কর্ণেতে কুণ্ডল।
দেবদানব জিনিয়া তার বাড়িয়াছে বল॥
অতিকায় নাম মোর রাবণকুমার।
কোন্ বীর যুঝিবে আসুক
হৈয়া আগুসার॥
আমারে দেখিয়া যে পলায়
তারে না মারি রণে।
সেই যুঝিবেক যে ধনুক ধরিতে জানে॥
পিঙ্গল লোচন বীর বলে অহঙ্কার।
বজ্র সমান বীরের ধনুক টঙ্কার॥
বিষ্ণু অবতার যে বাণ খরসান।
দেখিয়া বানর পলায় নহে আগুয়ান॥
যুঝিবার কাজ থাকুক দরশনে ভঙ্গ।
আড়ে থাক্যা উঁকি মার্যা কেহো দেখে রঙ্গ॥
কারো সনে নাহি যুঝে বলে অহঙ্কারে।
দেখিয়া বানর কটক পলায় অপারে॥
ত্রিভুবন সহিতে নারে অতিকায়ের রণ।
এক সহস্র ঘোড়া যার রথের যোগান॥
কুম্ভকর্ণের যুদ্ধে যে বীর হইল পার।
পলাইয়া গেল বানর লক্ষ্মণ গোচর॥
*রাম বলেন বিভীষণ কর আগুশার।
কে আইল রণস্থলে কহ সমাচার॥
পিঙ্গল লোচন বীরের করে অহঙ্কার।
পালায়্যা বানর আইল সমুখে আমার॥*
সুবর্ণের রথখান সহস্র খামে বহে।
রথের বিচিত্র সাজে ত্রিভুবন মোহে॥*
বিচিত্র পতাকা উড়ে রথের মাঝে।
মানুষের মুণ্ড চিহ্ন তার রথের ধ্বজে॥

বিভীষণ বলে গোসাঞি কর অবধান।
যুঝিবার হেতু আইল রাবণনন্দন॥
অতিকায় নাম উহার রাবণকুমার।
উহার ডরে নিদ্রা নাহি যায় পুরন্দর॥
সর্ব্বশাস্ত্র জানে বীর ব্রহ্মার কারণ।
অস্ত্রশব্দ শুনিলে বিপক্ষের কম্পিত মন॥
হাথীর কাঁধে ঘোড়ার পৃষ্ঠে
রথেতে সুস্থির।
দেবগুরুতে ভক্তি বীরের পুণ্য শরীর॥
সাম দাম দণ্ড ধরে বিচারে পণ্ডিত।
ত্রিভুবন জিনিতে পারে বিক্রমে পূজিত॥
কনকরচিত রথখান দেখ বিদ্যমানে।
এই রথ পায়্যাছে ব্রহ্মার আরাধনে॥
ত্রিভুবন জিনিতে পারে ঐ রথের তেজে।
অষ্ট লোকপাল জিনে যখন বীরসাজে॥
ইন্দ্রের বজ্র যেন বরুণের পাশ।
অতিকায়ের ঠাঁঞি হয় সভার বিনাশ॥
অতিকায়ের তেজ যেন দেবতার প্রায়।
অতিকায়ের তেজেতে লঙ্কাপুরী নির্ভয়॥
ধন্য মানিল রাবণ উহার বাপ।
তাহার সমান বেটা দুর্জ্জয় প্রতাপ॥
ভঙ্গ দিয়া পলায় বিপক্ষ
থাকে কার বাপে।
থাকুক যুঝার কাজ পলায় প্রতাপে॥
বানর কটকে গোসাঞি দেহ অভয়দান।
অতিকায় মারিলে হয় যুদ্ধ অবসান॥
এত যদি বিভীষণ করিল বাখান।
দশ সেনাপতি রোষে করিয়া আগুয়ান॥
গয় গবাক্ষ শরভ গন্ধমাদন।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর সুষেণনন্দন॥
অঙ্গদ হনুমান রুষিল দুইজন।
একচাপ হৈয়া চল মারি গিয়া রাবণনন্দন॥
দশ সেনাপতি রোষে সংগ্রাম ভিতর।
অতিকায়ের রথে ফেলে গাছ আর পাথর॥
কুপিল অতিকায় বীর পূরিল সন্ধান।
দশ বীরের গাছ পাথর করে খান খান॥
দশ বীর ফেলে তারে পর্ব্বতের চূড়া।
অতিকায়ের বাণে পর্ব্বত হইল গুঁড়া॥
ভঙ্গ দিল দশ বীর মুখ নাহি পাতে রণে।
অতিকায়ের রণ সহিতে নারে কোন জনে॥
ভঙ্গ দিল দশজন যুদ্ধ সহিতে নারি।
বনে বনে পশু যেন খেদাড়ে কেশরী॥

কাতর হৈয়া যে পলায় তারে নাহি হানে।
শ্রীরামের কাছে যায় বীর সাজন রথখানে॥
ডাক দিয়া বলে অরে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
আমার সনে তোমরা যুঝিবে কোন্ জন॥
আমার সনে যে যুঝিবে সেই তো দুর্জ্জয়।
আমার সনে তাহার করাও পরিচয়॥
বীরদর্পে যে পলায় তাহা নাহি গণি।
আমা দেখিয়া যে পলায় তারে নাহি হানি॥
কোপে লক্ষ্মণ দিল ধনুকে টঙ্কার।
শুনি অতিকায়ের লাগে চমৎকার॥
অতিকায় বলে শুন বীর লক্ষ্মণ।
বয়সে ছাওয়াল তুমি নাহি জান রণ॥*
সিংহের ঠাঁঞি ছাওয়াল হস্তী
নাহি ধরে টান।
মরিবার তরে আইলা মোর বিদ্যমান॥
হাথের ধনুক দেখ মোর কনকরচিত।
তোর বুকে প্রবেশিয়া পিবেক শোণিত॥
ধনুক বাণ ফেলা বেটা ছাড় অহঙ্কার।
আমার হাথে আজি তোর
নাহিক নিস্তার॥
আমার বাণে বাঁধিয়া আনয়ে দেবরাজ।
তোমা হেন ছাওয়াল জিনিব
হবে কোন্ কাজ॥
মোর বাণে মেরু মন্দার নাহি ধরে টান।
মানুষ ছাওয়াল মারিলে নহে তো বাখান॥
এত যদি অতিকায় বলিলা লক্ষ্মণেরে।
কুপিল লক্ষ্মণ বীর বলে তার তরে॥
লক্ষ্মণ বলেন বড় বলিলে নাহি জানি।
সংগ্রামে ভালমন্দ দেখিলে বাখানি॥
আমারে ছাওয়াল বল আপনি বট বীর।
ছাওয়ালের বাণে রণে হও তো সুস্থির॥
যুদ্ধে কেহো ছোট নহে
জান আপন গেয়ানে।
শিশু আস্যাছি তোমায় মারিবার মনে॥
এত যদি দুইজনে হইল বলাবলি।
দুইজনে বাণ বরিষে হয় কুতূহলী॥
একেবারে অতিকায় দুইশও বাণ এড়ে।
দুইশত বাণ লক্ষ্মণ বাণে কাট্যা পাড়ে॥
বাণের উপর বাণ এড়েন লক্ষ্মণ ঠাকুর।
গগনে লক্ষ্মণের বাণ উঠিল প্রচুর॥
লক্ষ্মণের বাণ গিয়া ছাইল গগন।
দেখিয়া বাণের তেজ ত্রাসিত রাক্ষসগণ॥

পঞ্চাশ বাণ লক্ষ্মণ যুড়িলা ধনুকে।
পঞ্চাশ বাণ মারিলা অতিকায়ের বুকে॥
অতিকায়ের বুকে মারিলা পঞ্চাশ বাণ।
দেখিয়া দেবতাগণ করিছে বাখান॥
স্থির হইল অতিকায় আপনার তেজে।
ভাল ভাল বলিয়া তখন লক্ষ্মণেরে গর্জ্জে॥
অতিকায়ের বাণ কাট্যা
আপনা লক্ষ্মণ রাখে।
হরিষে বানরগণ লক্ষ্মণেরে দেখে॥
*জর্জ্জর হইলা লক্ষণ রাক্ষসের বাণে।
পুনঃ পুনঃ অতিকায় বীর
লক্ষ্মণেরে হানে॥
সর্ব্বাথে ফুটিলা লক্ষ্মণ বহিছে শোণিত।
দেখিয়া বানরগণ হইলা মূর্চ্ছিত॥*
ঝনঝনা পড়ে যেন লক্ষ্মণের দৃষ্টি।
শিথিল হইল বীরের ধনুকের মুষ্টি॥
আপনি সম্বরি বীর স্থির করিল বুক।
অতিকায়ের কাটিয়া পাড়েন হাথের ধনুক॥
হাথের ধনুক কাটা গেল অতিকায় চিন্তে।
চক্ষুর নিমিষে আর ধনুক লইল হাথে॥
আর ধনুক লৈয়া করে বাণ বরিষণ।
অতিকায়ের বাণ গিয়া ছাইল গগন॥
গন্ধর্ব্ব বাণ লক্ষ্মণ করিলা অবতার।
অতিকায়ের যত অস্ত্র করিলা সংহার॥
যুঝিলা লক্ষ্মণ বীর অশেষ বিশেষে।
সানায় ঠেকিয়া বাণ না করে প্রবেশে॥
সানায় ঠেকিয়া বাণ হইল ভোথা।
দেখিয়া লক্ষ্মণ বীর মনে পাইল ব্যথা॥
লক্ষ্মণ বীর বাণ এড়েন ধনুকে দিয়া চড়া।
বাণে কাটিল বীর রাথের আট ঘোড়া॥
আর বার বাণ এড়েন অতি সে দীঘল।
সারথির মুণ্ড কাট্যা ফেলান ভূমিতল॥
সারথি ঘোড়া পড়িল রথী হইল বিরথি।
চক্ষুর নিমিষে আর রথ যোগায় সারথি॥
রথ পায়্যা অতিকায় লাফ দিয়া চড়ে।
বিরাশী কোটি বাণ তখন লক্ষ্মণেরে যোড়ে।
সকল বাণ লক্ষ্মণ বীর কাটিয়া ফেলে।
দেবগণ কৌতুক দেখে গগনমণ্ডলে॥
লক্ষ্মণ বীর বাণ এড়েন তারা যেন ছুটে।
অতিকায়ের হাথের ধনুক পুনর্ব্বার কাটে।
বাণ এড়েন লক্ষ্মণ বাণ নাহি যায় ক্ষয়।
সানায় ঠেকিয়া বাণ পরাজয় হয়॥

সানায় ঠেকিয়া বাণ না করে প্রবেশ।
লক্ষ্মণের কানে পবন কহেন উপদেশ॥
অক্ষয় কবচ আছে অতিকায়ের শরীরে।
অন্য অস্ত্র উহার কিছু করিতে না পারে॥
ব্রহ্মঅস্ত্র নাহি জানে রাবণকুমার।
সেই ব্রহ্মঅস্ত্রে উহায় করহ সংহার॥
কানে কথা কহিয়া পবন দেব লড়ে।
মন্ত্র পড়িয়া লক্ষ্মণ ব্রহ্মঅস্ত্র যোড়ে॥
ব্রহ্মঅস্ত্র লক্ষ্মণ পুরিল সন্ধান।
অস্ত্র দেখি অতিকায়ের উড়িল পরাণ॥
জাঠি ঝকড়া মারে বাণ কাটিবারে।
লোহার পায়ড়ি মারে বাণ নাহি ফিরে॥
অজয় ব্রহ্মঅস্ত্র বৈরী নাহি ধরে টান।
মাথা কাটিয়া অতিকায়ের করিল দুইখান॥
অতিকায় পড়িল রাক্ষস ভঙ্গ পড়ে।
ধায়্যা আস্যা বানরগণ রাক্ষসেরে মারে।
পলায় রাক্ষসগণ গণিয়া প্রমাদ।
শ্রীরামের জয় বলি করে সিংহনাদ॥
মাথার সনে মুকুট পড়ে কর্ণের কুণ্ডল।
অতিকায়ের হেন মাথা লোটায় ভূমিতল॥
ভগ্ন পাইকে গিয়া কহে রাবণ গোচর।
ছয় বীর পড়িল বার্ত্তা শুন লঙ্কেশ্বর।
শুনিয়া রাবণ ছয় বীরের মরণ।
সিংহাসন হইতে পড়িয়া করিছে ক্রন্দন॥
কোথা গেল মহাপাশ ভাই মহোদর।
কোথা গেলে পাব আমি চারিটী কুমার॥
বাপের শ্রাদ্ধ পুত্র দিবে তর্পণ পানি।
পুত্রের শ্রাদ্ধ করিবে বাপ
অপযশ কাহিনী॥
কাঁদিতে কাঁদিতে রাবণ হইল মূর্চ্ছিত।
যোড় হাথ করিয়া বলে কুমার ইন্দ্রজিত॥
আমি থাকিতে তোমার কিসের বিষাদ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণের আজি পড়িবে প্রমাদ॥
সুস্থির হও পিতা পায়ের দেও ধূলি।
রামের মাথা কাটিয়া আমি
তোমায় দিব ডালি॥
অঙ্গদ মারিব আজি তারা রাণ্ডির ভাড়া।
সুগ্রীব উপরে আজি যোগাইব খাঁড়া॥
গয় গবাক্ষ আর গন্ধমাদন।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র মারিব আর সুষেণনন্দন॥
হনুমান মারিব আজি লঙ্কার বৈরী।
তাহার বাপে মারিব আজি বানর কেশরী॥

যত যত বানর আসিয়াছে লঙ্কার ভিতর।
বাহুড়িয়া আজি কেহো না যাইবে ঘর॥
ইন্দ্রজিতের কথায় রাবণ হরষিত।
কোলে করিয়া মেঘনাদে কহিছে পীরিত॥
লঙ্কার অধিকারী তুমি লঙ্কার যুবরাজ।
রাম লক্ষ্মণ মারিয়া কর আপনার কাজ॥
ভোগ ভুঞ্জিতে মাত্র আছে তো রাবণ।
বিপক্ষবিনাশী বাপু তুমি সে কারণ॥
বাপের দুলাল বেটা কুমার মেঘনাদ।
সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া পরে বাপের প্রসাদ॥
অঙ্গুলে অঙ্গুরি পরে বাহুতে কঙ্কণ।
সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া পরে মাণিক রতন॥
বীর পরিচ্ছদে পরে বিচিত্র নেতের কালি।
ত্রিবিধ প্রকারে বাঁধিল কাঁকালি॥
সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া পরে চন্দনের সার।
গলায় তুলিয়া পরে শতেশ্বরী হার॥
সোনার নবগুণ পরে গলায় পইতা।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন কপালের ফোঁটা॥
সর্ব্বাঙ্গে দাপনি রসের সর্ব্বাঙ্গ চাহি।
রূপেতে এমন বীর ত্রিভুবনে নাহি॥
এক হাথে ধরিয়াছে সর্ব্বাঙ্গ দাপনি।
আর হস্তে রথ সাজন করিছে আপনি॥
সারথি চলিল রথে সংগ্রামে গমন।
সংগ্রামের রথখান করিছে সাজন॥
রথখান সাজন করে রথের সারথি।
নানা রত্ন মণি মাণিক সাজাইল তথি॥
বিচিত্র নির্ম্মাণ সুচারু সঞ্চারে।
চারিভিতে সোনার বৃক্ষ ফলফুল ধরে॥
চন্দ্রসূর্য্য জিনিয়া রথের কিরণ।
প্রবাল মুকুতার ঝারা করে ঝলমল॥
পর্ব্বতিয়া ঘোড়া সভ রথের বিস্বুকি।
তেইশ অক্ষৌহিণী পাইক যুঝার ধানুকি॥
কটকের পায়ের ভরে কাঁপিছে মেদিনী।
ইন্দ্রজিতের বাদ্য বাজে তিন অক্ষৌহিণী॥
কটক সাজিয়া বীর যুঝিবারে লড়ে।
মাতা মন্দোদরীকে তখন মনে পড়ে॥
মায়ে সম্ভাষিতে বীর গেলেন বিহানে।
যুদ্ধের হুড়াহুড়ি যখন পড়িবে মনে॥
অসম্ভাষণে যাই যদি রণের ভিতর।
আহার পানি তেজিবে মা কাঁদিবে বিস্তর॥
মায়ের চরণধূলি লৈয়া যাই মাথে।
যুঝিবারে যাইব হরিষ মনোরথে॥

সৈন্যসামন্ত যত থুইয়া দুয়ারে।
আপনি প্রবেশ করে মায়ের অন্তঃপুরে॥
সোনার খাট পাট তাহে নেতের তুলি।
সাত শত সতিনেতে বেড়্যাছে মন্দোদরী॥
নয় হাজার আছে মেঘনাদের ঘরণী।
দুই লক্ষ আছে যোদ্ধা সামন্তের রমণী॥
ইন্দ্রজিৎ দেখিতে হৈল স্ত্রীগণের মেলা।*
গগনমণ্ডলে যেন চাঁদে হইল কলা॥
হেন কালে মেঘনাদ গেল মায়ের আগে।
মায়ের পায়ের ধূলা নিল মস্তকের পাগে॥
আস্তে ব্যস্তে মন্দোদরী
ধরে পুত্রের হাথে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল মেঘনাদের মাথে॥
অনেক দুঃখে পুজিলাম মাতা মাহেশ্বরী।
সেই ফলে ধরিলাম তোমা পুত্র উদরী॥
তোমা পুত্র প্রসবিয়া হৈলু প্রধান রাণী।
চেড়ি হইয়াছে আট দশ হাজার সতিনী॥
রাক্ষসী সব বলে রাম মানুষ তপস্বী।
যাহারে বাণ মারে সে নেউটিয়া না আসি॥
পরদার মহাপাপ করে রাবণ রাজা।
পরদার করে তোমার বাপের নাহি লজ্জা॥
শ্রীরামের সীতা আনিল
তাহার বুক বিদারি।
সবংশে বানর লৈয়া রাম সাজে ধাড়ি॥
বানর হৈয়া হনুমান সাগর হইল পার।
লঙ্কাপুরী পোড়াইয়া করিল ছারখার॥
আছিল যে বিভীষণ গুণের সাগর।
তাহারে লাথি মারিলেন সভার ভিতর॥
পরস্ত্রী আনে তাহে নাহি অভিমান।
এখন যুঝিতে কেন পাঠায় অন্যজন॥
কপাট দিয়া রাখি তোমা আপনার ঘরে।
কি করিতে পারে রাম ঘরের ভিতরে॥
সোনার চাংগড়া ফিরুক পড়ুক ঘোষণা।
আজি হইতে যুদ্ধ নাহি যুদ্ধ হইল মানা॥
মন্দোদরীর বোলে মেঘনাদ হাসে।
মায়েরে প্রবোধ করে অশেষ বিশেষে॥
জগতের কর্ত্তা হয় মোর বাপ।
অষ্ট লোকপাল কাঁপে যাহার প্রতাপ॥
এতেক সম্পদ মাতা আমার বাপের তেজে।
আমার বাপে নিন্দা কর রমণীর মাঝে॥
শচীরে জিনিয়া তুমি হও ঠাকুরাণী।
যতেক সম্পদ মাতা দেখহ ইন্দ্রাণী॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে যতেক দেবগণ।
পরদার মহাপাপ না করে কোন্ জন॥
ইন্দ্র দেবরাজ দেখ সকলের সার।
অহল্যা গৌতমের স্ত্রী তাহার পরদার॥
গুরুপত্নী হরিলেন তাহে নাহি লাজ।
গৌতমের শিষ্য ইন্দ্র হয় মহারাজ॥
সভে বলে ইন্দ্র দেবরাজ সভার উত্তম।
যাহার পরদারে স্ত্রী ছাড়িলা গৌতম॥
ব্রাহ্মণের রাজা চন্দ্র জগতে বাখানি।
চন্দ্র পরদার করে গুরুর ব্রাহ্মণী॥
পড়িবারে গেলা বৃহস্পতির ঘরে।
গুরুপত্নী পায়্যা তথা পরদার করে॥
তথাপি চন্দ্রের তেজে জগতে আলো করে।
পরদার কোন্ পাপ কি করিতে পারে॥
জগতে প্রধান হয় দেবতা পবন।
কামেতে মোহিত হৈয়া করে বানরী রমণ॥
দেবগণ হৈয়া করে যেই অনাচার।
পরদারে পাপ নাহি পুরুষে ব্যভার॥
দেবগণ হৈয়া করে এতেক প্রমাদ।
সবেমাত্র দেখিলা মা বাপের অপরাধ॥
রাম মানুষ জাতি নহে তো গর্ব্বিত।
তাহার স্ত্রী আনেন পিতা কোন্ অনুচিত॥
রাক্ষস কটক মারিয়া রাম হইল বৈরী।
ভাল করিল আনিলেন পিতা তার নারী॥
এত যদি মায়ের তরে দিল পাতিয়ান।
দুই লক্ষ রাণ্ডি আসি ধরিল যোগান॥
সারি দিয়া রাণ্ডি সব করিল যোড় হাথ।
আমরা সভ কিছু বলি শুন রাক্ষসনাথ॥
আমরা সভ আইলাম তোমা বুঝাবারে।
হিত বোল নাহি বলি তোমার বাপের ডরে॥
সৈন্যসামন্ত আমাসভার স্বামীলোক।
যুদ্ধ করিয়া মরিল সভ বড় পাইলু শোক॥
ভুঞ্জিবার বেলা হয় রাণ্ডিসভার মেলা।
যাবৎ না হয় রাণ্ডিসভার দুই প্রহর বেলা॥
ভুঞ্জিবার বেলা হয় রাণ্ডির হুড়াহুড়ি।
এক রাণ্ডির ঘরে আছে সাত শত হাণ্ডি॥
নয় হাজার স্ত্রী তোমার পরমসুন্দরী।
জন্ম আইওতি থাকুক আশীর্ব্বাদ করি॥
রাণ্ডি হইলে হইবেক ত্রিভুবনে আপদ।
এক রাণ্ডি পাড়িয়াছে এতেক প্রমাদ॥
শূর্পণখা রাণ্ডি হয় তোমার পিসী।
রাক্ষসী হইয়া তিহোঁ মানুষ অভিলাষী॥

আপনা না জানে রাণ্ডি
পাকিল মাথার কেশ।
শ্রীরাম ভাতার করিবারে ধরে নানা বেশ॥
কত কত মহামুনি শ্রীরাম পাইবারে।
কোটি কোটি বৎসর তপ করিয়া মরে॥
কার প্রাণে পাইবেক সেই রঘুনাথে।
বামন হইয়া করি চাঁদে দিতে হাথে॥
ভাল করিল লক্ষ্মণ তাহার
কাটিল নাক কান।
নাক কান কাটিল তার হাথে লৈয়া বাণ॥
পার্ব্বতী শঙ্কর পূজে রাজা তো রাবণ।
তাহারে কেন না রাখে এখন দুইজন॥
শঙ্কর কি করিবেন কি করিবে পার্ব্বতী।
এক রাঁড়ে মজাইল লঙ্কার বসতি॥
এতেক বলিয়া কাঁদে সামন্তের ঘরণী।
ধারা শ্রাবণ যেন চক্ষে পড়ে পানি॥
রাঁড়ের কাঁদন শুনি ইন্দ্রজিতের বিষাদ।
রাঁড়েরে আশ্বাস করে কুমার মেঘনাদ॥
না করিহ রাঁড়সভ তোমরা এত শোক।
স্বর্গভূমি গেল তোমার পতিলোক॥
রাম মারিব আমি আজিকার রজনী।
সকল রাঁড়ের নিভাইব এ শোক আগুনি॥
এত যদি রাঁড়সভারে দিল পাতিয়ান।
মন্দোদরী বলে পুত্র কর অবধান॥
ত্রৈলোক্য জিনিয়া তুমি পুরুষ সুন্দর।
দেবদানব কন্যা বিভা করাইলু বিস্তর॥
নয় হাজার স্ত্রী তোমার পরমসুন্দরী।
তোমার সেবা করুক তারা
যতেক বহুয়ারি॥
মায়ের বচন ধর করহ পীরিতি।
অন্তঃপুরে রহ বাপু আজিকার রাতি॥
মন্দোদরী যত বলে সকরুণ ভাসে।
মায়ের কথা শুনিয়া ইন্দ্রজিৎ মনে হাসে॥
যুঝিবারে পিতা মোরে দিলেন মেলানি।
কি বলিবে পিতা মোরে
এতেক বার্ত্তা শুনি॥
সৈন্যসামন্ত লৈয়া আল্যাম যুঝিবার মনে।
কোন্ লাজে স্ত্রী লৈয়া থাকিব শয়নে॥
অগ্নিশালায় যজ্ঞস্থান নাম নিকুম্ভিলা।
তাহাতে যজ্ঞ করিতে মোর হৈয়াছে বেলা॥
এখনি যজ্ঞেতে গিয়া দিব যে আহুতি।
আছুক ছুইবার কাজ না দেখি যুবতী॥
যাত্রাকালে স্ত্রী ছুইলে যত প্রমাদ ফলে।
মায়ের চরণ বন্দিয়া বীর যুঝিবারে চলে॥
মায়ের চরণে বীর মাথা লোঙাইয়া।
যুঝিবারে ইন্দ্রজিৎ চলিল সাজিয়া॥
সরস্বতী অধিষ্ঠান পণ্ডিত কৃত্তিবাসে।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল মায় পোয়ের সম্ভাষে॥

যজ্ঞ করিতে বসিলা কুমার ইন্দ্রজিত।
যজ্ঞসজ্জ লৈয়া যায় রাক্ষস চারিভিত॥
রক্তপুষ্প ভারে ভারে রক্তবসন।
রক্তবর্ণ সকল দ্রব্য রক্তচন্দন॥
সরপত্র বোঝা বোঝা ঘৃতের কলস।
কালো ছাগল পালে পালে আনয়ে রাক্ষস॥
সরপত্র বিছাইয়া ছাইল মেদিনী।
মন্ত্র পড়িয়া যজ্ঞকুণ্ডে জ্বালিল আগুনি॥
খরসান কাটারিতে কাটে ছাগলের টুটী।
মন্ত্র পড়িয়া যজ্ঞকুণ্ডে হুলে গুটী গুটী॥
আতপ তণ্ডুল যব ধান্য পটী পটী।
ঘৃত যবে মিশাইয়া হুলে বাটী বাটী॥
রক্তকুসুম মাল্য চুবাইয়া ঘৃতে।
দশ হাজার ব্রাহ্মণ হুলে চারিভিতে॥
অগ্নির শব্দ হয় যেন মেঘের গর্জ্জন।
তিন শত যোজন পথ পরশে গগন॥
তপ্ত কাঞ্চন যেন আরক্ত শিখা।
মূর্ত্তি ধরিয়া অগ্নি সাক্ষাৎ দিল দেখা॥
সাক্ষাৎ অগ্নি হইল তাহার বিদ্যমান।
যব ধান্য দধি দুগ্ধ করিল জলপান॥
যত বর চাহে তত বর দেয় সুখে।
অগ্নি পূজিয়া আসি কটকেরে ডাকে॥
সারথি রথের কাট ধরে দুই হাথে।
এক লাফে মেঘনাদ উঠে গিয়া রথে॥
চন্দ্রমণ্ডল যেন মাথায় ধরে ছাতি।
বানরেরে রুষিয়া যায় ব্রহ্মার পরিনাতি॥
পূর্ব্বদ্বারে যত ছিল সেনাপতি নীল।
ভাঙ্গিল সকল সেনা করয়ে কলকল॥
নীলেরে ডাক দিয়া বলে কুমার মেঘনাদ।
দেশেরে জিয়ন্ত যাবে না করিহ সাধ॥
নীল বলে বড়াই না করিহ মেঘনাদ।
কিসের বড়াই কর পড়িল প্রমাদ॥
বাপের সত্য পালিতে রণে আইলা তিনজন।
শূর্পণখার নাক কান কাটিল লক্ষ্মণ॥

চৌদ্দ হাজার রাক্ষস মারিল খর দূষণ।
লঙ্কায় থাকিয়া বার্ত্তা পাইল রাবণ॥
আপনি গেলা রাবণ মারীচের ঘরে।
রত্নময় মৃগ হইল মারীচ তোর বাপের ডরে॥
রত্নমৃগ রাবণ শ্রীরামের দিল ভেট।
সীতা লৈয়া যাইতে পর্ব্বতে হইল ঠেক॥
জটায়ু নামে পক্ষরাজ গরুড়নন্দন।
পর্ব্বতে থাকিয়া শুনে সীতার ক্রন্দন॥
অনেক দিবসের পক্ষ হৈয়াছিল জরা।
দুই পাখা মেলিয়া পর্ব্বতে পোহায় খরা॥
আকাশে উঠিয়া রাম দেখে অনেক দূর।
লাথির চোটে রাবণের রথ কৈল চূর॥
আকাশে উঠিয়া পক্ষ ছুইয়া আস্যা পড়ে।
রাবণের পৃষ্ঠের মাংস নখ দিয়া ছিড়ে॥
অনেক দিনের পক্ষরাজ টুটিয়াছে বল।
দুই পাখা কাটিয়া তার ফেলে লঙ্কেশ্বর॥
পক্ষের যুদ্ধে রাবণ রাঙ্গা হয় রকতে।
সীতা লৈয়া পলায় রাবণ উন্মত্ত চিতে॥
পঞ্চ বানর আমরা পর্ব্বতশিখর।
সীতা লৈয়া যায় আমা সভার উপর॥
তখন যদি জানিতাম রাম বিষ্ণু অবতার।
সেই দিন রাবণেরে করিতাম সংহার॥
সুগ্রীব রাজা রাজ্য পাইল শ্রীরামের তেজে।
প্রাণশক্তিতে লাগে রাজা শ্রীরামের কার্য্যে॥
শ্রীরাম সুগ্রীব রাজার জয় তার স্কন্ধ।
গাছ পাথর দিয়া বাঁধিল সেতুবন্ধ॥
দুই কূল সাগর করিলেন এক কূল।
রাক্ষস মারিয়া এখন করিবেন নির্ম্মূল॥
যদি জীবনে ইচ্ছা থাকে ইন্দ্রজিত।
সবান্ধবে লঙ্কা ছাড়ি থাক এক ভিত॥
এতেক বলিয়া কোপে নীল বানর।
কোপে আরবার বলে রাবণকুমার॥
কি বোল বলিলি বেটা বনের বানর।
কোন্ ধার ধারিস বেটা ধর্ম্মের উত্তর।
অস্ত্র ধরিতে নাহি জানিস খাণ্ডার আহালি।
কোন্ সাহসে বনের মধ্যে করিস কামালি॥
সুগ্রীব রাজারে তোর কিসের বাখান।
লক্ষ্মণ বীর তোর জিনিল কোন্খান॥
গোটা কত রাক্ষস মারিয়া রামের কাহিনী।
দুর্জ্জয় ইন্দ্রজিৎ আমি ত্রিভুবন জিনি॥
রাম লক্ষ্মণ দুই বেটা বধিব নাগপাশে।
মর্যাছিল দুই বেটা জিল গরুড় নিশ্বাসে॥
গরুড় আসিয়া তারে দিল প্রাণদান।
ধিক্ থাকুক বানরা করিস তাহার বাখান॥
এত যদি বলিলেক রাবণকুমার।
কোপে আরবার বলে নীল বানর॥
কোন্ বোল নিস বেটা বর্ণে বিবর্ণ।
তুঞি থাকিতে মরিল তোর
খুড়া কুম্ভকর্ণ॥
আগুপাছু না গণিস জাতি নিশাচর।
তুই থাকিতে মরে তোর ভাই সহোদর॥
যতেক রাক্ষস আইল তোর গোঠে।
অস্ত্র ধরিতে নাহি জানি
গাছ পাথরে নাহি আঁটে॥
আহারপানি না খাই নিদ্রা না যাই রাতি।
যাবৎ না মারিব লঙ্কার অধিপতি॥
আজি তোরে মারিয়া মারিব তোর পিতা।
বিভীষণের উপরে ধরাইব দণ্ডছাতা॥
কুপিল ইন্দ্রজিৎ নীল বীরের বচনে।
কোপে গাইল পাড়ে যত আইসে বদনে॥
আজিকার যুদ্ধে যদি রহে তোর জীবন।
তবে রাজা করিহ রাক্ষস বিভীষণ॥
এত বলি মেঘনাদ মেঘে করে লুকি।
মেঘের আড়ে থাকিয়া যুঝে
মেঘনাদ ধানুকী॥
আকাশে থাকিয়া করে বাণ বরিষণ।
জর্জ্জর করিয়া বিঁধে যত বানরগণ॥
খাণ্ডা ডামুস জাঠি ছুরি এক ধারা।
চারিদিগে পড়ে যেন আকাশের তারা॥
জাঠি ঝকড়া শেল পৃষ্ঠে লাগে ভার।
চারিভিতে রক্ত বহে যেন মেঘের ধার॥
হাড়গোড় ভাঙ্গিয়া পড়ে
বানর কোটি কোটি।
গড়াগড়ি যায় বানর কামড়ায়্যা মাটী॥
পলাইয়া যায় কেহো মনে ভাবে অন্ত।
মৃত্যুপ্রায় রহে কেহো বাহির করি দন্ত॥
ঘর স্মরিয়া যায় কেহো সাগরের আলি।
দুয়ারে গিয়া কেহো রাজারে পাড়ে গালি॥
ভাল ছিল বালি রাজা বানরের উপর।
পুত্র সমান পালিত সকল বানর॥
খাইতে শুইতে গেল বালি রাজা কালে।
যুদ্ধ বিক্রম নাহি জানিল কোনকালে॥
আড়াই দিন সুগ্রীব মাথায় ধরে দণ্ড।
লঙ্কায় আসিয়া মজায় রাজ্যখণ্ড॥

রাম সুগ্রীবের আর কিশের অনুরোধ।
ইন্দ্রজিতার সনে আজি ঘুচাব বিরোধ॥
বানর কাতর দেখ্যা ইন্দ্রজিৎ রোষে।
সন্ধান পুরিয়া বীর বাণ বরিষে॥
পবনবেগে পড়ে বাণ যেন অগ্নিকণা।
পড়িল নীল বীর লইয়া আপন সেনা॥
রক্তে নদী বহে ঠাট রক্তে সাঁতারে।
সহস্র কোটি বানর পড়িল পূর্ব্ব দুয়ারে॥
মেঘেতে সঞ্চরে কুমার মেঘনাদ।
দক্ষিণ দ্বারেতে গিয়া পূরে সিংহনাদ॥
ধূম্রাক্ষ বানর ছিল রাত্রি জাগরণে।*
ডাক দিয়া উত্তর করে মেঘনাদের সনে॥
কত কত বানরের কহিব বিচার।
কোটি কোটি বানর জাগে পর্ব্বত আকার॥
অঙ্গদ যুবরাজ জাগে ইন্দ্রের নাতি।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র জাগে প্রধান সেনাপতি॥
আহারপানি নাহি খাই নিদ্রা না যাই রাতি।
যাবৎ না মারিব লঙ্কার অধিপতি॥
আজি তোরে মারিব পরে তোর পিতা।
বিভীষণের উপরে দন্ড ধরিবে ছাতা॥
কুপিল ইন্দ্রজিৎ ধূম্রাক্ষের বচনে।
গালাগালি পাড়ে যতেক আইসে মনে॥
আজিকার যুদ্ধে যদি রহে তোর জীবন।
তবে রাজা করিহ রাক্ষস বিভীষণ॥
এত বলি ইন্দ্রজিৎ পূরিল সন্ধান।
জর্জ্জর করিয়া বিঁধে যত বানরগণ॥
মারে কাটে ইন্দ্রজিৎ কেহো নাহি রাখে।
উত্তর দুয়ারে ঠাট পড়ে লাখে লাখে॥
আকাশে থাকিয়া বাণ করে বরিষণ।
জর্জ্জর করিয়া বিঁধে যত বানরগণ॥
সেনাপতিভাগ পড়ে রাজ্যের চূড়ামণি।
আছুক অন্যের কাজ সুগ্রীব আপনি॥
রক্তে নদী বহে ঠাট রক্তেতে সাঁতারে।
ছত্তিশ কোটি ঠাট পড়িল উত্তর দুয়ারে॥
মেঘে সঞ্চারিয়া যায় কুমার মেঘনাদ।
পশ্চিম দুয়ারে গিয়া পূকারে সিংহনাদ॥
পশ্চিম দুয়ারে তোর কোন্ বীর জাগে।
পরিচয় দেহ মোরে দারুণ নিশাভাগে॥
হনুমান বীর ছিল রাত্রি জাগরণে।
ডাক দিয়া উত্তর করে ইন্দ্রজিৎ শুনে॥
সেনাপতিভাগ জাগে বানরপ্রধান।
কোটি কোটি বীর জাগি পর্ব্বতপ্রমাণ॥
সুষেণ বিজয় জাগে রাজার শ্বশুর।
তিন কোটি বানর যার আছয়ে প্রচুর॥
রামলক্ষ্মণ জাগেন ত্রিভুবনপূজিত।
আমি হনুমান জাগি শুন ইন্দ্রজিত॥
কুপিল ইন্দ্রজিৎ হনুমানের বোলে।
রাম লক্ষ্মণের নামে অগ্নি হেন জ্বলে॥
রামেরে ডাকিয়া বলে কুমার মেঘনাদ।
দেশেরে জিয়ন্তে যাবে না করিহ সাধ॥
আমি ইন্দ্রজিৎ বীর জগৎপূজিত।
আমার সনে যুদ্ধ তোর নহে তো উচিত॥
এত বলি ইন্দ্রজিৎ মেঘে করে লুকি।
মেঘের আড়ে থাক্যা যুঝে মেঘনাদ ধানুকী॥
আকাশে থাকিয়া করে বাণ বরিষণ।
জর্জ্জর করিয়া বিঁধে শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
খান্ডা ডামুস জাঠি ছুরি একধারা।
চারি ভিতে পড়ে যেন আকাশের তারা॥
জাঠি ঝকড়া শেল বৃষ্টি লাগে ভার।
পঞ্চ ঠাঞি রক্ত পড়ে যেন মেঘের ধার॥
আপনার গায় বাণ পড়ে তাহে নাহি মন।
সহ সহ বলি বলে ভাই রে লক্ষ্মণ॥
ইন্দ্রজিতের বাণ যেন বজ্রসমান।
খুরুপা অস্ত্র অর্দ্ধচন্দ্র বাণের নাম॥
বাণে ফুটিয়া পড়িলে বীর যে লক্ষ্মণ।
*ইন্দ্রজিৎ মনে মনে ভাবয়ে তখন॥
লক্ষ্মণে মারিয়া বীর চারি দিগে চায়।
তিন লক্ষ বাণ মারে শ্রীরামের গায়॥
যমের দোসর এড়ে খুরুপা নামে বাণ।*
দুই বাণ ফুটিয়া পড়িলা শ্রীরাম॥
চারি দ্বারের বানর পড়িল
ইন্দ্রজিতের বাণে।
বাপের কাছে যায় বেটা গীত নাচনে॥
আগু বাড়িয়া দেয় পথে চন্দনের ছড়া।
তাহার উপরে পাতে পাটের পাছড়া॥
হাতেক প্রমাণ পাতে পুষ্প পারিজাত।
অগোর চন্দনের ছড়া সুগন্ধি বহে বাত॥
বাপের কাছে দান্ডায় বীর অবতার।
বাপের চরণে মাথা নোঙায় তিনবার॥
বাণের কথা কহিতে বীর
ধীরে ধীরে আগু হয়।
যতেক করিল রণ বাপের কাছে কয়॥
চারি দ্বারে যত ছিল বানরের সেনা।
আজিকার রণে না এড়ায় একজনা॥

রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীবের আর নাহি ডর।
সীতা লৈয়া কেলি কর লঙ্কার ভিতর॥
হরিষে যুদ্ধের কথা কহে মেঘনাদ।
চুম্বন দিয়া তারে দিলেন প্রসাদ॥
রাজপ্রসাদ মেঘনাদে দিলেন বিস্তর।
বিচিত্র নির্ম্মাণ দিল মাথার টোপর॥
পঞ্চশব্দে বাদ্য দিল রাজবাজন।
এইরূপে নানা দ্রব্য দেয় তো রাজন॥
রত্নের হার দিল মাথায় দিল মণি।
ইন্দ্রবিদ্যাধরী দিল শতেক নাচনি॥
প্রসাদ দিয়া ভাণ্ডার কৈল লণ্ডভণ্ড।*
সবেমাত্র নাহি দিল রাজছত্রদণ্ড॥
প্রসাদ পায়্যা মেঘনাদ গেল নিজ পুরী।
রাণীগণ লইয়া খেলায় সারি সারি॥
চারি দ্বারে বানর পড়িল শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
রক্ষা পাইল হনুমান বিভীষণ॥
অজর অমর দুই বীর ব্রহ্মার বরে।
বানর দেখিয়া বেড়ায় দুয়ারে দুয়ারে॥
অন্য ভিতে মাথা কারো
অন্য ভিতে কলেবর।
থাম খসিলে পড়ে যেন বড় বড় ঘর॥
সুগ্রীব রাজা পড়িল লইয়া রাজ্যখণ্ড।
ছত্রিশ কোটি সেনাপতির
গড়াগড়ি যায় মুণ্ড॥
পূর্ব্ব দ্বারে পড়িয়াছে নীল সেনাপতি।
ছত্রিশ কোটি তার সেনা পড়্যাছে সংহতি॥
দক্ষিণ দ্বারে পড়িয়াছে কুমার অঙ্গদ।
বাণে ফুটিয়া বীর হৈয়াছে নিঃশব্দ॥
পশ্চিম দুয়ারে পড়িয়াছেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
দেখিয়া কাঁদেন হনুমান বিভীষণ॥
শব্দ প্রবোধ নাহি বাণেতে মূর্চ্ছিত।
নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে নাহিক সম্বিধ॥
হাথে দিউটী করিয়া দেখেন জাম্বুবান।
চক্ষু মেলিতে নাহি পারে বুকে লক্ষ বাণ॥
চক্ষু মেলিতে না পারিয়া করিছেন ধেয়ান।
অনুমানে জানিলেন তাহার গেয়ান॥
হনুমানে জানিলাম কথার সম্ভাষে।
বিভীষণ আসিয়াছ আমাকে জিজ্ঞাসে॥
ধার্ম্মিক পণ্ডিত তুমি লোকবৎসল।
হনুমান মহাবীর কহ ত কুশল॥
বাপ পবন যার মাতা তো অঞ্জনা।
হনুমান এড়াইয়াছে এতেক যন্ত্রণা॥

বিভীষণ বলে তুমি বুদ্ধে বৃহস্পতি।
ইন্দ্রজিতের বাণে তোমার চূর্ণ হইল মতি॥
রামলক্ষ্মণ পড়িলেন ত্রিভুবনপূজিত।
হেন সময় তুমি তাহাঁর চিন্তা কর হিত॥
সুগ্রীব রাজা পড়িল বানর অধিপতি।
রাজার তরে বুড়া তোর নাহি অবগতি॥
এবে সে জানিলু বুড়া তুহাঁর চরিত।
হনুমান বই বুড়া তোর নাহি মিত॥
জাম্বুবান বলে মোর বুদ্ধি নাহি টুটে।
হনুমান জিয়াইলে সভার প্রাণ উঠে॥
অচেতন বানরগণ আছে বা না আছে।
এতেক ভাবিয়া তবে হনুমানে পুছে॥
বিভীষণ বলে তুমি বিষ্ণু অধিষ্ঠান।
তোমা সম্ভাষিতে এই আস্যাছে হনুমান।
হনুমান করে জাম্বুবানের বন্দন।
হনুমানেরে জাম্বুবান কহে ততক্ষণ॥
চারি দ্বারের বানর পড়িল শ্রীরামলক্ষ্মণ।
তুমি ঔষধ আনিলে সভে পায় তো জীবন॥
অন্তরীক্ষে যাহ তুমি পবনে করিয়া ভর।
হিমালয় পর্ব্বতে যাহ পবনকোঙর॥
ধূসর পর্ব্বতে যাইও হিমালয়ের পার।
হিমালয় পর্ব্বত দেখিবা ধবল আকার॥
পূর্ব্বে ধূসর পর্ব্বত উত্তরে কৈলাস।
মহীধর পর্ব্বতে আছে ঔষধ নিবাস॥
সেই পর্ব্বতে আছে ঔষধ চারি জাতি।
অন্ধকার আলো করে ঔষধের জ্যোতি॥
বিশল্যকরণী ঔষধ সর্ব্বলোকে জানি।
দ্বিতীয় ঔষধ আছে অস্থিসঞ্চারিণী॥
তৃতীয় চতুর্থ আছে সুবর্ণক বলি।
তুমি ঔষধ আনিবে তাহা আমি ভাল জানি॥
এই ঔষধ যদি আনহ রাতারাতি।
চারি যুগ যুড়িয়া রহিবে তোমার খেয়াতি॥
এত বলি হনুমানে দিলেন মেলানি।
ঔষধ আনিতে হনুমান করিল উঠানি॥
উভলেজ করিল বীর সারিয়া দুই কান।
এক লাফে আকাশে উঠিল হনুমান॥
দুর দুর শবদে যায় পবনে করি ভর।
লেজে টানে উপড়ে গাছ পাথর॥
দশ যোজন হইল আড়ে পরিসর।
ত্রিশ যোজন হইল উভেতে দীঘল॥
উভে লেজ করিল যোজন পঞ্চাশ।
তুলিলেন লেজ উভ ছুইল আকাশ॥

চক্ষুর নিমিষে বীর সাগর হইল পার।
সরাখান সমান দেখে জগৎ সংসার॥
নদনদী এড়াইল তীর্থ মন্দাকিনী।
গোমতী এড়াইয়া যায় পরম গেয়ানি॥
নানা তীর্থ এড়াইল নদনদী সরস্বতী।
বার বৎসরের পথ যায় এক দন্ড রাতি॥
হিমালয় পর্ব্বতে গেলা পর্ব্বত অধিপতি।
কৈলাস পর্ব্বত দেখে ধবল আকৃতি॥
মহীধর পর্ব্বতে গেলা বীর হনুমান।
ঔষধের গন্ধ পায়্যা রহিল সেই স্থান॥
ঔষধের সুগন্ধি বাত তথা বহে।
চিহ্ন পায়্যা হনুমান সেইখানে রহে॥
শিখরে শিখরে বেড়ায় পবননন্দন।
চারি গাছ ঔষধ তখন হইল অদর্শন॥
দেবমূর্ত্তি ঔষধ সভ দেবে দেয় দেখা।
কারো হয় অদর্শন কারো দেয় দেখা॥
ঔষধ না পায় বীর রাত্রি বিস্তর।
মনে মনে চিন্তে বীর পবনকোঙর॥
বাণ খায়্যা ভল্লুক বুড়ার বুদ্ধি হত ত্রাসে।
বুদ্ধিহারা হৈয়া পাঠায় ঔষধ উদ্দিশে॥
সাতপাঁচ ভাবিয়া বুদ্ধি কৈল স্থির।
এত দুখে আইলাম দেশ দেশান্তর॥
বুদ্ধিমন্ত হনুমান বিচারে পণ্ডিত।
সাতপাঁচ ভাবিয়া স্থির কৈল চিত॥
ব্রহ্মার পুত্র বীর ব্রহ্মার ধরে জ্ঞান।*
সর্ব্বলোকে বলে তারে মন্ত্রী জাম্বুবান॥
রাজার মন্ত্রী ভল্লুক সর্ব্বলোকে বলি।
ঔষধ লুকাইয়া পর্ব্বত মোরে ছলি॥
আমি বলি তোমারে পর্ব্বত মহীধর।
আমারে সে বলে হনুমান বানর॥
হাসপরিহাস কর না জানহ ভালে।
উপাড়িয়া ফেলাইব তোমা সাগরের জলে॥
সুগ্রীবের মন্ত্রী আমি শ্রীরামের দাস।
আমার সঙ্গে পর্ব্বত করহ উপহাস॥
ব্রহ্মা ঔষধ সৃজিল তোমার শিখরে।
সে ঔষধ নাম করি দেহ তো আমারে॥
মহীধর তুমি জান আপনার বল।
শ্রীরামের তুমি কিছু চিন্তহ কুশল॥
হেন ঔষধ থাকিতে নষ্ট হয় বানর কটক।
শ্রীরামলক্ষ্মণ নষ্ট হয় রঘুবংশতিলক॥
বিষ্ণুঅবতার শ্রীরাম কটকে হইল মার।
রঘুবংশের উপকার বানর নিস্তার॥

তোমার যশ ঘুষিবেক সকল সংসার।
রঘুবংশের উপকার বানর নিস্তার॥
আমি রঘুনাথের দাস
আইলাম তোমার পাশ।
ঔষধ দেহ তুমি না কর উপহাস॥

পর্ব্বত করহ অবগতি।
ঔষধ দেহ চারি জাতি॥
কটক জিউক রাতাবাতি।
আপনার চিন্ত অব্যাহতি॥
রামলক্ষ্মণ উপেক্ষি।
ঔষধ কিসের রাখি॥
পর্ব্বত হৈয়া যশ নাহি দেখে।
পর্ব্বত হনুমানে ভাণ্ডে
নাচাড়ি কৃত্তিবাসের তুণ্ডে
পর্ব্বত করিতে যায় মাথে॥

ঔষধ না পায় বীর রাত্রি বিস্তর।
মনে মনে চিন্তে বীর পবনকোঙর॥
ভালেমূলে উপাড়িব পর্ব্বতশিখর।
অনেক জীবজন্তু আছে সেই পর্ব্বত উপর॥
দুই হাথে হনুমান দিল পর্ব্বতকে লাড়া।
ত্রিশ যোজন উঠে পর্ব্বতের গোড়া॥
অনেক গাছ উপাড়ে অনেক ছিণ্ডে লতা।
নানা জাতি পশু পলায় অনেক গজমাতা॥
নানা জাতি পশু পলায় মাথায় মণি জ্বলে।
পর্ব্বত লৈয়া উঠে বীর গগনমণ্ডলে॥
মাথায় পর্ব্বতে বীর সাগর হইল পার।
পর্ব্বত আন্যা থুইল বীর পশ্চিম দুয়ার॥
ঔষধ দেখিয়া শ্রীরাম লক্ষ্মণ বিলাস।
চারি গাছ ঔষধ হয় আপনি প্রকাশ॥
চারি গাছ ঔষধ ধরে আপন প্রকৃতি।
অন্ধকার আলো করে ঔষধের জ্যোতি॥
বিশল্যকরণীর গন্ধ নাকে লাগে ঘ্রাণ।
ফুটিয়াছিল যত অস্ত্র সকল দিল টান॥
অস্থিসঞ্চারিণীর গন্ধ
লাগিল নাকের পুড়া।
কাট হাথ পা যার যে আসিয়া লাগে যোড়া॥
মৃতসঞ্জীবনীর গন্ধ নাকের ভিতরে ঢুকে।
চারি দুয়ারের মৃত ঠাট উঠে ঝাকে ঝাকে॥

সুবর্ণকরণীর গন্ধ পবনের গতি।
কটক সুন্দর হইল দেবতা মূরতি॥
আপন ইচ্ছায় লুটিয়া আনে
পর্ব্বতের ফুলফল।
নিদ্রা হইতে উঠে যেন নিদ্রা হইল জল॥
মহাপুরুষ উঠিলে শ্রীরামলক্ষ্মণ।
উঠিল সকল সৈন্য আনন্দিত মন॥
সুগ্রীব রাজা উঠিলেন বানর অধিপতি।
কেশরী কুমুদ উঠে নীল সেনাপতি॥
অঙ্গদ যুবরাজ উঠে বালির নন্দন।
চারি দ্বারের উঠে সকল বানরগণ॥
চারি দ্বারের বানর উঠ্যা দিল গা ঝাড়া।
হনুমানের সাক্ষাতে করে সভে হাথ যোড়া॥
তোমার সমান বীর নাহি ত্রিভুবন ভিতর।
তোমার প্রসাদে প্রাণ পাইল বানর॥
উপবাসে বানর কটক যুঝিয়া বিকল।
আপন ইচ্ছায় খায় পর্ব্বতের ফুলফল॥
ফুলফল খায় বানর ছিড়ে গাছের লতা।
মধুগন্ধে খায় মধু গাছের পাতা॥
ফলফুল খাইয়া বানর ডাগর করে পেট।
লড়িতে চড়িতে নারে মাথা করে হেট॥
কোন সেনাপতি কহে রাম বিদ্যমানে।
পর্ব্বত থুইতে গোসাঞিঃ পাঠাও হনুমানে॥
দেবমূর্ত্তি পর্ব্বত দেবের উপভোগ।
পর্ব্বত তথায় নাহি গেলে
দেবে দিবে অনুযোগ॥
আজ্ঞা করিলা শ্রীরাম বানরের বচনে।
পর্ব্বত লৈয়া যাহ হনু পর্ব্বতের স্থানে॥
রাম সুগ্রীবের ঠাঞিঃ মাগিলা মেলানি।
পর্ব্বত থুইতে বীর করিলা উঠানি॥
সাগর ডিঙ্গায় বীর যেন খালিজুলি।
চক্ষুর নিমিষে পর্ব্বত থুয়া
আইল মহাবলী।
মিথ্যা হইল যত যুদ্ধ কৈল ইন্দ্রজিত।
কৃত্তিবাস গাইল লঙ্কার অর্দ্ধেক গীত॥

শ্রীরাম বলেন হনুমান তোমার
কার্য্য চমৎকার।
প্রসাদ দিতে নাহি দ্রব্য রহিল মোরে ধার॥
এক প্রসাদ দিতে পারি লহ আলিঙ্গন।
হনুমানেরে কোল দিল শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
আমার ভক্ত হনুমান আমার প্রতীত।
যেই তুমি সেই আমি নহে ভিন্ন চিত।
আমার ভক্ত হনুমান পরম সুস্থির।
তোমা আমা ভিন্ন নহে একই শরীর॥
বানর কটক হনুমানেরে করিছে বাখান।
সাত লক্ষ কোটি বানরে দিলা প্রাণদান॥
ঔষধ আনিতে গেলা পর্ব্বত আনে।
কি করিতে পারে বৈরী
থাকিতে হেন জনে॥
কেহো হাসে কেহো নাচে কেহো গীত গায়।
কেহো গাছের ডাল ধরিয়া নাচে উভরায়॥
রাম জয় বলিয়া বানরে করে সিংহনাদ।
লঙ্কার ভিতর শুনিয়া রাবণ
গণিছে প্রমাদ॥
রাবণ বলে এড়াইতে নারি দৈব গতি।
লঙ্কাপুরী বিনাশিতে পোহাইল রাতি॥
মরিয়া বানর কটক জিয়ে বারে বারে।
লঙ্কাপুরীর আমি না দেখি নিস্তারে॥
হেন ছার রণে আর নাহি প্রয়োজন।
কপাট দিয়া লঙ্কায় রহ প্রাণ বড় ধন॥
হেন বীর নাহি দেখি লঙ্কার ভিতরে।
রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব বানরগণে মারে॥
জিনিবারে নাহি পারি যুঝিয়া কেন মরি।
বীরশূন্য হইল মোর কনক লঙ্কাপুরী॥
গড়ের চারি দ্বারে দেহ ত শলা কপাট।
লঙ্কা সাঁধাইতে বানর নাহি পায় বাট॥
রাবণের আজ্ঞা যবে পায় পাত্রভাগে।
লঙ্কার চারি দ্বারে কপাটে খিল লাগে॥
পর্ব্বতশিখর দিয়া কপাট সব জাঁতি।*
আছুক অন্যের কাজ পবনের নাহি গতি॥
পঞ্চ দিন কপাট আছে
কপাট নাহি মেলি।
হেনকালে সুগ্রীব রাজা হনুমানে বলি॥
সুগ্রীব বলে হনুমান শুনহ সম্বাদ।
কপাট দিয়া রহিল রাবণ গণিয়া প্রমাদ॥
কপাট দিয়া রহিলা রাবণ নাহি আইসে।
সকল বানর চল লঙ্কার আওয়াসে॥
অগ্নি দিয়া পোড়াইব কনক লঙ্কাপুরী।
কেমনে এড়াবে রাবণ বুঝিব চাতুরী॥
এক চাহে আরে আজ্ঞা পাইল বানর।
লাফ দিয়া পড়ে গিয়া
লঙ্কার ভিতর॥

একেক বানরের হাথে দুই দিউটী জ্বলে।
অগ্নি দিয়া পোড়ায় বানর
প্রতি ঘরের চালে॥
উভেতে কপাট ছিল কপাট হইল শলি।
স্ত্রীপুরুষ পুড়িয়া মরে শুনি কলকলি॥
অগ্নি দিয়া দ্বারে বানর চাপিল কপাট।
ঘর পুড়ে রাক্ষস সভ
পালাইতে না পায় বাট॥
অগ্নিতে পুড়িয়া পড়ে বড় বড় ঘরের চাল।
আধপোড়া হইল রাক্ষস গায়ের উঠে ছাল॥
লাঙ্গট উন্মত্ত হৈয়া কেহো পলায় ডরে।
ধরিয়া বানরে ফেলায় অগ্নির উপরে॥
ছোট বড় পুড়িয়া মরে আনলের জ্বালে।
যুবতী পুড়িয়া মরে যুবকজনের কোলে॥
লঙ্কার ভিতরে আছে যত দীঘি পুখরি।
অগ্নির ভয়ে জলে নামে সকল সুন্দরী॥
দ্বারে থাকিয়া দেখে তাহা হনুমান বানর।
মাথার উপর তুলিয়া মারে পর্ব্বত পাথর॥
ত্রাসে ডুব দিল সভে জলের ভিতরে।
তিরাশী লক্ষ কন্যা সেই
জলে ডুবিয়া মরে॥
রত্ননির্ম্মিত ঘর সভ দেখি মনোহর।
হেন সভ ঘর পোড়ায় হনুমান বানর॥
খাটপাট সিংহাসন পোড়ে চতুঃশালা।
রত্ননির্ম্মিত পুড়ে শিখর হীরা নীলা॥
পর্ব্বতপ্রমাণ লঙ্কায় অগ্নিরাশি দেখি।
হাথী ঘোড়া পোড়ে কত পোষণিয়া পাখি॥
অগ্নিময় চতুর্দ্দিগে হইল লঙ্কাপুরী।
পরিত্রাহি ডাক ছাড়ে সকল সুন্দরী॥
বানর কটক গাছ ফেলায় ঝাকে ঝাকে।
ভিতর বাহির পুড়ে লঙ্কা
দৈবের বিপাকে॥
দুই শও যোজন উচ্চ উঠিল আগুনি।
কোটি কোটি পুড়িয়া মরে
পুরুষ কামিনী॥
সুগ্রীব বলে বানর কটক শুন সাবধানে।
দুয়ার চাপিয়া রহ সকল বানরগণে॥
দুয়ারে রহিল বানর হাথেতে দেউড়ি।
যে রাক্ষস আইসে তার দাড়িগোঁফ পুড়ি॥
রাক্ষসের অবস্থা দেখিয়া রাবণ রাজা হাসে।
লঙ্কাকাণ্ডে লঙ্কা পোড়া
গাইল কৃত্তিবাসে॥

রাবণ বলে অরে ভাই নাহিক এড়ান।
কপাট দিয়া রহিলে নাহিক পরিত্রাণ॥
কপাট দিলে পোড়াইয়া মারে
যুদ্ধ করি সার।
যুঝিবারে বীর সভ হও আগুসার॥
যে হউক সে হউক আজি ঘুচাও কপাট।
বানরের উপরে আজি কর মারকাট॥
উল্কাজিত রাক্ষস ছিল বীর বিদ্যুন্মালী।
সর্ব্বধর রাক্ষস চলে বলে মহাবলী॥
বজ্রকণ্ঠ সখীপাল দুই সহোদর।
শোণিতাক্ষ প্রিয়তাক্ষ ধাইল সত্বর॥
সুগ্রীব বলে বানর সভ শুন সাবধানে।
আইসে রাক্ষসগণ যুঝিবার মনে॥
দুয়ার চাপিয়া থাক হাথে লৈয়া দেউড়ি।
যে রাক্ষস আসিবে তার পোড়াইবে দাড়ি॥
রণ পাইলে রাক্ষস হয় উন্মত্ত পাগল।
চড়চাপড়ে রাক্ষসেরে লয় রসাতল॥
যেজন কাতর হয় তারে
না মারে পরাণে।
রাক্ষসের মাথা বানর ছিণ্ডে হাথের টানে॥
মহাকোপে রাক্ষসগণ কামড়ে বানরে।
রক্তে নদী বহে কটক রকতে সাঁতারে॥
বড় বড় বানর পড়িল রাক্ষসের রণে।
কুপিল বানরগণ রাক্ষস নাহি মানে॥
মুঠকির ঘায় রাক্ষসের মাথা করে গুণ্ডি।
নাক কান রাক্ষসের ফেলাইল ছিণ্ডি॥
চুল আদুড় হইল কারো খসিল কাপড়।
কুপিয়া রাক্ষসে বানর মারয়ে চাপড়॥
যেই রাক্ষস আইসে হানিবার তরে।
চাপড়ের ঘায় তারে পাঠায় যমঘরে॥
বজ্রকণ্ঠ রাক্ষস আইল বজ্রের সার।
অঙ্গদের সনে রণ তার অঙ্গীকার॥
যুঝিবারে রাক্ষস আইল রড়ারড়ি।
অঙ্গদের উপরে মারিল গদার বাড়ি॥
পড়িল অঙ্গদ বীর হইল মুর্চ্ছিত।
বুকের ভরসে বীর উঠিল ত্বরিত॥
ত্রিশ যোজন উপাড়িল পর্ব্বতশিখর।
এড়িল পর্ব্বতখান পড়িল নিশাচর॥
বজ্রকণ্ঠ বীর পড়িল জয় জয়কার।
ভাইর মরণে সখীপাল রুষিল অপার॥
ধনুক ধরিয়া রাক্ষস করিতে আইল রণ।
বাণে বাণে ছাইলেক বালির নন্দন॥

খুরুপা অর্দ্ধচন্দ্র এড়ে বাণ কর্ণিকার।
সখীপাল বাণ এড়ে চোখ চোখ ধার॥
বাণ সহে অংগদ বীর বুকের ভরসে।
সখীপালের রথে চড়ে চক্ষুর নিমিষে॥
মুঠকির ঘায় ঘোড়ার লইল পরাণ।
ভাঙিগয়া ফেলিল বীরের হাথের গান্ডিবান॥
বিরথি হইল সখীপাল ভূমে করে রণ।
এক হাথে খান্ডা তার আর হাথে দর্পণ॥
খান্ডা ঝাকারিয়া রাক্ষস লাফে লাফে বুলে।
সিংহনাদ ছাড়ে রাক্ষস পর্ব্বত টলে॥
বিক্রমে অংগদ বীর অসম সাহস।
দুই হাথে ঠেলিয়া ফেলে পড়িল রাক্ষস॥
হাথে খান্ডায় রাক্ষস পড়িল ভূমিতলে।
হাথের খান্ডা কাড়িয়া অংগদ নিল বলে॥
তেরছ করিয়া অংগদ তার কাটে স্কন্ধ।
পড়িল রাক্ষস দেবগণের আনন্দ॥
পড়িল বীর সখীপাল যায় গড়াগড়ি।
শোণিতাক্ষ রাক্ষস আইল লৈয়া গদাবাড়ি॥
দেখিয়া দেবেন্দ্র মহেন্দ্র হইলা কোপিত।
দুই বীর আইল রণে সমরে পন্ডিত॥
দুই বীর করে গাছ পাথর বরিষণ।
গাছ পাথর বরিষণে ছাইল গগন॥
প্রমোদ রাক্ষস এড়ে চোখ চোখ বাণ।
গাছ পাথর কাটিয়া করয়ে খানখান॥
তিন বানর মেলিয়া রাক্ষস কটক পাড়ে।
ঘোড়া হাথী ধরিয়া সভ
ভূমিতে আছাড়ে॥
রথখান ভাঙিগয়া করয়ে খান খান।
ক্রোধ করি লাথি মারে বজ্রের সমান॥
খান্ডা লৈয়া প্রমোদা ধায় অংগদ কাটিবারে।
ধাইয়া অংগদ বীর রাক্ষসেরে ধরে॥
হাথে ধরি রাক্ষসেরে মারয়ে আছাড়।
মাথার খুলি ভাঙিগয়া তার
চূর্ণ কৈল হাড়॥
ভগ্নপাইকে কহে গিয়া রাজার গোচর।
ছয় বীর পড়িল বার্ত্তা শুন লংকেশ্বর॥
শুনিয়া রাবণ রাজা হইল চিন্তিত।
যুঝিবারে ভাইপোয়ে পাঠাইল ত্বরিত॥
কুম্ভ নিকুম্ভ কুম্ভকর্ণের নন্দন।
যার বাণে দেব দানব কাঁপে ত্রিভুবন॥
রাবণ বলে শুন কুম্ভ তোমরা দুই ভাই।
ত্রিভুবন পরাজয় তোমা সভার ঠাঁঞি॥

দুই ভাইর সমুখে রণে হয় কোন্ জন।
বানর কটক মারিয়া মার শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
রাজপ্রসাদ রাজা তারে দিলেন বিস্তর॥
মেলানি করিয়া চলে দুই সহোদর॥
রাজ প্রদক্ষিণ করি রথে গিয়া চড়ে।
হাথী ঘোড়া ঠাট কটক চলে মুড়ে মুড়ে॥
দুই ভাইর ঠাট চলে সাত অক্ষৌহিণী।
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী॥
ধুলায় অন্ধকার করি চলে রাক্ষস বীর।
কপাট খুলিয়া হইল গড়ের বাহির॥
দুই কটকে মিশামিশি বাড়ে বড় রণ।
নানা অস্ত্র গাছ পাথর করে বরিষণ॥
পর্ব্বত উপাড়িয়া বানর পেলে চারিভিতে।
ভংগ দিল রাক্ষস রণ না পারে সহিতে॥
প্রাণ লৈয়া পলায় তবে যত রাক্ষসগণ।
কুম্ভ বীরের ঠাঁঞি গিয়া পশিল শরণ॥
ভংগ দেখি কুম্ভ বীর ধাইয়া আইল রণে।
কুম্ভ বীর দেখিয়া পলায় বানরগণে॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর অংগদ হনুমান।
কুম্ভ বীরের উপরে ফেলে পর্ব্বত চারিখান॥
সন্ধান পুরিয়া কুম্ভ বীর এড়ে বাণ।
চারি পর্ব্বত কাটিয়া কৈল আট খান॥
ত্রিশ যোজন পর্ব্বত আনে মহেন্দ্র বানর।
এড়িল পর্ব্বত কুম্ভ বীরের উপর॥
কুম্ভ বীর বাণ এড়ে পর্ব্বত গেল কাট।
ত্রাসে পলায় বানর নাহি দেখি বাট॥
ভাই কাতর দেখিয়া দেবেন্দ্র চিন্তিত।
দশ যোজন পর্ব্বতখান আনিল ত্বরিত॥
এড়িল পর্ব্বতখান যেন মেঘের টান।
কুম্ভ বীরের বাণে পর্ব্বত হইল দুইখান॥
বাছিয়া বাণ এড়ে কুম্ভ গমনে ত্বরিত।
ফুটিল দেবেন্দ্র বীর হইল মূর্চ্ছিত॥
বাণ খাইয়া দুই বীর হইল কাতর।
হাথে গাছে রুষিয়া আইসে বালির কোঙর॥
বাণ এড়ে কুম্ভ বীর গাছ পাথর কাটে।
তিন হাজার বাণ পড়ে অংগদের ললাটে॥
ললাট ফুটিল অংগদের রক্ত পড়ে ধারে।
বাম হাথ চাপিয়া বীর রক্ত সম্বরে॥
শাল গাছ ধরিয়া বীর বাম হাথে টানে।
শাল গাছ লইয়া আইসে কুম্ভ বীরের পানে॥
বজ্র বাণ মারে বীর অংগদের বুকে।
বাণ খায়্যা অংগদ বীর পরিত্রাহি ডাকে॥

তিন বীর পড়িল রণে রামেরে কহে কথা।
শুনিয়া যে রঘুনাথের লাগে বড় চিন্তা॥
সুষেণ কুমুদ বীর মন্ত্রী জাম্বুবান।
তিন সেনাপতিকে রাম করিলা সম্বিধান॥
রামের আজ্ঞা পাইয়া গেল তিন সেনাপতি।
গাছ পাথর বরিষণে ছাইল বসুমতী॥
যমের দোসর কুম্ভ বীর এড়ে বাণ।
তিনজনের গাছ পাথর করে খান খান॥
যত সেনাপতি আইসে করিয়া বড় বুক।
কুম্ভ বীরের বাণে কেহো না হয় সমুখ॥
যেই আইসে সেই পলায় রণ নাহি সহে।
আপনি সুগ্রীবরাজ রণে প্রবেশয়ে॥
রুষিয়া সুগ্রীব রাজা করে বীর দাপ।
করে পৃথ্বী থরহরি কাঁপ॥
শরীর বীর সূর্য্যের নন্দন।
যত বাণ পড়িছে তত করিছে গর্জ্জন॥
কুম্ভ বীর বলে সুগ্রীব ছিলে বনে ভালে।*
এতেক বিক্রম তোর ছিল কোন্ কালে॥
রাজা বলে আমার বিক্রম
না ছিল তোর সনে।
আমার বিক্রম তোর বাপ ভাল জানে॥
তোর উপর আজি মোর রণের পরীক্ষা।
মোর ঠাঞি পড়িলে আজি
তোর নাহি রক্ষা॥
যম রাজার ঠাঞি তোর আছে প্রতিকার।
সুগ্রীব রাজার ঠাঞি তোর নাহিক নিস্তার॥
আগে মোরে হান দেখি যে তোর বিক্রম।
তোমার জীবন নিতে আমি আছি যম॥
কুপিল যে কুম্ভ বীর ধনুকে বাণ যোড়ে।
তিন হাজার বাণ সুগ্রীব উপরে এড়ে॥
দুর্জ্জয় শরীর সুগ্রীব সূর্য্যের সোঁসর।
প্রবেশ না করে বাণ শরীর ভিতর॥
গায় ঠেকিয়া বাণ উখড়িয়া পড়ে।
লম্ফ দিয়া সুগ্রীব তার রথে গিয়া চড়ে॥
ধনুক টানিতে তবে বীর নাহি পারে।
রথের উপর কুম্ভ বীর সুগ্রীবের ধরে॥
আছাড়িয়া ফেলিলেক হৈল অচেতন।
চেতন পাইয়া রাজা উঠে ততক্ষণ॥
তোর বাপের জাঠাগাছ ধরিলু বাম হাথে।
তোর হাথের ধনুক বাণ নারিলু তুলিতে।
বাপের সমান তুমি বিক্রমে চূড়ামণি।
ইন্দ্রজিৎ সমান তোরে ধনুকে বাখানি॥

কুম্ভ বীর বলে তবে ধনুক নাহি ধরি।
ধনুক এড়িয়া দুহে মল্লযুদ্ধ করি॥
অস্ত্র এড়িয়া দুইজনে করে হুড়াহুড়ি।
ক্ষণে উপরে ক্ষণে তলে দুইজনে পড়ি॥
কারে কেহো জিনিতে নারে দুইজন সোঁসর।
দুইজনে মল্লযুদ্ধ দ্বিতীয় প্রহর॥
কুম্ভ বীরে সুগ্রীব রাজা
চাপিয়া ধরে কোলে।
দশ যোজন ফেলিলেক সাগরের জলে॥
কুম্ভ বীর দেখিয়া সাগর পাইল ত্রাস।
সাগর বলে আমায় পাছে করয়ে বিনাশ॥
কুম্ভ বীরের মহাভার কে সহিতে পারে।
সাগরের মাটি দেখা দিল তার তরে॥
মাটিতে ভর কর্যা বীর দিল এক লাফ।
কুম্ভ বীরের বিক্রম দেখি সুগ্রীবের কাঁপ॥
আর বার আসিয়া বীর সুগ্রীবেরে ধরে।
তিন প্রহর মল্লযুদ্ধ কেহো কারো নারে॥
দুইজন মহাবলী লাগিল বিবাদ।
এত রণ করে তবু নহে অবসাদ॥
কুম্ভ বীরে ধরিয়া সুগ্রীব মারিল আছাড়।
মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া তার
চূর্ণ কৈল হাড়॥
পড়িল যে কুম্ভ বীর সংগ্রামে দুর্জ্জয়।
চারি দিগে বানর সভ গায় রণজয়॥
দুর্জ্জয় শরীর পড়িল বানর হরষিত।
হেন বেলা নিকুম্ভ বীর আইল ত্বরিত॥
দেখিল নিকুম্ভ বীর ভাইয়ের মরণ।
সুগ্রীবে রুষিয়া যায় করিয়া তর্জ্জন॥
নিকুম্ভের মুষল যেন পর্ব্বতপ্রমাণ।
মুষল দেখি সুগ্রীবের উড়িল পরাণ॥
হাথেতে মুষল বীর ঘন দেয় পাক।
মুষল ফিরায় যেন কুমারের চাক॥
হাথেতে মুষল বীর ধায় রণস্থলে।
অগ্নির সমান মুষলের জ্যোতি নিকলে॥
নিকুম্ভের বিক্রমে সুগ্রীব পাইল তরাস।
প্রাণ ভয়ে সুগ্রীব ছাড়িল রণআশ॥
সুগ্রীবের লেজ ধরিয়া নিকুম্ভ দেয় পাক।
সুগ্রীব ফিরয়ে যেন কুমারের চাক॥
পাক দিয়া সুগ্রীবেরে ফেলিল নিকুম্ভ।
হেন কালে হনুমান করে বীর দম্ভ॥
কোপবান হৈয়া বীর নিকুম্ভ সমুখে।
রণস্থলে হনুমান নিকুম্ভেরে ডাকে॥

কুপিলা নিকুম্ভ বীর বলে মহাবল।*
হনুমানের বুকে মারে লোহার মুষল॥
হনুমানের বুক যেন বজ্রের সমান।
বুকে ঠেকিয়া মুষল হইল খানখান॥
হনুমান বলে মুষল গেল রসাতল।
মোর ঘা সহ রে বেটা বুঝি তোর বল॥
বুকেতে চাপড় মারে পড়ে ঝনঝনা।
চাপড়ের ঘায় নিকুম্ভ পাসরে আপনা॥
হনুমান বলে নিকুম্ভ তুঞি বড় স্থির।
আমার চাপড়ে তোর রহিল শরীর॥
নিকুম্ভ বলে তোর চাপড়ে
বুঝিলাম তোর বল।
মোর ঘা সহ রে বেটা বুঝি তোর বল॥
নিকুম্ভ মুখটি মারে বজ্রের সমান।
বানর সভ দেখিয়া করয়ে পলায়ন॥
মুঠকির ঘায় বীর হইল অচেতন।
হনুমান লৈয়া যায় ভেটিতে রাবণ॥
গড়ের ভিতর যায় বীর পরম হরিষে।
হনুমান দেখিতে সভ স্ত্রীপুরুষ আইসে॥
ধন্য ধন্য নিকুম্ভ বীর সকল রাক্ষস বলি।
ঘরপোড়া বানরের ভাঙ্গিল কাঁকালি॥
সুগ্রীব রাজারে বন্দী কৈল তোর বাপ।
ঘরপোড়াকে বন্দী কৈলা বড়ই প্রতাপ॥
নিকুম্ভের কোলে হনু পাইল চেতন।
নিকুম্ভ মারিতে যুক্তি ভাবে মনে মন।
নখে আঁচড়িয়া তার সর্ব্বাঙ্গ বিদরে।
গায়ের মাংস ফুটিয়া তার রক্ত পড়ে ধারে॥
হনুমান আঁচড়িল ফেলিল ভূমিতলে।
স্থির হৈল হনুমান আপনার বলে॥
অন্তরীক্ষে গেল বীর পবনে করি ভর।
এক লাফে পড়ে পুন নিকুম্ভ উপর॥
নিকুম্ভের কাঁধে চড়ে বীর হনুমান।
বাম হাথে চুল ধরি মারিল এক টান॥
বিপরীত শব্দ করিয়া পড়ে নিকুম্ভ বীর।
হনুমানের সিংহনাদে রাক্ষস নহে স্থির॥
মুক্ত হৈয়া হনুমান ধায় পবনবেগে।
নিকুম্ভের মাথা দিল রঘুনাথের আগে॥
নিকুম্ভের মাথা দেখিয়া রঘুনাথের হাস।
কুম্ভ নিকুম্ভ পড়িল লঙ্কার বিনাশ॥
ভগ্নপাইকে কহে গিয়া রাজার গোচর।
কুম্ভ নিকুম্ভ পড়িল বার্ত্তা
শুন লঙ্কেশ্বর॥

শুনিয়া রাবণ রাজা হইল অচেতন।
সিংহাসন হইতে রাজা পড়ে ততক্ষণ॥
দেব দানব গন্ধর্ব্ব তোমারে করে শঙ্কা।
কুম্ভ নিকুম্ভ পড়িল শূন্য হইল লঙ্কা॥
শোকের উপরে শোক রাবণ কাঁদিয়া বিকল।
কাঁদিতে কাঁদিতে রাবণ হইল হতবল॥
কৃত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরাণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল কুম্ভনিকুম্ভ
বধ উপাখ্যান॥

চক্ষের লোহে তিতে রাজা লঙ্কেশ্বর।*
খরের বেটা মকরাক্ষে ডাকিলা সত্বর॥
তোমার বাপের আমি জানিয়ে পরীক্ষা।
ত্রিভুবনে তার ঠাঁঞি কারো নাহি রক্ষা॥
বাছিয়া কটক লহ আপনার মনে।
রামলক্ষ্মণ মারিয়া মারহ বানরগণে॥
মারিয়া তোর বাপের শত্রু মোর কর হিত।
তোমার বিক্রম তিন ভুবন পূজিত॥
রাত্রিদিন তোমার মায়ের ক্রন্দন শুনি॥
তাহা শুনিয়া আমার কাঁদয়ে পরাণি॥
বাপের শত্রু মারহ আমার লহ আশীর্ব্বাদ।
রামলক্ষ্মণ মারিবারে লহ রাজপ্রসাদ॥
রাবণের যত বাক্য মকরাক্ষ শুনি।
রাজপ্রদক্ষিণ হৈয়া মাগিল মেলানি॥
রাম লক্ষ্মণ মারিব আজি
সুগ্রীব বিভীষণ।
চারিজনের রক্তে বাপের করিব তর্পণ॥
অজাগর সর্প যেন মকরাক্ষ গর্জ্জে।
ত্বরায় প্রবেশ করে সংগ্রামের মাঝে॥
বানর কটক সভ হয় আগুয়ান।
বানর দেখ্যা মকরাক্ষ নাহি যোড়ে বাণ॥
মোর বাপে মারিয়াছে শ্রীরাম তপস্বী।
তার সঙ্গে রণ মোর বানরে নাহি হিংসি॥
সন্ধান পূরিয়া রামে ঘন ঘন ডাকে।
তোয় মোয় রণ আজি দেখুক সর্ব্বলোকে॥
দেখিতে না পাই রাম কোন্‌খানে থাকে।
মার মার করিয়া মকরাক্ষ বীর ডাকে॥
যখন রণের ভিতরে মারিলা মোর বাপ।
তখন যদি থাকিতাম বুঝিতা প্রতাপ॥
মোর বাপে মারিলা তুমি ভণ্ড তপস্বী।
তোয় মোয় রণ আজি কেন নাহি আসি॥

দণ্ডকের বনে মোর বাপে
মারিলে আচম্বিতে।
বাপের তর্পণ করিব তোমার রকতে॥
রাম লক্ষ্মণ দুই ভাই দাণ্ডাইয়া চাহে।
হাথে ধনুক করিয়া যুঝিবারে কহে॥
আইসহ আইসহ রাম মোর সন্নিধানে।
বাণে কাটিয়া মুণ্ড পাঠাইব যমের স্থানে॥
মৃগী চাহিয়া মৃগ যেন পাইল কেশরী।
এত দিনে খুজিয়া পাইলু বাপের বৈরী॥
রামকে মারিয়া মায়ের খণ্ডাইব তাপ।
যমপুরী গিয়া রাম দেখিহ মোর বাপ॥
রুষিল বাঘের ঠাঞি নাহিক এড়ান।
তোর গায়ের রকত পিবে মোর চোখ বাণ॥
কাক শৃগালে যেন গায়ের মাংস টানে।
আজি যমপুরী রাম যাবে মোর বাণে॥
মকরাক্ষের গালি শুনিয়া রঘুনাথ হাসে।
যত গালি দিলি বেটা
মরিবি দৈব দোষে॥
চৌদ্দ সহস্র রাক্ষস লৈয়া খর দূষণ।
এতেক কটক লইয়া তোর বাপের মরণ॥
বাপ দেখিতে সাধ তুমি করিলা এত দিনে।
বাপ পোয় দেখা করাইব এইখানে॥
খুরুপা বাণ এড়েন রাম পূরিয়া সন্ধান।
অর্দ্ধচন্দ্রে মকরাক্ষ করিল দুই খান॥
মহীমণ্ডল দশ দিগ করিল প্রকাশ।
দুই বীর বাণ এড়ে ছাইল আকাশ॥
দুহেঁ বাণ বরিষয়ে ধনুক চটপটী।
ঠেকাঠেকি হৈয়া বাণ যায় কাটাকাটি॥
দুইজনে বাণ বরিষে দুহেঁ ধনুর্দ্ধর।
দুহেঁ দুহাঁ বিঁধিয়া করিল জর্জ্জর॥
মকরাক্ষ বাণ এড়ে তারা যেন ছুটে।
দুই লক্ষ বাণ এড়ে রামের ললাটে॥
ললাট ফুটিয়া রামের রহে বাণের ফলা।
রামের গায় রক্ত পড়ে যেন পদ্মমালা॥
আপনে সম্বরি রাম স্থির কৈল বুক।
মকরাক্ষের কাটিয়া পাড়ে হাথের ধনুক॥
ধনুক কাটা গেল রাক্ষস নাহি ব্যথে।
চক্ষুর নিমিষে আর ধনুক নিল হাথে॥
শ্রীরামের উপরে করে বাণ বরিষণ।
মকরাক্ষের বাণে গিয়া ছাইল গগন॥
খরের বেটা মকরাক্ষ নানা কলা জানে।
দশ দিগ জলস্থল ছাইলেক বাণে॥
অন্ধকার করিয়া বীর করয়ে সংগ্রাম।
বাণে ফুটিয়া মূর্চ্ছিত হইলা রঘুরাম॥
রাম কাতর দেখি বানরে লাগে ডর।
মকরাক্ষের বাণে রাম হইলা ফাঁফর॥
সর্ব্বাঙ্গ বিঁধিয়া রামের করিল অস্থির।
রাম বলেন মকরাক্ষ তুঞি বড় বীর॥
তোর বাপে মারিলু আমি এক দণ্ডের রণে।
তিন প্রহর হইল রণ কর মোর সনে॥
সন্ধান পূরিয়া আছেন দেব রঘুনাথে।
অন্ধকার হৈয়াছে না পান দেখিতে॥
রণে পণ্ডিত রঘুনাথ নানা শিক্ষা ধরি।
অগ্নিবাণ এড়েন দশ দিগ আল করি॥
তবে বাণ এড়েন রাম তারা হেন ছুটে।
মকরাক্ষের ধনুক গিয়া হাথের উপর কাটে॥
মকরাক্ষ জাঠাগাছ তুলিয়া লৈল হাথে।
দেব দানব গন্ধর্ব্ব রামের তরে ব্যথে॥
জাঠাগাছ হাথে ধরিয়া তিনবার লোফে।
পাতালে বাসুকি নাগ স্বর্গে ইন্দ্র কাঁপে॥
এড়িলেক জাঠাগাছ মহাশব্দ শুনি।
চন্দ্রসূর্য্য ডরে পলায় কম্পিত মেদিনী॥
জাঠাগাছ কাটিতে রাম পূরিল সন্ধান।
তিন বাণে জাঠা কাটিয়া কৈল খান খান॥
জাঠাগাছ কাটা গেল শেলমাত্র সারা।
এড়িলেক শেল যেন আকাশের তারা॥
মেঘের গর্জ্জনে আইসে শেল পাটা।
ঐষীক বাণ এড়েন রাম শেল গেল কাটা॥
চারি বাণ এড়েন রাম ধনুকে দিয়া চড়া।
চারি বাণে কাটিয়া পাড়ে রথের অষ্ট ঘোড়া॥
আর চারি বাণ মারে রাক্ষসের বুকে।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ এড়ে হাথের ধনুকে॥
সকল বাণ কাটা গেল মকরাক্ষ হাসে।
বজ্রমুঠিক রামেরে মারিতে আইসে॥
হাসিতে হাসিতে রাম অগ্নিবাণ এড়ে।
রাম রাম বলিয়া বীর ভস্ম হৈয়া উড়ে॥
রামের বাণে পুড়িয়া হইল বিষ্ণু অবতার।
দেব দানব গন্ধর্ব্বে লাগিল চমৎকার॥
কৃত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরাণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল মকরাক্ষবধ উপাখ্যান॥

ভগ্নপাইকে কহে গিয়া রাবণের গোচর।
মকরাক্ষ পড়িল বার্ত্তা শুন লঙ্কেশ্বর॥

শোকের উপর শোক রাজা রাবণ চিন্তিত॥
যুঝিবারে পাঠায় কুমার ইন্দ্রজিত॥
রথে চড়িয়া গেল বীর দক্ষিণ দুয়ার।
দেয়ান করিয়া বসিয়াছে অঙ্গদ কুমার॥
ইন্দ্রজিতের সাড়া পায়্যা ছাড়ে সিংহনাদ।
ত্রাসে পলাইয়া যায় কুমার মেঘনাদ॥
পূর্ব্ব দুয়ারে গেল বীর পবনের গতি।
জাগিছে কুমুদ বীর নীল সেনাপতি॥
ইন্দ্রজিতের সাড়া পায়্যা ছাড়ে সিংহনাদ।
ত্রাসে পলাইয়া যায় কুমার মেঘনাদ॥
উত্তর দুয়ারে গেলা পবনের গতি।
সভা করিয়া বসিয়াছে বানরের পতি॥
চারি দিগে বসিয়াছে সভ সেনাপতি।
লেখাজোখা নাহি যত বানর যোদ্ধাপতি॥
জাগিছে সুগ্রীব রাজা সূর্য্যের নন্দন।
বীর ডাক ছাড়ে যেন সিংহের গর্জ্জন॥
উত্তর দুয়ারে বীর না পায় অবকাশ।
পশ্চিম দুয়ারে গেল বাহিয়া আকাশ॥
ধনুকে গুণ দিয়া বীর দুই ভাই বিঁধে।
দুই ভাই ধনুক নিল ইন্দ্রজিতের গন্ধে॥
দুই ভাই দিব্য অস্ত্র এড়য়ে আকাশে।
বাণ ব্যর্থ যায় দেখ্যা ইন্দ্রজিৎ হাসে॥
দুই ভাই বিঁধিয়া বীর করিল জর্জ্জর।
কোটি কোটি বাণ এড়ে রাবণকোঙর॥
রণ জিনিতে না পারিয়া চিন্তে মেঘনাদ।
রামলক্ষ্মণ মারিয়া বাপের খন্ডাব বিষাদ॥
দিগ্বিজয়ে বাপ যখন গেলা পাতালপুরী।
নাগকন্যা বিভা কৈল সহস্র কুমারী॥
কন্যাদান করিল নাগ মনের কৌতুকে।
সাপের মুখের বিষ দিলেন যৌতুকে॥
এক ঠাঞি দিল রাজা বিষ রাশি রাশি।
লঙ্কায় আনিলা যাটি সহস্র কলসি॥
সেই বিষ ইন্দ্রজিৎ করিল স্মরণ।
বিষ বরিষণে মারিল সকল বানরগণ॥
সকল বানর পড়িল শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
এড়াইলা হনুমান আর বিভীষণ॥
কাটা কদলি যেন বানরগণ পড়ে।
বাপ দরশনে বীর মেঘনাদ লড়ে॥
বাপের আগে দাড়াইল বীর অবতার।
রাজ ব্যবহারে মাথা লোঙায় তিনবার॥
যোড় হাথে মেঘনাদ কহে বিবরণ।
বিষ বরিষণে মারিল সকল বানরগণ॥
রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীবেরে তোমার নাহি ডর।
সীতা লৈয়া কেলি কর লঙ্কার ভিতর॥
শুনিয়া রাবণ রাজার হাস্যবদন।
সিংহাসনে তুলিয়া পুত্রে দিল আলিঙ্গন॥
বাপের দুলাল পুত্র কুমার মেঘনাদ।
সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া পরে রাজপ্রসাদ॥
রাজপ্রসাদে পুত্রে করিল ভূষিত।
বিদায় হইয়া বীর চলিল ত্বরিত॥
কৃত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরাণ।
লঙ্কাকাণ্ডে বিষবরিষণ গাইল উপাখ্যান॥

বিভীষণ হনুমান করি অনুমান।
তুমি আমি যাই চল গরুড়ের স্থান॥
যখন ইন্দ্রজিৎ বাঁধিল নাগপাশে।
তখন গরুড় পক্ষ দিয়াছে আশ্বাসে।
যখন ইন্দ্রজিৎ করিবে বিষ বরিষণ।
পরাজয় হৈলে আমা করিহ স্মরণ॥
হনুমান বিভীষণ করিয়া বিচার।
কুশদ্বীপ গেলা তবে সাগর হৈয়া পার॥
দুইজনে উত্তরিলা গরুড়ের দ্বারে।
রাম স্মরিয়া দুহেঁ তবে কাঁদে উচ্চ স্বরে॥
বাহির হইলা তবে বিনতানন্দন।
কেন দুইজন তোমরা করহ ক্রন্দন॥
যোড় হাথে কহে তবে রাক্ষস বিভীষণ।
বিষ বরিষণে মরিল শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
গরুড় বলে তোমরা দুহেঁ না কর ক্রন্দন।
রাম লক্ষ্মণ জিয়াইব সকল বানরগণ॥
তিনজন মেলিয়া তবে করিল যুকতি।
তিন একত্রে যাই ইন্দ্রের বসতি॥
যদি অমৃত নাহি দেয় বচন শুনিয়া।
কন্দর সহিত অমৃত আনিব ঢালিয়া॥
তিনজনে বিচারিয়া চলিলা সত্বর।
অমরাবতী গেলা যথা দেব পুরন্দর॥
ইন্দ্রের দুয়ারে হনুমান উচ্চ স্বরে কাঁদে।
যোড় হাথে ইন্দ্রে তবে তিনজন বন্দে॥
ইন্দ্র বলে তোমরা কাঁদ কি কারণ।
কিসের তরে আইলা এথা কহ বিবরণ॥
বিভীষণ বলেন রাম বিষ্ণু অবতার।
বিষ বরষিয়া মারিল রাবণকুমার॥
সকল কটক পড়িয়াছে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
তুমি অমৃত দিলে বাঁচে সভার জীবন॥

দেবরাজ বলে শুন রাক্ষস বিভীষণ।
যত অমৃত নিতে পার লহ তিনজন॥
অমৃত উপরে গরুড় লোটাইল পাখ।
সেই অমৃতে সকল কটক পারে রাখ॥
কটক সহিত যথা রামের পতন।
অমৃত লইয়া তথা গেলা তিনজন॥
দুই পাখে অমৃত গরুড়
ফেলে ফুটী ফুটী।
অঙ্গ মোড়া দিয়া উঠে
বানর কোটি কোটি॥
চারি দ্বারে উঠিল যতেক বানরগণ।
বিষ্ণু অবতার উঠে শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
গরুড় পক্ষরাজ বন্দে শ্রীরামচরণ।
হাথ পসারিয়া রাম দিলেন আলিঙ্গন॥
গরুড় বলে ধনে গোসাঞি কোন্ প্রয়োজন।
চারি যুগ সেবক আমি তোমার বাহন॥
চলিলা গরুড় রামের ঠাঞি কহিয়া মেলানি।
পাখ সারিয়া আকাশেতে করিলা উঠানি॥
সাগর পার হৈয়া গরুড় গেলা নিজ স্থান।
কৃত্তিবাস রচিলা গীত অমৃত সমান॥

রাম জয় করিয়া বানর ছাড়ে সিংহনাদ।
লঙ্কার ভিতরে রাবণ গণিল প্রমাদ॥
ইন্দ্রজিৎ বলে মারিলু শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
বিষ বরিষণে মারিল সকল বানরগণ॥
মিছা করিয়া বেটা ছাড়ে সিংহনাদ।
কি মিথ্যা কহিয়া রাজপ্রসাদ লয় মেঘনাদ॥
বানরের বার্ত্তা রাজা লয় দণ্ডে দণ্ডে।
পুত্র হৈয়া বাপে মিথ্যা কথা কহিয়া ভাণ্ডে॥
এতেক বলিয়া রাবণ হইলা চিন্তিত।
আরবার পাঠায় রাজা কুমার ইন্দ্রজিত॥
যতবার মারিয়া আইসে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
বারে বারে প্রাণদান দেয় কোন্‌জন॥
রাম লক্ষ্মণ দুইজন বাঁধিল নাগপাশে।
মরিয়াছিল দুই বেটা জিল পুণ্যবশে॥
চতুর্দ্দিগ চাপিয়া কৈল বিষ বরিষণ।
চারি দ্বার মারিলাম শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
ঘরপোড়া বানর আছে নাম হনুমান।
মরিয়াছিল যত ঠাট দিল প্রাণদান॥
তোমার সংগ্রামে কারো নাহিক নিস্তার।
কতবার শ্রীরামেরে কে করে প্রতিকার॥
আরবার রণে গিয়া দেহ আজি হানা।
বাহুড়িয়া দেশে যেন না যায় একজনা॥
বাপের কথা শুনিয়া বীর হইলা চিন্তিত।
যোড় হাথ করিয়া বলে কুমার ইন্দ্রজিত॥
বারে বারে মারিয়া আসি শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
কোথা দেখ্যাছ মরিলে পায় তো জীবন॥
মারিলে না মরে রাম পায় তো নিস্তার।
হেন রাম কেমনে আমি করিব সংহার॥
তোমায় বচন বাপা না পারি লঙ্ঘিতে।
রাম লক্ষ্মণ পড়িবেক
না লয় মোর চিতে॥
আর কতবার রণ করিতে পারি জয়।
কোন্ দিন নাহি জানি আমার প্রলয়॥
ইন্দ্রজিতের কথা শুনিয়া বলিছে রাবণ।
আগে হনু মারিহ পশ্চাতে অন্যজন॥
হনুমান বানর সভায় দেয় প্রাণদান।
হনুমান মারিলে হয় রণ অবসান॥
যত যত রাবণ বলে না লয় মোর চিতে।
বাপের আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না
পারে ইন্দ্রজিতে॥
সারথি জানিল মনে সংগ্রামে গমন।
সংগ্রামের রথখান করিল সাজন॥
বাপের বচনে বীর রথে গিয়া চড়ে।
সংগ্রামের বেশ করিয়া সৈন্যসভ লড়ে॥
রথে চড়িয়া যায় বীর যজ্ঞের ঘর।
হাথী ঘোড়া ঠাট কটক চলিল সত্বর॥
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী।
ইন্দ্রজিতের ঠাট চলে ত্রিশ অক্ষৌহিণী॥
নানাবিধ বাদ্য বাজে ঢাকে ঘন কাঠি।
তোলপাড় করিল সভ লঙ্কার মাটী॥
সৈন্যসামন্ত সভ যুঝিবারে লড়ে।
মাতা মন্দোদরীকে তখনি মনে পড়ে॥
যুঝিবারে যাই আমি বাপের আদেশে।
মায়ের চরণে নমস্কার করিব বিশেষে॥
মায় পোয় পুনরপি দেখা নাহি আর।
যজ্ঞ করিতে বৈসে তবে রাবণকুমার॥
রক্তপাট ভারে ভারে রক্তচন্দন।
রক্তকুসুম মাল্য আর রক্তবসন॥
আতপ তণ্ডুল আর ধান্য মুঠি মুঠি।
ঘৃতে ডুবাইয়া তুলে নবগ্রহ কাঠি॥
রক্তবসন সভ ডুবাইয়া ঘৃতে।
দশ হাজার ব্রাহ্মণ হুলে চারি ভিতে॥

অগ্নি শব্দ করে যেন মেঘের গর্জ্জন।
অগ্নি বলে নিত্য পূজা কর কি কারণ॥
কেমনে মারিবা রাম আপনি নারায়ণ।
মনুষ্যজনম লৈয়াছে রাক্ষস বিনাশ কারণ॥
আপনি বিষ্ণু হৈয়াছেন রাম অবতার।
সবংশে রাক্ষস সভ করিতে সংহার॥
সে গোসাঞিঃ মারিতে বর কেবা পারে দিতে।
আরবার যজ্ঞে মোরে না পাবে দেখিতে॥
বারে বারে মরে রাম জিয়ে বারে বার।
এতেক জানহ তবে কেন যুঝ আর॥
অগ্নির কথা শুন্যা ইন্দ্রজিতের তরাস।
রথে চড়ি ইন্দ্রজিৎ উঠেন আকাশ॥
অগ্নি চলিয়া গেলা আপনার দেশ।
ইন্দ্রজিৎ রণে গিয়া করিল প্রবেশ॥
পশ্চিম দুয়ারে দেখে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
তিন লক্ষ বাণ বীর যুড়ে ততক্ষণ॥
তিন লক্ষ বাণ যেন সর্প অজাগর।
বিঁধিয়া বানর কটক কৈল জর্জ্জর॥
ঝনঝনা পড়ে যেন বাণের শব্দ শুনি।
ইন্দ্রজিতের বাণ শুনি বানরে কানাকানি॥
সকল বানর বলে শুন প্রভু রঘুনাথ।
তবে এড়াইতে নারি ইন্দ্রজিতের হাথ॥
ইন্দ্রজিতের বাণে কাতর সভ বানরগণ।
হেন বেলা শ্রীরামেরে বলেন লক্ষ্মণ॥
ব্রহ্ম অস্ত্র এড় রাক্ষস হউক সংহার।
পৃথিবীতে রাক্ষস যেন নাহি রহে আর॥
রাম বলেন কত বুদ্ধি ছাওয়াল লক্ষ্মণ।
একের অপরাধে অন্য বধ কি কারণ॥
মেঘের বিদ্যুৎ যেন পড়িছে ঘনে ঘন।
ইন্দ্রজিতের মাথার পাগ দেখিলা লক্ষ্মণ॥
লক্ষ্মণ বলেন মেঘের আড়ে যুঝে ইন্দ্রজিত।
মেঘের সনে কাটিয়া বেটায় পাড়হ ত্বরিত॥
রাম বলেন যুদ্ধ দেখিতে
আস্যাছেন দেবগণ।
তোমার বোলে কোন দেবতার বাঁধব জীবন॥
দুই ভাইতে কথা এমন শুনিয়া আকাশে।
লঙ্কার ভিতর ইন্দ্রজিৎ পলায় তরাসে॥
লঙ্কার ভিতরে গিয়া
বিদ্যুৎজিহ্বারে ডাকে।
বিদ্যুৎজিহ্বা দাণ্ডাইল ইন্দ্রজিতের সমুখে॥
তোরে বলি বিদ্যুৎজিহ্বা মায়ার প্রধান।
মায়ার তেজে সীতাকে গঠিয়া ঝাট আন॥

জনককুমারী সীতা যেন রূপ ধরে।
মায়াসীতা তেন রূপ গঠহ সত্বরে॥
মায়াসীতা কাটিব আজি রামের গোচর।
সীতার শোকে মরে যেন রাম ধনুর্দ্ধর॥
রামের শোকে মরিবেক বীর লক্ষ্মণ।
চতুর্দ্দিগে পলাইবে যত বানরগণ॥
সুগ্রীব রাজা পলাবেক শুনিয়া প্রমাদ।
বিনি যুদ্ধে ঘুচিবেক সকল আপদ॥
ইন্দ্রজিতের আজ্ঞা তবে বিদ্যুৎজিয়া পায়।
মায়াসীতা গঠিবারে বিদ্যুৎজিহ্বা যায়॥
ধ্যানে বসিল বিদ্যুৎজিহ্বা ধ্যান নাহি টুটে।
ব্রহ্মজ্ঞানের তেজে মায়াসীতা উঠে॥
সাক্ষাৎ সেই সীতা দেবী কিছু নাহি লড়ে।
সবেমাত্র এক ভিন্ন রা নাহি কাড়ে॥
মায়াসীতা গড়িলেক সীতার আকার।
মন্ত্র পড়িয়া কৈল তারে জীবনসঞ্চার॥
মায়াসীতায় বিদ্যুৎজিহ্বা পড়ায় ততক্ষণ।
স্বামী শ্রীরাম তোমার দেওর লক্ষ্মণ॥
দশরথ শ্বশুর তোমার জনক রাজা বাপ।
রাবণ আনিল তোমায় পাইল বড় তাপ॥
ইন্দ্রজিৎ রথে তোমায় তুলিবে যখন।
রামলক্ষ্মণ বলিয়া তুমি করিহ ক্রন্দন॥
মায়াসীতা লৈয়া গেল ইন্দ্রজিতের পাশে।
মায়াসীতা দেখিয়া বীর ইন্দ্রজিৎ হাসে॥
সেই মায়াসীতা তুলে রথের এক ভিতে।
পশ্চিম দুয়ারে বাহির হৈল ইন্দ্রজিতে॥
গাছ পাথর লৈয়া হনু হইল সাবধান।
হাথে পর্ব্বত করিয়া যায় বীর হনুমান॥
পর্ব্বত লৈয়া বীর গেল আগুয়ান গড়ে।
সীতা দেবী দেখিয়া তার চক্ষে পানি পড়ে॥
হনুমান বলে বানরসভ কি করিবে রণে।
সীতাকে আন্যাছে ইন্দ্রজিৎ কাটিবার মনে॥
কালো কাপড় পরিধান গায় পড়্যাছে মলি।
কলঙ্কে ঢাকিল যেন চন্দ্রের পুথলি॥
বিরহ কাতরে দেবী হইয়াছে দুর্ব্বলা।
মেঘেতে ঢাকিল যেন সুধাকরকলা॥
বেতের ছাট মারে তার শরীর উপরে।
গায়ের মাংস ফুটিয়া তার রক্ত পড়ে ধারে॥
রাম লক্ষ্মণ বলিয়া সীতা ডাকে উত্তরোলে।
হাথে খাণ্ডা ইন্দ্রজিৎ ধরিল তার চুলে॥
হাথে করিয়া নিল বীর খাণ্ডা খরসান।
পরিত্রাহি ডাকে সীতা মাগে প্রাণদান॥

হনুমান সীতা চিনে রথের উপর দেখে।
চক্ষুর লোহ মুছে বীর কাঁদে মনোদুখে॥
ডাক দিয়া হনুমান ইন্দ্রজিতে বলে।
নরকে ডুবিবি বেটা স্ত্রীবধের পাপফলে॥
রক্তমাংস গায় নাহি অস্থিমাত্র সার।
হেন সীতা কাটিলে তোর
নাহিক নিস্তার॥
চৌদ্দ বৎসর বনবাস উপবাসে ক্ষীণ।
স্বামীর হাত্যাসে সীতা কাঁদে রাত্রিদিন॥
স্ত্রীবধ মহাপাপ পরম পাতক।
অনেক কাল ইন্দ্রজিৎ ভূঞ্জিবে নরক॥
ইন্দ্রজিৎ বলে তুঞি বনের বানর।
কেমনে জানিবি বেটা ধর্ম্মের উত্তর॥
যে স্ত্রীকে কাটিলে পুড়্যা মরে অরি।
শাস্ত্রে দোষ নাহিক কাটিলে হেন নারী॥
আগে সীতা কাটিব আর শ্রীরামলক্ষ্মণ।
সুগ্রীব রাজা কাটিয়া কাটিব বিভীষণ॥
ইন্দ্রজিৎ মারিতে যায় সকল বানরগণে।
আগুসরিতে নারে কেহো ইন্দ্রজিতের বাণে॥
ইন্দ্রজিতের ঠাঁঞি সীতা
আনিতে চাহে বলে।
জিয়ন্ত বাঘের ছাওয়াল
কে আনিতে পারে॥
যেন মতে ব্রাহ্মণ কাঁধে পরেন পইতা।
তেন মতে ইন্দ্রজিৎ কাটিলেন সীতা॥
দুইখান হৈয়া সীতা পড়িলা ভূমিতলে।
ত্রাস পাইল বানর সভ টুটিয়া আইল বলে॥
হনুমান বলে ভাই সভ রণে না দিহ ভঙ্গ।
ভঙ্গ দেখ্যা ইন্দ্রজিতে বাড়িবেক রঙ্গ॥
সীতা দেবী কাটিয়া বীর ইন্দ্রজিৎ হাসে।
ইন্দ্রজিৎ মারিলে ভাই সকল দুঃখ ঘুচে॥
সকল বানর নিল গাছ আর পাথর।
গাছ পাথর ফেলে ইন্দ্রজিতের উপর॥
কোটি কোটি রাক্ষস মারে বাছের বাছ।
কেহো ফেলে পর্ব্বতখান
কেহো ফেলে গাছ॥
বানরের চাপ দেখি ইন্দ্রজিৎ তরাস।
লঙ্কার ভিতরে যজ্ঞস্থানে করিল প্রয়াস॥
হনুমান বলে শুন সমস্ত সমাঝি।
সীতা দেবী কাটা গেল কার তরে যুঝি॥
ভঙ্গ দিয়া পলায় রাক্ষস সহিতে নারে রণ।
ইন্দ্রজিৎ পলাইল মারিব কোন্‌জন॥
রঘুনাথের স্থানে গিয়া করহ গোচর।
সীতার বার্ত্তা শুনিয়া সভ বানর ফাঁফর॥
হনুমান যুক্তি করে কটকে নাহি বৈসে।
নেউটিয়া বানর সভ রামের ঠাঁঞি আইসে॥
বানর নেউটিল ইন্দ্রজিৎ পায় বেলা।
যজ্ঞ করিতে যায় বীর নাম নিকুম্ভিলা॥
রামের ঠাঁঞি শব্দ করি আইসে বানরগণে।
জাম্বুবানের তরে রাম বলেন তখনে॥
যুদ্ধ করে হনুমান মহাশব্দ শুনি।
সংগ্রামের ভালমন্দ কিছুই নাহি জানি॥
আপন কটক লৈয়া তুমি চলহ সত্বর।
হনুমানের সঙ্গে গিয়া হও তো দোসর॥
আজ্ঞা পায়্যা জাম্বুবান চলে ততক্ষণ।
হনুমানে জাম্বুবানে পথে দরশন॥
হনুমান বলে নেউটিয়া চল জাম্বুবান॥
সীতা কাটিল ইন্দ্রজিতা মোর বিদ্যমান॥
ঠেলাঠেলি গেল কটক শ্রীরামের স্থানে।
সীতা কাটা গেল গোসাঞি
কহিল হনুমানে॥
মুর্চ্ছা গেলা রঘুনাথ শুনিয়া কাহিনী।
ভূমেতে লোটায় রাম রঘুকুলমণি॥
ধায়্যা আসিয়া লক্ষ্মণ শ্রীরাম কৈল কোলে।
রাম কোলে করিয়া লক্ষ্মণ
তিতে অশ্রুজলে॥
মোহ গেলা রঘুনাথ শুনিয়া উত্তর।
জলকলস লৈয়া ধায় অনেক বানর॥
পদ্মোৎপল দেয় সুবাসিত জলে।
রামের গায় জল দিতে সকল বানর চলে॥
অবোধ সম্বোধ নাহি রাম অচেতন।
ভাই ভাই বলিয়া কাঁদে বীর লক্ষ্মণ॥
রঘুনাথ দুঃখ পান ধর্ম্মের কারণে।
সীতা হারাইতে আমরা আইলাম রণে॥
রাজ্য থাকিতে ভাই রাজসিংহাসনে।
কোথা হইতে আসি সীতা দেখিল রাবণে॥
আপনার দোষে ভাই হইলা দেশান্তরী।
এ জন্মের মত গেল সীতা তো সুন্দরী॥
দেশান্তর হইলা ভাই সকল হইলা হারা।
নদীর জল শুখায় যেন গ্রীষ্মের খরা॥
স্ত্রীপুরুষ সকল মিথ্যা কেহো কারো নয়।
জলের বিম্বুক যেন উৎপত্তি প্রলয়॥
স্ত্রীর শোকে কেন গোসাঞি হৈয়াছ কাতর।
মহাজন সম্বরে গোসাঞি শোকসাগর॥

কোথা বা তোমার স্ত্রী কোথা তোমার ভাই।
আপনি নারায়ণ তুমি জগৎ গোসাঞি॥
সর্ব্বজীবের আহার তুমি সভ তোমার মায়া।
তোমা ভিন্ন কেহো নহে সভ তোমার কায়া॥
জিয়ে যদি সীতা দেবী দেখিবে আরবার।
স্ত্রী লাগিয়া অচেতন নহে তো ব্যভার॥
রাম বলেন কি বুঝাহ ভাইরে লক্ষ্মণ।
স্ত্রীর মায়া কভু ভাই না যায় পাসরণ॥
স্ত্রীপুরুষ দুইজনে ধর্য়াছে সংসার।
স্ত্রী হইতে সন্ততি হয বাড়য়ে পরিবার॥
ইষ্ট কুটুম্ব মাতা পিতা আর যত লোক।
সভাকে অধিক ভাই স্ত্রীর বড় শোক॥
স্ত্রী মরিলে পুরুষ সুখী
কোথাও নাহি শুনি।
স্ত্রীর শোক ঘুচাইতে নারে পরম গেয়ানি॥
রাজ্য পিতা হারাইলু হারাইলু নারী।
সীতা না দেখিলে ভাই
রহিতে নাহি পারি।
সীতার শোক পাসরিতে নারি কোনমতে।
সীতা না দেখিলে ভাই না পারি রহিতে॥
কাঁদিতে কাঁদিতে রাম হইলা অচেতন।
রামের ক্রন্দন শুনি আইলা বিভীষণ॥
বিভীষণ বলেন লক্ষ্মণ কোন্ প্রমাদ।
কেনে গোসাঞি অচেতন কোন্ অবসাদ॥
লক্ষ্মণ বলেন বিভীষণ শুন সাবধানে।
ইন্দ্রজিৎ কাটিল সীতা কহিলা হনুমানে॥
সীতার মরণে রাম হইলা অচেতন।
এত প্রমাদ বিভীষণ না জান এতক্ষণ॥
লক্ষ্মণের বচনে বিভীষণ কোপে জ্বলে।
লক্ষ্মণ এড়িয়া বিভীষণ রামেরে নেহালে॥
হনুমানের বচন আমি তবে প্রমাণি।
অলঙ্ঘ্য সাগরে যদি নাহি থাকে পানি॥
অনেক প্রকারে রাবণেরে বুঝালু বিস্তর।
তবু সীতা নাহি দিবে রাজা লঙ্কেশ্বর॥
প্রাণের অধিক দেখে সীতা তো সুন্দরী।
ইন্দ্রজিৎ কাটিল সীতা মনে বিস্ময় করি॥
বানর জাতি হনুমান পশুমধ্যে গণি।
আপন ঘরের সন্ধান আপনি সে জানি॥
অশোকবনে থাকেন সীতা চেড়ি সভ রাখে।
রাবণ বই সীতাকে অন্য পুরুষ নাহি দেখে॥
আমার বচন শুন গোসাঞি নাহিও অসুখী।
কুশলে আছেন তোমার সীতা চন্দ্রমুখী॥

তোমা দুইজন দেখি বিক্রমে বিশাল।
তোমা দুহাঁ ভাণ্ডিবারে পাতিল মায়াজাল॥
মায়াসীতা কাটিয়া তোমাসভা ভাণ্ডে।
সুখে যজ্ঞ করে বেটা নিকুম্ভিলা কুণ্ডে॥
আপনার ঘরের বার্ত্তা আপনি সে জানি।
মায়াসীতা করিতে পারি সহস্র কামিনী॥
অগ্নিবর পায়্যা বেটা জিনে বারে বারে।
যজ্ঞভঙ্গ যে করে সেই মারে তারে॥
ব্রহ্মা ইন্দ্রজিতে বর দিলেন যখন।
আমি ব্রহ্মা রাবণ ছিলাম তিনজন॥
ব্রহ্মার বচন আমি এখনি মনে করি।
যজ্ঞভঙ্গ যেই করে সেই তারে মারি॥
মায়াসীতা কাটিয়া তোমায় করিল মূর্চ্ছিত।
ইন্দ্রজিৎ মারিতে লক্ষ্মণে পাঠাও ত্বরিত॥
বাছিয়া কটক দেহ রণেতে যুঝার।
ইন্দ্রজিৎ মারিলে তবে যুদ্ধ নাহি আর॥
আজানুলম্বিত বাহু কমললোচন।
মিথ্যা কার্য্য কর তুমি বিষাদ ক্রন্দন॥
রাম বলেন বিভীষণ রাক্ষস অধিপতি।
কোন্ যুক্তি বলিলে তুমি না করি অবগতি॥
আরবার বল মিতা করি অবধান।
তোমা বই মিত ত্রিভুবনে নাহি আন॥
রামের বচন শুনি বলে বিভীষণ।
আমার বচন শুন কমললোচন॥
*সীতাকে পাইবে তুমি রাবণ মারিলে।
নিবেদন কৈলু আমি চরণকমলে॥*
যজ্ঞভঙ্গ করিতে লক্ষ্মণ পাঠাহ ত্বরিত।
যজ্ঞভঙ্গ করিলে এখন মরিবে ইন্দ্রজিত॥
সকল রাক্ষস মরিল এই বেটা আছে।
ইন্দ্রজিৎ মারিলে তুমি রাবণ মারিহ পিছে॥
আগে গিয়া ইন্দ্রজিতে মারুন লক্ষ্মণ।
কালিকার যুদ্ধে তুমি মারিহ রাবণ॥
এক ভাই দুইজনে মারিতে বড় ভার।
দুই ভাই দুহাঁরে মার এই যুক্তি মোর॥
যজ্ঞ যাবৎ নাহি করে কুমার ইন্দ্রজিত।
লক্ষ্মণ লইয়া আমি যাইব ত্বরিত॥
লক্ষ্মণেরে যুঝিবারে দেহ ত আশ্বাস।
ইন্দ্রজিৎ মারিলে সভার ঘুচয়ে তরাস॥
আমার বচনে গোসাঞি করহ প্রতীত।
লক্ষ্মণ মারিবেন কুমার ইন্দ্রজিত॥
অল্প জ্ঞান না করিহ লক্ষ্মণ পর্ব্বত।
লক্ষ্মণের বাণ দেখিলে উঠয়ে রকত॥

বিভীষণের যুক্তি রাম না করিলা আন।
লক্ষ্মণের সঙ্গে দিলা মন্ত্রী জাম্ববান॥
যুদ্ধেতে আগল ভল্লুক বিক্রমে গভীর।
রণের দোসর দিল হনুমান বীর॥
পাছে কটক লৈয়া চলিলা বিভীষণ।
গয় গবাক্ষ চলে আর গন্ধমাদন॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র চলে সুষেণনন্দন।
বাসব কুমুদ চলে ধুম্রাক্ষ চন্দন॥
নল নীল চলিলা আর বানর সম্পাতি।
সাজিয়া চলিলা সভে লক্ষ্মণ সংহতি॥
আওয়াস ভিতরে যাইতে
চিন্তিত রঘুনাথে।
লক্ষ্মণেরে সমর্পিলা বিভীষণের হাথে।*
যাত্রা করিয়া দিলেন শ্রীরাম শুভক্ষণে।
রাম প্রদক্ষিণ করিয়া চলিলা লক্ষ্মণে॥
চলিলা লক্ষ্মণ বীর দুর্জ্জয় প্রতাপ।
পৃথিবী যুড়িয়া ঠাট চলে মেঘচাপ॥
আগু ঘড় চাপিয়া হনুমান মহাবল।
কপাট ভাঙ্গিয়া দূরে করিল কপিবল॥
হাথে অস্ত্র রাক্ষস সভ গড়ের দ্বার রাখে।
ঘর পোড়া দেখিয়া রাক্ষস
পলায় লাখে লাখে॥
হাথে গাছ হনুমান যায় রড়ারড়ি।
গাছের বাড়িতে মারে পঞ্চদশ কুড়ি॥
হনুমান দেখিয়া রাক্ষস ভঙ্গ পড়ে।
আপন ইচ্ছায় বানর সম্ভায় লঙ্কার গড়ে॥
লক্ষ লক্ষ রাক্ষস সভ রাখিয়া চারি ভিতে।
যজ্ঞ করে ইন্দ্রজিৎ রাক্ষস বেষ্টিতে॥
ইন্দ্রজিৎ দেখিতে না পায় পাটের আড়ে।
বিভীষণ বলে লক্ষ্মণ ভাঙ্গ পাট কাঁড়ে॥
পাটোয়াল ভাঙ্গিলে এখন কোপ হৈবে মন।
যজ্ঞ ছাড়িয়া আসিবে করিবারে রণ॥
লক্ষ্মণ বলেন বিভীষণ লঙ্কা ছাই বাণে।
সরোবরে শোভে যেন রাজহংসগণে॥
ঘন ঘন বানর রাখ্যা দিল চারি ভিতে।
ইন্দ্রজিৎ না পায় যেন যজ্ঞ করিতে॥
চারি ভিতে বানর সভ ভাঙ্গে পাটোয়াড়।
কুড় কুড় দুড় দুড় করে দুয়ারের কেওয়াড়॥
ভঙ্গ দিয়া রাক্ষস পলায় চারি ভিত।
তবু যজ্ঞ করিছে কুমার ইন্দ্রজিত॥
যজ্ঞ করে বিপ্র সভ করে বেদধ্বনি।
আতপ তণ্ডুল ঘৃত হুলে সভ মুনি॥
রক্তপাট ভারে ভারে রক্তচন্দন।
রক্তকুসুম মাল্য আর রক্তবসন॥
যজ্ঞ করে ইন্দ্রজিৎ আপনার মনে।
কাণ্ডার তুলিয়া তাহা দেখে হনুমানে॥
যজ্ঞের কাণ্ডার ধর্য়া বীর দিল এক টান।
হনুমান দেখিয়া রাক্ষস যুড়িল পলান॥
সমুখে দাণ্ডায় বীর পরম সন্ধানী।
গাছের বাড়ি মারিয়া নিভায়
যজ্ঞের আগুনি॥
ঘৃত মধু দধি দুগ্ধ যত আয়োজন।
ভক্ষণ করিল সভ পবননন্দন॥
হনুমানের বিক্রম যেন সিংহের প্রতাপ।
যজ্ঞকুণ্ড ভরিয়া বীর করিল প্রস্রাব॥
যজ্ঞসজ্জ ছড়াইয়া বীর
ফেলে চারি ভিত।
যজ্ঞ ছাড়িয়া যুঝিতে উঠে
কুমার ইন্দ্রজিত॥
মেঘবর্ণ ইন্দ্রজিৎ তাম্রলোচন।
হনুমানের উপরে করে বাণ বরিষণ।
জাঠি ঝকড়া শেল ফেলে মহাকোপে।
লম্ফ দিয়া হনুমান সকল বাণ লোফে॥
মল্লযুদ্ধ করে বেটা পেলি ধনুক বাণ।*
এক চাপড়ে আজি তোর বধিব পরাণ॥
মায়ারণ করিস বেটা ব্রহ্মার বরে।
এক চাপড়ে তোরে পাঠাব যমঘরে॥
এতেক বলিয়া যুঝে পবননন্দন।
গাছ পাথর বরিষণে ছাইল গগন॥
আকর্ণ পূরিয়া ইন্দ্রজিৎ এড়ে বাণ।
গাছ পাথর কাটিয়া করয়ে খান খান॥
লক্ষ্মণের কানে গিয়া কহে বিভীষণ।
ইন্দ্রজিতে হনুমানে বাজিয়াছে রণ॥
ধায়্যা বিভীষণ কহে লক্ষ্মণের কানে।
হেরো ইন্দ্রজিৎ দেখ মারে হনুমানে॥
ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণে দুহেঁ হইল দরশন।
হাথে ধনুক তর্জ্জন করে বীর লক্ষ্মণ॥
বারে বারে জিনিস বেটা
অগ্নির পায়্যা বর।
দেখাদেখি আজি তোরে পাঠাব যমঘর॥
লক্ষ্মণ যতেক বলে কিছু নাহি শুনে।
গালাগালি দিয়া ভর্ছে খুড়া বিভীষণে॥
কৃত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরাণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল গীত অমৃতসমান॥

সর্ব্ব নষ্ট কৈলা খুড়া নাশিলা গোঁয়াতি।
তোমা হইতে নষ্ট হইল লঙ্কার বসতি॥
ব্রহ্মার বরে তুমি খুড়া বাড়িলা রাক্ষসকুলে।
ধার্ম্মিক বিভীষণ খুড়া সর্ব্বলোকে বলে॥
বাপের সহোদর তুমি বাপের সোঁসর।
বাপের সমান সেবা করিলাম বিস্তর॥
রাক্ষসকুল ছাড়িয়া খুড়া গেলা হে মানুষে।
ভাই ভাইপো খুড়া না থুইলা বংশে॥
লঙ্কার ক্রন্দন খুড়া যেইজন শুনে।
বুক বিদারিয়া সে মরয়ে তখনে॥
রাক্ষসকুল ক্ষয় করিয়া ক্ষমা নাহি মনে।
সন্ধান করিয়া বৈরী আনিলা নিজ স্থানে॥
দুই কুল খাইলা খুড়া হৃদয় নিষ্ঠুর।
তোমা দরশনে পাপ বাড়য়ে প্রচুর॥
নির্গুণ সগুণ হয় তবু সে গোঁয়াতি।
সভে মেলি এক ঠাঞি করিব বসতি॥
পরের কোলে দেখি খুড়া পরম সুন্দরী।
আপন কপালে নাহি কি করিতে পারি॥
পরসেবা করিয়া করিলা বংশনাশ।
কত কাল তোমার নরকে হবে বাস॥
গুরু গর্ব্বিত নাহি মান
ভাইপোয়ের ব্যথা।*
তোমা পুরুষে হবে পঞ্চম অবস্থা॥
লঙ্কার ভোগ ভুঞ্জিয়া খুড়া হইলা বাহির।
রাক্ষসের শাঁপে খুড়া তোমার
পুড়িবে শরীর॥
ভাই ভাইপো বধিলা না থুল্যা এক গুটী।
আমি মাত্র আছিলাম তোমায়
লাগিল ছটফটী॥
খানিক কাল কটক খুড়া গড়ের বাহির কর।
যজ্ঞে পূর্ণা দিয়া যাবৎ নাহি মাগি বর॥
ঝাট গড়ের বাহির কর লক্ষ্মণ মহাবীর।
নহে এই খান্ডায় আজি
কাটিব তোমার শির॥
বিভীষণ বলে বেটা শুন ইন্দ্রজিত।
ভালমতে জান তুমি আমার চরিত॥
রাক্ষসকুলে জন্ম আমার ধর্ম্ম অবতার।
পরদ্রব্য নাহি হরি না করি পরদার॥
তিরাশী লক্ষ দেবকন্যা তোর বাপের ঘরে।
এত স্ত্রী থাকিতে তবু পরদার করে॥
ব্রাহ্মণী হরিয়া আনে শৃঙ্গারের সাধে।
সবংশে মজিল বেটা সেই অপরাধে॥
সর্ব্বকাল না ফলে গাছ সময় পাইলে ফলে।
এতদিনে ফলিল পাপ রাক্ষসের কুলে॥
রাবণের সেবা করিলে কোন্ কার্য্য হইবে।
রঘুনাথের সেবা করিলে ত্রৈলোক্য জিনিবে॥
ধার্ম্মিক লোক যে বলে
অধার্ম্মিক তাহা গঞ্জে।
ধার্ম্মিকের বোল শুনিলে
নানা সুখ ভুঞ্জে॥
ধর্ম্ম বুঝাইতে তোর বাপ
মোরে লাথি মারে।
বৈরীর শরণ লইনু সেই কৃপা করে॥
পাপীর ঔরসে তোর হইল জনম।
কেমনে জানিবে তুমি রাম নারায়ণ॥
তোমার মনেতে রাম মানুষ তপস্বী।
রামের যেমত কর্ম্ম শুনিতে ভয় বাসি॥
পাষাণ হৈয়াছিল গোতমের রমণী।
পদরজে মুক্ত কৈল রাম রঘুমণি।
তাড়কা মারিয়া মুনির ভয় ঘুচাইল।
জনকের ঘরে শিবের ধনুক ভাঙিল॥
বালি রাজার যত বল তোর বাপ জানে।
হেন বালি মারিল রাম এক গোটা বাণে॥
সপ্ততাল পর্ব্বত রাম বাণেতে বিঁধিল।
শতেক যোজন সিন্ধু বন্ধন করিল॥
কেমনে করিবে রণ হেন রামের সনে।
পাপ পূর্ণ হইল কথা নাহি শুনে কানে॥
মরণ নিকট তোমার শুন ইন্দ্রজিত।
গৌরবেতে নাহি দেখ বল বিপরীত॥
অগ্নির বর পাইয়া বেটা জিন বারেবার।
অগ্নির বর ভাইপো না পাইবে আর॥*
সীতা দেবীরে তুমি করিলা উপহাস।
আজি তোরে লক্ষ্মণ বীর করিবে বিনাশ॥
খুড়া ভাইপোয় দুইজনে গালাগালি।
দূরে থাকি শুনেন তাহা লক্ষ্মণ মহাবলী॥
ধাইয়া লক্ষ্মণ বীর গেলেন সত্বর।
ধনুকে টঙ্কার দিল লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধর॥
লক্ষ্মণ বলে ইন্দ্রজিৎ শুন মহাবল।
বারে বারে জিন তুমি পায়্যা অগ্নির বর॥
তোর লাগিয়া সাজ্যা আইলাম
ভিতর আওয়াসে।
কাটিয়া ফেলিব তোমা চক্ষুর নিমিষে॥
আজিকার দিনে তোর কাটিব যে মাথা।
বাপের আগে না কহিবে সংগ্রামের কথা॥

তোমারে মারিতে আজ্ঞা করিলা শ্রীরাম।
লঙ্কার ভিতর পাঠাইল
লৈতে তোমার প্রাণ॥
লক্ষ্মণের বোলে ইন্দ্রজিৎ কোপে জ্বলে।
মেঘের গর্জ্জনে বীর নিষ্ঠুর কথা বলে॥
রাত্রিদিন তোর ভাই সীতা লাগিয়া ঝুরে।
তুঞি মরিবে কাঁদিবে দুইজনের তরে॥
তোয় মোয় রণ আনে নাহি প্রয়োজন।
কে মরে কে জিয়ে আজি দেখিবে দেবগণ॥
এত যদি দুইজনে হইল গালাগালি।
দুইজনে যুদ্ধ করে দুহেঁ মহাবলী॥
*ধনুক টঙ্কারি আইলা রাবণ কোঙর।
দুই বীরে মহাযুদ্ধ হইলা বিস্তর॥*
কোপ করিয়া বাণ এড়ে রাবণ কোঙর।
সর্ব্বাঙ্গ ফুটিয়া লক্ষ্মণ হইল জর্জ্জর॥
সকল শরীরে বাণ লক্ষ্মণের নাহি অবকাশ।
ফাঁফর হইলা লক্ষ্মণ পাইলা বড় ক্লেশ॥
কোমল শরীর লক্ষ্মণের ত্রাসিত বিভীষণে।
বানর কটক লৈয়া বীর প্রবেশিল রণে॥
বিভীষণ বলে বানর সাহসে কর ভর।
একচাপ হৈয়া মার রাবণকোঙর॥
খুড়া হৈয়া আমি
ভাইপোয়ের মৃত্যু চাহি।
অপযশ অপকীর্ত্তি রামের লাগিয়া সহি॥
ইন্দ্রজিৎ মারিলে আজি কালি রাবণ জিনি।
সাগর তরিলে কি করিবে
গোক্ষুরের পানি॥
নীল সেনাপতি যুঝে হৈয়া আগুয়ান।
চৌরাশী হাজার রাক্ষসের বধিলেক প্রাণ॥
নল সেনাপতি তবে প্রবেশিলা রণে।
ষাটি হাজার রাক্ষসের বধিলেক প্রাণে॥
তার পাছে বিভীষণ ধনুক ধরিয়া যুঝে।
পঞ্চাশ কোটি রাক্ষস মারে
সংগ্রামের মাঝে॥
কুপিল ইন্দ্রজিৎ বীর দেখিয়া বিভীষণ।
বিভীষণের উপরে করে বাণ বরিষণ॥
কুপিয়া ইন্দ্রজিৎ এড়ে অগ্নিবাণ।
বরুণ বাণে বিভীষণ করিল নির্ব্বাণ॥
ইন্দ্রজিৎ বলে শুন খুড়া বিভীষণ।
এইক্ষণে খুড়া তোর বধিব জীবন॥
ঘরের সন্ধান বার্ত্তা কহিল রামের সনে।
আমার মরণকথা কহিল লক্ষ্মণে॥
আমি মৈলে কত সুখ তুমি পাইবে মনে।
তোমা সম পাপী নাহি এ তিন ভুবনে॥
তোমার প্রসাদে খুড়া রহে তো জীবন।
দুয়ার ছাড়িয়া তুমি করহ গমন॥
বিভীষণ বলে শুন কুমার ইন্দ্রজিত।
তোমার মরণে আমার হয় বড় প্রীত॥
অহর্নিশি তোমার আমি চিন্তিয়ে মরণ।
আর ঘরে না যাইবে রাবণনন্দন॥
বিভীষণের বোল শুনি ইন্দ্রজিৎ রোষে।
বিভীষণ বধিতে কত বাণ বরিষে॥
অস্ত্র দেখিয়া ত্রাস পাইল বিভীষণ।
ডাকিয়া বলয়ে প্রাণ রাখ ঠাকুর লক্ষ্মণ॥
বিভীষণ রাখিতে লক্ষ্মণ হইলা আগুয়ান।
অস্ত্র কাটিয়া বিভীষণের কৈলা পরিত্রাণ॥
আর বাণ লৈয়া লক্ষ্মণ পুরিয়া সন্ধান।
ইন্দ্রজিতের ধনুক কাটি করিল দুইখান॥
ধনু কাটা গেল বীর পাইল তরাস।
লম্ফ দিয়া ইন্দ্রজিৎ উঠিল আকাশ॥
পলাইয়া যাইতে চাহে রাবণনন্দন।
পথে হনুমান সনে হইল দরশন॥
পর্ব্বত লৈয়া ধায় বীর হনুমান।
পলাইল ইন্দ্রজিৎ লইয়া পরাণ॥
পাতালের পথে যায় রাবণনন্দন।
তথা জাম্বুবান সহ হইল দরশন॥
প্রাণ লৈয়া পলায় কুমার ইন্দ্রজিত।
দ্বারে বিভীষণ দেখ্যা পাইল বড় ভীত॥
ডাক দিয়া লক্ষ্মণেরে বলে বিভীষণ।
এই ভাইপোয়ের তুমি বধহ জীবন॥
শুনিয়া লক্ষ্মণ বীর হইলা আগুয়ান।
মন্ত্র পড়িয়া হাথে নিল ব্রহ্মঅস্ত্র বাণ॥
যদি রঘুনাথ হন বিষ্ণু অবতার।
তবে ইন্দ্রজিৎ তুমি করিবে সংহার॥
যদি লক্ষ্মী হয়েন সীতা জনকনন্দিনী।
তবে ইন্দ্রজিতের তুমি বধিবে পরাণি॥
আমি স্বরূপেতে রামের যদি হই দাস।
তবে ইন্দ্রজিতে তুমি করিহ বিনাশ॥
বাণ এড়িলেন লক্ষ্মণ পুরিয়া সন্ধান।
ব্রহ্মঅস্ত্রে ইন্দ্রজিৎ হইলা দুইখান॥
মাথায় মুকুট লোটায় কর্ণের কুণ্ডল।
ইন্দ্রজিতের মাথা লোটায় ভূমিতল॥
ইন্দ্রজিৎ পড়িল রাক্ষস ভঙ্গ পড়ে।
ধাইয়া বানর কটক রাক্ষসেরে বেড়ে॥

ত্রাস পায়্যা পলায় রাক্ষস গণিয়া প্রমাদ।
রণস্থলে বানর কটক ছাড়ে সিংহনাদ॥
ইন্দ্রজিতের মাথার উপর বানর সভ চড়ি।
কাটা মাথার উপরে বানর মারয়ে বাড়ি॥
জিয়ন্তে না পারে বানর মরার উপর খাণ্ডা।
ইন্দ্রজিতের মাথা বানর
লাথিতে করে গুণ্ডা॥
কৃত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরাণ।
লঙ্কাকাণ্ডে ইন্দ্রজিৎবধ উপাখ্যান॥

পটমঞ্জরী রাগ

হাথে ধনুক বাণ ত্রিভুবন কম্পবান
যাহার নামে পৃথিবী ফাটে।
ত্রিভুবনে যত বীর ডরে কেহো নহে স্থির
দেবগণ যার ঘরে খাটে॥
হেন বীর পড়িল রণে জয় জয় দেবগণে
গন্ধর্ব্বের গীত নাচন।
শুনি সভ জয়ধ্বনি রাম জয় শব্দ শুনি
চারি ভিতে পুষ্প বরিষণ॥
ইন্দ্রজিতের মরণ দেখিয়া যে দেবগণ
সুরপুরী হইলা আনন্দিত।
লক্ষ্মণে করিল স্তুতি তুমি কৈলা অব্যাহতি
ত্রিভুবনের ঘুচাইলা ভীত॥
আজি হইতে পাইল সুখ ঘুচিল সকল দুখ
নিশ্চিন্তে রহিল কুতূহলে।
যত ইন্দ্র অপসরা করে লৈয়া সপ্তস্বরা
সুরপুরী করয়ে মঙ্গলে॥
ইন্দ্র তথা ঝাট হৈয়া সঙ্গে দেবগণ লৈয়া
লক্ষ্মণে বলেন যোড় হাথে।
মার রাজা লঙ্কেশ্বর ঘুচাহ আমার ডর
উদ্ধার করহ রঘুনাথে॥
আমি ইন্দ্র সুরপতি মোর শুন দুর্গতি
বাঁধিয়া আনিল নাগপাশে।
মোরে করি পরাজিত নাম ধরে ইন্দ্রজিৎ
মেঘনাদ নাম সভে ঘোষে॥
হৈল মোর সম্মান বধিলা তাহার প্রাণ
খণ্ডাইলা যত মোর ডর।
আজি শুভদিন হৈল ইন্দ্রজিৎ বীর মৈল
রঘুবংশে তুমি ধনুর্দ্ধর॥
পুষ্প বরিষণ করি ইন্দ্র যায় সুরপুরী
দেবগণের হৃদয়ে উল্লাস।
ত্রিভুবনে যত বৈরী লক্ষ্মণ তাহারে মারি
নাচাড়ি রচিল কৃত্তিবাস॥

কটক লৈয়া বাহির হইলা লঙ্কার বিহন্দে।
দুই হাথ তুল্যা দিলা দুই বীরের কান্ধে॥*
লঙ্কা হইতে লক্ষ্মণ বীর হইলা বাহির।
সিংহনাদ ছাড়ে বানর শুনিতে গভীর॥
আওয়াস ভিতর পাঠাইয়া শ্রীরাম চিন্তিত।
মায়াযুদ্ধে ভাইকে পাছে মারে ইন্দ্রজিত॥
এতেক চিন্তিয়া পথ চাহেন ঘনে ঘন।
হেনকালে রামের আগে আইলা লক্ষ্মণ।
রামের চরণে লক্ষ্মণ করিলা প্রণাম।
আশীর্ব্বাদ দিয়া কোলে কৈলা শ্রীরাম॥
ঘর্ম্ম দেখিলেন রাম লক্ষ্মণের অঙ্গেতে।
ইন্দ্রজিৎ পড়িয়াছে না লয় মোর চিতে॥
বিভীষণ বলেন গোসাঞি শুন যু
ইন্দ্রজিৎ মারিয়া লক্ষ্মণ
কৈলা আগুসার॥

পটমঞ্জরী রাগ

জিনি রিপু পরচণ্ড রাম করে কোদণ্ড
কর্পূরে তাম্বুল করি মুখে।
পুলকে পূরিত তুণ্ড বাজে নানা বাদ্যভাণ্ড
উল্লসিত বানর কটকে॥
রাক্ষসগণে জিনি রঙ্গে সংগ্রামের বেশ অঙ্গে
সঙ্গাতি যতেক মহাবীর।
সুকোমল শরীর তাহে পড়ে রুধির
রণশ্রমে গতি ধীরে ধীর॥
শুনি জয় সংগ্রাম কৌতুকে নাচেন রাম
লক্ষ্মণ বধিল ইন্দ্রজিতা।
সাগর তরিলা হেলে কি করে গোক্ষুর জলে
রাবণ বধিলে পাব সীতা॥
লক্ষ্মণ করিলা প্রণাম যত কৈলা সংগ্রাম
শুনিয়া কৌতুকী হইলা রাম।
বৈরিকুলে উৎপত্তি ধর্ম্মে বিভীষণের মতি
কহিল লক্ষ্মণের গুণগ্রাম॥
শুনিয়া লক্ষ্মণের রণ রাম দিলা আলিঙ্গন
ললাটে চুম্বন দিল ভাই।
লইল মাথার ঘ্রাণ চুম্বিল ধনুকবাণ
তোমা বিনে আর নাহি ভাই॥

সঙ্গে সভ কপিগণ   নৃত্য করে ঘনে ঘন
পদভরে কাঁপে নাগপুর।
ত্রিভুবনে যত অরি   তাহারে লক্ষ্মণ মারি
আনন্দিত হইল সুরপুর॥
সর্ব্বসেনা লৈয়া সঙ্গে   সুগ্রীব নাচেন রঙ্গে
লৈয়া সকল অধিকার।
মারিয়া যে ইন্দ্রজিৎ   দূর কৈলা সুরভীত
এ সপ্ত সাগরে হৈলা পার॥
লক্ষ্মণে করিয়া স্তুতি   তুমি কৈলা অব্যাহতি
ক্ষিতিতলে রাখিলা ঘোষণা।
ত্রিভুবনে যত বৈসে   নাম শুনি পায় ত্রাসে
ইন্দ্রজিৎ জিনিবে কোন্‌জনা॥
পশুপতি প্রজাপতি   সুরপতি করে স্তুতি
ত্রিভুবনের খণ্ডাইলা ত্রাস।
লক্ষ্মণ সানন্দমতি   কোল দিলা রঘুপতি
নাচাড়ি রচিল কৃত্তিবাস॥

রাম বলেন সুষেণ তুমি বৈদ্যপ্রধান।
লক্ষ্মণের গায় কথ ফুটিয়াছে বাণ॥
বাণের ফলা রহিয়াছে শরীর ভিতর।
কেমনে সহিবে জ্বালা শরীর জর্জ্জর॥
ইন্দ্রজিৎ মারিয়া ভাই রাখিলা দেবগণে।
সীতা উদ্ধারিল মোর ভাই সে লক্ষ্মণে॥
হেন ভাইর গায় আছে অস্ত্র গাদি গাদি।
মন্ত্র পড়িয়া সুষেণ বেজ দিলেন ঔষধি॥
ঔষধের গন্ধ তার শরীরে প্রবেশে।
দুই লক্ষ বাণের ফলা শরীর হইতে খসে॥
আর এক ঔষধ লক্ষ্মণ গায় করিল লেপন।
সুন্দর শরীর হইল প্রসন্ন বদন॥
ধন্য ধন্য শ্রীরাম সুষেণেরে বলি।
সুষেণ উঠিয়া তাঁর নিল পদধূলি॥
লক্ষ্মণ শরীর সুস্থ হইল যত বানরগণ।
সভে মেলি বন্দিলেক রঘুনাথের চরণ॥
বীরভাগ দৃঢ় হইল রামের প্রসাদে।
রাম জয় করিয়া বানর ছাড়ে সিংহনাদে।
বিহান বেলা হইল ইন্দ্রজিতের মরণ।
দুই প্রহর বেলায় বার্ত্তা পাইল রাবণ॥
বড় বড় পাত্র যারা সভে ঘুষে যশ।
ইন্দ্রজিতের মরণ কহিতে না করে সাহস॥
বিদ্যুন্মালী রাক্ষস ধায় আদুড় চুলি।
রাবণে কহিল গিয়া করিয়া অঞ্জলি॥
*পাপিষ্ঠ বিভীষণের কথা করহ শ্রবণ।
যজ্ঞস্থানে ভেদ করি আনিলা লক্ষ্মণ॥*
দেখিল শুনিল গোসাঞি কহিতে ভয় করি।
ইন্দ্রজিত পড়িল মজিল লঙ্কাপুরী॥
শুনিয়া রাবণ রাজা হৈলা অচেতন।
সিংহাসন হইতে রাজা পড়ে ততক্ষণ॥
যুবরাজ পুত্র তুমি লঙ্কার অধিকারী।
রাবণ হেন বাপ তোমার মাতা মন্দোদরী॥
তোমার বাণে মেরু মন্দার নাহি ধরে টান।
মানুষের বাণে পুত্র হারাইলা প্রাণ॥
কুম্ভকর্ণের শোক মোর সম্ভাইল বুকে।
আজি রাবণ রাজা মরিল তোমা পুত্রশোকে॥
বংশনাশ করিল মোর ভাই বিভীষণ।
ঘরের সন্ধান যত কৈল বিবরণ॥
স্থির করিল রাজারে সভ পাত্র মন্ত্রী ধরি।
ইন্দ্রজিৎ পড়িল বার্ত্তা পাইল মন্দোদরী॥
পুত্রশোকে মন্দোদরী হইলা মূর্চ্ছিত।
অচেতন দেখিয়া সভে হইলা চিন্তিত॥
চেতন পাইয়া রাণী ডাকে ইন্দ্রজিত।
দশ হাজার সতিনী বেড়িল চারিভিত॥
কৃত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরাণ।
লঙ্কাকাণ্ডে মন্দোদরীর
ক্রন্দন উপাখ্যান॥

নানাবিধ উপহারে   পূজিলাম মহেশ্বরে
তোমা পুত্র ধরিলাম উদরে।
জন্মমাত্র মেঘনাদ   ত্রিভুবনে বিসম্বাদ
হেন পুত্র মানুষেতে মারে॥
কি আর বসতি বাস   জীবনে কি আর আশ
কি করিবে ছত্র নবদণ্ড।
কি আর পুষ্পক রথ   বীরভাগ আর যত
তোমা বিনে সভ লণ্ডভণ্ড॥
হা হা পুত্র মেঘনাদ   হইল বড় পরমাদ
আজি সে মজিল লঙ্কাপুরী।
শচী সঙ্গে সুরপতি   সুখেতে করিবে স্থিতি
হরষিত দেবের নগরী॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু পুরন্দর   হরষিত মহেশ্বর
দেখিয়া সভে লঙ্কার দুর্গতি।
যখন পুত্র যজ্ঞ করে   ত্রিভুবন কাঁপে ডরে
দেবগণ পলায় চারিভিতি॥

হেন পুত্র মরে যার সকল অসার তার
হা হা পুত্র কি মোর জীবনে।
ইন্দ্র আদি দেবগণে জিনে পুত্র ত্রিভুবনে
কেহো স্থির নহে তোমার বাণে॥
পাপিষ্ঠ যে বিভীষণে শত্রু আনে যজ্ঞস্থানে
তে কারণে মারিল লক্ষ্মণে।
ঘরের সন্ধান যত কহিল রামেরে তত্ত্ব
লঙ্কা মজাইল বিভীষণে॥
বাছিয়া যে সুন্দরী বিভা করাইলু নারী
জিনিয়া আনিলা নানা ধাড়ি।
প্রথম যৌবনে বিভা কৈলু যত জনে
নয় হাজার বধূ কৈলা রাঁড়ি॥
অযোনিসম্ভবা নারী শ্রীরামের সুন্দরী
হরিয়া আনিল তোর বাপে।
সেই নারী পতিব্রতা ব্যর্থ নহে তার কথা
লঙ্কা যে মজিল তার শাপে॥
রাজা হৈয়া দুরাচারী হরিলা পরের নারী
তার শাপে পুত্র মোর মরে।
যত যত বীর ছিল রণে সভ হত হইল
কি লৈয়া বাহির হয় ঘরে॥
শ্রীরামের রূপ ধরি সংগ্রামে আইলা হরি
রাক্ষসেরে করিতে বিনাশ।
জানকীর পতি গতি অন্য নাহি নহে মতি
নাচাড়ি রচিল কৃত্তিবাস॥

পুত্রশোকে মন্দোদরী করিছে ক্রন্দন।
শুনিয়া রাবণ রাজা হইল অচেতন॥
ভূমে লোটায় রাবণ রাজা আউদুড় চুলি।
পুত্র পুত্র বলি রাজা হইল ব্যাকুলি॥
অচেতন হইল রাজা নাহিক চেতন।
পাত্রমিত্র কাঁদে আর যত পুরীজন॥
অনাথ হইল আজি কনক লঙ্কাপুরী।
পুত্র পুত্র বলিয়া কাঁদে রাণী মন্দোদরী॥
অচেতন রাবণের নাহিক সম্বিধ।
চেতন পাইলে রাজা ডাকে ইন্দ্রজিত॥
রাবণ বলে মন্দোদরী শুন সাবধানে।
প্রাণ ধরিতে নারি ইন্দ্রজিতের মরণে॥
আজি হইতে শূন্য হইল
কনকপুরী লঙ্কা।
আজি হৈতে দেবগণে
মোর হইল শঙ্কা॥
আজি হৈতে সুখে নিদ্রা যাউক সুরপতি।
আজি মজিল তবে লঙ্কার বসতি॥
পুত্রবধূর ক্রন্দন শুনি নিকষা চিন্তিত।
ত্রিজটা সহিত আইলা তথায় ত্বরিত॥
হেন সময় কাঁদ পুত্র লোকে উপহাস।
তোমার ক্রন্দনে শত্রু পাইবেক আশ॥
সীতা দিতে কহিল তোমায় রাক্ষস বিভীষণ।
অপমান কৈলা হইল লাথির ভাজন॥
বংশনাশ করিয়া কেন করহ ক্রন্দন।
ভণ্ড তপস্বী নহে রাম দেব নারায়ণ॥
ধন্য বিভীষণ রামের পশিল শরণ।
আপনার দোষে তুমি মরিলা রাবণ॥
এক যুক্তি বলি আমি শুন সাবধানে।
অকস্মাৎ এক কথা হইল স্মরণে॥
দিগ্‌বিজয় করিতে যখন
গিয়াছিলা পাতাল।
দানবকন্যার পুত্র হৈল বিক্রমে বিশাল॥
মহীরাবণ নাম তার সর্ব্বলোকে জানি।
ইন্দ্রজিৎ অধিক তারে ধনুকে বাখানি॥
আমার বাক্য শুন পুত্র করহ স্মরণ।
মহী আইলে মারিবেক শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
মায়ের কথা শুনিয়া রাবণ হরষিত মন।
উঠিয়া করিল মায়ের চরণবন্দন॥
সিংহাসনে বসিলা তবে রাজা দশানন।
সঙ্কটে মহীকে রাজা করিল স্মরণ॥
বারেক আসিয়া পুত্র দেহ দরশন।
ইন্দ্রজিতের শোকে আমার
না রহে জীবন॥
বংশনাশ করিল মোর নরবানরগণ।
আমার এ রাজ্য রাখ রাখ সিংহাসন॥
তেজিয়া কাঞ্চনপুরী দেহ দরশন।
বাপ পোয় একত্রেতে করি গিয়া রণ॥
এক চিত্তে রাবণ রাজা করয়ে স্মরণ।
টলমল করে ওথা মহীর সিংহাসন॥
কপালে টঙ্কার তার পড়িল ততক্ষণে।
ভদ্রকালী স্মরিয়া বসিলা ধেয়ানে॥
মন্ত্র জপিয়া বীর চিন্তিল সকল।
কি কারণে কম্পমান-আসন টলমল॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালপুরী করিল গণন।
লঙ্কাপুরীতে বাপ মোর করয়ে স্মরণ॥
নরবানর সনে হইল রণ বিপরীত।
লক্ষ্মণের বাণেতে পড়িল ইন্দ্রজিত॥

কাতর হইয়া বাপ করয়ে স্মরণ।
পাত্রমিত্রে রাজ্যখান কৈল সমর্পণ॥
ভদ্রকালীর ঘরে মহী দিল দরশন।
প্রদক্ষিণ হৈয়া দেবীর বন্দিলা চরণ॥
করযোড়ে বলে মহী দেবীর গোচর।
লঙ্কায় স্মরণ করে মোর বাপ লঙ্কেশ্বর॥
প্রলয় হৈয়াছে বাপের সংশয় জীবন।
মেলানি আমারে দেহ করি নিবেদন॥
হাসিয়া বিদায় দেহ দেবী ভদ্রকালী।
বাপের শত্রু রাম লক্ষ্মণ তোমারে দিব বলি॥
কৃত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরাণ।
লঙ্কাকাণ্ডে ভদ্রকালী হাস্য বদন॥

হাসিয়া মহীকে দেবী দিলেন মেলানি।
কাঞ্চনপুরীতে পড়ে জয় জয় ধ্বনি॥
পাত্রমিত্রে রাজ্য তবে কৈল সমর্পণ।
দেবীর চরণ বন্দিয়া মহী করিলা গমন॥
কাঞ্চনপুরীতে পড়ে জয় জয়কার।
সুড়ঙ্গ করিয়া উঠে ভেজিয়া পাতাল॥
আচম্বিতে হৈল তথা সুড়ঙ্গের পথ।
পাতাল ভেজিয়া উঠে যেমত পর্ব্বত॥
লঙ্কার দ্বারে উঠিল তবে রাবণনন্দন।
লঙ্কা বেড়িয়া আছয়ে যত বানরগণ॥
দ্বারে হইতে দেখে মহী রাক্ষস বিভীষণ।
বানরের সহিত কেন খুড়ার মিলন॥
মহী বলে আগে রাজার বন্দিব চরণ।
তবে সে জানিব আমি সভ বিবরণ॥
এত বিচারিয়া মহী চলিলা সত্বর।
উত্তরিল গিয়া যথা রাজা লঙ্কেশ্বর॥
প্রণাম করিল বীর বাপের চরণে।
পুত্র কোলে করিয়া কাঁদে রাজা দশাননে॥
স্ত্রীপুরুষ কান্দে যত রাবণের নারী।
পুত্র কোলে করিয়া কাঁদে রাণী মন্দোদরী॥
মহীরাবণ বলে এত কোন্ পরমাদ।
আচম্বিতে তোমরা কেন করহ বিষাদ॥
এতেক বচনে তবে রাবণ রাজা বলে।
সর্ব্বাঙ্গ তিতিল রাজার নয়নের জলে॥
চক্ষুর লোহ মুছিয়া হৈল সচেতন।
একে একে রাজা কহে সভ বিবরণ॥

সূর্য্যবংশে ছিল রাজা দশরথ নাম।
তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নাম ধরয়ে শ্রীরাম॥
দুই স্ত্রীর বেটা তারে খেদাড়িল বাপে।*
রাজ্য না পাইয়া বনে বেড়ায় নানা তাপে॥
পঞ্চবটী বনে বৈসে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
শূর্পণখা ভগ্নী গেলা তার দরশন।
ভালমতে জান শূর্পণখার চরিত।
লোকধর্ম্ম না মানে রাঁড়ি বলে বিপরীত॥
সেই রাঁড়ির নাক কান কাটিল লক্ষ্মণ।
চৌদ্দ সহস্র রাক্ষস মারে খর দূষণ॥
পাত্র লৈয়া আমি ছিলাম লঙ্কাপুরী।
হেনকালে রাণ্ডি আইল মোর বরাবরি॥
ক্রন্দন করিয়া মোরে কহিল সকল।
রাম লক্ষ্মণ বনে আইলা দুই মহাবল॥
দশরথের পুত্র তারা হইয়াছে তপস্বী।
সঙ্গে করি আনিয়াছে পরম রূপসী॥
সে হেন সুন্দরী রাজা তোরে ভাল সাজে।
সীতাকে আনিবে যদি থাক তার কাজে॥
ভুলিল আমার মন রাণ্ডিব বচনে।
রথে চড়ি গেলাম আমি মারীচ সদনে॥
মারীচ রাক্ষস মায়া ধরিল বিস্তর।
রত্নমৃগ হৈয়া গেল রামের গোচর॥
মায়া পাতি মৃগ গেল রাম বরাবরি।
সীতা লৈয়া আমি আইলাম কনক লঙ্কাপুরী॥
বনে সীতা চাহিয়া বুলে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
পর্ব্বতে সুগ্রীব সনে হইল দরশন॥
বালির ডরে সুগ্রীব আছিলা দেশান্তরী।
বালি মারিয়া সুগ্রীবে শ্রীরাম রাজা করি॥
রাম লক্ষ্মণ দুই বেটা ভণ্ড তপস্বী।
এতেক বানর তার কোথা হইতে আসি॥
সীতার বার্ত্তা জানিবারে পাঠাইল চর।
লঙ্কা পোড়াইল মোর হনুমান বানর॥
নেউটিয়া গেল তথা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
বিভীষণ রামে গিয়া লইল শরণ॥
বড়াই ছাড়িল সাগর মানুষের আগে।
আপনার বন্ধন আপনি গিয়া মাগে॥
সাগর বাঁধিয়া রাম কটক কৈল পার।
লঙ্কা লৈয়া পড়িল বাপু ঘোর মহামার॥
ধূম্রাক্ষ অকম্পন পড়িল বজ্রদন্ত।
কত সেনা পড়িল তার নাহি অন্ত॥

কুম্ভকর্ণ দেবান্তক প্রহস্ত মহাবীর।
নরান্তক ত্রিশিরা আর অতিকায় বীর॥
ইন্দ্র সুরপতি পুত্র করিল বন্ধন।
হেন পুত্র মারিলেক বীর লক্ষ্মণ॥
আজি হইতে রাজ্য তোমায়
করিলু সমর্পণ।
ব্রহ্মার বচন দৈবে হইল স্মরণ॥
রাম লক্ষ্মণ মারিয়া ঘুচাহ হৃদের শাল।
লঙ্কাপুরী রাজ্য বাপু কর চিরকাল॥
মহী বলে খুড়াকে দেখিলু বানরের ভিতর।
খুড়ার মন্ত্রণায় তোমার মৈল সহোদর॥
অমর হইতে ব্রহ্মা নাহি দিল বর।
বংশনাশ হেতু আইল এ নরবানর॥
দেবরূপ বানর সভ রাম নারায়ণ।
সেই হেতু গিয়াছে তথা খুড়া বিভীষণ॥
এখন কাতর হৈলে ধর্ম্মে নাহি তরি।
তোমার শত্রু লৈয়া যাব রসাতলপুরী॥
শুভ দৃষ্টে চাহ বাপা দেহ পদধূলি।
রাম লক্ষ্মণ লৈয়া ভদ্রকালীকে দিব বলি॥
কৃত্তিবাসের কবিত্ব সংসারে বিদিত।
কুস্বপ্ন দেখিয়া বিভীষণ উঠে আচম্বিত॥

শ্রীরাম বলেন শুন রাক্ষস বিভীষণ।
বাম হস্ত বাম চক্ষু কাঁপে ঘনে ঘন॥
কালিকার যুদ্ধেতে পড়িলা ইন্দ্রজিত।
আজিকার দিন মিত দেখি বিপরীত॥
আপনা পাসরে রাজা ইন্দ্রজিতের বধে।
নাহি জানি কোন্ কর্ম্ম
করে আসি ক্রোধে॥*
চর পাঠাইয়া জান কি করে রাবণ।
এখন সীতা দিয়া মোরে পসুক শরণ॥
এতেক বলিল যদি দেব রঘুনাথ।
বলিতে লাগিল বিভীষণ যোড় করি হাথ॥
সীতা দিতে রাবণে বলিলু বিস্তর।
তোঁঞি অপমান পাইলু সভার ভিতর॥
নিঃশব্দে আছয়ে রাজা না বুঝি মন্ত্রণা।
অকস্মাৎ আসি পাছে রণে দেয় হানা॥
ভীম অনল আর রাক্ষস সম্পাতি।
পক্ষ হৈয়া লঙ্কায় চলহ শীঘ্রগতি॥
চলিলা যে তিন বীর রাজার আদেশে।
লঙ্কায় প্রবেশ কৈল চক্ষুর নিমিষে॥
দূরে হইতে রাবণেরে করে নিরীক্ষণ।
মহী পুত্র সনে কথা কহে দশানন॥
মহীরাবণ বলে পিতা কারে তোমার ডর।
রামলক্ষ্মণ লৈয়া যাব পাতাল ভিতর॥
কাঞ্চনপুরেতে আছে দেবী ভদ্রকালী।
রামলক্ষ্মণ লইয়া তাহাঁরে দিব বলি॥
এত শুনি তিন বীরের উড়িল জীবন।
পলাইয়া গেল যথা আছে বিভীষণ॥
মহী সঙ্গে কথা কহে রাজা লঙ্কেশ্বর।
বড় মন্ত্রণা গোসাঞি শুনিলু উত্তর॥
শুনিয়া যে বিভীষণের উড়িল জীবন।
শ্রীরামের কাছে গেলা লৈয়া তিনজন॥
সুগ্রীব রাজা শুন আর বানর সেনাপতি।
সুষেণ জাম্বুবান শুন যত যোদ্ধাপতি॥
যোড়হাথে বলি শুন কমললোচন।
লক্ষ্মণ বীর শুন আর পবননন্দন॥
ইন্দ্রজিৎ মারিয়া সভে হইলা হরষিত।
যমের দোসর বীর আইল আচম্বিত॥
সাবধানে রাখ আজি শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
ভাইর শোকে রণে আইল মহীরাবণ॥
ব্রহ্মমন্ত্রবিদ্যা জানে ব্রহ্মার বরে।
অন্তরীক্ষে লৈয়া যায় পাতাল ভিতরে॥
অমরনগরে শচী সঙ্গে থাকে পুরন্দর।
শচী লৈয়া যাইতে পারে পাতাল ভিতর॥
মহীরাবণ আইল গোসাঞি
কহিলু নিশ্চয়।
সত্য করি কহিলু লঙ্কা নহিল জয়॥
সাবধানে আজি রাত্রি রাখ বানরগণ।
লুকাইয়া রাখ লৈয়া ভাই দুইজন॥
কৃত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরাণ।
মহীরাবণের কথায় ত্রাসিত হনুমান॥

ধুয়া
জয় রঘুনন্দন জয় রঘুবীর।
অভিনব রতিপতি বিভোগ শরীর॥

এত যদি বলিল রাক্ষস বিভীষণ।
বলিতে লাগিলা রাম কমললোচন॥
আপন ঘরের বার্ত্তা জানহ নিশ্চয়।
এই মন্ত্রণা কর যেন লঙ্কা হয় জয়॥

কোন বীর আইলা রণে কিবা তার নাম।
ইন্দ্রজিৎ অধিক তার কিসের বাখান॥
এতদিন কোথা ছিল সেই মহাবীর।
তার সনে রণ করে হেন নাহি বীর॥
এতেক বলিলা যদি দেব রঘুনাথ।
বিভীষণ বলে তবে যুড়ি দুই হাথ॥
পূর্ব্ব কথা কহি গোসাঞি কর অবধান।
রাবণের পুত্র মহীরাবণ তার নাম॥
মহীর জন্মের কথা অপূর্ব্ব কথন।
গন্ধর্ব্বের নৃত্য দেখিতে আইলা দেবগণ॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ বসিলা সারি সারি।
গন্ধর্ব্বেতে গীত গায় নাচে বিদ্যাধরী॥
মোহিনীর রূপ দেখিতে দেবতার রঙ্গ।
আচম্বিতে শক্রধনুর তাল হইল ভঙ্গ।
কোপ করিয়া বলেন ব্রহ্মা দেখিয়া গন্ধর্ব্ব।
মোর আগে নৃত্য করিতে তোর হইল গর্ব্ব॥
আমি নৃত্য দেখি তোর হইল পাপমতি।
পাপী হৈয়া জন্ম গিয়া পাপীর সংহতি॥
যাওরে পাপিষ্ঠা তুমি পৃথিবী ভিতরে।
রাক্ষস হৈয়া জন্ম গিয়া রাবণের ঘরে॥
অযোনিসম্ভব তোমার মহী হবে নাম।
মদ মাংস খাবে তুমি পাতালে বিশ্রাম॥
এত শাপ তারে যদি দিল প্রজাপতি।
যোড় হাথ করিয়া রাক্ষস কৈল স্তুতি॥
তুমি শাপ দিলা প্রভু ইহা নহে আন।
কত কাল বই আমি স্বর্গে পাব স্থান॥
বিশ্রবার পুত্র রাবণ লঙ্কার অধিকারী।
তার পুত্র হৈয়া থাকিবে কাঞ্চন নগরী॥
যতকাল থাকিবেক রাবণ সম্পদ।
ততকাল নহিবেক তোমার আপদ॥
এতেক বলিয়া তবে গেলা দেবগণ।
পৃথিবীতে শক্রধনুর হইল জনম॥
দিগ্‌বিজয় করিতে যবে গেলা দশানন।
তথা উর্ব্বশীর সঙ্গে হইল দরশন॥
রাবণ দেখিয়া উর্ব্বশী পলায় ত্বরিতে।
রাবণের বীর্য্য খসি পড়িল ভূমিতে॥
রাবণের বীর্য্য খসি ভূমেতে পড়িল।
সেই বীর্য্যে শক্রধনু জনম লভিল॥
মহাবেগে সেই বীর্য্য ভূমেতে পড়িল।
তে কারণে মহীরাবণ নাম তার হৈল॥
পুত্র কোলে করি রাবণ লঙ্কাপুরী আইল।
ইন্দ্রজিৎ অধিক মন্দোদরী সে পালিল॥

*কথো দিনে মহীরাবণ হইলা যৌবন।
পুত্র দেখি হরষিত রাজা দশানন॥
রাবণ বলে আমি হৈলাম
লঙ্কার অধিকারী।*
তোমারে করিব রাজা কাঞ্চন নগরী॥
ছত্র দণ্ড দিল আর কনক রত্নমাল।
বাপের চরণ বন্দিয়া মহী গেলেন পাতাল॥
পুত্রেরে মেলানি দিল রাজা দশানন।
মহী বলে বিপত্তিতে করিহ স্মরণ॥
অবশ্য তোমার আমি করিব উপকার।
চলিলা পাতালপুরে আনন্দ অপার॥
কাঞ্চনপুরীতে মহী হইল অধিকারী।
যাহার সেবায় তুষ্ট হইলা ভদ্রকালী॥
ইন্দ্রজিৎ বীর কালি মারিল লক্ষ্মণ।
সঙ্কটে মহীকে রাজা করিল স্মরণ॥
পাতাল তেজিয়া মহী
আইল বাপের স্থানে।
কোন্ মায়া করিয়া আইসে হও সাবধানে॥
অশেষ মায়া জানে সেই ব্রহ্মার বরে।
তাহার মায়াতে স্থির নহে হরিহরে॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র শুন হেরম্ব দুর্জ্জন।
জাম্বুবান সুষেণ শুন পবননন্দন॥
ইন্দ্রজাল দধিপাল শুন শতবলি।
কুমুদ অঞ্জন শুন বানর কেশরী॥
গয় গবাক্ষ শুন গন্ধমাদন।
অবধানে শুন বাপু পবননন্দন॥
তোমার বিক্রম বাপু ত্রিভুবনে জানি।
ত্রিভুবনে থাকিবেক যশের কাহিনী॥
সুগ্রীবের কোলে থাকুন কমললোচন।
অঙ্গদের কোলে থাকুন বীর লক্ষ্মণ॥
বড় বড় বানর থাকুন দুহাঁর সংহতি।
ভালমতে জাগিহ তবে চারি প্রহর রাতি॥
এতেক যদি বিভীষণ বলিল বচন।
শুনি চমকিত হইল সভ বানরগণ॥
ডরাইল সুগ্রীব বানরের অধিপতি।
হেন বেলা জাম্বুবান বলেন যুকতি॥
লঙ্কাপুরী জিনিলে ভাই বড় হয় কাজ।
অবধানে শুন সভ বানর সমাজ॥
গড় পরিবন্ধ কর সকল বানরগণ।
গড়ের উপর কি করিবে সে মহীরাবণ॥
ডাক দিয়া সুগ্রীব বলে বীর অবতার।
শরীর বাড়াও বানর পর্ব্বত আকার॥

রাজার আজ্ঞা পায়্যা সকল সেনাপতি।
শরীর বাড়ায় সভ যে যার শকতি॥
দশ পাঁচ যোজন দেখিতে ভয়ঙ্কর।
বানরগণ হইল যেন পর্ব্বতশিখর॥
দীঘল লেজ করিলেক যোজন পঞ্চাশ।
সভ লেজ উভ করে ঠেকিল আকাশ॥
চারিদিগে বেষ্টিত সকল বানরগণ।
লেজে লেজে জড়াইল পঞ্চাশ যোজন॥
জাম্বুবান বলে শুন আমার বচন।
যত কর্ম্ম কর তোমরা না লয় মোর মন॥
রাম বলেন শুন অহে পবননন্দন।
অনেকবার দুই ভাইর রাখিলা জীবন॥
আপনি শুনিলা বিভীষণের বচন।
আজি আমা সভাকার রাখহ জীবন॥
না হউক সীতার উদ্ধার না মরুক রাবণ।
কালি প্রভাতে আমার হবে
দেশেরে গমন॥
ভরত শত্রুঘ্ন আনিব আর রাজাগণ।
পশ্চাতে আসিয়া সভে মারিব রাবণ॥
যোড় হাথে বলি শুন সকল বানরগণ।
রাখিহ লক্ষ্মণ আমার হউক মরণ॥
রামের কাতর বাক্যে পবননন্দন।
শতেক যোজন লেজ বাড়াইল তখন॥
যতেক বানরগণ রহিল ভিতরে।
পর্ব্বত পাথর লৈয়া হাথেতে সত্বরে॥
লেজ বাড়াইল বীর শতেক যোজন।
পাচির করিল তাহে পবননন্দন॥
তাহার ভিতরে তবে কৈল দিব্য কোঠা।
তার ভিতর বানর রহে হাথে লৈয়া জাঠা॥
গায় শাণা মাথায় টোপর হাথে গাণ্ডি শর।
সুগ্রীব অঙ্গদের কোলে দুই সহোদর॥
সুগ্রীবের কোহে রহিলা কমললোচন।
অঙ্গদের কোলে রহিল বীর লক্ষ্মণ॥
গাছ পাথর লৈয়া রহে অনেক বানরগণ।
কথক বানর লৈয়া রাক্ষস বিভীষণ॥
প্রহরী জাগে বিভীষণ হাথে গাণ্ডী বাণ।*
ডাকিয়া বলে বীর দ্বার রাখহ হনুমান॥
অনেক রূপে দেখা দিবে রাবণনন্দন।
মাতৃ পুরোহিত রূপে দিবে দরশন॥
অনেক কাতর হৈয়া কহিবেক
না ছাড়িহ দ্বার।
তুমি দ্বার ছাড়িলে কারো নাহিক নিস্তার॥

আজি রাত্রি সাবধানে থাকিবে দুইজন।
প্রভাত হইলে কালি মারিব রাবণ॥
রাত্রিদিন বিভীষণ রামের কার্য্যে লাগে।
বানরগণ লৈয়া রাজা আপনি রাত্রি জাগে॥
দশ কোটি বানরের হাথে দিউটী জ্বলে।
গড়ের বাহির ফিরে শ্রীরাম জয় বলে॥
কৃত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরাণ।
ত্রিভুবন চমকিত দেখিয়া হনুমান।

রাবণ বলে বাপু তোমার
বিলম্বে নাহি কাজ।
তোমা হইতে নষ্ট হউক বানর সমাজ॥
রাজ অভরণ দিল গলায় মণিহার।
রাণীগণ মেলি দিল জয় জয়কার॥
মন্দোদরী বলে বাপু শুনহ বচন।
মনুষ্য নহেন রাম দেব নারায়ণ॥
আপন ভোগ ভুঞ্জে রাজা পাপচরিত।
আপনি রাখিতে নারে পড়িল ইন্দ্রজিত॥
আপনা রাখিহ যেন হয় বংশরক্ষা।
বিভীষণ খুড়া সনে না করিহ দেখা॥
ধর্ম্মশীল বিভীষণ সকল তত্ত্ব জানে।
অবোধিয়া বাপ তোর কিছু নাহি মানে॥
সীতা লাগি বংশনাশ মজে লঙ্কাপুরী।
লক্ষ্মী ভগবতী সীতা জনককুমারী॥
সাবধানে যুঝিবা পুত্র করহ গমন।
পুষ্পমাল্য দেয় কেহো সুগন্ধি চন্দন॥
আনন্দে পূর্ণিত হইল রাজা দশানন।
পুত্রেরে মেলানি দিল দিয়া আলিঙ্গন॥
বাপের চরণে মহী কৈল নমস্কার।
স্ত্রীপুরুষে জয়ধ্বনি দিলেন অপার॥
গড়ের বাহির হইল বীর রাবণনন্দন।
দ্বার থাকিয়া করে মহী গড় নিরীক্ষণ॥
বিভীষণ খুড়া দেখে সভাকার আগে॥
রাম জয় করিয়া বানর কটক জাগে॥
গড়ের চূড়া দেখে মহী
ঠেক্যাছে আকাশে।
গড়ের দ্বারে হনুমান দেখিয়া তরাসে॥
গড়ের ভিতরে বীর প্রবেশিতে যায়।
বিভীষণ দেখি মহী অন্তরে পলায়॥
দণ্ডে দণ্ডে রাজা বলে জাগহ হনুমান।
দ্বার ছাড়িয়া নাহি দিহ হইও সাবধান॥

আমি যাইতে চাহি তবু দ্বার না ছাড়িহ।
অনেক মায়া জানে মহী তুমি না ভুলিহ॥
এত বলি বিভীষণ চারিদিগে বুলে।
ত্রাস পায়্যা মহীরাবণ দুয়ার নিহালে॥
কেমনে লঙ্ঘিব গড় দেখি বিপরীত।
আমি কি করিব যাহে পড়িল ইন্দ্রজিত॥
কৃত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরাণ।
লঙ্কাকাণ্ড গাইল গীত অমৃতসমান॥

মহী বলে কেমনে গড়ে করিব প্রবেশ।
ভদ্রকালী দেবী মোরে কহ উপদেশ॥
ব্রহ্মমন্ত্র জপিল বীর ধ্যান নাহি টলে।
বশিষ্ঠ মুনির রূপ কমণ্ডলু করে॥
গাছের বাকল পরিধান জটাভার শিরে।
মায়া পাতি আইল হনুমানের গোচরে॥
দশরথের পুরোহিত অযোধ্যায় বসি।
রাম দরশনে আমি এত দূর আসি॥
আজি হানা দিতে আসিবে মহীরাবণে।
মহামন্ত্র কহিব গিয়া শ্রীরামের কানে॥
হেন বেলা রাম জয় ডাকে বিভীষণ।
পলাইয়া গেল তবে রাবণনন্দন॥
লঙ্কার ভিতর পলাইল ত্বরিতগমন।
হনুমানের নিকটে আইলা বিভীষণ॥
বিভীষণ বলে শুন পবননন্দন।
কার সনে কহ কথা না জানি কারণ॥
হনুমান বলে কথা শুন মহাশয়।
মায়াবী আইলে তার জীবনসংশয়॥
বিভীষণ বলে হনুমান জাগিহ ভালমতে।
রাক্ষস বানর সঙ্গে রাজা চলিলা ত্বরিতে॥
তিন দ্বার বেড়াইয়া চলিলা দক্ষিণে।
দ্বারের ভিতরে মহী ভাবে মনে মনে॥
ভরতের রূপ ধরি রাবণনন্দন।
হনুমানের সমুখে গিয়া দিলা দরশন॥
রামের আকৃতি দেখি চিন্তে হনুমান।
এক দৃষ্টে হনুমান করিয়াছে ধ্যান॥
ভরত বলেন তুমি শুন পবননন্দন।
দ্বার ছাড় দেখি গিয়া শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
আমার মায়ের দোষে রাম আইলা বনে।
অপরাধ মাগিয়া লব রামেব চরণে॥
এক দৃষ্টে হনুমান রাক্ষস পানে চাহি।
বারে বারে মায়া পাত আজি যাবে কহি॥
ডরাইল মহী মায়া হইল বিদিত।
বিভীষণের শব্দ পায়্যা হইল একভিত॥
হাথে গাণ্ডী বাণ রাজা আইলা বিভীষণ।
সাবধানে দ্বার রাখ পবননন্দন॥
এতেক বলিয়া তবে গেলা বিভীষণ।
কৌশল্যার মূর্ত্তি ধরে রাবণনন্দন॥
গায় রক্তমাংস নাহি অস্থিচর্ম্ম সার।
কালো কাপড় পরিধান রুক্ষিতা অপার॥
উপবাসে ক্ষীণ দেখি হৈয়াছে দুর্ব্বলা।
রাম কোথা আছে বলি কাঁদেন কৌশল্যা॥
রাজ্য না পাইল পুত্র সতাইর গুণে।
অনাথীর হেন পুত্র বেড়ায় বনে বনে॥
তোমার শোকে বুড়া রাজা তেজিল জীবন।
শুনিল সীতাকে চুরি করিল রাবণ॥
রাত্রিদিন কাঁদিয়া বাপু পাই নানা দুখ।
জনম সফল করি দেখি চাঁদমুখ॥
রাম রাম বলিয়া দ্বারে করিছে ক্রন্দন।
দেখিয়া হনুমানের তায় উড়িল জীবন॥
কৌশল্যা বলেন শুন পবননন্দন।
ধন্য ধন্য বানর তোমার ধন্য জীবন॥
করিয়া অনেক তপ ধরিলু উদরে।
হেন পুত্র দৈবদোষে আল্যা দেশান্তরে॥
ব্রহ্মা যার চরণ দেখিতে সাধ করে।
হেন ত্রৈলোক্যনাথ দেখাহ আমারে॥
ঝাট করিয়া দেখাও মোরে দুই সহোদর।
পুত্রশোকে আমার পুড়িছে কলেবর॥
দেখিয়া যে সবিস্ময় হনুমানের মন।
রাম জয় করিয়া ওথা আইল বিভীষণ॥
পলাইল মহী তবে হইল একপাশ।
দেখিয়া যে হনুমানের লাগিল তরাস॥
রাক্ষসের মায়া সে রাক্ষস জাতি জানে।
হনুমানের নিকটে আইলা বিভীষণে॥
বিভীষণ বলে শুন পবনকোঙর।
কার সনে কথা কহ নাহিক দোসর॥
সাবধানে দ্বার রাখ আজিকার রাতি।
রামলক্ষ্মণ এড়াইলে সভার নিষ্কৃতি॥
এত বলি বিভীষণ চলিলা সত্বরে।
সাবধান হৈয়া তুমি রাখিহ দুয়ারে॥
পঞ্চ রাক্ষস লৈয়া চলিলা বিভীষণ।
কর্ণ পাতি শুনে তাহা রাবণনন্দন॥
কোপে কড়মড়ায় সে বিকট দশন।*
লঙ্কাপুরী মজাইল খুড়া বিভীষণ॥

যুক্তি করি মহীরাবণ আছয়ে দুয়ারে।
কেকয়ীর রূপ হৈলা রাম নিবার তরে॥
কেকয়ীর রূপ হৈলা মায়ার প্রবন্ধে।
হনুমানের আগে গিয়া ছলা করিয়া কান্দে॥
আমি যদি জানিতাম রাম গুণের সাগর।
তবে কেন পাঠাইব বনের ভিতর॥
করযোড়ে হনুমান বলিয়ে তোমারে।
রাম লক্ষ্মণ দুই ভাই দেখাহ আমারে॥
রক্তলোচন করিয়া চাহে পবননন্দন।
বারে বারে মায়া পাতি করহ ক্রন্দন॥
*মায়া পাতি মোর মন করহ পরীক্ষা।
পড়িলে আমার হাথে নাহি তোর রক্ষা॥*
রাম জয় করিয়া ওথা আইল বিভীষণ।
পলাইয়া গেল তবে রাবণনন্দন॥
ডাক দিয়া হনুমানে বলে বিভীষণ।
সাবধানে দ্বার রাখ পবননন্দন॥
সাবধানে থাক হনু আজিকার রজনী।
বারে বারে কার সনে কহ যে কাহিনী॥
এতেক বলিয়া বীর চলিলা দক্ষিণে।
ভাণ্ডাইতে নারে মহী ভাবে মনে মনে॥
বানরেতে ভাল জানে মুনির চরিত্র।
মায়া পাতি মহী হইল মুনি বিশ্বামিত্র॥
বাম করে কমণ্ডলু খনতি ডাহিন করে।*
রাম রাম বলিয়া মুনি আইল সত্বরে॥
রঘুনাথ রঘুনাথ বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর।
কোথা হইতে পাব রামচন্দ্রের উত্তর॥
রামের সনে যে মোরে করায় দরশন।
আমার বরে চারি যুগ তাহার জীবন॥
সৃষ্টি জন্মাইতে পারি করিতে পারি লয়।
হনুমানের সঙ্গে গিয়া দিল পরিচয়॥
অনেক দিন আছেন রাম লঙ্কার ভিতরে।
মহামন্ত্র দিয়া যাব রঘুনাথের তরে॥
আমার মন্ত্রের কথা সর্ব্বলোকে জানি।
মন্ত্র শুনিলে ক্ষুধাতৃষ্ণা কিছুই না মানি॥
রাম জয় করিয়া ওথা আইল বিভীষণ।
চক্ষুর নিমিষে মুনি হইলা অদর্শন॥
সতত ভ্রমিয়া বীর বুলে নিশাভাগে।
রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব অঙ্গদ বীর আগে॥
দৈবনির্ব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডন।
হনুমানে জাগাইয়া গেল বিভীষণ॥
অন্তরে ডরায় বড় মহী মহাবীর।
নিদ্রায় বানর কটক হইলা অস্থির॥
সভে জাগরণ করে পবননন্দন।
প্রহরী বেড়ায় তবে রাজা বিভীষণ॥
বিভীষণের মূর্ত্তি ধরে রাবণনন্দন।
হনুমানের সমুখেতে দিল দরশন॥
বিভীষণ বলে হনুমান বলিয়ে তোমারে।
পথ ছাড় যাই আমি রামের গোচরে॥
শ্রীরামেরে মন্ত্র দিব বচন নিশ্বাস।
সেই মন্ত্রে রাবণের হবে বংশনাশ॥
রাত্রিদিন রামের কার্য্যে ফিরি অনুক্ষণ।
দ্বার কারো না ছাড়িহ পবননন্দন॥
মোর রূপে যদি কেহো
তোমায় দেয় দেখা।
তুমি পথ ছাড়িলে কাহারো নাহি রক্ষা॥
হনুমান বলে শুন রাক্ষস বিভীষণ।
দৃষ্টি পাত এক চিহ্ন দিব নিদর্শন॥
আপনি চাপড় বীর মারিল নির্ঘাত।
আচম্বিতে পৃষ্ঠে যেন অশনি নিপাত॥
চাপড় খাইয়া বীরের শঙ্কা লাগে চিত্তে।
আপনা খাইয়া কেন আইলু
হনুমানের ভিতে॥
অন্তরে কাঁপিল মহী রাবণনন্দন।
মনে করে ইহার হাথে আমার মরণ॥
হনুমান বলে শুন রাক্ষস বিভীষণ।
রামে মন্ত্র দিয়া আইস ত্বরিতগমন॥
মহীর মায়াতে হনু ভুলিল ততক্ষণে।
তিন শত বিহন্দে গেল রামের সদনে॥
স্বর্গে হাহাকার করে যত দেবগণে।
রঘুনাথের ঠাঞি গেল রাবণনন্দনে॥
কৃত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরাণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল গীত অমৃতসমান॥

গড়ে প্রবেশিল বীর স্মরি ভদ্রকালী।
মন্ত্র পড়ি সভাকারে দিলেক নিদালি॥
অচেতনে নিদ্রা গেলা সভ বানরগণে।
গাছ পাথর পড়ে ঘুমে অচেতনে॥
সুগ্রীব অঙ্গদ নিদ্রা যায় আদুড় চুলে।
লক্ষ্মণ বীর নিদ্রা যায় অঙ্গদের কোলে॥
সুগ্রীবের কোলে নিদ্রা যান রঘুবর।
ভূমে গড়াগড়ি বুলে হাথের গাণ্ডী শর॥
হরষিত হৈয়া মহী দুহাঁ কৈল কোলে।
নিজ মূর্ত্তি ধরিয়া রাম লক্ষ্মণে নেহালে॥

ভদ্রকালী স্মরিয়া বীর দিল হুঙ্কার।
আচম্বিতে হইল তথা সুড়ঙ্গ দুয়ার॥
দুই ভাই লৈয়া সম্ভায় পাতাল ভিতরে।
চক্ষুর নিমিষে যায় পাতাল বিবরে॥
মহীর কোলে দেখি দুই রাজার কুমার।
কাঞ্চনপুরেতে করে জয় জয়কার॥
পাত্রমিত্র মন্ত্রিগণে লোঙাইল মাথা।
অনেক দুঃখে আনিলু কহিল সভ কথা॥
গন্ধর্ব্বেতে গীত গায় নাচে বিদ্যাধরী।
আনন্দে পূর্ণিত হৈলা কাঞ্চন নগরী॥
দেবীরে প্রদক্ষিণ হৈয়া বন্দিল চরণ।
শুয়াইল রত্নখাটে ভাই দুইজন॥
বিদায় হইয়া মহী গেলেন বাহিরে।
যমচক্র পাতিলেক গড়ের চারি দ্বারে॥
দেব দানব গন্ধর্ব্ব আর যত বীর।
যমচক্রে ঠেকিলে সভে হয় দুই চির॥
গড়ের চারি দ্বার দশ দশ যোজন।
ভিতরে কপাট দিল মহী যে রাবণ॥
মহীরাবণ বলে শুন পাত্রমিত্রগণ।
কাঞ্চনপুরীর কর স্থান মার্জ্জন॥
পূজার দ্রব্য আন সভ সুগন্ধি চন্দন।
নানা পুষ্প আন সভে উত্তম বসন॥
মহিষ ছাগল আন নৈবেদ্য উপহার।
রাজযোগ্য বস্ত্র আন নানা অলঙ্কার॥
এত আজ্ঞা কর‍্যা মহী কৈল স্নান দান।
দেবার্চ্চনে কার্য্যে লাগে পাত্র প্রধান॥
স্ত্রীপুরুষ আনন্দিত জয় জয় বোলে।
কর্ণেতে না শুনে কেহো বাদ্য কোলাহলে॥
স্বর্গে যত দেবগণ ত্রাস পাইল মনে।
সংকটে ঠেকিল রাম কমললোচনে॥
ব্রহ্মা বলেন চিন্তা না করিহ দেবগণে।
সবংশে মহীকে নাশ করিবে এখনে॥
যাহা লাগিয়া ভদ্রাকালী গেলেন পাতালে।
রাক্ষস করিব ক্ষয় বলিলু তোমারে॥
ব্রহ্মার বোলে হরষিত সভ দেবগণ।
অন্তরীক্ষে থাকিয়া দেখেন গীত নাচন॥
হরষিত মহী বড় পূজিব ভবানী।
নানা বেশ করিল রাজার যত রাণী॥
সর্ব্বলোক ধাইল দেখিতে দুইজন।
বৈকুণ্ঠ তেজিয়া কিবা আইলা নারায়ণ॥
এমন মনুষ্যের রূপ নাহি দেখি কোথা।
ধায়্যা যায় সভ লোক নাহি ঢাকে মাথা॥
বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখি যেন দুই ভাইর ঠান।
কেমতে দুহাঁর মাতা ধরিয়াছে প্রাণ॥
দুহাঁর যৌবন দেখি সভে হৈলা সুখী।
এত রূপের মনুষ্য কোথাও নাহি দেখি॥
সকল পাসরে লোক দুহাঁর দরশনে।
হেন দুহাঁ আনিযাছে কাটিবার মনে॥
নিকট হৈয়া নেহালে কেহো শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
কেহো বলে চিয়াইয়া দেহ
পলাউক দুইজন॥
কৃত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরাণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল গীত অমৃতসমান॥

করুণা রাগ
ধুয়া
কোথা গেলে পাব রাম সুন্দর আমার।
রামের বিহনে সভ দিবস অন্ধকার॥

পাত্র সহিত এথা মহী
পূজার কার্য্যে লাগে।
রাম জয় করিয়া ওথা বানর কটক জাগে॥
আগে পাছে দিউটী জ্বলে ধায় বিভীষণ।
ডাকিয়া বলে দ্বার রাখ পবননন্দন॥
রাত্রি অবসান হইল সূর্য্যের উদয়।
বিভীষণ দেখিয়া হনুমানের বিস্ময়॥
বিদায় হইয়া তুমি গেলা যে ভিতরে।
কোন্ পথে আইলা তুমি আমার গোচরে॥
বিভীষণ বলে তুমি কি বল উত্তর।
কোন্‌জন গিযাছিল রামের গোচর॥
কাঁদেন বিভীষণ কি বলিলে হনুমান।
আজি সে নিশ্চয় আমি তেজিব পরাণ॥
তোমারে ভাণ্ডিয়া গেল রাবণনন্দন।
মায়া করি লৈয়া গেল ভাই দুইজন॥
ত্রাসে হনুমান গেল গড়ের ভিতরে।
সুগ্রীব অঙ্গদ নিদ্রা যায় দুই বীরে॥
মায়ানিদ্রা যায় যত সেনাপতিগণ।
দেখিতে না পাইল কেহো শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
আছাড় খায়্যা হনুমান বুকে মারে ঘা।
রাম রাম বলিয়া হনু উচ্চে কাড়ে রা॥
মোহ পায়্যা সুগ্রীব চারি দিগে চাই।
অচেতনে কাঁদে রাজা না দেখি দুই ভাই॥

সুগ্রীব বলে হনুমান কহ বার্ত্তা সার।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ কোথা দুই মিত আমার॥

ত্রিপদী

করযোড়ে হনুমান কর রাজা অবধান
যত কথা তোমারে সে কহি।
আছিলাম দ্বারে দ্বারী কোন্‌জন কৈল চুরি
যদি জানি তোমার দোহাই॥
দ্বারে ছিলাম একেশ্বর মায়া পাতি নিশাচর
যত কথা কহিতে ভয় করি।
আছিলা যে বিভীষণ যারে কৈলা অপেক্ষণ
ইহার সন্ধানে হইল চুরি॥
হৈয়া মুনি বিশ্বামিত্র কেকয়ীরূপে লজ্জিত
আইল কৌশল্যারূপ ধরি।
আসি বিভীষণরূপে রহে মোর সমীপে
যাব আমি রাম বরাবরি॥
এই দেখ বিভীষণ নাহি কহেন বচন
যারে কৈলা রাত্রি জাগরণ।
বিভীষণের সন্ধানে চুরি কৈল দুইজনে
শুন রাজা আমার বচন॥
হনুমান জ্বলিলা কোপে বানর আইলা একচাপে
পর্ব্বতপ্রমাণ সভা দেখি।
মেঘ যেন সঞ্চরে ক্ষিতি ডুবাইতে বসুমতী
বানর সভার তেন আঁখি॥
যেন আইসে জলধর সুগ্রীব কাঁপে থরথর
বিভীষণে সভাকার রোষ।
বিধাতা নির্ব্বন্ধ করি রাম যাবে পাতালপুরী
বিভীষণকে কেন দেহ দোষ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত ভনে বিভীষণ অনাথিনে
রাম বিনে গতি নাহি আর।
পাপিষ্ঠ নিশাচর জাতি রামলক্ষ্মণ নিল রাতি
বানর কটকে হাহাকার॥

ঝড়ে যেন গাছ সভ উপাড়ে ডালে মূলে।
রাম রাম বলিয়া বানর লোটায় ভূমিতলে॥
অঙ্গদ যুবরাজ কাঁদে বাসরের নাতি।
ধূলায় লোটায়্যা কাঁদে যত সেনাপতি॥
কেশরী কুমুদ কাঁদে শরভ মহাবলী।
সুষেণ জাম্বুবান কাঁদে আর শতবলি॥
নল নীল দুই ভাই কাঁদয়ে অপার।
চারি দিগে বানর সভ করে হাহাকার॥
সুগ্রীব বলে কুখ্যাতি রহিল মহীতলে।
রামলক্ষ্মণ আছিলেন আমা সভার কোলে॥
সূর্য্যের তনয় আমি অঙ্গদ ইন্দ্রের নাতি।
পৃথিবীমণ্ডলে রহিল বড়ই অখ্যাতি॥
সাগরে ডুবিয়া মরিব যত বানরগণ।
তাহাঁর বিহনে প্রাণ ধরি অকারণ॥
কেহো বলে দেশে যাইব সকল বানর।
কেহো বলে আজি আমি মারিব লঙ্কেশ্বর॥
কেহো বলে ধাইয়া যাই অযোধ্যা নগরী।
ভরত শত্রুঘ্ন আনি জিনিব লঙ্কাপুরী॥
তবে সীতা উদ্ধারিয়া দেশেরে গমন।
জাম্বুবানের বিচারে কার্য্য করিব সর্ব্বজন॥
সুগ্রীব বলে হনুমান শুন বানরগণ।
সকল মায়া করিল রাক্ষস বিভীষণ॥
এত দিনে আপন কার্য্য করিল সাধন।
ইহা লাগিয়া রামের ঠাঞি পশিলা শরণ॥
রাবণ সনে ভেদ করিয়া ভাণ্ডিলে আমারে।
কোথা এড়িলেক লৈয়া দুই সহোদরে॥
বৈরী আপন নহে বুঝিলু তোর ভাব।
আমা সভা ভাণ্ডাইয়া পাবে কত লাভ॥
কোপে হনুমান বিভীষণেরে নেহালে।
পাকল করিয়া আঁখি ধরিল আঁচলে॥
হনুমান বলে মোর প্রাণ হয় যে কাতর।
চরণে ধরিয়া বলি দেহ দুই সহোদর॥
হনুমান বলে বিভীষণে ধর বানরগণ।
আমি ধরিয়া আনি গিয়া রাজা দশানন॥
সুষেণ আন গিয়া তুমি জনককুমারী।
সকল বানর গিয়া বেড়িব লঙ্কাপুরী॥
দুহাঁকে বান্ধিয়া লৈয়া যাইব দেশেরে।
লঙ্কা উপাড়িয়া আমি ফেলিব সাগরে॥
শুনিয়া যে বিভীষণ হইলা ফাঁফর।
হেট মাথে রহিলা কিছু না দিলা উত্তর।
জাম্বুবান বলে কিছু না হয় উচিত।
তিন লোক জানে বিভীষণ ধর্ম্মচিত॥
কোন্ উপায় করিব বলহ বিভীষণ।
কোথা গেলে পাব রাম কমললোচন॥
বিভীষণ বলে মোর অবশ্য মরণ।
তোমরা রাখিলে মারিবে রাজা দশানন॥
মহীরাবণ লৈয়া গেল ভাই দুইজন।
নিশ্চয় তেজিবে প্রাণ অনাথ বিভীষণ॥

তবে খানিক শ্রম তুমি কর হনুমান।
অবশ্য দেখিবা রাম কমল নয়ন॥
মহাপরাক্রম তুমি ধর্ম্ম অবতার।
আগে পাতালেতে তুমি কর আগুসার।
মহীরাবণ আছে যথা কাঞ্চন নগরী।
যাহার সাক্ষাৎ হৈলা দেবী ভদ্রকালী॥
যত্ন করিয়া চাহিও তথা ভাই দুইজন।
না পাইলে তুমি মোর বধিহ জীবন॥
সুগ্রীব বলে শুন অহে বীর হনুমান।
যতেক বানর মধ্যে তুমি সে প্রধান॥
বিচারিয়া কার্য্য করিলে সর্ব্বত্রতে জয়।
জাম্বুবান বলে তুমি বলিলে নিশ্চয়॥
চল চল হনুমান বিলম্বে নাহি কাজ।
তোমা হইতে রক্ষা পায় বানর সমাজ॥
হনু বলে তোমার বাক্য অন্য করিতে নারি।
বিভীষণ ধরা রহিল তোমা বরাবরি॥
হনু বলে যাবৎ নাহি আনি দুইজন।
তাবৎ তোমার ঠাঞি রহিল বিভীষণ॥
যাবৎ রামের ঠাঞি নাহি হয় দেখা।
তাবৎ বিভীষণের অঙ্গ দহিব নহে রক্ষা॥
উদ্দেশে বন্দিল বীর রামের চরণ।
সীতার চরণ বন্দে পবননন্দন॥
সুগ্রীব রাজা বন্দে আর যত গুরুজন।
ছোট বড় বানর সনে দিল আলিঙ্গন॥
জাম্বুবান সুষেণ তারে করিল কল্যাণ।
বিভীষণ বন্দিয়া চলিল হনুমান॥
বানর কটক দিল জয় জয়কার।
কথ দূরে পাইল সেই সুড়ঙ্গ দুয়ার॥
মহা অন্ধকার দেখে ঘোর দরশন।
ছোট মূর্ত্তি ধরিয়া গেলেন পবননন্দন॥
কুড়ি সহস্র যোজন তথা দেখিল পাতাল।
নাগলোক দেখ্যা দিল জয় জয়কার॥
নাগলোক দেখ্যা বলে ধন্য ধন্য হনুমান।
তোমার প্রসাদে দুই ভাই পাবে প্রাণদান॥
আচম্বিতে গেল বীর কাঞ্চননগর।
গড়ের বাহির দেখে বীর দিব্য সরোবর॥
সোনার পক্ষ দেখে বীর সোনার দেখে গাছ।
জলের ভিতর দেখে বীর সুবর্ণের মাছ॥
নানা পুষ্প বিকশিত পদ্ম উৎপল।
হংস চক্রবাক পক্ষ করে কোলাহল॥
নানা দ্রব্য দেখে বীর সরোবর পাড়ে।
চারি ঘাট বাঁধিয়াছে রত্ন জাবড়ে॥

আপনি পার্ব্বতী পুরী করিল নির্ম্মাণ।
পাতাল ভিতরে নাহি তেন মত স্থান॥
লম্ফ দিয়া উঠে বীর গাছের উপরে।
মর্কট হইয়া পুরী নেহালে বানরে॥
কাঞ্চনপুরী দেখিল বীর সোনার সুঠাম।
দেখিয়া কম্পিত হইলা বীর হনুমান॥
কাঞ্চন আকার ঘর ধরে নানা জ্যোতি।
পঞ্চ বর্ণে দেখে স্থান নানা ভাতি॥
সুগন্ধি চন্দন পুষ্প দিব্য মালা গলে।
স্ত্রীপুরুষ ক্রমে সভে জয় জয় বোলে॥
নানা অস্ত্র লইয়া পদাতি যুথে যুথে।
হস্তী ঘোড়া চতুর্দ্দোল কেহো চড়ে রথে॥
গন্ধর্ব্বেতে গীত গায় নাচে বিদ্যাধরী।
আনন্দে পূর্ণিত সভ কাঞ্চননগরী॥
হনুমান বলে কেমনে করিব প্রবেশ।
এমন সংকটে কেমনে করিব উদ্দেশ॥
গাছের ডালে বসিয়া বীর করয়ে ক্রন্দন।
লঙ্কাকাণ্ড গাইল কৃত্তিবাস বিচক্ষণ॥

আনন্দিত মহীরাবণ পুজিব উগ্রচণ্ডা।
ছাগল মহিষ আনে কেহো আনে গণ্ডা॥
অন্তঃপুরের বাহির হৈলা
সাত হাজার দাসী।
সভাকার কাঁখে দেখে সোনার কলসী॥
সিন্দুর কজ্জল চন্দনে হৈয়া বিভূষিত।
অতি মনোহর মূর্ত্তি আইলা ত্বরিত॥*
দুই ভাইর গুণ স্মরিয়া কেহো কয় কথা।
গড়ের বাহির হৈয়া যায় সরোবর যথা॥
গাছের ডালে দেখে সভে একটি বানর।
হনুমান দেখেন সভে যায় সরোবর॥
কলসী লইয়া গেল সরোবর ঘাটে।
হাসিতে হাসিতে যায় বানর নিকটে॥
একদৃষ্টে দাসীগণ বানর নেহালে।
ভাবকি মারিয়া হনুমান
ফিরে ডালে ডালে॥
দাসী বলে রাজা কালি আন্যাছে দুইজন॥
অশ্বিনীকুমার যেন দেব নারায়ণ॥
তা সভার মা বাপ কেমনে প্রাণ ধরে।
হেন দুহাঁ আনিয়াছে কাটিবার তরে॥
আর আশ্চর্য্য দেখ গাছের বড় ডালে।
হেন অপুর্ব্ব নাহি দেখি কোনকালে॥

শুনি হরষিত হইলা পবননন্দন।
সেই দুইজন হৈবে শ্রীরামলক্ষ্মণ॥
হরষিতে নারীগণ নেহালে মর্কটে।
অনেক কালের এক বুড়ি
আইল নিকটে॥
বানর দেখিয়া বুড়ি পাইল তরাস।
তোমরা কেন হরষিত হৈবে রাজ্যনাশ॥
মানুষ নহে দুই ভাই দেব নারায়ণ।
কেবা সহিবারে পারে দুহাঁকার রণ॥
মনুষ্য বানর আইল দেখিবা বিবাদ।
আজি সে রাজার রাজ্যে পড়িবে প্রমাদ॥
পূর্ব্বকথা শুন তোমরা হও সাবধান।
কৃত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরাণ॥

পূর্ব্বকথা কহে বুড়ি সভা বিদ্যমান।
এক চিত্তে বুড়ির কথা শুনে হনুমান॥
পূর্ব্বে এককালে এথা আইলা প্রজাপতি।
ইন্দ্র আদি দেবগণ তাহার সংহতি॥
গন্ধর্ব্বের নৃত্য দেখিতে দেবতার রঙ্গ।
মোহিনী দেখিয়া শক্রধনুর
তাল হৈল ভঙ্গ॥
কোপবান প্রজাপতি তারে দিল শাপ।
রাক্ষসের ঘরে জন্ম শুন মহাপাপ॥
যোড় হাথে শক্রধনু বলিল ব্রহ্মারে।
তোমার আজ্ঞা গোসাঞি কে
লঙ্ঘিতে পারে॥
কিবা নাম মোর হৈবে জন্ম কার ঘরে।
কতকাল থাকিব আমি পৃথিবী ভিতরে॥
হাসিয়া তখন ব্রহ্মা শক্রধনুরে কহি।
রাবণের ঘরে জন্ম হবে নাম হবে মহী॥
নর বানর যবে আসিবে তোর পাশ।
সেইকালে রাজ্য তোর হইবেক বিনাশ॥
বিনয় করিয়া বলে ব্রহ্মার চরণে।
সত্য করিয়া বল মোরে
মারিবে কোন্ জনে॥
ব্রহ্মা বলে ইন্দ্রজিৎ থাকিবে লঙ্কাপুরী।
পাতালে পাইবে তুমি কাঞ্চন নগরী॥
আর না বলিব কিছু শুন শক্রধনু।
তোমারে মারিবে যে তার নাম হনু॥
ব্রহ্মার বচন কভু নহিবেক আন।
এতকালে হনুমানে দেখি বিদ্যমান॥

দুই ভাই আনিয়াছে কাটিবার মনে।
তাহার উদ্দেশে আইলা পবননন্দনে॥
আজি সে অবশ্য রাজ্যে পড়িবে প্রমাদ।
চল সভে ঘর যাই দেখিবে বিবাদ॥
এত দিনে নর বানর একত্রে নিবাস।
আজি সে অবশ্য রাজ্য হইবে বিনাশ॥
বুড়ির কথা শুনিয়া হাসে বীর হনুমান।
হনুমান বলে তোমার চরণে প্রণাম॥
কন্যাগণ ভরিলেক জলের কলসী।
অন্তঃপুরে চলে তবে সাত শত দাসী॥
গাছ হইতে হনুমান চলিলা সত্বরে।
নকুল প্রমাণ হয়া জায় গড়ের ভিতরে॥*
বিষম চক্র দ্বারে না যায় লঙ্ঘন।
তা দেখিয়া মনে চিন্তে পবননন্দন॥
হনুমান বলে শুন তুমি যমচক্র।
পবননন্দন আমি তোমা হইতে বক্র॥
হের দেখ হস্ত মোর বজ্রের সমান।
যমচক্র তুমি যাও শমনের স্থান॥
পবননন্দন আমি বলি হে তোমারে।
আপনার ঘর তুমি চলহ সত্বরে॥
হনুমান যত বলে নাহি শুনে কানে।
কুপিল হনুমান বীর পবননন্দনে॥
পবননন্দন বীর অক্ষয় শরীর।
চাপড়ের ঘায় তার করিল দুই চীর॥
যমচক্র পড়িল তিলেক নাহি রহে।
গড়ে প্রবেশিল বীর ঝড় যেন বহে॥
শ্বেত মাছিরূপ হইলা পবননন্দন।
উদ্দেশেতে দুই ভাইর বন্দিল চরণ॥
প্রবেশ করিল গিয়া রাজ অন্তঃপুরে।
দুই ভাই চাহিয়া বুলে প্রতি ঘরে ঘরে॥
চিন্তে গুণে হনুমান হইয়া ফাঁফর।
চাহিতে চাহিতে গেলা ভদ্রকালীর গোচর॥
প্রণাম করিল হনু দেবীর চরণে।
পূর্ব্বে দেখা দিলা মোরে সাগর তরণে॥
তোমার প্রসাদে মাতা জিনিল লঙ্কাপুরী।
দুই ভাইকে আনিয়াছে কাঞ্চন নগরী॥
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি তোমার কারণ।
তোমার সৃজিত মাতা এ তিন ভুবন॥
তুমি কৃপাময়ী মাতা দুষ্ট সংহারিণী।
ঘুচাল্যা অমরের ভয় জগৎজননী॥
বহু তপে তোমাকে পাইল ত্রিপুরারি।
তোমাকে সেবিয়া ইন্দ্র পাইল সুরপুরী॥

তুমি মোরে কর কৃপা আমি রামদাস।
তোমা হইতে রাবণের হউক বংশনাশ॥
হনুমানের কথা শুনি হাসিলা ভবানী।
যত বল হনুমান আমি সভ জানি॥
হের দেখ দুই ভাই রত্নসিংহাসনে।
কার শক্তি মারিতে পারে ভাই দুইজনে॥
তোমা দরশনে আমি ছাড়িলু লঙ্কাপুরী।
না করিহ তুমি শঙ্কা কাঞ্চন নগরী॥
আপনা না জানে গোসাঞি দেব নারায়ণে।
আমার কথা কহ গিয়া ভাই দুইজনে॥
রামের কানেতে কহ মোর এই কথা।
রাজার বেটা হই মোরা কারো না লোঙাই মাথা॥
রামের সাক্ষাতে গেলা পবননন্দন।
নিদ্রায় দেখিল তবে শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
হনুমান বলে গোসাঞি নিদ্রায় আছ ভোলে।
মায়া করি মহীরাবণ আনিল পাতালে॥
ত্রিদশের নাথ গোসাঞি দেব নারায়ণ।
কার শক্তি মারিতে পারে শুনহ বচন॥
তোমাকে বলিবে দেবীকে কর নমস্কার।
নমস্কার না করিহ করিহ অহঙ্কার॥
তোমাকে শিখাইতে যখন করিবে প্রণতি।
আমি তারে খাণ্ডায় কাটিব লঘুগতি॥
হনুমানের বচনে দুই ভাই হরষিত।
কোল দিল হনুমানে হইয়া বিস্মিত॥
ধন্য ধন্য হনুমান পবননন্দন।
তোমার যশ ঘুষিবেক এ তিন ভুবন॥
তোমার প্রতাপে বাপু বাঁচি বারেবার।
আজি দুই ভাইর বাপু করহ উদ্ধার॥
তোমার প্রসাদে পাব সীতা চন্দ্রমুখী।
তোমার প্রসাদে সভ বন্ধুবান্ধব দেখি॥
প্রাণ দিলে তোর ধার শুধিতে না পারি।
তোমার প্রসাদে দেখি অযোধ্যানগরী॥
হনুমান বলে গোসাঞি শুনহ বচন।
পূজার বেলা হইল আমি হই অদর্শন॥
ভ্রমরের রূপে ঘরে রহিলা তখন।
সিংহাসনে বসিলেন ভাই দুইজন॥
শুনিতে কৌতুক বড় রাম অবতার।
অনেক যতনে ব্রহ্মা আনি করিল প্রচার॥
বাল্মীকির প্রসাদে জানিল সর্ব্বদেশে।
লঙ্কাকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥

ধুয়া

কি আর শমনের ভয় জপহু রাম নাম।
শমনদমন বিষম রাবণ রাবণদমন রাম॥

স্নান দান কৈল মহী লৈয়া পাত্রগণ।
শুক্ল ধুতি শুক্ল মাল্য সুগন্ধি চন্দন॥
পূজার সামগ্রী লৈয়া ধায় পাত্রগণ।
নানা উপহার নিল পূজার আয়োজন॥
রক্তচন্দন মাল্য থুইল স্থানে স্থানে।
ছাগ মহিষ মেষ আনিল সেইখানে॥
নানা মত বাদ্য বাজে কর্ণে লাগে তালি।
সিংহাসনে বসিয়া রাজা পূজে ভদ্রকালী॥
দশ হাজার ব্রাহ্মণের শুনি কোলাহল।
স্ত্রীগণ মেলিয়া দেয় জয় জয় মঙ্গল॥
মহী বলে পাত্রমিত্র হও সাবধান।
স্নান করাইয়া দুহাঁ আন বিদ্যমান॥
আজ্ঞা পায়্যা গেলা যত পাত্রমিত্রগণ।
সুগন্ধি চন্দনজলে স্নান করায় দুইজন॥
পরিধান করাইল উত্তম বসন।
রাজার আগে লৈয়া গেল ভাই দুইজন॥
মন্ত্র জপিয়া রাজা করিল ধেয়ান।
ততক্ষণে উগ্রচণ্ডা হৈলা মূর্ত্তিমান॥
দশ কোটি ছাগ দিল মহিষ দশ কোটি।
লক্ষ লক্ষ একজন এক খাণ্ডায় কাটি॥
জয় জয় ধ্বনি দিল যত রাজরাণী।
করতালি দিয়া নাচে চৌষট্টি যোগিনী॥
অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধরিল উগ্রচণ্ডা।
কোটি কোটি রাক্ষস নাচে হাথে লৈয়া খাণ্ডা॥
হেন বেলা মহী বলে শুন দুই ভাই।
যেই বর চাহি দেবীর ঠাঁঞি সেই বর পাই॥
ত্রিভুবনের রাজা আমি ভদ্রকালীর বরে।
বাঞ্ছাসিদ্ধি হয় কার্য হয় সফলে॥
পুটাঞ্জলি হেট মুখে হও নমস্কার।
ত্রিভুবনের রাজা হৈবে দুইটি কুমার॥
রাম বলেন তোমার মুখে শুনি ধর্ম্মকর্ম্ম।
তোমা হইতে শুনি রাজা রাজনীত ধর্ম্ম॥
তোমা হইতে কার্য্যসিদ্ধি হইবে সকল।
তোমার প্রসাদে আমি দেবীর পাইব বর॥
যদি কৃপা কর মোরে শুন মহাশয়।
কেমনে প্রণাম করিব কহ ত নিশ্চয়॥

মহী বলে কার্য্যসিদ্ধি হইল ভদ্রকালী।
এই দুইজন মাতা তোমারে দিব বলি॥
হাসিয়া উগ্রচণ্ডা দেবী হৈল মূর্ত্তিমান।
রামলক্ষ্মণ দেখিয়া হইলা অধিষ্ঠান॥
চালে হইতে প্রণাম করে বীর হনুমান।
তুষ্ট হৈয়া ভদ্রকালী লহ বলিদান॥
মহীর হাথের খাণ্ডা ছিল ভূমির উপর।
চালে হইতে নিল তাহা হনুমান বানর॥
অষ্টাঙ্গ প্রণাম করে মহী মহাবীর।
পুলকিত হৈয়া তবে লোঙাইলা শির॥
মহা তেজ হনুমানের কি কহিব কথা।
বিক্রম করিয়া তার কাটে হনু মাথা॥
মূর্ত্তিমান হৈলা তবে দেবী ভগবতী।
ডাকিনী যোগিনী ফিরে সানন্দিত মতি॥
মহাশব্দ করে বীর পবননন্দন।
ভূমিকম্প হইল তথা কাঁপে ত্রিভুবন॥
পৃথিবী টলমল করে সাগর উথলে।
সহস্র ফণায় অনন্ত কাঁপিল পাতালে॥
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগণ।
হনুমানের উপরে কৈল পুষ্প বরিষণ॥
দেবগণ করে হনুমানের সম্মান।
তোমা হইতে দুই ভাই পাইল পরিত্রাণ॥
ত্রিভুবনে হইল তখন জয় জয়কার।
হনুমানের গলে দিল রত্নময় হার॥
হনুমানে আলিঙ্গন দিল শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
তোমার যশ ঘুষিবেক এ তিন ভুবন॥
শুনিতে কৌতুক বড় রাম অবতার।
কৃত্তিবাস লঙ্কাকাণ্ড রচিল সুচারু॥

মহীরাবণ পড়িল যদি ত্রিভুবনের অরি।
আজি কালি জয় হৈবে কনক লঙ্কাপুরী॥
হনুমানের মহাশব্দে কাঁপে ত্রিভুবন।
ত্রাস পাইল যত রাজার যোদ্ধাগণ॥
মহা রোল শব্দ হইল বৃক্ষের খসে পাত।
গর্ভবতী নারীগণের হইল গর্ভপাত॥
মহীর পুত্র জানিলেক বাপের মরণ।
মায়ের সনে কথা কহে না জানে কোনজন॥
পঞ্চ মাস হৈয়াছিল গর্ভের ভিতরে।
কোপ করিয়া বলে মাতা প্রসব সত্বরে॥
প্রসবিল তনয় রাক্ষসী ততক্ষণে।
ধনুক বাণ আন মারিব শ্রীরাম লক্ষ্মণে॥

লড়িতে চড়িতে নারে পড়ে ভূমিতলে।
উঠিয়া আঙল নাড়ী বাঁধিল কাঁকালে॥
মালসাট মারিয়া বীর চারিদিগে চায়।
রাণীগণ মেলিয়া সভ জয় জয় গায়॥
তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া দিল দুন্দুভি নিশান।
কোপেতে হাসিয়া তবে ধায় হনুমান॥
চতুর্দ্দিগ বেড়িলেক যত পাত্রগণ।
সভে মেলি তার নাম রাখে অহিরাবণ॥
মহাশব্দ করে অহি মহীর নন্দন।
দেখিয়া চিন্তিত হইলা যত দেবগণ॥
বিক্রম করিয়া গেলা হনুমানের আগে।
তোমাতে আমাতে রণ এই সহযোগে॥
মহাকোপে হনুমান ধরিল ছাওয়ালে।
হনুমান মহাবীরে বাঁধিল আঙলে॥
কোলে চাপিল হনুমান পিছলিয়া পড়ে।
লম্ফ দিয়া উঠে বীর সিংহনাদ ছাড়ে॥
মহাকোপে হনুমানে মারিল চাপড়।
অচেতন হৈয়া বীর করে ধড়ফড়॥
রুষিয়া হনুমান পুন ধরিল ছাওয়ালে।
পিছলিয়া বালক পড়িল ভূমিতলে॥
আপনা সম্বরি বীর উঠিলা সানন্দে।
এক লাফে উঠে গিয়া হনুমানের কান্ধে॥
কাঁধে চড়ি হনুমানে মারিল চাপড়।
ভূমে পড়ি হনুমান করে ধড়ফড়॥
কুপিয়া যে হনুমান চাপিলেক কোলে।
পিছলিয়া বালক পড়িল ভূমিতলে॥
জিনিতে না পারে হনু চিন্তে মনে মনে।
বালকে ধরিয়া বীর ফেলিল গগনে॥
আপনা সম্বরি অহি মহীর নন্দন।
ডাক দিয়া হনুমানে করিছে তর্জ্জন॥
আমার বাপের তুমি বধিলা জীবন।
তোর রক্তে করিব আজি বাপের তর্পণ॥
কুপিয়া উঠিল হনুমান মহাবীর।
ক্রোধ করি সিংহনাদ ছাড়য়ে গভীর॥
মালসাট মারিয়া বীর ধরিল বালকে।
গলা চিপিল রক্ত উঠিল ঝলকে ঝলকে॥
পিছলিয়া বালক পড়িল ভূমিতলে।
ঝাঁকারিয়া আঙল বাঁধিল কাঁকালে॥
ফাঁফর হইল হনুমান চিন্তে দেবগণ।
ডাক দিয়া বলে রাম কমল লোচন॥
আপনা পাসর কেন পবননন্দন।
আপন পিতা স্মরণ কর দেবতা পবন॥

আপন পিতা হনুমান করিল স্মরণ।
ততক্ষণে আইলা উনপঞ্চাশ পবন॥
অল্প বয়সে শিশু যম দরশন।
ধরিতে না পারে হনু চিন্তিত পবন॥
প্রলয়ের বাতাশ হইল ঘোর অন্ধকার।
দেব দানব গন্ধর্ব্বে লাগিল চমৎকার॥
মহাবাত বহে পবন ঝলকে ঝলকে।
ধুলায় গা ভরিল হনু ধরিল বালকে॥
হরষিত হনুমান ধরিয়া ছাওয়ালে।
পাক দিয়া ফিরায় বীর গগনমণ্ডলে॥
পাক দুই তিন দিয়া মারিল আছাড়।
ভাঙ্গিয়া মাথার খুলি চূর্ণ করিল হাড়॥
মহাকোপে হনুমান পাত্রমিত্রে ধরে।
মুণ্ডে মুণ্ডে ঠেসাইয়া সভাকারে মারে॥
অহিরাবণ পড়িল সভে করে হাহাকার।
একা হনুমান বীর সভা কৈল সংহার॥
যোড় হাথে দেবীকে রাম করিলা প্রণাম।
তোমার প্রসাদে মোর সিদ্ধি হইল কাম॥
যতেক আন্যাছিল মহী পূজার আয়োজন।
তাহা দিয়া পূজিল রাম চণ্ডীর চরণ॥
আজি হইতে রামচণ্ডী হইল তোমার নাম।
যোড়কর করিয়া তবে কহেন শ্রীরাম॥
পরম সন্তোষে দেবী রামেরে প্রশংসে।
কাঞ্চন নগর তেজি চলিলা কৈলাসে॥
পৌরসী নামেতে ছিল মহীর পাটরাণী।
তারে সমর্পিল রাম যত রাজধানী॥
কাঞ্চন নগরে ছিল যত যত ধন।
ব্রাহ্মণেরে দিল দান পবননন্দন॥
বাছিয়া বিচিত্র বস্ত্র নিল হনুমান।
কাঞ্চন পুরী তেজিয়া চলিল নিজ স্থান॥
দুই ভাইকে হনুমান করি দুই কান্ধে।
জয়ধ্বনি দিয়া চলিলা বীর সানন্দে॥
নাগলোকে দেয় সভে জয় জয়কার।
সুড়ঙ্গ বাহিয়া উঠে তেজিয়া পাতাল॥
যেখানে সুগ্রীব রাজা কাঁদে বানরগণ।
হেট মাথা করি আছে রাক্ষস বিভীষণ॥
সেইখানে হনুমান উঠে আচম্বিত।
দুই ভাই দেখিয়া সভে হইল হরষিত॥
দুই ভাই দেখিয়া বানরগণ সভ নাচে।
চন্দ্রের উদয় যেন অন্ধকার ঘুচে॥
হনুমানের কাঁধে হইতে নাবিলা দুইজন।
আগে বিভীষণে রাম দিলা আলিঙ্গন॥
সুগ্রীব রাজার সনে কৈলা কোলাকোলি।
অঙ্গদ যুবরাজে আশীর্ব্বাদ দিয়া তুলি॥*
হনুমানে কোল দিল মন্ত্রী জাম্বুবান।
বীরভাগ করে হনুমানের বাখান॥
রাত্রিদিন বিভীষণ রামের কার্য্য চিন্তে।
তে কারণে লক্ষ্মণ মারিল ইন্দ্রজিতে॥
বিভীষণ বলে গোসাঞি কি কহিব আর।
তোমার বিহনে গোসাঞি সকল অসার॥
তোমার কার্য্যের গোসাঞি
আমি জানি সন্ধি।
তোমা দুহাঁ বিহনে গোসাঞি
হৈয়াছিলু বন্দী॥
কায়মনোবাক্যে গোসাঞি তোমার হিত চাই।
আথান্তরে পড়্যাছিলাম তোমা দুহাঁ বই॥
বিভীষণের বোলে সভে লাজে হেট মাথা।
আলিঙ্গনে বিভীষণে কহিল প্রেমকথা॥
বিভীষণের কারণে জিনিলু লঙ্কাপুরী।
বিভীষণের হেতু বড় বড় বীর মারি॥
রাম জয় করিয়া বানর ছাড়ে সিংহনাদ।
ত্রাসে রাবণ রাজা গণিল প্রমাদ।
মহী পুত্র পড়িল মোর আইল দুইজনে।
তে কারণে সিংহনাদ ছাড়ে বানরগণে॥
যে হউক সে হউক আজি করিব মহারণ।
আজিকার রণে মারিব শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্ব বিরচয়।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল গীত হনুমানের জয়॥

পুত্রশোকে রাবণ রাজা হইল অচেতন।
সিংহাসন হইতে রাজা পড়ে ততক্ষণ॥
কাঁদে রাবণ রাজা লোটায় দশ মাথা।
ক্ষণে ক্ষণে ডাকে মহী পুত্র গেলা কোথা॥
সকল বীর গেল মোর ইন্দ্রজিৎ সনে।
মহী পুত্র লৈয়া গেল আমার পরাণে॥
আমারে লইয়া যাও করিয়া স্মরণ।
তোমা পুত্র শোকে মরে রাজা দশানন॥
রাবণের ক্রন্দনে কাঁদে দশ হাজার রাণী।
লোটাইয়া কাঁদে তারা না ধরে পরাণি॥
মন্দোদরী রাণী কাঁদে
রাজার বাম পাশে।
শোকের উপর শোক মোর
পোড়ে রক্তমাংসে॥

আমি কত বলিলু প্রভু সীতা দিবার তরে।
কারো বোল না শুনিলে গেলে অহঙ্কারে॥
অচেতন হৈয়া পড়ে রাণী মন্দোদরী।
দশ হাজার সতিনে তারে প্রবোধিতে নারি॥
হিয়া হানে মুণ্ডে মারে ফেলে অভরণ।
ক্ষণে ইন্দ্রজিৎ ডাকে ক্ষণে মহীরাবণ॥
কৃত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরাণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল মহী অহির
বধ উপাখ্যান॥

পুত্রশোকে মন্দোদরী করিছে রোদন।
মন্দোদরীর ক্রন্দনে কোপিল দশানন॥
সীতা লাগিয়া মজিল কনক লঙ্কাপুরী।
আজি সীতা কাটিব রাক্ষস ক্ষয় করি॥
মায়াসীতা কাটিল কুমার ইন্দ্রজিত।
স্বরূপে কাটিব সীতা হউক বিদিত॥
সমুখেতে ছিল রাজার খাণ্ডা একধারা।
কুড়ি চক্ষু ফিরায় যেন আকাশের তারা॥
দুই প্রহর বেলা যেন সূর্য্যের কিরণ।
কালান্তক যম যেন রুষিল রাবণ॥
কুড়ি পাটী দশন কড়মড়ায় লঙ্কেশ্বর।
কোপে খাণ্ডা তুলিয়া নিল বাহুর ভিতর॥
হাথে খাণ্ডায় রাবণ ধায়্যা যায় বেগে।
মুখ্য মুখ্য পাত্র সভ রাজার পিছে লাগে॥
অশোকবন গেল কারো বোল নাহি মানে।
ত্রাসিত হইল সীতা চমকিত মনে॥
বারে বারে রাবণেরে করিলু নৈরাশ।
কাটিবার তরে আইল অবশ্য বিনাশ॥
সুবুদ্ধি এক পাত্র ছিল পাত্র সুগোচর।
হাথ পসারিয়া রাখে রাজা লঙ্কেশ্বর॥
বিশ্রবার পুত্র তুমি জন্ম ব্রহ্মকুলে।
স্ত্রীবধ করিতে তোমায় কোন্ শাস্ত্রে বলে॥
বেদবিদ্যা নানা শাস্ত্র তোমাতে গোচর।
যজ্ঞস্থানে পবিত্র করিলা কলেবর॥
তপেতে তপস্বী তুমি বলে মহাবলী।
স্ত্রীবধ করিয়া কেন যশে দিবা কালি॥
কুড়ি চক্ষু মেলিয়া রাজা দেখহ আপনি।
সীতার রূপগুণ রাজা ত্রিভুবনে জিনি॥
হেন সীতা কাটিয়া তুমি বিসরিবে মনে।
সীতার কোপ তোলহ গিয়া
শ্রীরাম লক্ষ্মণে॥

রামলক্ষ্মণ মার যেই কোপের আগুনি।
রামলক্ষ্মণ মারিলে সীতা তোমার ঘরণী॥
কিছু হিত নাহি চাহ সীতার মরণে।
সীতা এড়িয়া মার গিয়া শ্রীরাম লক্ষ্মণে॥
সীতার রূপ রাবণ রাজা চাহে চক্ষু কোণে।
বিমন হইয়া রাজা করিল গমনে॥
সিংহাসনে বসি রাজা কাঁদয়ে বিস্তর।
পাত্রমিত্র যোড় হাথে প্রবোধে সত্বর॥
যে হউক সে হউক মরণের নাহি ভয়।
মহাকোপে মারিবারে লঙ্কেশ্বর যায়॥
ঘোড়া হাথী রথ চলে অনেক পয়দল।
শেল জাঠা খাণ্ডা টাঙ্গি মুষল মুদ্গর॥
রাত্রি প্রভাত হইল সূর্য্যের উদয়।
রাক্ষস বানরে রণ বাজিল নির্ভয়॥
সারথি মারিয়া পাড়ে বজ্র চাপড়ে।
লাফে লাফে বানর সভ ঘোড়া হাথী চড়ে॥
অগ্নিশিখা জ্বলে যেন ধনুকের গুণে।
অনেক রাক্ষস পড়িল শ্রীরামের বাণে॥
গান্ধর্ব্ব অস্ত্র রঘুনাথ করিলা অবতার।
দেখিতে কেহো নাহি পায়
হইতেছে সংহার॥
ঘোড়া হাথী ঠাট পড়িল শ্রীরামের বাণে।
রাজরথ পড়িল সভ বিষম সংগ্রামে॥
রামের বাণে রাক্ষসের চক্ষে লাগে আঁধি।
গন্ধর্ব্ব অস্ত্রে সকল কটক হইল বন্দী॥
একেবারে শ্রীরাম তিন লক্ষ বাণ এড়ে।
বনে অগ্নি লাগিলে যেমন পশুগণ পুড়ে॥
রথ রথী গজ বাজী পর্ব্বতপ্রমাণ।
পড়িল রাক্ষসগণ তেজিল পরাণ॥
গন্ধর্ব্ব অস্ত্রের কথা কহিতে অপার।
সকল রাক্ষস হইল রামের আকার॥
আপনা আপনি রাক্ষস কারে নাহি চিনি।
মরিল রাক্ষস সভ করি হানাহানি॥
কনকরচিত রথ সুতার সঞ্চার।
পুড়িয়া রামের বাণে হইল ছারখার॥
চতুর্দ্দিগে চাহে রাক্ষস সকল শ্রীরাম।
জ্বলন্ত আনল যেন করেন সংগ্রাম॥
দশ কোটি রাক্ষস পড়িল চারি দণ্ডের রণে।
বিংশতি কোটি ঘোড়া পড়িল
শ্রীরামের বাণে॥
বানর সমুখে থাকিলে অগ্নি হেন পুড়ে।
পলাইয়া রাক্ষস সম্ভায় লঙ্কার গড়ে॥

পলায় রাক্ষস সভ এড়িয়া সংগ্রাম।
অবসর পায়্যা প্রভু বসিলা শ্রীরাম॥
কৃত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরাণ।
লংকাকাণ্ডে গান গীত অমৃতসমান॥

কটক পড়িল রাজা শোকেতে বিকল।
অভিমান করিয়া বসিলা লংকেশ্বর॥
প্রাণ ব্যাকুল হইল দৈব সংশয় বলে।
সীতা লৈয়া কেলি না করিলু অশোকের তলে॥
কোপ করিয়া যায় রাজা যুঝিবার মনে।
সর্ব্বাংগ ভরিয়া পরে রাজ অভরণে॥
বীর পরিচ্ছদে পরিল নেতের ফালি।
তিন প্রকার বেড় দিয়া বাঁধিল কাঁকালি॥
সর্ব্বাংগ ভরিয়া পরে চন্দনের সার।
কণ্ঠা ভরিয়া পরে রত্নময় হার॥
সোনার নবগুণ পরিল সোনার পাটা।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন কপালের ফোঁটা॥
সোনার মেখলা পরে সোনার টোপর।
ঠাঁঞি ঠাঁঞি নির্ম্মিত তাহে মুকুতা পাথর॥
সারথিরে আজ্ঞা করে রাজা দশানন।
সংগ্রামের রথখান করহ সাজন॥
সুবর্ণের রথখান সাজায় সারথি।
নানা রত্ন মণি মাণিক সাজাইল তথি॥
অদ্ভুত সে রথখান সুতার সঞ্চার।
চারি ভিতে শোভা করে মুকুতার হার॥
সোনার মানুষ মুণ্ড চিহ্ন রথধ্বজে।
চারি দিগে পুষ্পমালা সোনার ঘণ্টা বাজে॥
কনকরচিত রথ বিচিত্র নির্ম্মাণ।
পবনবেগে অষ্ট ঘোড়া রথের যোগান॥
শত বৃন্দ হাথী চলে আশী খর্ব্ব ঘোড়া।
শত অক্ষৌহিণী সাজে জাঠি ঝকড়া॥
হাথী ঘোড়া ঠাট কটক চলিল মুড়ে মুড়ে।
ত্রিশ যোজনের পথ কটক আড়ে যোড়ে॥
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী।
রাবণের বাদ্য বাজে সাত অক্ষৌহিণী॥
পঞ্চাশ কোটি বরংগ বাজে ডম্ফ লক্ষ কোটি।
সাত কোটি দগড়েতে ঘন পড়ে কাটী॥
আশী কোটি ধামাসা বাজে তিন লক্ষ কাহাল।
তিন বৃন্দ ঘণ্টা বাজে মৃদংগ বিশাল॥
চারি লক্ষ দণ্ডী বাজে তিন খর্ব্ব বীণা।
সাত অর্ব্বুদ বাজে বীরবাদ্য দামা॥
আশী খর্ব্ব শিংগা বাজে অতি খরসান।
নই খর্ব্ব শংখ বাজে লক্ষ লক্ষ সিন্ধুযান॥
শত লক্ষ ভেরী বাজে ছত্রিশ বৃন্দ পড়া।
পঞ্চাশ বৃন্দ ঝাঝরি বাজে শত খর্ব্ব কাড়া॥
ঢেমচা খেমচা বাজে অর্ব্বুদ হাজার।
চৌষট্টি ঘাঘর বাজে পাখওয়াজ উর্ম্মাল॥
বাদ্যরবে ত্রিভুবনে লাগিল তরাস।
সাতাইশ খর্ব্ব বাদ্য বাজে রুদ্র কবিলাস॥
শত খর্ব্ব নিশান শত খর্ব্ব জয়ঢোল।
মহা প্রলয়কালে যেন মহা গণ্ডগোল॥
ধন বিলাইয়া শূন্য করিল ভাণ্ডার।
লংকার লক্ষ্মী লৈয়া রাবণের আগুসার॥
মত্ত উন্মত্ত দুই রাজার সোঁসর।
বিরূপাক্ষ রাক্ষস চলে নানা মায়াধর॥
হেন সভ বীর লৈয়া রাবণ রাজা লড়ে।
যাত্রাকালে অমংগল স্থানে স্থানে পড়ে॥
সূর্য্য তাপ ছাড়য়ে তবে কাঁপয়ে মেদিনী।
বিনা মেঘে রক্তবৃষ্টি বরিষে আগুনি॥
দশ দিগ অন্ধকার সমুখে উঝটে।
শৃগালের বোলেতে সভার কর্ণ ফাটে॥
রথেতে গৃধিনী পড়ে ঘোর দরশন।
বাম হাথ কাঁপে রাজার বাম লোচন॥
স্থানে স্থানে অমংগল পড়িছে অপার।
মার মার করিয়া যায় পশ্চিম দুয়ার॥
পশ্চিম দুয়ারে আছেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
সেই দ্বারে রাবণ রাজা দিল দরশন॥
যুঝিতে রাবণ রাজা ধনুকে দিল চড়া।
রাউত সভ রণ করে চড়ি তাজি ঘোড়া॥
দুই কটকের সিংহনাদে কম্পিত পাতাল।
যুঝিবারে দুই কটক হইল মিশাল॥
মুদ্গর মুষল জাঠি চোখ চোখ বাণ।
গাছ পাথরে বানর করয়ে সংগ্রাম॥
খুরুপা অর্দ্ধচন্দ্র এড়ে বাণ কর্ণিকার।
রাক্ষসের বাণে বানর হইছে সংহার।
লক্ষ লক্ষ বানর পড়িল রণেতে যুঝার।
রাক্ষসের বাণে পড়ে নাহিক নিস্তার॥
খান খান হৈয়া অংগের রক্ত পড়ে ধারে।
আপন বিক্রম রাক্ষস দেখায় বানরে॥
বানর কটক বরিষয়ে গাছ পাথর।
বাণ বরিষণে কাটে রাজা লংকেশ্বর॥

সংগ্রামের মাঝে তবে দুই কটক যুঝে।
না শুনি এমন যুদ্ধ ত্রিভুবন মাঝে॥
এক বাণ এড়ে রাবণ পাঁচ সাত বিঁধে।
বানর কটক বিঁধে রাজা দশস্কন্ধে॥
রক্তে রাঙ্গা হৈল শরীর খান খান।
তবু বানরগণ যুঝে রাবণের আগুয়ান॥
সূর্য্যের কিরণ যেন হইল বাহির।
রাবণের বাণে বানর রণে না হয় স্থির॥
কোপ করিয়া ফেলে বানর গাছ পাথর।
গাছ পাথর কাটিয়া ফেলে রাজা লঙ্কেশ্বর॥
গন্ধমাদন মহাবীর বাখানিল রণে।
বিঁধিল রাবণ তারে চারি গোটা বাণে॥
নল নীল দেখে রাজা দাণ্ডায়াছে দূরে।
দশ বাণে বিঁধিল তারে রাবণ সত্বরে॥
সাত বাণে বিঁধিলেক সুগ্রীব কোঙর।
আর সাত বাণে বিঁধে গবাক্ষ বানর॥
একইশ বাণে ফুটিল নীল মহাবলী।
ত্রিশ বাণে পনসেরে করিল অচলি॥
গয় মহাবীর ফুটিল পঞ্চাশ বাণে।
ইন্দ্রজালের উপরে শতেক বাণ হানে॥
ছয় বাণে ফুটিল দ্বিবিদ কর্কশ।
দশ বাণে প্রমাথির হইল বিবশ॥
গবয় বীর ফুটিলেন পঞ্চদশ বাণে।*
অষ্টাদশ বাণ রাজা ধূম্রাক্ষেরে হানে॥
দশ বাণে বিঁধে রাজা বানর চন্দন।
সাতাইশ বাণে ফুটে সুষেণনন্দন॥
পঞ্চাশ বাণে বিঁধে রাজা মন্ত্রী জাম্বুবান।
ত্রিশ বাণ বিঁধিলেক বীর হনুমান॥
আশী বাণে ফুটিল তবে কুমার অঙ্গদ।
ষাটি বাণে শরভ হইল নিঃশবদ॥
নই বাণে বিঁধে শতবলি দধিপাল।
বানর সভ ফুটিয়া বাণে হইল খান খান॥
যুদ্ধ করে রাবণ রাজা নাহিক বিশ্রাম।
কোটি বানর রণে তেজিল পরাণ॥
মাথা কাটা গেল কারো লোটায় ভূমিতলে।
রাক্ষস লইয়া রাবণ বানর কটক দলে॥
খণ্ড খণ্ড হৈয়া বানর তিতিল রকতে।
ভঙ্গ দিয়া পলায় বানর শ্রীরামের ভিতে॥
পৃথিবী যুড়িয়া তবে বানর কটক পড়ে।
কলাগাছ যেমত অলপ বায় লড়ে॥
রাক্ষস বানরের মুণ্ডে করয়ে প্রহার।
পাড়িল বানরগণ পর্ব্বত আকার॥
কোটি কোটি বানর পড়িল রক্তে বহে নদী।
হাথী ঘোড়া রাক্ষস পড়িল গাদি গাদি॥
গাছ পাথর ফেলায় বানর রাবণ রাজার রথে।
গাছ পাথর কাটে বাজা ধনুক বাণ হাথে॥
ডাক দিয়া রাক্ষসেরে বলে লঙ্কেশ্বর।
মারিয়া পাড় বানরেরে না করিহ ডর॥
যুঝয়ে বানরগণ অসম সাহসে।
চড় চাপড় কামড়েতে মারয়ে রাক্ষসে॥
বড় বড় গাছ পাথর বানর উপাড়ি।
রাবণে মারিতে বানর করে হুড়াহুড়ি॥
বজ্রসার ধনুক ধরে রাজা দশানন।
বড় বড় বানর বিঁধিয়া পাড়ে ততক্ষণ॥
ধনুকখান নাহি বিঁধে গুণ নাহি ছিণ্ডে।
বড় বড় বানরগণ বিঁধিয়া পাড়ে কাণ্ডে॥
বানর কটক রাজা বিঁধয়ে চারি ভিতে।
মরণ রা কাড়ে বানর শুনি বিপরীতে॥
ঘায় জরজর বানর ভঙ্গ দিল রণে।
রাম লক্ষ্মণ জিনিতে চলিলা দশাননে॥
বানর সভ ভঙ্গ দিল সুগ্রীব রাজা রোষে।
কুপিল সুগ্রীব রাজা সংগ্রামে প্রবেশে॥
সিংহনাদ করিয়া রাজা প্রবেশিলা রণে।
ভাঙ্গওয়ান বানর আইল সুগ্রীবের স্থানে॥
গাছ পাথর ফেলে বানর রাবণের রথে।
গাছ পাথর কাটে রাজা ধনুক বাণ হাথে॥
সুগ্রীব রাজা যুঝিতে বানরের হুড়াহুড়ি।
কোটি কোটি বানর গাছ পাথর উপাড়ি॥
সুগ্রীবেরে গাছ পাথর দিল লক্ষ লক্ষ।
গাছ পাথর রাক্ষসেরে মারে বানর সভ দক্ষ॥
পলায় রাক্ষস কটক সুগ্রীবের প্রতাপে।
বিরূপাক্ষ মহাবীর ধনুক পাতে কোপে॥
বিরূপাক্ষ বাণ বরিষে যেন মেঘ পানি।
বানর লৈয়া সুগ্রীব রাজা করিল উঠানি॥
লম্ফ দিয়া সুগ্রীব বিরূপাক্ষ রথে চড়ে।
রথখান চূর্ণ কৈল বজ্র চাপড়ে॥
রাবণ রাজা পাঠাইল ময়মত্ত হাথী।
হাথীর উপরে চড়ে বিরূপাক্ষ যোদ্ধাপতি॥
নানা অস্ত্র এড়ে রাক্ষস দেখিতে ভয়ঙ্কর।
ময়মত্ত হাথী তোলে সুগ্রীবের উপর॥
সূর্য্যের বেটা সুগ্রীব রাজা বলে মহাবল।
মুটাকির ঘায় হাথীর ভাঙ্গিল গণ্ডস্থল॥
পড়িল মাতঙ্গ গোটা পৃথিবী সে কাঁপে।
লম্ফ দিয়া পড়িল বীর হাথী লৈয়া চাপে॥

দুহে' দুহাঁ মারিতে চায়
কেহো না পায় ছল।
চাক ভাঙরি বুলে দুহে' দুহাঁর করতল॥
দারুণ কোপে সুগ্রীব রাজা
এড়ে পর্ব্বতখান।
কাটিল পর্ব্বত রাক্ষস এড়ি দিব্য বাণ॥
পর্ব্বত ব্যর্থ গেল কুপিল বানর।
রুষিয়া মুঠকি মারে রাক্ষস উপর॥
অচেতন বিরূপাক্ষ পড়িল কাতরে।
উঠিল ধনুক পুন লইলা সত্বরে॥
বিরূপাক্ষে মুঠকি পুন মারিল সুগ্রীব।
মুখে রক্ত উঠে তার হইল মূর্চ্ছিত॥
ভূমেতে পড়িল বীর ভূমেতে কাতর।
প্রাণ ছাড়িয়া বীর গেলা যমঘর॥
রণ করিয়া পড়িল বিরূপাক্ষ মহাবল।
হরিষে সিংহনাদ করে বানর সকল॥
মত্ত উন্মত্ত দুই বীর রাক্ষসের প্রধান।
যুঝিতে রাবণ তারে কৈল সম্বিধান॥
রাজার আরতি কর শোধ লোণ পানি।
সংসারে থাকুক তব যশের কাহিনী॥
বিরূপাক্ষ বীরে মারিল সুগ্রীব বানর।
সুগ্রীবে বাঁধিয়া আন আমার গোচর॥
এক চাহে আরে রাবণের আজ্ঞা পায়।
মহাকোপে দুই বীর যুঝিবারে যায়॥
সুগ্রীবের প্রতাপে সভ রাক্ষস কটক ভাঙ্গে।
যুঝিবারে ধনুক পাতে সুগ্রীবের আগে॥
ধনুক দেখিয়া কুপিল সুগ্রীব বানর।
মত্ত বীরের উপরে ফেলে গাছ পাথর॥
গর্জ্জিয়া পাথর খান আইসে অর্দ্ধবাটে।
বজ্রবাণে মত্ত বীর তার পাথর কাটে॥
গৃধিনী শকুনি যেন ঝাকে ঝাকে উড়ে।
বাণে খণ্ড খণ্ড হৈয়া গাছ পাথর পড়ে॥
গাছ পাথর কাটা গেল সুগ্রীব কোপে জ্বলে।
শালগাছ উপাড়িয়া আনে বাহুবলে॥
শালগাছ এড়ে বীর রাক্ষস উপর।
বাণেতে কাটিয়া গাছ ফেলিল সত্বর॥
তিন সহস্র বাণ এড়ে সুগ্রীবের উপর।
বাণে ফুটিয়া সুগ্রীব রাজা হইলা ফাঁফর॥
অস্ত্র সহিয়া বীর করে ঠেকাঠেকি।
অস্ত্র ছাড়িয়া দুহে' মুষ্টামুষ্টকি॥
কেহো পড়ে কেহো উঠে চড়চাপড়ে রণ।
খরসান খাণ্ডা উপরে পড়ে দুইজন॥

খাণ্ডার চোট রাক্ষসে লাগে
সুগ্রীব উপরে চড়ে।
সুগ্রীবের গায় খাণ্ডা উপাড়িয়া পড়ে॥
সুগ্রীবের বুক যেন বজ্রের সমান।
বুকেতে ঠেকিয়া খাণ্ডা হইল দুইখান॥
মহাকোপে সুগ্রীবের জ্বলিছে অন্তর।
রাক্ষস মারিতে যুক্তি সৃজিলা সত্বর॥
লম্ফ দিয়া মত্ত বীরের ধরিলেক গলা।
মাথা মুচড়িয়া যেন ভাঙ্গিয়া খায় মূলা॥
রাম রাম বলিয়া বীর তেজিল জীবন।
উন্মত্ত অঙ্গদে ওথা বাজে মহারণ॥
উচ্চৈঃশ্রবার অংশে যেই অশ্বের উৎপতি।
হেন ঘোড়া চড়ে উন্মত্ত যোদ্ধাপতি॥
তিন সহস্র বাণ এড়ে পরম সন্ধানী।
বিঁধিয়া অঙ্গদ বীরে কৈল খানখানি॥
বাণ সহিয়া অঙ্গদ বীর
ঘোড়া ধরিয়া টানে।
বজ্র চাপড়ে ঘোড়ার বধিল জীবনে॥
চাপড়ের ঘায় ঘোড়ার মরণ হইল।
হাথে ধনুক লৈয়া উঠে উন্মত্ত মহাবল॥
লোহার হুড়ুকা অঙ্গদ এড়িল কোপমনে।
হুড়ুকার ঘায় বীর হইল অচেতনে॥
সম্বিধ পাইয়া উন্মত্ত লইল ধনুকে।
পাঁচ সহস্র বাণ এড়ে অঙ্গদের বুকে॥
বাণ খায়্যা অঙ্গদ বীর মহাকোপে জ্বলে।
লোহার ফাঁফুড়ি ঢুলায় গগনমণ্ডলে॥
লোহার ফাঁফুড়ি এড়ে রাক্ষস উদ্দিশে।
কাতর রাক্ষস মাথার পাগ খসে॥
কোপে কাল বাণ বীর কৈলা অবতার।
অঙ্গদের বুকে বাজি পৃষ্ঠে হইল পার॥
বাণ খায়্যা অঙ্গদ সমুখ হইতে নারে।
তিল প্রমাণ ঠাঞি নাহি বাণের প্রহারে॥
ব্যথা নাহি পায় বীর রণে নাহি উকে।
বাম হাথে ধরিলেক রাক্ষসের ধনুকে॥
চারিখান করিয়া ধনুক ভূমিতলে ফেলে।
লম্ফ দিয়া উঠিল বীর গগনমণ্ডলে॥
বজ্র চাপড় তার মারে কর্ণমূলে।
কোপে উন্মত্ত টাঙ্গি নিল করতলে॥
খরসান টাঙ্গি ফেলি অঙ্গদেরে মারে।
লাফ দিয়া অঙ্গদ বীর টাঙ্গিখান ধরে॥
মহাবীর অঙ্গদের কি কহিব কথা।
টাঙ্গির চোটে বীর কাটে উন্মত্তের মাথা॥

ভূমেতে পড়িয়া মাথা বলে রাম রাম।
মুক্ত হৈয়া সেই বীর গেল গোলকধাম॥
শুনিতে মধুর বড় রাম অবতার।
কৃত্তিবাস বাখানিল কবিত্ব সুচারু॥

সারথিরে আজ্ঞা করে রাজা দশানন।
মিথ্যা কার্য্যে বীরক্ষয় বানরের রণ॥
ঝাট রথ চালাও রাম লক্ষ্মণের কাছে।
আগে রাম লক্ষ্মণ মারি বানর মারিব পাছে॥
রাবণের আজ্ঞাতে সারথি হরষিত।
রথখান চালাইয়া চলিল ত্বরিত॥
রথের শব্দ শুনিয়া পৃথিবী সভ লড়ে।
পর্ব্বতের পক্ষগণ ঝাকে ঝাকে উড়ে॥
রামের ঠাঞি গেল রথ চক্ষুর নিমিষে।
রাম লক্ষ্মণের উপরে রাজা বাণ বরিষে॥
দুইজনে বাণ বরিষে হাথে খাণ্ডা জাঠি।
দুইজনের বাণ আকাশে করে কাটাকাটি॥
রামের বিক্রম দেখিয়া রাবণের ত্রাস।
ব্রহ্ম অস্ত্র রাবণ রাজা করিল প্রকাশ॥
পলায় বানর সভ স্বর্গে ধূলা উড়ে।
ব্রহ্ম অস্ত্রের তেজেতে বানর সভ পোড়ে॥
হাথে ধনুক দুই ভাই আছেন রণস্থলে।
দুই ভাইর রূপগুণ রাবণ নেহালে॥
দীর্ঘ ভুজযুগ রামের পদ্মলোচন।
হাথের ধনুকখান দেখে বিচিত্র লিখন॥
দেখিয়া রাবণ রাজা হইলা বিস্ময়।
চতুর্দ্দিগে চাহে রাবণ সকল রামময়॥
অজ্ঞান হইল রাবণ রাজা না জানে আপনা।
চিনিতে না পারে রাবণ রাম কোন্ জনা॥
অনেক রাম দেখে রাবণ লঙ্কার ভিতর।
যোড় হাথে স্তুতি করে রাজা লঙ্কেশ্বর॥
এত দিনে জানিলু রাম দেব নারায়ণ।
প্রভুর সম্মুখে আজি করিব যে রণ॥
সেবক হইয়া কেন হইব বিমুখ।
ধনুক পাতিল রাজা রামের সম্মুখ॥
হাথে ধনুক লৈয়া রাম নেহালেন রোষে।
বজ্রসমান বাণ এড়েন রাবণ উদ্দেশে॥
রামের সিংহনাদ শুনি ধনুক টঙ্কার।
সম্মুখ হইতে নারে রাজা ঘুচে অহঙ্কার॥
দুই ভাই বাণ এড়েন একা রাবণ যুঝে।
কালান্তক রাহু যেন চন্দ্র সূর্য্য মাঝে॥

রাম হইতে আগে লক্ষ্মণ যুড়িলেন বাণ।
রাবণের সভ বাণ হয় খান খান॥
রণচক্রবর্ত্তী দুহে করে ঘোর রণ।
দুইজনের বাণ গিয়া ছাইল গগন॥
চন্দ্রসূর্য্য আচ্ছাদিল মেঘের পত্তন।
চতুর্দ্দিগ চাপিয়া করে বাণ বরিষণ॥
রণপণ্ডিত দুইজন যুঝে মন্ত্রতেজে।
দিগ্‌বিদিগ্ ছাইল বাণ বরিষণ কাজে॥
একবারে যোড়ে রাবণ বাণ বিষমালা।
রামের ললাট ফুটিয়া রহিল বাণের ফলা॥
মন্ত্র পড়িয়া রঘুনাথ ব্রহ্ম অস্ত্র এড়ে।
রাবণ ললাট ঠেকিয়া উখড়িয়া পড়ে॥
অভেদ কবচ রাবণের কপাল নাহি ফুটি।
হীরা মণি মাণিক কাটিল কোটি কোটি॥
গন্ধর্ব্ব অস্ত্র রঘুনাথ করিল অবতার।
দিব্য মূর্ত্তি ধরে বাণ সর্পের আকার॥
মহাকোপে রাবণ রাজা অগ্নিবাণ এড়ে।
অগ্নিবাণের তেজে রামের সর্পবাণ পোড়ে॥
সর্পবাণ ব্যর্থ কৈল রাজা দশানন।
অসুর বাণ মহারাজা এড়িল তখন॥
রাবণের বাণ দেখিয়া রঘুনাথ হাসে।
পবন বাণ এড়েন দশ দিগ পরকাশে॥
বিজুলির ছটা বাণ ধরে নানা জ্যোতি।
রাবণের বাণ গিয়া কাটে শীঘ্রগতি॥
মনুষ্য শরীর গোসাঞি নানা শিক্ষা জানে।
স্বর্গে থাকি দেবগণ শ্রীরামে বাখানে॥
শুনিতে কৌতুক বড় রাম অবতার।
কৃত্তিবাস লঙ্কাকাণ্ডে গাইল সুচারু॥

বাণ ব্যর্থ গেল কুপিল দশানন।
পাশুপত অস্ত্র বাণ এড়িল তখন॥
জাঠি ঝকড়া শেল মুষল মুদ্গর।
গন্ধর্ব্ব অস্ত্র এড়িলেন রাম গদাধর॥
গন্ধর্ব অস্ত্রে রাবণের করিল নৈরাশ।
পিশাচ বাণ রাবণ রাজা করিল প্রকাশ॥
সকল বাণ ব্যর্থ হয় শ্রীরামের বাণে।
দশ বাণ বিন্ধিল রাম রাজা দশাননে॥
ফুটিল রাবণ রাজা দশ বাণের ঘায়।
দেখিয়া রাক্ষসগণ পলাইয়া যায়॥
দশদিগ ছাইল রাবণ বাণ বরিষণে।
রামের বিক্রম দেখি সুখী দেবগণে॥

বাছের বাছ লক্ষ্মণ বীর যুড়িলেন বাণ।
ধনুক পাতিল রঘুনাথের আগুয়ান॥
রাবণের রথে শোভে মানুষের মুণ্ড।
সাত বাণে লক্ষ্মণ করিল খণ্ড খণ্ড॥
দুইজনে বাণ এড়ে দুহেঁ ধনুর্দ্ধর।
দুহেঁ দুহাঁ বিন্ধিয়া করিল জর্জ্জর॥
আবর্ত্ত সম্বর্ত্ত বাণ বলে মহাবল।
বিষ্ণুজাল ইন্দ্রজাল কাল আনল॥
বরুণ উল্কামুখ বিদ্যুৎ খরসান।
চন্দ্রমুখ অসুরমুখ সপ্তসার বাণ॥
নীল হরিতাল বাণ নিকট শঙ্কর।
অর্দ্ধচন্দ্র খরুপা যামিনী মনোহর॥
কালদণ্ড কৌশিক আর বাণ কর্ণিকার।
ষট নিষট বাণ সহস্রেক ধার॥
পাশুপত হয়গ্রীব অগ্নিমুখ বাণ।
কুবের অস্ত্র রাজহংস বিমর্দ্দ সুঠান॥
যমক দুর্জ্জয় বাণ ভঙ্গক বিভঙ্গ।*
ত্রিশূল অঙ্কুশ বাণ বায়ব্য মাতঙ্গ॥
*বজ্রগরুড় বাণ বহে মহাধীর।
ঐষীক তামসিক অস্ত্র কপালিক শির॥*
বিষ্ণুচক্র ধর্ম্মচক্র ষট্‌চক্র বাণ।
সন্তাপন বিলেপন সংগ্রামে প্রধান॥
গদা কুসুম বাণ চারিভিতে কাঁটা।
সিংহ শার্দ্দূল বাণ আসিতে বাজে ঘণ্টা॥
এত সভ বাণ লক্ষ্মণ করিলা অবতার।
দশদিগ জলস্থল বাণে অন্ধকার॥
গন্ধর্ব্ব অস্ত্র এড়িলেক রাজা দশানন।
লক্ষ্মণের সকল বাণ কাটে ততক্ষণ॥
দুই বীরে রণ করে বল নাহি টুটে।
রাবণের হাথের ধনুক লক্ষ্মণ বীর কাটে॥
লক্ষ্মণের বাণেতে তার রথ হইল গুঁড়া।
গদার বাড়ি বিভীষণ মারিল অষ্ট ঘোড়া॥
রক্তলোচন করিয়া রাজা বিভীষণে চাহে।
বিভীষণ মারিতে রাজা শেল লইল বাহে॥
বংশনাশ করিলি তবু গৌরবে না থাকে।
বিভীষণ মারিব আজি কোন্‌জন রাখে॥
এড়িলেক শেলপাট গ্রাসিত বিভীষণ।
ডাকিয়া বলে প্রাণ রাখ ঠাকুর লক্ষ্মণ॥
শেলের উদ্দিশে লক্ষ্মণ এড়ে বজ্রবাণ।
বজ্রবাণে শেল কাটিয়া কৈল দুইখান॥
শেল কাটা গেল বানর দিল টিটকারি।
কুপিল রাবণ রাজা লঙ্কার অধিকারী॥
মন্ত্র পড়িতে শেল হইল অধিষ্ঠান।
শেলের মুখে অগ্নি উঠে পর্ব্বতপ্রমাণ॥
ফাঁফর বিভীষণ বানর সভ দেখে।
হাথে ধনুকে লক্ষ্মণ বিভীষণে রাখে॥
তিন সহস্র বাণ এড়েন শেলের উপর।
খান খান হৈয়া গেল পড়িল সত্বর॥
বিভীষণে এড়িয়া কোপে লক্ষ্মণেরে চাহে।
ডাক দিয়া বলি রাজা শেল লৈল বাহে॥
বিভীষণে রাখিলি বেটা দেখিলু বীরপানা।
পরকে রাখিলা এখন রাখহ আপনা॥
মরিত বিভীষণ তুমি করিলা উদ্ধার।
তোর উপর পড়িল বিভীষণের মহামার॥
মোর শেলে মরিবে আজি ভণ্ড তপস্বী।
মরণকালে স্মরণ কর সীতা তো রূপসী।
রাম সুগ্রীবের ঠাঞি মাগহ মেলানি।
তা সভার সনে আর না কহিবে কাহিনী॥
ভাল মতে দেখ তুমি সকল বানরগণ।
মোর শেলে যমঘরে যাইবে লক্ষ্মণ॥
তর্জ্জে গর্জ্জে রাবণ রাজা শেলপাট ঝাঁকে।
শেলপাট গর্জ্জনে তার ত্রিভুবন কাঁপে॥
শেলপাট নির্ম্মাইল ময়দানব রাজে।
শেলপাট চলিল অষ্টশত ঘণ্টা বাজে॥
দশ দিগ আলো করিয়া আইসে শেলপাট।
ত্রাসিত হইলা রঘুনাথ নাহি দেখে বাট॥
মনে চিন্তে গোসাঞি ভাইর কুশল।
শেলেরে স্তবন করেন যোড়হাথ যুগল॥
দেবমূর্ত্তি ধর তুমি দেব অধিষ্ঠান।
বারেক লক্ষ্মণ ভাইর দেহ প্রাণদান॥
বাহুড়িয়া যাহ শেল রাবণের রথে।
ভাই দান মাগি আমি করি যোড় হাথে॥
এতেক বিনয় কহিল কমললোচন।
শেলপাট বলে শুন দেব নারায়ণ॥
বৈকুণ্ঠের নাথ তুমি দেবতা শ্রীহরি।
রাবণ কুম্ভকর্ণ গোসাঞি তোমার দুয়ারি॥*
তোমার সেবক রাবণ রাজা ত্রিভুবনে জানে।
সেবকের মনোরথ না কর লঙ্ঘনে॥
সকল সঙ্কটে পার রক্ষা করিবারে।
তোমার সেবকে তোমার নাহি অধিকারে॥
রাম বলেন প্রাণাধিক অনুজ লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণের মরণে আমি তেজিব জীবন॥
সুগ্রীব রাজা মরিবেক রাক্ষস বিভীষণ।
সমুদ্রে প্রবেশ করি মরিবে বানরগণ॥

যে দেবতা অধিষ্ঠান হৈয়াছে শেলের মুখে।
লক্ষ্মণ এড়িয়া শেল পড় আমার বুকে॥
রামের কাতর বাক্যে শেল নাহি থাকে।
নির্ভরে পড়িল গিয়া লক্ষ্মণের বুকে॥
পড়িল লক্ষ্মণ বীর পর্ব্বতের চূড়া।
সকল শেল ভিতরে গেল বাহিরে মাত্র গুড়া॥*
মাটিতে সম্ভাইল শেল লাড়িতে নারে পাশ।
অচেতন হইল বীর ঘন বহে শ্বাস॥
লক্ষ্মণ দেখিয়া পলায় সকল বানর।
তিন ঠাঞি রাখিতে রাম হইলা ফাঁফর॥
রাম বলেন বানর সভ না কর অপেক্ষা।
শেল কাড়িয়া ভাইর প্রাণ কর রক্ষা॥
শেল কাড়িতে বীরভাগ লক্ষ্মণেরে বেড়ে।
আপনি সুগ্রীব রাজা টানিয়া শেল কাড়ে॥
সুগ্রীব রাজা শেল কাড়ে সকল বানর চাহে।
দুই হাথে শেল টানে তবু বাহির নহে॥
হনুমান মহাবীর বানরে বাখানি।
শেল ধরিয়া বিস্তর করিল টানাটানি॥
অঙ্গদ আদি করি যত বড় বড় বীর।
সভে শেল ধরিয়া টানে না হয় বাহির॥
সুগ্রীব রাজা বলে শুন সেনাপতিগণ।
ধমকের ঘায় পাছে মরেন লক্ষ্মণ॥
এত শুনি বীরভাগ না করে সাহস।
যার টানে মরিবে লক্ষ্মণ তার অপযশ॥
বিশ্বম্ভর রূপে রাম শেলে দিল টান।
তবু বাহির নহে দারুণ শেলখান॥
শেল কাড়িতে এক ঠাঞি হইলা বানরগণ।
সন্ধান পুরিয়া বাণ এড়ে দশানন॥
সকল বানর পলায় এড়িয়া লক্ষ্মণ।
সভারে বলেন রাম প্রবোধবচন॥
তোমরা এড়িয়া যাহ লক্ষ্মণের নাহি আশা।
আমার বাণে তোমরা সভ করহ ভরসা॥
আমারে মারিবে হেন না করিহ মনে।
কালি রাবণ মারিব আমি এক দণ্ডের রণে॥
কালি রাবণেরে যদি আমি নাহি মারি।
মিথ্যা কার্য্যে আমি তবে রাম নাম ধরি॥
বালি বানর রাজা আমি মারিলাম যার তরে।
তাহার কারণে আমি বাঁধিলু সাগরে॥
রামের বোলে বানর সভ সাহসে কৈল ভর।
লক্ষ্মণ রাখিয়া রহে সকল বানর॥
অঙ্গদ কুমুদ নল নীল হনুমান।
সুগ্রীব বাগে রহিল আর মন্ত্রী জাম্বুবান॥

ছয় বীর রহিল তবে লক্ষ্মণের রক্ষা।
রাবণ সনে যুঝে রাম দৃঢ় ধনুশিক্ষা॥
ভাইর শোকে যুঝে রাম হইয়া তৎপর।
বাণ সহিতে নারে রাবণ পলায় সত্বর॥
লক্ষ্মণে মারিয়া রাবণ মনের হরিষে।
সাত অক্ষৌহিণী বাদ্য বাজে রাজার পাশে॥
কোপ করিয়া রাবণ বসিলা সিংহাসনে।
দেবের সমাজ রাজা ডাক দিয়া আনে॥
রাবণে বেড়িয়া বৈসে দেবতা সত্বর।
হেট মুখে আছে রাজা দেবতা ফাঁফর॥
রাবণের কোপ দেখিয়া দেবগণের ডর।
ব্রহ্মাকে বলেন সভে গোচর লঙ্কেশ্বর॥
ব্রহ্মা বলেন তুমি রাক্ষসের রাজ।
আজ্ঞা কর দেবতা সাধিবে কোন্ কাজ॥
রাবণ বলে চন্দ্র সূর্য্য তোমরা দুই ভাই।
সূর্য্য আড়তি যাও চন্দ্র
থাকুক আমার ঠাঞি॥*
পাগল হইলাম আমি ইন্দ্রজিতের শোকে।
ময়দানবের শেল মার্য়াছি লক্ষ্মণের বুকে॥
উদয় করহ রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে।
লক্ষ্মণ যোদ্ধাপতি যেন মোর শত্রু মরে॥
আজ্ঞা পায়্যা তবে চলিলা দিবাকর।
কৃত্তিবাস রচিলা গীত অতি মনোহর॥

রাবণ পলাইল রাম পাইলা অবসর।
লক্ষ্মণ কোলে করিয়া কাঁদেন ধূলার উপর॥
কি ক্ষণে ছাড়িয়া ভাই অযোধ্যা নগরী।
তিন দিন বই গেলা সীতা ত সুন্দরী॥
জগৎনন্দিনী সীতা পরম সুন্দরী।
দুই প্রহর বেলায় রাবণ সীতায় কৈল চুরি॥
লক্ষ্মণ ভূমিতে লোটায় রাম কৈলা কোলে।
ভাই কোলে করিয়া তিতে নয়নের জলে॥
প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ মোর রণের দোসর।
বিদেশে আসিয়া হারাইলু সহোদর॥
শোকে আকুল হৈলে তুমি প্রবোধিতে।
হেন ভাই পড়িল রণে দৈব দশা হৈতে॥
স্ত্রীর লাগিয়া হারাইলু ভাই
যুঝার ধানুকী।
কি করিবে রাজ্যভার কি করিবে জানকী॥
সীতা হেন পাব এখি লক্ষ লক্ষ নারী।
তোমা সম ভাই না পাইব হিতউপকারী॥

উঠ উঠ লক্ষ্মণ ভাই রক্তে ডুবে পাশ।
মরিবারে আমা সনে আইলা বনবাস॥
তোমার বার্ত্তা পুছিবে অযোধ্যার দেশে।
তোমার বার্ত্তা কহিব আমি কেমন সাহসে॥
সুমিত্রা সত মায়ের তুমি কোলের নন্দন।
কি বলিয়া রাখাইব তাঁহার ক্রন্দন॥
এতেক নিঠুর হইলা না দেহ উত্তর।
বারেক উত্তর দেহ প্রাণের সহোদর॥
পাঁজর ভাঙ্গিল ভাই রাক্ষসের বাণে।
কত দুঃখ পাও ভাই প্রাণের লক্ষ্মণে॥
আমার লাগিয়া প্রাণ না করিলে রক্ষা।
তোমার বিহনে ভাই আমি মাগি ভিক্ষা॥
কোথা গেলে প্রাণের ভাই না দেহ সম্মতি।
দুই ভাই এক স্থানে করিব বসতি॥
প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ মোর হিয়ার হিয়া।
সম্মতি দিয়া ভাই তিলেক থাক জিয়া॥
রামের ক্রন্দনে কাঁদে যতেক বানর।
বিভীষণ কাঁদে রাবণের সহোদর॥
রাম বলেন সীতালাভ লক্ষ্মণ তার মূলে।
কি লাভ করিতে আইলু সাগরের কূলে॥
লাভেরে আইলু আমি মূলে হইল হানি।
সুবর্ণ বাণিজ্যে আইলু মাণিক্য নিল দানী॥
রাম বলেন সুষেণ ভাই জিয়াইয়া দেহ মোরে।
তবে সে তোমার যশ ঘুষিবে সংসারে॥
সীতার হরণে আমি না ভাবিয়ে দুখ।
লক্ষ্মণের মরণে আমি হইলাম বিমুখ॥
এতেক দুঃখ মোর হইল কেবল লাভ সার।
বিভীষণে নাহি দিলু লংকার অধিকার॥
আইস বলি শুন রাজা বিভীষণ।
দূত পাঠাইয়া ভরত আন মারুক রাবণ॥
বিক্রমসিংহ ভরত ভাই বেগেতে পবন।
ভরত মারিতে পারেন সহস্র রাবণ॥
রাবণ মারিলে হবে সীতার উদ্ধার।
তুমি রাজ্য পাবে আমি সত্যে হব পার॥
বিবিধ বিধানে রাম ভরতে বাখানে।
শুনি হনুমান হইল চমকিত মনে॥
হনুমান বলে বালি রাজা বিক্রমে সাগর।
লেজে বাঁধি ডুবাইল রাজা লঙ্কেশ্বর॥
হেন বালি মারিল রাম এক গোটা বাণে।
তবু আপনা নিন্দিয়া বীর ভরতে বাখানে।
কৃত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরাণ।
ভরতের বিক্রম শুনি চিন্তে হনুমান॥

প্রাণের লক্ষ্মণ ভাই কেনে আইলা রণে।
হারাইলু হাথের নিধি নিল কোন্ জনে।
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাজা সহস্র বাহুধর।
তাহাকে অধিক মোর লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধর॥
হেন লক্ষ্মণ ভাই মোর মারিল রাক্ষসে।
আর না যাইব ভাই অযোধ্যার দেশে॥
বাপের আদেশ হইল দিতে ছত্রদণ্ড।
তাহাতে সতাই মা পাতিল পাষণ্ড॥
বাপের সত্য পালিতে আইলাম বনবাস।
তাহাতে লাগিল বিধি হইল সর্ব্বনাশ॥
রামের ক্রন্দন শুনি কাঁদে দেবগণ।
কুবের বরুণ কাঁদে শমন পবন॥
রামের ক্রন্দনে শব্দ হৈল মহারোল।
হেন কালে জাম্বুবানে বলে এক বোল॥
আছেন সুষেণ ধন্বন্তরির নন্দন।
ঔষধ আনিয়া দড় করহ লক্ষ্মণ॥
লক্ষ্মণ না জিলে আমার না রহে জীবন।
এই নিবেদন শুন কমললোচন॥
সুষেণ বলে রঘুনাথ না হও কাতর।
তুমি কাতর হইলে হৈবে চঞ্চল বানর॥
কাতর হইলে গোসাঞি বৈরী নাহি জিনি।
তুমি কাতর হইলে কে আনিবে ঔষধপানি॥
মুক্ত হাথ পা লক্ষ্মণের প্রসন্ন বদন।
হিয়ায় নিশ্বাস আছে নির্ম্মল লোচন॥
হেন জনের আপদ নাহিক মোর জ্ঞানে।
ঔষধ আনিতে পাঠাও বীর হনুমানে॥
আইস বলি হনুমান পবননন্দন।
ঔষধ আনিতে চল গন্ধমাদন॥
গন্ধমাদন পর্ব্বত সর্ব্বলোকে জানি।
সেই পর্ব্বতে ঔষধ আছে বিশল্যকরণী॥
*রাত্রেতে জিয়াব লক্ষ্মণ চন্দ্রের কিরণে।
রবির উদয় হৈলে ভয় পাই মনে॥*
সেই পর্ব্বতে রাক্ষস আছে মায়ার নিধান।
তাহার মায়াতে বাপু হইও সাবধান॥
তিন কোটি গন্ধর্ব্ব সেই পর্ব্বতে আছে।
বাদ বিবাদে কারো সনে ঠেকিয়া থাক পাছে॥
কারো সনে বিসম্বাদ না করিহ রণ।
তোমার প্রতাপে বারেক জিউন লক্ষ্মণ॥
রাম বলেন শুন বাপু পবননন্দন।
ঔষধ আনিতে যাহ গন্ধমাদন॥
বিলম্ব না কর বাপু যশে দেহ মন।
ভাই দান দেহ মোরে প্রাণের লক্ষ্মণ॥

হনুমান বলে আমা হইতে জিউন লক্ষ্মণ।
সাহস দেখ মাথা কাটিয়া যোগাই এখন॥
কত বড় কার্য্য গোসাঞি কুলার আউতি।
ঔষধ আনিয়া আমি দিব রাতারাতি॥
ঔষধ আনিতে যায় পবননন্দন।
শ্রীরাম সুগ্রীবের কৈল চরণবন্দন॥
বাপেরে প্রণাম করি পবনকোঙর।
সুষেণের চরণ তবে বন্দিল সত্বর॥
বীরদাপ করে বীর ছাড়ে সিংহনাদ।
জাম্বুবান ভল্লুকের নিল আশীর্ব্বাদ॥
অংগদ আদি বানরেতে করিল মেলানি।
এক লাফে আকাশেতে করিল উঠানি॥
দূর দূর শব্দেতে যায় পবনে করি ভর।
দৈব নিয়োজিত পথে পড়ে আথান্তর॥
ধবল বর্ণে সপ্ত ঘোড়ার রথখান বহে।
রথের উজ্জ্বল তেজ কোন্ জন সহে॥
সোনার বিম্বুকী শোভে রথের উপর।
হেন রথে চাপিয়া আইসেন দিবাকর॥
আলো করি আইসে রথ গগনমণ্ডলে।
দূরে থাকিয়া হনুমান রথখান নেহালে॥
সুবর্ণের রথখানা দশ দিগ প্রকাশ।
আচম্বিতে প্রভাত হইল হনুমানের ত্রাস॥
হনুমান বলে রাত্রে করি আগুসার।
আমার গোচরে যাইতে বড় হৈবে ভার॥
বুদ্ধের সাগর হনু মনে মনে গুনে।
জানিতে জুয়ায় কোন্ জনের গমনে॥
পথ আগুলিয়া রহে দেখিতে ভয়ংকর।
সারথি না পায় পথ হইলা ফাঁফর॥*
ঘন ঘন সারথি মারে ঘোড়ারে ছাট।
ফিরিয়া ধরিল ঘোড়া পশ্চিমের বাট॥
যোড় হাথে সারথি কহে গোসাঞির গোচর।
পূর্ব্বপথ রুধিল গোসাঞি একটা বানর॥
বিপরীত মূর্ত্তি বানর দেখিতে চমৎকার।
তেঞি রথ নাহি চলে পূর্ব্ব দুয়ার॥
গোসাঞি রথখান চলে গগনমণ্ডলে।
পোড়াইয়া মারিব তারে আমার প্রখর জালে॥
গোসাঞি বচন শুনি পবনকুমার।
মাথা লোঙাইয়া কহে গোসাঞির গোচর॥
অন্ধকার দূর হইল রবির প্রকাশে।
বানররূপী হনুমান গোসাঞিরে সম্ভাষে॥
হনুমান বলে তুমি কোন্ মায়াধর।
কোথা হইতে আইলা তুমি কহ না সত্বর॥
গোসাঞি বলে দেবগণ রাবণের ঘরে খাটে।
ব্রহ্মা পুরাণ পাঠ রাবণ নিকটে॥
ঠাট কটকে রাবণ গেল রণ করিবারে।
ময়দানবের শেল মারিল লক্ষ্মণ মহাবীরে॥
লক্ষ্মণ মারিয়া রাজা আইলা সত্বরে।
কোপে আমা পাঠাইলা উদয় করিবারে॥
লঙ্ঘিতে না পারি আমি বচনপ্রবন্ধ।
ডরে অংগীকার কৈলুঁ দেখি দশস্কন্ধ॥*
আমার উদয়ে মরিবে লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধর।
উদয় করিতে যাই উদয়শিখর॥*
হনুমান বলে হৈল লক্ষ্মণের মরণ।
বানর কটকে লক্ষ্মণ থুইল ঘোষণ॥
ঔষধ আন্যা জিয়াইতে নারিলু আপনি।
রামের মরমে লক্ষ্মণ থুইল পুড়নি॥
হনুমান বলে আজি বিক্রমে করি ভর।
মহাকোপে বলিব আজি কঠিন উত্তর॥
হনুমান বলে তুমি জগৎ ঈশ্বর।
আপনার নাম কহ আমার গোচর॥
গোসাঞি বলেন তবে মোর নাম ভানু।
তুমি আমার মিত হইলা মোর নাম হনু॥
হনু ভাংগ্যা পড়িলু আমি ইন্দ্রের প্রহারে।
সত্য করিয়া বল তুমি দিয়াছ অমরে॥
হিত করিয়া বর দিলা নাহিক স্মরণ।
ক্ষণেক বিলম্ব কর জিউক লক্ষ্মণ॥
লক্ষ্মণের জীবনে হবে দেবের উদ্ধার।
মোর কাঁকতলে থাক করি পরিহার॥
দুই মিতে কথাবার্ত্তা হইল বোলচালে।
লক্ষ্মণ জিয়াইতে বন্দী হইল কাঁকতলে॥
জগতের নাথ গোসাঞি কে ধরিতে পারে।
আপনি হইলা বন্দী লক্ষ্মণ জিয়াবারে॥
হনুমান বলে যদি হই যোদ্ধাপতি।
সপ্ত রাত্রিতে আজি করিব এক রাতি॥
হাথ নাহি লড়ে বীর পবন নাহি লড়ে।
সূর্য্য বন্দী করিয়া বীর অন্তরীক্ষ ভরে॥
ঔষধ আনিতে বীর চলে অন্তরীক্ষে।
লংকায় থাকিয়া তাহা রাবণ রাজা দেখে॥
কালনিমা মাত্র ছিল ঘোর দরশন।
চারি মুণ্ড অষ্ট বাহু অষ্ট বিলোচন॥
রাবণ বলে কালনিমা শুনহ বচন।
ঔষধ আনিতে যায় পবননন্দন॥
হনুমানের আগে থাক তপস্বীর বেশে।
পরম আদর করি রাখিহ আপন পাশে॥

স্নান করিতে পাঠাইও সেই সরোবরে।
দারুণ কুম্ভীর যেন হনুমানে ধরে॥
হনুমান মরিলে যুদ্ধ হয় অবসান।
যেই জন মরে তারে দেয় প্রাণদান॥
অবিলম্বে হনুমানে তুমি কর বধ।
বিনা যুদ্ধে খণ্ডে তবে সকল আপদ॥
হনুমান মরিলে কে আনিবে ঔষধপানি।
লক্ষ্মণ মরিলে রাম মরিবে আপনি॥
চল চল কালনিমা ত্বরিত গমনে।
তুমি আমি লঙ্কাভাগ করিব দুইজনে॥
কালনিমা বলে সুন রাজা দশানন।
অভিপ্রায় জানিলু আমার নিকট মরণ॥
মরিবার তরে পাঠাও হনুমানের আগে।
বাঁচিয়া আইলে লঙ্কা খাব অর্দ্ধভাগে॥
এত বলি কালনিমা উঠিল আকাশে।
গন্ধমাদন গেলা তবে চক্ষুর নিমিষে॥
মায়া পাতি সৃজিল মধুর ফুলফল।
তপস্বীর বেশে রহে দুষ্ট নিশাচর॥
আকাশ গমনে যায় পবনকোঙর।
হনুমানে রাখিল সেই করিয়া আদর॥
তপস্বী বলে হনুমান কহ ত কুশল।
ফল জল খাও তুমি হও সুশীতল॥
হনুমান বলে তপস্বী না জান কাহিনী।
কোন্ সুখে ফলমূল খাব আহার পানি॥
দশরথ নামে রাজা ছিল সূর্য্যবংশে।
স্ত্রীর বোলে পুত্রকে দিলেন বনবাসে॥
জ্যেষ্ঠ পুত্রের স্ত্রী তার
সীতা নামে সুন্দরী।
চুরি করিয়া রাবণ
তারে আনিল লঙ্কাপুরী॥
বানর সনে প্রীত করিয়া বাঁধিল সাগর।
দুই কটকে যুদ্ধ হইল মহাভয়ঙ্কর॥
রামের কনিষ্ঠ পড়িল রাবণের শেলে।
তবে লক্ষ্মণ জিবেন আমি ঔষধ লৈয়া দিলে॥
ফলমূল না খাইব মোরে
দেহ তো মেলানি।
ঔষধ গাছ চিনিয়া দেহ বিশল্যকরণী।
তপস্বী বলে হনুমান
ছাওয়াল তোমার মতি।
ভুখে শোকে কেমনে করি কুলাবে আরতি॥
সকল তপ নষ্ট হইবে কিশের তপস্বী।
মোর ঘরে অতিথ আজি যাবে উপবাসী॥

হের দেখ সরোবর তপের প্রসাদ।
যার জলে স্নান করিলে ঘুচে অবসাদ॥
খাইতে পারহ যদি এক গণ্ডুষ পানি।
বৎসরেক ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছুই না জানি॥*
ফলমূল খাও কর আমার পিরিতি।
ঔষধ চিনিয়া পাঠাইব রাতারাতি॥
রাক্ষসের মায়াতে পণ্ডিতজন ভুলে।
হনুমান মহাবীর লামে গিয়া জলে॥
নির্ভয় শরীর বীরের শঙ্কা নাহি মনে।
জলেতে নামিল বীর পবননন্দনে॥
কুম্ভীরিণী রুষিয়া আইলা হেন কালে।
হনুমানের পায় আসি ধরিলেক বলে॥
আচম্বিতে আইল হনুমান নাহি দেখে।
হনুমানের হাথ পা ধরিলেক নখে॥
ত্রাসে হনুমান বীর উভড়িয়া পড়ে।
লম্ফ দিয়া উঠিল বীর সরোবরের পাড়ে॥
কুম্ভীর না ছাড়ে পা পর্ব্বত প্রমাণ।
কোপে নখে চিরিয়া ফেলিল হনুমান॥
দেবকন্যা বিদ্যাধরী উঠিল আকাশে।
আকাশে থাকিয়া হনুমানেরে সম্ভাষে॥
অনুমানে জানিলু বাপু তুমি হনুমান।
কথা দুই চারি বলি কর অবধান॥
দেবকন্যা ছিলাম আমি নাম গন্ধকালি।
দেবতার ঘরে নিত্য করিতাম কেলি॥
কুবেরের ঘরে গেলাম নাচিবার রঙ্গে।
আমার রথের ধুলা লাগে দক্ষ মুনির অঙ্গে॥
পথে উগ্র তপ করে দক্ষ মুনিবর।
কোপে শাপ দিল মুনি শুনিতে দুষ্কর॥
কুম্ভিরিণী হৈয়া থাকহ এক মনে।
হনুমান হইতে হৈবে শাপবিমোচনে॥
চারি যুগ জিও তুমি সাধ রামের কাজ।
তোমার প্রসাদে দেখি দেবের সমাজ॥
আমার বচন শুন পবনকুমার।
ভণ্ড তপস্বী বেটার করিহ বিচার॥
এতেক বলিয়া তবে গেলা গন্ধকালি।
যত দূর যায় কন্যা পড়িছে বিজুলি॥
সরোবর পানে তপস্বী চাহে ঘনে ঘন।
হনুমানের বিলম্ব দেখি হরষিত মন॥
স্নান করি হনুমান গেলা তার ঘর।
হনুমান দেখ্যা তপস্বী হইল ফাঁফর॥
হাথে ফল লৈয়া তপস্বী ধায় রড়ে।
খাও খাও বলিয়া হনুমানের পাশে এড়ে॥

এক দৃষ্টে হনুমান তপস্বী নেহালে।
*রাবণের চর বলি কোপানলে জ্বলে॥
ফলমূল না খাইব পেলা লয়া দূরে।
ওরে বেটা উপহাস নিশাচর মোরে॥*
তপস্বী নহিস বেটা ভণ্ড তপস্বী।
স্বরূপে তপস্বী হৈলি
অতিথি কেন হিংসি॥
রাবণের কার্য্য কর তপস্বীর বেশে।
আমার ঠাঁঞি পড়িলি
আজি মায়া কিশে।
*কালনিমা বলে মায়া হইল গোচব।
আপন মূর্ত্তি ধার দেখি ডরাকু বানর॥*
চারি মুণ্ড অষ্ট বাহু অষ্ট বিলোচন।
হনুমানে ডাকিয়া বলে তর্জ্জন বচন॥
তোর রক্ত মাংসে আজি পাইব পিরিতি।
প্রভাতে মরিবে তোর
লক্ষ্মণ যোদ্ধাপতি॥
প্রথমে গৌরব করে দ্বিতীয়ে গালাগালি।
তৃতীয়েতে দুইজন করে কিলাকিলি॥
পর্ব্বতের গাছ পাথর কিছু নাহি রহে।
দুইজনের সংগ্রাম দুইজন সহে॥
লাফ দিয়া হনুমান কালনিমা ধরে।
মুখের রক্ত উঠিয়া তবে কালনিমা মরে॥
পড়িয়া মরিল কালনিমা হনুমান হাসে।
ফলমূল দেহ কিছু আছি উপবাসে॥
বুদ্ধের সাগর বীর পবননন্দন।
কালনিমাকে লেজে বান্ধিল তখন।
মরণবার্ত্তা কহিবারে নাহিক দোসর।
এত ভাবি ফেলিলেক লঙ্কার ভিতর॥
যেখানে বসিয়া আছে রাজা লঙ্কেশ্বর।
সেইখানে পড়িল কালনিমা নিশাচর॥
দেখিয়া রাবণ রাজার উড়িল জীবন।
হনুমানের পরাক্রমে ভয়াকুল মন॥*
পৃথিবীর দুর্ল্লভ বড় রাম অবতার।
অনেক যতনে ব্রহ্মা আনি করিল প্রচার॥
কৃত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরাণ।
লঙ্কাকাণ্ডে কালনিমাবধ উপাখ্যান॥

ধুয়া
জয় রঘুনন্দন জয় রঘুবীর।
অভিনব রতিপতি বিভোগ শরীর॥

চিন্তে মনে হনুমান রাত্রি যে বিস্তর।
লাফে লাফে যায় বীর শিখরে শিখর॥
সেই পর্ব্বত তিন কোটি গন্ধর্ব্ব নিবসে।
নৃত্যগীত করে তারা যুবতী পুরুষে॥
গন্ধর্ব্বের স্ত্রী সভ পরম রূপসী।
মৃদঙ্গ রবাব কেহো বায় বীণা বাঁশি॥*
দেখিয়া শুনিয়া হনু মনে মনে গণি।
আপনি কহিব আমি রামের কাহিনী॥
হনুমান বলে রাম লক্ষ্মণ সংসারে পূজিত।
বিষ্ণু অবতার রামের কিছু কর হিত॥
সীতার লাগিয়া রাম রাবণে হইল রণ।
রাবণের শেলে পড়িল বীর লক্ষ্মণ॥
তোমা সভার পুণ্যে যদি লক্ষ্মণ
পান পরাণি।
ঔষধ চিনাইয়া দেহ বিশল্যকরণী॥
বুঝিল গন্ধর্ব্ব সভ কি বলে বানর।
কাহার সেবক আমরা কাহার কিঙ্কর॥
*হাস্য পরিহাস্য করি লইয়া যুবতী।
কে তোরে ঔষধ চিন্যা দিব রাতারাতি॥*
বনের ভিতর মোর আছে ফুলফলে।
সকল ফল বানর বেটা খাইয়া তো ফেলে॥
কোথায় লক্ষ্মণ তোর কোথায় শ্রীরাম।
কাহার সেবক আমি কাহার করিব কাম॥
হাহা হুহু রাজারে আমরা সেবা করি।
আর যত পাই তারে ধরিয়া তো মারি॥
হনুমান বলে গন্ধর্ব্বের নাহিক নিস্তার।
তিন কোটি গন্ধর্ব্ব আজি করিব সংহার॥
হাসিয়া বলিল বীর গন্ধর্ব্বের পাশে।
ধাইয়া গিয়া হনুমানকে ধরে রোষে॥
লম্ফ দিয়া ধরিলেক হনুমানের চুলে।
কেহো গলায় ধরে তার
কেহো মারিলেক কিলে॥*
একেশ্বর হনুমান গন্ধর্ব্ব অপার।
কুপিল হনুমান বীর যম অবতার॥
কারো চড় চাপড়ে মারে কারো মারে লাথি।
আঁখির নিমিষে মারে গন্ধর্ব্ব সেনাপতি॥
নাক কান ছিণ্ডে কারো ছিণ্ডে গলার নাড়ি।
পড়িল গন্ধর্ব্ব সভ যায় গড়াগড়ি॥
একেশ্বর হনুমান গন্ধর্ব্ব সভ মারে।
চড় চাপড়ে হনু সভার প্রাণনাশ করে॥
একেশ্বর হনুমান গন্ধর্ব্ব তিন কোটি।
পড়িল গন্ধর্ব্বগণ করি ছটফটী॥

গন্ধর্ব্বের স্ত্রীগণ করে হাহাকার।
হনুমানের ঠাঁঞি কারো নাহিক নিস্তার॥
পড়িল গন্ধর্ব্বগণ নাহি একজন।
তিন কোটি গন্ধর্ব্ব মারিল পবননন্দন॥
শুনিতে কৌতুক বড় রাম অবতার।
যাহাঁর স্মরণে হয় ভবসিন্ধু পার॥
কৃত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরাণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গন্ধর্ব্বের বধ উপাখ্যান॥

ধুয়া
কি আর শমন ভয় ভজহু রাম নাম।
শমনদমন বিষম রাবণ রাবণদলন রাম॥

চিন্তে মনে হনুমান রাত্রি অবশেষ।
কারো হইতে না হইল ঔষধ উদ্দেশ॥
শূন্য হস্তে যাই যদি রঘুনাথের পাশে।
প্রভাতে লক্ষ্মণ বীর হইবে বিনাশে॥
উপাড়িয়া লৈয়া যায় পর্ব্বতশিখর।
যে সে হউক আজি সাহসে করি ভর॥
পর্ব্বত এড়িব লৈয়া সুষেণের পাশে।
আপনি চিনিয়া লইবে ঔষধের গাছে॥
আঁকড়ি করিয়া ধরে পর্ব্বতশিখর।
উপাড়িয়া ফেলিলেক হনুমান বানর॥
সত্তরি যোজন সেই পর্ব্বতের গোড়া।
দ্বাদশ যোজন সেই পর্ব্বতের চূড়া॥
একশত যোজন সেই পর্ব্বত দীঘল।
হেন পর্ব্বত উপাড়ে হনুমান মহাবল॥
অনেক গাছ উপাড়িল
অনেক ছিঁড়িল লতা।
নানা পশুপক্ষ পলায় আর গজমাতা॥
সিংহবাঘ পলায় ছাড়িয়া সিংহনাদ।
মুনিগণ পর্ব্বত এড়ে গণিয়া প্রমাদ॥
উপাড়িয়া পর্ব্বত নিল মাথার উপর।
পর্ব্বত লইয়া চলে পবনকোঙর॥
রামে প্রণমিয়া বীর দক্ষিণ মুখ লড়ে।
রাম ভরত বাখানিল তখন মনে পড়ে॥
তপস্বী মারিলু আমি মায়ার প্রবন্ধী।
কুম্ভীরিণী মারিলু সূর্য্য কাঁকতলি বন্দী॥
তিন কোটি গন্ধর্ব্ব আমি মারিলু সকল।
নন্দিগ্রাম যাব বুঝি ভরতের বল॥

চিন্তিয়া গণিয়া বীর চলিল ত্বরিত।
মাথায় পর্ব্বত নন্দিগ্রাম গেলা আচম্বিত॥
মাথায় পর্ব্বত হনুমান থাকি অন্তরীক্ষে।
অন্তরীক্ষে থাকিয়া সে ভরতেরে দেখে॥
ঘোড়া হাথী সভ দেখে অযুত অযুতে।
আড়নিঞা পাইক সব বুলে চারিভিতে॥*
সৈন্যসামন্ত সভ দেখে সারি সারি।
নন্দিগ্রাম দেখে যেন অমরনগরী॥
অগ্রহায়ণ মাস পূর্ণিমা শুভ তিথি।
সভা করি বসিয়াছে ভরত সুমতি॥
পাত্রমিত্র বসিয়াছে বশিষ্ঠ পুরোহিত।
ভরতে বেড়িয়া সভে বস্যাছে চারি ভিত॥
সুবর্ণ সিংহাসন তাতে পট্টবস্ত্র পাতি।
তাহাতে পাদুকা থুয়্যা ধরাইয়াছে ছাতি॥
হেটে বসিয়াছে ভরত কৃষ্ণসার চামে।
মুনিগণ বসিয়াছে নিজ নিজ কামে॥
অগ্রহায়ণ মাসের রাত্রি শীতল সময়।
আপনি ভরত রাজা চামর ঢুলায়॥
শত্রুঘ্ন পাদুকাতে দেয় সুগন্ধি চন্দন।
শ্রীরাম পাদুকা যেন বিষ্ণু দরশন॥
হেন বেলা হইল তথা ঘোর অন্ধকার।
সভা সহিত ভরতে লাগিল চমৎকার॥
মহা অন্ধকার করিয়া মহাঝড় বয়।
ভরত বলেন কিবা গরুড় পক্ষ যায়॥
শ্রীরামের পানই লঙ্ঘিয়া যায় কোন্ জন।
জানিতে যুয়ায় কোন জনের আগমন॥
তিন লক্ষ বাণ এড়ে ভরত ধনুর্দ্ধর।
দক্ষিণ দিগ্ রুদ্ধ কৈল বানর ফাঁফর॥
ভরত বসে যজ্ঞধূম উঠে সর্ব্বক্ষণ।
যজ্ঞধূম খাইতে গরুড়ের আগমন।
সাত লক্ষ মণ লোহায় এক বাটুল নির্ম্মাণ।
হেন বাটুল ভরত রাজা পূরিল সন্ধান॥
পক্ষ বলিয়া বাটুল বীর হনুমানে মারে।
বুকে বাজে বাটুলে বীরের পায়রা যেন ঘুরে॥
ভূমেতে পড়িল বীর হৈয়া অচেতন।
রক্ষা কর রঘুনাথ কমললোচন॥
রাম রাম বলিয়া ডাকে পবননন্দন।
রাম নাম শুনিতে পান ভরত শত্রুঘ্ন॥
ভরত বলেন শুন ভাই শত্রুঘ্ন।
রাম রাম বানর তবে করয়ে জপন॥
বনবাসে গেলা প্রভু শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
অবশ্য রামে দেখিয়াছে লয় মোর মন॥

চল গিয়া বানরে করিব পরিচয়।
বিবরণ জিজ্ঞাসিব করিয়া বিনয়॥
এতেক চিন্তিয়া দুই ভাইয়ের গমন।
বানরের ঠাঁঞি গিয়া দিল দরশন॥
পর্ব্বত ঘুচাল গিয়া দশরথনন্দন।
ততক্ষণে হনুমান পাইল চেতন॥
ভরত বলে কেবা তুমি কোথা তোমার ঘর।
কোথাকে লৈয়া যাহ পর্ব্বত শিখর॥
কোথা হইতে আইলা বানর কহ ভালমতে।
দেশে দেশে বেড়াও কেনে মাথায় পর্ব্বতে॥
বনবাস গেলা প্রভু শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
রাম লক্ষ্মণ সনে তোমার কোথা দরশন॥
উঠিয়া যোড়হাথ করে পবননন্দন।
অবধানে শুন গোসাঞি মোর নিবেদন॥
দশরথ নামে রাজা আছিলা সূর্য্যবংশে।
কেকয়ীর বচনে রাম গেলা বনবাসে।
স্ত্রীর বোলে পুত্রকে পাঠায় বনবাসে।
রামের শোকেতে রাজা হইল বিনাশে॥
রামের রূপে মোহ গেল রাক্ষসী নিশাচরী।
রাম জিনিতে না পারিয়া রাবণ
সীতা কৈল চুরি॥
রামের সীতা চুরি করিয়া নিল দশানন।
সীতা চাহিয়া বুলেন তবে শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
সীতা চাহিয়া বেড়াইতে সুগ্রীব সনে ভেট।
সুগ্রীবেরে রাজ্য দিলা বালি মারিয়া জ্যেষ্ঠ।
সুগ্রীব মন্ত্রণা কৈল সীতার উদ্ধারে।
রাজার আদেশে আইল পৃথিবীর বানরে॥
সাগর বাঁধিয়া রাম কৈলা মহারণ।
রাবণের শেলে পড়িলা ঠাকুর লক্ষ্মণ॥
ঔষধ আনিতে পাঠাইলা ধন্বন্তরিনন্দন।
তাহার আদেশে আইলু গন্ধমাদন॥
ঔষধ না চিনি আমি বনের বানর।
উপাড়িয়া লৈয়া যাই পর্ব্বতশিখর॥
লক্ষ্মণ পড়িলা ময়দানবের শেলে।
তবে লক্ষ্মণ জিবেন আমি
ঔষধ লৈয়া গেলে॥
বুকে বাটুল বাজিল হইলাম অচেতন।
পর্ব্বত না গেলে হৈবে লক্ষ্মণের মরণ॥
হনুমানের বচন শুনি ভরত শত্রুঘ্ন।
ধনুক বাণ ফেলিয়া দুহেঁ করেন ক্রন্দন॥
ভরত বলেন আমি গেলাম মামার ঘর।
আমি থাকিলে শ্রীরাম হইত দণ্ডধর॥
ভরত শত্রুঘ্ন দুহেঁ যান গড়াগড়ি।
লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ বলি ঘন ডাক ছাড়ি।
দুইজনে ক্রন্দন করে করি আত্মঘাত।
যাহার ক্রন্দনে পড়ে বৃক্ষের সভ পাত॥
ভরত বীর কাঁদেন লোটাইয়া ধূলি।
আমি থাকিতে দুঃখ পান রাম মহাবলী॥
এত দুঃখ পান ভাই কমললোচন।
আমি মারিবারে পারি সহস্র রাবণ॥
ধনু লৈয়া চলে ভরত রাবণ মারিবারে।
মহাযত্ন করি শত্রুঘ্ন ভরতেরে ধরে॥
রামের আজ্ঞা নাহি তোমায়
যাইতে লঙ্কাপুরী।
তুমি গেলে নষ্ট হৈবে অযোধ্যানগরী॥
তুমি যদি সহিতে নারো শোকজাল।
আমি কেমনে সহিব বল বয়েসে ছাওয়াল॥
হনুমানে পাঠাইয়া দেহ করিয়া যতন।
তবে দড় হৈবে ভাই প্রাণের লক্ষ্মণ॥
ভরত বলেন শুন বাপু পবনকোঙর।
পর্ব্বত লইয়া তুমি চলহ সত্বর।
হনুমানের বল টুটিল পর্ব্বত বহিতে নারি।
গগনে তুলিয়া এড় তবে যাইতে পারি॥
তুলিয়া দিতে পার যদি গগন উপর।
তবে সে যাইতে পারি পবনে করি ভর॥
হাসেন ভরত বীর আট দশ দিগে।
গগনে তুলিয়া দিব এ কোন্ কার্য্যে লাগে॥
পড়িলেন মন্ত্র বাণ হইলা অধিষ্ঠান।
বাণের মুখ হইল দশ যোজন প্রমাণ॥
দশ যোজন বাণের মুখ হইল পরিসর।
পর্ব্বত লৈয়া বৈসে তাহে হনুমান বানর॥
হনুমান বলে আজি জানিব ভরতের বল।
ধনুক সহ লইব ভরতকে রসাতল॥
হাথে ধনুক ভরত বীর সন্ধান পূরে।
বাণের আগে হনুমান চাপিল নির্ভরে॥
শতেক যোজন হনুমানের মাথায় পর্ব্বত।
হনুমান বল পরীক্ষে না জানে ভরত॥
পর্বতের চাপনে রোষে রঘুর নন্দন।
বাণে তুলিয়া এড়িল সহস্র যোজন॥
হনুমানে থুইল লৈয়া গগনমণ্ডলে।
নেউটিয়া আইল বাণ ভরতের কোলে॥
হংস মূর্ত্তি ধরিয়া বাণ
তূণের ভিতর ঢোকে।
ভরতের বিক্রমে হনু হাথ দিল নাকে॥

হনুমান বলে শিব ব্রহ্মা পুরন্দর।
ভরত সনে চারি বীর একই সোঁসর॥
রঘুনাথ করিয়াছিলেন তোমার বাখান।
তোমার বিক্রম আজি দেখিলু বিদ্যমান॥
রঘুনাথের চরণ আমি এক চিত্তে সেবি।
আজ্ঞা করেন উপাড়িয়া ফেলাই পৃথিবী॥
প্রণাম করিয়া বীর করিল গমন।
মাথায় পর্ব্বত বীরের শতেক যোজন॥
পর্ব্বত লৈয়া বীর যায় দক্ষিণ মুখে।
লঙ্কায় থাকিয়া তথা রাক্ষস সভ দেখে॥
হনুমান দেখিয়া সভার উড়িল জীবন।
ঘরপোড়া মারিতে আইসে
কি করে রাবণ॥
পর্ব্বত এড়িল লৈয়া সুষেণের পাশ।
পর্ব্বত দেখিয়া সুষেণ পাইল তরাস॥
ফলমূল খাইবারে বানর সভ চাহে।
বানর পর্ব্বত ছুইলে ঔষধ নাহি রহে॥
চারি ভিতে হনুমান পর্ব্বতে দিল রাখ।
চারি ভিতে বানর থাকিল আটাইশ লাখ॥
পৃথিবীর দুর্লভ বড় রাম অবতার।
অনেক যত্নে ব্রহ্মা আনি করিলা প্রচার॥
কৃত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরাণ।
গন্ধমাদন লইয়া আইল হনুমান॥

পর্ব্বত এড়িয়া গেল রামের গোচর।
প্রণাম করিয়া বীর যুড়িল দুই কর॥
কুম্ভীরিণী মারিলু গোসাঞিঃ
নাম গন্ধকালি।
তবে কালনিমায় মারিলু মায়ার পুথলি॥
তিন কোটি গন্ধর্ব্ব সনে কৈলু বড় রণ।
তাথির কারণে গোসাঞিঃ বিলম্ব এতক্ষণ॥
কারো হইতে না পাইলু ঔষধের উত্তর।
উপাড়িয়া আনিয়াছি পর্ব্বতশিখর॥
পর্ব্বত আনিলু গোসাঞিঃ তোমার তেজে।
আপনি ঔষধ চিন্যা লউক সুষেণ বেজে॥
শ্রীরাম বলেন সুষেণ চলহ আপনি।
ঔষধ গাছ আন শীঘ্র বিশল্যকরণী॥
অনেকক্ষণ পড়িল ভাই ঘায় অচেতন।
ঝাট ঔষধ দিয়া রাখ লক্ষ্মণের জীবন॥
হনুমানের তরে সভে করিল বাখান।
ত্রিভুবনে বীর নাহি তোমার সমান॥

পর্ব্বতে উঠিল সুষেণ ঔষধ কারণে।
ঔষধ চিনিয়া দুই হাথে দিল এক টানে॥
ঔষধ লইয়া সুষেণ নামিলা ভূমিতলে।
রামের গোচরে গিয়া হনুমানে বলে॥
শীঘ্রগতি যাহ তুমি লঙ্কার ভিতরে।
পাট শিল আন গিয়া বিভীষণের ঘরে॥
বিভীষণ বলে শুন পবননন্দন।
আমার ঘরেতে বাপু করহ গমন॥
পাটশিল লোড়া গিয়া আনহ ত্বরিত।
আজ্ঞা পায়্যা হনুমান চলিলা ঝটিত॥
উত্তরিলা হনুমান বিভীষণের দ্বারে।
তার দ্বারে দেখে বীর দারুণ নিশাচরে॥
রামের কনিষ্ঠ পড়িয়াছে রাবণের শেলে।
ঔষধ আনিলু আমি সুষেণের বোলে॥
বিভীষণ পাঠাইল করিয়া যতন।
শীল লোড়া দিলে তবে জিয়েন লক্ষ্মণ॥
শুনিয়া রাক্ষস সভ চলিলা সত্বরে।
সানন্দারে কহে গিয়া শীল লোড়ার তরে॥
বিভীষণের নন্দিনী সানন্দা নাম ধরে।
শীল লোড়া দিল হনুমানের গোচরে॥
এক লাফে শীল লৈয়া আইলা হনুমান।
শীল লোড়া লৈয়া দিল সুষেণ বিদ্যমান॥
ধন্য ধন্য হনুমান বানর কটক বলে।
আপনি ঔষধ বাটে থুইয়া পাটশিলে॥
লক্ষ্মণের নাকে দিল ঔষধের ঘ্রাণ।
ঔষধ পরশে লক্ষ্মণ পাইল পরাণ॥
চক্ষু মেলিয়া লক্ষ্মণ চারিদিগে চাহি।
ধীরে ধীরে লক্ষ্মণ বীর কথাবার্ত্তা কহি॥
সুষেণ বিভীষণেতে করিলা কোলাকোলি।
চতুর্দ্দিগে বানর সব করিল সিয়লি॥*
ভাই ভাই বলিয়া রাম হইলা উত্তরোল।
হিয়ার তাপ যুড়াইতে চাপিয়া দিল কোল॥
কোলে করিয়া শ্রীরাম
লক্ষ্মণে নাহি এড়ে।
মুকুতা গাঁথনি যেন চক্ষুর পানি পড়ে॥
মরিয়া জিল ভাই মোর অপূর্ব্ব কাহিনী।
তুমি মরিলে কোন্ ঘাটে খাইতাম পানি॥
*কোলে করি রঘুনাথ লক্ষ্মণে না এড়ি।
ধাইল বানর সব দিয়া রড়ারড়ি॥
লক্ষ্মণ বীর দৃঢ় হৈলা
পর্ব্বত বৃক্ষ ভাঙ্গে।*
ফুলফল লুটিবারে বানর সভ লাগে॥

ফলফুলের কার্য্য আছুক না রহিল পাতা।
মধুগন্ধে চিবায় গাছের জত লতা॥*
ফলমূল খাইয়া বানরের ডাগর হইল পেট।
লড়িতে না পারে বানর নামিতে নারে হেট॥
দেবের দুর্ল্লভ বড় রাম অবতার।
কত যত্নে ব্রহ্মা আনি করিলা প্রচার॥
কৃত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরাণ।
শক্তিশেলে লক্ষ্মণ পাইল প্রাণদান॥

সুষেণ বলে রঘুনাথ কর অবধান।
পর্ব্বত রাখিতে পাঠাও বীর হনুমান॥
দেবক্রিয়ার স্থান পর্ব্বত দেবের উপভোগ।
দেবতার স্থানে গোসাঞি পাবে অনুযোগ॥
শ্রীরাম বলেন শুন পবননন্দন।
পর্ব্বত রাখিয়া আইস গন্ধমাদন॥
আইস বাছা হনুমান পবনকোঙর।
মরিলে বাঁচায় কোলে কৈল গদাধর॥
চুম্ব দিয়া হনুমানে করিল বিদায়।
পর্ব্বত রাখিয়া বাপু আইস ত্বরায়॥
মাথায় পর্ব্বত লৈয়া করিলা গমন।
মহাশব্দে যায় তবে পবননন্দন॥
এক লাফে উঠিল গিয়া গগনমণ্ডল।
পর্ব্বত রাখিতে যায় হনু মহাবল॥
পর্ব্বত লইয়া বীর যায় অন্তরীক্ষে।
লঙ্কায় থাকিয়া তাহা রাবণ রাজা দেখে॥
সাত বীর পাঠাইল দিয়া গুয়াপান।
হেন বেলা মারিয়া ফেল বীর হনুমান॥
তালজঙ্ঘ ঘটোদর সিংহবদন।
হস্তিকর্ণ কৃশোদর তাম্রবিলোচন॥
উল্কামুখ রাক্ষস ছিল গভীর গম্ভীর।
রাজার আদেশে যায় সাত মহাবীর॥
সাত বীর যায় তবে ধনুকে দিয়া চড়া।
নানা অস্ত্র হাথে নিল জাঠি ঝকড়া॥
হনুমানে বেড়িল গিয়া বীর সাতজন।
হাথে অস্ত্র রাক্ষস করয়ে তর্জ্জন॥
মাথায় পর্ব্বত লৈয়া নাবিস আনাগনা।
দেবতা গন্ধর্ব্ব নাহি গণ একজনা॥*
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দেব পুরন্দর।
কুবের বরুণ নহ জাতি বানর॥
হনুমান বলে দেবতা নাহি জাতি বানর।
ত্রিভুবনে জানে আমি রামের কিঙ্কর॥
সাত বীরের কার্য্য থাকুক যদি
সাত কোটি আইসে।
লাথির ঘায় মারিব আমি সকল রাক্ষসে॥
নানা অস্ত্র রাক্ষস করয়ে বরিষণ।
মাথায় পর্ব্বত যুঝে পবননন্দন॥
লাথির চোটে হনুমান কারো মুণ্ড ছিঁড়ে।
চাপড়ের চোটে তবে কোন্ বীর পড়ে।
রণ করে হনুমান পর্ব্বত নাহি এড়ে।
যতেক রাক্ষস তারা পৃথিবীতে পড়ে॥
লেজে ধরিয়া রাক্ষসেরে ঢুলায় আকাশে।
হাত পা চূর্ণ হইল মরিল রাক্ষসে॥
ছয় রাক্ষস পড়িল পলায় তালজঙ্ঘ।
রাবণেরে কহে গিয়া এ সভ প্রসঙ্গ॥
সাত বীর গেলাম লইয়া গুয়াপান।
ছয়জন বীর মারিল হনুমান॥
আমাকে লৈয়া যাইতেছিল লেজে বাঁধিয়া।
অনেক যতনে আইলাঙ লেজ কামড়িয়া॥
এত শুনি বিষাদিত রাজা দশানন।
পর্ব্বত এড়িল লৈয়া পবননন্দন॥
পর্ব্বত এড়িয়া বীর নেহালে হনুমান।
চতুর্দ্দিগ নেহালে বীর হরষিত মন॥
তিন কোটি গন্ধর্ব্বের দেখিয়া দুর্গতি।
গন্ধর্ব্ব জিয়াইতে বীর করিলেক মতি॥
ঔষধ চিনিয়াছিল সুষেণের স্থানে।
উপাড়িল ঔষধ তবে পবননন্দনে॥
পাত নাহি ঔষধের গাছ মাত্র মুড়া।
হেন ঔষধ বীর হাথে করিয়া গুঁড়া॥
ঔষধ পরশে সভে পাইল পরাণ।
উঠিল গন্ধর্ব্ব সভ হাথে গাণ্ডি বাণ॥
প্রাণ পায়্যা গন্ধর্ব্ব সভ কৈল যোড় হাথ।
কোন্ অবতার তুমি ত্রিদশের নাথ॥
হনুমান বলে রাম দেব গদাধর।
পবননন্দন আমি রামের কিঙ্কর॥
গন্ধর্ব্ব জিয়াইয়া বীর হনুমান লড়ে।
পর্ব্বতের ঠাঞি গিয়া দুই কর যোড়ে॥
হনুমান বলে তুমি ঔষধশিখর।
দেব দানব গন্ধর্ব্ব বৈসে তোমার উপর॥
দশরথের বংশেতে যতেক হৈবে রাজা।
সঘৃত নৈবেদ্য দিয়া
তোমায় করিবে পূজা॥
রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব সুষেণের প্রাণদান।
আমাকে মেলানি দেহ যাই রামের স্থান॥

পর্ব্বত বলেন তুমি পবনকোঙর।
ত্রিভুবনে বীর নাহি তোমার সোঁসর॥
হনুমান বলে সুখী হৈলু তোমার বচনে।
মেলানি দেহ মোরে যাই রামের স্থানে॥
পর্ব্বত বন্দিয়া বীর উঠিল আকাশে।
অন্তরীক্ষে আইল বীর শ্রীরামের পাশে॥
শত্রু মারিয়া কার্য্য সাধিয়া
আইলা হনুমান।
শ্রীরাম সুগ্রীব ঠাঁঞি পাইলা সম্মান॥
কৃত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরাণ।
পর্ব্বত রাখিয়া আইল বীর হনুমান॥

ধুয়া।
কেবল করুণাময় হে রাম।
মুঞি বড় পামরজনে কর অবধান॥

রাম সুগ্রীব বিভীষণের বন্দিলা চরণ।
যোড় হাথ করিয়া কহে সূর্য্যের বচন॥
হনুমান বলে গোসাঞি শুন মহাশয়।
সূর্য্য ছাড়িয়া দিয়ে আমি করুন উদয়॥
রথ সহিত আছেন আমার কাঁকতলে।
আমার শরীর দহে সূর্য্যরশ্মিজালে॥
রাম বলে সূর্য্য এড় পবননন্দন।
সকল বানরে কৈল চরণবন্দন॥
রামের বচনে হনুমান তুলিল বাম হাথ।
অন্তরীক্ষে গেলা তবে ত্রিদশের নাথ॥
আকাশগমনে গেলা পর্ব্বত উদয়গিরি।
রবির কিরণে পোহাইল শর্ব্বরী॥
সূর্য্যের উদয় হইল রজনী প্রভাত।
লক্ষ্মণ কোলে করিয়া বসিলা রঘুনাথ॥
সুগ্রীব রাজা বসিয়াছে রাক্ষস বিভীষণ।
অঙ্গদ বীর বসিয়াছে যত বানরগণ॥
হেন কালে হনুমান করে যোড় হাথ।
ভরতের কথা শুন প্রভু রঘুনাথ॥
ঔষধ আনিতে যাই আকাশগমনে।
পথে সূর্য্য সনে তথা হইল দরশনে॥
প্রণাম করিয়া তাঁরে থুইলু কাঁখতলে।
নিশ্চিন্ত হৈয়া যাই মনের কুতুহলে॥
গন্ধমাদন গেলাঙ ত্বরিত গমন।
তথা কালনিমা সনে হইল দরশন॥

স্নান করিতে পাঠাইল এক সরোবরে।
কুম্ভীরিণী খাইতে আইসে জলের ভিতরে॥
আসিয়া ধরিল মোর পায় কুম্ভীরিণী।
নখেতে চিরিয়া তারে কৈলু দুইখানি॥
কুম্ভীর মুরতি ছাড়ি হৈল দেবের আকার।
আমাকে বন্দিয়া গেলা স্বর্গ দুয়ার॥
কুম্ভীরিণী মুক্ত হইল নাম গন্ধকালি।
তবে কালনিমা মারিলু মায়ার পুথলি॥
তিন কোটি গন্ধর্ব্ব মারিলু পর্ব্বত উপর।
মহাকোপে উপাড়িলু পর্ব্বতশিখর॥
মনে মনে জানিলাম রাত্রি বিস্তর।
হেন কালে পর্ব্বত নিলু মাথার উপর॥
মাথায় পর্ব্বত আকাশে করিলু উঠানি।
পথ বহিয়া দিগ্‌বিদিগ্ নাহি জানি॥
চারি দিগে চাহি লঙ্কার না পাই উদ্দেশ।
আচম্বিতে নন্দিগ্রামে করিলু প্রবেশ॥
সভা কর্য়া বস্যাছেন ভরত
লইয়া রাজ্যখণ্ড।
তোমার পানাই উপরে ধরিয়াছে ছত্রদণ্ড॥
হেন কালে আমাকে সে দেখিল আকাশে।
বিপক্ষ বলিয়া বাটুল মারিলেক রোষে॥
লোহার বাটুল বাজিল আমার বুকে।
পর্ব্বত সহিত আমি পড়িলু ঘন পাকে॥
ভূমিতে পড়িয়া আমি হৈলু অচেতন।
হেন কালে তোমার নাম করিলু স্মরণ॥
ধায়্যা জিজ্ঞাসা করিল ভাই দুইজন।
যোড় হাথে কহিলু লক্ষ্মণের বিবরণ॥
লক্ষ্মণের মরণ শুনি দুই সহোদর।
রাবণে মারিতে আইসে ভরত ধনুর্দ্ধর॥
ধনুক লৈয়া ভরত আইসে মহাক্রোধে।
মহাবীর শত্রুঘ্ন ভরতে প্রবোধে॥
শত্রুঘ্ন বলে পাঠায়্যা দেহ হনুমান।
পর্ব্বত লইয়া যাউক রঘুনাথের স্থান॥
বাণে বসাইয়া মোরে তুলিল আকাশে।
তখন পাইলু আমি লঙ্কার প্রকাশে॥
ভরতের কথা শুনি রাম মনে ব্যথে।
হনুমানে কোল দিল চাপিয়া দুই হাথে॥
সেবক হৈয়া যে কর্ম্ম করিলা
শুনিতে চমৎকার।
প্রসাদ দিতে ধন নাহি রহিল তোমার ধার॥
নির্ধন তপস্বী বাপু এথা নাহি ধন।
এক প্রসাদ দিতে পারি লহ আলিঙ্গন॥

হনুমানে কোল দিলা ত্রিদশের নাথ।
পুত্র পুত্র বলি তার মাথে দিল হাথ॥
আমার ভক্ত বানর তুমি পরম সুস্থির।
তুমি আমি ভিন্ন নহি একই শরীর॥
দেবের দুর্লভ বড় রাম অবতার।
কৃত্তিবাস লঙ্কাকাণ্ডে গাইল সুচারু॥

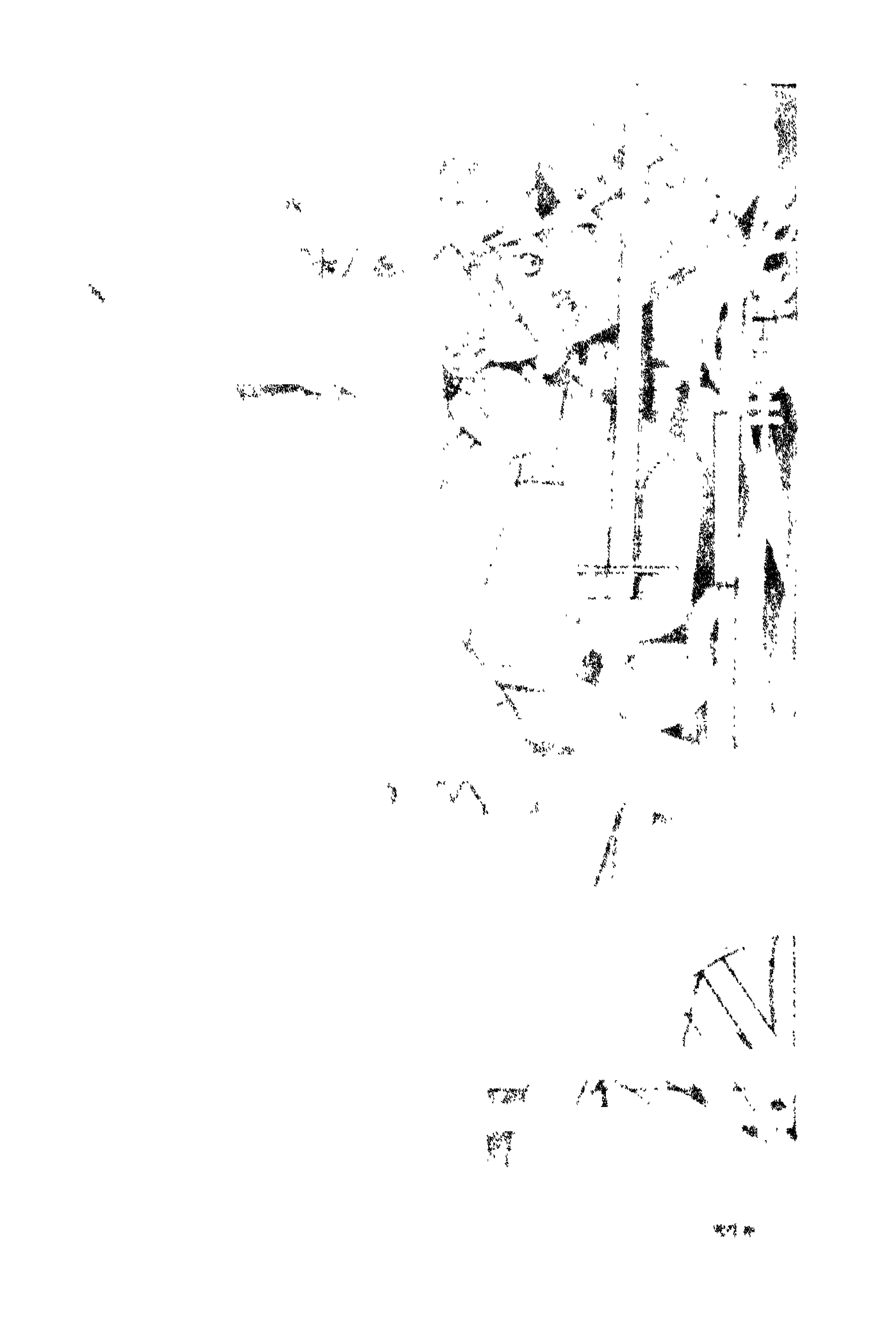
রা কাড়িতে নারে লক্ষ্মণ বলে ধীরে ধীরে।
এখন রাবণ রাজা রাখিয়াছ কার তরে॥
কালি আজ্ঞা করিলা মারিব লঙ্কার ঈশ্বর।
বাক্য ব্যর্থ হয় কেন না হও সত্বর॥
সন্ধান পুরিয়া উঠিলা
রাম লক্ষ্মণের বোলে।
লঙ্কাপুরী কম্পমান দেউল গিরি টলে॥
কোপে রাবণ বাহির হৈল সাজন রথে।
ইন্দ্রের ধনুক বাণ করিয়াছে হাথে॥
রথ সাজ বলি তবে পড়িল হাঁকার।
হরষিতে রথখান যোগায় রথকার॥
রথখান সাজন করে রথের সারথি।
নানা রত্ন মণি মাণিক সাজাইল তথি॥
রণেতে রাবণ যাবে পড়িল ঘোষণা।
সেনাপতিগণ তবে হইল উন্মনা॥
ভস্মলোচন সেনাপতি রাবণের প্রধান।
যুক্তিতে রাবণ তারে কৈল সম্বোধন॥
সকল বীর পড়িল মোর নাহি একজন।
তোমা হইতে রক্ষা পায় আমার জীবন॥
মহা পরাক্রম তোমার ত্রিভুবনে জানে।
রাম লক্ষ্মণে বানরগণে বধহ পরাণে॥
রাবণের বোলে ভস্মলোচন মহাবল।
নর বানর মারিব আমি শুন লঙ্কেশ্বর॥
রাবণ বন্দিয়া বীর রথে গিয়া চড়ে।
যাত্রাকালে অমঙ্গল স্থানে স্থানে পড়ে॥
উদিত কর্য্যাছে রথ নেতের বসনে।
নয়ন মুদিয়া বীর থাকে রাত্রিদিনে॥
ভস্মলোচনের কথা বানর সভ শুনে।
পলাইয়া গেল সভে রঘুনাথের স্থানে॥
রাম বলেন বিভীষণ কহ তো কারণ।
যুঝিতে আইল রাবণের কোন্ জন॥
তাহে দেখি বানরগণ পলায় তরাসে।
কোন্ বীর আইল রণে
কহ তো বিশেষে॥

শুনিয়া তো বিভীষণের লাগিল তরাস।
নিশ্চয় জানিলু মোর হইল বিনাশ॥
ভস্মলোচন নামে রাবণের প্রধান সেনাপতি।
তার হাথে কারো নাহি হৈবে অব্যাহতি॥
কঠোর করিয়া তপ শিব আরাধিল।
আপনার মনোনীত বর মাগি নিল॥
কোপদৃষ্টি করিয়া আমি চাহিব যার পানে।
ভস্ম হৈবে সেইজন আমা দরশনে॥
সেই বর দিলা শিব না করিলা আনে।
বর পায়্যা ঘরে বীর করিল পয়ানে॥
একেলা থাকয়ে ঘরে নাহিক দোসর।
হেন বর দিল তাবে দেব মহেশ্বর॥
সঙ্কট দেখিয়া রাবণ মনেতে গণিল।
ভস্মলোচন বীরে রাবণ রণে পাঠাইল॥
কি হৈবে উপায় নাথ বলহ আপনি।
কেমনে উহার হাথে বাঁচিবে পরাণি॥
রাম বলেন সুগ্রীব মিতা কহ তো উপায়।
কেমন প্রকারে সভার প্রাণ রক্ষা পায়॥
ভস্ম বাণ আদি করি যত বীরগণ।
সুযুক্তি করেন রাম কমললোচন॥
লক্ষ্মণ বলেন তুমি আপনি নারায়ণ।
তোমার সমুখে যুক্তি বলিবে কোন্ জন॥
ভাবিয়া যে রঘুনাথ যুক্তি কৈল সার।
কুপিয়া দিলেন রাম ধনুকে টঙ্কার॥
ডাকিয়া বলে ভস্মলোচন শুন বানরগণ।
তোমা সভার ভয় নাহি পলাও অকারণ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দুই ভাই তারা গেল কোথা।
সুগ্রীব অঙ্গদ বিভীষণের কাটিব যে মাথা॥
সূর্য্যবংশে জন্ম রাম বিষ্ণু অবতার।
বাছিয়া এড়েন বাণ পর্ব্বতের সার॥
ভস্মলোচন বলে শুন কমললোচন।
রাক্ষস কটক মারি তোমার হরষিত মন॥
এখনো পলায়্যা তুমি যাহ নিজ দেশে।
মোর দৃষ্টে পড়িলে যাইবে যমের পাশে॥
রাম বলেন ভস্মলোচন শুন সাবধানে।
রাবণের বোলে তুমি মরিতে আইলা কেনে॥
এত যদি দুইজনে হইল বোলচাল।
শ্রীরাম এড়িলা বাণ অগ্নি উথাল॥
বাণেতে জর্জ্জর হইল সভ রাক্ষসগণ।
দেখিয়া কুপিত হইলা ভস্মলোচন॥
রাক্ষসেরে তবে বীর বলিছে তর্জ্জনে।
ঘুচাইয়া দেহ মোর রথের ঢাকনে॥

রথের কাপড় রাক্ষস ঘুচায় চারিভিত।
তাহা দেখি বাণ রাম যুড়িলা ত্বরিত॥
এড়িলা দর্পণ বাণ কমললোচন।
কোপ করিয়া চাহে বীর ভস্মলোচন॥
আপনার ছায়া বীর দেখিল দর্পণে।
ভস্ম হৈয়া গেলা বীর ভস্মলোচনে॥
দেখিয়া বানরগণ হরষিত মন।
রামের উপর হইল পুষ্প বরিষণ॥
ভগ্ন পাইক পলাইল রণ নাহি সহে।
ভস্মলোচন পড়িল রাবণে বার্ত্তা কহে॥
চিন্তিয়া রাবণ রাজা ধরিলা ধেয়ান।
কৃত্তিবাস রচিল ভস্মলোচন উপাখ্যান॥

চিন্তিয়া রাবণ রাজা বসিল সিংহাসনে।
মন্ত্রণা করয়ে রাজা লৈয়া মন্ত্রিগণে॥
রাবণ বলে মন্ত্রিগণ কর অবগতি।
এমন সময় আমি করি কোন্ যুকতি॥
মন্ত্রী বলে মহারাজা কর অবধান।
সঙ্কটে কাতর হৈলে নহে পরিত্রাণ॥
বীরশূন্য হইল তোমার কনক লঙ্কাপুরী।
এখন কাতর হৈলে কিরূপেতে তরি॥
কাতর হৈয়া সীতা যদি কর সমর্পণ।
দেশেরে ফিরিয়া যায় শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
বিনা যুদ্ধে ঘুচে তবে সকল জঞ্জাল।
কনক লঙ্কাপুরে সুখে কর ঠাকুরাল॥
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে শুন নিবেদন।
কাতর হইয়া সীতা কৈলে সমর্পণ॥
হাসিবেক পুরন্দর দেবতা সমাজ।
সভে বলিবে কাতর হইল রাবণ মহারাজ॥
বিভীষণ বলিল যখন সীতা দিবার তরে।
তখন না দিলে সীতা নিজ অহঙ্কারে॥
বীরশূন্য হইল আজি কনক লঙ্কাপুরী।
নিবেদন করিলু শুন লঙ্কার অধিকারী॥
রাবণ বলে মন্ত্রিগণ শুনহ বচন।
বিপদে কাতর হইলে হাসে সর্ব্বজন॥
মার কাট করিয়া যদি সংগ্রামেতে মরি।
দিব্য দেহ ধরিয়া যাইব স্বর্গপুরী॥
ঘুষিতে রহিবে যশ পৃথিবী ভিতরে।
যে হউক সে হউক আজি মরিব সমরে॥
সাজ সাজ বলে রাজা কোপে লঙ্কেশ্বর।
রথ রথী সেনাগণ সাজিল সত্বর॥
কনকরচিত রথ বিচিত্র নির্ম্মাণ।
পবনবেগে অষ্ট ঘোড়া রথের যোগান॥
পর্ব্বতিয়া ঘোড়ার মুখে সোনার বিম্বুকি।
সত্তরি অক্ষৌহিণী সঙ্গে যুঝার ধানুকী॥
শত বৃন্দ হাথী চলে আশী বৃন্দ ঘোড়া।
শতেক অক্ষৌহিণী ধায় জাঠি ঝকড়া॥
কোপ করিয়া যায় রাজা যুঝিবার মনে।
সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত কৈল রাজ অভরণে॥
হাথেতে পাঁচনি লৈয়া উঠিল সারথি।
চলিল রাবণ রাজা মাথায় ধবল ছাতি॥
যাত্রা করিয়া চলিলা লঙ্কার অধিকারী।
হেন কালে বার্ত্তা পাইল রাণী মন্দোদরী॥
সতিনে বেষ্টিত হৈয়া চলিলা সুন্দরী।
দশ হাজার সতিনী মাথা লুঙায় এক সারি॥
কেহো রাজার হাথে দেয় নারিকেল ফল।
চারি ভিতে নারী সভ করিছে মঙ্গল॥
মন্দোদরী বলে রাজা শুনহ সম্বাদ।
চৌদ্দ সহস্র রাক্ষস মারে তারে সনে বাদ॥
যুঝিতে না যাইও প্রভু বানরের রণে।
কেমনে সমুখ হৈবে শ্রীরামের বাণে॥
ভণ্ড তপস্বী নহেন ভাই দুইজন।
বৈকুণ্ঠ তেজিয়া আইলা রাম নারায়ণ॥
লক্ষ্মী ছাড়িল প্রভু পড়িল প্রমাদ।
যাহার বাণে পড়িল কুমার মেঘনাদ॥
যতেক অমরগণ হয় মোর অরি।
পাঠাইয়া দেহ সীতা রাক্ষসক্ষয়কারী॥
মন্দোদরী কাঁদে রাজার আঁচল ধরিয়া।
যুঝিতে না যাহ মোরে অনাথ করিয়া॥
এত বাক্য বলিল যদি রাণী মন্দোদরী।
প্রবোধ বাক্য বলিলা লঙ্কার অধিকারী॥
না কাঁদ না কাঁদ রাণী না করিহ শোক।
স্বর্গভুবন গেল তোমার বীরলোক॥
যত বীর পাঠাইলু যুঝিতে নাহি জানে।
পতঙ্গ হেন পড়ে গিয়া বানরের রণে॥
আমার বিক্রম সভ শুনিয়াছ কানে।
কোন্ জন ধনুক পাতিবে মোর সনে॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জিনিলু ত্রিভুবন।
কি করিতে পারে বানর শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
রামের ডর নাহি আজি সুখে থাক ঘরে।
প্রমাদ পাড়িব আজি নর বানরেরে॥
এতেক বলিল যদি লঙ্কার অধিকারী।
চক্ষুর জল নারীগণ সম্বরিতে নারি॥

শোকে দগধে রাবণ চাহে চক্ষুকোণে।
কোপ করিয়া যায় রাজা যুঝিবার মনে॥
ধনুর্বাণ নিল রাজা অস্ত্র যে প্রচুর।
প্রথম বিহন্দ ছাড়ি স্ত্রীর অন্তঃপুর॥
দ্বিতীয় বিহন্দ গেলা রাজা লঙ্কেশ্বর।
সারথি যোগায় রথ দেখিতে সুন্দর॥
কনক রচিত রথ বিচিত্র সাজনি।
দশ যোজন রথখান যেন দিনমণি॥
আসেপাশে চারিভিতে শ্বেত চামর উড়ে।
ত্রিশ যোজন পথ কটক আড়ে যোড়ে॥
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী।
রাবণ রাজার বাদ্য বাজে দশ অক্ষৌহিণী॥
নানা বাদ্য বাজে শব্দ শুনি গণ্ডগোল।
তোলপাড় করে লঙ্কা বাদ্য উতরোল॥
যুঝিবারে যায় যত কটক সকল।
যাত্রাকালে রাবণ রাজা দেখে অমঙ্গল॥
দশ দিগ অন্ধকারে ঘোড়া তো উছটে।
জম্বুকির নাদে রাক্ষসের কর্ণ ফাটে॥
রথেতে গৃধিনী পড়ে ঘোড়া অদর্শন।
বাম হাথ কাঁপে রাজার বাম লোচন॥
রথের ঘোড়ার দুই চক্ষে পানি ঝোরে।
প্রবেশিল লঙ্কেশ্বর সমর ভিতরে॥
যে দুয়ারে আছেন তবে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
সেই দ্বারে রাবণ রাজা দিল দরশন॥
রথের উপর বসিয়া বাণ বরিষে রাবণ।
দশ দিগ জলস্থল ছাইল গগন॥
রাবণ রাজা রথে যুঝে রাম ভূমিতলে।
দেবগণ দুঃখ ভাবে গগনমণ্ডলে॥
ব্রহ্মা বলেন শুন তুমি ইন্দ্র দেবরাজ।
ঝাট রথ পাঠাও তুমি রামের সমাজ॥
রথে চড়িয়া যুঝে রাবণ শ্রম নাহি জানে।
মহা পরিশ্রম পান কমললোচনে॥
ব্রহ্মার আজ্ঞা পায়্যা দেব পুরন্দর।
আপন রথ পাঠাইল রামের গোচর॥
রথের অষ্ট ঘোড়া যেন চন্দ্রকলা।
সুবর্ণের ধ্বজ যেন রক্তোৎপলমালা॥
স্বর্গ হইতে আইসে রথ পড়িছে বিজুলি।
রথখান লৈয়া আইল ইন্দ্রের মাতলি॥
হাথে লকড়ির ছাট ঘোড়া কয়ালি।
রামের আগে কথা কহে করিয়া অঞ্জলি॥
ইন্দ্র তোমায় পাঠাইলা মালা টোপর।
ইন্দ্র পাঠাইয়া দিলা অজয় ধনুক শর॥
ইন্দ্র পাঠাইয়া দিলা অজয় পঞ্চবাণ।
ইন্দ্র পাঠাইলা রথ অদ্ভুত নির্ম্মাণ॥
রথে চড়িয়া রাবণ মার দেবের কর হিত।
ত্রিভুবনে থাকুক তোমার যশের কি রীত॥
রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব রাক্ষস বিভীষণ।
অকস্মাৎ রথ দেখি সবিস্ময়ে মন॥
হনুমান জাম্বুবান বানর কেশরী।
রথ দেখি বানর সভ নানা যুক্তি করি॥
কোথা বা ইন্দ্রের রথ কোথা বা মাতলি।
রাবণ পাঠাইল রথ মায়ার পুথলি॥
রাম লক্ষ্মণ জিনিতে না পারে দশস্কন্ধ।
মায়া হেন পাঠাইল বুঝিলু প্রবন্ধ॥
রাম বলেন সত্য মিথ্যা করহ বিচার।
কোথা হইতে আইল রথ জানহ বার্ত্তা তার॥
সুগ্রীব বলেন আমি রথের পাইলু অন্ত।
কহিবার কার্য্য নহে সুন রামচন্দ্র॥*
যথাকার রথ তথায় করুক গমন।
কদাচিৎ রথে না করিহ আরোহণ॥*
বিভীষণ বলেন আমি রথের বার্ত্তা জানি।
স্বরূপে ইন্দ্রের রথ চাপহ আপনি॥
ইন্দ্রের মাতলি রাবণ দেখিল রণস্থলে।*
হিয়া দুর দুর করে টুটিয়া আইল বলে॥
রথখান শ্রীরাম করিলা প্রদক্ষিণ।
রথেতে চাপিলা রাম সংগ্রামে প্রবীণ॥
মালা টোপর পরিলা রাম হাথে গাণ্ডি বাণ।
কোপে আগুসরেন রাম পুরিয়া সন্ধান॥
সন্ধান পুরিয়া রাম এড়ে ঘনে ঘন।
দুই বীরের রণ দেখি উড়িল জীবন॥
গান্ধর্ব অস্ত্র রাবণ রাজা করিল অবতার।
নানা মূর্ত্তি ধরে বাণ সর্পের আকার॥
অনন্ত বাসুকি যেন নানা মূর্ত্তি ধরে।
ঝলকে ঝলকে বিষ মুখেতে উদ্গারে॥
বাণের মুখে বিষ জ্বলে আগুনের কণা।
তাল খাজুরে যেন পড়ে ঝনঝনা॥
শ্রীরাম এড়েন বাণ নাম পাশুপত।*
সোনার গরুড় হৈলা দেখিতে পর্ব্বত॥
গরুড় হইয়া বাণ আকাশে উড়ি বুলে।
রাবণের সর্পবাণ ধরিয়া সে গিলে॥
সর্পবাণ ব্যর্থ গেল কুপিল রাবণ।
তিন সহস্র বাণ রাজা এড়ে ততক্ষণ॥
ফুটিয়া জর্জ্জর হইল ইন্দ্রের মাতলি।
জর্জ্জর হইল ঘোড়া মুখে উঠে লালি॥



রামের রথের ধ্বজ কাটিল রাবণ।
বাণে ফুটিয়া মোহ গেলা মাতলি তখন ॥
দেব দানব গন্ধর্ব্ব করয়ে হাহাকার।
নানা অমঙ্গল রথে হইল অবতার॥
রণস্থলে কাটা স্কন্ধ নাচি নাচি বুলে।
ধূলায় উঠিল অগ্নি সাগরের জলে ॥
রাহু গ্রাসিল চন্দ্র হইল অন্ধকার।
চারিভিতে বানরগণ করে হাহাকার ॥
রাবণের বাণ দেখি দেবতায় ত্রাস।
কোপে তো যুঝেন রাম করিয়া প্রকাশ ॥
রাবণ পানে চাহেন রাম কোপ বদন।
রামের কোপ দেখিয়া চমকিত ত্রিভুবন॥
যতেক অসুর বলে জিনুক রাবণ।
শ্রীরামের জয় চাহে যত দেবগণ॥
কোপে রাবণ রাজা বজ্র জাঠা নিল হাথে।
ত্রিভুবন চমকিত রামের তরে ব্যথে॥
রাবণের জাঠাগাছ যমের দোসর।
ডাক দিয়া বলে রামে তর্জ্জন উত্তর॥
লক্ষ্মণ ভাই রাখিলা দেখিলু বীরপনা।
ভাইকে রাখিলে এখন রাখহ আপনা॥
ভাই ভাইপোয়ের শোকে পোড়ে কলেবর।
পাসরিব শোক মারিয়া দুই সহোদর॥
জাঠাগাছ উপাড়িল ব্রহ্মার বরে।
যারে এ জাঠা এড়ে ততক্ষণে মরে॥
এড়িলেক জাঠাগাছ দিয়া হুহুঙ্কার।
জাঠাগাছ আইসে যেন অগ্নি অবতার॥
তিন সহস্র বাণ রাম একেবারে এড়ি।
জাঠাগাছের অগ্নিতেজে সকল বাণ পুড়ি॥
রামের বাণ পুড়িয়া জাঠা আইসে পবনবেগে।
হেন বেলা মাতলি বলে শ্রীরামের আগে॥
ইন্দ্র তোমায় পাঠাইল অজয় শেলপাট।
ঝাট শেল এড় গোসাঞি জাঠা যাউক কাট॥
এড়িলেন শেল রাম মাতলির বোলে।
রাবণের দুর্জ্জয় জাঠা কাটা গেল শেলে॥
জাঠাগাছ কাটা গেল কুপিল রাবণ।
অগ্নিবাণ রাবণ রাজা এড়ে ততক্ষণ॥
রামের উপরে করে বাণ বরিষণ।
বরুণ বাণ এড়িলেক কমললোচন॥
নির্ব্বাণ হইল অগ্নি দেখে সর্ব্বলোকে।
রাম জয় করিয়া স্বর্গে দেবগণ ডাকে॥
পিশাচ বাণ এড়ে তবে রাজা লঙ্কেশ্বর।
যক্ষ বাণে কাটিলেন রাম গদাধর॥

রাক্ষস বাণ এড়ে রাজা ধনুকে দিয়া টান।
দেববাণে রঘুনাথ করিলা দুইখান॥
ময়দানবের বাণ এড়ে রাবণ বাহুবলে।
বিষ্ণু অস্ত্রে রঘুনাথ কাটিলেন হেলে॥
প্রেত অস্ত্র এড়ে তবে রাজা দশানন।
বাণের তর্জ্জন শুনি কাঁপে ত্রিভুবন॥
শেল জাঠা ঝকড়া মুষল মুদ্গর।
নানা অস্ত্র হয় বাণ দেখিতে ভয়ঙ্কর॥
গন্ধর্ব্ব বাণ এড়েন শ্রীরাম মধুসূদন।
সকল অস্ত্র কাটিয়া ফেলিলা ততক্ষণ॥
স্বর্গে জয়ধ্বনি করি ডাকে দেবগণ।
ধন্য ধন্য গোসাঞি তুমি রাম নারায়ণ॥
চন্দ্র বাণ এড়িলেক রাজা লঙ্কেশ্বর।
সূর্য্য বাণে রঘুনাথ কাটিলা সত্বর॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ এড়ে রাজা দশানন।
খুরুপা বাণে কাটি পাড়ে কমললোচন॥
যত যত বাণ রাজা করে অবতার।
সকল বাণ রঘুনাথ করয়ে সংহার॥
সর্ব্বাঙ্গ ফুটিল রাজার আপন রকতে।
অশোক কিংশুক যেন ফুটিল বসন্তে॥
রণ সাহিয়া রাবণ রাজা এড়ে দিব্যবাণ।
বাণে ফুটিয়া গোসাঞি হইল খান খান॥
কাতর নহেন রাম তবু আগুসরে।
রাবণেরে গালি দিয়া আপনা পাসরে॥
সীতা হেন সতী রাবণ আনিলি বলে ছলে।
তার শাপে রাবণ পড়িবি রণস্থলে॥
শূন্য ঘরে সীতা মোর ছিলা একেশ্বরী।
তপস্বী হইয়া বেটা সীতা কৈলা চুরি॥
কুবেরের ভাই বলাও রাক্ষসের রাজ।
পরস্ত্রী করহ চুরি মুখে নাহি লাজ॥
সীতা যদি আনিতা আমার বিদ্যমানে।
এক বাণে পাঠাইতাম যমদর্শনে॥
বিদ্যমানে আনিতে নারি সীতা কৈল চুরি।
তে কারণে মজিল তোমার লঙ্কাপুরী॥
অজ্ঞান রাক্ষস সভ তোরে করে ডর।
তোর বচনে আসিয়া পড়ে রণের ভিতর॥
দশ মুণ্ড সাজাইয়াছ নানা অলঙ্কারে।
দশ মুণ্ড কাটি আজি চোখ চোখ শরে॥
আপনা জানিয়া কেন রণে দেহ হানা।
পরনারী চুরি করিতে নাহি বাস ঘৃণা॥
যত পাপ কৈলি তুঞি আমি দিব ফল।
সীতা উদ্ধারিব তোমায় মারিয়া রণস্থল॥

আমার দৃষ্টে রাবণ পড়িলে এত কালে।
ত্রিভুবন দেখিবে তুমি পড়িবে রণস্থলে॥
রাবণেরে গালি দিতে বল বাড়িয়া আইসে।
রাবণের উপরে শ্রীরাম বাণ বরিষে॥
বানর কটক বলে মোরা কার চাহি বাট।
রাক্ষস উপরে সভে করি মার কাট॥
হাথে গাছ পাথর বানর যুঝিবারে আইসে।
রাবণের রথে গাছ পাথর বরিষে॥
কোপে বানর কটক ফেলে গাছ পাথর।
চতুর্দ্দিগ চাহে রাবণ হইল ফাঁফর॥
ধনুক টানিতে নারে রাজা ঘায় অচেতন।
রথ লৈয়া সারথি পলায় ততক্ষণ॥
পলাইয়া যাইতে চেতন পাইল রাবণ।
সারথিরে গালি দেয় রক্তলোচন॥
অরি সনে রণ করি সংগ্রামের স্থলে।
রথ লৈয়া তুমি পলাও কার বোলে॥
রামের সহিত মন্ত্রণা করি
আইলি মোর স্থানে।
নির্ব্বল পুরুষ আমি হেন তোর মনে॥
*আজন্ম আমার লোণ খাইলি বিস্তর।
কলঙ্ক রাখিলি কেন সংগ্রাম ভিতর॥*
তবে তো সারথি বলে যোড় করি হাথ।
কোপ না করিহ তুমি রাক্ষসের নাথ॥
রণে অবসাদ দেখি টুটিল বিক্রমে।
রথের ঘোড়া জর্জ্জর হইল শ্রীরামের বাণে॥
সারথি হইয়া যোদ্ধার অবসাদ দেখি।
রথ লৈয়া পলাইয়া যোদ্ধাপ্রাণ রাখি॥
অবসাদ ঘুচাইয়া প্রবেশি সমরে।
সারথির কর্ম্ম এই কহিলু তোমারে॥
আগু যাইতে নারে ঘোড়া
পাছু যায় রণে।
আগে রঘুনাথ বিন্ধে চোখ চোখ বাণে॥
আমাকে বিন্ধিয়া রাম করিল জর্জ্জর।
বাণ খায়্যা আপনি রাজা হইলা ফাঁফর॥
রণে ভঙ্গ নাহি দিল বৈরী না পায় ছল।
রণশ্রম জিরাইলে বাড়িয়া আইসে বল॥
যত হিত করিলু আমি তোমাতে বিদিত।
তোমা ছাড়িয়া আর কার করিব যে হিত॥
সারথির বোলে তুষ্ট হইল রাবণ।
রাজপ্রসাদ দিল তারে হাথের কঙ্কণ॥
ঘোড়াকে প্রহার করে লকড়ির ছাট।
পবনবেগে ধায় ঘোড়া সংগ্রামের বাট॥

শ্রীরাম বলেন মাতলি হও সাবধান।
রণ করিতে আইসে রাবণ পুরিয়া সন্ধান॥
চিন্তিয়া গণিয়া রাবণ মরণ কৈরল সার।
রথ চালাও রাবণে পাঠাব যমঘর॥
ইন্দ্রের সারথি মাতলি রণেতে পণ্ডিত।
রথখান চালাইয়া চলিলা ত্বরিত॥
রাবণের রথ রহিল রামের দক্ষিণে।
শ্রীরাম দেখিয়া রাবণ ত্রাস পাইল মনে॥
দুইজনে রথ সনে হইল দরশন।
রথের ধূলায় ঢাকে রবির কিরণ॥
রথের ধূলায় দুহে হইলা ধূসর।
রামের বাণে রাজা হইল জর্জ্জর॥
সাত বাণে মাতলির বিন্ধিল রাবণ।
তিন বাণ রঘুনাথে মারে দশানন॥
ঘায়ের দাহে মাতলি যে হইল চঞ্চল।
বাণ বরিষয়ে রাম জ্বলন্ত আনল॥
সম্মুখ হইতে নারে রাজা শ্রীরামের বাণে।
ত্রিভুবন চমকিত বাণের গর্জ্জনে॥
সপ্ত সাগর আকাশ সম্ভায় পাতালে।
পৃথিবী টলমল করে পর্ব্বতগিরি টলে॥
সূর্য্যের কিরণ লুকাইল
চন্দ্র ছাড়িল প্রকাশ।
দেবতা গন্ধর্ব্ব সভ মানিল তরাস॥
একেবারে রাবণ দুইশও বাণ এড়ে।
বাণে কাটিয়া রঘুনাথ দুইশও বাণ পাড়ে॥
বাণ ব্যর্থ গেল কুপিল রাজা দশানন।
রামের উপরে করে বাণ বরিষণ॥
তিনশও বাণ এড়ে তারা যেন ছুটে।
তিনশও বাণ ফুটে শ্রীরামের ললাটে॥
ঝনঝনা পড়ে যেন শ্রীরামের দৃষ্টি।
শিথিল হইল রামের ধনুকের মুষ্টি॥
আপনা সম্বরি রাম স্থির কৈল বুক।
রাবণের কাটিয়া পাড়েন হাথের ধনুক॥
হাথের ধনুক কাটা গেল
রাবণ রাজা চিন্তে।
চক্ষুর নিমিষে আর ধনুক নিল হাথে॥
দুই বীরে বাণ বরিষে দুহে ধনুর্দ্ধর।
দুহে দুহা বিন্ধিয়া করিল জর্জ্জর॥
তিনশও বাণ রাম জুড়িল ধনুকে।
তিনশও বাণ মারিলা রাবণের বুকে॥
রাবণের বুকে পড়ে তিনশও বাণ।
দেবগণ রঘুনাথে করয়ে বাখান॥

স্থির হইল রাবণ রাজা বুকের ভরসে।
ভাল ভাল বলিয়া রাজা শ্রীরামে প্রশংসে॥
অলপ বয়েসে ভাল জান ধনুকের শিক্ষা।
কত বাণ এড় তুমি বাণের নাহি সংখ্যা॥
রাম বলেন রাবণ রাজা শুন সাবধানে।
অজয় ধনুক পাইলু মুনির তপোবলে॥
শরভঙ্গ মুনি দিলা অজয় ধনুর্বাণ।
বারো বৎসর এড়ি যদি না ফুরায় বাণ॥
শুনি চমৎকার লাগে রাবণের মনে।
মনে চিন্তে কোথা গেলে পাব পরিত্রাণে॥
সাত লক্ষ বাণ রাবণ একেবারে এড়ে।
লঙ্কা অন্ধকার করিয়া লঙ্কা সভ যোড়ে॥
অন্ধকারে বানর সভ শ্রীরামে না দেখে।
সুগ্রীব বিভীষণ ত্রাসিত বানর কটকে॥
বাণেতে ঢাকিলা রাম দেখিতে না পাই।
মাথায় হাথ দিয়া বানর ডাকে পরিত্রাই॥
সকল বাণ কাটিয়া রাম আপনাকে রাখে।
হরিষে বানর কটক শ্রীরামেরে দেখে॥
বিদ্যুৎ বাণ দশানন এড়িল সত্বর।
পবনবেগে যায় বাণ রামের গোচর॥
খুরুপা বাণ এড়েন রাম কমললোচন।
রাবণের বাণ কাটি পাড়িল তখন॥
গ্রহ নক্ষত্র বাণ এড়ে রাজা লঙ্কেশ্বর।
বজ্রাযুক্তি বাণে রাম কাটিলা সত্বর॥
সূচীমুখ বাণ রাম পূরিলা সন্ধান।
শিলীমুখ বাণে রাবণ কৈল দুইখান॥
সিংহমুখ বাণ রাম ধনুকেতে যোড়ে।
বজ্রদন্ত বাণে রাজা তাহা কাটি পাড়ে॥
বিরোচন বাণ এড়ে রাজা লঙ্কেশ্বর।
কালচক্র বাণে কাটিলা রাম গদাধর॥
ঐষীক বাণ রঘুনাথ যুড়িলা ত্বরিত।
কর্ণিকার বাণে রাবণ কাটে আচম্বিত॥
চন্দ্রমুখ বাণ রাম পূরিল সন্ধান।
অসুরমুখ বাণে রাবণ কৈল দুইখান॥
সপ্তসার বাণ এড়ে রাজা দশানন।
শার্দ্দূল বাণেতে রাম কাটিল তখন॥
হরিতালিকা বাণ এড়েন কমললোচন।
যমদুর্জ্জয় বাণে কাটে দশানন॥
সূর্য্যবীর্য্য বাণ রাম পূরিল সন্ধান।
কালনিমা বাণে রাবণ কৈল দুইখান॥
ইন্দ্রজাল বাণ এড়ে রাজা দশানন।
বিষ্ণুবাণে কাটিলা রাম শ্রীমধুসূদন॥
উৎকট বাণ এড়িলেক দেব রঘুনাথ।
ষটচক্র বাণে রাজা করিল নিপাত॥
বিষ্ণুচক্র বাণ এড়ে রাজা দশানন।
ধর্ম্মচক্র বাণে কাটে কমললোচন॥
ষটচক্র বাণ এড়িলা রাজীবলোচন।
সন্তাপন বাণে রাজা কাটে ততক্ষণ॥
গদাঙ্কুশ বাণ ধরেন রাম ধনুর্দ্ধর।
বাণ কাটিতে রাবণ রাজা হইল ফাঁফর॥
সিংহ শার্দ্দূল বাণ এড়ে রাজা লঙ্কেশ্বর।
কাটিয়া রামের বাণ ফেলিল সত্বর॥
দুইজনে করে তবে বাণ বরিষণ।
কেহো কারো জিনিতে নারে সম দুইজন॥
দুইজনে মহারণ বিংশতি প্রহর।
বাণে ফুটিয়া দুইজন হইলা জর্জ্জর॥
এত বাণ দুইজনে করিলা অবতার।
দশদিগ জলস্থল বাণে অন্ধকার॥
দুইজনার রথেতে হইল ঠেকাঠেকি।
অগ্নি হেন বাণ বরিষে দুই ধানুকী॥
ত্রিভুবন কম্পিত বাণের ধ্বনি শুনি।
গগনমণ্ডলে লাগে সাগরের পানি॥
দেবগণ রঘুনাথে প্রশংসে অপার।
ত্রিভুবনের জনে গোসাঞি করহ নিস্তার॥
ঋষি তপস্বী আর যত দেবগণ।
রামের জয় জয় বলে যতেক ব্রাহ্মণ॥
গদা টাঙ্গি এড়েন রাম মুষল মুদ্গর।
মায়াবল করে রাবণ রামের উপর॥
কুড়ি হাথে রাবণ রাজা নানা বাণ এড়ে।
বাণ কাটিয়া রঘুনাথ ভূমিতলে পাড়ে॥
সূর্য্য তেজ ছাড়িল ত্রিভুবন করয়ে বিষাদ।
রাম জয় বলিয়া ত্রিভুবনে করয়ে নিনাদ॥
হেন কালে সন্ধান পূরিলা রঘুনাথ।
আকর্ণ পূরিয়া রাম ধনুকে দিলা টান॥
কাটিব দুষ্টের মাথা ভাবিলেন মনে।
বিধাতা হইলা বাম রাজা দশাননে॥
এক মুণ্ড কাটা গেল পড়িল ভূমিতলে।
ততক্ষণে আর মুণ্ড তাহাতে নিকলে॥
দুই মুণ্ড কাটিলা রঘুনাথ বাণের তেজে।
আর দুই মুণ্ড উঠিল ব্রহ্মার বরে যে॥
তিন মুণ্ড কাটিলা রাম কমললোচন।
আর তিন মুণ্ড তাহে দেখিলা তখন॥
চারি মুণ্ড কাটিলা রাম কুপিত হইয়া।
আর চারি মুণ্ড তাহে দেখিলা চাহিয়া॥

ক্রোধ করি চারি মুণ্ড কাটিলা রঘুবীর।
ক্ষণেক অন্তরে তার দেখিলা পাঁচ শির॥
ছয় মুণ্ড কাটিল রাম দিয়া চোখ বাণ।
সারি সারি ছয় মাথা দেখিলা শ্রীরাম॥
সাত অষ্ট নয় মাথা কাটিলা দশ শির।
পুনরপি দশানন অক্ষয় শরীর॥
একশও একাশী বার কাটা গেল মাথা।
তবু রাবণ রাজা যুঝিতে নাহি ভাবে ব্যথা॥
খর দূষণ মারীচ মারিলা যেই বাণে।
হেন সভ বাণ ব্যর্থ করিল রাবণে॥
যে বাণে মারিলা রাম
বানর রাজা বালি।
সেই বাণে রঘুনাথ রাক্ষস কটক দলি॥
হেন বাণ এড়েন রাম তারা যেন ছুটে।
রাবণের গায় সেই বাণ কাঁটা যেন ফুটে॥
শয়ন ভোজন কেহো নাহি খায় পানি।
সাত দিন হইল যুদ্ধ দিবস রজনী॥
রাত্রে নিদ্রা নাহি যায় দিনে উপবাস।
রাম রাবণে যুদ্ধ দেবতায় ত্রাস॥
সারথি বলেন রাম কেন পাসর আপনা।
আপনি না জান গোসাঞি
তুমি কোন্ জনা॥
তোমার গায়ের লোমাবলী সভ দেবগণ।
আপনি সৃজিলা গোসাঞি এ তিন ভুবন॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর।
কুবের বরুণ তুমি দেব পুরন্দর॥
তুমি সূর্য্য তুমি চন্দ্র তুমি তারাগণ।
তুমি তিথি নক্ষত্র বার যোগ তুমি সে করণ॥
তুমি রাত্রি তুমি দিবা তুমি সভ প্রাণী।
তোমার মহিমা নাহি জানে পদ্মযোনি॥
মায়ায় হইলা তুমি মনুষ্য শরীর।
তোমার বিক্রমে কোন্ জন হয় স্থির॥
রাবণ কুম্ভকর্ণ গোসাঞি তোমার দুয়ারি।
সনকাদি মুনির শাপে রাক্ষস দেহ ধরি॥
রাবণ মারিয়া গোসাঞি সম্বরহ রণ।
অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করহ কি কারণ॥
মাথা কাটিলে নাহি মরে মাথা কেন কাটী।
ব্রহ্ম অস্ত্র বুকে মার কামড়াউক মাটী॥
সারথির বোলে রাম যুড়িলেন বাণ।
ব্রহ্ম অস্ত্রে রাবণের লইতে পরাণ॥
কুবের বরুণ অগ্নি যম পুরন্দর।
সভ দেবগণ বসিলা আকাশ উপর॥
সংসারের তেজে ব্রহ্মা জন্মাইল বাণ।
বাণ দেখি রাবণ রাজার উড়িল পরাণ॥
পর্ব্বত না ধরে টান পৃথিবী সভ কাঁপে।
সপ্ত দ্বীপ পৃথিবী কাঁপে বাণের প্রতাপে॥
ব্রহ্ম অগ্নি বাণের মুখে ঝাঁকে ঝাঁকে উঠে।
তাহা দেখি রাবণ রাজা কহে করপুটে॥
বৈকুণ্ঠের নাথ তুমি দেব অবতার।
আমি সেবক গোসাঞি দুয়ারি তোমার॥
সনকাদির শাপে আমি হইলাম দুরাচার।
সেবক মারিতে চাহ এ কোন্ বিচার॥
লক্ষ্মী ঠাকুরাণী সীতা তাহা আমি জানি।
সীতা আনি দিব প্রাণ রাখ চক্রপাণি॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সভ তোমার কারণে।
তোমার মায়ায় কোথা
স্থির নহে কোন জনে॥
সর্ব্বগুণময় তুমি ব্রহ্ম পরকাশ।
ব্রহ্মা ইন্দ্র রুদ্র তুমি স্থাবর আকাশ॥
দারুর প্রতিমা যেন নাচায় প্রবন্ধ।
সুমতি কুমতি প্রভু যত তোমার মন্ত্র॥
ভক্ত জনের বুদ্ধি দেহ ভাবি ভক্তি পায়।
অভক্তি কুবুদ্ধি দেহ না ভজে তোমায়॥
তোমাব নিন্দক আমি মহাপাপমতি।
ঘোর নরকে মোর না হবে অব্যাহতি॥
পরম দয়ালু তুমি অনাথের গতি।
তোমাব চরণ বিনে অন্য নাহি মতি॥
হও সদয় মোরে দেব গদাধর।
তোমার চরণ যেন সেবি নিরন্তর॥
ব্রহ্মা আদি করেন তোমাব চরণ বন্দন।
তোমা দরশনে আমার সফল জীবন॥
তোমার মায়ায় ব্রহ্মা করেন
এ তিন ভুবন।
বিষ্ণুমায়া খণ্ড মোরে কমললোচন॥
ত্রিভুবনে স্তুতি নাহি তোমার বর্ণনা।
আকাশপুরীতে যেন আকাশগঠনা॥
চন্দ্রের সমান চন্দ্র সাগরে সাগর।
তোমার সমান তুমি নহ স্তুতিপর॥
সর্ব্বভূতে থাক তুমি মায়াব্যাপ্ত হইয়া।
ভক্তজনা থাকে তোমার মায়াতে জিনিয়া॥
ঝাট বাণ সম্বর গোসাঞি সংসারের সার।
সীতা দিয়া চরণে শরণ লইব তোমার॥
করুণাসাগর তুমি কমললোচন।
আমারে করহ কৃপা লইলাম শরণ॥

সদয় হৃদয় রামের দয়া উপজিল।
হাথের ধনুক বাণ রাম ভূমিতে রাখিল॥
রামের সদয় রূপ রাবণ রাজা দেখি।
ফেলিলেন অস্ত্র রাম হইয়া বড় সুখী॥
রথে হইতে নামিয়া ধরে রামের চরণ।
রথে তুলিয়া রাম তারে দিল আলিঙ্গন॥
প্রভুর চরণে রাজা যোড় কৈল হাথ।
অবধানে শুন গোসাঞি বৈকুণ্ঠের নাথ॥
আজ্ঞা কর যাই আমি লঙ্কার ভিতর।
কাঁধে করিয়া আনিব সীতা তোমার গোচর॥
রাম বলে ঝাট যাহ রাজা দশানন।
ঝাট সীতা আনিয়া মোরে কর সমর্পণ॥
আজ্ঞা পায়্যা চলিলা তবে রাজা লঙ্কেশ্বর।
সীতা আনিতে যায় রাজা লঙ্কার ভিতর॥
দেখিয়া যে দেবগণের উড়িল জীবন।
ডাক দিয়া আনিলেন দেবতা পবন॥
আজি যদি রাবণ রাজা
না হইল সংহার।
কোটি রাম কালি কি করিবে উহার॥
রামের ঠাঞি রাবণের রহিল জীবন।
স্বর্গবাসে থাকিতে নারিবে দেবগণ॥
সীতা আনিতে যায় রাজা লঙ্কার ভিতর।
উন্মাদ বায়ু যাহ রাবণের উদর॥
ফিরিয়া রামেরে তবে ভর্চ্ছুক রাবণ।
তবে সে লইবে রাম তাহার জীবন॥
চলিলা পবন সভ দেবের অনুমতি।
বায়ু রূপে রাবণের দেহে কৈলে স্থিতি॥
উন্মাদ বায়ু হইয়া রাজা দশানন।
ফিরিয়া রামের আগে দিলা দরশন॥
মারিব তোমায় রাম সংগ্রাম ভিতর।
লক্ষ্মণ বিভীষণ মারিব সুগ্রীব বানর॥
সীতা পাবে হেন রাম না করিহ মনে।
এক বাণে তোমার প্রাণ লইব এখনে॥
বাহুড়িয়া রাম আর না যাইবে দেশে।
সীতা লৈয়া কেলি করিব পরম হরিষে॥
রথে চড়ি এত যদি বলিল রাবণ।
কোপেতে কম্পিত হইলা কমললোচন॥
এড়িয়াছিলেন রাম হাথের গাণ্ডি শর।
পুনর্ব্বার ধনুক বাণ নিলা গদাধর॥
সেই বাণ এড়িলা রাম নিজ
ব্রহ্ম অগ্নি বাণের মুখে
ঝাঁকে ঝাঁকে জ্বলে॥
রাবণের বুকে বিন্ধিয়া প্রবেশে পাতালে।
স্নান করিয়া আইলা বাণ
ভোগবতীর জলে॥
রাম রাম বলিয়া রাজা পড়িল ভূমিতলে।
দশ মুণ্ড কুড়ি বাহু লোটায় ভূতলে॥
দশ যোজন যুড়িয়া রহিল রথখান।
তিন যোজন রাবণের দেহ পরমাণ॥
খেদাড়িয়া রাক্ষসেরে বানর সভ মারি।
প্রাণ লৈয়া রাক্ষস সভ পলায় ত্বরা করি॥
রাবণ রাজা পড়িল দেবের ভাঙ্গে ভীত।
বিদ্যাধর নৃত্য করে গন্ধর্ব্ব গায় গীত॥
অন্তরীক্ষে আইলা তবে যত দেবগণ।
শ্রীরামের উপরে হয় পুষ্প বরিষণ॥
ধন্য ধন্য রাম তোমার ধন্য সে জীবন।
তোমার প্রসাদে রক্ষা পাইল দেবগণ॥
রাবণ রাজা মারিলা প্রভু ত্রিভুবনের অরি।
তোমার প্রসাদে ইবে সুখে রাজ্য করি॥
রামেরে স্তবন করি গেলা দেবগণ।
হরষিত হইলা তবে এ তিন ভুবন॥
রাম রাম বলিয়া নাচে সকল বানর।
প্রণাম করিলা সভে যোড় করি কর॥
বানর কটকে দেখে রাম হাস্যবদন।
সুগ্রীব বিভীষণে রাম দিলা আলিঙ্গন॥
তোমা মৈত্র মিলুক জন্ম জন্মান্তর।
ত্রিভুবন জিনিতে পারি তোমরা দোসর॥
তোমার প্রসাদে আমি সত্যে হইলাম পার।
তোমার প্রসাদে হইল সীতার উদ্ধার॥
রাবণ রাজা বধিলু আমি
তোমা সভার তেজে।
তোমা সভাকার বিক্রম ত্রিভুবনে পূজে॥
বানর কটক বলে মাগো হেন বীর কোহি।
রাবণের পরাক্রম কার প্রাণে সহী॥
সেবক হৈয়া করিলাম সেবকের কাজ।
আপনি মারিলা গোসাঞিরাবণ মহারাজ॥
আপনি গোসাঞি তুমি বিষ্ণু অবতার।
সবংশে রাবণ রাজা করিলা সংহার॥
রাবণ মারিয়া দেবের কৈলা অব্যাহতি।
ত্রিভুবনে ঘুষিবারে থাকিল খেয়াতি॥
বানর কটক তোমার সঙ্গে লোকে উপহাস।
হেন বানর সাগর বাঁধে লঙ্কার বিনাশ॥
দেবের দুর্ল্লভ বড় রাম অবতার।
কত যত্নে ব্রহ্মা আনি করিল প্রচার॥

কৃত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরাণ।
লঙ্কাকাণ্ডে রাবণ রাজার বধ উপাখ্যান॥

রামের বাণে ভূমিতে পড়িল দশানন।
পরম আনন্দে নাচে যত দেবগণ॥
ইন্দ্রবিদ্যাধরী নাচে গায় বিদ্যাধর।
পুষ্পবৃষ্টি করে দেব রামের উপর॥
প্রাণ লৈয়া রাক্ষস পলায় রড়ারড়ি।
রাবণের দশ মুণ্ড যায় গড়াগড়ি॥
রাবণ মারিয়া রাম হরষিত মন।
পরিত্রাণ করিলা রাম কহে দেবগণ॥
সহোদর বধ কাতর হইলা বিভীষণ।
লোটাইয়া কাঁদে ভাইর ধরিলা চরণ॥
বিক্রমে সুধীর তুমি বিচারে পণ্ডিত।
রাজা হৈয়া ভূমে লোটাও
না হয় উচিত॥
সোনার খাটে নিদ্রা যাও তাহে নেতের তুলি।
সামান্য মানুষ মত লোটাহ ভূমিতলি॥
সেকালে কহিলু যত হইল বিদ্যমান।
প্রহস্ত ইন্দ্রজিৎ তবে তোমাকে বুঝান॥
আদিত্য ভূমিতে লোটায় চন্দ্র অন্ধকারে।
চন্দনে ভূষিত বাহু ভূমির উপরে॥
অগ্নি নিবাইল যেন কলসের জলে।
ত্রিভুবন জিনিয়া তুমি পড়িলা রণস্থলে॥
আমি বলিলাম দেহ সীতা তো সুন্দরী।
নানা ভোগ বিনাশিলে কনক লঙ্কাপুরী॥
না শুনিলে মোর বোল দৈবের ঘটনে।
এখন রামের বাণে
ভূমে লোটাও কেনে॥
কাতর হইয়া কাঁদে রাক্ষস বিভীষণ।
প্রবোধ করয়ে তারে সভ বানরগণ॥
রাম বলেন বিভীষণ বিচারে পণ্ডিত।
মরার তরে ক্রন্দন না হয় উচিত॥
সম্মুখ সংগ্রামে আজি পড়িল রাবণ।
না বুঝিয়া মিতা তুমি করহ ক্রন্দন॥
ত্রিভুবন জিনিল ভোগ করিল সংসার।
মহা বিক্রম করিয়া গেল স্বর্গদুয়ার॥
ত্রিভুবন জিনিল রাবণ যত দেবগণ।
অসাধ্য সাধন কৈল রাজা দশানন॥
অকালে না মরে কেহো শুন বিভীষণ।*
রাবণের অগ্নিকার্য্য করহ তর্পণ॥
রাবণের পরলোকচিন্তা করহ ব্যাপার।
রাবণ রাজার আগে করহ সৎকার॥
শুনিতে কৌতুক বড় রাম অবতার।
কৃত্তিবাস লঙ্কাকাণ্ড গাইল সুচারু॥

রাবণ রাজা পড়িল বার্ত্তা পাইল মন্দোদরী।
আকুল হইল তার দশ হাজার সুন্দরী॥
মুক্তকেশে ধায় তারা কেশ নাহি বাঁধে।
শোকেতে আকুল হৈয়া রাণী সভ কাঁদে॥
সূর্য্যের কিরণ নাহি দেখে যেই নারী।
রণস্থলে কাঁদে গিয়া সে সভ সুন্দরী॥
চুল ছিণ্ডে বস্ত্র চিরে কঙ্কণ ঝনঝনি।
মুকুতা গাথনি যেন চক্ষে পড়ে পানি॥
চরণে ধরিয়া কাঁদে রাণী মন্দোদরী।
অনাথ করিলা আজি কনক লঙ্কাপুরী॥
দেবদানব জিনিলে তুমি জিনিলা ত্রিভুবন।
লঙ্কায় আনিলা তুমি অনেক কাঞ্চন॥
ত্রিভুবনবিজয়ী তুমি পড়িলা কার বাণে।
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে॥
আছাড় খাইয়া কেহো রাবণের গায় পড়ি।
অচেতন রাণীগণ ধায় গড়াগড়ি॥
কেহো পায় ধরে কেহো হাথে ধরিয়া কাঁদে।
মুখে মুখ দিয়া কেহো বুক নাহি বাঁধে॥
রাবণের দশ মুণ্ড স্ত্রীগণ নেহালে।
শরীর তিতিল রাজার স্ত্রীর চক্ষুজলে॥
কুবের বরুণ যম বাঁধিয়া আন বলে।
এবে পরাজয় হৈলা মানুষের রণে॥
মরিবার তরে তুমি সীতা কৈলা চুরি।
অনাথ হইল আজি রাণী মন্দোদরী॥
পাত্রমিত্র বিভীষণ বুঝাইল হিত।
সীতা দিয়া রাম সনে তুমি কর মিত॥
আমার আইওত টুটিল তোমার মরণ।
না শুনিলা কানে তুমি কাহারো বচন॥
তোমার দোষ নাহি কিছু দৈব পাষণ্ড।
এত দুরবস্থা কৈল শূর্পণখা রাণ্ডি॥
রাবণের স্ত্রীগণে রাণ্ডি কৈল বানরগণে।
রাক্ষস সকল কাঁদে ভিতর বহিস্থানে॥
দৈব বচন লোকের কভু নহে আন।
ত্রিভুবনের লোক করে দেবতা প্রমাণ॥
কৃত্তিবাস বাল্মীকির পুরাণ বাখানি।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল ক্রন্দন রাবণের রাণী॥

ত্রিপদী

শোকে দগধে মন্দোদরী দশাননে কোলে করি
মুখে মুখ করিয়া মিলন।
নিষেধ করিলাম আমি না যাইও রণে তুমি
না শুনিলে আমার বচন॥
না শুনিলে মোর বাণী বীরদর্প মনে গণি
কার বোলে আইলা সংগ্রামে।
বাম কি মানুষ জাতি হেন তোমার লয় মতি
প্রাণ হারাইলা রামের বাণে॥
অনাথ করিয়া মোরে গেলে তুমি কোথাকারে
কেনে তুমি লোটাও ভূমিতলে।
জিনিয়া যে দেবগণ বশ কৈলা ত্রিভুবন
রামের বাণে পড়িলা রণস্থলে॥
ব্রহ্মা ইন্দ্র সুর যত সভে ভয়ে চমকিত
ইন্দ্রকে বাঁধিলে কতবার।
ব্রহ্মা বেদ পড়ে দ্বারে এমন কে কোথা করে
রামের বাণে হইলা সংহার॥
যে নাগ দেখিয়া দূরে অমর অসুরে ডরে
হেন নাগ জিনিলা পাতালে।
বিষ আনিলা রাশি রাশি বিভা করিলা রূপসী
রামের বাণে লোটাহ ভূতলে॥
দানব রাজাকে জিনি মোরে বিভা কৈলে আনি
এখন চাহিব কার মুখ।
এই সভ সুবদনে মোরে কৈলা চুম্বনে
শ্রীরাম দিলেন এত দুখ॥
ওগহ পরাণ নাথ মোর অঙ্গে দেহ হাথ
দহে প্রাণ বিরহ আনলে।
করে পরশহ আমা না করিহ মোরে ঘৃণা
কার বোলে লোটাহ ভূতলে॥
আর দশ হাজার নারী রূপে জিনি বিদ্যাধরী
অন্তঃপুরে তারা সভ থাকে।
তোমা বিনে অন্যজন নাহি জানে নারীগণ
নপুংসকে নারীগণ রাখে॥
এ হেন সুন্দরী সভ আইলাও রণস্থল
কেন তুমি নাহি বাস লাজ।
মাথা তুলি চাহ তুমি রাণী মন্দোদরী আমি
শুন হের রাক্ষসের রাজ॥
এই যত অভরণ দেখি অতি সুগঠন
ইহা আমি দিব যে কাহারে।
তোমা বিনে অভরণ পরিবেক কোন্‌জন
শোভিবেক কাহার শরীরে॥
রাবণের পায় ধরি কাঁদে রাণী মন্দোদরী
শোকেতে হইয়া অচেতন।
ধার্ম্মিক বিভীষণ নিল রামের শরণ
হঠে তুমি তেজিলা জীবন॥
কোথা গেল ইন্দ্রজিত বীর ভাগ আর যত
কেবা নিল লঙ্কার সম্পদ।
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের বাণী না কাঁদ রাজার রাণী
শ্রীরাম লইল পরিচ্ছদ॥

মন্দোদরী মহারাণী সোহাগে আগলি।
দশ হাজার সতিন বুলে
গড়াগড়ি ধূলি॥
ত্রিভুবনের রাজা তুমি বীরে মহাবীর।
ত্রিভুবনে তোমার আগে
নহে কেহো স্থির॥
লাজ নাহি বাস প্রভু লোটাও কার বাণে।
আইস আইস ঘরে যাই ডাকে রাণীগণে॥
মানুষ হৈয়া করিলা রাম
মানুষের কাজ।
যার বাণে পড়িল তবে বালি বানররাজ॥
শূর্পণখার নাক কান কাটিল লক্ষ্মণ।
চৌদ্দ সহস্র রাক্ষস
মারিলা কমললোচন॥
মায়াবী মারীচ প্রভু মারিলেন বাণে।
নির্দ্দয় হইয়া তবে বানরগণ আনে॥
অলঙ্ঘ্য সাগর প্রভু বাঁধিলেন তেজে।
দুর্জ্জয় রাক্ষস সভ আপনি আসি মজে॥
রামের সনে প্রীত করিতে
কহিলু তোমারে।
হিতবাক্য না শুনিলে মৃত্যুর অহঙ্কারে॥
পতিব্রতা রামের স্ত্রী ধর্ম্মচারিণী।
বশিষ্ঠের অরুন্ধতী চন্দ্রের রোহিণী॥
জনক আশ্রমে তপ করিলা কর্কশ।
তে কারণে সীতা শ্রীরামে কৈলা বশ॥
কুলে শীলে রূপে গুণে
আমা নাহি জিনে।
সীতা হেন সুন্দরী প্রভু
নাহি তোমার জ্ঞানে॥
এই হেতু হইল প্রভু
তোমার মরণ।
তোমার মরণে সীতার প্রসন্ন বদন॥

আজি হইতে রাম সীতার দুঃখ বিমোচন।
আজি হইতে তোমায় আমায় নহে দরশন॥
নানা ভোগ করিলাম আমি নানা পরিধান।
দশ হাজার সতিনী জিনি বাড়াইলাম মান॥
সকল ভোগ দূর হইল মোর কর্ম্মদোষে।
কার বাণে ভূমে লোটাও বিচিত্র সুবেশে॥
নানা অভরণ আর কিরীট কুণ্ডল।
সে হেন শরীর তোমার ধূলায় ধূসর॥
বাপ দানব আমার স্বামী লঙ্কেশ্বর।
দেব দানব গন্ধর্ব্ব সভ তোমায় করে ডর॥
ইন্দ্রজিৎ হেন পুত্র সংগ্রামে দুর্জ্জয়।
সোহাগে আগলি আমি কারো নাহি ভয়॥
একবারে গেল আমার সকল সম্পদ।
স্বপ্ন হেন দেখি আমি এতেক বিপদ॥
সর্ব্বাঙ্গ ফুটিল তোমার মানুষের বাণে।
কোল দিতে না পাইলু
অধিক পোড়ে মনে॥
এমন তোমার হৈবে নিশ্চয় যদি জানি।
মানুষ হইতে রাক্ষস নষ্ট কখনো না শুনি॥
কোথা গেলা প্রভু মোর দীর্ঘ পরবাসী।
পথের সাঙ্গাতি লহ মন্দোদরী দাসী॥
বাছিয়া বিভা করিলা দেব দানব দুহিতা।
কুলীন কন্যা সভ কাঁদে কুলের পতিব্রতা॥
কোন্ দোষে এড়িলা আমা সভাকে সম্ভাষ।
স্মরণ করিয়া লহ আপনার পাশ॥
বিপরীত বুদ্ধি হয় নিকট মরণে।
সীতা চুরি কৈলা তুমি রাম বিদ্যমানে॥
ত্রিভুবন ভিতরে তোমার কারো নাহি ডর।
মানুষের ডরে তুমি হইলে কাতর॥
রণস্থলে তোমার স্ত্রী আদুড় চুলি।
তোমার বিহনে আমি নানা স্থানে বুলি॥
শরীর ছাড়িয়া তুমি গেলা স্বর্গলোক।
স্ত্রীগণের ক্রন্দন শুনি বাড়ে বড় শোক॥
ইন্দ্রজিতের মায়ায় আমি লোটাইয়া বুলি।
সভা হইতে আমি তোমার
সোহাগ আগলি॥
আমা সভাকে না বল কেন প্রবোধবচন।
কুড়ি হাথে কৈলা প্রভু মোরে আলিঙ্গন॥
কোপ করিয়া বিভীষণ গেল রামের পাশ।
বিভীষণ করাইল মোর বংশনাশ॥
বিভীষণের পায় ধরি কাঁদে মন্দোদরী।
দশ হাজার সতিনী তারে প্রবোধিতে নারি॥

*বিভীষণ বলে তুমি দোষ দেহ মোরে।
আপনার পাপে রাজা আপনি সে মরে॥*
না কাঁদ না কাঁদ রাণী প্রাণ কর স্থির।
তোমার ক্রন্দনে আমার বুকে দেয় চীর॥
সংসারের গতি রাণী তোমাতে গোচর।
সম্পদ আপন নহে চল যাই ঘর॥
সকল সতিনে মেলি ধরি মন্দোদরী।
কাঁদিতে কাঁদিতে সভ চলিলা সুন্দরী॥
রাম বলেন বিভীষণ সম্বরহ শোক।
রাবণে পোড়াহ ঝাট পাতিয়াও স্ত্রীলোক॥
দেবের দুর্লভ বড় রাম অবতার।
কৃত্তিবাস লঙ্কাকাণ্ড গাইল সুচার॥

গায়ের শাণা এড়িল রাম মাথার টোপর।
যুঝিয়া এড়িল রাম হাথের গাণ্ডি শর॥
আজ্ঞা করিলেন রাম রাবণের সৎকারে।
নানা দ্রব্য বানর সভ আন দিগান্তরে॥
অগোর চন্দন আনে চাঁপা নাগেশ্বর।
পারিজাত পুষ্পমালা গন্ধে মনোহর॥
বাছিয়া আনিলা সুগন্ধি অগোর চন্দন।
সাগরের জল আনে যত বানরগণ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত আনিল লক্ষ লক্ষ ভার।
রাবণের নিকটে দ্রব্য থুইল অপার॥
বন্ধুবান্ধব কাঁদে রাবণের সহোদর।
নানা তীর্থজলে স্নান করায় লঙ্কেশ্বর॥
রাজবস্ত্র পরাইল সোনার পইতা।
চন্দনকাষ্ঠে সাজাইল
রাজার যোগ্য চিতা॥
চিতা উপর পাতিল লৈয়া উত্তম বসন।
রাবণের উপরে দিল কস্তুরী চন্দন॥
চিতার উপর শোয়াইল উত্তর শিওরে।
হাথে অগ্নি বিভীষণ কাঁদে ধীরে ধীরে॥
আমি বুঝাইলাম তোমায়
সীতা দিবার তরে
লাথি মারি খেদাইলা সভার ভিতরে॥
আমার বচন ভাই না শুনিলা কানে।
প্রহস্ত বুঝাইল তাহা নিল তোমার মনে॥
ধর্ম্মে থাকিলে ভাই কেহো মারিতে নারে
অধর্ম্ম করিলে ভাই ফলিল তোমারে॥
হাথে অগ্নি করি কাঁদে ভাই বিভীষণ।
দশ মুখে অগ্নি দিয়া পোড়ায় বিভীষণ॥

দেবগণ চলিলা রামের করিয়া কল্যাণ।
রাম লক্ষ্মণ বিভীষণে করিয়া সম্মান॥
বানরগণের বিক্রমে ত্রিভুবনে জিনি।
স্বর্গে গেলা দেবগণ বানরে বাখানি॥
হেনকালে মাতলি আসি মাগিল মেলানি।
হাসিয়া শ্রীরাম তারে কহিলা দুই বাণী॥*
সারথি পণ্ডিত তুমি বিদ্যমানে দেখি।
যত হিত করিলা আমি তাহে হৈলাম সুখী॥
ইন্দ্রকে বলিহ তুমি সভ বিবরণ।
তাঁর শত্রু রাবণেরে করিলু নিধন॥
রথ লৈয়া সারথি গেলা স্বর্গ ভুবন।
প্রণাম করিয়া কহে রামেরে বচন॥
বিভীষণ লাগিলা রাবণ পোড়াবার তরে।
ফিরিয়া মন্দোদরী আইলা সভার ভিতরে॥
'আহা প্রাণনাথ বলি পড়িল ভূমিতলে।
কেমন লিখিলা বিধি আমার কপালে॥
কেমনে পাসরিব আমি স্বামীর শোক।
বিধবা বলিয়া মোরে গালি দিবে লোক॥
বিধবা নামে মোর দগধে পরাণি।
কেমনে পুড়েন প্রভু দেখিব আপনি॥
দেখি গিয়া প্রভুকে মারিল কোন্ জন।
নয়নে দেখি গিয়া শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
আমার বচন শুন সকল সুন্দরী।
শ্রীরাম দেখিব গিয়া দুটী আঁখি ভরি॥
এত বলি মন্দোদরী চলিলা ত্বরিত।
নেতের আঁচল যায় ভূমে লোটাইত॥
আলুয়াইল কর বিভার মুছিল সিন্দুর।
ঘাঘর কঙ্কণ সভ করিয়াছে দূর॥
রণ জিনিয়া রঘুনাথ বসিলা যেই স্থলে।
লক্ষ্মণ বসিয়াছেন তথা ধনুক বাণ কোলে॥
সারি দিয়া বসিয়াছে যত প্রধান সেনাপতি।
সুগ্রীব রাজা বসিয়াছে অঙ্গদ সংহতি॥
সকল সুগ্রীব মেলি দিয়া এক সারি।
শ্রীরামে প্রণাম কৈল রাণী মন্দোদরী॥
সীতা বলি রঘুনাথ তারে দিল বর।
জন্ম আইও হও উঠহ সত্বর॥
জন্ম আইওত বলি রাম কহিলা বচন।
যোড় হাথে রামের আগে বলে বিভীষণ॥
সীতা নহেন এই রাণী মন্দোদরী।
কি বোল বলিলা গোসাঞি আপনি পাসরি॥
কভু মিথ্যা নহে প্রভু তোমার বচন।
অঙ্গ মোড়া দিয়া উঠে রাজা দশানন॥
রাম বলেন বিভীষণ আমি নাহি জানি।
আমি জানিলু আইলা জনকনন্দিনী॥
এবে কোন্ বুদ্ধি করি বলহ উপায়।
যেমতে আমার বাক্য রাখিতে জুয়ায়॥
মন্দোদরী বলে তুমি দেব নারায়ণ।
এক বাক্য তব পদে করি নিবেদন॥
সুরভিতে ক্ষীর হরে সূর্য্যের কিরণ।
তবে মিথ্যা নাহি হয় তোমার বচন॥
রাম বলেন কি নাম তোমার কাহার রমণী।
পরিচয় দেহ মোরে ভাল মতে চিনি॥
কি বোল বলিলা তুমি বুঝিতে না পারি।
সাবধানে পরিচয় দেহ তো সুন্দরী॥
কৃত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরাণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল গীত অমৃত সমান॥

ত্রিপদী

শুন রাম মহাশয় কহি আমি পরিচয়
শুন তুমি ত্রিদশের নাথ।
কনক লঙ্কার ঈশ্বরী আমি রাণী মন্দোদরী
তোমারে করিলু প্রণিপাত॥
বাপ মোর দানবরাজে ত্রিভুবনে যারে পুজে
নাম যার ময়দানব।
যাহার যৌতুক শেলে পর্ব্বত পাথর টলে
লক্ষ্মণ পাইলা পরাভব॥
আমি বটী তাঁর কন্যা ত্রিভুবনে এক ধন্যা
নাম আমার মন্দোদরী।
তোমার অতুল চরণ করিবারে বন্দন
তেজিয়া আইলু অন্তঃপুরী॥
কি আর কহিব রাম বিধবা হইল নাম
পুত্র মোর নাম ইন্দ্রজিত।
দেবগণ যার ডরে নিদ্রা নাহি যায় ঘরে
বাসর পাইল বড় ভীত॥
বাঁধিয়া আনিল ঘরে দেবরাজ পুরন্দরে
আমি হই তাহার জননী।
দৈব কৈল সর্ব্বনাশ কি আর জীবনে আশ
সভ দূরে কৈলা রঘুমণি॥
আর কথা কহি রাম যদি কর অবধান
মোর স্বামী লঙ্কার ঈশ্বর।

যার ডরে দেবগণ   আজ্ঞাকারী অনুক্ষণ
মালা গাথি যোগায় পুরন্দর॥
হেন জনের আমি নারী সভ লাজ পরিহরি
আইলাম তোমার দরশন।
জন্ম আইওত বর   দিলা মোরে গদাধর
বর কভু নহিবেক আন॥
নিদারুণ ব্রহ্ম বাণে   মারিলা রাজা দশাননে
তবে হেন বর দিলা কেনি।
অলঙ্ঘ্য তোমার বাণী   কহিয়াছে যত মুনি
কিবা আজ্ঞা কর রঘুমণি॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর   কলিযুগ তৎপর
ব্যর্থ নহে তোমার বচন।
কাহার আইওতে আমি   বলাইব রাজরাণী
ঝাট কহ কমললোচন॥
মন্দোদরীর যত বাণী শুনিয়া যে রঘুমণি
মৃদুমন্দ হইলা হাসিত।
বচনে বচন করি   মন্দোদরী সুন্দরী
মোরে তুমি করিলা লজ্জিত॥
অক্ষয় রাবণের চিতা   জ্বলিবেক অনুরতা
থাকিবেক তোমার আইওত।
বর পায়্যা মন্দোদরী চলিলেক অন্তঃপুরী
আশ্বাস করিলা রঘুনাথ॥
জানকীর পতি গতি   অন্য নাহি নহে মতি
লাচাড়ি রচিলা কৃত্তিবাস।
যেই শুনে রাম নাম   তার হয় পূর্ণ কাম
অন্তে হয় তার স্বর্গে বাস॥

কমললোচন প্রভু রাম।
জানকীজীবন গুণধাম॥

রাম বলেন বিভীষণে হও আগুয়ান।
সতো পার হব আমি সভা বিদ্যমান॥
তোমারে করিব আমি লংকার অধিপতি।
ত্রিভুবনে থাকে যেন যশের খেয়াতি॥
সুগ্রীবেরে আজ্ঞা করেন গদাধর।
সভে মেলি বিভীষণে কর লঙ্কেশ্বর॥
রঘুনাথের আজ্ঞা হইল
লঙ্ঘিবে কোন্ জনা।
বিভীষণ রাজা হইবে লঙ্কায় ঘোষণা॥
ভাল ভাল দ্রব্য সভ যথা যথা শুনি।
বানর রাক্ষস সভ ধায়্যা গিয়া আনি॥
সহস্র কলসী আনিল নানা তীর্থজল।
স্ত্রীগণ আসিয়া দেয় জয় জয় মঙ্গল॥
হাথে দূর্ব্বা ধান্য করি লঙ্কার ব্রাহ্মণ।
বড় বড় পৈতা ফোটা উত্তম বসন॥
রাক্ষস সভ গীত গায় বানরে করে নাট।
রাবণের সিংহাসন ছত্রদণ্ড পাট॥
সিংহাসনে শুভক্ষণে বিভীষণ বৈসে।
তীর্থজল ঢালে লক্ষ্মণ কলসে কলসে॥
স্নান করিল রাজা নানা তীর্থজলে।
পঞ্চ শব্দে বাদ্য বাজে করয়ে মঙ্গলে॥
নর্ত্তক করয়ে নৃত্য গীত গায় তো গায়ন।
সভে আনন্দিত যত রাক্ষস বানরগণ॥
পশ্চাতে সুগ্রীব বিভীষণে ছত্র ধরি।
বিভীষণ রাজা হইল কনক লঙ্কাপুরী॥
স্বর্গে দুন্দুভি বাজে রাক্ষস আনন্দিত।
বিভীষণে রাজা করি শ্রীরাম হরষিত॥
বিভীষণে রাজা করি শ্রীরাম সুখী।
রাক্ষস বানর সভ হইলা কৌতুকী॥
রাবণের আওয়াত সভ রাবণের পরিচ্ছন।
রামের প্রসাদে বিভীষণের সম্পদ॥
রামের প্রসাদে বিভীষণ হইল রাজা।
এক চিত্তে শুনিলে সভ সুখী হয় প্রজা॥
শুনিতে কৌতুক বড় রাম অবতার।
কৃত্তিবাস লঙ্কাকাণ্ড গাইল সুচারু॥

ত্রিপদী

রাম হেলা সতো পার বিভীষণে রাজ্যভার
হরষিত কমললোচন।
বিভীষণ সিংহাসনে   হিয়া আনন্দিত মনে
বেদধ্বনি করয়ে ব্রাহ্মণ॥
রাবণের ছত্রদণ্ড   মুকুটে শোভিত মুণ্ড
মৃগরাজ চর্ম্মের আসন।
ঘোটক কুঞ্জর আনে   সকল রাক্ষসগণে
হরষিত সুগ্রীব লক্ষ্মণ॥
রাজা হইলা বিভীষণ   আনন্দিত দেবগণ
পুষ্পবৃষ্টি করিল সত্বর।
হরষিত হইলা রাম হাথে লৈয়া দূর্ব্বা ধান
দিল তার মস্তক উপর॥
লঙ্কার ব্রাহ্মণ যত   পুষ্পমালা লৈয়া শত
বিভীষণে দিল আশীর্ব্বাদ।

ব্রহ্মা হরষিত মনে সঙ্গে লৈয়া দেবগণে
মুনিগণে জয় জয় বাদ॥
আপন পুণ্যের গুণে রাজা হৈলা বিভীষণে
নিজ দোষে মজিল রাবণ।
রাবণের কণ্ঠমাল বিভীষণে শোভে ভাল
আশীর্ব্বাদ দিল দেবগণ॥
কণ্টক লইয়া রাম বিভীষণে কৈল মান
অভিষেক রত্ন সিংহাসনে।
রাবণের অভরণ বিভীষণের ভূষণ
পরিধান শুক্ল বসনে॥
বিভীষণ লঙ্কায় রাজা ত্রিভুবনে করে পূজা
হুলাহুলি দেয় নারীগণ।
বিভীষণের পূজন লৈয়া সভ দেবগণ
অন্তরীক্ষে করিলা গমন॥
যোড় হাথে বিভীষণে দান্ডাইল রামের স্থানে
সত্যসাগরে হইলা পার।
আপনার নিজ গুণে বাঁধিলা যে দশাননে
নিস্তার করিলে ত আমার॥
শরণ পঞ্জর রাম জয় কৈল সংগ্রাম
ত্রিভুবন করয়ে কল্যাণ।
কৃপাময় সাগরে সারদা দেবীর বরে
দ্বিজ কৃত্তিবাসে রস গান॥

বিভীষণে রাজা করি রাম হাস্যমুখী।
এক চিত্তে রামের কার্য্যে বিভীষণ সুখী॥
পাত্রমিত্র সনে রাম কৈলা অনুমান।
জয়বার্ত্তা কহিতে সীতায়
পাঠাহ হনুমান॥
হনুমান বীর যাহ সীতাকে কহিতে কথা।
ধায়্যা গিয়া রাক্ষস হনুমানে লোঙায় মাথা॥
গৌরব করিয়া হনুমান নিল রাক্ষসগণে।
প্রবেশিল হনুমান সীতার অশোক বনে॥
মলিন বস্ত্র পরিধান গায় পড়িছে মলি।
তবু তো সীতার রূপে পড়িছে বিজুলি॥
ভূমে পড়ি হনুমান সীতারে লোঙায় মাথা।
যোড় কর করিয়া কহে সংগ্রামের কথা॥
সুগ্রীব রাজার তেজে বানরের হুলাহুলি।
বিভীষণের মন্ত্রণাতে রাবণ রাজা জিনি॥
রামের বাণে পড়িল রাবণ মহাপাপ।
রাজলক্ষ্মী ছাড়িল তার
তোমায় দিল তাপ॥
আপন ঘরে আছ যেন শ্রীরামের মন।
তোমাকে দেখিতে রামের বড়ই যতন॥
এত যদি হনুমান কহিল কাহিনী।
হরিষে আপনা পাসরে সীতা ঠাকুরাণী॥
হনুমান বলে সীতা কি ভাবহ মনে।
হরিষ বার্ত্তা তোমার ঠাঞি
না পাইলু কেনে॥
সীতা বলে হরিষেতে পাসরি আপনা।
রা কাড়িতে শক্তি নাহি না করিহ ঘৃণা॥
হীরা মণি মাণিক দিব রাজ্য অধিকার।
হেতা ধন নাহি বাপু রহিল তোমার ধার॥
হনুমান বলে ধনে কি কাজ ঠাকুরাণী।
অভয় চরণধূলি সবে মাগি আমি॥
এক দান মাগি মাতা না করিহ আন।
রাম তোমায় সুখী হউন এই মাগি দান॥
তোমার রক্ষক যত রাবণের চেড়ি।
আমা বিদ্যমানে তোমায় তুলিয়াছে বাড়ি॥
চড়ে দন্ত উপাড়িব চুল ছিণ্ডিব গোছে।
সভাকার প্রাণ নিব আছাড়িয়া গাছে॥
মোর বিদ্যমানে তোমায় দিয়াছে গালি।
মাটিতে ঘাঁসব মুখ ধরিয়া তার চুলি॥
এই বর মাগি মাতা না করিহ আন।
সুখী হউন রঘুনাথ এই মাগি দান॥
শুনিয়া রাক্ষসীগণ পাইল তরাস।
হনুমানের বচনে সীতার উপজিল হাস॥
সীতা বলেন হনুমান বুদ্ধে বৃহস্পতি।
চেড়িগণ মারিয়া কেন নিবে কুখ্যাতি॥
চিরকাল ছিল সভে রাবণের ঘরে।
আমার দুর্গতি কৈল রাবণের বোলে॥
যখন দশাহীন হয় শুন হনুমান।
তার সাক্ষী দেখ বনে আইলা শ্রীরাম॥
শুভদিন হইল এবে কেহো নহে আঁটা।
স্ত্রীবধ করিয়া কেন যাশে দিবা খোঁটা॥
ত্রিভুবন জিনিয়া বাপু তোমার কীরিতি।
চেড়িকে মারিয়া কেন রাখিবে কুখ্যাতি॥
শুভ দশা দেখি তবে যত চেড়িগণ।
দন্তে কুটা করি এবে ধরয়ে চরণ॥
হাসে বীর হনুমান সীতার বচনে।
দিলেন অভয় দান যত চেড়িগণে॥
সীতা বলে শুন বাপু পবননন্দন।
প্রভাত হইল মোরে রজনী এখন॥

প্রভুর চরণে বলিহ মোর যত দুখ।
দশ মাস বই দেখিব রামের শ্রীমুখ॥
প্রণাম করিয়া বীর চলিলা হরিষে।
সীতার দুঃখ কহে গিয়া শ্রীরামের পাশে॥
যাঁহার তরে করিলা গোসাঞি মহামার।
হেন সীতা দেখিলাম অস্থি চর্ম্মসার॥
সাত পাঁচ শ্রীরাম ভাবেন মনে মন।
সীতা আনিতে পাঠাইল রাক্ষস বিভীষণ॥
চলিলেন বিভীষণ সীতার অশোক বনে।
ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলা চরণে॥
শ্রীরামের আজ্ঞা তুমি কর স্নান দান।
সুবেশ হইয়া চল শ্রীরামের স্থান॥
সীতা বলেন আমার কি কাজ রূপ বেশে।
এইমত দাণ্ডাইব শ্রীরামের পাশে॥*
বিভীষণ বলে লঙ্ঘ রামের আদেশ।
রামের আজ্ঞা সম্মান কর গায়ের কর বেশ॥
স্নান করিতে সীতা দেবী করিলা গমন।
স্নান দান যত দ্রব্য দেয় বিভীষণ॥
বিভীষণের ঝি বহু পরম সুন্দরী।
স্নান সজ লৈয়া দাণ্ডাইল সারি সারি॥
সুবর্ণের সিংহাসনে বসিলা জানকী।
নারায়ণ তৈল কেহো দেয় আমলকী॥
নানা গন্ধ তৈল দিল সুগন্ধি পিঠালি।
যতন করিয়া তুলে সীতার গায়ের মলি॥
কলসে করিয়া জল ঢালে সীতার শিরে।
মুছিল সীতার অঙ্গ নেতের আঁচলে॥
নেতের আঁচলে তুলে সীতার মাথার পানি।
দিব্য বস্ত্র পরিলেন জনকনন্দিনী॥
সোনার চিরুণীতে আঁচড়িল মাথার চুলি।
বেড়িয়া বাঁধিল তাহে দাড়িম্ব নেত ফালি॥
বাঁধিল কবরী যেন দেখি নীল ফণী।
মালতী মল্লিকা মালা তাহে দিল আনি॥
ললাটে সিন্দুর দিল অতি বিলক্ষণ।
প্রভাতে দেখিয়ে যেন অরুণ কিরণ॥
তাহা বেড়ি চন্দনের বিন্দু মনোহর।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন শোভে থর থর॥
নয়নে কজ্জলরেখা সুন্দর ত্রিভঙ্গ।
মালতীর মধু লোভে উড়ে কত ভৃঙ্গ॥
বিচিত্র করিলা সজ্জ জনকনন্দিনী।
মকর কুণ্ডল কর্ণে যেন দিনমণি॥
বিচিত্র নূপুর শোভে উত্তম পাসলি।
বিধি নির্ম্মাইল যেন কনক পুথলি॥

শ্রীঅঙ্গে পরিলা সীতা নানা অলঙ্কার।
সীতার রূপেতে আলো হইল সংসার॥
পুষ্পমালা পরিলেন আমোদিত গন্ধে।
রত্নময় দোলা দিল রাক্ষসের কাঁধে॥
দোলায় চড়িলা সীতা হরিষ বদনে।
মুদিত করিল দোলা নেতের বসনে॥
রাবণের স্ত্রীগণ শোকেতে ব্যাকুলি।
সীতার সমুখে কাঁদে লোটাইয়া ধূলি॥
রাক্ষস ক্ষয় করিয়া তুমি যাহ দরশনে।
আমরা সভ এখন রহিব কোন্‌খানে॥
রামের সনে হউক তোমার শুভ দরশদন।
আমা সভার যেবা ছিল কপালে লিখন॥
দোলাখান বাহির হইল
ছাড়িয়া অশোক বন।
পথে মন্দোদরী সনে হইল দরশন॥
মন্দোদরী বলে যাহ রাম দরশনে।
আমাকে রাখিয়া তুমি যাহ কার স্থানে॥
আমার স্বামীর রাম বধিলা জীবন।
আর কোন্ জন মোরে করিবে রক্ষণ॥
সীতা বলে মন্দোদরী শুনহ বচন।
সুখ দুঃখ জন্ম মৃত্যু ললাট লিখন॥
শূন্যে ঘরে আমায় আনি করিল দুর্গতি।
সেই পাপে মজিল লঙ্কার অধিপতি॥
পরে দুঃখ দিলে সভ আপনারে ফলে।
মোর দোষ নাহি তোমার যে ছিল কপালে॥
সীতার বচনে মন্দোদরীর ক্রোধ মন।
রামের সনে হউক তোমার বিষ দরশন॥
আমাকে বিধবা করি যাহ রামের পাশ।
রাম দরশনে সীতার হইবে নৈরাশ॥
যদি মোরে সতী বল্যা জগৎ বাখানে।
রাম সনে হউক তোমার অশুভ দরশনে॥
শাপ দিয়া মন্দোদরী করিলা গমন।
শুনিয়া সীতার হইল চমকিত মন॥
দোলাখান বাহির হইল দেখি লঙ্কার গড়ে।
দেখিবারে রাক্ষস বানর সভে দোলা বেড়ে॥
কেমন সীতা দেখিতে সভার অভিলাষ।
যার রূপে লঙ্কেশ্বর সবংশে বিনাশ॥
সীতা দেখিতে দুই কটক আইল
ঠেলাঠেলি।
কাঁধে দোলা পথ বাহিতে না পায় চৌদুলি॥
রাজা হৈয়া বিভীষণ ভূমেতে বাহে বাট।
হুড়াহুড়ি দেখিয়া হাথেতে নিল সাট॥

*রাক্ষসেরে চারি দিগে করি বাড়াবাড়ি।
রাখ দিল রাক্ষস যেন গঙ্গার আড়রি॥*
রাজা হৈয়া বিভীষণ করিলা প্রয়াস।
অনেক যতনে দোলা গেল রঘুনাথের পাশ॥
রাম লক্ষ্মণ বসিয়াছেন পুণ্য শরীর।
দক্ষিণ দিগে বসিয়াছেন সুগ্রীব মহাবীর॥
বানর সভ বসিয়াছে মন্ত্রী জাম্বুবান।
সারি দিয়া বসিয়াছেন রাম বিদ্যমান॥
মধ্যপথে দেখি কটকের হুড়াহুড়ি।
দ্বাদশ রাক্ষস সভ হাথে নিল বাড়ি।
বাড়ির ডরে রাক্ষস সভ হইল এক পাশ।
চারি ভিতে শোভে যেন সোনার আওয়াস॥
বাড়ির শব্দ শুনিয়া শ্রীরাম কোপে জ্বলে।
রক্তলোচন করিয়া রাম বিভীষণে বলে॥
রাজার মহিষী হৈলে প্রজার জননী।
মায় দেখিতে পুত্র আইসে
কেন হানাহানি॥
সতী স্ত্রী হইলে যেন জানে ত্রিভুবন।
দোলার ভিতরে তারে রাখ কি কারণ॥
দোলার কাপড় ঘুচাও সীতা ভুমে বাট।
সকল লোক দেখুক ফেলাও হাথের সাট॥
রামের বচন শুনি ডরায় বিভীষণ।
রাম সীতা ছাড়িবেন হেন লয় মন॥
শ্রীরামের কোপ দেখি মুখের আকৃতি।
রাম সীতা বৰ্জ্জিবেন সভার যুকতি॥
দোলা হইতে সীতা দেবী
ল্যাবিলা ভূমিতলে।
সীতার রূপের ছটা পড়ে লংকামণ্ডলে॥
চন্দ্রমণ্ডল যেন উদয় গগনে।
কনক লংকা মগন হইলা সীতার বরণে॥
পদাঙ্গুলে শোভা করে বিচিত্র পাশুলি।
বিধি নির্ম্মাইল যেন কনক পুথলি॥
*এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল সর্ব্বজন।
ঝলমল করে সীতার অঙ্গের কিরণ॥*
মনে চিন্তে সভে রাক্ষস বানরগণ।
সীতা লাগি যুঝিলাম সফল জীবন॥
রূপে বেশে সীতা দেবী লক্ষ্মী রূপবতী।
হেন জনে হরিয়া মৈল লংকার অধিপতি॥
রাক্ষস সভ বলে ভাল মজিল লংকাপুরী।
বংশে কেহো না থাকিল
আনিল হেন নারী॥

দাণ্ডাইয়া কাঁদেন তবে সীতা তো জানকী।
লাজে আপনার দেহে আপনি
হইলা লুকি॥
কেহো কিছু নাহি বলে সীতা সভাতলে।
চক্ষুর লোহ মুছিয়া সীতা
ধীরে ধীরে বলে॥
কৃত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরাণ।
লংকাকাণ্ডে গাইল গীত অমৃতসমান॥

এত কাল প্রাণ ধরিয়াছি তোমার তরে।
কেন অপমান কর সভার ভিতরে॥
অনাথিনী সীতা কাঁদে করুণভাষিণী।
দুই কটকের তবে চক্ষে পড়ে পানি॥
সীতার ক্রন্দনে প্রাণ করে দুর দুর।
চক্ষুর লোহ মুছিয়া রাম বলেন নিষ্ঠুর॥
ব্যাকুল হইলা রাম হরিষে বিষাদে।
সীতা হেন স্ত্রী বৰ্জ্জিব কোন্ অপরাধে॥
রাম বলেন শুন সীতা জনকনন্দিনী।
আমার চরিত্র যেমত ভাল জান তুমি॥
রাবণের ঘরে থাক্যা যদি না হইতা উদ্ধার।
ত্রিভুবনে অপযশ ঘুষিত আমার॥*
এবে অপযশ ঘুচিল তোমার উদ্ধারে।
মেলানি দিলাম আমি যাহ অন্যত্তরে॥
আমার মানুষ নাহি ছিল তোমার পাশে।
শয়ন ভোজন তোমার নাহি জানি দশ মাসে॥
সুর্য্যবংশে জন্ম আমার রঘুর নন্দন।
তোমা হেন স্ত্রী মোর নাহি প্রয়োজন॥
আজি হইতে তুমি নহ আমার রমণী।
যথা ইচ্ছা তথা যাহ দিলাম মেলানি॥
হের দেখ সুগ্রীব রাজা বানরের পতি।
ইহার ঠাঁঞি থাক যদি লয় মোর মতি॥
লংকার রাজা দেখ রাক্ষস বিভীষণ।
থাক ইহার ঠাঁঞি যদি লয় মন॥
ভরত শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ আমার তিন ভাই।
সেবা করি সীতা তুমি থাকহ তথাই॥
যথা ইচ্ছা তথা থাক আপনার সুখে।
মোর কার্য্য নাহি ক্রন্দন না কর সমুখে॥
যতেক বলেন রাম কর্কশ বাণী।
ধারা শ্রাবণ সীতার চক্ষে বহে পানি॥
কেহো কিছু নাহি বলে ভাবিল সভাতলে।
চক্ষুর লোহ মুছিয়া সীতা পুনরপি বলে॥

জনকের কন্যা আমি চন্দ্রবংশে উৎপতি।
দশরথ শ্বশুর মোর তুমি হেন পতি॥
লক্ষ্মণ দেওর মোর বিদিত সংসারে।
অপমান কর তুমি সভার ভিতরে॥
ভালমতে জান তুমি আমার প্রকৃতি।
জানিয়া শুনিয়া কর এতেক দুর্গতি॥
ধার্ম্মিক গোসাঞি তুমি বিচারে পণ্ডিত।
বিবাহকাল হইতে জান আমার চরিত॥
নানা খেলা খেলিয়াছি ছাওয়ালের কালে।
হাথে নাহি ছুই আমি পুরুষ ছাওয়ালে॥
বল করিয়া আমারে ছুইল রাবণে।
সবংশে মজিল রাজা এই সে কারণে॥
তুমি নারায়ণ প্রভু অন্তর্যামী বট।
মনেতে ভাবিয়া দেখ আমি কিবা নষ্ট॥
আমার উদ্দেশে যবে পাঠাল্যা হনুমানে।
আমায় বর্জ্জন কথা না কহিলা কেনে॥
অগ্নি জ্বালিয়া তাহে করিতাম প্রবেশ।
লঙ্কায় আসিয়া কেন পাইলা এত ক্লেশ॥
অনেক শক্তিতে কৈলা সাগর বন্ধন।
রাক্ষস সনে রণ করিয়া সংশয় জীবন॥
অযোনিসম্ভবা আমি জন্ম মহীতলে।
জয় জয় মহারাজা জনকের কুলে॥
এতেক বড়াই মোর গেল রসাতল।
ললাটে লিখন মোর এই কর্ম্মফল॥
স্বামী তেজিলে সতীর জীবনে কি কাজ।
তোমার এতেক বাক্য আমার
মুণ্ডে পড়ুক বাজ॥
বারাঙ্গনা নহি আমি অন্যে কর দান।
ভরিল সভায় নাথ এত অপমান॥
কৃপা কর লক্ষ্মণ দেওর দেহ প্রাণদান।
অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া দেহ যাউক অপমান॥
রাম পানে চাহিলেন লক্ষ্মণ
লইতে সম্বিধান।
রাম বলেন কুণ্ড সাজাহ সভা বিদ্যমান॥
সীতার জীবনে ভাই নাহি কিছু কাজ।
অগ্নিতে পুড়িয়া মরুক যাউক মোর লাজ॥
আজ্ঞা পায়্যা লক্ষ্মণ বীর হইলা সত্বর।
কুণ্ড নির্ম্মাণ কৈল সভার ভিতর॥
অগোর চন্দন কাষ্ঠ আনিল শ্রীখণ্ড।
বানরে আনিল কাষ্ঠ
লক্ষ্মণ জ্বালে কুণ্ড॥

নানা কাষ্ঠ দিল তাহে অগ্নি রাশি রাশি।
প্রবেশ করিতে যায় সীতা তো রূপসী॥
রামে প্রদক্ষিণ সীতা কৈলা তিনবার।
হেট মাথা করিয়া রাম কাঁদেন অপার॥
প্রদক্ষিণ করিয়া সীতা চারি দিগে বুলে।
ক্রন্দনের রোল তবে উঠে সভাতলে॥
শুচি হইয়া সীতা অগ্নি সাক্ষী করে।
অন্তরে জানেন রাম সীতার বিচারে॥
অগ্নি সাক্ষী করি সীতা করিলা প্রবেশ।
হাহাকার উঠিল যত লঙ্কার দেশ॥
অগ্নিতে প্রবেশিলা সীতা সোনার পুথলি।
তিনশও মণ ঘৃত অগ্নি উপরে ঢালি॥
অগ্নিতে প্রবেশিল সীতা না করিল শঙ্কা।
আছুক অন্যের কাজ কাঁদে সভ লঙ্কা॥
কাঁদিতে লাগিল যত রাক্ষস বানর।
হেট মাথা হৈয়া কাঁদেন লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধর॥
*চক্ষুর লোহ মুছেন রাম কান্দেন সভাতলে
রামের ক্রন্দনে সভে হইলা বিকলে॥*
কুড়ি হাথে যুদ্ধ করে যমের দোসর।
হেন রাবণ বধিলেন শ্রীরাম সুন্দর॥
হেন রাবণ বধিয়া সীতা করিলু উদ্ধার।
আগুনে পোড়াইয়া সীতা করিলু ছারখার॥
ভরত শত্রুঘ্নকে বার্ত্তা কহিও লক্ষ্মণ।
সীতা লাগি দেশান্তরী কমললোচন॥
কৃত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরাণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল গীত অমৃতসমান॥

ত্রিপদী

ব্রহ্মা আদি দেবগণ সভে হইলা বিমন
দেখে সভে সীতার সাহস।
দেব নাগ সভে কাঁদে কি কহিব রামচন্দ্রে
কি কারণে মারিলা রাক্ষস॥
সীতা লাগি রঘুমণি মারীচে বধিলা প্রাণী
কাননে পাইলা নানা ক্লেশ।
না পায়্যা সীতার তত্ত্ব সুগ্রীবে করিলা মৈত্র
বালি রাজার আয়ু হইল শেষ॥
সীতা লাগি মারে বালি তার সনে সুগ্রীবের কোল
দেশ বিদেশ আইল বানর।
সীতার উদ্ধার হেতু বাঁধিল সমুদ্রে সেতু
সবংশে মারিল লঙ্কেশ্বর॥

যে কারণে এত দুঃখ   না চাহিল তার মুখ
অগ্নিতে ফেলিল কার বোলে।
জনকনন্দিনী সীতা   কুলে শীলে পতিব্রতা
ইহা আমি জানি ভালে ভালে॥
ব্রহ্মার বচন শুনি   সুরপতি বলে বাণী
রাম যদি দেব নারায়ণ।
তবে কেন হেন কর্ম্ম   না বুঝিয়া কোন ধর্ম্ম
হেন সীতা করিল বর্জ্জন॥
লঙ্কার রাজভাণ্ডার   ত্রিভুবনের রত্নসার
কোন রত্ন নাহিক প্রচার।
সুখে আর নারায়ণে   ভাবিয়া তো বিভীষণে
সীতাকে পরাইলা অলঙ্কার॥
সীতা ছিলা বহুয়ান   মনে করিলেন রাম
বুঝাইতে সংসারের লোক।
বুঝাইত যত প্রাণী   হেন কৈলা রঘুমণি
অন্তরে পোড়য়ে সীতার শোক॥
দেবগণের হাহাকার   ত্রিভুবনের রূপসার
কেনে রাম পোড়াল্যা আগুনে।
ব্রহ্মা বলে দেবগণ   চিন্তা না করিহ মন
সীতা কি ছাড়েন নারায়ণে॥
বানর সকল কাঁদে   ধড়া চুল নাহি বাঁধে
দৃষ্টি দিয়া রামের বদনে।
দুর্জ্জয় রাক্ষস সনে   হানাহানি কৈল রণে
হেন সীতা পোড়াল্যা আগুনে॥
স্বামী বিনে না জানে আন   তার কর অপমান
সর্ব্ব দেবের তুমি হে প্রধান।
সর্ব্ব দেবের তুমি সার   হেন কর্ম্ম অবিচার
পাপ পুণ্যের তুমি প্রাণ॥
আমরা বানর জাতি   কি জানি স্তব স্তুতি
সীতার শরীরে নাহি পাপ।
যে সীতা লাগিয়া রাম   কাঁদ তুমি অবিরাম
তারে দেহ এত অনুতাপ॥
আমরা ঝাড়িয়া ধুলি   কতবার বাধ্যাছি চুলি
সে সীতার এ হেন দুর্গতি।
জানিলু জানিলু রাম   তুমি বড় দয়াবান
কি লাগি বলাহ দাশরথি॥
শুনিয়াছি লোকমুখে   অশোকবনে সীতা থাকে
রাম বিনে না বলে বদনে।
কায়মনোবাক্যে যে   তোমায় না ছাড়ে সে
তার প্রতি হেন তোমার মনে॥
যে হেতু বাজিল বাণ   অঙ্গ হইল খান খান
হেন সীতা পোড়াল্যা আগুনে।
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর তুমি   কি বোল বলিব আমি
ধর্ম্ম কর্ম্ম নাহি তব মনে॥
সীতা দিল অগ্নিতে ঝাপ   শ্রীরামের হইল কাঁপ
মনে ভাবেন সীতার সাহস।
হেন অদ্ভুত কথা   বাখানে মুনির পোতা
কৃত্তিবাস পাঁচালি সরস॥

অগ্নিপানে চাহেন রাম সীতা নাহি দেখি।
সীতা না দেখিয়া রামের ছলছল আঁখি॥
সংসার শূন্য দেখেন রাম হিয়া পাতল।
বুদ্ধি শুদ্ধি এড়িয়া রাম হইলা পাগল॥
সীতা সীতা বলিয়া ডাকে কোদণ্ডধারী।
আমা ছাড়্যা কোথা গেলা জনককুমারী॥
নানা দুঃখ পাইলাম আমি বনবাসে।
সভ দুঃখ পাসরি আমি
তুমি থাকিলে পাশে॥
সীতার সদৃশ রূপ নাহি ত্রিভুবনে।
হেন সীতা পোড়াইয়া মারিলু আগুনে॥
আপনার বুদ্ধে আমি সীতা হারাইলু।
সাগরে ভরিয়া নৌকা কূলে ডুবাইলু॥
তোমার মরণে আমি পাই বড় দুখ।
অগ্নি হইতে উঠ সীতা
দেখি তোমার মুখ॥
রামের ক্রন্দনে দুঃখী যত দেবগণ।
কুবের বরুণ কাঁদে শমন পবন॥
জলের ভিতরে থাকিয়া কাঁদেন সাগর।
নল নীল কাঁদে আর সুগ্রীব বানর॥
অঙ্গদ যুবরাজ কাঁদে বালির নন্দন।
প্রমাথি কদম্ব কাঁদে ডাকিয়া দুইজন॥
হেট মাথা করিয়া কাঁদেন বীর লক্ষ্মণ।
প্রবোধ করেন তারে পবননন্দন॥
হনুমান বলেন কেন কাঁদ
ঠাকুর লক্ষ্মণ।
পতিব্রতা সীতা দেবীর নাহিক মরণ॥
এখনি উঠিবে সীতা হেন লয় মনে।
প্রতীত না যাহ কেন সভে অচেতনে॥
বিষাদ করিয়া কাঁদেন কমললোচন।
ক্ষণেক সম্বিধ পান ক্ষণে অচেতন॥*

লঙ্কার রাবণ রাজা দশ মুণ্ড ধরে।
কুড়ি হাথে যুদ্ধ করে যমের দোসরে॥
হেন রাবণ বধিয়া সীতার করিলু উদ্ধার।
আগুনে পোড়ায়্যা সীতা কৈলু ছারখার॥
ভরত শত্রুঘ্নকে বার্ত্তা কহিও লক্ষ্মণ।
সীতা লাগিয়া দেশান্তরী কমললোচন॥
কৃত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরাণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল গীত অমৃতসমান॥

অগ্নি হইতে উঠ সীতা জনককুমারী।
তোমার বিহনে প্রাণ ধরিতে না পারি॥
অসম সাহস করি বাঁধিলু সাগর।
রাবণ কুম্ভকর্ণ মারিলু দুর্জ্জয় নিশাচর॥
মায়ারণ করে তবে রাবণনন্দন।
ঘোর যুদ্ধ করিয়া তারে মারিল লক্ষ্মণ॥
ভোক শোক তার নাহি রাত্রি জাগরণ।
রাক্ষসের বাণে কত মৈল বানরগণ॥
এত দুঃখ পায়্যা তোমায় উদ্ধারিলু আমি।
জনকনন্দিনী সীতা কোথা গেলা তুমি॥
ত্রিভুবনে রূপ নাহি তোমার সোঁসর।
আমাকে এড়িয়া গেলা অগ্নির ভিতর॥
সোহাগে আগলি সীতা পাসরি কেমনে।
প্রবোধ না মানে প্রাণ সীতার কারণে॥
আসিবার বেলা মোর কহিল জননী।
চক্ষুর আড় না করিহ জনকনন্দিনী॥
হেন সীতা বর্জ্জন আমি করিলু আপনি।
কিবা নিয়া মায়ের আগে কহিব কাহিনী॥
ব্যাকুল হইলা রাম সীতা দেবীর শোকে।
সীতা সীতা বলিয়া রাম ঘন ঘন ডাকে॥
রামের ক্রন্দনে কাঁদে যত বানরগণ।
সুগ্রীব রাজা কাঁদে আর বালির নন্দন॥
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র কাঁদে সুষেণনন্দন।
জাম্বুবান বীর কাঁদে লৈয়া নিজ গণ॥
সুষেণ বেজ কাঁদে তবে রাজার শ্বশুর।
তাহার সংহতি কাঁদে বানর প্রচুর॥
উত্তরের বানর কাঁদে বীর শতবলি।
ধূম্র ধূম্রাক্ষ কাঁদে লোটাইয়া ধূলি॥
বিভীষণ রাজা কাঁদে লঙ্কার অধিকারী।
ঘরে ঘরে কাঁদে সভ কনক লঙ্কাপুরী॥
স্বর্গ হইতে বলেন ব্রহ্মা প্রবোধ উত্তর।
সীতা নাহি মরে না কাঁদিহ গদাধর॥
কাঁদেন রঘুনাথ আর নাহিক শকতি।
কুশলে আছেন সীতা কহিলা প্রজাপতি॥
শুনিতে কৌতুক বড় রাম অবতার।
কৃত্তিবাস লঙ্কাকাণ্ড গাইল সুচারু॥

সীতার তরে কাঁদেন রাম করুণ স্বরে।
দেবগণ আইলা রাম পাত্যার তরে॥*
হংস বাহনে আইলা ব্রহ্মা জগতের কর্ত্তা।
বৃষভ বাহনে আইলা গণেশের পিতা॥
ঐরাবত চাপিয়া আইলা দেব পুরন্দর।
মকর বাহনে আইলা জলের ঈশ্বর॥
মহিষ বাহনে যম ভুবন সংহারী।
মনুষ্য উপরে আইলা ধনের অধিকারী॥
ছাগলে চাপিয়া অগ্নি কৈলা আগুসার।
হরিণের পৃষ্ঠে পবন আইলা বরাবর॥
সিংহবাহনে আইলা দেবী ভগবতী।
কোকিল বাহনে আইলা দেবী সরস্বতী॥
মার্জ্জার মূষিকে তথা করিয়া পীরিতি।
ষষ্ঠী দেবী আইলা আর দেব গণপতি॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর আদি যত সুরগণ।
পারাবত বাহনে লক্ষ্মী আইলা ততক্ষণ॥
ঢেকিতে চাপিয়া আইলা নারদ মুনিবর।
সকল দেবগণ আইলা রামের গোচর॥
রাম বলিয়া সভ দেবগণ ডাকি।
কি কারণে বর্জ্জহ রাম
সীতা তো জানকী॥
মনুষ্য নহ রাম তুমি দেবতার পতি।
মনুষ্যের মত কেন দেখি তব মতি॥
রাম বলেন মনুষ্য আমি মনুষ্যকুলে জন্ম।
মনুষ্য হইয়া করি মনুষ্যের কর্ম্ম॥
ব্রহ্মা বলেন প্রভু আপনি অবতার।
ত্রিভুবনের নাথ তুমি তোমাতে নিস্তার॥
ইহলোক পরলোক দুই লোক উদ্ধার।
সকলের গতি তুমি রাম অবতার॥
তোমার নাম শুনিলে হয় মোক্ষ মুকতি।
তুমি নারায়ণ সীতা লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী॥
লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী সীতা
এড় কোন্ দোষে।
মানুষের কর্ম্ম কর দেব নাহি বাসে॥
না শুনেন রাম কারো প্রবোধবচন।
সীতার তরে কাঁদেন রাম লোহিত লোচন॥

নির্ধূম হইল অগ্নি অঙ্গার মাত্র জ্বলে।
আপনি উঠিলা অগ্নি সীতা লৈয়া কোলে॥
সীতার অভরণ নাহি পোড়ে গায়ের মাঝে।
সীতার মাথার মালা সেহ নাহি সিজে॥
অগ্নি বলেন আমি পাপ পুণ্যের সাক্ষী।
লুকাইয়া পাপ করে তাহা আমি দেখি॥
আমি বলি সীতা দেবীর কিছু নাহি পাপ।
আমার বোলে সীতা লহ না কর সন্তাপ॥
তুমি নাহি ছিলা সীতা পায়্যা শূন্য ঘরে।
বলে ধরিয়া রাবণ আনিলা লঙ্কাপুরে॥
অশোকবনে ছিলা সীতা নপুংসক রাখে।
রাবণ বিনে অন্য পুরুষ সীতা নাহি দেখে॥
কায়মনোবাক্যে সীতার তোমাতে ভকতি।
সীতা লৈয়া রাজ্য কর সীতা বড় সতী॥
ব্রহ্মার বচনে রাম কৈলা যোড় হাথ।
অষ্ট লোকপাল তুমি জগতের নাথ॥
রাবণের ঘরে সীতা ছিলা দশ মাস।
অবিচারে সীতা লৈলে লোকে উপহাস॥
অগ্নি সাজাইল সীতা তোমা বিদ্যমান।
সীতা লইয়া রাজা করিবা
বাড়াবা সম্মান॥
হর‍্যা লৈয়া পরশিতে না পারে রাবণ।
তোমা ছাড়ি সীতা দেবীর অন্য নাহি মন॥
ভালমতে জানি আমি সীতার চরিত।
সীতার তরে যত কর সভ মোর হিত॥
ব্রহ্মা বলেন রঘুনাথ বড় কৈলা কাজ।
রাবণ মারিয়া তুষ্ট কৈলা দেবতা সমাজ॥
তোমা লাগি অযোধ্যার লোক
ধরি আছে প্রাণ।
চারি ভাই মেলিয়া ভুঞ্জ রাজ্য উপাদান॥
নানা যজ্ঞ করিয়া করিহ নানা দান।
বংশ রাজা করিয়া যাইবে নিজ স্থান॥
মর‍্যাছিলা দশরথ দিলা দরশন।
দেখিবারে পাইলা সীতা শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
মরিয়াছেন বাপ তার সনে হৈল দরশন।
দুই ভাই বন্দিলেন বাপের চরণ॥
সীতা দেবী প্রণমিলা রাজার চরণে।
প্রিয় বধূ দেখিয়া রাজা আনন্দিত মনে॥
রাজা বলে পুড়্যা মৈলাম কেকয়ী বচনে।
প্রাণ ছাড়িলু রাম তোমা অদর্শনে॥
আজি শোক নিভাইল তোমা আলিঙ্গনে।
স্বর্গবাস ভাল নাহি বাসি তোমার বিহনে॥
বাপের উদ্ধার কৈল অষ্টাবক্র ঋষি।
তোমা পুত্র প্রসাদে আমি
হইলাম স্বর্গবাসী।
দেবলোকে আসিয়া আমি এরে শুনি।
রাবণ মারিতে তোমার ঘরে জন্মিলা চক্রপাণি।
সফল মানিল অযোধ্যার পুরজন।
তুমি হেন রাজা যাহে করিবা পালন॥
তোমার সেবা করিয়া লক্ষ্মণ
দুই লোক জিনে।*
লক্ষ্মণেরে বড় করি বলে দেবগণে॥
সীতার চরিত্রে বাপু লাগে চমৎকার।
অগ্নিশুদ্ধা সীতা হইলা কুলের উদ্ধার॥
ভরতের চরিত্রে আমি বড় হৈলাম সুখী।
ভরত তোমায় দরশন কেমনে আমি দেখি॥
কনিষ্ঠ পুত্র শত্রুঘ্ন প্রাণের সোসর।
আমা দেখি পালন তার করিবে বিস্তর॥
সভাকার জ্যেষ্ঠ ভাই বাপের সমান।
তুমি জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের করিহ সম্মান॥
দেবগণে তুষ্ট কৈলা মারিয়া রাবণ।
এতেক কুলের যশ তুমি সে কারণ॥
হেন পুত্র হয় যার তারে ধার্ম্মিক বলি।
তোমার প্রসাদে করিব স্বর্গপুরে কেলি॥
এতেক বলিল যদি রাজা দশরথে।
চরণে পড়িয়া রাম কহেন যোড় হাথে॥
আমার দুঃখে ভরত ভাই হৈয়াছে দুঃখিতে
তোমা হেন বাপ বর্জ্জ না হয় উচিতে॥
ভরতেরে বর দিলে প্রীত পাই মনে।
প্রণাম করিয়া বলি তোমার চরণে॥
এত শুনি রাজা বলে দেব বিদ্যমান।
ভরত শ্রাদ্ধ করিলে মোর অমৃতসমান॥
ভরতেরে বর দিলা দেব বিদ্যমানে।
আলিঙ্গন দিল রাজা পুত্র লক্ষ্মণে॥
রাম ছাড়িয়া ত্রিভুবনে অন্য নাহি গতি।
যাবৎ জিহ তাবৎ করিহ শ্রীরামে ভকতি॥
সীতাকে বলেন রাজা মধুর বচন।
দুঃখ না ভাবহ বধূ তেজহ ক্রন্দন॥
দশ মাস ছিলা তুমি রাবণের ঘরে।
অবিচারে রাম লইতে নাহি পারে॥
অগ্নিশুদ্ধা হইলা তুমি দেব বিদ্যমানে।
তোমার চরিত্র মাতা ঘুষিবে ত্রিভুবনে॥
রামের বচনে দুঃখ না ভাবিহ চিতে।
ইহলোকে পবিত্র হৈলা তোমার চরিতে॥

এতেক বলিল রাজা প্রবোধবচন।
পুত্রবধূ নেহালে রাজা হরষিত মন॥
দেবের সোঁসর রাজা দেবরূপ ধরি।
পুত্রবধূ দেখিয়া রাজা যায় স্বর্গপুরী॥
কায়মনোবাক্যে রাম সীতা নাহি ছাড়ি।
পতিব্রতা সীতা দেবী
অগ্নিতে নাহি পুড়ি॥
শুনিতে কৌতুক বড় রাম অবতার।
কত যত্নে ব্রহ্মা আনিল করিলা প্রচার॥
কৃত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরাণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল সীতার
পরীক্ষা উপাখ্যান॥

সবান্ধবে রাবণ পড়িল হরিষ পুরন্দর।
ইন্দ্র বলেন রঘুনাথ মাগ তুমি বর॥
ত্রিভুবনের বীর কেহো রাবণ নাহি জিনি।
রাবণে মারিলা তুমি অপুর্ব্ব কাহিনী॥
সুখে রাজ্য করিব তপ করিবে মুনিগণ।
বর মাগ ব্যর্থ নহে আমার বচন॥
রাম বলেন দেবরাজ যদি দিবে বর।
সংগ্রামে মরিল যত বানর জিউক দেও বর॥
ধন কড়ি নাহি দিলাম রাজ্যে নহে বসতি।
বান্ধব এড়িয়া আইল আমার সংহতি॥
সীতা পাইলাম আমি পুর্ব্বজন্ম ফলে।
বানর মারিয়া যাই অপযশ মহীতলে॥
হারাইল সীতা পাইলু হইলাম সুখী।
রাবণের স্ত্রীপুত্র কাঁদিয়া হয় দুখী॥
ঘরে হইতে বানর আইল যেমন শরীরে।
তেনমত হৈয়া ঘরে যাউক বানরে॥
যথায় বসিবে বানর মিলিবে আহার পানি।
বারো মাস ফলফুল মিলিবে আপনি॥
শ্রীরামের নিবেদনে দেব পুরন্দর।
যোড় হাথ হৈয়া বলে রামের গোচর॥
এক মৃত জিয়াইতে লোকে চমৎকার।
কোটি কোটি জিয়াইতে লাগে বড় ভার॥
তুমি বর মাগিলা আমি না করিব আন।
রূপে বেশে বানর হউক গন্ধর্ব্ব সমান॥
আজ্ঞা পায়্যা ইন্দ্র কৈল মেঘের আকার।
বানরের উপরে গিয়া বর্ষ অমৃতের ধার॥
ইন্দ্রের আজ্ঞায় যত মেঘগণ।
আকাশে থাকিয়া করে অমৃত বরিষণ॥

অমৃত পরশে যত জিয়ে বানরগণ।
মার মার বলিয়া ডাক ছাড়ে ঘনে ঘন॥
উন্মত্ত পাগল হইল বানরের রোল।
বানরের বন্ধুবান্ধব ধায়্যা দেয় কোল॥
কোথা মারকাট দেখ কোথা বা সংগ্রাম।
সবংশে রাবণ মরিল বাঁচিল শ্রীরাম॥
রামের পাশে দেখি গিয়া
সীতা তো সুন্দরী।
দেবগণ দেখে সভ দশদিগ অধিকারী॥
রামের প্রসাদে বর পাইল
অপুর্ব্ব কাহিনী।
সংসারের উপভোগ মিলিবে আপনি॥
হরিষ বার্ত্তা পায়্যা বানর যায় ত্বরাতরি।
রামের আগে মাথা লোঙায় সারি সারি॥
মরিয়া না মরি গোসাঞি তোমার সেবনে।
এমন ঠাকুর আর পাইব কেমনে॥
তুমি মহাশয় রাজা হইলা চারি যুগে।
সেবা করিয়া গোসাঞি
থাকিব তোমার আগে॥
দেবের দুর্ল্লভ বড় রাম অবতার।
কত যত্নে ব্রহ্মা আনি করিলা প্রচার॥
কৃত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরাণ।
লঙ্কাকাণ্ডে মৃত বানর পাইল প্রাণদান॥

ধুয়া।

রঘুবর সুন্দর রাম।
নব দূর্ব্বাদল শ্যাম॥

ইন্দ্র বলে সভে চল আপনার বাসা।
চন্দ্রমুখী সীতা রামের পূর্ণ করুন আশা॥
চৌদ্দ বৎসর সীতা কৈল বনবাস।
রামের বর্জ্জনে সীতা পাইল তরাস॥
সীতা লৈয়া রঘুনাথ সুখে বঞ্চ রাতি।
মেলানি কর্য়া দেবগণ গেলা অমরাবতী॥
সীতা লৈয়া ব্রহ্মা সমর্পিলা
শ্রীরামের হাথে
আশিস করিয়া ব্রহ্মা গেলা হংসরথে॥
যে কালের যেই রীত বিভীষণ জানে।
শতেক বিহন্দ কাপড় পাটোয়ারা আনে॥

চিত্রবিচিত্র কৈল কাপড়ের ঘর।
নেত পাটের তুলি স্বর্ণ খাটের উপর॥
পুষ্প চন্দন গন্ধে আমোদিত ঘর।
রত্নের প্রদীপ তথা জ্বালিল থরে থর॥
মেলানি দিল কটকে নিজ বাস যথা।
খাটেতে বসিলা রাম কোলে লইয়া সীতা॥
আপনি বিভীষণ রাজা রহিল প্রহরী।
চারি ভিতে বানরগণ রহে সারি সারি॥
আলিঙ্গন দিয়া রাম সীতা কৈলা কোলে।
বদন ঢাকিলা সীতা নেতের আঁচলে॥
হাস পরিহাসে তথা পোহাইল রাতি।
শয্যা তেজি প্রভাতে উঠিলা রঘুপতি॥
রাম সীতার বাসর ঘর শুনে যেই জনে।
পুত্রলাভ হয় ধন বাড়ে দিনে দিনে॥
কৃত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরাণ।
শুনিলে রামের গুণ পূর্ণ হয় কাম॥

চন্দন হরিচন্দন অগোর কস্তুরী।
নানা গন্ধ আনিয়াছে লঙ্কার সুন্দরী॥
গন্ধ নারায়ণ তৈল পুরিয়া ডাবরে।
চতুর্দ্দিগে দিব্যাঙ্গনা বেড়িল সত্বরে॥
বিভীষণ বলে শুন দেব বনমালী।
আজ্ঞা কর তোমার গায়ের ঘুচাইয়ে মলি॥
চৌদ্দ বৎসর বনবাসে গায়ে আছে ধুলি।
দেবকন্যা দেউক তোমার অঙ্গে পিঠালি॥
রাম বলেন বিভীষণ না আইসে যুকতি।
আমার বচন শুন লঙ্কার অধিপতি॥
রাজকুমার ভরত ভাই দুঃখের দুঃখী।
আমার দুঃখে চৌদ্দ বৎসর
হৈয়াছে অসুখী॥
মাথায় জটা ধরে পরে গাছের বাকল।
রাজ্যভারেতে ভাই হইয়াছে বিকল॥
সিংহাসন চতুর্দ্দোল এড়ি খাট পাট।
ঘোড়া হাথী এড়িয়া ভাই ভ্রমে বাহে বাট॥
হেন ভাই সনে যবে দিব আলিঙ্গন।
তবে অঙ্গের বেশ করিব পরিব চন্দন॥
বিভীষণ বলে এত দূর
আইলা বহু ক্লেশে।
দেশে পাঠাইব তোমা একই দিবসে॥
কুবেরের রথ আছে পুষ্পক নামে।
এক দিনে রাখিবে লৈয়া নন্দিগ্রামে॥

মোর বোল শুন গোসাঞি কর অবগতি।
কথ দিন কর গোসাঞি লঙ্কায় বসতি॥
সকল কটক আমি করিব আরাধন।
লঙ্কার ভোগ ভুঞ্জিয়া প্রভু করহ গমন॥
আজ্ঞা করহ গোসাঞি এই মাগিয়ে প্রসাদ।
তুমি এথা না রহিলে পাইব অবসাদ॥
রাম বলেন তুষ্ট হইলাম তোমার বচনে।
আমার তরে মিতা তুমি না কর যতনে॥
মাতৃকুলে থাক্যা ভরত
আইল কথক দিবসে।
দেশে আসিয়া দুঃখী হইল
আমার হাত্যাসে॥
যখন ছিলাম আমি চিত্রকূট পর্ব্বতে।
আমা নিতে আসিয়াছিল রাজ্য সমেতে॥
পাত্র মিত্র আইল কুলপুরোহিত আদি।
চরণে ধরিয়া বিস্তর করিল প্রণতি॥
ভরতের বোল শুনিলে বাপের সত্য লড়ে।
কার্য্যসিদ্ধি হইল এবে সকল মনে পড়ে॥
চৌদ্দ বৎসর পরে ভাইকে দিব আলিঙ্গন।
মায়ের সৎমায়ের করিব চরণ বন্দন॥
বাপের সত্য পালিলাম উদ্ধারিলাম
সীতা নারী।
প্রবাস করিতে ভোগ করিব
মনে নাহি করি॥
মনে অসুখ না করিহ বচন লঙ্ঘনে।
বড় তুষ্ট হইলাম আমি তোমার বচনে॥
রথ দিয়া পাঠাও মোরে দেখুক পুরজনে।
মায়ের সৎমায়ের করিব চরণ বন্দনে॥
আহার পানি না চাহে বানর মরণ না গণে।
হেন বানর তুষ্ট হইল আমি তুষ্ট মনে॥
গন্ধ চন্দন দিয়া করাহ স্নান দান।
ভক্ষ্য পরিধান দেহ নানা রত্নদান॥
মঙ্গল দ্রব্য যতেক আনিল বিভীষণ।
হাথে পরশ করেন তাহা কমললোচন॥
সুবর্ণ সিংহাসনে বানর বসিল সারি সারি।
তৈল পিঠালি লেপে স্বর্গবিদ্যাধরী॥
নানা দ্রব্য অলঙ্কারে তুষিল বানরগণে।
সভাকারে ভক্তি বড় করিলা বিভীষণে॥
ডাগর ডাগর পেট বানরের চন্দনে ভূষিত।
বানর কটক দেখিয়া রাম হইলা হরষিত॥
যোড় হাথে দাণ্ডাইল রাজা বিভীষণ।
রাম বলেন নানা দ্রব্যে তোষ বানরগণ॥

কুবেরের ধন জিনিয়া রাবণের ভাণ্ডার।
হেন ভাণ্ডারে হইল বিভীষণের অধিকার॥
মণি মাণিক যত আর গজমুকুতা।
বানরেরে দান দেই বিভীষণ দাতা॥
নানা রত্নে নানা বস্ত্রে বানর ভূষিত।
দেশে যাইবার নামে বানর হরষিত॥
আনিল পুষ্পক রথ দেব অধিষ্ঠান।
হেন রথ বিদ্যমানে আনে বিভীষণ॥
রথের উপরে চড়িলা রাম
সীতা লৈয়া কোলে।
লাজে মুখ ঢাকেন সীতা নেতের আঁচলে॥
লক্ষ্মণ বীর উঠিলা সেই পুষ্পক রথে।
রামের আগে দাণ্ডাইলা ধনুক বাণ হাথে॥
বানরগণ তোষেন রাম মধুর বচনে।
তোমা সভাকার যশ ঘুষিবে ত্রিভুবনে॥
লক্ষ্মণেরে বলে আমা সভাকার মন।
চারি ভাই একত্রেতে দেখিব মিলন॥
ভাল ভাল বলিয়া রাম বলেন বচন।
যে যাইবে পুষ্পক রথে কর আরোহণ॥
লম্ফে লম্ফে বানরগণ
রথের উপর চড়ে।
রথের আওয়াস ঘর বাছ্যা বাছ্যা লড়ে॥
বনে ডালে বানবগণ বেড়ায় যূথে যূথে।
হেন বানর উঠে গিয়া পুষ্পক রথে॥
হাথে সোনার কঙ্কণ কর্ণেতে কুণ্ডল।
মাথায় মুকুট বানরের করে ঝলমল॥
দেশ যাবার নামে বানর প্রসন্ন বদন।
ঘরে গিয়া স্ত্রীপুত্রে দিবে আলিঙ্গন॥
রাজ অভরণ পরে দেব রথে চড়ি।
রামের প্রসাদে পরে পাট নেত শাড়ি॥
আপন কটক লৈয়া চলে বিভীষণ।
দশ দিগ আলো করে রাজ অভরণ॥
রাজলক্ষ্মী দেবলক্ষ্মী সভায় অধিষ্ঠান।
লঙ্কার লক্ষ্মী লইয়া বিভীষণের পয়ান॥
দেবের দুর্লভ বড় রাম অবতার।
কৃত্তিবাস লঙ্কাকাণ্ড গাইল সুচারু॥

ধবল বর্ণে রাজহংস পবনের গতি।
রথে রাজহংস যুড়িল পাঁতি পাঁতি॥
রথেতে বসিলা রাম জনকনন্দিনী।
বানর কটক শব্দ করে জয়ধ্বনি॥
পুষ্পক রথ লৈয়া সভ রাজহংস উড়ে।
চক্ষুর নিমিষে রথ সহস্র যোজন লড়ে॥
পবন বেগে রথখান যায় যথা তথা।
পূর্ব্ব বৃত্তান্ত রাম সীতায় কহেন কথা॥
আকাশে রহিল রথ হেটে মহীতল।
সীতাকে দেখান রাম সংগ্রামের স্থল॥
রণস্থল সীতা তুমি দেখ ভালমতে।
রাঙ্গা কাদা দেখ সভ রাক্ষসের রকতে॥
কুম্ভকর্ণ পড়িল দেখিতে ভয়ঙ্কর।
এইখানে ইন্দ্রজিৎ পড়িল রাবণ কোঙর॥
তোমা লাগি রাবণের মৈল সেনাপতি।
রাজকুমার পাত্রকুমার সুন্দর মুরতি॥
এইখানে রাবণ মারিলু সংগ্রামের বৈরী।
তোমার লাগিয়া বানরে পোড়াল লঙ্কাপুরী
এইখানে পড়িলু বন্ধন নাগপাশে।
নাগপাশে মুক্ত হইলাম গরুড় উদ্দিশে॥
এইখানে লক্ষ্মণ পড়িল রাবণের শেলে।
হনুমান পর্ব্বত আনে সুষেণের বোলে॥
গন্ধমাদন পর্ব্বত জম্বুদ্বীপের পার।
ঔষধ আনিয়া কৈল লক্ষ্মণের নিস্তার॥
বুদ্ধে আগল আছে মন্ত্রী জাম্বুবান।
ঔষধ আনিতে পাঠাইল বীর হনুমান॥
চারি ঔষধ আনিলেন দেবের মুরতি।
সকল কটক মেলি পাইল অব্যাহতি॥
ঐখানে কাঁদিলেক রাণী মন্দোদরী।
দশ হাজার সতিনে তারে
প্রবোধিতে নারি॥
হের দেখ সাগরের হিল্লোল কল্লোল।
আমার পূর্ব্বপুরুষ সাগরের কৈল খোল॥
সুমেরু পর্ব্বত দেখ কাঞ্চন মুরতি।
পার হৈয়া যাহাতে বঞ্চিলু এক রাতি॥
উপরে পাথর হেটে শাল পিয়াল।
তোমা লাগিয়া সাগরে এই
বাঁধিলু জাঙ্গাল॥
সাগর ভিতরে বৈসে সুরশা সাপিনী।
হনুমান রহাইতে করিল উঠানি॥
মৈনাক পর্ব্বত বৈসে হিমালয়নন্দন।
হনুমানে রহাইতে উঠ্যা করিল যতন॥
সাগর পারেতে দেখ বানরের আয়তা।
বানরের ঘর দেখ গাছের লতাপাতা॥
এইখানে মিলিল মোরে রাজা বিভীষণ।
এইখানে সাগর মোরে দিল দরশন॥

হের দেখ কিষ্কিন্ধা গাছের ময়ালি।
মৈত্র করিলাম মারিয়া বানর রাজা বালি॥
ঋষ্যমূক পর্ব্বতে দেখ সকলি শিখর।
বানর রাজা সুগ্রীবের এই পর্ব্বতে ঘর॥
পম্পা নদীর জল দেখ সুগন্ধি শীতলে।
ধর্ম্মচারিণী সভ বৈসে তার কূলে॥
এ কথা কহিল রাম কমললোচন।
সাগরে স্নান করিতে রামের হইল মন॥
ভূমেতে লামিলা রথ তেজিয়া গগন।
সাগর জলে লামিলা কমললোচন॥
দুই ভাই করিলেন স্নান তর্পণ।
রামেশ্বর নামে লিঙ্গ করিল স্থাপন॥
মূর্ত্তিমান হৈয়া তবে দেব ত্রিলোচন।
লিঙ্গ পরশ করে রাম হয়া একমন॥*
গন্ধ পুষ্প দিয়া লিঙ্গ করিলু পূজন।
প্রদক্ষিণ করিলা তারে কমললোচন॥
আমার ঈশ্বর তুমি দেব মহেশ্বর।
শিব বলেন রাম তুমি আমার ঈশ্বর॥
দুইজনে পুষ্প দেন দুইজনের মাথে।
দুহাঁকে প্রণাম দুহে কৈলা যোড় হাথে॥
আজ্ঞা কৈলা রঘুনাথ সভ সেনাগণে।
বিভীষণ সুগ্রীবাদি শুনহ বচনে॥
সাগরের জলে কর স্নানতর্পণ।
রামেশ্বর লিঙ্গ পূজ হৈয়া একমন॥
ব্রহ্মবধ সভে কৈলা লঙ্কার ভিতর।
সর্ব্ব পাপ খণ্ডিবেক পূজ রামেশ্বর॥
আজ্ঞা পায়্যা স্নান কৈল যতেক বানর।
এক চিত্তে পূজা তবে কৈল রামেশ্বর॥
শতবার প্রদক্ষিণ হৈয়া কৈলা পরশে।
শিবলিঙ্গ পরশে নাশে ব্রহ্মহত্যা দোষে॥
শিবেরে প্রদক্ষিণ করি করিলা গমন।
আনন্দিত হৈয়া রথে কৈলা আরোহণ॥
রামের গমন তবে শুনিয়া সাগর।
দরশন দিয়া তবে কৈল যোড় কর॥
রাবণে মারিলা সীতা কৈলা উদ্ধার।
তোমার যশ ঘুষিবেক সকল সংসার॥
শিবলিঙ্গ স্থাপিয়া গোসাঞি করিলা গমন।
কতকালের তরে আমায় করিলা বন্ধন॥
সাগরের পার সভ আছয়ে রাক্ষসে।
জাঙ্গালে আসিয়া সভ খাইবে মানুষে॥
দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ সাগর দিলেন রামেরে।
ঈষৎ হাসিয়া রাম বলেন লক্ষ্মণেরে॥
উপকার করিল সাগর সহিল বন্ধন।
সীতা উদ্ধারিলু আমি যাহার কারণ॥
সাগরের দুঃখ লক্ষ্মণ কর বিমোচন।
হাথে ধনুক করিয়া লক্ষ্মণ করিলা গমন॥
ধনুকের হুলে লক্ষ্মণ বাঁধ ঠেলিয়া ফেলে।
দশ যোজন মুক্ত হইল সাগরের জলে॥
মধ্য স্থানেতে এক আছিল পাথর।
সেই পাথর উপাড়িল লক্ষ্মণ ধনুর্দ্ধর॥
মধ্যখানে দ্বীপ রহিল দেখিতে সুন্দর।
বটবৃক্ষ আছে তথা স্থান মনোহর॥
সাগরে বলেন রাম মধুর বচন।
সীতা উদ্ধারিলু আমি তোমার কারণ॥
হরিষে সাগর ঘরে করিলা গমন।
জলের ভিতর গেলা সাগর আপন ভুবন॥
রথে আরোহণ কৈল কমললোচন।
পূর্ব্বমত রথখান উঠিল গগন॥
আরবার কথা কহেন জানকীর সনে।
রামের কথা শুনেন সীতা হরষিত মনে॥
এইখানে কবন্ধ মারিলু ঘোর দরশন।
দুইখান হাথ তার চারি যোজন॥
জটায়ু পক্ষের হেন আঘ্রাণ দেখি।
তোমার তরে যুদ্ধ করি প্রাণ দিল পাখি॥
হের দেখ রণস্থল আইলু সুন্দরী।
চৌদ্দ সহস্র রাক্ষস সনে খর দূষণ মারি॥
এই দুইখান কুঁড়িয়া সাজাইল লক্ষ্মণ।
ইহাতে তোমারে চুরি করিল রাবণ॥
এইখানে শূর্পণখার নাক কান কাটি।
অই দেখ সীতা অগস্ত্যের পঞ্চবটী॥
হের দেখ মুনির পাড়া শরভঙ্গের ঘর।
ধনুক বাণ হেথা মোরে দিলা পুরন্দর॥
অত্রি মুনির ঘর দেখ নহে অনেক দূর।
সেখানে পরিলে রঙ্গরাজ সিন্দূর॥
হের দেখ আইলাম চিত্রকূট পর্ব্বত।
আমায় নিবার তরে যথা আইলা ভরত॥
এই গঙ্গার কূল আইলাম সন্নিধান।
বাপের মৃত্যু শুনিয়া যথা কৈলু পিণ্ডদান॥
শৃঙ্গবের পুর দেখ গাছের ময়াল।
যথা মৈত্র আছে মোর গুহক চণ্ডাল॥
নন্দিগ্রাম দেখ হর গাছের ময়ালি।
অযোধ্যা ছাড়িয়া যথা ভরত মহাবলী॥
নন্দিগ্রাম দেখে সব বানর বিশাল।
লম্ফ দিয়া দেখে গিয়া গাছের ময়াল॥

রাম বলেন ভরদ্বাজ আছেন চিত্রকূটে।
আজি বাসা করিব গিয়া মুনির নিকটে॥
মুনির চরণ বন্দিবারে রাম কৈলা মন।
রামের মন বুঝিয়া রথ রহে ততক্ষণ॥
দেবের দুর্লভ বড় রাম অবতার।
কত যত্নে ব্রহ্মা আনি করিলা প্রচার॥
কৃত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরাণ।
মুনির তপোবনে রাম করিলা পয়ান॥

যোড় হাথে মুনির পায় করিলা নমস্কার।
দেশের বারতা কহ মুনি যে জানহ সার॥
চৌদ্দ বৎসর নাহি পাই ভরতের কুশল।
শোকে দুঃখে ভাই মোর হৈয়াছে ব্যাকুল॥
মায়ের সৎমায়ের কথা কহ মহামুনি।
কে মরে কে জিয়ে রাজ্যে কিছুই না জানি॥
রাজপাত্র প্রজা সভ আছয়ে কুশলে।
রাজ্যখণ্ড লোকজন আছয়ে কুশলে॥
মুনি বলেন রঘুনাথ নহে উতরোল।
দুই ভাই কুশলে আছেন
পুন দিবে কোল॥
মা সৎমা তোমার কেহো নাহি মরে।
দেশে গেলে সভাকে দেখিবে ঘরে ঘরে॥
তোমার ভাই ভরতের শুনহ কাহিনী।*
চারি যুগে এমন কোথাও নাহি শুনি।
চতুর্দ্দোল সিংহাসন এড়িয়া খাটপাট।
হাথী ঘোড়া ছাড়িয়া ভরত
ভূমে চলে বাট॥
গাছের বাকল্ব পরিধান জটাভার শিরে।
সুগন্ধি চন্দন তৈল না লয় শরীরে॥
রাজকার্য্যে যবে যায় দিয়ান করিবারে।
রাজরাজেশ্বর তোমার পানাঞি আগুসরে॥
রাজছত্র নব দণ্ড পাদুকা উপরে।
চারিভিতে শ্বেত চামরের বাতাশ করে॥
রত্ন সিংহাসন তাতে পট্টবস্ত্র পাতি।
তাহাতে পাদুকা থুয়্যা ধরাইল ছাতি॥
পানাঞির হেটে ভরত কৃষ্ণসারচামে।
মুনির বেশ ধরিয়া থাকেন রাজকামে॥
ভরতের চরিত্র শুনি রাম ছাড়িলা নিশ্বাস।
ভাই দেখিবারে রামের হইল উল্লাস॥
মুনির কথা শুনিয়া কটকে লাগে চমৎকার।
মুনি বলেন রাম তুমি আইলা মোর ঘর॥

সবংশে মারিলা তুমি রাজা লঙ্কেশ্বর।
রাবণে মারিয়া বিভীষণে দিলা রাজ্যভার॥
সীতা লৈয়া দেশে তুমি কৈলা আগুসার।
কল্যাণ কুশলে যাও অযোধ্যা নগর॥
সকল বৃত্তান্ত জানি তপের কারণে।
অগ্নিপরীক্ষা কৈলা সীতা সভা বিদ্যমানে॥
মোর ঘরে রহ আজি শুন রঘুপতি।
অতিথিভাবে তোমার আমি
করিব পীরিতি॥
রাম বলেন মুনি তোমার অলঙ্ঘ্য বচন।
আজি রহি কালি ঘরে করিবে পয়ান॥
রামেরে অতিথি করি মহামুনিবর।
ব্রহ্মালোক গেল মুনি ব্রহ্মার গোচর॥
মুনিরে দেখিয়া ব্রহ্মা উঠিলা সম্ভ্রমে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া ব্রহ্মা করিলা প্রণামে॥
যোড় হাথে বলে ব্রহ্মা মুনির গোচর।
কি কারণে আগমন কহ মুনিবর॥
মুনি বলেন বেদ পড়ি কর অবধান।
যে কারণে আইলাম তোমার বিদ্যমান॥
দশরথের পুত্র রাম অজ রাজার নাতি।
রাবণ মারিয়া সীতা লৈয়া আইলা রঘুপতি।
দেশের বার্ত্তা জিজ্ঞাসিতে
আইলা মোর ঘর।
রাক্ষস বানর সঙ্গে আস্যাছে বিস্তর॥
দেশের বার্ত্তা কহিলাম কমললোচনে।
সকল কটক অতিথি করিলাম তপোবনে॥
কল্পতরু দেহ মোরে শুন বেদপতি।
তোমার প্রসাদে করিব রামের পীরিতি॥
এতেক শুনিয়া ব্রহ্মা মুনির উত্তর।
কল্পবৃক্ষ আনিয়া দিলা মুনির গোচর॥
ব্রহ্মার ঠাঁঞে বিদায় হৈয়া আইলা ভরদ্বাজ।
তবে মুনিবর গেলা যথা দেবরাজ॥
প্রণাম করিয়া ইন্দ্র করিলা স্তবন।
কোন্ কার্য্যে আগমন কৈলা তপোধন॥
মুনি বলেন অবধানে শুন দেবরাজ।
যে কারণে আইলাম কহি তার কাজ॥
দশরথসুত রাম কমললোচন।
আপন দেশে আইলা রাম মোর তপোবন॥
অতিথি করিলাম আমি রঘুনাথের তরে।
কামধেনু মাগিবারে আইলাম সত্বরে॥
অনেক কটক রামের শুন সুরপতি।
কামধেনু দিলে করি রামের পীরিতি॥

এতেক শুনিয়া ইন্দ্র মুনির উত্তর।
কামধেনু দিলা লৈয়া মুনির গোচর॥
স্বর্গ হইতে মুনিবর করিলা গমন।
দুই দণ্ডে আইলা মুনি আপন ভুবন॥
মুনি বলেন কামধেনু শুনহ বচন।
রঘুনাথ অতিথি আজি কর আরাধন॥
আমি কি বলিব সভ তোমাতে গোচর।
অমৃতভোজনে তুষ্ট কর রাক্ষস বানর॥
শুনিয়া যে কামধেনু প্রসন্ন হৃদয়।
আপন শরীর হইতে সভ বাহির করায়॥
সোনার রূপার থাল গাড়ু বিচিত্র গঠন।
মুখে হৈতে বাহির হয় দেবকন্যাগণ॥
সুবর্ণের খাটপিড়ি সুবর্ণের ঘর।
গর্ব্ভে হইতে ভক্ষ্য দ্রব্য প্রসবে বিস্তর॥
স্বর্ণ থালে কটক সভ বসিল ভোজনে।
ভৃঙ্গারে পূর্ণিত জল থুইল সন্নিধানে॥
সুবর্ণপাত্রে ঘৃত অন্ন অপূর্ব্ব পিষ্টক।
সুবর্ণ আসনে ভুঞ্জে বানর কটক॥
দেবকন্যাগণ অন্ন আনিয়া যোগায়।
কেবা অন্ন দেয় বানর দেখিতে না পায়॥
লাড়ু পাপড়া বানর খায় রাশি রাশি।
পাকা তাল খায় বানর কাঁঠালের কুশী॥
মধু শর্করা দুগ্ধ খায় গাড়ু গাড়ু।
মুখ ভরিয়া চিবায় বানর বড় বড় লাড়ু॥
মধুনদী সৃজিলেন মুনি তপস্যার তেজে।
মধুনদী দেখিয়া হনুমানের মন মজে॥
মুনিপানে হনুমান চাহে থর থর।
আজ্ঞা পাইলে মধুপান করয়ে বানর॥
হনুমানের বচন শুনিয়া তপোধন।
মধুপান কর বাপু আনন্দিত মন॥
অঙ্গদ মহাবীর আর পবনকোঙর।
লম্ফ দিয়া পড়ে মধুনদীর ভিতর॥
অঞ্জলি করিয়া মধু খায় একমনে।
মধুনদী সকল খাইল দুইজনে॥
মধুনদী খায়্যা দুজনার হইল হাস।
বানরগণ শুনিয়া তাহে হইল নৈরাশ॥
মুনি বলে নৈরাশ না হও বানরগণ।
আপন ইচ্ছায় মধু করহ ভোজন॥
মুনির আদেশে পুন মধুনদী হইল।
রাক্ষস বানর সভ ভক্ষণ করিল॥
ভোজন করিয়া সভে কৈল আচমন।
কর্পূর তাম্বুল সভে করিল ভক্ষণ॥

রাম লক্ষ্মণ সীতা করিলা ফলাহার।
স্বর্গভোগ দেখিয়া করিলা পরিহার॥
মুনির ঘরে রঘুনাথ বঞ্চিলা এক রাতি।
সুবর্ণের খাটে বানর শোয় পাঁতি পাঁতি॥
এক বিদ্যাধরী এক এক জনার কোলে।
সুখে নিদ্রা যায় বানর শৃঙ্গার কুতূহলে॥
বিদ্যাধরী পাইয়া সভে হরিষ অন্তর।
মনে করে কন্যা লৈয়া যাব নিজ ঘর॥
এতেক চিন্তিতে রাত্রি হইল বিস্তর।
মায়া সংহারিয়া ধেনু গেলা নিজ ঘর॥
নিদ্রা হইতে উঠিয়া বানর চারিদিগে চায়।
সুবর্ণখাটে কন্যাগণ দেখিতে না পায়॥
সকল বানর গেল রামের গোচরে।
শয্যা হইতে উঠিল তবে রাম দামোদরে॥
প্রভাতে শ্রীরাম তবে করিল স্নান দান।
দুই মিতা লৈয়া রাম করিলা দেয়ান॥
রাম বলেন শুন বাপু পবননন্দন।
আগে ভরতের ঠাঁঞি করহ গমন॥
আমার বার্ত্তা কহ গিয়া ভরত গোচরে।
গুহ মৈত্রকে কহিও তুমি শৃঙ্গবের পুরে॥
প্রণাম করিয়া চলে বীর হনুমান।
বিদায় হইতে রাম গেলা মুনিস্থান॥
প্রণাম করিলা রাম মুনির চরণে।
আজ্ঞা হইলে নিজ রাজ্যে করিয়ে গমনে॥
মুনি বলেন রঘুনাথ করহ গমন।
মায়ের সৎমায়ের চরণ গিয়া করহ বন্দন॥
বিদায় হইল রাম করিয়া প্রণাম।
পুষ্পক রথে চাড়িয়া চলিলা রঘুরাম॥
চক্ষুর নিমিষে গেলা হনু শৃঙ্গবের পুরে।
বানররূপ এড়িয়া মানুষ রূপ ধরে॥
গুহক চণ্ডাল বসিয়াছে করিয়া দেয়ান।
রাম লক্ষ্মণ সীতা তোমায় কর্য়াছে কল্যাণ॥
মৈত্র দরশনে চল সকল দিয়ান।
মোরে পাঠাইলা রাম আনন্দ বিধান॥
হরিষে চণ্ডাল পুছে গদগদ ভাষে।
রাম লক্ষ্মণ সীতা দেবী
কত দূরে আইসে॥
কালি বাসা কর্য়াছিলেন ভরদ্বাজের ঘরে।
মৈত্র দেখিতে নন্দিগ্রামে চলহ সত্বরে॥
উর্দ্ধবাহু নাচে চণ্ডাল পরিধান ধড়া।
দাম গুড়গুড় বাদ্য বাজে
নাচে চণ্ডাল পাড়া॥

চতুর্দ্দিগে করতালি শুনি তড়বড়ি।
কৌতুকে চলিল সভ চণ্ডাল নগরী॥
চৌদ্দ বৎসর বনবাস নাহি দরশন।
হেন তিনজনে দেখিব সফল জীবন॥
অনেক সজ্জ নিল চণ্ডাল মধু ভারে ভার।
হনুমান বলে আজি হইল আহার॥
ভেঙুটের খৈ নিল সালুক সাপুড়া।
ভার করি মধু নিল তিন লক্ষ ঘড়া॥
সহস্র কোটি ভার নিল আম্র রসাল।
দশ কোটি ভার নিল বাছিয়া কাঁঠাল॥
সাত বৃন্দ নিল তবে মধুর শ্রীফল।
কোটি লক্ষ ভার নিল বাজন নারিকল॥*
অক্ষৌহিণী তাল নিল দেখিতে সুচারু।
পাকা কলা নিল তবে দশ লক্ষ ভার॥
সজ্জ দেখি হনুমানের সাত পাঁচ মনে।
লুটিবারে চাহে সভ পবননন্দনে॥
রামের দোহাই দেয় সভ চণ্ডালগণে।
দোহাই শুনিয়া এড়ে পবননন্দনে॥
কথো দূরে পাইল গুহক রামদরশন।*
চণ্ডাল বলিয়া রাম না করিলা মন॥
দ্রব্য আগে করিয়া বন্দে রামের চরণ।
রথে তুলি রাম তারে দিল আলিঙ্গন॥
চণ্ডাল বলিয়া তারে বলে কোন্ জন।
বৈকুণ্ঠের নাথ যারে দিলা আলিঙ্গন॥
এতেক বলিয়া তবে সুগ্রীব বিভীষণ।
মৈত্র বলি কোলাকোলি কৈলা দুইজন॥
রাম বলেন মিতা তোমায়
কুশল বার্ত্তা পুছি।
গুহক বলে রঘুনাথ আজি ভাল আছি॥
গুহক সঙ্গে নানা কথা কহেন কৌতুকে।
হনুমান বীর ওথা যায় অন্তরীক্ষে॥
রামতীর্থ এড়াইল নদী সাল্লকিনী।
গোমতী হইল পার পতিতপাবনী॥
এত দূর এড়াইল শতেক যোজন।
নন্দিগ্রাম গেল বীর পবননন্দন॥
ভরতে নেহালে বীর
থাকিয়া অন্তরীক্ষে।
হাথ যোড়ে কটক সভ দেখে লাখে লাখে॥
সভা করি বসিয়াছে ভরত সুমতি।
পাত্র মিত্র পুরোহিত করিয়া সংহতি॥
আকাশ হইতে বীর ভূমেতে নামিল।
যোড় হাথে ভরতেরে প্রণাম করিল॥

হনুমান নাম মোর জাতি বানর।
সুগ্রীবের পাত্র আমি পবনকোঙর॥
রঘুবংশতিলক রাম আমি তার দাস।
পূর্ব্বে করিয়াছি গোসাঞি
তোমায় সম্ভাষ॥
বিষ্ণু অবতার তুমি কুলের পাবন।
তোমার চরণে গোসাঞি করি নিবেদন॥
কেকয়ী তোমার মাতা রাজার নন্দিনী।
তোমার বাপ বিভা কৈল পরম কামিনী॥
সোহাগে আগলি সেই জিনিয়া সতিনী।
তার মধ্যে উপজিলে তুমি মহামুনি॥
রাজার ঠাঁঞি যেই চাহে তাই পায় বর।
রাম বনে পাঠায়্যা তোমায় করিল দণ্ডধর॥
পুণ্য শরীর তোমার মহাগুণবান্।
প্রজার পালন কৈলা পুত্রের সমান॥
যে ভাই আনিতে গেলা লৈয়া রাজখণ্ড।
যে ভাইর পানাঞিতে ধরিয়াছ ছত্রদণ্ড॥
যে ভাইর হাত্যাসে দুর্ব্বল দিনে দিনে।
সেই ভাইর আগমন কহি তোমার স্থানে॥
শত্রুক্ষয় করিলা রাম নিজ বাহুবলে।
রাম লক্ষ্মণ সীতা দেবী
আইলেন কুশলে॥
সবংশে মারিলা রাম রাজা লঙ্কেশ্বর।
আগুসরি ভাইকে আন চলহ সত্বর॥
বার্ত্তা পাইয়া ভরত আনন্দে উতরোল।
সম্ভ্রমে উঠিয়া হনুমানে দিলা কোল॥
হনুমানে কোলে করি ভরত অচেতন।
হরিষে কাহারো মুখে না আইসে বচন॥
হনুমান বার্ত্তা কহে অমৃতের ছটা।
হনুমানের সর্ব্ব অঙ্গে পড়িল সিচড়া॥
ভরতের চক্ষুর জলে হনুমান তিতে।
হনুমানে দান দিতে ভরত রাজা চিন্তে॥
ভরত বলে ঝাট তোষ বীর হনুমান।
হনুমান বীরে দেহ নানা বস্ত্র দান॥
দশ হাজার গাভী দিল দুগ্ধে দুধাল।
দশ লক্ষ গাছ দিল সুপাক কাঁঠাল॥
কুলে শীলে রূপে গুণে যাহার বাখান।
ষোল হাজার কন্যা দিল হনুমানে দান॥
নানা বর্ণে রত্ন দিল বস্ত্র অলঙ্কার।
তিন লক্ষ দাস দিল করিতে পরিচার॥
অগ্নিবর্ণে সোনা দিল শত লক্ষ তোলা।
মণি মাণিক্য দিল তারে শিখণ্ডিত পলা॥

দুই লক্ষ ঘোড়া দিল পবনের গতি।
এক লক্ষ দেই বীরে ময়মত্ত হাথী॥
চৌদ্দ বৎসর পরে শুনি অমৃতকাহিনী।
বানর নহে হনুমান দেবের ভিতর গণি॥
আজ্ঞা পায়্যা অনুচর প্রবেশে আওয়াসে।
সকল আনিয়া দিল ভরতের পাশে॥
যোড় হাথ করি বলে বীর হনুমান।
দেশে যাবার বেলা গোসাঞিঃ
সভ দিহ দান॥
দেবের দুর্ল্লভ বড় রাম অবতার।
অনেক যত্নে আনি ব্রহ্মা করিলা প্রচার॥
কৃত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরাণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল গীত
হনুমানের সম্মান॥

রাম দেশে আইলা হনুমানের মুখে শুনি।
অযোধ্যার লোক বলে পোহাল রজনী॥
ভরত বলে হনুমান পবনকোঙর।
সকল বৃত্তান্ত বাপু তোমাতে গোচর॥
বিক্রমে শুনিলু তুমি সর্ব্বগুণধারী।
তোমার মহিমা কিবা বলিবারে পারি॥
কেমতে বাসায় ছিলা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
কেমন মতে সীতা চুরি করিল রাবণ॥
কেমন মতে সীতা দেবীর পাইল উদ্দেশ।
কেমন মতে লঙ্কাপুরী করিলা প্রবেশ॥
কেমনে করিলা বাপু সাগর তরণ।
কেমনে জিনিলা বাপু দুর্জ্জয় রাবণ॥
কহ কহ হনুমান তোমার মুখে শুনি।
অজ্ঞান হৈয়াছি আমি কিছুই না জানি॥
হনুমান বলে চিত্রকূটে ছাড়্যা আইলা রাম।
পঞ্চবটী চলিলা তবে দুর্ব্বাদলশ্যাম॥
গোদাবরী তীরে প্রভু করিলা বিশ্রাম।
রাবণের ভগিণী আইল শূর্পণখা নাম॥
সুবেশা হইয়া গেল শ্রীরামের পাশে।
পরস্ত্রী না দেখে রাম রাক্ষসীর বেশে॥
রাম তারে না দেখিল কুপিল রাক্ষসী।
কুপিয়া খাইতে যায় সীতা তো রূপসী॥
বিপরীত ডাক শুনিয়া সীতা দেবী ত্রাসে।
নাক কান লক্ষ্মণ কাটিল এই দোষে॥
নাক কান গেল সেই পাইল অপমান।
কান্দিয়া কহিল খর দূষণের স্থান॥

শূর্পণখা দেখিয়া খর দূষণ রোষে।
রাম সনে রণ করি মরিল রাক্ষসে॥
রামের বিক্রম দেখি শূর্পণখায় লাগে ডর।
কাঁদিয়া রাবণের ঠাঞি করিল গোচর॥
শূর্পণখার বোল শুনি রাবণ রাজা রোষে।
রথে চড়ি গেল রাজা মারীচের পাশে॥
স্বর্ণমৃগ হইল মারীচ রাবণের বোলে।
অপূর্ব্বলোচন মৃগ সীতাকে নেহালে॥
মায়া করি শ্রীরামেরে লৈয়া গেল দূরে।
বাণ মারিয়া রাম তার মায়া করিলা চূর॥
মরিবার বেলা মারীচ ডাকে উচ্চ স্বরে।
লক্ষ্মণ ভাই বলিয়া ডাকে শ্রীরামের স্বরে॥
রাক্ষসের স্বর শুনিয়া সীতা
হইলা অচেতন।
রামের উদ্দিশে তবে পাঠাল্যা লক্ষ্মণ॥
দু ভাই ছাড়িল ঘর সীতা একেশ্বরী।
সন্ন্যাসীর বেশে রাবণ সীতা কৈল চুরি॥
সীতা চাহিয়া দুই ভাই বেড়ান বনে বন।
ঋষ্যমূকে সুগ্রীব সনে হইল দরশন॥
বালি সুগ্রীব তারা দুই সহোদর।
দুই ভাইয়ে বিসম্বাদ হইল বিস্তর॥
বালির ডরে সুগ্রীব হইল দেশান্তরী।
বালি মারি সুগ্রীবে রঘুনাথ রাজা করি॥
চারি দিগের বানর আইল
রাজার আদেশে।
চতুর্দ্দিগে গেল বানর সীতার উদ্দেশে॥
যুবরাজ অঙ্গদ বীর বালির কুমার।
সংসারের বানর লৈয়া তারা আগুসার॥
সকল কটক গেলাম সাগরের তীরে।
সাগর ডিঙ্গাইলু আমি সীতা দেখিবারে॥
একেলা লঙ্কায় আমি করিলু প্রবেশ।
রামের অঙ্গুরী দিলাম সীতাকে সন্দেশ॥
বড় বড় রাক্ষসেরে করিলু সংহার।
কনক লঙ্কা পোড়াইয়া কৈলু ছারখার॥
রামেরে আনিয়া দিলু সীতার মাথার মণি।
কটক লৈয়া রঘুনাথ চলিলা আপনি॥
উত্তরিলা রঘুনাথ সাগরের কূলে।
মহাভয় পাইলা সভে সাগরের জলে॥
বিভীষণ নামেতে রাবণের সহোদর।
সীতা দিতে রাবণেরে বুঝাইল বিস্তর॥
ধর্ম্ম বিনা বিভীষণ নাহি কহে আন।
সভামধ্যে রাবণ তারে কৈল অপমান॥

অপমান পায়্যা আইল সাগরের কূলে।
চারি পাত্র লৈয়া সেই শ্রীরামেরে মিলে॥
বিভীষণ দেখিয়া রাম বড় হইলা সুখী।
লঙ্কার রাজা করিয়া তারে অভিষেকি॥
বিভীষণে পুছিলা রাম সাগরতরণ।
সাগর বাঁধিতে বলিল রাক্ষস বিভীষণ॥
জলের উপর পাতিল তবে গাছ পাথর।
এক মাসে সাগর বাঁধিল সকল বানর॥
পার হৈয়া রণ কৈল পরাণ শকতি।
আহার পানি তেজিলাম নিদ্রা নাহি রাতি॥
কভু হারি কভু জিনি তিন মাস যুঝি।
মায়ারণ করে রাক্ষস তাহা নাহি বুঝি॥
রাবণের কোঙর ইন্দ্রজিৎ মারিল লক্ষ্মণ।
দেবরথে চড়িয়া রাম মারিল রাবণ॥
অগ্নি প্রবেশিলা সীতা রামের বর্জ্জনে।
সীতা লৈয়া আইলা ব্রহ্মা
শ্রীরামের স্থানে॥
দেবগণ আইল চাপি যে যার বাহনে।
দশরথ রাজা আসি দিল দরশনে॥
বাপের কোপ খণ্ডাইল রাম তোমার তরে।
তোমায় বর দিল রাজা সভার ভিতরে॥
মরা বানর প্রাণ পাইল ইন্দ্র দিল বর।
পুষ্পক রথে চাপিয়া আইলা
ভরদ্বাজের ঘর॥
সুগ্রীব লইয়া আইল সকল বানর।
বিভীষণ লইয়া আইল সকল নিশাচর॥
রাবণের কালেতে মানুষ খাইত রাক্ষসী।
বিভীষণের বেলা এবে করে একাদশী॥
এই তো সকল কথা কহিল তোমারে।
পাত্র মিত্র লৈয়া তুমি চলহ সত্বরে॥
হনুমানের বচনে ভরতের তুষ্ট প্রাণ।
শত্রুঘ্নে ভরত তবে দিল আজ্ঞা দান॥
শুভ দশা হইল ভাই দুঃখ অবশেষ।
চৌদ্দ বৎসরে গোসাঞি আইলেন দেশ॥
পাষাণ প্রতিমা যত আছে স্থানে স্থানে।
সুগন্ধি চন্দন দিয়া করাহ স্নান দানে॥
দেবতার ঘরে বাদ্য বাজাউক বাইতি।
ধূপ দীপ নৈবেদ্য দেহ রত্নের বাতি॥
চৌদ্দ বৎসর কারো না হয় পূজন।
ভালমতে কর সভ স্থান মার্জ্জন॥
*বেদপারগ ব্রাহ্মণ যার উত্তম বাখান।
অগ্রসর হউন তাঁরা হাথে দূর্ব্বা ধান॥*

বেশ সুবেশ করুক সকল সুন্দরী।
গায়ক নর্ত্তক সভ নাচুক সারি সারি॥
ডাঙ্গা ডহর কাটিয়া সভ করহ সোঁসর।
ছড়া জল দিয়া সভ বাছুক ঝিকর॥
নানা বর্ণে পতাকা বাঁধ প্রতি গাছে গাছে।
গন্ধ পুষ্প চন্দন রাখ প্রতি নাছে নাছে॥
সোনার পানি ঢালা কর দ্বারের কপাট।
চন্দনে ছড়া দেহ যত রাজবাট॥
চাতরে চাতরে দেহ যত আলিপনা।
সুগন্ধি পুষ্পের মালা দেহ ধূপধুনা॥
অনেক টোঙ্গেতে কর সোনার চোঙারি।
তাহে উঠি দেখুক সভ কুলবধূ নারী॥
অযোধ্যায় চন্দ্র উদয় চৌদ্দ বৎসরে।
আপন ইচ্ছায় লোক দেখুক ঘরে ঘরে॥
আজ্ঞা পায়্যা শত্রুঘ্ন নিয়োজিল দাসে।
নন্দিগ্রাম মার্জ্জনা করিলা সবিশেষে॥
সিন্দুরে মণ্ডিত করি নব লক্ষ হাথী।
তিন খর্ব্ব অশ্ব তবে সাজাইল তথি॥
তিন কোটি আশী লক্ষ রথের সাজন।
নানা অস্ত্র হাথেতে সাজিল পাইকগণ॥
হাথী ঘোড়া সেনাপতি চলে মুড়ে মুড়ে।
মাথায় পাদুকা করি ভরত রাজা লড়ে॥
পানিঞর উপর ছত্র শ্বেত চামরের ঢালে।
উপবাসে ভরত পথ চলিতে টলে॥
রাণীগণ লইয়া কৌশল্যাদেবী লড়ে।
বৃদ্ধ বালক সভ চলিলা সত্বরে॥
নন্দিগ্রাম নিকটে যতেক রাজ্য বৈসে।
রঘুনাথ দেখিতে সভ লোক ধায়্যা আইসে॥
কটকের পদভরে কাঁপিছে মেদিনী।
ভরত রাজার বাদ্য বাজে তিন অক্ষৌহিণী॥
শত সহস্র ধামাসা বাজে তিন লক্ষ কাহাল।
কোটি সহস্র ঘণ্টা বাজে মৃদঙ্গ বিশাল॥
সাত লক্ষ বরঙ্গ বাজে ডম্ফ লক্ষ কোটি।
আঠার লক্ষ দগড়েতে ঘন পড়ে কাটী॥
সাত লক্ষ দণ্ডিম বাজে তিন খর্ব্ব বীণা।
বীরবাদ্য বাজে তাহে আশী লক্ষ দামা॥
ঢেমচা খমক বাজে শুনিতে বিশাল।
তেইশ কোটি বাজে পাখওয়াজ উরমাল॥
আশী কোটি শিঙ্গা বাজে অতি খরসান।
পঞ্চাশ কোটি বাজে তাহে শঙ্খ সিন্ধুয়ান॥
বাদ্যরবে ত্রিভুবনে লাগিল তরাস।
পঞ্চাশ কোটি বাজে তাহে রুদ্র কবিলাস॥

তরল নিশান বাদ্য বাজে জয়ঢোল।
প্রলয়কালেতে যেন হয় গণ্ডগোল॥
মাথায় পানঞি ভরত চলিলা ত্বরিত।
বিংশতি যোজন গিয়া ভরত বিস্মিত॥
কোথা গেলা হনুমান পবননন্দন।
কত দূরে আইসেন প্রভু শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
হনুমান বলে গোসাঞি নহ উতরোল।
গোমতী পার হইলে শুনিবে
কটকের রোল॥
ভরদ্বাজ বর দিল হইয়া বিদ্যমান।
শুষ্ক গাছে ফল ফুল হইল অধিষ্ঠান॥
মুনির ঘরে রঘুনাথ বঞ্চিলেক রাতি।
প্রভাতে চাপিয়া রথে চলিলা রঘুপতি॥
বানর সকল পথ বাহে ধূলায় অন্ধকার।
গোমতী সাল্লকী দুই নদী হইলা পার॥
কটকের রোল শুনি হনুমান বলে।
আইসেন রঘুনাথ শুনি কোলাহলে॥
রামের রথ দেখিয়া ভরত জয় জয় বলে।
ভরত দেখিয়া রথ নামিল ভূতলে॥
রথের উপরে দেখে শ্রীরাম মূর্ত্তিমান।
ত্রিভুবনবিজয়ী হাথে গাণ্ডি বাণ॥
রথখান দেখিয়া ভরত প্রদক্ষিণ কৈল।
যোড় হাথে কোটি কোটি প্রণাম করিল॥
পুষ্পক রথ বন্দিয়া উঠিল ততক্ষণ।
রথে মূর্ত্তিমান দেখে লক্ষ্মীনারায়ণ॥
রথের উপর রঘুনাথ বিষ্ণু অবতার।
ভূমিষ্ঠ হইয়া ভরত বীর করিল নমস্কার॥
রামে নমস্করিয়া সীতায় নমস্করি।
ভরতে কল্যাণ করে জনককুমারী॥
শত্রুঘ্ন বন্দিলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
মায়ের সমান বন্দে সীতার চরণ॥
ভরতের চরণে প্রণাম করেন লক্ষ্মণ।
হরিষে ভরত তারে দিল আলিঙ্গন॥
বৃক্ষছাল পরিধান জটাভার শিরে।
রামের পানঞি দুইটী মাথার উপরে॥
হেন রূপে ভরত বীর আইলা সাক্ষাতে।
দেখিয়া বিস্ময় হইলা প্রভু রঘুনাথে॥
আগে আস্যা ভরত ভাইর
মুখে চুম্ব খাই।
চৌদ্দ বৎসরের তাপ সকল এড়াই॥
ব্যাকুল হইয়া রাম ভরত কৈল কোলে।
দুইজন তিতিলেন নয়নের জলে॥
আমার লাগিয়া ভাই এ দশা তোমার।
অন্নজল তেয়াগিয়া অস্থি চর্ম্ম সার॥
রাজত্বের সুখ ছাড়ি বঞ্চিয়াছ দুঃখে।
তোমার গুণের কথা কহিব কোন্ মুখে॥
ভরত বলেন প্রভু তুমি গেলা বনবাস।
রাজ্যখণ্ডে পূজা লোকে হৈয়াছে নৈরাশ॥
দেবশূন্য হৈয়াছিল অযোধ্যা ভুবন।
চৌদ্দ বৎসর পরে আজি শ্রীরাম দরশন॥
ভরতে দেখিয়া সভে হইলা বিস্ময়।
প্রশংসা করয়ে সভে ধন্য মহাশয়॥
*কামরূপী বানর সব নানা মায়াধর।
ভরত দেখ্যা মানুষ হৈলা সকল বানর॥*
ভরতেরে রাম দেন কটক পরিচয়।
বানর রাজা সুগ্রীব দেখ সূর্য্যের তনয়॥
অঙ্গদ যুবরাজ দেখ বালির নন্দন।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র দেখ গন্ধমাদন॥
সুষেণ জাম্বুবান দেখ গুণের সাগর।
নল নীল কুমুদ দেখ প্রধান বানর॥
এক এক বীর দেখ যম দরশন।
বিভীষণ রাক্ষস দেখ লঙ্কার রাজন॥
গয় গবাক্ষ দেখ শরভ তিনজন।
যমের পঞ্চ বানর দেখ যম দরশন॥
উত্তরের বানর দেখ নাম শতবলি।
ধূম্র ধূম্রাক্ষ দেখ বলে মহাবলী॥
সেতা নেতা বীর দেখ সুগ্রীবনন্দন।
পনস বীর দেখ যার বাপ বরুণ॥
কেশরী বানর দেখ সুন্দর মূরতি।
বীরভাগ দেখিয়া ভরত হরষিত মতি॥
সকল বীরের তরে কুশল বার্ত্তা পুছি।
ভরত বলেন আজি আমি ভাল আছি॥
চৌদ্দ বৎসর পরে রাম দরশন।
সফল মানিলু তোমা সভার আগমন॥
আমার বাসনা ছিল সাক্ষাৎ করিতে।
সকলে আইলা মোর শুভ দশা হইতে॥
বচনে সন্তুষ্ট ভরত কৈলা সভাকারে।
আপনার গুণে সহায় করিলা রামেরে॥
এত শুনি বিভীষণে কৈল আলিঙ্গন।
তোমার গুণে জিনিলেন কমললোচন॥
হাথে ধরি শ্রীরামচন্দ্র ভরতে লইয়া।
মায়ের চরণ তবে বন্দিলেন গিয়া॥
রামের মা কৌশল্যার অস্থি চর্ম্ম সার।
মাতা সৎ মায়েরে রাম করিলা নমস্কার॥

অভিমানে কেকয়ী দেবী মাথা নাহি তুলি।
রামে আশীর্ব্বাদ দিতে
হইল উত্তরোলি॥
কৃত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরাণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল গীত অমৃতসমান॥

ত্রিপদী

কৌশল্যাদেবীর সাদ রামে দিতে আশীর্ব্বাদ
লাজে কেকয়ী মুখ নাহি চায়।
রাম পাঠায়্যা বনে লজ্জা ভয় অভিমানে
অশ্রুজলে ভিজে সর্ব্ব গায়॥
হরি হরি অপরাধ ক্ষেমহ রামচন্দ্র।
তোমায় দিলু বনবাস লোকমুখে উপহাস
ভরতে করিলা নিরানন্দ॥
ভরত মোরে দেয় গালি অভিমানে হৈলু কালী
অপযশ রাখিলু মহীতলে।
তুমি যদি হও সুখী তবে আমি প্রাণ রাখি
নহে মরি ঝাপ দিয়া জলে॥
তুমি ত্রিভুবনপতি অনাথ লোকের গতি
আনে নাহি শোভে রাজ্যভার।
চিন্তিয়া তোমার শোক রাজা গেলা পরলোক
তুমি বাপু সংসারের সার॥
শুনিয়া কেকয়ী বাণী আশ্বাসেন রঘুমণি
হের আইস বন্দিব চরণ।
প্রণমিয়া সতমায় সমাদরে সুখ পায়
হরষিত কেকয়ীর মন॥
আপন কর্ম্মের দোষে গেলাম আমি বনবাসে
তুমি তাহে না করিহ ত্রাস।
শুন পুর্ব্ব উত্তর না করিহ কিছু ডর
নাচাড়ি রচিল কৃত্তিবাস॥

ধুয়া

আর কি শমনের ভয় ভজহোঁ রাম নাম।
শমনদমন বিষম রাবণ রাবণদমন রাম॥

বশিষ্ঠের করিল রাম চরণ বন্দন।
আর যত বন্দিলা রাম
কুলের ব্রাহ্মণ॥
পাত্র মিত্র রঘুনাথের বন্দিল চরণ।
সভাকারে রঘুনাথ কৈলা আলিঙ্গন॥
রথে হইতে লামিয়া রাম ভুমে বাহে বাট।
হেন ভরত পার্নাঞি যোগায় দুই পাট॥
যে পার্নাঞি আরাধিল বিষ্ণু আরাধনে।
রাজ্যখণ্ড মাথা লোঙায় যার দরশনে॥
হেন পার্নাঞি পায় রাম যান ভুমিতলে।
সর্ব্বলোক মাথা লোঙায় রাম জয় বলে॥
যে ভিতে চাহেন রাম আপনার সুখে।
সেই ভিতে লোক সভ যোড় হাথে দেখে॥
হাথ তুলিয়া সভে বলে
আজি হইলাম সুখী।
চৌদ্দ বৎসর পরে গোসাঞি
পাদপদ্ম দেখি॥
সভা করি বসিলা রাম আপনার সুখে।
যোড় হস্তে সমুখে দাণ্ডাইল সর্ব্ব লোকে॥
নন্দিগ্রামে আইলা রাম কমললোচন।
নন্দিগ্রাম হইল যেন বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
প্রণাম করিল ভরত রামের চরণে।
যোড় হাথে বলে ভরত সভা বিদ্যমানে॥
আজি হইতে হইল আমার সফল জীবন।
বড় ভাগ্য মানিলু আমি তোমা দরশন॥
বাপের রাজ্যে রাজা হও
এই তোমার রাজ্য।
তোমার পার্নাঞি লৈয়া করিলু রাজকার্য্য॥
তোমার বচনে কৈলু প্রজার পালন।
আজি সে সফল হইল আমার জীবন॥
ছত্র দণ্ড ধব তুমি বৈস সিংহাসনে।
সেবক হৈয়া কার্য্য করিব
তোমার চরণে॥
আজি হৈতে রাজ্যভার নাহি মোরে লাগে।
পুরুষার্থ কর্ম্ম গোসাঞি কর চারি যুগে॥
মহারাজ্য রাখিতে নারি আমার শকতি।
প্রজা পাত্র রাজ্য রাখ সৈন্য ঘোড়া হাথী॥
প্রাণ ছাড়িলেন বাপ তোমা অদর্শনে।
তুমি দেশে আসিবে প্রভু না দেখি সপনে॥
বিনয় বচনে যদি ভরত রাজা বৈল।
রাক্ষস বানর সভ ধন্য ধন্য কৈল॥
হেনকালে গণক আইল রাম বিদ্যমানে।
প্রণাম করিল আসি রামের চরণে॥
গণক কহিল তিথি নক্ষত্র চন্দ্র বার।
মাথার জটা কাটিবারে নাপিতে হাঁকার॥

চারি ভাই বসিলেন সুবর্ণের খাটে।
চারি ভাইর মাথার জটা নাপিত আস্যা কাটে॥
নাপিতের ক্ষুর সভ অতি খরসান।
নখ দাড়ি কামাইয়া করিল নির্ম্মাণ॥
নারায়ণ তৈল অঙ্গে করিল স্নান দান।
বৃক্ষছাল তেজিয়া বস্ত্র কৈলা পরিধান॥
চারি ভাই পরিলেন সুগন্ধি চন্দন।
রাজ অভরণ পরিলা মাণিক্য রতন॥
বিভীষণ সুগ্রীব গুহা যত বানরগণ।*
স্নান করি পরিলা সভে বিচিত্র বসন॥
কৌশল্যা কেকয়ী আদি যত রাজরাণী।
মণ্ডন করিলা সীতা জনকনন্দিনী॥
স্নান করি দিব্য বস্ত্র কৈলা পরিধান।
নানাদ্রব্য ভোগ করি যার যেই কাম॥
নানা দ্রব্যে পরিপূর্ণ ভরতের ঘর।
খাওয়াইয়া তুষ্ট করিলা রাক্ষস বানর॥
নানা উপহার সভে করিলা ভক্ষণ।
চতুর্দ্দিগে নাটগীত আনন্দিত মন॥
প্রভাতে চলিলা রাম অযোধ্যা নগরী।
অযোধ্যার যত লোক মহোৎসব করি॥
হাথী ঘোড়া রথ রথী চলিলা অপার।
নন্দিগ্রাম অযোধ্যায় হইল একাকার॥
অযোধ্যায় নন্দিগ্রামে তিনি ত যোজন।*
এক চাপে চলিলা রাক্ষস বানরগণ॥
অযোধ্যায় চলিলেন যত সেনাপতি।
নন্দিগ্রাম ছাড়িয়া সভ যায় শীঘ্রগতি॥
রথেতে চড়িয়া রাম জানকী সহিত।
পাত্র মিত্র পুরোহিত লোকেতে বেষ্টিত॥
ভরত চালায় রথ হইয়া সারথি।
পবন গমনে হংস যায় শীঘ্রগতি॥
শত্রুঘ্ন চামর ঢুলায় রামের অঙ্গেতে।
সম্মুখেতে হনুমান রহে যোড় হাথে॥
পশ্চাতে ধরিল ছত্র ঠাকুর লক্ষ্মণ।
রাম জয় রাম জয় বলে সর্ব্বজন॥
রথে আরোহণ করিল সুগ্রীব বানর।
আর রথে বিভীষণ লৈয়া অনুচর॥
শত শত রথে গুহক করিল গমন।
রাক্ষস বানরের রথ না যায় লিখন॥
দশ দিগ আলো করে শ্রীরামের তেজে।
চন্দ্র উদয় যেন তারাগণ মাঝে॥

চলিল অনেক লোক গণিতে না পারি।
রাম দেখিবারে আইল অযোধ্যা নগরী॥
অযোধ্যায় প্রবেশিলা কমললোচন।
হরষিত হইলা অযোধ্যার প্রজাগণ॥
যতেক আনন্দ তাহা কহিতে কে পারে।
উত্তরিলা রঘুনাথ অযোধ্যা নগরে॥
চৌদ্দ বৎসরে রাম পুন আইলা দেশে।
দেখিতে আইল লোক হইয়া সুবেশে॥
রথে হইতে নামিয়া রাম বসিলা আসনে।
রাক্ষস বানর সভ বসিলা দেয়ানে॥
ভরতেরে রঘুনাথ করিল আদেশ।
সকল লোক বসিবারে কর সমাবেশ॥
রামের আদেশে ভরত চলিলা সত্বর।
রাক্ষস বানর নরে দিল বাসাঘর॥
আজ্ঞা পায়্যা সর্ব্বলোক প্রবেশে আওয়াসে।
নানা আয়োজন আনি দিল সভার পাশে॥
স্নান করিয়া সভে করিলা ভোজন।
কর্পূর তাম্বুল সভে করিলা ভক্ষণ॥
দাসীগণ আসি শয্যা কৈল ঘরে ঘরে।
আনন্দে শুইল সভে খাটের উপরে॥
প্রতি ঘরে নারায়ণ তৈলে প্রদীপ জ্বলে।
এক এক বিদ্যাধরী একেক জনার কোলে॥
বিদ্যাধরী পায়্যা কটক সুখে নিদ্রা যায়।
প্রভাত হইলে কন্যা উঠিয়া পলায়॥
দেবের দুর্লভ বড় রাম অবতার।
কত যত্নে ব্রহ্মা আনি করিলা প্রচার॥
কৃত্তিবাস বাখানিল মুনির পুরাণ।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল গীত অমৃতসমান॥

রাত্রি প্রভাত হইল কোকিল কাড়ে রা।
শ্রীরামের উপরে করে শ্বেত চামরের বা॥
সাত সহস্র নদী আছে সর্ব্বলোকে জানি।
বানর রাক্ষস গিয়া আনে তার পানি॥
সাত সহস্র দেবকন্যা করে স্নানদান।
কনক কলসী কাঁখে করিল পয়ান॥
দ্বারে দ্বারে আরোপিল রম্ভা সারি সারি।
প্রতি ঘরে আম্রসার ঘট পূর্ণ করি॥
বনমালা বেষ্টিত সব অযোধ্যার ঘরে।
নানা বাদ্য মহোৎসব জয়ধ্বনি করে॥

বানরগণ আনে সপ্ত সাগরের পানি।
কলসি করিয়া জল আনিল তখনি॥
সকল তীর্থের জল আনিল সত্বরে।
দেবতাসকল আইলা রামের গোচরে॥
মুনিগণ আইলা আর যত সিদ্ধগণ।
প্রজালোক আদি করি যত বন্ধুজন॥
রত্নসিংহাসনের উপর বসায়্যা রামেরে।
সকলে মেলিয়া শ্রীরামেরে অভিষেক করে॥
গন্ধর্ব্বে গায়ন করে নাচে বিদ্যাধরী।
আনন্দে কোলাহল যেমত
কহিতে না পারি॥
রামচন্দ্র রাজা হইলা জগতে ঘোষণা।
মঙ্গল হুলাহুলি সভ মধুর বাজনা॥
ছত্রদণ্ড ধরাইল রামের উপর।
আশীর্ব্বাদ করে তবে যত মুনিবর॥
মাতৃগণে আসিয়া রামে আশীর্ব্বাদ করে।
ধান্য দূর্ব্বা দিয়া রামের মুকুট উপরে॥
রাক্ষস বানর সভ হৈয়া হরষিত।
পাত্র মিত্র আদি যত সভে আনন্দিত॥
দান দিয়া ভরত শূন্য করিল ভাণ্ডার।
রাক্ষস বানরে দিল বস্ত্র অলঙ্কার॥
ক্রমে ক্রমে করিল ভরত সভার সম্মান।
রামে নিছাইয়া কৈল নানা রত্ন দান॥
দেবতা করিল রামে পুষ্প বরিষণ।
আনন্দিত হইলা মহী এ তিন ভুবন॥
রামের রাজত্ব কথা যেইজন শুনে।
দুঃখ দূর যায় সুখ বাড়ে দিনে দিনে॥
রামনারায়ণ নাম বলে যেইজন।
রথেতে পাঠায় যম বৈকুণ্ঠভুবন॥
পুনরপি জন্ম তার না হয় সংসারে।
রামপদে থাকে সেই গোলোক ভিতরে॥
রাম নাম শুনিতে যার না হইল সাদর।
কুম্ভীপাকে পড়িয়া মরে সংসার ভিতর॥
লঙ্কাকাণ্ড রচিল দ্বিজ কৃত্তিবাস।
শুনিলে রামের নাম পূর্ণ হয় আশ॥

শ্রীশ্রীরামচন্দ্রো জয়তি॥

উত্তরকাণ্ড

জয়তি রঘুবংশতিলকঃ
কৌশল্যানন্দবর্দ্ধনো রামঃ।
দশবদননিধনকারী
দাশরথিঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ ॥

মুনি সকলে রাম করিলা পরিত্রাণ।
অযোধ্যায় গিয়া রামে করিলা কল্যাণ ॥
পূর্ব্ব পশ্চিম আর উত্তর দক্ষিণ।
যত মুনি চলিলেন তপের প্রবীণ ॥
চতুর্দ্দিগে মুনি আল্যা রামের গোচর।
দ্বারীরা সত্বর গেলা রাম বরাবর ॥
রাজব্যবহারে রামে লোঙাইয়া মাথা।
যোড় হাথে কহে মুনি সভাকার কথা ॥
তোমায় দেখিতে যত আস্যাছে তপস্বী।
কুম্ভ ভব আদি করি যত মহাঋষি ॥
ভরদ্বাজ আস্তিক নারদ মহাশয়।
মরীচি পৌলস্ত্যে আল্যা ব্রহ্মার তনয় ॥
গৌতম কশ্যপ আইলা পিঙ্গল বশিষ্ঠ।
সুতীক্ষ্ম ভার্গব আইলা দণ্ডক পরিনিষ্ঠ ॥
সনক সনাতন আইলা সনন্দকুমার।
শোভিত কপিল আইলা বিষ্ণু অবতার ॥
দুর্ব্বাশার ক্রোধে কেহো আগু নয় ত্রাস।
এ তিন মুনির ক্রোধে সৃষ্টি হয় নাশ ॥
এ সভ মুনি গোসাঞি আইলা পূর্ব্বদিগবাসী।
দক্ষিণ দিগ হৈতে আইলা যত মুনি ঋষি ॥
অগস্ত্য মার্কণ্ড আইলা মুনি বিশ্বামিত্র।
এই তিন মুনির শিষ্য সংসার বিদিত ॥
অষ্টাবক্র ঋষ্যশৃঙ্গ আইলা উলূক।
উর্দ্ধবাদি চ্যবন আইলেন দুর্ম্মুখ ॥
বিষ্ণুপাদ লোমেশ আইলা দক্ষ মহামুনি।
লিখিতে না পারি যত দক্ষিণের মুনি ॥
ষোল শও শিষ্য সহিত আইলা বাল্মিক।
মহাতপোধন মুনি ইষ্টদেবে নৈষ্ঠিক ॥
এ সভ মুনি গোসাঞি আইল দক্ষিণ নিবাসী।
পশ্চিম দিগ হইতে আইল যত মহাঋষি ॥
ধর্ম্মভাস বিভাণ্ডক আইলা নিরাতঙ্ক।
মতঙ্গ আঙ্গিরা আইলা আর ঋষি বিভঙ্গ ॥

রক্তলোম নীল মুনি আইলা সাবর্ণ।
জলের ভিতর থাক্যা আইলা মুনি মৎস্যকর্ণ ॥
জনক কুশধ্বজ আইলা মুনি এক বিন্দু।
মহালম্ব ধৌত আইলা মুনি মহাসিন্ধু ॥
বালখিল্য দণ্ড আইলা মহাতেজ মুনি।
বিচিত্র আইলা মুনি জগতে বাখানি ॥
দেবশরীর ব্রহ্ম ঋষি আইল দুইজন।
সাবর্ণ মৎস্যর আইল পুষ্কর তপোধন ॥
ধৌম্য আদি মহামুনি পরম গেয়ানি।
লম্বজটা মহাশৃঙ্গ আইলা গর্গ মুনি ॥
পশ্চিম দিগ হইতে এতেক মুনির আগমন।
উত্তর দিগ হইতে আইল এমন তিনগুণ ॥
এত মুনি এক ঠাঞি কেহো নাহি দেখে।
ইহা সভার শিষ্য আস্যাছে লাখে লাখে ॥
মুনি সভার কথা কত অপূর্ব্ব কথন।
দুই প্রহরের পথ যুড়্যা রহিল মুনিগণ ॥
সূর্য্যের কিরণ ধরে মুনি গায়ের জ্যোতি।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতে পারে ক্ষিতি ॥
হাথে দণ্ড কমণ্ডলু সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি।
তেজিলেন ধনজন সংসার অমনি ॥
অনাহারে থাকে কেহো বরিষা চারি মাস।
কোন মুনি সর্ব্বকাল থাকে উপবাস ॥
দশ হাজার বৎসর কেহো আছে অনাহার।
অন্তরে লাগ্যাছে বাড় অস্থিচর্ম্ম সার ॥
কোন মুনি কুশমূল করেন ভক্ষণ।
সদাই মানসে থাকে জপতপে মন ॥
কেহো ধর্ম্ম পালন করে কেহো উর্দ্ধ কর।
উগ্র তপ কেহো করে বহে রক্তধার ॥
এক পায়ে ভর করি কেহো থাকে মহীতলে।
কেহো সিদ্ধি হৈয়াছেন পুণ্য তপ ফলে ॥
এত সভ মুনিগণ আস্যাছে দুয়ারে।
আজ্ঞা কর ঝাট আনি তোমার গোচরে ॥
রাম বলেন ঝাট আন দুয়ারে কি কারণ।
বড় ভাগ্য আজি আমার মুনি সম্ভাষণ ॥
রামের আজ্ঞা পাইয়া তখন দ্বারী সত্বরে।
মুনি সভ লৈয়া গেলা রামের গোচরে ॥
মুনিগণ দেখি রাম উঠিলা সম্ভ্রমে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিলা শ্রীরামে ॥
চতুর্দ্দিগের মুনি আইলা রাম সম্ভাষিতে।
সকল মুনি রামেরে নিরীখে এক চিতে ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভুজ কলা।
মকর কুণ্ডল কর্ণে গলে বনমালা ॥

দূর্ব্বাদল শ্যাম তনু দেখিতে অনুপাম।
মূর্চ্ছিত পড়য়ে দেখি কোটি কোটি কাম ॥
নীল রক্ত জিনিয়া রামের অঙ্গের সুঠাম।
বিস্তর যতনে বিধি কৈল নিরমাণ ॥
নাসিকা শ্রীরামচন্দ্রের অতি সুলক্ষণ।
নাশা তিলফুল জিনি সুচারু নয়ন ॥
শ্রীবৎস কৌস্তুভ বক্ষে অতি অনুপাম।
যার যেবা চিত্তে লয় দেখিল শ্রীরাম ॥
ললাটে তিলক রামের অতি মনোহর।
নীলগিরি উপরে যেন পূর্ণ শশধর ॥
লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভুর শোভে চারি ভিতে।
শংখ চক্র গদা পদ্ম ধরেন চারি হাথে ॥
অযোধ্যাপুরী দেখে সভে বৈকুণ্ঠ মত পুরী।
শংখ চক্র গদা পদ্ম সারঙ্গ ধনুর্ধারী ॥
আপনি বিষ্ণু রঘুনাথ না জানে আপনি।
বিশ্বরূপে রামেরে দেখেন সর্ব্ব মুনি ॥
মুনিগণের যত ছিল চিত্তের বাসনা।
সেই রূপে রামেরে দেখিল সর্ব্ব জনা ॥
দেখিয়া সকল মুনির লাগে চমৎকার।
চতুর্দ্দশ ভুবনের নাথ বিষ্ণু অবতার ॥
সভাখণ্ড লৈয়া রাম উঠিলা সম্ভ্রমে।
নমস্কৃত মুনির আগে রহিলা শ্রীরামে ॥
বিষ্ণু অবতার শ্রীরাম হরিষ বদন।
মুনি সভ বন্দিয়া রাম দিলেন আসন ॥
নমস্কার করিয়া দিলা পাদ্য অর্ঘ্য জল।
যোড় হাথে মুনিগণে জিজ্ঞাসে কুশল ॥
মুনিগণ বলেন রাম এই কুশল চিন্তি।
রাক্ষসের ঠাঁঞে রাম পাইলা অব্যাহতি ॥
তুমি আর লক্ষ্মণ আর সীতা ঠাকুরাণী।
তিনজন কুশলে আইলে ভাগ্য করি মানি ॥
বিষম অস্ত্রশস্ত্র ধরে রাক্ষস ব্রহ্মবরে।
স্বভাবে রাক্ষসের মায়ায় কোন্ জন তরে ॥
দুর্জ্জয় ইন্দ্রজিৎ বড় ত্রিভুবনে জানি।
হেন বীরে লক্ষ্মণ মারিলা অপূর্ব্ব কাহিনী।
বিষম শরীর ইন্দ্রজিৎ যুঝে অন্তরীক্ষে।
সহস্র চক্ষুতে ইন্দ্র তারে নাহি দেখে ॥
ইন্দ্র বাধ্যা লৈয়াছিল লঙ্কার ভিতর।
আপনি ব্রহ্মা মাগয়া আনিল পুরন্দর ॥
অপমান পায়্যা ইন্দ্র আইল নিজ ঘরে।
সে সভ কথা শুন্যা রাম ত্রাস অন্তরে ॥
রাম কহেন কি কহিব রাক্ষস বিক্রম।
যতেক রাক্ষস যেন কালান্তক যম ॥

সেনাপতিভাগ তার কেহো নাহি গণে।
একেক সেনাপতি তার ত্রিভুবন জিনে ॥*
রাবণের ভাইয়ের নামে কেহো নহে স্থির।
ত্রিভুবন জিনিয়া কুম্ভকর্ণের শরীর ॥
মাথা কাটিলে নাহি মরে পৃথিবী না ধরে টান।
হেন বীর এড়িয়া ইন্দ্রজিতের বাখান ॥
কোন্ তপ করিল বেটা কাহার পাইল বর।*
রাবণ এড়িয়া কেন বাখান তাহার কোঙর ॥
অগস্ত্য মুনি গোসাঞি থাকেন দক্ষিণে।
রাক্ষস বৃত্তান্ত মুনি ভালমতে জানে ॥
রাক্ষসের কথা কহে অগস্ত্য মহামুনি।
মুনিমুখে শুনিতে রাম হৈলা সাবধানী ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালি।
উত্তরকাণ্ডে গাইল গীত প্রথম শিকলি ॥

অগস্ত্য বলেন রাম কর অবধান।
ইন্দ্রজিতের কথা শুন কহি তোমার স্থান ॥
ইন্দ্রজিতের কথা কহি অপূর্ব্ব কথন।
শুনি চমৎকার লাগে তাহার মরণ ॥
হেন জনে মারিলেন লক্ষ্মণ মহাবলী।
ব্রহ্মার ঠাঁঞে বর পাইয়াছিল কুতূহলী ॥
বারো বৎসর যেই অনাহারে থাকে।
স্ত্রীর মুখ যে জন দ্বাদশ বৎসর নাহি দেখে।
ইন্দ্রজিতের নিকুম্ভিলায় যজ্ঞ দুর্জ্জয়।
হেন যজ্ঞ যে জন করে তার নাহি পরাজয় ॥
বিষম নিষ্ঠা তিন কর্ম্ম যেইজন করে।
হেন বীরের হাথে তবে ইন্দ্রজিৎ মরে ॥
মুনির কথা শুনিয়া রামের চমৎকার।
মুনির ঠাঁঞে জিজ্ঞাসিলা রাম করি পরিহার ॥
আমি আর লক্ষ্মণ সীতা এই তিন বৈ কথি।
চৌদ্দ বৎসর ছিলাম একই সংহতি ॥
সীতার রক্ষণে লক্ষ্মণ ছিলা সর্ব্বক্ষণ।
কেমনে সীতার মুখ না দেখে লক্ষ্মণ ॥
লক্ষ্মণ ফল আনিতেন আমরা থাকিতাম ঘরে।
ফল আনি ভাই কেমনে থাকিত অনাহারে ॥
অগস্ত্য বলেন রাম শুন আমার উত্তর।
লক্ষ্মণ বীর ঝাট আন আমার গোচর ॥
লক্ষ্মণে আন তুমি জিজ্ঞাসি কারণ।
হয় নয় জান রাম আমার বচন ॥
লক্ষ্মণ আনিলা রাম মুনির বচনে।
জিজ্ঞাসা করেন রাম সভা বিদ্যমানে ॥

রাম বলেন ভাই আমার দিব্য লাগে।
যে কথা জিজ্ঞাসি আমি কহ সত্য আগে ॥
চৌদ্দ বৎসর বনে আমরা তিনজন।
কেমনে সীতার মুখ না দেখ লক্ষ্মণ ॥
স্বরূপ করিয়া ভাই কহিবা আমারে।
চৌদ্দ বৎসর কেমনে ছিলা অনাহারে ॥
রঘুনাথের আজ্ঞা পাইয়া বলেন লক্ষ্মণ।
মাথা তুলিয়া সীতার মুখ না করি নিরীক্ষণ ॥
গলার হার না দেখি সীতার হাথের কেয়ুর।
সবে মাত্র দেখিয়াছি চরণ নূপুর ॥
ফল আনিয়া দিলে তোমার আজ্ঞা নাহি।
বনের ফল আনিয়া দি তোমা দুইজনার ঠাঁঞি ॥
বনফল খাইয়া আসি তোমার লয় মনে।
এই সে কারণে জিজ্ঞাসা না কর দুইজনে ॥
সীতা ঠাকুরাণী আর আপনি প্রধান।
সেবক হৈয়া কেমনে খাইব আগুয়ান ॥
ধর ধর বলিয়া ফল দিতা আমার হাথে।
আমি বলি স্থাপ্য ধন থুইল রঘুনাথে ॥
তুমি না বলিতা ফল খাও হে লক্ষ্মণ।
পূর্ব্ব কথা গোসাঞি পাসরিলা কি কারণ ॥
বিশ্বামিত্র ঠাঁঞি মন্ত্র পাইলাম দুইজনে।
তুমি পাসরিলা গোসাঞি আমার আছে মনে ॥
ব্রহ্ম মন্ত্র দিয়াছিলা বিশ্বামিত্র মুনি।
মন্ত্রের প্রতাপে ভোক শোক নাহি জানি ॥
বারো বৎসর উপবাস মন্ত্রের কারণে।
এই সভ কথা কহিলাম তোমার স্থানে ॥
এত যদি বলিলেন সুধীর লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণেরে কোল দিয়া রামের ক্রন্দন ॥
আমার সমান নিদারুণ নাহি ত্রিভুবনে।
তোমা ছাড়্যা ফলমূল খাইতাম কেমনে ॥
লক্ষ্মণের সেবায় রাম চিন্তিত বড় মন।
লক্ষ্মণের ধার শোধিলে সার্থক জীবন ॥
রামের কাছে বসিয়াছে পৃথিবীর যত মুনি।
রাম বলেন অগস্ত্য গোসাঞি অন্তর্য্যামী ॥
পৃথিবীর বৃত্তান্ত গোসাঞি তোমাতে গোচর।
কেমনে জন্মিল গোসাঞি রাক্ষস দুশ্চর ॥
অগস্ত্য বলেন রাম কর অবধান।
যেমতে হইল সৃষ্টি কহি তোমার স্থান ॥
সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা সৃজিলেন আগে পানি।
পানি সৃজিয়া আগে সৃজিলেন পরাণী ॥
জলে হইতে পৃথিবী করিলা উদ্ধার।
পৃথিবী উদ্ধারিয়া কৈলা জীবের সঞ্চার ॥

হেতু নামে জন্মিলা রাক্ষসের বীজী।
দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব তাহার তরে পূজি ॥
তার পুত্র হইল বিদ্যুৎকেশ নাম।
ত্রিভুবন জিনিল সে করিয়া সংগ্রাম ॥
বিদ্যুৎকেশ বিভা করিল সৈন্ধব কুমারী।
শালঙ্কটা নামে কন্যা পরম সুন্দরী ॥
স্ত্রী লৈয়া মন্দার পর্ব্বতে করে কেলি।
ক্রীড়ায় জন্মিল পুত্র তথা হৈতে ফেলি ॥
পুত্র ফেলি ক্রীড়া করে পরম আনন্দে।
ক্ষুধায় আকুল শিশু হাথ চুসে কান্দে ॥
হেটে শিশু কান্দে শুনি উপর গগনে।
পার্ব্বতী শঙ্কর যান বৃষভবাহনে ॥
অনাথ বালক কাঁদে মা বাপ দারুণ।
বৃষভ রাখিয়া পার্ব্বতীর হইল করুণ ॥
পার্ব্বতী বর দিলা শিশু হইল অমর।
সেইক্ষণে হইল তার সোসর ॥
বিদ্যুৎকেশের পুত্র সুকেশ নাম ধরে।
অমর হইল রাক্ষস পার্ব্বতীর বরে ॥
সেই হইতে হৈল রাম রাক্ষস উৎপতি।
অমর বর দিল তারে দেবী তো পার্ব্বতী ॥
আকাশ অন্তরীক্ষে তার হইল পুরী।
ক্রীড়া করে অন্তরীক্ষে বিবাহ আদি করি ॥
স্ত্রী লৈয়া কেলি করে বসন্ত সময়।
তিন পুত্র হইল তার বিষম দুর্জ্জয় ॥
মাল্যবান সর্ব্বজ্যেষ্ঠ মালী আর সুমালী।
তিন ভাই রাক্ষস তারা বলে মহাবলী ॥
সুমেরু পর্ব্বতে তপ করে নিরন্তর।
প্রত্যক্ষ হইয়া ব্রহ্মা তারে দিলা বর ॥
আমার বরে জিনিবা পৃথিবী মণ্ডল।
দেব দানব গন্ধর্ব্ব তারা ডরাবে সকল ॥
বর পাইয়া তিন ভাই করিল গমন।
দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব তারা জিনে ত্রিভুবন ॥
নর্ম্মদা নামে ছিল এক গন্ধর্ব্ব অধিকারী।
তিন কন্যা আছে তার পরম সুন্দরী ॥
গন্ধর্ব্ব সহিত তারা বিস্তর কৈল রণ।
গন্ধর্ব্ব জিনিয়া বিভা কৈল তিনজন ॥
মাল্যবানের স্ত্রী সে পরম সুন্দরী।
সাত পুত্র হইল তার সংসারের বৈরী ॥
বজ্রমুষ্টিক বিরূপাক্ষ যজ্ঞকোপন।
তালজঙ্ঘ সিংহরব ঘোর দরশন ॥
সুমালীর স্ত্রী তার নাম ক্রোধাবতী।
মহাবলবান পুত্র তার বিস্তর শকতি ॥

প্রহস্ত অকম্পন আর ধূম্রাক্ষ বিকট ।
শোণিতাক্ষ বিড়ালাক্ষ রণেতে উৎকট ॥
ভীমকর্ণ শক্রজিৎ তপন প্রঘোষ ।
সুমালীর দশ বেটা বিষম রাক্ষস ॥
সর্ব্বশেষে কন্যা হইল বড়ই কর্কশা ।
রাবণের মাতা সেই নাম নিকষা ॥
মালী রাক্ষসের পরিবার হইল বিস্তর ।
সেই রাক্ষস সঞ্চার হইল পৃথিবী ভিতর ॥
সকল রাক্ষস মেলি করেন যুকতি ।
এতেক রাক্ষস কোথা করিবে বসতি ॥
সকল রাক্ষসে যুক্তি করে অনুমানি ।
হাথে গলায় বাঁধিয়া বিশ্বকর্ম্মা আনি ॥
দেবতার ঘর সজ্জ করহ বিস্তর ।
আমা সভার পুরী সৃষ্টি করহ সত্বর ॥
স্বর্গপুরী করি দেহ অদ্ভুত নির্ম্মাণ ।
দেব দানব গন্ধর্ব্ব যেন না আইসে সেই স্থান ॥
বিষম অলঙ্ঘ্য কর গড় দেখিতে দুর্জ্জয় ।
তাহা দেখি হয় যেন ত্রিভুবনের ভয় ॥
এত শুনি বিশ্বকর্ম্মা হইলা চিন্তিত ।
পূর্ব্ব কথা মনেতে পড়িল আচম্বিত ॥
গরুড় পবনে যুদ্ধ হইল যেই কালে ।
সুমেরু শৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া পড়িছে সমুদ্রের জলে ॥
ত্রিকূট পর্ব্বত আছে সমুদ্র ভিতর ।
সুমেরু শৃঙ্গ আছে তাহার উপর ॥
ত্রিকূট পর্ব্বত আর সেই পর্ব্বতের চূড়ে ।
শতেক যোজন দীর্ঘ সত্তরি যোজন আড়ে ॥
তাহাতে বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ কৈল লঙ্কা ।
দেব দানব গন্ধর্ব্ব দেখিয়া করে শঙ্কা ॥
অতি উচ্চ প্রাচীর নির্ম্মাণ কৈল লঙ্কার ।
উভে সত্তরি যোজন ঠেকে আকাশ উপর ॥
ভিতরে সোনার পাচির বাহিরে লোহার গড় ।
গগন মণ্ডলে লাগে প্রাচীরের চূড় ॥
মুনির কথা শুন্যা রাম করিলেন হাস ।
কহ কহ বলি রাম করিলা প্রকাশ ॥
গরুড়ে পবনে কেন হইল বিসম্বাদ ।
কহ কহ মহাশয় শুনি যে সব সংবাদ ॥
দুইজনের যুদ্ধেতে জানিল কোন জনে ।
সুমেরুর শৃঙ্গ ভাঙ্গে কাহার পরাণে ॥
মুনি বলেন ধন লাগি হইল প্রমাদ ।
গরুড় পবনে রাম শুনি বিসম্বাদ ॥
সন্তাপন নামে রাজা আছিল পূর্ব্বকালে ।
তিন কোটি ধন থুয়্যা স্বর্গবাসে চলে ॥
সন্তাপনের দুই পুত্র পরম সুন্দর ।
বিভাবসু সুপ্রসাদ দুই সহোদর ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্রের ঠাঁঞি ধন থুয়্যা গেল বাপে ।
কনিষ্ঠ ভাই দুঃখ পায় ধনের সন্তাপে ॥
ধনশোকে কনিষ্ঠ ভাই বড়ই দুঃখিত ।
জ্যেষ্ঠেরে বলে ভাগ দেহ যে হয় উচিত ॥
জ্যেষ্ঠ বলে বাপে ভাগ না করিল ধন ।
আমার ঠাঁঞি দাওয়া ধর তুমি কি কারণ ॥
ধন না পাইয়া গেল বশিষ্ঠের ঠাঁঞি ।
বাপের ধন ভাগ না দেয় জ্যেষ্ঠ ভাই ॥
কত ধনে ভাগ মোর বলহ এখন ।
সেই ভাগ দায় ধরি লই বাপের ধন ॥
বশিষ্ঠ বলেন এই ব্যবস্থা আমার ।
পঞ্চ ভাগের দুই ভাগ হইল তোমার ॥
আমার ব্যবস্থা যদি না শুনে বচন ।
তার প্রাণে খাইতে না পারিবে সেই ধন ॥
ব্যবস্থা লইয়া আইলা জ্যেষ্ঠের সদন ।
পঞ্চ ভাগের দুই ভাগ দেহ মোরে ধন ॥
জ্যেষ্ঠ বলেন ভাই হেন কৈলা কেন ।
জাতি নষ্ট কৈলা মোর বশিষ্ঠের স্থান ॥
বারে বারে নিষেধিলু তবু মোরে দিলি লাজ
যাহ রে চণ্ডাল ভাই হও গিয়া গজ ॥
জ্যেষ্ঠের শাপ কনিষ্ঠ এড়াইতে নারে ।
দশ যোজন উভে গজ হৈয়া শরীর ধরে ॥
কনিষ্ঠ বলে জ্যেষ্ঠ ভাই এতো তোর গর্ব্ব ।
আমি তোমায় শাপ দিলু হও কচ্ছব ॥
দুই ভাইর জন্ম হইল দুইজনার শাপে ।
এতেক প্রমাদ পড়ে ধনের পরিতাপে ॥
কচ্ছব গেলা জলে আর গজ গেলা বনে ।
মাটির ভিতরে পড়্যা রহিল বাপের ধনে ॥
যতন করিয়া ধন যে মাটির ভিতর রাখে ।
ধন খাইতে না পায় সে যায় তো বিপাকে ॥
যতন করিয়া যেই জন রাখে অর্থ ।
সেই অর্থ লৈয়া পশ্চাতে হয় অনর্থ ॥
অগ্নিতে পুড়্যা নষ্ট হয়ে লৈ যায় চোরে ।
ধন রাখিলে খাইতে নারে শাস্ত্রে ইহা বলে ॥
বশিষ্ঠের শাপে ধন কারো না পায় রক্ষা ।
গজ কচ্ছপ হইল দেখ ধনের পরীক্ষা ॥
ধনের কথা রঘুনাথ কহিল তোমার স্থানে ।
গজ কচ্ছপের কথা শুন সাবধানে ॥
জলের ভিতরে কচ্ছব আছয়ে সরোবরে ।
দৈবের নির্ব্বন্ধে গজ গেল তার তীরে ॥

দুই প্রহরের রৌদ্রে গজ তৃষায় কাতর।
জল খাইতে গেলা গজ সেই সরোবর ॥
গজ দেখিয়া কচ্ছপ মনে করে।
ধনের শোকে কচ্ছপ গজমুণ্ড চাপিয়া ধরে।
গজ বনে টানে কচ্ছপ টানে পানি।
গজশুণ্ডে কচ্ছপতুণ্ডে করে টানাটানি ॥
কেহো কাহা জিনিতে নারে একই সোসর।
দুই ভাই টানাটানি করে এক বৎসর ॥
বিনতানন্দন গরুড় উড়ে অন্তরীক্ষে।
গজ কচ্ছপ ধরি আনিল এক নখে ॥
এক বৎসর যুদ্ধ হইল বড় অসম্ভব।
দুইজন বলবান গজ আর কচ্ছপ ॥
গজ কচ্ছপ লৈয়া উধা করিল গগনে।
মনে ভাবে কোথা লৈয়া করিব ভক্ষণে ॥
শ্যামবর্ণ বটগাছ শতেক যোজন ডাল।
আশী যোজন শিকড় তার নাব্যাছে পাতাল ॥
চারি ডাল দেখি যেন পর্ব্বতের চূড়া।
সত্তরি যোজন যুড়্যা বটগাছের গোড়া ॥
বালখিল্য মুনিগণ তপ করে গাছের তলে।
গজ কৎসব লৈয়া বসিল তার ডালে ॥
পৃথিবী সহিতে নারে গরুড়ের ভর।
গরুড়ের ভরে ডাল করে মড়মড় ॥
ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িলে মুনিগণ সভ মরে।
ঠোটে করিয়া তখন ডাল চাপিয়া ধরে ॥
মুনি সভ এড়াইল থাকিয়া গাছের তলে।
উড়া করিব উঠে গরুড় গগন মণ্ডলে ॥
ভগ্ন ডাল ফেলাইল চণ্ডালের দেশে।
ডালের চাপনে মৈল চণ্ডাল স্ত্রী আর পুরুষে ॥
অনেক পাপে হৈয়াছে চণ্ডাল জাত্যে জন্ম।
গরুড়ের স্থানে হইল শাপ বিমোচন ॥
গজ কৎসব লৈয়া গেল ব্রহ্মার বিদ্যমানে।
আজ্ঞা কর ইহা লৈয়া খাব কোন্ স্থানে ॥
ব্রহ্মা বলেন আর কোথায় সহিবে তোমার ভর।
গজ কৎসব খাও লৈয়া সুমেরু শিখর ॥
ব্রহ্মআজ্ঞা পাইয়া গরুড় চলিল সত্বরে।
গজ কৎসব লৈয়া বৈসে সুমেরু শিখরে ॥
পর্ব্বতে বসিয়া গজ কৎসব করেন ভক্ষণ।
হেন কালে তথা আইলা দেবতা পবন ॥
পবন বলেন গরুড় তুমি কেন হেথা।
মোর স্থান ছাড় নহে ছিণ্ডিব তোর মাথা ॥
যাবৎ গরুড় তুমি না ছাড় এই স্থান।
নহিলে বিবাদ হৈবে পাইবা অপমান ॥

গরুড় বলে পবন তুমি কত দেহ গালি।
যে যাহে জিনিতে পারে তাহার এই স্থলি ॥
ব্রহ্মার আজ্ঞায় আমি আস্যাছি এই স্থানে।
কি করিতে পার তুমি তোমার পরাণে ॥
গরুড়ের বচনে পবনের ক্রোধ বাঢ়ে।
পর্ব্বতের সহিত তোরে উড়াইব ঝড়ে ॥
গরুড় বলেন পবন আর কত বঁড়াই কর।
সুমেরু পর্ব্বত উপাড়িতে কার প্রাণ দড় ॥
আপনারে বড় জ্ঞান করিসরে পবন।
তোমায় আমায় যুদ্ধ আজি মরে কোন্ জন ॥
দুই পাখে পর্ব্বত ঢাকে বিনতানন্দন ॥
সাত দিন পবন করে ঝড় বরিষণ ॥
গরুড়ের পাখা যেন বজ্রসোসর।
সাত দিন শিলাবৃষ্টি পাখার উপর ॥
বজ্রাঘাত শিলাবৃষ্টি পড়ে ঝনঝনা।
পর্ব্বতের তবু না লড়িল এক কোণা ॥
সৃষ্টিনাশ হয় হয় যেন মহাপ্রলয় কালে।
দেব দানব গন্ধর্ব্ব সভ যায় রসাতলে ॥
ব্রহ্মার নিকট গেলা সকল দেবগণ।
আচম্বিতে সৃষ্টিনাশ হয় কি কারণ ॥
ব্রহ্মা বলেন দেবগণ না কর বিষাদ।
গরুড় পবন দুইজনে হৈয়াছে বিসম্বাদ ॥
আমি গিয়া বিসম্বাদ ঘুচাব এখন।
কোন চিন্তা না করিহ মনে দেবগণ ॥
দেবগণ লৈয়া ব্রহ্মা চলিলা সত্বর।
আগে গেলেন ব্রহ্মা পবন গোচর ॥
ব্রহ্মা বলেন শুনে দেবতা পবন।
আচম্বিতে সৃষ্টিনাশ কর কি কারণ ॥
সৃষ্টি সৃজিলাম আমি বড়ই কর্কশে।
হেন সৃষ্টি নাশ কর যুক্তি নাহি আইসে ॥
সকল দেবতাগণ পায়্যাছে তরাস।
আমি সৃজিলাম সৃষ্টি তুমি কর নাশ ॥
ব্রহ্মার বচন কিছু না শুনে পবন।
মহাপ্রলয় যাবৎ নহে তাবৎ করিব রণ ॥
পবনের ঠাঁঞি শুনি নিষ্ঠুর উত্তর।
তবে গেলেন ব্রহ্মা গরুড় গোচর ॥
ব্রহ্মা বলেন গরুড় সৃষ্টি কর রক্ষা।
এক দিগের ঝাট টানিয়া লহ পাখা ॥
ব্রহ্মার কথা শুনিয়া গরুড়ের হৈল হাস।
তোমার বোলে পাখা নিব পবন পাবে আশ ॥
ব্রহ্মা বলেন যে যেমন আমি জানি ভালে।
কোটি বৎসরে পবন তোমা কি করিতে পারে ॥

ব্রহ্মার বচন শুনি গরুড় বীর হাসে।
শুনিয়া ব্রহ্মার আজ্ঞা পাখা লইল এক পাশে ॥
গরুড় পাখা নিল টান্যা পর্ব্বত লড়ে ঝড়ে।
ঝড়ের বেগে সুমেরুর এক শৃঙ্গ ভাঙ্গ্যা পড়ে ॥
ত্রিকূট পর্ব্বত আছে সাগর ভিতর।
সুমেরুর শৃঙ্গ পড়ে তাহার উপর ॥
লঙ্কা নামে পুরী তাহে কৈল বিশ্বকর্ম্ম।
এইরূপে রঘুনাথ লঙ্কার হইল জন্ম ॥
পবন না পারে যারে গরুড় দুর্জ্জয়।
হেন গরুড় রাক্ষসের ঠাঁঞি পরাজয় ॥
মাল্যবান তিন ভাই লঙ্কায় রাজ্য করে।
দেব দানব গন্ধর্ব্ব পলায় তার ডরে ॥
সে বলে আমি ব্রহ্মা আমি বিষ্ণু আমি পুরন্দর।
কুবের বরুণ যম যতেক অমর ॥
এতেক রাক্ষস সভ করে অহঙ্কার।
দেবগণ খেদাইয়া লব রাজ্যভার ॥
স্বর্গ ছাড়ি পলাইয়া যায় দেবগণ।
শিবের নিকটে গিয়া দিল দরশন ॥
রাক্ষস নিবারণ কর দেব মহেশ্বর।
রাক্ষস মারিয়া দেবতার ঘুচাও ডর ॥
রাক্ষসের দর্প শুনি দেব মহেশ্বর।
শিব বলেন শুন অহে দেব পুরন্দর ॥
উপদেশ বলি আমি শুন দেবগণ।
রাক্ষস বধিতে পারেন দেব নারায়ণ ॥
উপদেশ শুনিয়া হরিষ দেবগণ।
শরণ লইলা গিয়া বিষ্ণুর চরণ ॥
বিষ্ণু বলেন সুকেশের পুত্রে আমি জানি।
ব্রহ্মার ঠাঁঞি বর পাইয়া ত্রিভুবন জিনি ॥
সবংশে বধিব যদি তোমা সভ হিংসে।
ঘরে যাও দেবগণ পরম হরিষে।
বিষ্ণুমায়ায় লোক পাছু নাহি গণে।
মরিবারে রাক্ষস সভ যুঝে বিষ্ণু সনে ॥
দেবগণের যুক্তি শুনিয়া মাল্যবান।
তিন ভাই মেলি যুক্তি করে অনুমান ॥
আমা সভা মারিতে বিষ্ণু করিছে সন্ধান।
উপায় বলহ সভে কি করি এখন ॥
বিষ্ণুরে মারিলে চমৎকার ত্রিভুবনে থাকে।
আর যেন যুক্তি নাহি করে দেবলোকে ॥
তিন ভাই মিলিয়া করিব মহারণ।
স্বর্গপুরে বসতি করিব মারিয়া দেবগণ ॥
তিন ভাই মিলিয়া যুক্তি করিলেক সার।
হস্তী ঘোড়া ঢাক ঢোল কটক অপার ॥

সৈন্যসামন্ত গিয়া রথের উপর চড়ে।
বৈকুণ্ঠে চলিল কটক বিষ্ণু মারিবারে ॥
অন্তর্য্যামী ভগবান আপনি নারায়ণে।
আমার উপর সাজ্যা আসে রাক্ষস মাল্যবানে ॥
অন্তরীক্ষে রাক্ষস উঠিল স্বর্গপুরী।
গরুড়ে চাপিয়া আইলা আপনি শ্রীহরি ॥
সিংহনাদ ছাড়িলা বিষ্ণু ত্রিভুবন লড়ে।
হস্তী ঘোড়া সৈন্য কটক মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়ে
রাক্ষস উপরে অস্ত্র ফেলেন ঘন ঘন।
পর্ব্বত উপরে যেন শিলা বরিষণ ॥
কোপিলেক মাল্যবান যুঝিতে আসরে।
ক্রোধ করি গদা বাড়ি গরুড়েরে মারে ॥
ঝঞ্ঝনা পড়য়ে যেন মাথার উপরে।
গদা খাইয়া গরুড় বিষ্ণুরে লৈয়া উড়ে ॥
গরুড় পলায় রাক্ষসগণে দেয় টীটকারি।
ক্রোধ করি চক্রবাণ এড়েন শ্রীহরি ॥
চক্রবাণে মালী রাক্ষসের মাথা গেল কাট।
চক্র দেখি সুমালী পলায় নাহি দেখে বাট ॥
সুস্থ হইল গরুড় বীর বিষ্ণু লৈয়া পিঠে।
বিষ্ণুচক্রে নারায়ণ অনেক সৈন্য কাটে ॥
মাল্যবান ডাক্যা বলে শুন হে শ্রীহরি।
বিমুখ হৈয়া পলায় যে জন তারে নাহি মারি।
বিষ্ণু বলেন মাল্যবান শুন সাবধানে।
প্রতিজ্ঞা করিলু আমি দেব বিদ্যমানে ॥
রাক্ষস মারিয়া দেবগণের ঘুচাইব ডর।
নহে লঙ্কা ছাড়্যা যাহ পাতাল ভিতর ॥
মাল্যবান বলে বিষ্ণু জিনিলা হেন বাস।
আইসহ করিতে যুদ্ধ মরিবারে আশ ॥
এক ভাই মার‍্যা তোর বাড়িছে অহঙ্কার।
মোর হাথে পড়িলে তোর নাহিক নিস্তার ॥
এই আমি রহিলাম বলে মাল্যবান।
যত শক্তি থাকে তোর মোর উপর হান ॥
এত বলি রহিলা বীব বিষ্ণুর সম্মুখে।
অগ্নিবাণ মারিলা বিষ্ণু মাল্যবানের বুকে ॥
অগ্নিবাণে রাক্ষসের সর্ব্বাঙ্গ পোড়ে।
মূর্চ্ছিত হইয়া রাক্ষস পৃথিবীতে পড়ে ॥
সকল রাক্ষস মরে শ্রীহরির বাণে।
লঙ্কাপুরী পায়্যা কুবের বসিলা সিংহাসনে ॥
আগে রাজ্য করিলেক মাল্যবান মালী সুমালী।
তবে রাজ্য পাইলেক কুবের মহাবলী ॥
চৌদ্দ যুগ তাহে রাজ্য করিল রাবণ।
তার পাছে রাজা তুমি কৈলা বিভীষণ ॥

রাবণ মারিলা তুমি বড়ই সুষম।
রাবণ হৈতে পূর্ব্ব রাক্ষস বড়ই বিষম॥
আপনি শ্রীরাম তুমি বিষ্ণু অবতার।
পূর্ব্ব রাক্ষস যত ছিল তোমারি সংহার॥
অগস্ত্যের কথা শুন্যা রঘুনাথের হাস।
কহ কহ বলি রাম করিল প্রকাশ॥
লংকাপুরী কুবের ছাড়িলা কি কারণ।
লংকার রাজা কেমতে বা হইল রাবণ॥
কুবেরেরে জানি বিশ্রবার নন্দন।
বিশ্রবার পুত্র রাবণ কুম্ভকর্ণ॥
একই বাপের পো সভ সর্ব্বলোকে জানি।
রাবণ কেন রাক্ষস হইল কহ দেখি শুনি॥
তোমার কথা শুনিতে মুনি বড় চমৎকার।
কেমনে কুবের হইল ধনলোকপাল॥
অগস্ত্য বলেন রাম কর অবধান।
বিশ্রবার বংশাবলী কহি তোমার স্থান॥
পৌলস্ত্য মহামুনি তিনি ব্রহ্মার নন্দন।
ব্রহ্মার সমান তিনি মহা তপোধন॥
তপস্যা করিতে গেলা সুমেরু শিখরি।
কেলি করিবারে তথা আইল মেনকা অপ্সরী॥
দেবকন্যা নাগকন্যা গন্ধর্ব্ব অপ্সরা।
কন্যা কন্যা মিলি তারা ক্রীড়ায় তৎপরা॥
কেহো বাজায় কেহো নাচে কেহো গায় সুস্বরে।
কোপে মুনি শাপ দিলা কন্যা সভাকারে॥
কন্যা হৈয়া যেইজন আসিবে এই স্থান।
বিনা পুরুষে গর্ভ হবে পাইবে অপমান॥
তৃণবিন্দু মুনির কন্যা শাপ নাহি শুনে।
কৌতুকে খেলাইয়া বেড়ায় মুনির তপোবনে॥
মুনি শাপ দিল কন্যা স্তনে দুগ্ধ ঝরে।
অপমান পায়্যা কন্যা গেলা মুনির গোচরে॥
কন্যার গাত্রে বিকার দেখ্যা পিতার সম্ভ্রম।
তৃণবিন্দু মুনি গেলা পৌলস্ত্য আশ্রম॥
তোমার শাপে কন্যা মোর পায়্যাছে অপমান।
তুমি বিভা কর কন্যা আমি করি দান॥
পৌলস্ত্য বলেন কন্যা বড়ই বিষম।
আন কন্যা আমি করিব তার পানি গ্রহণ॥
বিবাহ করিয়া তুষ্ট হইল কন্যার গুণে।
বর দিয়া কন্যারে তুষিলা ততক্ষণে॥
আমার শাপে গর্ভ তুমি ধর‍্যাছ উদরে।
এই গর্ভে জন্মিবে উত্তম পুরুষবরে॥
বিশ্রবা নামে পুত্র প্রসবে সুন্দরী।
পরম সুন্দর পুত্র সর্ব্বগুণধারী॥
পৌলস্ত্যের পুত্র তিনি ব্রহ্মার নাতি।
বিশ্রবা মুনি হইলা জগতে খেয়াতি॥
ভরদ্বাজের কন্যা ছিল নাম তার লোভা।
সেই কন্যা বিভা কৈল মুনি বিশ্রবা॥
বিশ্রবার পুত্র হইল কুবের বৈশ্রবণ।
তপস্যা ছাড়িয়া কুবের অন্য নাহি মন॥
চৌদ্দ হাজার বৎসর তপস্যা করিল অনাহার।
অন্তবাড় লাগিল তার অস্থিচর্ম্ম সার॥
আপনি আসিয়া ব্রহ্মা কুবেরে দিলা বর।
লোকপাল হইলেন তিনি ধনের ঈশ্বর॥
ইন্দ্র যম বরুণের হইলা সোসর।
কুবেরের ঠাকুরাল ব্রহ্মার পাইয়া বর॥
অমর বর দিয়া ব্রহ্মা করিলা সম্মান।
পুষ্পক রথখান কুবেরে কৈলা দান॥
পুষ্পক রথের রাম অপূর্ব্ব কথন।
শুনি চমৎকার লাগে তার বিবরণ॥
দশ যোজন রথখান থাকে সর্ব্বক্ষণ।
কুড়ি যোজন হৈতে পারে যখন করে মন॥
ব্রহ্মবরে রথখান অক্ষয় অব্যয়।
যত ভাঙ্গে তত হয় নাহি অপচয়॥
বিশ্বকর্মার নির্ম্মিত রথ অদ্ভুত নির্ম্মাণ।
হেন রথখান ব্রহ্মা কুবেরে দিলা দান॥
ব্রহ্মার ঠাঞি বর পায়্যা বাপে নমস্কার।
যত বর দিলা ব্রহ্মা বাপে করে গোচর॥
সংসারের দুর্ল্লভ রথ ব্রহ্মা মোরে দিলা দান।
সবে মাত্র নাহি দেন বসিবার স্থান॥
পিতা হৈয়া তুমি পুত্রের কর স্থিতি।
বিশ্রবা বলেন কুবের ধনের অধিপতি॥
বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত আছে কনক লংকাপুরী।
রাক্ষসের রাজ্য সে রাক্ষস অধিকরী॥
বিষ্ণুর ডরে রাক্ষস প্রবেশিল পাতাল।
সুবর্ণের পুরী সেই রত্নে মিসাল॥
সাগরের মধ্যে পুরী কারো নাহি শঙ্কা।
পৃথিবীর দুর্ল্লভ স্থান নাম তার লঙ্কা॥
পিতার কথা শুন্যা তার পরম পিরিতি।
লংকাপুরী গিয়া কুবের কৈলা বসতি॥
যেন মতে লংকাপুরী পাইল রাবণ।
তার কথা শুন রাম অপূর্ব্ব কথন॥
পুষ্পক রথ চড়িয়া কুবের বেড়ায় অন্তরীক্ষে।
পাতালে থাকিয়া তাহা সুমালী রাক্ষস দেখে॥
আপনার লাভ রাক্ষস গণে মনে মনে।
নিকষা নামে কন্যা তার ডাক দিয়া আনে॥

যে পুত্র জন্মিবেক বিশ্রবার বীর্য্যে।
ত্রিভুবন জিনিবেক সে আপনার তেজে ॥
সুবেশা হইয়া তুমি যাও তার পাশে।
তোমার রূপ দেখিলে মুনির হবে অভিলাষে ॥
তার বীর্য্যে পুত্র যদি ধরহ উদরে।
কুবেরে জিনিয়া লংকা লবে নিজ অধিকারে ॥
ঝাট চল নিকষা বিশ্রবার পাশে।
তবে লংকাপুরী পাবে মোর মনে আইসে ॥
বাপের আজ্ঞায় বেশ ধরি গেলা মুনির স্থানে।
যে সময় বিশ্রবা আছিলেন ধেয়ানে ॥
হেনকালে নিকষা গেলা মুনি বিদ্যমানে।
বাপের আজ্ঞায় বেশ ধরি গেলা মুনির স্থানে ॥
কন্যা দেখি মুনি বলে তুমি কোন্ জাতি।
কোন্ কার্য্যে আসিয়াছ আমার বসতি ॥
কন্যা বলে তুমি মোরে কি কর জিজ্ঞাসা।
সুমালীর কন্যা আমি নাম নিকষা ॥
রাক্ষসকুলে জন্ম আমার জাতি রাক্ষসী।
বাপের আজ্ঞায় তোমার ঠাঁঞি পুত্র অভিলাষী ॥
অন্তরে হরিষ মুনি দেখি তার রূপ।
মনে অভিলাষ বড় পরম কৌতুক ॥
মুনি বলে পুত্র ইচ্ছ অগ্নি উত্থানকালে।
যজ্ঞ অনলে পুত্র হবে উচিত নহিবে কুলে ॥
বিকৃতি মূর্ত্তি ধরিবেক বিকৃতি আকার।
চিরঞ্জীব নহিবেক অবশ্য সংহার ॥
মুনি বলে তিন পুত্র ধরিবে উদরে।
দুই পুত্র মরিবেক আপন অহঙ্কারে ॥
সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র হৈবে কুলের উচিত।
ধার্ম্মিক হইবে সেই বিচারে পণ্ডিত ॥
আমার উচিত পুত্র হৈবে নাম বিভীষণ।
ব্রহ্মার বরে চারি যুগ তাহার জীবন ॥
হরষিতে মুনি তারে দিল আলিঙ্গন।
পুত্র প্রসবে নিকষা মুনির আশ্রম ॥
আগে পুত্র জন্মিল তার নাম রাবণ।
দশ মুণ্ড কুড়ি হাথ কুড়িটা লোচন ॥
উল্কাপাত নির্ঘোষ পড়ে রক্ত বরিষণ।
জন্মমাত্র স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কাঁপে ত্রিভুবন ॥
তবে কুম্ভকর্ণ হৈল দেখিতে ভয়ংকর।
আড়ে দীঘে দশ যোজন শরীর ডাগর ॥
ভূমেতে পড়িলে তার মাথা ঠেকিল আকাশ।
দেখিয়া দেবতাগণ পাইল তরাস ॥
তবে কন্যা জন্মিল নাম শূর্পণখা।
বিভাকালে ভাতার খাবে রাঁড় তার লেখা ॥

দেখিয়া দেবতাগণ করয়ে বিষাদ।
এই রাঁড় হৈতে হৈবে বড়ই প্রমাদ ॥
তবে পুত্র জন্মিল তার নাম বিভীষণ।
স্বর্গে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ ॥
ধার্ম্মিক হইবেক এই বিষ্ণুপরায়ণ।
ইহা হইতে পরিত্রাণ পাইবে দেবগণ ॥
এক কন্যা তিন পুত্র হইল দুর্জ্জয়।
পরম কৌতুকে আছে মুনির আলয় ॥
হেন কালে কুবের আইল বাপ সম্ভাষণে।
কুবের দেখিয়া নিকষা বুঝায় রাবণে ॥
কুবের ঠাকুরালি করে যে বাপের বীর্য্যে।
সেই বাপের পুত্র তুমি হইলা অকার্য্যে ॥
আমার বাপের রাজ্য কনক লংকাপুরী।
হেন লংকার কুবের রাজা দেখিতে না পারি ॥
রাবণ বলে মা তুমি না কর বিষাদ।
লংকাপুরী জিন্যা লব তপের প্রসাদ ॥
উৎকট তপ যদি করিবারে পারি।
তপের ফলে জিন্যা লইব লংকাপুরী ॥
গোকর্ণ নামে পর্ব্বত আছে বনের ভিতর।
তপ করিতে গেল তারা তিন সহোদর ॥
উৎকট তপ তারা করে তপোবনে।
তপের কথা মুনি কহেন রামের স্থানে ॥
কুম্ভকর্ণ তপ করে বড়ই দুষ্কর।
ঊর্দ্ধ পায় তপ করে দশ হাজার বৎসর ॥
ব্রহ্ম অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া সম্মুখে।
অগ্নির উত্তাপ গিয়া লাগে নাকে মুখে ॥
বর্ষাকালে কুম্ভকর্ণ থাকিয়া শ্মশানে।
বরিষার ধারে বীর তিতে রাত্রি দিনে ॥
শীতকালে জলে থাকে অষ্টপ্রহর।
এই মতে তপ করে দশ হাজার বৎসর ॥
দশ হাজার বৎসর তপ করিল রাবণে।
নয় মাথা কাটিয়া তপ কৈল দশাননে ॥
নয় মাথা কাটিলেক নয় হাজার বৎসর।
এক মাথা থাকিতে ব্রহ্মা দিতে আইলা বর ॥
বর মাগ রাবণ দুঃখ না করিহ আর।
যত বর মাগ তত দিব অধিকার ॥
রাবণ বলে ব্রহ্মা যদি দিবে বর।
তোমার চারি যুগে আমি হইব অমর ॥
রাবণের বাক্য শুন্যা ব্রহ্মার হইল হাস।
তুমি অমর হৈলে মোর সৃষ্টি হৈবে নাশ ॥
ব্রহ্মা বলেন রাবণ তুমি মাগ আর বর।
অমর বর দিতে নারি বড়ই দুষ্কর ॥

রাবণ বলে দেব দানব গন্ধর্ব্ব আর যক্ষ ।
ইহার ঠাঁঞি মরণ নাই হয় আমার ভক্ষ্য ॥
ব্রহ্মা বলেন শুন রাবণ মোর কথা ।
যত মাথা কাটা যাবে ততো হইবে মাথা ॥
দেব দানব গন্ধর্ব্বে নাহি তোর ডর ।
সংবশে মারিবে তোরে নর আর বানর ॥
রাবণ এড়িয়া ব্রহ্মা গেলা বিভীষণের ভিতে ।
বর মাগ বিভীষণ যে লয় তোর চিতে ॥
বিভীষণ বলে ধর্ম্ম ছাড়া বর নাহি চাই ।
সর্ব্বক্ষণ বিষ্ণুভক্তি মাগি তোমার ঠাই ॥
ব্রহ্মা বলেন তুষ্ট হৈলাম তোমার বচনে ।
অজর অমর হও তুমি দেবের সম্মানে ॥
রাক্ষস কুলে জন্ম তোমার ধর্ম্ম অবতার ।
তোমা হইতে দেবগণ পাইবে নিস্তার ॥
বিষ্ণুভক্তি তোমার হইবে ভালমতে ।
বিভীষণ এড়িয়া গেলা কুম্ভকর্ণের ভিতে ॥
দেবগণ বলে ব্রহ্মা পড়িল প্রমাদ ।
বিনা বরে উহার না সহিতে পারি সিংহনাদ ॥
যদি ব্রহ্মার ঠাঁঞি বর পায় কুম্ভকর্ণ ।
তবে রক্ষা না পাইবে যত দেবগণ ॥
ব্রহ্মার নিকটে গিয়া সভে করিলা যুকতি ।
ডাক দিয়া আনিলা ব্রহ্মা দেবী সরস্বতী ॥
আমার ঠাঁঞি বর যখন চাহিবে কুম্ভকর্ণ ।
তুমি নিদ্রা চাহিও যেন হয় অচৈতন্য ॥
তোমার প্রসাদে দেবের হউক পরিত্রাণ ।
এতেক বলিয়া ব্রহ্মা কৈলা সমাধান ॥
এত যদি ব্রহ্মা তারে বুঝাইলা বিশেষ ।
কুম্ভকর্ণের শরীরে সরস্বতী করিলা প্রবেশ ॥
ব্রহ্মা বলেন কুম্ভকর্ণ ঝাট মাগ বর ।
কুম্ভকর্ণ বলে নিদ্রা যাই নিরন্তর ॥
ব্রহ্মা বলেন যে বর চাহিলা কুম্ভকর্ণ ।
রাত্রিদিন নিদ্রা যাহ হৈয়া অচৈতন্য ॥
এত যদি ব্রহ্মা তারে বলিলা বচন ।
সরস্বতী ছাড়ি গেলা হয় অচেতন ॥
ব্রহ্মার বরে কুম্ভকর্ণ তখন পড়ে নিঁদে ।
কুম্ভকর্ণের নিদ্রা দেখি রাবণ তখন কাঁদে ॥
রাবণ বলে ব্রহ্মা সৃষ্টি সৃজিলা আপনি ।
ফলের সহিত গাছ কাট অপযশ কাহিনী ॥
কুম্ভকর্ণ হয় তোমার সম্বন্ধে পরিনাতি ।
এমন দারুণ শাপ দিলা না হয় যুকতি ॥
নিদ্রা যাবে কুম্ভকর্ণ কভু নবে আন ।
নিদ্রা জাগরণ গোসাঞি কর সমাধান ॥

রাবণের বচনে ব্রহ্মা বলেন তখন ।
ছয় মাস নিদ্রা যাবে এক দিন জাগরণ ॥
অনেক ভোগ করিবেক অদ্ভুত করিবে রণ ।
দেব দানব গন্ধর্ব্ব জিনিবে সর্ব্বজন ॥
হরিষ হইল রাবণ ব্রহ্মার শুনি বাণী ।
নিদ্রায় অচেতন কুম্ভকর্ণ সভে ধরিয়া আনি ॥
রাবণ বর পাইল সুমালী হরষিত ।
পাতাল হইতে রাক্ষস উঠে আচম্বিত ॥
রাবণেরে কোল দিয়া বলিছে সুমালী ।
তোমা নাতি প্রসাদে এড়াইলু পাতালপুরী ॥
যাহা লাগি তোমার বাপেরে দিলু কন্যাদান ।
তোমা নাতি প্রসাদে এখন পাইলু পরিত্রাণ ॥
পাতালে প্রবেশিল রাক্ষস হইয়া বিমুখ ।
তোমা নাতি প্রসাদে এখন হইল সুখ ॥
রাক্ষসের রাজ্য আমার কনক লঙ্কাপুরী ।
রাক্ষস পাতালে গেল এখন কুবের অধিকারী ॥
সকল রাক্ষস মিলিয়া তোমায় দিলু অধিকার ।
কুবেরকে জিনিয়া লঙ্কায় কর ঠাকুরাল ॥
রাবণ বলে মাতামহ বলিলা কোন্ বাণী ।
জ্যেষ্ঠ ভাই পিতার তুল্য সর্ব্বলোকে জানি ॥
জ্যেষ্ঠ ভাইর বিসম্বাদে না হইবে ভালে ।
হেন যুক্তি বলিল কেন সভার ভিতরে ॥
সকল রাক্ষস মিলিয়া করে অনুমান ।
প্রহস্ত উঠিয়া বলে রাবণ বিদ্যমান ॥
কুবেরে গৌরব রাখ জ্ঞাতি কি সুমুখী ।
ত্রিভুবনে ভাই বিরোধ সভ ঠাঁঞি দেখি ॥
দেব দানব গন্ধর্ব্ব যত বৈসে জন ।
ভাই মারি ঠাকুরালি করে সর্ব্বজন ॥
যত জন ভাই মারে কহি তোমার ঠাঁঞি ।
দেবরাজ পুরন্দর মারিল তার ভাই ॥
গরুড়ের ভাই সর্প সর্ব্বলোকে জানি ।
হেন সর্প পাইলে গরুড় খায় তো তখনি ॥
কুবেরে গৌরব রাখ জ্ঞাতির মনে দুখ ।
কুবের ঠাকুরালি করে তোমার তাহে কিবা সুখ ॥
পূর্ব্বে মায়ের তরে তুমি দিয়াছ আশ্বাস ।
কুবের জিনিয়া লঙ্কা লৈবে আপন বশ ॥
সে সভ কথা তুমি পাসর কি কারণ ।
প্রহস্তের বচনে দূত পাঠায় রাবণ ॥
রাবণের দূত গিয়া কুবেরে লোঙায় মাথা ।
যোড় হাথ করিয়া কহে রাবণের কথা ॥
রাক্ষসের রাজ্য লঙ্কা সংসার বিদিত ।
হেন লঙ্কায় আছ কুবের নহে তো উচিত ॥

ভাইর গৌরব রাখ করহ সম্মান।
রাবণেরে লঙ্কা দিয়া তুমি যাহ অন্য স্থান ॥
মাতামহের পুরী তার তেঁঞি দায় ধরে।
কোন্ সাহসে আছ তুমি লঙ্কার ভিতরে ॥
এত শুনি লাজ পায় দূতের বচন।
বাপের ঠাঞি গিয়া কুবের করে নিবেদন ॥
রাবণের দূত গেল মোর বিদ্যমানে।
মোরে কহে লঙ্কা ছাড়্যা যাহ অন্য স্থানে ॥
বিশ্রবা বলে তুমি ধনের অধিকারী।
বিষম রাক্ষসের আমি কি করিতে পারি ॥
ব্রহ্মার ঠাঞি বর পায়্যা না মানে বাপ ভাই।
আপন দোষে মরিবে সে তুমি যাও অন্য ঠাই ॥
কৈলাস পর্ব্বতে রহ যথা গঙ্গা ভাগীরথী।
তোমার যোগ্য সেই স্থান কর গিয়া বসতি ॥
বাপের আজ্ঞা পায়্যা কুবের হইলা হরষিত।
রাবণেরে দূত পাঠায় কহিয়া পিরিত ॥
লঙ্কা রাজ্য করুন রাবণ তাহে নাহি কাঁটা।
তার ধনে মোর ধনে তাহে নাহি বাঁটা ॥
ত্রিশ কোটি যক্ষে কুবেরের ধন বহে।
রাবণেরে লঙ্কা দিয়া কৈলাসে গিয়া রহে ॥
লঙ্কা পায়্যা রাবণের পরম পিরিতি।
লঙ্কায় গিয়া রাক্ষস সভ করিল বসতি।
সকল রাক্ষস মেলি রাবণে কৈল রাজা।
দেব দানব ত্রিভুবনে করে তার পূজা ॥
রাবণ কুম্ভকর্ণ রাক্ষস বিভীষণ।
যেন মতে বিভা তারা কৈল তিনজন ॥
মৃগয়া করিতে গেল গহন কাননে।
ময় দানব সনে দেখা হৈল সেইখানে ॥
কন্যারত্ন আছে তার পরম সুন্দরী।
ত্রৈলোক্য জিনিয়া রূপ নাম মন্দোদরী ॥
রাবণ বলে কন্যা লৈয়া আছ কেন বনে।
সকল কথা কহে দানব রাবণ তাহা শুনে ॥
কন্যা বর মাগিয়াছি দেব আরাধনে।
পরম সুন্দরী কন্যা থোব কার স্থানে ॥
রাজশ্রী দেখি তোমার শুন মহাশয়।
কোন্ কুলে জন্ম তোমার দেহ পরিচয় ॥
রাবণ বলে আমি বিশ্রবানন্দন।
রাক্ষসের রাজা আমি নাম দশানন ॥
ময় দানব বলে আমি বিশ্রবায় জানি।
আমার কন্যা বিভা করহ আপনি ॥
কন্যা দান করে দানব পরম কৌতুকে।
শক্তিশেল নামে অস্ত্র দিলেক যৌতুকে ॥
যমের ভগিনী সেই শেল সংসার বিদিত।
সেই শেলে লক্ষ্মণ বীর হৈয়াছিলেন মূর্চ্ছিত ॥
রাবণেরে বাপের শাপ দানব নাহি জানে।
কন্যাদান দিয়া রাবণে বিষাদিল মনে ॥
বিরোচন রাজার কন্যা যৌবনে উজ্জ্বলা।
কুম্ভকর্ণ বিভা কৈল নাম চন্দ্রকলা ॥
সেই কন্যা দীঘলকায় তিন যোজন।
সাত যোজন উভে বড় বীর কুম্ভকর্ণ ॥
যেন কন্যা তেন বর শোভে দুইজন।
কুম্ভকর্ণ বিভা কৈল সেই তপোবন ॥
সরমা নামেতে কন্যা গন্ধর্ব্বকুমারী।
বিভীষণ বিভা করে পরম সুন্দরী ॥
মৃগয়া করিতে গেলা বিভা কৈল তিনজন।
বিভা করি লৈয়া আইল লঙ্কায় তখন ॥
মন্দোদরীর পুত্র হৈল মেঘনাদ।
দেখিয়া দেবতাগণ করয়ে বিষাদ ॥
মেঘের গর্জ্জনে গর্জ্জে লঙ্কার ভিতর।
থরথরে কাঁপেন পৃথিবী সপ্ত সাগর ॥
গন্ধর্ব্ব দেবতা যক্ষ সভে কাঁপে ডরে।
ত্রিভুবন কম্পমান ত্রাসিত অন্তরে ॥
রাত্রিদিন কুম্ভকর্ণ নিদ্রায় অচেতন।
ত্রিশ যোজন নিদ্রার ঘর বাঁধিল রাবণ ॥
দশ যোজন দ্বার রাখে আড়ে পরিসর।
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা যায় ঘরের ভিতর ॥
ত্রিশ কোটি ঠাটে চারি দ্বার রাখে।
নিদ্রা যায় কুম্ভকর্ণ আপনার সুখে ॥
এইমত নানা সুখে আছে রাক্ষসগণ।
চৌদ্দ যুগ লঙ্কায় রাজ্য করিল রাবণ ॥
অগস্ত্যের কথা শুনি রঘুনাথের হাস।
কহ কহ বলিয়া রাম করিলা প্রকাশ ॥
কোথা কোথা কৈল রাবণ দিগ্বিজয় রণ।
কহ দেখি শুনি মুনি পুরাণ কথন ॥
অগস্ত্য বলেন রঘুনাথ কর অবধান।
দিগ্বিজয়ের কথা কহি তব স্থান ॥
ছত্রিশ কোটি রাবণের প্রধান সেনাপতি।
তিরাশী কোটি বৃন্দ রাবণের ঘোড়া হাথী ॥
রাজ রাজ্য তার সাতশত অক্ষৌহিণী।
সত্তরি অক্ষৌহিণী ঠাট তারে কাঁপে তো মেদিনী ॥
ব্রহ্মার বর পায়্যা তার দুর্জ্জয় প্রতাপ।
রাবণের নামে দেব দৈত্য সভার লাগে কাঁপ ॥
রথে চড়িয়া অন্তরীক্ষে বেড়ায় রাবণে।
স্বর্গপুরী যত পায় লুট্যা লুট্যা আনে ॥

দেবকন্যা যত আনে স্বর্গবিদ্যাধরী।
পরস্ত্রী ধরিয়া আনি লঙ্কায় করে কেলি॥
কুবেরে ইন্দ্র রাজা ডাক দিয়া বলে।
তোমার ভাই রাবণ কেন দুরাচার করে॥
কুবের বলেন আমি তার কি করিতে পারি।
আমারে খেদাইয়া সে নিল লঙ্কাপুরী॥
দূত পাঠাইয়া দিলে না থাকিবে প্রবোধে।
আরবার আসিয়া মোরে কি করিবে ক্রোধে॥
আসিয়া কুবের দূত পাঠায় সত্বর।
এই সভ কথা কহ গিয়া রাবণ গোচর॥
রাবণ গোচরে দূতে লোয়াইল মাথা।
যোড় হাথ করিয়া কহে কুবেরের কথা॥
চৌদ্দ হাজার বৎসর তপ কৈল অনাহার।
অন্তবাড় লাগিল তার অস্থিচর্ম্ম সার॥
ব্রহ্মা আসিয়া আপনি কুবেরে দিলা বর।
লোকপাল হইলা তিনি ধনের ঈশ্বর॥
দেবতার মায়া কুবের তবু নাহি জানে।
কোন্ তপ কর্যা তুমি হিংস দেবগণে॥
এত যদি দূতের মুখে শুনে রাবণ কথা।
কুপিল রাবণ রাজা দূতের কাটে মাথা॥
দেবতার বঁড়াই কুবের শুনায় আমায় তরে।
দূত কাটিয়া যাই কুবের মারিবারে॥
দিগ্‌বিজয় করিতে তখন চলিল রাবণ।
আগে কুবের মারি পিছে দেবগণ॥
ছত্রিশ কোটি রাবণের প্রধান সেনাপতি।
সাজিয়া চলিল সভে রাবণ সংহতি॥
রাবণের রথ লৈয়া যোগায় সারথি।
মণি মাণিক রতন নির্ম্মাইল তথি॥
কনক রচিত রথ অদ্ভুত নির্ম্মাণ।
পবন বেগে অষ্ট ঘোড়া রথের যোগান॥
পর্ব্বতিয়া ঘোড়া তাহে সোনার বিন্দুকি।
তেইশ অক্ষৌহিণী চলে যুঝার ধানুকী॥
বিংশতি কোটি হস্তী চলে অর্ব্বুদ কোটি ঘোড়া।
সত্তরি অক্ষৌহিণী পাইক চলে জাটি ঝকড়া॥
পাইকের পায়ের ভরে কাঁপে তো মেদিনী।
রাবণের সনে বাদ্য সাত অক্ষৌহিণী॥
শত সহস্র দড়মসা তিন লক্ষ কর্ণাল।
কোটি সহস্র ঘণ্টা বাজে মৃদঙ্গ মিশাল॥
ভেঙুর ঝাঝরি বাজে ত্রিশ কোটি কাড়া।
কাংস্য করতাল বাজে ছত্রিশ কোটি পড়া॥
তিরাশী লক্ষ বাদ্য বাজে বড় বড় দামা।
দণ্ডী মুহরি বাজে সাতাইশ লক্ষ বীণা॥
লক্ষ লক্ষ শিঙ্গা বাজে ডম্ফ কোটি কোটি।
আঠারো লাখ দগড়ে ঘন পড়ে কাটী॥
ত্রিশ লক্ষ শানি বাজে অতি খরসান।
নৈ লক্ষ শঙ্খ বাজে মঙ্গল আগুয়ান॥
ঢেমচা খেমচা বাজে পঞ্চাশ হাজার।
চৌরাশী লক্ষ কোটি বাজে পাখওয়াজ উরমাল॥
শরমঙ্গলা বাজে সত্তরি লাখ কাঁশি।
বিরানই হাজার বাজে মন্দ মধুর বাঁশি॥
বাদ্যের কোলাহলে দেবতার তরাস।
চৌরাশি লক্ষ কোটি বাজে যন্ত্র কপিলাশ॥
তবল নিশান ঢাক বাজে জয়ঢোল।
সকল পৃথিবী যুড়ি উঠিল গণ্ডগোল॥
রাবণের সাজন দেখি কাঁপে দেবগণ।
ত্রিভুবন জিনিতে মন সাজিল রাবণ॥
চক্ষুর নিমিষে রাবণ সাগর হৈল পার।
কৈলাস পর্ব্বতে উঠি করি মহামার॥
কুবেরে ঠাঞি দূত গিয়া কহেন সত্বর।
তোমাকে জিনিতে আইসে রাজা লঙ্কেশ্বর॥
তোমার দূত কাটে আর না মানে প্রবোধ।
তোমাকে সাজিয়া আইসে হৈয়া মহা ক্রোধ॥
সত্তরি কোটি যক্ষ কুবের পাঠাইল রোষে।
মহাযুদ্ধ বাজিল তখন যক্ষ রাক্ষসে॥
রাবণ রাজা করে তখন বাণ বরিষণ।
সত্তরি কোটি যক্ষ ভঙ্গ দিল সহিতে নারে রণ॥
যোগবিন্ধ নামে কুবেরের সেনাপতি।
যুঝিবারে কুবের তারে দিলেক আরতি॥
বিষ্ণুচক্র হেন যেন তার চক্রের ধার।
চক্র অস্ত্রে রাক্ষসের উপরে মহামার॥
রাবণ রাজা নানা অস্ত্র ফেলে চারি ভিতে।
পলাইল যোগবিন্ধ না পারে সহিতে॥
রাবণের যুদ্ধ দেখি পলায় উভরড়ে।
আওয়াসের ভিতরে গেল প্রাচীরের আড়॥
কুপিল রাবণ রাজা ধায় রড়ারড়ি।
রাবণেরে আগুলিয়া রাখিল দুয়ারী॥
সূর্য্যের তেজ যেন দ্বারপাল ধরে।
রাবণেরে আগুলিয়া রাখিল দুয়ারে॥
কুপিল রাবণ রাজা বলে মহাবলী।
দুয়ার চাপিয়া চলে করি ঠেলাঠেলি॥
দ্বারের পাথর দ্বারী উপাড়িল টানে।
দুই হাথে ধরিয়া রাবণের মাথায় হানে॥
রক্তে রাঙ্গা হৈল তখন রাজা ত রাবণ।
ভাগ্যে পুণ্যে এড়াইল ব্রহ্মার কারণ॥

সেই পাথর তুলি রাবণ দ্বারীর মাথায় মারে।
পাথরের প্রহারে সেই দ্বারপাল মরে ॥
দ্বারী পড়িল এখন কুবের চিন্তিত।
মণিভদ্র সেনাপতি আনিল ত্বরিত ॥
মণিভদ্র বলি তোরে প্রধান সেনাপতি।
আজিকার যুদ্ধে তুমি কুলাও আরতি ॥
বীরের ভিতরে তুমি গণ মহাগুণী।
সংগ্রামে পণ্ডিত তুমি আমি ভাল জানি ॥
তোমার সম্মুখে বীর যুঝে কোন্ জন।
হাথে গলায় বাঁধিয়া আনহ রাবণ ॥
যতেক আছিল কুবেরের সেনাপতি।
যুঝিবারে কুবের তারে দিল অনুমতি ॥
সাজিয়া চলিল তারা রথী মহারথী।
আটাশী লক্ষ সেনাপতি চলিল সংহতি ॥
মণিভদ্র আসিয়া করে বাণ বরিষণ।
ভঙ্গ দিয়া চতুর্দ্দিগে পলায় রাক্ষসগণ ॥
রাক্ষসের ভঙ্গ দেখি রুষিল রাবণ।
মণিভদ্রের উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
রাবণের বাণে সে তিলেক নাহি চিন্তে।
রাবণ মারিতে যক্ষরাজ গদা নিল হাথে ॥
গদার বাড়ি মণিভদ্র মারিল নির্ঘাত।
মাথার মুকুট রাবণের করিল নিপাত ॥
যক্ষেরে জিনিতে নারে রাজা তো রাবণ।
পর্ব্বত আনিল রাবণ রাজা দশ যোজন ॥
দশ যোজন পর্ব্বতখান এড়িলেক রোষে।
হেন পাথর মণিভদ্র গিলিল গরাসে ॥
মণিভদ্রের মুখ দেখি রুষিল রাবণ।
রাবণ রাজা শরীর কৈল তিনশত যোজন ॥
কালান্তক যম যেন রুষিল রাবণ।
কুড়ি হাথে চাপিয়া তার নিলেক জীবন ॥
মণিভদ্র পড়িল তবে কুবের চিন্তিত।
আপনি চলিলা তবে পাত্রমিত্রে বেষ্টিত ॥
ডাক দিয়া কুবের বলে শুন ভাই রাবণ।
উচিত নহে যে কর্ম্ম তাহা কর কি কারণ ॥
দূত পাঠাইয়া দিলাম না মান প্রবোধ।
আমার দূত কাটিলা ভাই কোন্ অপরাধ ॥
অনেক তপ কৈলা ভাই অস্থিচর্ম্ম সার।
অমর হইতে না পারিলা কিসের অহঙ্কার ॥
আমি অমর হৈলাম তপের প্রসাদ।
অমর হইতে না পারিলা কিসের বিসম্বাদ ॥
যথা তথা যুদ্ধ কর অবশ্য মরণ।
মরণ বেলা সোঙরিবে ভাই আমার বচন ॥
ধার্ম্মিক সেই বাড়ে ধর্ম্মের তেজে।
অধার্ম্মিক পাপিষ্ঠ হৈলে সবংশেতে মজে ॥
অমর হৈয়াছি আমি লইতে নারিবে প্রাণ।
সবেমাত্র দেখি ভাই কর অপমান ॥
আমা সম্ভাষিয়া ভাই কোন্ প্রয়োজন।
উপযুক্ত নহে ভাই করহ এমন ॥
এত যদি বলিল কুবের যক্ষরাজে।
রাবণের পাত্রমিত্র সভে পাইল লাজে ॥
কুবুদ্ধি হইল রাবণের দৈব দোষে পড়ি।
কুবের বুকে মারিলেক গদাবাড়ি ॥
রক্তে রাঙ্গা হৈয়া কুবের পড়ে ভূমিতলে।
ঝড়েতে কদলি যেন পড়ে ডালে মূলে ॥
কুবেরকে ধরিয়া নিল কুবেরের অনুচরে।
কুবের লৈয়া গেল তারা ভিতর অন্তঃপুরে ॥
পুষ্পক রথ বন্দী কৈল ভাণ্ডার লুঠ করে।
স্ত্রীগণ লুঠিতে যায় ভিতর অন্তঃপুরে ॥
উভরড়ে ধায়্যা যায় কুবেরের স্ত্রীগণ।
স্ত্রী সভ পলাইয়া যায় হাসে তো রাবণ ॥
লুটিয়া পুড়াইয়া পুরী কৈল ছারখার।
কুবের জিনিয়া রাবণ হইল আগুসার ॥
রথে চড়িয়া রাবণ দিগ্বিজয় করে।
উত্তরকাণ্ডে গাইল গীত সরস্বতীর বরে ॥

কুবের জিনিয়া রাবণ যায় ত্বরা করি।
দক্ষিণ কৈলাসে আছে মহাদেবের পুরী ॥
মহাদেব সম্ভাষিতে যায় কৈলাস শিখর।
আনন্দিত বড় মনে জিনিয়া ধনেশ্বর ॥
কার্ত্তিকের জন্মস্থান সোনার শরবন।
তথা গিয়া রথের সনে ঠেকিল রাবণ ॥
বনেতে ঠেকিল রথ আগু নাহি সরে।
পাত্রমিত্র লৈয়া তখন যুক্তি করে ॥
মরীচি রাক্ষস বলে তুমি না জান রাবণ।
কার্ত্তিকের জন্ম হইল এই শরবন ॥
জান হে রাবণ এই কৈলাস শিখর।
গৌরী সঙ্গে কেলি এথা করেন মহেশ্বর ॥
দেব দানব গন্ধর্ব্ব এথা কেহো না আইসে ডরে।
হেন ঠাঞি কেন আইলা মরিবারে তরে ॥
কুপিল রাবণ রাজা দূতের বচনে।
রথ হৈতে উঠ্যা যায় মহাদেবের স্থানে ॥
নন্দী নামে দ্বারী তথা রাবণ রাজা দেখে।
হাথে জাঠা করিয়া সে দুয়ারেতে থাকে ॥

বানরের মুখ দেখে নন্দী দুয়ারী।
বানরের মুখ দেখ্যা রাবণ দেয় টীটকারি ॥
নন্দী বলে দ্বারী আমি কর উপহাস।
এই মুখে রাবণ তোর করিবে বংশনাশ ॥
তোমা ছার মারিয়া মোর কোন্ প্রয়োজন।
আপন দোষে সবংশে মরিবে হে রাবণ ॥
নন্দী শাপ দিল রাবণ তাহা নাহি মানে।
কুড়ি হাথে সাপটিয়া কৈলাস তোলে টানে ॥
কুড়ি হাথে ধরিয়া রাবণ কৈলাস দিল নাড়া।
তিনশত যোজন উঠে কৈলাসের চূড়া ॥
পর্ব্বত টলমল করে পার্ব্বতী কাঁপে ডরে।
ত্রাস পায়্যা পার্ব্বতী গেলা মহাদেবের আড়ে ॥
পার্ব্বতী বলেন মহাদেব কর পরিত্রাণ।
কোন্ বীর আসিয়া কৈলাসে দিল টান ॥
রাবণের বল দেখি মহাদেবের হাস।
বাম পদে চাপিলেন পর্ব্বত কৈলাস ॥
হাতে বেথা পাইয়া রাবণ চীৎকার ছাড়ে।
রাবণের ডাকে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল উপড়ে ॥
বিষম রা কাড়ে চমৎকার ত্রিভুবন।
মহাদেব বলেন তোরে জানিলু রাবণ ॥
পুষ্পক রথ মুক্ত হইল মহাদেবের বরে।
সেই রথে চড়িয়া রাবণ দিগ্‌বিজয় করে ॥
অগস্ত্যের কথা শুনি রঘুনাথের হাস।
কহ কহ বলিয়া রাম করিলা প্রকাশ ॥
অগস্ত্য বলেন রাম কহি তোমার স্থানে।
অবধান করি রাম শুন এক মনে ॥
হিমালয় পর্ব্বতে গেল লঙ্কার অধিকারী।
তথা গিয়া কন্যা দেখে পরম সুন্দরী ॥
মাথায় জটা ধরে সে কৃষ্ণচর্ম্ম পরিধান।
আপনি লক্ষ্মীদেবী তথা হৈয়া অধিষ্ঠান ॥
সূর্য্যের তেজ যেন সাবিত্রী দেবী মাতা।
ইন্দ্রাণী রুদ্রাণী যেন সাক্ষাৎ দেবতা ॥
অতিথি ব্যবহারে কন্যা দিলেন আসন পানি।
কামে পীড়িত রাবণ রাজা জিজ্ঞাসে কাহিনী ॥
রূপ যৌবন ধন ভোগ দেখায় বিলাস।
কোন্ কার্য্যে কঠোর তপ কর উপবাস ॥
কার পত্নী হও তুমি কাহার ঝিয়ারি।
কোন্ কার্য্যে কঠোর তপ করহ সুন্দরী ॥
কন্যা বলে আমার কথা কহিতে বিস্তর।
যাহা লাগি তপ করি শুন লঙ্কেশ্বর ॥
কুশধ্বজ বাপ আমার পিতামহ বৃহস্পতি।
কুশধ্বজের কন্যা আমি নাম বেদবতী ॥
বেদ পড়িতে বাপের মুখে আমার উৎপতি।
অযোনিসম্ভবা নাম থুইলা বেদবতী ॥
বিষ্ণু বর করিয়া বাপ বিভা দিতে চায়।
আমায় বিভা করিতে দেব দানব পথ বয় ॥
কারে বিভা না দিলেন বাপ বিষ্ণু কৈলেন সারে
শম্ভু নামে দৈত্যের যুদ্ধে বাপ আমার মরে।
মাতা অনুমৃতা হইলা মা বাপ আমার নাই।
জন্ম তপ করি আমি রূপযৌবনে নাহি চাই ॥
মৈল বাপ মা আমি করি অভিলাষ।
তপস্যা করিয়া আমি যাব বিষ্ণু পাশ ॥
ত্রৈলোক্য জিনিয়া রূপ সর্ব্বগুণ ধর।
বুড়া বর ইচ্ছিয়া কেন তপ করিয়া মর ॥
রাবণ বলে কোথা বিষ্ণু কোথা নারায়ণ।
তারে পাইলে এক চাপড়ে বধিব জীবন ॥
কন্যা বলে হেন বাক্য মুখে নাহি আনি।
ত্রিভুবনপূজিত বিষ্ণু কার বাপে জিনি ॥
কন্যার কথা শুন্যা রাবণ কন্যার ধরে চুলি।
বলেতে ধরিয়া করে শৃঙ্গার মহাবলী ॥
হাথ না আছাড়ে কন্যা রাবণের কোলে।
শৃঙ্গার করিয়া রাবণ কন্যার এড়ে চুলে ॥
কন্যা বলে জাতিনাশ কি মোর জীবনে।
অগ্নিপ্রবেশ কর্যা মরি রাবণ বিদ্যমানে ॥
ব্রহ্মার বরে রাবণেরে ত্রিভুবনে নারি।
কি করিতে পারি আমি অল্পপ্রাণী স্ত্রী ॥
তপের তেজে ভস্ম করি তপ হইবে নাশ।
রাবণবধের চিন্তায় আপন বিনাশ ॥
অগ্নিকুণ্ড সাজাইল জ্বলন্ত অগ্নিরাশি।
অগ্নি প্রবেশিতে যায় কন্যা মানসী ॥
অনেক পুণ্যে অগ্নি তোমার করিলাম সেবা।
উত্তম কুলে জন্মিব আমি অযোনিসম্ভবা ॥
বিষ্ণু বর হয় যেন আর জন্মান্তরে।
আমা লাগি রাবণ যেন সবংশেতে মরে ॥
রাবণ হেতু মরি আমি সর্ব্বলোকে দেখি।
আমা লাগি রাবণ মরিবে তুমি হৈও সাক্ষী ॥
অগ্নি প্রবেশিল কন্যা রাবণবধের কারণ।
পুষ্পবৃষ্টি দুন্দুভি বাজে হরিষ দেবগণ ॥
জনক রাজার কন্যা হইলেন নাম তাঁর সীতা।
বিষ্ণু অবতার তুমি তোমার পতিব্রতা ॥
পতিব্রতার শাপ কভু না হয় খণ্ডিত।
সীতা লাগি মৈল রাবণ সংসার বিদিত ॥
ত্রেতা যুগে রঘুনাথ তুমি তাঁর পতি।
সত্যযুগে তপ কৈল কন্যা বেদবতী ॥

অবিচারে কর্ম্ম কৈলে সর্ব্বলোকে গঞ্জে ।
অহঙ্কারে রাবণ রাজা সবংশেতে মজে ॥
অগস্ত্যের কথা শুন্যা রঘুনাথের হাস ।
কহ কহ বলিয়া রাম করিলা প্রকাশ ॥
বেদবতী হরিয়া তখন কোথা গেল রাবণ ।
কহ দেখি শুনি মুনি পুরাণ কথন ॥
অগস্ত্য বলেন রাবণ রাজা কারে নাহি মানে ।
শাপ গালি যত পড়ে কিছুই নাহি শুনে ॥
যত যত রাজা আছে পৃথিবীমণ্ডলে ।
সকল রাজা জিনিতে চাহে আপন বাহুবলে ॥
মরুত্ত রাজা যজ্ঞ করে ধনে মহাধনী ।
ব্রাহ্মণ সকল আনিয়াছে পরম গেয়ানি ॥
যজ্ঞভাগ লৈতে আস্যাছেন দেবগণ ।
রথে চড়িয়া তথাকারে গেল তো রাবণ ॥
ত্রাস পাইল দেবগণ রাবণেরে দেখি ।
সাপ যেন মাথা লোওয়ায় দেখ্যা গরুড় পাখি ॥
রাবণ দেখিয়া ত্রাস পাইল যত দেবগণ ।
পক্ষরূপ হৈয়া সভে হইলা অদর্শন ॥
ইন্দ্র ময়ূর হইলা কুবের কাকলাস ।
যম কাক হইলেন বরুণ হইলেন হাঁস ॥
যজ্ঞ করে মরুত্ত রাজা তারে নাহি চিনি ।
পরিচয় দেহ যদি তবে আমি জানি ॥
রাবণ বলে ত্রিভুবনে আমি তো পূজিত ।
রাবণ রাজা নাম আমার সংগ্রামে পণ্ডিত ॥
কুবের বড় ভাই আমার ধনের অধিকারী ।
পুষ্পক রথ নিলু আর জিনি লঙ্কাপুরী ॥
আপনার ব ড়াই করে বসিয়া সভাতলে ।
শুনিয়া মরুত্ত রাজা অগ্নি হেন জ্বলে ॥
জ্যেষ্ঠ ভাই মারো কাটো কহিছ আপনি ।
হেন কথা শুনে লোক অদ্ভুত কাহিনী ॥
ধার্ম্মিকের অপরাধ অধার্ম্মিকে কহে ।
ধার্ম্মিক জন শুনিলে তার কিছু নাহি রহে ॥
ব্রহ্মার বর পায়্যা তোর কারো নাহি ডর ।
মানুষ হইয়া তোরে পাঠাইব যমঘর ॥
ধনুক বাণে মরুত্ত রাজা যুঝিবারে মন ।
হাথে ধরিয়া তারে রাখে সকল ব্রাহ্মণ ॥
মহেশ্বর যজ্ঞের বেলা কোপ নাহি করি ।
মারকাট কৈলে এখন সবংশেতে মরি ॥
যজ্ঞ পূর্ণা না হইলে অতি বড় দোষ ।
পরাজয় মান রাবণ পাউক সন্তোষ ॥
পুরোহিতের বচনে রাজা কোপ কৈল দূর ।
পাপিষ্ঠ রাবণ রাজা বড়ই নিষ্ঠুর ॥
পরাজয় মান্যা রাজা রহে যজ্ঞস্থানে ।
যজ্ঞের ব্রাহ্মণ খায়্যা বুলে রাক্ষসগণে ॥
দশ বিশ ব্রাহ্মণ সাপুটিয়া ধরে ।
শত শত রাক্ষসে গিলে একেক বারে ॥
সংগ্রাম জয় কর্যা চলিল রাবণ ।
পক্ষ হইতে বাহির হইল যত দেবগণ ॥
পক্ষের প্রসাদে দেবতা পায় পরিত্রাণ ।
পক্ষের তরে দেবগণ কৈলা নিরূপণ ॥
ইন্দ্র বলেন ময়ূর তোমারে দিলাম বর ।
সহস্র চক্ষু হৈবে তোমার লেজের উপর ॥
মেঘ পাতিয়া আমি যখন করিব গর্জ্জন ।
পাখ সারিয়া তখন তুমি ধরিবে পেখম ॥
পেখম ধরিবার কালে ছুইবে যেইজন ।
ছোঁবামাত্র কুষ্ঠ হবে না যায় খণ্ডন ॥
পূর্ব্বেতে ময়ূর ছিল নীল আকার ।
ইন্দ্রবরে সহস্র চক্ষু লেজে হইল তার ॥
কুবের বলে কাঁকলাস তোমায় দিলাম বর ।
সোনা হেন হউক তোমার সকল কলেবর ॥
কুবেরের বরে তার নিজ বর্ণ খণ্ডে ।
সোনা হেন গা হইল মুকুট ধরে মুণ্ডে ॥
বরুণ বলেন হাঁস তোমারে দিলাম বর ।
চন্দ্র হেন হউক তোমার সভ কলেবর ॥
লোকপাল বরুণ জলের অধিপতি ।
জলেতে চরিতে তোমার হইবে পীরিতি ॥
যম বলেন কাক তোমারে দিলাম বর ।
আমা হইতে তোমার নহিবেক মরণের ডর ॥
রোগ পীড়া তোমারে কিছু করিতে না পারে ।
তবে তোমার মরণ মানুষে যদি মারে ॥
যাহার বন্ধুবান্ধব তোমায় যোগাবে আহার ।
যমলোকে তৃপ্ত তার হৈবেক নিস্তার ॥
যজ্ঞে পূর্ণা দিলেক পক্ষরে দিলা বর ।
লোকপাল দেবতা সভে গেলা নিজ ঘর ॥
মরুত্তের যজ্ঞের কথা শুনিতে চমৎকার ।
সুবর্ণের যজ্ঞকুণ্ড পর্ব্বত আকার ॥
চৌদ্দ যোজন সেই যজ্ঞের নির্ম্মায় মেখলা ।
দ্বাদশ যোজন তার উপরে যজ্ঞশালা ॥
সোনার পাত্রে ভোজন করে নিত্য তা করে বর্জ্জন ।
সেই সোনায় ভরিয়াছে তিন শত যোজন ॥
কুবেরের ধন হইতে মরুত্ত ধনে জিনে ।
মরুত্ত হেন ধনী রাজা নাহি ত্রিভুবনে ॥
মরুত্তের ধন রাম সর্ব্বলোকে ঘোষে ।
এমত মহাধনী রাজা আছিল চন্দ্রবংশে ॥

***গৌড়ে পূজিত কৃত্তিবাস পণ্ডিত।**
মরুত্ত রাজার যজ্ঞ সাঙ্গ সংসারে বিদিত॥*

অগস্ত্যের কথা শুনি রঘুনাথের হাস।
পুন কহ কহ বলি রাম করিলা প্রকাশ॥
মরুত্ত রাজা জিনিয়া কোথা গেল তো রাবণ।
কহ দেখি শুনি মুনি পুরাণ কথন॥
অগস্ত্য বলেন রাম রাবণ যাহা নাহি গণে।
আপনার সমান বল না দেখে কোনখানে॥
ব্রহ্মার বরে রাবণ রাজা নানা মায়া ধরে।
পরাজয় মানিল তাকে সকল নরেশ্বরে॥
*পুরন্দর বাসুরথ মগধ জন্মেজয়।
হেন সব মহারাজা মানে পরাজয়॥*
সকল রাজা জিনিলেক পৃথিবী মণ্ডলে।
অযোধ্যা জিনিতে যায় মহা কোলাহলে॥
অনারণ্য রাজ্য করে অযোধ্যার রাজ্যে।
বার্ত্ত্যা পায়্যা রাবণ রাজা তার তরে সাজে॥
তোমার পূর্ব্বপুরুষ অনারণ্য নাম।
অযোধ্যায় গিয়া রাবণ মাগিল সংগ্রাম॥
লঙ্কার রাবণ আমি তোমায় সংগ্রাম চাই।
অনারণ্য রাজা পলাইয়া যায় কৈ॥
কুপিল অনারণ্য রাবণ অহঙ্কারে।
ঠাট কটক লৈয়া যায় যুঝিবার তরে॥
বৃদ্ধকাল রাজার চক্ষু মাসেতে ঢাকে।
চক্ষের ভ্রু টান্যা বাঁধে তবে রাজা দেখে॥
চিরঞ্জীবী রাজা সেই পৃথিবী ভিতরে।
রাজার বয়েস হয় বাইশ হাজার বৎসরে॥
ত্রিশ কোটি ঘোড়া রাজার চৌরাশী লক্ষ হাথী।
লেখা জোখা নাহি যত যুদ্ধসেনাপতি॥
রাক্ষস মানুষে যুদ্ধ বাজিল বিস্তর।
দুই কটকে রণ বাজিল দেখিতে ভয়ঙ্কর॥
অনারণ্য রাজা করে বাণ বরিষণ।
রাবণের ঠাট কটক পলায় তখন॥
ঠাট কটক পলাইল রাবণ ফাঁফর।
অনারণ্য সনে রাবণ যুঝে একেশ্বর॥
রাবণ রাজা করে তবে বাণ বরিষণ।
বুড়া রাজা বাণ ফুট্যা হইল অচেতন॥
সম্বিধ হইল রাজার চক্ষুর নিমিষে।
রাবণের উপরে করে বাণ বরিষে॥
বুড়া রাজা এড়ে তখন চোখা চোখা বাণ।
রাবণের গা বিঁধিয়া কৈল খান খান॥
রাবণের গা বিঁধিয়া রক্ত পড়ে শোঁতে।
অশোক কিংশুকে যেন ফুটিল বসন্তে॥
দুই রাজায় বাণ বরিষে কেহো না পায় আশ।
দুই রাজায় যুদ্ধ করিলা দশ মাস॥
রাবণ হইতে বুড়া রাজার বাণ আছে উন।
রাবণ রাজার বাণ নাহি শূন্য হইল তূণ॥
ধনুক এড়িয়া রাজা মল্লযুদ্ধ করে।
রুষিয়া চলিল রাবণ রাজা মারিবারে॥
অনারণ্যের বুকে মারে বজ্র চাপড়।
রথে হইতে পড়্যা রাজা করে ধড়ফড়॥
মরণকালে বুড়া রাজা করে ছটফট।
হাসিয়া রাবণ যায় রাজার নিকট॥
*রাজভোগে রাজা না জানিশ পরের বল।
আমার সণে রণ কৈলে মরণ নিশ্চল॥*
ত্রিভুবন জিনি আমি কৌতুকের তরে।
আমার সনে যুদ্ধ কর্য্যা কে বাঁচিতে পারে॥
অনারণ্য বলে রাবণ না করিস অহঙ্কার।
কভু হারি কভু জিন আছয়ে সংসার॥
বঁড়াই কি করিব আর মরণের কালে।
শাপ দিয়া মরি যেন তোর তরে ফলে॥
অনেক যজ্ঞ করিলু আমি তুষিলু ব্রাহ্মণ।
রাজা হৈয়া পৃথিবীর করিলু পালন॥
এত সভ পুণ্য মোর যাবে ভালে ভালে।
শাপ দিয়া মরি যেন তোর তরে ফলে॥
তোর বধের তরে পুরুষ
জন্মিবে মোর কুলে।
তোর তরে শাপ দিলু মরিবার কালে॥
আমার বংশে পুরুষ জন্মিবেক শেষে।
তাহার হাথে রাবণ তুমি মরিবে সবংশে॥
রাবণেরে শাপ হইল হরিষ দেবগণ।
অনারণ্য উপরে করে পুষ্প বরিষণ॥
সংগ্রামে পড়িয়া রাজা গেল স্বর্গবাসে।
দিগ্‌বিজয় করে রাবণ পাইয়া বড় আশে॥
তোমার পূর্ব্বপুরুষ মারে
অযোধ্যাপুরী জিনে।
হেন রাজা রাবণ পড়িল তোমার বাণে॥
রাম বলেন বীর নাহি ছিল সেই কালে।
তে কারণে মার কাট করিয়া রাবণ বোলে॥
সে কালের রাজা ব্রহ্ম অস্ত্র নাহি জানে।
তে কারণে মার্য্যা কাট্যা বেড়াইত রাবণে॥*
অগস্ত্য বলেন রাবণ রাজা নানা মায়া ধরে।
স্বভাবে রাক্ষসের মায়ায় কোনজন তরে॥

মায়াবলে মহারণে অনেক অন্তর।
তে কারণে পরাজয় না মানে লঙ্কেশ্বর ॥
মনুষ্য হইয়া যেবা বিষ্ণু অধিষ্ঠান।
তার ঠাঞি রাবণ রাজা পায় অপমান ॥
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাজা আছিল চন্দ্রবংশে।
সহস্র হাথ ধরে রাজা জন্ম বিষ্ণু অংশে ॥
সহস্র হাথ ধরে যেন সহস্র পর্ব্বত।
সহস্র হাথ জোড়ে সহস্র প্রহরের পথ ॥
ঘরেতে থাকিয়া রাজা সংসার নিরখে।
যার ধন হারায় সে নাম কৈলে পায় সমুখে ॥
মনুষ্য হইয়া রাজা ধর্ম্মে ঘর করে।
তথা গিয়া বার্ত্তা পুছে রাজা লঙ্কেশ্বরে ॥
লঙ্কার রাজা আমি সংগ্রাম চাই।
তোর অর্জ্জুন রাজা পলাইয়া গেল কই ॥
রাক্ষসের ঠাট কটক দেখিতে ভয়ংকর।
অর্জ্জুনের তেজে কেহো নাহি করে ডর ॥
কি চায়্যা বেড়াইস রাবণ শূন্যে নগরে।
জলক্রীড়া করে রাজা নর্ম্মদার তীরে ॥
নর্ম্মদায় চলে রাবণ অর্জ্জুন উদ্দিশে।
পথে যাইতে বিন্ধ্য পর্বত দেখে হরিষে ॥
নানা বর্ণে তরুলতা বিচিত্র ফুল ফল।
দিঘি সরোবর দেখে নির্ম্মল জল ॥
ময়ূর নৃত্য করে তথা গুঞ্জরে ভ্রমর।
সিংহ শার্দ্দুল দেখে মহিষ বনের ভিতর ॥
নানা পক্ষ নাদ করে বিচিত্র সরোবর।*
দেব দানব গন্ধর্ব্ব দেখে যক্ষ বিদ্যাধর ॥
কন্যা লৈয়া তারা সভ সুখে করে কেলি।
হেন কালে তথা গেল রাবণ মহাবলী ॥
রাবণ দেখিয়া ত্রাসিত দেবগণ।
কন্যা সভ লৈয়া তারা পলায় ততক্ষণ ॥
উভরড়ে দেবগণ পলায় তরাসে।
দেবগণ পলায়্যা যায় রাবণ রাজা হাসে ॥
নির্ম্মল নদীর জল পর্ব্বত উপর রহে।
সকল কটক সৈন্যে রাজা স্নান করে তাহে ॥
বিন্ধ্য পর্ব্বত এড়িয়া গেল নর্ম্মদার কূল।
জলকেলি করে তথা সিংহ শার্দ্দুল ॥
দুই কূলে শুদ্ধ পানি স্ফটিক হেন জ্বলে।
হংস সারস কেলি করে নর্ম্মদার জলে ॥
শুক সারণ আদি করি যতেক রাক্ষসগণ।
রথে হইতে ভূমে নামে রাজা তো রাবণ ॥
নর্ম্মদার জল সেই অতি সুশীতল।
ধীরে ধীরে বহে বায়ু সুগন্ধি নির্ম্মল ॥

সকল কটক স্নান করে নর্ম্মদার জলে।
গাএর রক্ত পাখালে যত লাগ্যাছে রণস্থলে ॥
ডুব ডুব খেলে রাবণ নর্ম্মদার জলে।
ক্রীড়া করিয়া রাবণ বেড়ায় নদীর কূলে ॥
দেবের দেব মহাদেব ত্রিভুবনের রাজা।
নানা উপহারে রাবণ করে তাঁর পূজা ॥
সোনার শিবলিঙ্গ কাঞ্চন মেখলা।
রাবণ রাজা পূজে দেব অর্চ্চনের বেলা ॥
শতেক পাত্র লাগে দেবার্চ্চনের সজ্জে।
শঙ্খ শিঙ্গা আদি বাদ্য চারি ভিতে বাজে ॥
মন্ত্র জপ করে রাবণ করে লৈয়া মালা।
ফলফুল পূরি থুইল কনকের থালা ॥
যোড়শাঙ্গ ধূপধুনা ঘৃতের প্রদীপ জ্বলে।
শিবলিঙ্গ স্নান করায় নর্ম্মদার জলে ॥
কনক লিঙ্গ স্নান করায় জয় জয় বোলে।
কলস ভরি গঙ্গাজল চন্দন লিঙ্গের উপর ঢালে ॥
কুড়ি হাত প্রসারিয়া নাচে অঙ্গভঙ্গে।
দণ্ডবৎ প্রণাম করে কাঞ্চন শিবলিঙ্গে ॥
বার বৎসর তেরো বৎসরের লইয়া যুবতী।
জলক্রীড়া করে তথা অর্জ্জুন নরপতি ॥
নদী মধ্যে সহস্র হাথ প্রসরে দীঘল।
হাথে বাঁধিয়া রাখে নর্ম্মদা নদীর জল ॥
কোথায় না দেখি হেন কোথায় না শুনি।
হাথে বাঁধিয়া রাখে নর্ম্মদা নদীর পানি ॥
কাঁকাল জল ছিল নদীর হইল সাঁতার।
সহস্রেক রাণী রাজার তাহে খেলে সাঁতার ॥
হাথ কুড়ায় রাজা নদীর সুখায় পানি।
সুখানেতে লোটায় রাজার সহস্রেক রাণী ॥
সহস্র হাথে জল রাখে রাণী সব ভাসে।
দেখিয়া অর্জ্জুন রাজা কৌতুকেতে হাসে ॥
হাথের উপর হাথ দিল লাগিল কাতে কাতে।
ভাটি স্রোতে উজান বহে কূল ভাঙ্গে শোঁতে ॥
দেবার্চ্চন করে রাবণ নর্ম্মদার কূলে।
উজান স্রোতে ফলফুল ভাসাইলেক জলে ॥
আপনি গীত গায় রাবণ আপনি সে নাচে।
জলের বার্ত্তা জানিবারে শুক রাবণেরে পুছে ॥
মৌন না ভাঙ্গে রাবণ হাথের দেয় তুড়ি।
ইঙ্গিত বুঝিয়া শুক সারণ বার্ত্তা নিতে লড়ি ॥
বার্ত্তা উদ্ধারিয়া শুক সারণ গিয়া কহে।
তোমার ভাটি বাঁকে অর্জ্জুন রাজা নাহে ॥
পরম সুন্দর রাজা সে দেব মুরতি।
তার সঙ্গে কেলি করে সহস্র যুবতী ॥

মধুপানে মত্ত রাজা ঘূর্ণিত লোচন।
আদুড় চুলে নাহে তাহে চন্দ্রবদন রাণীগণ॥
সহস্র হাথে বাঁধিয়া রাজা রাখে নদীর পানি।
ভাটি শোঁতে উজান বহে অপূর্ব কাহিনী॥
সহস্রেক হাথে রাজা বাঁধিয়া রাখে নদী।
এই সে কারণে ভাসে ফুল ফলে কাদি॥
যে অর্জ্জুনে চাহিয়া দেশ বিদেশ বুলি।
সেই অর্জ্জুন রাজা নাহে হৈয়া আদুড় চুলি॥
অর্জ্জুনের বার্ত্তা লয়্যা চলে লঙ্কেশ্বর।
অর্জ্জুনেরে দেখে গিয়া স্ত্রীগণের ভিতর॥
অর্জ্জুনের পাত্রের ঠাঁঞি বলিছে রাবণ।
তোমার রাজার তরে আমার আগমন॥
স্ত্রীগণ লইয়া তোর রাজা জলেকেলি করে।
বল গিয়া তাহারে সংগ্রাম দেয় মোরে॥
আমার রাজা সুখেতে করয়ে জলকেলি।
হেন সময় যুঝিবারে কার সাধ্য বলি॥
যুদ্ধের সময় না যাইস বেটা জাতি নিশাচর।
অর্জ্জুন স্থানে পড়িলে বেটা যাবি যমঘর॥
আমার অর্জ্জুন রাজা করিস মানুষ গেয়ান।
মানুষ হইয়া রাজা মোর ধর্ম্ম অধিষ্ঠান॥
রাক্ষসের জ্ঞানে রাবণ নানা মায়া ধরে।
তোমা হইতে আমার রাজা মায়ার সাগরে॥
আকাশে মায়া ধরে রাজা
কেহো নাহি দেখি।
মেঘ হৈয়া জল বরিষে উড়্যা যাইতে পাখি॥
ঋজুর তরে ঋজু রাজা বাঁকার তরে বাঁকা।
তার ঠাঁঞি পড়িলে তোর প্রাণ নাহি রক্ষা॥
অর্জ্জুন না জানিস বেটা আইসি মরিবারে।
প্রাণ লৈয়া শীঘ্র পলাইয়া যাহ ঘরে॥
নহে মোর যুদ্ধে যদি পাও অব্যাহতি।
তবে সে চাহিও যুদ্ধ অর্জ্জুন নরপতি॥
কুপিল রাবণ রাজা দেখিতে ভয়ঙ্কর।
রাক্ষস মানুষে যুদ্ধ বাজিল বিস্তর॥
মারীচ আর খর দূষণ ধুম্রাক্ষ মহাবীর।
এ সভ রাক্ষস মধ্যে মানুষ নহে স্থির॥
রাক্ষসের অগ্নিবাণে মানুষ কটক পড়ে।
অর্জ্জুনের ঠাঁঞি লোক ধাইয়া গেল রড়ে॥
মানুষকে গোড়ায় তোমার রাজা তো রাবণ।
শুন্যা অগ্নি হেন জ্বলে কোপে
নৃপতি অর্জ্জুন॥
যুঝিবারে যায় অর্জ্জুন মহাবলী।
সহস্রেক রাণী তার ধরিল কাকালি॥
স্ত্রীলোকের কলরব উঠে ত গভীর।
অভয় দান দিয়া রাজা স্ত্রী কৈলা স্থির॥
পাত্র সঙ্গে অন্তঃপুরে পাঠাল স্ত্রীগণ।
কাঞ্চনের গদা হাথে করি আইল অর্জ্জুন॥
দুর্জ্জয় শরীর অর্জ্জুনের পর্ব্বত আকার।
দেখিয়া রাবণের লাগিল চমৎকার॥
তিন শত যোজন শরীর আড়ে পরিসর।
নয় শত যোজন উভেতে দীঘল॥
সহস্র হাথ ধরে যেন সহস্র পর্ব্বত।
সহস্র হাথ যোড়ে সহস্র প্রহরের পথ॥
দুর্জ্জয় শরীর তার লাগিল আকাশ।
দেখিয়া রাবণ রাজা পাইল তরাস॥
পথ গিয়া আগুলিল প্রহস্ত মহাবল।
অর্জ্জুনের মাথায় মারে লোহার মুদ্গর॥
ঝনঝনা পড়ে যেন মুষল চিকুর।
অর্জ্জুনের গদায় ঠেকিয়া মুষল হৈল চুর॥
সহস্র হাথে অর্জ্জুন রাজা যুঝে এক চাপে।
প্রহস্তের মাথায় গদা মারিলেক কোপে॥
মোহ গেল প্রহস্ত বীর সংগ্রাম ভিতর।
প্রহস্ত কাতর দেখি রুষিল লঙ্কেশ্বর॥
কুড়ি হাথে করে রাবণ বাণ বরিষণ।
সহস্র হাথে লোফে তাহা নৃপতি অর্জ্জুন॥
দুই পর্ব্বতে যুদ্ধ হয় উঠে তো ঠনঠনি।
দুই সূর্য্যে যুদ্ধ যেন বরিষে আগুনি॥
দুই সিংহে যুদ্ধ যেন ছাড়ে সিংহনাদ।
দুইজনে যুদ্ধ করে নাহি অবসাদ॥
কেহো কারো জিনিতে নারে সোসর দুইজন।
বালি রাম সবে যেন হৈয়াছিল রণ॥
সহস্র হাথে গদা ধরে অর্জ্জুন নরপতি।
রাবণের বুকে মারে প্রাণ শকতি॥
মূর্চ্ছা হইল রাবণ রাজা গদার প্রহারে।
ধনুক বাণ এড়িয়া লোটায় ভূমির উপরে॥
লাফ দিয়া অর্জ্জুন ধরিল লঙ্কেশ্বরে।
গরুড়ে ছুইয়া যেন নিল সর্প অজাগরে॥
রাবণে বাঁধিয়া অর্জ্জুন থুইল কাঁকতলি।
নারায়ণ বাঁধিয়া যেন রাখেন রাজা বলি॥
সর্পরাজ বাসুকি যেন বেড়িল সুন্দর।
সহস্র হাথে অর্জ্জুন বাঁধে লঙ্কেশ্বর॥
নানা অস্ত্র রাক্ষস সভ ফেলে চারি ভিতে।
রাক্ষসের অস্ত্র অর্জ্জুন লোফে বাম হাথে॥
আর আর হাথে খেদাড়ে রাক্ষসগণ।
কথক হাথে রাবণেরে ধরিয়াছে অর্জ্জুন॥

মারীচ খর দূষণ প্রহস্ত মহাবল।
অর্জ্জুনেরে স্তুতি করে এড় লঙ্কেশ্বর ॥
রাক্ষসের স্তুতি শুনি অর্জ্জুন রাজা হাসে।
বন্দী করিয়া নিল রাবণেরে ভিতর আওয়াসে ॥
রাজা হইয়া রাবণ ভূমে বাঁধা রহে।
রাবণেরে বন্দী কৈল সকল দেবতা চাহে ॥
সকল দেবতা করেন অর্জ্জুনেরে বাখান।
আজি হইতে দেবগণ পাইলু পরিত্রাণ ॥
অনেক কাল বন্দী করি রাখহ রাবণ।
কৌতুক দেখিবে আজি দেবকন্যাগণ ॥
পরম কৌতুকে দেবকন্যাগণ করে হুলাহুলি।
রাবণে লৈয়া বাড়ি গেল অর্জ্জুন মহাবলী ॥
রাবণেরে লৈয়া গিয়া রাখিল বন্দিশালা।
হাথে গলায় রাবণের দিলে কত মালা ॥
কুড়ি হাথ ফুড়িয়া বাঁধিল যোড়ে যোড়ে।
লোহার শিকলে বাঁধে ডাডুকা নিগড়ে ॥
বন্ধন প্রহারে রাবণ হইল কাতর।
বুকের উপর তুল্যা দিল দারুণ পাথর ॥
পাথরখান বুকে দিল সত্তর যোজন।
লড়িতে চড়িতে নারে রাজা তো রাবণ ॥
রাবণেরে বন্দী করি থুইল বন্দিঘরে।
কেলি করিতে গেল রাজা ভিতর অন্তঃপুরে ॥
সহস্র হাথে ধরে গিয়া সহস্র যুবতী।
যুবতী লৈয়া রণ করে অর্জ্জুন নরপতি ॥
অর্জ্জুন রাজা বাঁধিলেক দুরন্ত রাবণ।
ঘরে ঘরে বার্ত্তা দিয়া বেড়ায় দেবগণ ॥
শুভ বার্ত্তা কৈয়া বেড়ায় স্থানে স্থানে।
বন্দী হইল রাবণ সভে পাইল পরিত্রাণে ॥
পৌলস্ত্য মহামুনি তিনি বৈসেন স্বর্গলোকে।
নাতির বার্ত্তা পাইয়া তিনি
আইলেন মর্ত্ত্যলোকে ॥
দশ দিগ্ আলো করে মুনির গায়ের জ্যোতি।
আওয়াসের ভিতরে বার্ত্তা পাইল
অর্জ্জুন নৃপতি ॥
পুত্র পৌত্রে রাজা পাত্রে আইলা সাদরে।
ভূমেতে পড়িয়া মুনিরে প্রণাম করে ॥
সহস্র হাথে করি পাঁচশত পুটাঞ্জলি।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া মুনির পূজা করি ॥
অমরাবতী ছাড়ি কেন এথা আগমন।
মোর ঠাঁঞি আছে তোমার কোন্ প্রয়োজন ॥
তোমা চরণ দেখিলাঙ জীবন সফল।
আজি হৈতে চন্দ্রবংশ হইল নির্ম্মল ॥

সকল দেবতা বন্দে তোমার চরণ কমল।
মানুষ হইয়া আমি দেখিলু চরণ ॥
পুত্র পৌত্রে পাত্রে আছি তোমার সন্নিধান।
কি আজ্ঞা করহ গোসাঞি করিব পালন ॥
পৌলস্ত্য বলেন অর্জ্জুন তোমার সফল জীবন।
রূপে মদন তুমি চন্দ্রবদন ॥
রাবণের ডরে পবন ঝড় সম্বরে।
রাবণের ডরে ঢেউ না বহে সাগরে ॥
সিংহ অবতার রাবণ ত্রিভুবন জিনে।
মানুষ হৈয়া হেন রাবণ বন্দী কৈলা রণে ॥
তোমার যশ অর্জ্জুন ঘুষিবে ত্রিভুবনে।
আমার বাক্যে শুন তুমি ছাড়হ রাবণে ॥
রাবণ রাজা হয় আমার সম্বন্ধে নাতি।
নাতি দান দিলে আমার হয় পীরিতি ॥
বন্দী করি নাতি মোর থুইয়াছ বন্দিঘরে।
হাথে গলায় বাঁধিয়াছ ডাডুকা নিগড়ে ॥
আমার গৌরব রাখ তুমি করহ সম্মান।
কোপ ঘুচাইয়া মোরে নাতি দেহ দান ॥
পায়েতে দেখিলেন রাবণের ডাডুকা নিগড়ে।
বুকের উপর দিয়াছে তুল্যা পর্ব্বতশিখর ॥
কুড়ি হাথ ফুড়িয়াছে বন্ধন যোড়ে যোড়ে।
পাত্রের বচনে তখন রাবণের বন্ধন ছাড়ে ॥
রাবণে আনিয়া দিল মুনি বিদ্যমান।
মাথা তুলিয়া না চাহে রাবণ পায়্যা অপমান ॥
পৌলস্ত্য মুনি তখন ধর্ম্ম অগ্নি জ্বালি।
রাবণে অর্জ্জুনে তবে করাল্যা মিতালি ॥
অর্জ্জুনের নাম নিলে পাপ বিমোচন!
অর্জ্জুন সোঙরিলে পায় হারাইয়া ধন ॥
পরের দ্রব্য দেখ্যা যদি পরে বাড়ায় হাথ।
তথা গিয়া ফল দেন চন্দ্রবংশনাথ ॥
পথপ্রান্তরে যদি হয় বলাবল।
তথা গিয়া অর্জ্জুন রাজা দেন ফল ॥
পরচক্রের ভরম নাহি যদি হয় চুরি।
রাজ্যের কোটাল নাহি রাজা
আপনি প্রহরী ॥
চন্দ্রসূর্য্যবংশে রাজা না হয় এত গুণে।
হারাইলে ধন পায় অর্জ্জুন স্মরণে ॥
যত পুণ্য হয়ে ব্রাহ্মণে সোনা
দিলে এক রতি।
তত পুণ্য হয় স্মরণে অর্জ্জুন নরপতি ॥
হেন অর্জ্জুন রাজা পরশুরামে মারে।
পরশুরাম মারিলেক মহাদেবের বরে ॥

অনিত্য শরীর এই না করিহ আস্থা।
হেন অর্জ্জুনের শরীর নষ্ট অন্যের কি কথা॥
কীর্ত্তি থুইয়া গেল রাজা ঘোষে তো সংসার।
কৃত্তিবাসে রচিল অর্জ্জুন অবতার॥

অর্জ্জুনের কথা শুনি রঘুনাথের হাস।
কহ কহ বলিয়া রাম করিলা প্রকাশ॥
এথায় হারিয়া রাবণ গেল তো কোথায়।
কহ গোসাঞি অগস্ত্য মুনি মহাশয়॥
মুনি বলে রাবণ রাজা বীর চাহিয়া বুলে।
বালি রাজার বার্ত্তা পায়্যা কিষ্কিন্ধ্যায় চলে॥
বালির দুয়ারে দেখে বালির বাজার।
তার ঠাঞি বার্ত্তা পুছে রাজা লঙ্কেশ্বর॥
লঙ্কার রাবণ আমি সংগ্রাম চাই।
তোর বালি রাজা পলাইয়া গেল কই॥
তাহার বাজার বলে দুর্জ্জয় ব্রহ্মার বরে।
প্রাণ লৈয়া ঝাট পলাইয়া যাও ঘরে॥
তোমা হেন কত রাজা যুঝিবারে আসি।
তা সভার এই দেখ হাড় রাশি রাশি॥
বালির সনে তোর যখন হৈবে দরশন।
দশ মাথা ভাঙ্গিয়া তোর বধিবে জীবন॥
দুর্জ্জয় বীর বালি রাজা বিক্রমে সাগর।
বালির বিক্রমের কথা শুনে লঙ্কেশ্বর॥
যতক্ষণ সূর্য্য থাকেন অরুণ উদয়।
চারি সাগরে সন্ধ্যা করেন বালি মহাশয়॥
পর্ব্বত উপাড়িয়া ফেলে আকাশ উপর।
হাত পাতিয়া তাহা লোফে বালি বানর॥
পর্ব্বত উপাড়্যা আকাশ উপরে ফেলি।
লাড়ু হেন করি তাহা লুফিয়া ধরে বালি॥
সপ্তদ্বীপা পৃথিবী বালি চক্ষুপলকে যায়।
আছুক তোমার কাজ পবন নাহি লাগ পায়॥
অমৃত পিয়া রাবণ যদি হৈয়া থাক অমর।
বালির ঠাঞি পড়িলে তবু যাবে যমঘর॥
সন্ধ্যা করিতে গিয়াছে রাজা দক্ষিণ সাগরে।
খানিক থাক যদি এথায় দেখিবা তাহারে॥
নহে যদি আস্যা থাক মরিবার তরে।
দক্ষিণ সাগরে যাহ যথা রাজা সন্ধ্যা করে॥
বার্ত্তা পায়্যা রাবণ রাজা চলিল সত্বর।
উত্তরিলা গিয়া যথা দক্ষিণ সাগর॥
সুমেরু পর্ব্বত যেন সাগরের কূলে।
সূর্য্যের সমান যেন দুই চক্ষু জ্বলে॥
তিনশত যোজন শরীর আড়ে পরিসর।
আটশত যোজন সে উভেতে দীঘল॥
দীঘল লেজ বালি রাজার যোজন পঞ্চাশ।
দুর্জ্জয় শরীর দেখি রাবণ পাইল ত্রাস॥
দূরেতে থাকিয়া রাবণ রাজা বালি নেহালি।
আপনারে ছোট দেখে বালিরে দেখে বলী॥
নিঃশব্দে বালির পাছে যায় তো রাবণ।
সিংহের পাছু যেন শশারুর গমন॥
রাবণ দেখি বালি রাজা মনে মনে হাসে।
আমায় ধরিবার তরে রাবণ রাজা আইসে॥
নির্জীব করিব আমি রাজা লঙ্কেশ্বর।
লেজে বাঁধিয়া ডুবাইব এ চারি সাগর॥
চারি সাগরে ডুবাইব রাজা ত রাবণ।
কৌতুক দেখিবেন আজি যত দেবগণ॥
সর্প দেখিয়া যেমত গরুড় নাহি করে জ্ঞান।
রাবণ দেখিয়া বালি না ছোড়ে সন্ধ্যা ধ্যান॥
পাছু গিয়া রাবণ বালির ধরিল কাঁকালি।
রাবণেরে লেজে বাঁধি গগনে উঠে বালি॥
দশ মাথা কুড়ি হাথ করে লড়বড়।
সর্প ধরিয়া যেন গরুড় বীরের রড়॥
গোরা বানর কালো রাক্ষস ধায় চারি ভিতে।
মেঘ যেন ধায়্যা যায় সূর্য্য আচ্ছাদিতে॥
অতি শীঘ্রগতি ধায় বালি পবনের বেগে।
লাগ না পায়্যা রাক্ষস কটক অবসাদে ভাঙ্গে॥
পূর্ব্ব সাগরে গেল বালি চারিশত যোজন।
পূর্ব্ব সাগরে সন্ধ্যা করে ইন্দ্রের নন্দন॥
পূর্ব্ব সাগরে সন্ধ্যা করি উঠিল আকাশে।
লেজে লড়বড় করে সকল দেবতা হাসে॥
লড়বড় করে রাবণ হাসে দেবগণ।
উত্তর সাগরে গেল বালি ছয়শত যোজন॥
লেজে বাঁধিয়া তায় রাখে কক্ষতলি।
আপন ইচ্ছায় উত্তর সাগরে সন্ধ্যা করে বালি॥
উত্তর সাগরে সন্ধ্যা করি উঠিল গগন।
পশ্চিম সাগরে গেলা বালি আটশত যোজন॥
লেজে বাঁধিয়া রাবণেরে ডুবায় পানির ভিতর।
পানি খাইয়া রাবণ রাজা হইল ফাঁফর॥
হাকচ পাকচ করে রাবণ পাইয়া তরাসে।
কুড়ি হাথে টানে তবু বন্ধন নাহি খসে॥
অতি দীঘল লেজ বালির যোজন পঞ্চাশে।
জলের ভিতর রাবণ রাজা বালি আকাশে॥
চারি সাগরে সন্ধ্যা করে ধ্যান নাহি নড়ে।
রাবণ লৈয়া বালি দেশের তরে চলে॥

লেজে গিয়া বালি রাজা রাবণেরে এড়ি।
হাস্যা বলে কোথা হৈতে আইলা বাবুড়ি॥
রাবণ বলে বলি শুনে বালি মহাশয়।
অবধান কর তুমি দিয়ে পরিচয়॥
লঙ্কার রাবণ আমি বীর পরীক্ষ।
তোমা হেন বীর আমি কোথাও না দেখি॥
যম কুবের আর রাজা পুরন্দর।
তা সভা জিনিঞা তোমার গমন সত্বর॥
চারি সাগরে সন্ধ্যা কৈলে পৃথিবীর অন্তে।
তোমার ঠাঁঞি হৈলু আমি পশুর বৃত্তান্তে॥
বল টুটা দেখিলে আমি আছাড়িয়া মারি।
বলে অধিক দেখিলে আমি
মিত মিতালি করি॥
আজি হইতে তুমি আমার ভাই সহোদর।
আমার লঙ্কাপুরী তোমার ভাগের ভিতর॥
দুইজনে মিতালি করে অগ্নি সাক্ষী।
অনেক কাল রাজ্য করে দুইজনে সুখী॥
তোমার বাণে পড়িল রাম হেন দুইজন।
বৈকুণ্ঠনাথ তুমি আপনি নারায়ণ॥
অগস্ত্যের কথা শুনি রঘুনাথের হাস।
কহ কহ বলিয়া রাম করিলা প্রকাশ॥
বালির ঠাঁঞি হারিয়া কোথা গেল তো রাবণ।
নারদের সনে হইল পথে দরশন॥
সংসার জিনিয়া রাবণ বেড়ায় দিব্য রথে।
মেঘের আড়ে থাকিয়া মুনি
জিজ্ঞাসেন পথে॥
ব্রহ্মার ঠাঁঞি বর রাবণ পাইলে অনেক তপে।
দেবগণ স্থির নহে তোমার প্রতাপে॥
শোক দুঃখে লোক সভ জরায় পীড়িত।
বন্ধুবান্ধবের শোকে লোক পরম দুঃখিত॥
যমের মুখে পড়িছে এই সকল সংসার।
যম থাকিতে মনুষ্যের নাহিক নিস্তার॥
তোমার যুদ্ধে যম রাজা পাইবে পরাজয়।
যম জিনিয়া ঘুচাও তুমি সর্ব্ব লোকের ভয়॥
নারদের কথা শুনি হাসে তো রাবণ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল মুনি জিনিব ত্রিভুবন॥
আগে মর্ত্ত্য জিনিলু মুই তবে তো পাতাল।
সর্ব্বশেষে জিনিব মুই যতেক লোকপাল॥
ছোট জিনিয়া বড় জিনিব রণের পরিপাটী।
বড় জিনিয়া ছোট জিনিলে পৌরুষের ঘাটি॥
নারদ বলেন যম থাকিতে না মারো অন্যজন।
তোমার প্রসাদে মরণ না হউক ত্রিভুবন॥

কুড়ি পাটী দন্ত মেলি রাবণ রাজা হাসে।
চর্তুর্দ্দিগে কেয়া ফুল ফুটিল ভাদ্রমাসে॥
ত্রিভুবন জিনিব আমি কৌতুকের তরে।
তোমার বলে যাই আমি যম জিনিবারে॥
হেন জন নহে যে যমের হব বশ।
যম জিনিতে যায় রাবণ বড়ই সাহস॥
ব্রহ্মার বর পাইয়া দুর্জ্জয় রাবণ।
যম রাবণের যুদ্ধ এখন জিনিবে কোন্ জন॥
দুইজনের কোন্ জন জিনিবে কহ নারদ।
নারদ যারে ভেজায় তার সঞ্চরে আপদ॥
শনির দৃষ্টিতে সংসার যেমন পোড়ে।
রাবণে ভেজায়্যা নারদ গেলা যমের নিয়ড়ে॥
রাবণ না যাইতে নারদের আগুসার।
যেখানে করেন যম আনি ধর্ম্ম বিচার॥
নারদ দেখি যমরাজ উঠিল সম্ভ্রমে।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া নারদের পূজা করে যমে॥
আচম্বিতে মুনি গোসাঞি এখানে আগমন।
আমার ঠাঁঞি আছে তোমার কোন্ প্রয়োজন।
নারদ বলেন তুমি আছহ নিশ্চিন্তে।
রাবণ আইসে সাজিয়া তোমার জিনিতে॥
দণ্ড হস্তে জিনিবে তুমি কি করিবে রাবণ।
কৌতুক দেখিতে আইলাম দুইজনের রণ॥
নারদের বচনে যম হইলেন চিন্তিত।
যুঝিবারে রাবণ কেন আইসে আচম্বিত॥
ত্রাস পায়্যা যম রাজা চাহে অনেক দূরে।
রাক্ষসের ঠাট কটক আইসে প্রচুর॥
পুষ্পক রথে চড়িয়া আইসে রাজা তো রাবণ।
সকল কটক পবেশিল যমের ভবন॥
আগু থানা চাপিলেক পূর্ব্ব দুয়ারে।
লোকজন দেখি তথা ধর্ম্ম অবতারে॥
গোদান কর্যাছে যে ভুজাইয়াছে ব্রাহ্মণ।
ঘৃত দুগ্ধে দেখে রাবণ তাহার ভোজন॥
দুঃখিত জনেরে যে দিয়াছে অন্নদান।
সোনার থালে নিত্য সে করে মিষ্টান্ন ভক্ষণ॥
বস্ত্রহীনে বস্ত্র দিয়াছে তৃষ্ণায় দিয়াছে পানি।
তা সভার সম্পদ দেখ্যা রাবণ বাখানি॥
সোনা দান কর্যাছে যে তুষ্ট্যাছে ব্রাহ্মণ।
সোনার খাটে বস্যা সে দেখে তো রাবণ॥
অতিথি দেখিয়া যে দিয়াছে বাসা ঘর।
দিব্য আওয়াস দেখে দেখিতে সুন্দর॥
সুপাত্র পাইয়া যে কর্যাছে কন্যা দান।
সভা হইতে রাবণ দেখে তাহার সম্মান॥

পৃথিবী দান করিলে যতেক হয় ফল।
একা কন্যা দান কৈলে তাহার সোঁসর ॥
পূর্ব্ব দুয়ার দেখ্যা গেল পশ্চিম দুয়ার।
লোকজন দেখে তথা ধর্ম্ম অবতার ॥
অনেক পুণ্য তপ কর্য্যাছে যেই জন।
পশ্চিম দুয়ারে তা সভারে দেখে তো রাবণ ॥
তপের ফলে তা সভাকার দেখে
নানা জাতি সুখ।
তা দেখিয়া রাবণের পরম কৌতুক ॥
পশ্চিম দুয়ার এড়িয়া গেল লঙ্কার ঈশ্বর।
ত্বরাত্বরি তথা হইতে গেল দুয়ার উত্তর ॥
আগম পুরাণ জেই কর্য্যাছে শ্রবণ।
উত্তর দ্বারে তা সভাকে দেখিল রাবণ ॥
মহাপাপ অধর্ম্ম কর্য্যাছে যেইজন।
তিন দুয়ারে তা সভারে না দেখে রাবণ ॥
পূর্ব্ব দ্বার পশ্চিম দ্বার দ্বার উত্তর।
তিন দ্বারে ধার্ম্মিক লোক দেখে তো বিস্তর ॥
রাবণ বলে পাপী সভ আছে কোন ভিতে।
কোন স্থানে প্রহার তারে করে যমদূতে ॥
যমের দক্ষিণ দ্বার ঘোর অন্ধকার।
রাত্রি দিন নাহি জানে নিবিড় তমাকার ॥
দক্ষিণ দ্বারে যত সব নারকীরা থাকে।
এক ঠাঁঞি থাকিয়া সভে
কেহো কারে না দেখে ॥
চৌরাশী হাজার নরককুণ্ড দক্ষিণ দুয়ারে।
এত নরকে প্রহারিয়া যমদূতে মারে ॥
বিষম প্রহারে পাপী হৈয়াছে কাতর।
রথে চড়ি দক্ষিণ দ্বারে গেল লঙ্কেশ্বর ॥
দক্ষিণ দ্বারে প্রবেশ গিয়া করিল রাবণে।
পরিত্রাহি ডাকে লোক যমের তাড়নে ॥
যিনি যিনি পরদার কর্য্যাছেন কৌতুকে।
তিনি তিনি কুষ্ঠ পাপে ডুবা অন্তে নরকে ॥
তপ্ত নরককুণ্ড অগ্নির উথাল।
তার উপর ধরিয়া ফেলে গায়ের যায় ছাল ॥
গুরুগর্ব্বিত ঝি বহু হর্য্যাছে ব্রাহ্মণী।
তাহার প্রহারের কথা অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
লোহার ডামুস মুষল আনলের গোটা।
চারি ভিতে মুষলের দুর্জ্জয় লোহার কাঁটা ॥
সর্ব্বাঙ্গে চিরিয়া যায় গায়ের যায় মাংস।
কোটি কীটে খুলিয়া খায় তার মাংস ॥
হাথে গলা পায় বাঁধে দিয়া চামের দড়ি।
মাথার উপর তুলিয়া মারে ডামুসের বাড়ি ॥

কুক্কুর আসিয়া তারে কামড়ায় ছিণ্ডে।
লোহার মুদ্গর কেহো মারে পাপীর মুণ্ডে ॥
বিষ্ঠাকুণ্ডে ধরিয়া ফেলে মাথায় বাড়ি মারে।
বিষ্ঠা খাইয়া লোক সব আঁকা বাঁকা করে ॥
পরস্ত্রীকে যে জন দিয়াছে আলিঙ্গন।
সেইমত লোহার স্ত্রী কর্য্যাছে গঠন ॥
কুণ্ডে থুইয়া পোড়ায় ধর্ম্ম অগ্নিজালে।
সেই অগ্নির পুথলি যমদূতে দেয় তার কোলে।
ব্রহ্ম অগ্নির জ্বালায় সর্ব্বাঙ্গ পোড়ে।
মহাযাতনা পায় লোক ধড়ফড় করে ॥
পরস্ত্রীকে যে জন চাহে এক চিত্তে।
দুই চক্ষু উপাড়ে তাহার যমদূতে ॥
পরস্ত্রী লৈয়া ঘর করে যেই জন।
ছয় হাজার বৎসর নরক ভোগ করে সেইজন ॥
পরস্ত্রীতে যাহার বাড়্যাছে পরিবার।
কোটি কল্প বৎসরে তার নাহিক নিস্তার ॥
বিষম যমের দূতে করয়ে যাতনা।
পরদার করিলে হয় এমতি তাড়না ॥
মানুষ মারিয়া যে লৈয়াছে পরাণ।
করাতে চিরিয়া তারে কর্য্যাছে খান খান ॥
অতিথি দেখিয়া যে না করে জিজ্ঞাসা।
দারুণ প্রহার তার নরকে হয় বাসা ॥
পরধনে লোভ করি দিয়াছে ডাকা চুরি।
করাতে চিরিয়া তারে তিল তিল করি ॥
মিথ্যা কথা কয় যে ঠক না বাড়ি।
গলায় বড়্স দিয়া কাঁকালে চামের দড়ি ॥
পরে দান দিতে যেবা হইয়াছে হন্তা।
তার বুকে দিয়াছে বিষম লোহার জাঁতা ॥
পড়ুয়া হইয়া যেইজন চুরি করে পুথি।
খান খান করিয়া তারে দাতে চিরে হাথী ॥
গৃহস্থ হইয়া যেবা ছোট কাঠায় বেচে ধান।
দুই হাথ ছিড়ে তার বিস্তর অপমান ॥
ব্রাহ্মণে অধিক বলে মারে জ্যেষ্ঠ ভাই।
মুষল দিয়া বুকে ডলে ডাকে পরিত্রাই ॥
বিদ্যা পাইয়া যেই গুরুর না করে সেবন।
ধর্ম্ম করিয়া দক্ষিণা না দিলেক যেইজন ॥
আপনা বাথানে যেবা পর নিন্দা করে।
ইহার অধিক পাপ নাহিক সংসারে ॥
এমত পাপ ভুঞ্জে সব বিষম প্রহার।
নরকের মধ্যে ডুবে সেই নাহিক নিস্তার ॥
যমের প্রহারে লোক হইয়াছে কাতর।
নরক ভুঞ্জিয়া লোক হইয়াছে ফাঁফর ॥

অপাত্রে কন্যা দিয়া যেই লয় কড়ি।
তার মাথায় তুলিয়া দেয় মাংসের চুপড়ি ॥
মাংস মাংস লহ ঘন ঘন ডাক ছাড়ে।
সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া তার মাংসের ঝোরানি পড়ে ॥
পাপী লোকের প্রহার দেখি রাবণ রাজা চিন্তে।
বন্দী মুক্ত করে রাবণ মারিয়া যমদূতে ॥
মুষলের বাড়িতে রাবণ করে মহামার।
যমদূত মারিয়া করে বন্দীর উদ্ধার ॥
যত পাপ কর‍্যাছে লোক ভুঞ্জিলে সে তরি।
ভোগ নহিলে ছোড়ান নাহি ফিরা ফিরা পড়ি ॥
পাপে অন্ধকার লোক চক্ষে নাহি দেখে।
পাপের দোষে ফিরা ঘুর‍্যা পড়ে তো নরকে ॥
রাবণ বলে বন্দী সভের কৈরনু উদ্ধার।
আরবার যমদূত করে তো প্রহার ॥
যমদূত বলে রাবণ আমারে কেন গঞ্জি।
আপনার পাপে লোকে আপনি সে ভুঞ্জি ॥
ইহলোকে রাবণ যত করিয়াছ পাপ।
পরলোকে তুমি এইমত পাবে যমের তাপ ॥
পরলোকে তোমার সনে দেখা হইবে এথা।
তখন লাগি পাইলে তোমার করিব অবস্থা ॥
কুপিল রাবণ রাজা দূতের বচনে।
সন্ধান পূরিয়া এখন যমদূত হানে ॥
যমদূত যত সভ দেখিতে ভয়ঙ্কর।
রাবণের সনে যুদ্ধ করিল বিস্তর ॥
নীল হরিতালি বাণ যমদূতে এড়ে।
বাণ খাইয়া রাবণ রাজা রথে হইতে পড়ে ॥
সম্বিধ পাইয়া তখন উঠিল সত্বরে।
কুড়ি চক্ষে কোপাদৃষ্টি যমদূতে করে ॥
থাক থাক বলিয়া তারে তর্জ্জে ত রাবণ।
অগ্নিবাণ রাবণ রাজা জোড়ে ততক্ষণ ॥
অগ্নিবাণ এড়ে রাবণ অগ্নি অবতার।
অগ্নিতে পোড়াইয়া করে যমদূত সংহার ॥
পুড়্যা মরে যমদূত অগ্নির তেজে।
রাবণের রথের উপর জয়ঢাক বাজে ॥
সিংহনাদ ছাড়ে রাবণ জিনিয়া তো রণ।
রথে চড়ি যম আইলা সূর্যের নন্দন ॥
যেই কোপে যম রাজা সৃষ্টি সংহারে।
সেই কোপ করি যম আইল যুঝিবারে ॥
কালদণ্ড মহা অস্ত্র যমের প্রধান।
যুঝিবার কালে আসি হইল অধিষ্ঠান ॥
হেন কালে মৃত্যু তথা আইলা সত্বর।
সাজিয়া আইলা মৃত্যু যমের গোচর ॥
যম রাজার কাল দণ্ডে মৃত্যুর গন্ধে।
পলায় রাক্ষস কটক কেশ নাহি বান্ধে ॥
তিনজনার বিক্রম কার সাধ্য সয়।
ঠাট কটক ভঙ্গ দিল রাবণ নাহি পায় ॥
সেনাপতি ভঙ্গ দিল রাবণ ফাঁফর।
যমের সনে রাবণ রাজা যুঝে একেশ্বর ॥
আছুক যুঝিবার কাজ দেখিয়া যমরাজে।
হেন বীর কোথায় আছে যমের সনে যুঝে ॥
নির্ভয় রাবণ রাজা ব্রহ্মার পাইয়া বরে।
যমের সহিত যুঝে রাবণ ভয় নাহি করে ॥
দশ দিগ রাবণ রাজা ছাইলেক বাণে।
রাবণের বাণ যম কিছুই না মানে ॥
বাণ অস্ত্রে রাবণ রাজা ছাইল যমের পুরী।
যমের ঠাঞি মৃত্যু নাহি কি করিতে পারি ॥
যম রাজা করে তখন বাণ বরিষণ।
ফুটিয়া রাবণ রাজা হইল অচেতন ॥
রাবণের গা বাহিয়া রক্ত পড়ে ধারে।
হেন কালে মৃত্যু গেলা যমের গোচরে ॥
মৃত্যু বলে যম রাজা কর অবধান।
তোমার অস্ত্রের ভিতর আমি আছি তো প্রধান ॥
মধু কৈটভ আদি যতেক দৈত্যগণ।
বলি বালি মান্ধাতা যতেক কৈল রণ ॥
তারা সভ নষ্ট হইল আমা দরশনে।
তোমার আজ্ঞা পাইলে আমি
মারি তো রাবণে ॥
যম বলে মৃত্যু তুমি দেখ কৌতুক রস।
দণ্ড অস্ত্রে মারিব আমি রাবণ রাক্ষস ॥
দণ্ড অস্ত্র দেখ মোর অতি খরসান।
দণ্ড অস্ত্রে রাবণের লইব পরাণ ॥
কাল দণ্ড যম রাজা তুলিয়া লৈল হাথে।
দণ্ড হৈতে সর্পগণ বাহির হয় চারি ভিতে ॥
অজাগর কাল সর্প শঙ্খিনী চিতিনী।
মুখে বিষ উগারয়ে মাথায় জ্বলে মণি ॥
সাপের বিষম বিষ বিকট দশন।
অন্তরীক্ষে থাক্যা দেখে যতেক দেবগণ ॥
দণ্ড দেখি দেবগণের পাইল তরাস।
দেবগণ বলে রাবণ হইল বিনাশ ॥
সকল দেবতা যমের বাখান।
রাবণ মৈলে দেবতা সভ পায় পরিত্রাণ ॥
হেন কালে ব্রহ্মা আইলা অন্তরীক্ষে।
হাথে দণ্ড দেখ্যা ব্রহ্মা অ্যাল্যা
যমের গোচরে ॥

রাবণেরে বর দিলাম তোমার নাহি মনে ।
রাবণ মারিতে না পারিবে তোমার পরাণে ॥
দণ্ড সৃজিলাম আমি মৃত্যুর কারণে ।
দণ্ড অস্ত্র ব্যর্থ নহে জানহ ত্রিভুবনে ॥
অবশ্য মরিবে রাবণ দণ্ড বাজিলে মুণ্ডে ।
আমার বরে জিবেক ব্যর্থ হইবে দণ্ডে ॥
দণ্ড রাখ রাবণ রাখ শুন মোর উত্তর ।
রাবণেরে জয় দিয়া যাহ তুমি ঘর ॥
যম বলে তোমার প্রসাদে সভার ঠাকুরাল ।
তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘিলে কারো নাহিক নিস্তার ॥
তোমার বর পায়্যাছে সে কে মারিতে পারি ।
সম্মুখ হৈয়া যুঝিলে কে যুদ্ধে তাঁর ॥
তোমার চরণে ব্রহ্মা কৈলাম প্রণাম ।
রাবণেরে জয় দিয়া ছাড়িলা সংগ্রাম ॥
রথ সনে যম হইলা অদরশন ।
পলাইয়া না যাও যম ডাকয়ে রাবণ ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত রচিলা চমৎকার ।
উত্তরকাণ্ড পুথি কবিলাম প্রচার ॥

শ্রীরাম বলেন অগস্ত্য কিছু জিজ্ঞাসি কারণ ।
বিষম শুনিলাম আমি যমের তাড়ন ॥
মনুষ্য শরীরে সভে পাপ পুণ্য করে ।
লোভ মোহ কাম ক্রোধ সম্বরিতে নারে ॥
পাপের প্রহার শুন্যা আমার চমৎকার ।
পাপ করিলে লোকে কিসে হয় প্রতিকার ॥
অগস্ত্য বলেন রঘুনাথ কর অবধান ।
তোমার চরিত্র শুনিলে পাপে হয় পরিত্রাণ ॥
যেইজন এই যুদ্ধ শুনিবে রামায়ণ ।
সে কভু না পাইবে যমের তাড়ন ॥
ইহা বাহি পাপের আর নাহি প্রতিকাব ।
রাম রাম স্মরণে হয় পাপীর উদ্ধার ॥
রাম নাম বলিয়া যদি মরয়ে চণ্ডাল ।
মুক্ত হৈয়া স্বর্গে যায় জন্ম না হয় আর ॥
রাম শব্দ করিলে সকল পাপ হরে ।
পাপী হৈয়া তত পাপ করিতে নাহি পারে ॥
রাম নাম করিলে সর্ব্ব পাপে হয় মুক্ত ।
এমত পাপ নাহি যে ইথে না হয় তার অন্ত ॥
ভক্তিভরে রাম নাম লয় যেই জন ।
কোটি জন্মের পাপ তার হয় বিমোচন ॥
অগস্ত্যের কথা শুনি রঘুনাথের হাস ।
কহ কহ বলি রাম করিলা প্রকাশ ॥
যম জিনিয়া আর কোথা গেল তো রাবণ ।
কহ দেখি শুনি মুনি পুরাণ কথন ॥
অগস্ত্য বলেন পৃথিবী জিনে সকল দেশ ।
পাতাল জিনিবারে রাবণ করিলা প্রবেশ ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল আমি জিনিব ত্রিভুবন ।
মর্ত্ত্যলোক জিনিলু এখন জিনিব দেবগণ ॥
বাসুকির যুদ্ধের কথা অদ্ভুত সাজনি ।
তিরাশী কোটি সাজিয়া আইল কাল নাগিনী॥
এক নাগের হাঁইতে জগৎ সংসার পোড়ে ।
তিরাশী কোটি নাগিনী আসি রাবণেরে ঘেরে ॥
বিষের জ্বালায় রাবণ হইল কাতর ।
রাবণ এড়ি রাক্ষস কটক পলায় সত্বর ॥
বিষাগ্নির জ্বালায় রাক্ষস কটক পোড়ে ।
বিষমর্দ্দন বাণ রাবণ ধমকেতে পাড়ে ॥
বিষমর্দ্দন বাণ রাবণ করে বরিষণ ।
পলায় নাগিনী ঠাট সহিতে নারে রণ ॥
উভরড়ে ধায়্যা যায় সকল নাগিনী ।
রুষিয়া বাসুকি রাজা আইলা আপনি ॥
বাসুকির ফণার উপর ব্রহ্ম অগ্নি জ্বলে ।
ব্রহ্ম অগ্নি দেখি রাবণ চিন্তিল সত্বরে ॥
রাবণ রাজা অগ্নিবাণ করে বরিষণ ।
জ্বালায় বাসুকি তখন সহিতে নারে রণ ॥
ত্রাস পায়্যা পলায় বাসুকি উভরড়ে ।
রাক্ষস কটকে তখন বাসুকির পুরী বেড়ে ॥
লুটিয়া পুটিয়া পুরী কৈল ছারখার ।
বাসুকি জিনিয়া রাবণের আগুসার ॥
*নিবাতকবচ দৈত্য পাতালপুরে বৈসে ।
মহাচক্রবর্ত্তী রাজা কারে নাহি হিংসে ॥*
নিবাতকবচ দৈত্যরাজ যম দরশন ।
হাথে অস্ত্র করি আইল করিবারে রণ ॥
দুইজনের অস্ত্র গিয়া ছাইল গগন ।
দুয়ে দুহাঁর উপর করে অস্ত্র বরিষণ ॥
দুইজনেতে অস্ত্র এড়ে যার যত শিক্ষা ।
ছাইল পাতালপুরী কারো নাহি রক্ষা ॥
লক্ষ লক্ষ বাণ দুহেঁ করে অবতার ।
সকল পাতাল হইল ঘোর অন্ধকার ॥
কেহো কাহা জিনিতে নারে দুইজন সোসর ।
দৈত্য রাবণে হইল যুদ্ধ সপ্তম বৎসর ॥
সাত বৎসর যুদ্ধ করে কেহো কারে নারে ।
দেবগণ লইয়া ব্রহ্মা আইলা সত্বরে ॥
ব্রহ্মা বলেন নিবাতকবচ শুন আমার উত্তর ।
তুমি তো মারিতে না পারিবে রাজা লঙ্কেশ্বর ॥

ব্রহ্মা বলেন শুন লঙ্কার অধিপতি।
নিবাতকবচ জিনিতে নারিবে তোমার শকতি ॥
আমার বরে দুইজন হইলা দুর্জ্জয়।
দুইজনে প্রীতভাবে থাকহ নির্ভয় ॥
কোনজন লঙ্ঘিবেক ব্রহ্মার বচন।
যুদ্ধ সম্বরিয়া প্রীত কৈল দুইজন ॥
নানা ভোগ ভুঞ্জায় রাবণে সে দানবে।
আর সাত বৎসর রাবণ তথা থাকে গৌরবে ॥
লঙ্কার অধিক সুখভোগ ভুঞ্জয়ে রাবণ।
বরুণ জিনিবারে যায় লঙ্কার রাজন ॥
সুরভি দেখিয়া রাক্ষস সেনার ডর।
যার দুগ্ধে ভরিয়াছে ক্ষীরোদ সাগর ॥
দেখিতে সুরভি সেই অতিবড় সরু।
যাহা চাই তাহা পাই যেন কল্পতরু ॥
সুরভি দেখিয়া রাবণ হরিষ বদন।
তিনবার প্রদক্ষিণ করিল রাবণ ॥
পুরী প্রবেশিয়া ডাকে রাজা সে রাবণ।
কোথা গেল বরুণ রাজা আসিয়া করুক রণ ॥
লঙ্কার রাবণ আমি সংগ্রাম চাই।
তোর বরুণ রাজা পলাইয়া গেল কৈ ॥
বরুণের পাত্র বলে বরুণ নাহি ঘরে।
কার সনে যুঝিবে তুমি শূন্য নগরে ॥
রাবণ বলে কোথাকারে গিয়াছে বরুণ।
তথা গিয়া বরুণের ধরিব জীবন ॥
বরুণের পাত্র মিত্র পুত্র মহাবীর।
অন্তরীক্ষে তিনজন রথে বড় স্থির ॥
তিন ভাই যুঝে থাকিয়া অন্তরীক্ষে।
বরুণের পুত্রে রাবণ অন্তরীক্ষে দেখে ॥
বরুণপুত্র করে তখন বাণ বরিষণ।
ভঙ্গ দিয়া চতুর্দ্দিগে পলায় রাক্ষসগণ ॥
আপনি দেখিল রাবণ রাক্ষসের তরাস।
রথের সনে রাবণ রাজা উঠিল আকাশ ॥
বরুণপুত্র করে তখন বাণ অবতার।
রাবণের সেনাপতি পলায় অপার ॥
বরুণপুত্র বাণে রাবণ হইল কাতর।
রাবণে কাতর দেখ্যা রুষিল মহোদর ॥
মহোদরের বাণ যেন বড় মত্ত হাথী।
কারো মারে চড় কারো মারে লাথি ॥
বরুণপুত্র করে তবে বাণ বরিষণ।
ফুটিল মহোদরে বাণ হইল অচেতন ॥
মহোদরে কাতর দেখি রুষিল রাবণ।
বরুণপুত্রের উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
রাবণ রাজা বাণ মারে পূরিয়া সন্ধান।
তিনজনে বিঁধিয়া করিল খান খান ॥
বাণে ফুটিয়া তিনজন হইল জরজর।
অন্তরীক্ষে রৈতে নারে পড়ে ভূমির উপর ॥
বরুণপুত্রে ধরিল বরুণের অনুচরে।
তিন ভাই ধরিয়া নিলেক ভিতর অন্তঃপুরে ॥
বরুণপুত্র জিনিয়া রাবণ বরুণেরে চাহে।
প্রভাস নামে বরুণের পাত্র রাবণেরে কহে ॥
স্বর্গলোকে গন্ধর্ব্বে গীত গায় মনোহর।
গীত শুনিতে গিয়াছেন জলের ঈশ্বর ॥
প্রধানজন ঘরে নাই শূন্য নগরী।
এত দূরে ক্ষমা কর লঙ্কার অধিকারী ॥
এত শুনি রাবণ রাজা প্রবেশে আওয়াস।
খাটের উপর পাইল বন্ধন নাগপাশ ॥
নাগপাশ পায়্যা রাবণ সিংহনাদ ছাড়ে।
বরুণপুরী লুটিয়া রাবণ তথা হইতে নড়ে ॥
লুটিয়া পুটিয়া পুরী কৈল ছারখার।
নাগপাশ পায়্যা রাবণের আগুসার ॥
অগস্ত্যের কথা শুন্যা রঘুনাথের হাস।
কহ কহ বলিয়া রাম করিলা প্রকাশ ॥
বরুণপুরী জিনিয়া কোথা গেল তো রাবণ।
কহ দেখি শুনি মুনি পুরাণ কথন ॥
মুনি বলেন পাতালপুরী বলি রাজা বৈসে।
বার্ত্তা পায়্যা রাবণ রাজা তারে জিনিতে আইসে
পাতাল আওয়াস রাবণ দেখে আচম্বিত।
আওয়াস দেখিয়া রাবণ হইল বিস্মিত ॥
প্রহস্ত মামা পাঠাইল বার্ত্তা জানিবারে।
রাবণ রাজার আজ্ঞা পায়্যা সে গেল দুয়ারে ॥
দ্বারেতে দেখিল গিয়া এক পুরুষবর।
ত্রৈলোক্য জিনিয়া রূপে পরম সুন্দর ॥
সিংহাসনের উপর পুরুষ বসি আছে।
শ্বেত চামরের বাতাশ পড়িছে চারি ভিতে ॥
পুরুষ দেখিয়া প্রহস্ত চলিল সত্বর।
এক পুরুষ দ্বারে দেখিলু শুন লঙ্কেশ্বর ॥
বলিদ্বার রাখে সেই পুরুষবর।
প্রবেশ করিতে নারি পুরীর ভিতর ॥
রথে হইতে উলিয়া রাবণ গেল তার পাশে।
সূর্য্যের কিরণ যেন পুরুষবর রোষে ॥
তিনশত যোজন পুরুষ শরীর দুর্জ্জয়।
এক লোমাবলী তার সূর্য্যের উদয় ॥
দুই পর্ব্বত যেন উরাত দুই খণ্ড।
আপনি সাক্ষাৎ বিষ্ণু আজানু বাহুদণ্ড ॥

সুন্দর পুরুষবর দাঁড়ে নাহি উঠে।
ত্রিভুবন মোহ যায় তার কোপদৃষ্টে ॥
দুই চক্ষু রতা নহে ধবল দুই ডিম্ব।
দশন বিদ্যুৎ যেন ওষ্ঠ রাঙ্গা বিম্ব ॥
পাকা তেলাকুচা যেন দুই ওষ্ঠের রঙ্গ।
পর্ব্বতপ্রমাণ ধরে হাথে লোহার ডাঙ্গ ॥
রাবণ বলে পুরুষ তুঞি আজি যাবে কই।
লঙ্কার রাবণ আমি সংগ্রাম চাই ॥
রাবণের কথা শুন্যা পুরুষবর হাসে।
তোমার সনে রণ আমার যুক্তি নাহি আইসে ॥
তোমার সনে যুদ্ধ আমার শুনি উপহাস।
বলির সনে যুঝ গিয়া ভিতর আওয়াস ॥
জোড় হাথে বলে রাবণ আসি রাজা পাশে।
রাবণ দেখি বলি রাজা মনে মনে হাসে ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিল তারে বসিতে আসনে।
পাতালে রাবণ তুমি আইলা কি কারণে ॥
রাবণ বলে বিষ্ণু তুমি বাঁধ্যাছ দুয়ারে।
সাজিয়া আইলাম আমি বিষ্ণু মারিবারে ॥
বলি বলে হেন বাক্য না বলিহ তুণ্ডে।
ত্রিভুবনের সত্যবন্ধন নাহি কভু ছিণ্ডে ॥
যে পুরুষ সনে তোমার দ্বারে দরশন।
সেই পুরুষ সৃজিলেন এ তিন ভুবন ॥
তাহার উপর কোন জনার নাহি অধিকার।
ত্রিভুবন জিনিয়া সেই করে তো সংসার ॥
রাবণ বলে যম মৃত্যু আর কাল দণ্ড।
তিন জনের বড় কেবা আছে তো প্রচণ্ড ॥
আমার যুদ্ধে যম মৃত্যু উঠিয়া দিল রড়।
আর কোন জন আছে যমের দোসর ॥
বলি বলে রাবণ রাজা কি করিবে যম।
ত্রিভুবনে বীর নাহি সে পুরুষের সম ॥
যম ইন্দ্র বরুণ যতেক দিকপাল।
পুরুষের প্রসাদে সভার ঠাকুরাল ॥
তাঁহার প্রসাদে দেবতা হয়্যাছে অমর।
তাঁরে বড় পুরুষ নাহি ত্রৈলোক্য ভিতর ॥
মধু কৈটভ আদি যত ছিল বীর।
সে পুরুষের তরে কেহো রণে নহে স্থির ॥
সেই দেব নারায়ণ সেই দেব হরি।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বনমালাধারী ॥
তোমার তরে মর্ম্মকথা কহি হে রাবণ।
সেই পুরুষ দুয়ারে আপনি নারায়ণ ॥
এত শুনি রাবণ রাজা হইল বাহির।
সে পুরুষের সনে দেখা না হইল আর ॥

রাবণ বলে সেই পুরুষ হইল অদর্শন।
দেখা পাইলে এক চড়ে বধিতাম জীবন ॥
আর বার গেল রাবণ বলির উদ্দিশে।
বলির কাছে গেল রাবণ ভিতর আওয়াসে ॥
বলি বলে রাবণ তোমার বুঝিতে নারি মন।
ঘন ঘন আওয়াসেব ভিতরে আইস কি রাবণ ॥
পাত্রমিত্র সনে বলি করে অনুমান।
পুনঃ পুনঃ কি কারণে আইসে দশানন ॥
সাত শত সুন্দরী আছে বলি রাজার দাসী।
বলির অন্তঃপুরে থাকে পরম রূপসী ॥
উচ্ছিষ্ট অন্নব্যঞ্জন পুরিয়া সোনার থালে।
পাখালিতে লৈয়া যায় সরোবর জলে ॥
রাবণের নিকট দিয়া চেড়ি সভের গমন।
চেড়ির রূপে দেখ্যা রাবণ কামে অচেতন ॥
অন্নব্যঞ্জন কাড়্যা খায় রাবণ রাজা নাচে।
ত্রাস পায়্যা চেড়ি গেল বলি রাজার কাছে ॥
বলি বলে রাবণ তুমি আপনি মহারাজ।
চেড়ির উচ্ছিষ্ট খাইলা বড় পাইনু লাজ ॥
জয়ী হইলা রাবণ পায়্যা ব্রহ্মার বর।
আপন আচার না ছাড় জাতি নিশাচর ॥
লজ্জা পায়্যা রাবণ রাজা মাথা হেট করে।
অপমান পায়্যা রাবণ তথা হৈতে চলে ॥
যথা যথা বিষ্ণু আপনি অধিষ্ঠান।
তথা তথা রাবণ রাজা পায় অপমান ॥
অগস্ত্যের কথা শুনি রঘুনাথের হাস।
কহ কহ বলিয়া রাম করিলা প্রকাশ ॥
তথা হইতে কোথায় গেল তো রাবণ।
কহ দেখি শুনি মুনি পুরাণ কথন ॥
রামের তরে কহেন কথা অগস্ত্য মুনি।
রাবণের কথা রাম অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
পাতাল হইতে উঠে রাবণ পর্ব্বতশিখর।
রথে চড়িয়া যাইতে দেখে দিব্য পুরুষবর ॥
সুবর্ণের রথখান বহে রাজহাঁসে।
তিন কোটি দেবকন্যা পুরুষের পাশে ॥
মধুপানে রথপুরুষ ঘূর্ণিত লোচন।
রথের উপর স্ত্রী সভেরে করে সম্ভাষণ ॥
তাহা দেখি রাবণ রাজা কামে অচেতন।
ডাক দিয়া পুরুষেরে বলে ততক্ষণ ॥
লঙ্কার রাবণ আমি সংগ্রাম চাই।
স্ত্রীগণ লইয়া পুরুষ পলায়্যা যাহ কই ॥
তোমার সনে আজি আমি সংগ্রাম করিব।
তোমায় বধিয়া আজি সুন্দরীগণ লইব ॥

স্ত্রীগণ দেখিয়া আমার মনে নাহি আন।
কথক স্ত্রী আমার তরে দিয়া যাও দান ॥
পুরুষ ডাকিয়া বলে শুন লঙ্কেশ্বর।
অনেক দুঃখে কঠোর তপ কর্যাছি বিস্তর ॥
পৃথিবীতে রাজা আমি ছিলাম যুঝিবারে।
তোমা হেন কত রাজা কর্যাছি সংহারে ॥
সম্মুখ রণে পড়ে যেবা পুরুষের হাথে।
স্বর্গবাসে যায় সে চড়িয়া দিব্য রথে ॥
সম্মুখ রণে কোথা না পাই পরাজয়।
স্বর্গ যাইতে না পাই আমার মনেতে বিস্ময় ॥
আমাকে জিনিতে নারে সংগ্রাম করিয়া।
পর্ব্বত মুনি নাম মোর তপ করি
পর্ব্বতে থাকিয়া ॥
দশ হাজার বৎসর তপ কৈলাম উপবাসী।
তপের ফলে স্বর্গ যাই সঙ্গে রূপসী ॥
স্ত্রীগণ লৈয়া যে স্বর্গবাসে যায়।
তার সনে যুদ্ধ তোমার কভু উচিত নয় ॥
সর্ব্ব শাস্ত্র জান তুমি বিচারে পণ্ডিত।
আমার সনে যুদ্ধ তোমার না হয় উচিত ॥
রাবণ বলে তুমি আমার ধর্ম্মের বাপ।
আমার বাপের সনে তোমার বিস্তর আলাপ ॥
দিগ্‌বিজয় করি আমি ত্রিভুবন জিনি।
কার সনে যুদ্ধ করি বল তবে শুনি ॥
একদিন থাকিতে না পারি বিনা রণে।
যুক্তি বল আজি আমি যুঝিব কার সনে ॥
পর্ব্বত মুনি বলে আছে
রাজা তো মান্ধাতা।
সে দিগ্‌বিজয় করে সপ্তদ্বীপের কর্ত্তা ॥
উত্তর দিগে গিয়াছে রাজা বিজয় করিতে।
বাসা করিয়া আজি থাকিবে এই পর্ব্বতে ॥
এই পর্ব্বতে থাকিলে আজি পাইবে দরশন।
মান্ধাতা আইলে দুইজনে করিহ রণ ॥
এত বলিয়া পর্ব্বত মুনি গেল স্বর্গবাসে।
হেন সময় মান্ধাতা কটক সমেত আইসে ॥
মান্ধাতার তেজ যেন সূর্য্যের কিরণ।
মান্ধাতা দেখিয়া তখন বুঝিল রাবণ ॥
মান্ধাতা করয়ে তখন বাণ বরিষণ।
রাবণের পলায় দেখ্যা সেনাপতিগণ ॥
একেশ্বর রাবণ রাজা সহিলেক রণ।
মান্ধাতার উপর করে বাণ বরিষণ ॥
হীরার টাঙ্গি মান্ধাতা পাক দিয়া এড়ে।
টাঙ্গি খায়্যা রাবণ রাজা রথে হইতে পড়ে ॥

পড়িল রাবণ রাজা বেড়ে সেনাপতি।
সিংহনাদ করিয়া ফিরে মান্ধাতা নৃপতি ॥
চক্ষুর নিমিষে রাবণ রাজা পাইল সম্বিধ।
ধনুক পাতিয়া যুঝে মান্ধাতা চিন্তিত ॥
অগ্নিবাণ এড়ে রাবণ অগ্নি অবতার।
ফুটিল মান্ধাতা রাজা কটক হাহাকার ॥
সিংহনাদ ছাড়ে রাবণ পরম হরিষে।
সম্বিধ পাইলা মান্ধাতা চক্ষুর নিমিষে ॥
উঠিয়া মান্ধাতা রাজা ছাড়ে সিংহনাদ।
দুইজনে যুদ্ধ করে নাহি অবসাদ ॥
টোনশূন্যে নহে বাণ দুইজনে যুঝে।
অজাগর সর্পবাণ টোনের ভিতর গর্জ্জে ॥
কেহো কাহা জিনিতে নারে যুদ্ধে না হয় আশ।
দুইজনে যুদ্ধ করে ক্রমিক দশ মাস ॥
কোপেতে মান্ধাতা বাণ যোড়ে পাশুপত।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল যারে কাঁপয়ে পর্ব্বত ॥
স্থাবর জঙ্গম কাঁপে পৃথিবী সাগর।
বাণের শব্দ শুনিয়া ব্রহ্মায় লাগে ডর ॥
ব্রহ্মা পাঠাইয়া দিলা ভার্গব ঋষি।
অস্ত্র সম্বরিতে মুনি মান্ধাতারে তুষি ॥
ভার্গব মুনি বলেন শুন নৃপতি মান্ধাতা।
তোমার কানে কহি শুন ব্রহ্মার এই কথা ॥
ব্রহ্মার বর আছে নাহি মরে তোমার বাণে।
রাবণ মারিতে না পারিবে তোমার বাণে ॥
আপনি বিষ্ণু জন্মিবেন তোমার কুল অংশে।
তাঁর হাথে রাবণ রাজা মরিবে সবংশে ॥
তোমার হাথেতে কভু না মরিবে রাবণ।
অস্ত্র সম্বরিয়া প্রীত করহ দুইজন ॥
তাহা শুনিয়া মান্ধাতা অস্ত্র কৈল নিবারণ।
প্রীত করাইয়া মুনি গেলা নিজস্থান ॥
মান্ধাতা রাবণ সনে ঘুচিলেক রণ।
কেহো পরাভব নহে ব্রহ্মার কারণ।
অগস্ত্যের কথা শুনিয়া রঘুনাথের হাস।
কহ কহ বলিয়া রাম করিলা প্রকাশ ॥
মান্ধাতা এড়িয়া কোথা গেল তো রাবণ।
কহ দেখি শুনি মুনি পুরাণ কথন ॥
মুনি বলে পর্ব্বতে রহিলা লঙ্কেশ্বর। *
চন্দ্র উদয় করিয়া উঠে গগন উপর ॥
দুই লক্ষ যোজনের পর চন্দ্র উদয় হয়।
সপ্ত স্বর্গ জিনিয়া চন্দ্রের আলয় ॥
চন্দ্ররূপ দেখিয়া রাবণ রাজা হাসে।
চন্দ্রকে জিনিতে রাবণ উঠিল আকাশে ॥

প্রথম স্বর্গে উঠিল রাজা লঙ্কেশ্বর।
পর্ব্বত রাখিয়া উঠে লক্ষ যোজন উপর ॥
*দ্বিতীয় স্বর্গেতে উঠে রাজা লঙ্কেশ্বর।
স্বর্গ ছাড়ি উঠে লক্ষ যোজন উপর ॥*
দ্বিতীয় স্বর্গে উঠিল রাবণ মহারথী ॥
সেই স্বর্গ হইতে আইলা গঙ্গা ভাগীরথী ॥
রাজহংসগণ করে খেলা গঙ্গার কূলে।
সকল কটকে স্নান করে গঙ্গার জলে ॥
গঙ্গাজলে রাবণ করয়ে স্নানদান।
গঙ্গাজলে স্নান করি চলিল রাবণ ॥
গৌরীলোক স্বর্গে রাবণ উঠিল আগুয়ান।
শিবলোক স্বর্গে গেল মহাদেবের স্থান ॥
মহাদেবের চরণ বন্দিল রাবণ।
ভূত পিশাচ আদি দেখে মহাদেবের গণ ॥
যতেক দেবতা দেখে মহাদেবের পাশে।
রাবণ দেখিয়া তারা পলায় তরাসে ॥
অমরাবতী বৈকুণ্ঠ থাকিল ডাহিনে।
ব্রহ্মলোকে গেল রাবণ ব্রহ্মার নিজ স্থানে ॥
ব্রহ্মার পুরী দেখিল রাবণ অদ্ভুত নির্ম্মাণ।
আড়ে দীঘে দশ হাজার যোজন প্রমাণ ॥
সপ্ত স্বর্গ জিনিয়া রথ উঠিল গগন।
চন্দ্র উদয় করিয়াছেন সহ নক্ষত্রগণ ॥
রাবণ দেখ্যা চন্দ্র ধায়্যা আল্যা রোষে।
সহস্রগুণ হিম চন্দ্র কোপেতে বরিষে ॥
হিম বরিষণে সৈন্য কটকে লাগে জাড়।
জাড়েতে রাবণের হাথ হইল অনাড় ॥
প্রহস্ত বলে রাবণ অস্ত্র ধরিতে নারি হাথে।
ক্ষমা দিয়া রণে রাবণ পলাইয়া চল পথে ॥
রাবণ বলে কৌতুক দেখ চন্দ্র আমি জিনি।
চন্দ্র মারিতে রাবণ যোড়ে বাণ আগুনি ॥
ব্রহ্ম অগ্নি জ্বলে রাবণের মুখে আগে।
সেই অগ্নির তাপে কটকের জাড় ভাঙ্গে ॥
অগ্নিবাণ এড়িলেক রাজা লঙ্কেশ্বর।
চন্দ্র বিঁধিয়া রাবণ কৈল জর্জ্জর ॥
কাতর হইলা চন্দ্র রাবণের বাণে।
চারি ভিতে ভঙ্গ দিয়া পলায় নক্ষত্রগণে ॥
চন্দ্রলোকে ব্রহ্মা তখন আইলা সত্বর।
রাখ রাখ বলিয়া ডাকেন শুন লঙ্কেশ্বর ॥
সর্ব্বলোক বন্দে রাবণ দ্বিতীয়ার চন্দ্র।
পূর্ণিমার চন্দ্র করে সংসার আনন্দ ॥
সর্ব্বলোক হরষিত ধবল রজনী।
লোকের হিতের কারণ চন্দ্র সৃজিলু আপনি ॥
কারো মন্দ না করে চন্দ্র জগতের হিত।
হেন চন্দ্র মারিস রাবণ নহে ত উচিত ॥
ব্রহ্মমন্ত্র বাণ আমি কহি তার কানে।
চন্দ্র মারিতে গেলে এখন মরিবে আপনে ॥
দুইজনে যুদ্ধ হইলে একজন হারি।
আপনি পাছে মর তুমি লঙ্কার অধিকারী ॥
ব্রহ্মার কথা শুনিয়া রাবণের হইল ত্রাস।
চন্দ্র এড়িয়া যায় রাবণ পাইয়া তরাস ॥
অগস্ত্যের কথা শুনিয়া রঘুনাথের হাস।
কহ কহ বলিয়া রাম করিল প্রকাশ ॥
চন্দ্রলোক হইতে কোথায় গেল তো রাবণ।
কহ দেখি শুনি মুনি পুরাণ কথন ॥
অগস্ত্য বলেন জম্বুদ্বীপে গেল লঙ্কেশ্বর
তথা গিয়া দেখিলেক এক পুরুষবর ॥
সুমেরু পর্ব্বত যেন পুরুষের আকার।
দেবের দেব পুরুষ ত্রিভুবনের সার ॥
বারো যোজনের পথ আড়ে পরিসর।
চল্লিশ যোজন পুরুষ শরীর দীঘল ॥
রাবণ বলেন পুরুষ তুঞি যাবি কই।
লঙ্কার রাবণ আমি সংগ্রাম চাই ॥
পুষ্পক রথের উপর রাবণ রাজা তর্জ্জে।
অজগর সর্প যেন পুরুষবর গর্জ্জে ॥
পুরুষ বলে তোর ঘুচাইব সংগ্রামসাধ।
আর কত সহিবেক তোর অপবাদ ॥
কুড়ি হাথে রাবণ রাজা নানা অস্ত্র এড়ে।
পুরুষের গায় লাগ্যা উছটিয়া পড়ে ॥
মানুষ নহে পুরুষ আপনি নারায়ণ।
বাণ ব্যর্থ যায় দেখি চিন্তিত রাবণ ॥
অষ্ট বসু দেখে রাবণ পুরুষের শরীরে।
সপ্ত সাগর দেখে পুরুষের উদরে ॥
দশ দিগপাল অধিষ্ঠান দেখে পাশে।
ঊনপঞ্চাশ বায়ু লৈয়া পবনদেব বৈসে ॥
হৃদয়খণ্ডে পুরুষের ব্রহ্মার বসতি।
নাভিকুণ্ডে বসিয়াছেন দেবী সরস্বতী ॥
দেব দানব যক্ষ গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর।
তিন কোটি বৈসে তারা মস্তক উপর ॥
বাসুকির জ্বালায় সর্ব্ব শরীর পোড়ে।
বাসুকি অনন্ত বৈসে নখের ভিতরে ॥
সন্ধ্যা গায়ত্রী পুরুষের ললাটে লিখন।
অদ্ভুত দেখয়ে যেন মেঘের পত্তন ॥
নাকের নিশ্বাসে যেন পবন অধিষ্ঠান।
অশ্বিনীকুমার যেন কান দুইখান ॥

মুখে অগ্নি পুরুষের রুদ্র যোড়ে স্কন্ধ ।
ঝনঝনা পড়ে যেন দশনের অনুবন্ধ ॥
জিহ্বায় সরস্বতী বৈসে যম বৈসে বাহে ।
চন্দ্র সূর্য্য যেন চক্ষু চারি দিগে চাহে ॥
চারি হস্ত ধরে পুরুষ রক্তলোচন ।
চারি হাথে চাপিয়া রাবণে কৈল অচেতন ॥
অচেতন হৈয়া ভূমে লোটায় লঙ্কেশ্বর ।
রাবণ মারিয়া পুরুষ গেল পাতাল ভিতর ॥
উঠিয়া রাবণ রাজা শুক সারণে পুছে ।
আমা মারিয়া পুরুষ কোনখানে আছে ॥
শুক সারণ বলে রাজা শুন লংকেশ্বর ।
পাতালে প্রবেশ কৈল সেই পুরুষবর ॥
পাতালে সাঁধাইল রাবণ পুরুষের উদ্দিশে ।
তিন কোটি চতুর্ভুজ পুরুষ
সেই পুরুষের পাশে ॥
সেই পুরুষ হেন দেখি সভার আকৃতি ।
তিন কোটি চতুর্ভুজ একই মুরতি ॥
পাতালে গিয়া দেখে রাবণ চতুর্ভুজময় ।
সেই পুরুষ চিনিতে নারে মনেতে বিস্ময় ॥
পুরুষ চিনিতে নারে রাজা তো রাবণ ।
রাবণেরে দেখা পুরুষ দিল ততক্ষণ ॥
সোনার খাটে পুরুষ শুয়্যাছে শয্যাতলে ।
তিন কোটি দেবকন্যা পুরুষের কোলে ॥
স্ত্রীগণ লৈয়া পুরুষের কুতূহল ।
কামে অচেতন রাবণ লোটায় ভূমিতল ॥
কোপ আনলে পুরুষ রাবণের ভিতে চায় ।
অগ্নিতে পুড়িয়া রাবণ ভূমিতে লোটায় ॥
উঠ উঠ বলিয়া পুরুষ রাবণেরে লাড়ে ।
উঠিয়া রাবণ রাজা গায়ের ধূলা ঝাড়ে ॥
রাবণ বলে পুরুষ তুমি কেবা হও সার ।
পরিচয় দেহ তুমি কোন্ অবতার ॥
রাবণের কথা শুনি বলেন পুরুষরাজে :
নিশাচর তুমি আমা চিনিবা কোন্ কাজে ॥
যোড় হাথ করিয়া তখন বলে লংকেশ্বর ।
ব্রহ্মার বর পাইয়া আমার কারো নাহি ডর ॥
তোমা হেন জন মারে তবে সে মরণ ।
তোমা বিনে কারো ঠাঁঞি
না যাবে জীবন ॥
রাবণের কথা শুনি পুরুষের হাস ।
আমার হাথে রাবণ সবংশে যাবে নাশ ॥
পুরুষের শরীর রাবণ নেহালিয়া দেখে ।
পর্ব্বত সাগর সাপ দেখে লাখে লাখে ॥

পরিচয় না দিলা পুরুষ রাবণের তরে ।
পুরুষের ঠাঁঞে বিদায় হৈয়া রাবণ রাজা চলে ।
রাম বলেন পুরুষ কেন না দিল পরিচয় ।
সেই পুরুষ কোন্ জন কহিবে নিশ্চয় ॥
অগস্ত্য বলেন কপিল শুনিয়াছ শবদে ।
পরিচয় না দিলেন তিনি রাবণের অপরাধে ॥
তিন কোটি চতুর্ভুজ নিজ পরিবারে ।
সেই কপিল মুনি সাক্ষাৎ বিষ্ণু অবতারে ॥
বৈকুণ্ঠের নাথ তুমি আপনি নারায়ণ ।
বিষ্ণু অংশে জন্ম কপিল মহাজন ॥
অগস্ত্যের কথা শুন্যা রঘুনাথের হাস ।
কহ কহ বলিয়া রাম করিলা প্রকাশ ॥
কপিল এড়ি আর কোথা গেল তো রাবণ ।
কহ দেখি শুনি মুনি পুরাণ কথন ॥
অগস্ত্য বলেন রাবণ গেল কৈলাস পর্ব্বতে ।
বাসা করিয়া রহিল রাবণ কটক সমেতে ॥
দুই প্রহর রাত্রিতে উঠে রাজা তো রাবণ ।
চন্দ্র উদয় করিয়া উঠে নির্ম্মল গগন ॥
সুশীতল বায়ু বহে অতি মনোহর ।
ধবল রজনী দেখে চন্দ্র সুন্দর ॥
কামে অচেতন রাবণ স্ত্রী নাহি সাথে ।
হেন কালে রম্ভা নারী যায় গগন পথে ॥
রম্ভা নামে অপ্সরা পরম সুন্দরী ।
কপালে অলকা নারীর শোভে সারি সারি ॥
রূপে আলো করিয়া যায় যেন চন্দ্রকলা ।
তাহা দেখি রাবণ রাজা কামে হইল ভোলা ॥
রম্ভা রম্ভা বলিয়া রাবণ ধরিতে যায় বলে ।
এত রাত্রিতে রম্ভা সাজাছ কার তরে ॥
কোন্ নাগরের তরে সাজিলা এত রাত্রে ।
তাহা এড়িয়া আজি বঞ্চহ মোর সাথে ॥
যম ইন্দ্র বরুণ আমারে করে ডর ।
আমারে বড় কোন্ জন আছে তো নাগর ॥
নানা শাস্ত্র জানি আমি বিবিধ বিধানে ।
আমায় তোমায় কেলি আজি করিব দুইজনে ॥
কৈলাস পর্ব্বত পুরী ধবল চিকন ।
তার উপর পুষ্পক রথে তোমা সম্ভাষণ ॥
লাজে হেট মাথা করে করে যোড় হাথ ।
আমার শ্বশুর হও রাক্ষসের নাথ ॥
পুত্রের বধূ রাবণ না ধরিহ হাথে ।
কেন আজি আল্যাম আমি এ ছার পথে ॥
রাবণ বলে তুমি আমার কোন্ পুত্রের স্ত্রী ।
কোন্ সম্বন্ধে রম্ভা আমার বহুয়ারি ॥

রম্ভা বলে সম্বন্ধ যদি করিবে বিচার।
নলকুবর নামে কুবেরকুমার॥
তোমার জ্যেষ্ঠ ভাই কুবের ধনের ঈশ্বর।
তার পুত্রের বধূ হইলে তোমার বহুয়ার॥
তপ কারণে নলকুবর হয় তো ব্রাহ্মণে।
তোমা সংহারিতে পারে যদি করে মনে॥
পুত্রের তরে বেশ করিলে শ্বশুরে না ভুঞ্জে।
অবিচারে কর্ম্ম কৈলে সর্ব্বলোকে গঞ্জে॥
শ্বশুর হইলে বহুর তরে করিবে পালন।
মোরে তবে ক্ষয় করিবে কুবেরনন্দন॥
ধর্ম্মে মতি দিয়া রাবণ ছাড় উপহাস।
হাথ এড় যাই আমি তোমার ভাইপোর পাশ॥
রম্ভার কথা শুনি বলিছে রাবণ।
হেন সময় লাগ পাইলে ছাড়ে কোন জন॥
গুরুগর্বিত ঋি বহু পায় যে সন্ধানে।
হেন পুরুষ কোথা আছে ক্ষমা দেয় মনে॥
মনেতে ভাবিয়া রম্ভা চাহে তো আপনি।
ইন্দ্র বলাৎকার কৈল গুরুর ব্রাহ্মণী॥
ব্রাহ্মণের রাজা চন্দ্র সর্ব্বলোকে জানি।
চন্দ্র বলাৎকার কৈল গুরুর ব্রাহ্মণী॥
পড়িবার ছলে ইন্দ্র গোতমের ঘরে।
গুরুপত্নী লাগ পায়্যা পরদার করে॥
উত্তর না দেয় রম্ভা বুঝিয়া তার মন।
বলে ধরিয়া শৃঙ্গার করে রাজা তো রাবণ॥
বহু বহু করিয়া রম্ভা ডাক ছাড়ে।
মুখেতে তর্জ্জন করে হরিষ সত্বরে॥
শৃঙ্গার না হয় তার কাম প্রবীণ।
বলেতে ধরিয়া শৃঙ্গার করে সাত দিন॥
রাবণের শৃঙ্গার সহিতে পারে কোন স্ত্রী।
সবে রম্ভা সহিতে পারে আর মন্দোদরী॥
পুরুষ হইতে স্ত্রীলোকের কামাধিক অষ্টগুণে।
অন্তরে হরিষ রম্ভা প্রীত বড় মন॥
রাবণের শৃঙ্গারে তার বেশ হইল চুর।
তথা হইতে চলে যথায় নলকুবর॥
নলকুবর বলে রম্ভা বেশ কেন আন।
কার ঠাঁঞি রম্ভা আজি পাইলা অপমান॥
কাঁদিতে কাঁদিতে রম্ভা যখন পায় পড়ে।
কোপানলে তোমার সকল সংসার পোড়ে॥
তোমার তরে বেশ কর্যা আসি হরিষ মনে।
হেন কালে পথে লাগি পাইল রাবণে॥
লোকধর্ম্ম নাহি চাহে রাবণ চাপিয়া ধরি।
অল্পপ্রাণী স্ত্রী আমি তার কি করিতে পারি॥

তোমার বহু বহু করিয়া আমি
যত ডাক ছাড়ি।
সাত দিন শৃঙ্গার করে তবু না দেয় ছাড়ি॥
নলকুবর বলে রম্ভা তুঞিঃ অসতী নারী।
সতী স্ত্রী হইলে তারে
শাপে পোড়ায়্যা মারি।
ধ্যানে জানিল রম্ভার নাহি দোষ।
রাবণের চরিত্রে তার বাড়িলেক রোষ॥
কোপে নলকুবর হৈল জ্বলন্ত আগুনি।
রাবণের শাপ দিতে হাতে নিল পানি॥
আজি হইতে শাপ মোর হউক প্রচার।
আর যেন বলে কারো না করে শৃঙ্গার॥
আজি হৈতে যে স্ত্রী না ভজিবেক মন।
বলে শৃঙ্গার করিলে তার হবেক মরণ॥
আমার শাপ কভু নাহি যায় তো খণ্ডন।
বলে শৃঙ্গার করিলে রাবণ মরিবে ততক্ষণ॥
শাপ শুনি দেবগণ হইলা হরষিত।
নলকুবরে তাঁরা হইলা আনন্দিত॥
সকল দেবতা তারে করেন বাখান।
আজি হইতে দেবকন্যা পাইল পরিত্রাণ॥
নিদ্রা হইতে উঠে রাবণ মনেতে কৌতুক।
নলকুবরের শাপ শুনে লোকমুখ॥
শাপ শুনি রাবণ বড় অসুখ ভাবে চিত্তে।
কেনে আইলাম আমি কৈলাস পর্ব্বতে॥
দারুণ শাপ দিল মোরে ভাইর নন্দন।
পরস্ত্রী বলে আর না করিব সম্ভাষণ॥
এই সে মনে আমার বড় রহিল তাপ।
ভাইপুত্র হৈয়া মোরে দিল দারুণ শাপ॥
শাপের ডরে বলে শৃঙ্গার না করে রাবণ।
রাবণের হাথে সীতা রক্ষা এই সে কারণ॥
অগস্ত্যের কথা শুনিয়া রঘুনাথের হাস।
কহ কহ বলি রাম করিলা প্রকাশ॥
রম্ভা এড়িয়া আর কোথা গেল তো রাবণ।
কহ দেখি শুনি মুনি পুরাণ কথন॥
অগস্ত্য বলেন রাবণ রাজা দেশের তরে চলে।
রথখান উঠে গিয়া গগনমণ্ডলে॥
তিন কোটি দৈত্য তথা আছে মহাবল।
হাথে অস্ত্র ধায়্যা আইল মুদ্গর মুষল॥
যম ইন্দ্র বরুণ যতেক লোকপাল।
আমা সভার উপর কারো নাহি ঠাকুরাল॥
নানা অস্ত্রে সাজিয়া আইল কালকূটপতি।
অস্ত্রে বিঁধিয়া পাড়ে রাবণের সেনাপতি॥

রাবণ এড়িয়া সেনাপতি পলায় উভরড়ে ।
তিন কোটি দৈত্য আসিয়া রাবণেরে বেড়ে ॥
চারি ভিতে দৈত্যে বেড়ে রাবণ ফাঁফর ।
কোন্ অস্ত্রে রাবণ মারে ভাবে লঙ্কেশ্বর ॥
চারি দিগে আসিয়া রাবণেরে দৈত্যগণে বেড়ে ।
অগ্নিবাণ রাবণ রাজা ধনুকে শীঘ্র যোড়ে ॥
অগ্নিবাণ এড়ে রাবণ অগ্নি অবতার ।
এক বাণে তিন কোটি করিল সংহার ॥
রাবণ বলে লুঠ এখন দৈত্যের পুরী ।
নানা রত্ন মণি মাণিক ভাণ্ডারে বারি করি ॥
দৈত্যরাজ পড়িল লোক মাথায় হাথে কান্দি ।
তিন কোটি দৈত্যকন্যা রাবণ কৈল বন্দী ॥
দৈত্যরাজের কন্যাগণ রূপেতে অপ্সরা ।
রূপে আলো কৈল যেন উদয় হয় তারা ॥
কন্যারূপ দেখ্যা রাবণ কামে অচেতন ।
শাপের ডরে বলে শৃঙ্গার না করে রাবণ ॥
কৌতুকে রাবণ রাজা কন্যা ধরে হাথে ।
তিন কোটি দৈত্যের কন্যা
বাছিয়া তোলে রথে ॥
দেশের তরে যায় রাবণ বাজে জয় ঢোল ।
রথের উপর শুনে রাবণ কন্যা সভের বোল ॥
কন্যা সভে প্রবোধ দেয় বিবিধ বিধানে ।
সকল কন্যা কাঁদে কেহো প্রবোধ নাহি মানে ॥
দারুণ শাপ দিল মোরে ভাইর নন্দন ।
বলেতে শৃঙ্গার করি তুষিতাম কন্যাগণ ॥
পাপিষ্ঠ স্ত্রীলোক অন্তরে পুড়িয়া মরে ।
মনের কথা নাহি কহে পুরুষের তরে ॥
দারুণ লক্ষণে স্ত্রী সৃজিলা বিধাতা ।
অন্তরে পুড়িয়া মরে প্রকাশ
নাহি করে কথা ॥
পুরুষ হইতে স্ত্রীলোকের কাম অষ্টগুণ ।
প্রকাশ না করে তবু লজ্জার কারণ ॥
মহোদর বলে শুন রাবণ মহারাজ ।
রথের উপর স্ত্রী সভ অধিক পায় লাজ ॥
অশোক বনে রাখ লৈয়া চেড়ি সভ রাখে ।
চেড়ির সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইবে সলুকে ॥
যত দিন কন্যাগণ না করে অঙ্গীকার ।
তাবৎ তা সভাকারে না করিহ শৃঙ্গার ॥
শূর্পণখা নামে আছিল রাবণের বুহিনী ।
রাবণের সমুখে কাঁদে চক্ষে পড়ে পানি ॥
শূর্পণখা বলে ভাই তুমি প্রাণের বৈরী ।
সহোদর ভাই হৈয়া বুহিনী কৈল রাঁড়ি ॥
শূর্পণখার হাথে ধরি বলে রাবণ মহারাজ ।
না জানিয়া কর্ম্ম কৈলে কত পায় লাজ ॥
দুই ভাই ছিল মোর খর দূষণ ।
পরস্ত্রী লৈয়া কেলি করে দুইজন ॥
তুমি বল কর‍্যা ভাই আন পরের স্ত্রী ।
মধু দৈত্য তোমার বুহিনী কৈল চুরি ॥
যত পাপ কর তুমি তোমার তরে ফলে ।
কুম্ভীনসী ভগিনী দৈত্যে নিল বলে ॥
প্রহস্ত মামার ঝি তোমার মামাত ভগিনী ।
লঙ্কার ভিতরে থাকিয়া নিল
কেহো নাহি জানি ॥
অপমান শুনিয়া রাবণ করয়ে বিষাদ ।
কিসের তরে লঙ্কার ভিতর আছে মেঘনাদ ॥
মেরু মন্দার কাটিয়া পাড়ে মেঘনাদের বাণে ।
এত অপমান মোর তোমা বিদ্যমানে ॥
তুমি হেন ভাই মোর মহোদর সহোদর ।
এত প্রমাদ পড়ে ভাই তোমার গোচর ॥
হেনকালে রাবণ রাজা মেঘনাদে বলে ।
তিন লক্ষ ব্রাহ্মণ যজ্ঞে ঘৃত হুলে ॥
অস্থিচর্ম্ম সার হৈয়াছে যজ্ঞ অবসাদে ।
দেখিয়া রাবণ রাজা কহে মেঘনাদে ॥
রাবণ বলে জিনিয়া আইলাম ত্রিভুবন ।
দেবতার পূজা তুমি কর কি কারণ ॥
যজ্ঞভাগ লইতে যত আসিবে দেবতা ।
রাক্ষস হৈয়া মেঘনাদ তুমি পূজহ দেবতা ॥
রাক্ষসকুলে জন্মিয়া করে যজ্ঞের বিনাশ ।
হেন যজ্ঞ কর তুমি দেবতা পায় আশ ॥
কোন্ সাহসে লঙ্কায় আসিবে দেবগণ ।
ব্রহ্মার পূজা বৈ না পূজে অন্যজন ॥
যজ্ঞে পূর্ণা দিয়া যুঝিব অন্তরীক্ষে ।
আমি যারে মারিব সে আমা নাহি দেখে ॥
দশ সহস্র ব্রাহ্মণ যজ্ঞের পুরোহিত ।
আহুতি দিয়া যজ্ঞে হুলে চারি ভিত ॥
হেন সময়ে অগ্নি হইলা অধিষ্ঠান ।
যব ধান্য দধি দুগ্ধ কৈলা মধুপান ॥
হেন কালে যজ্ঞে পূর্ণা দিল মেঘনাদ ।
অগ্নি তারে নানা দ্রব্য দিলেন প্রসাদ ॥
প্রথমে অগ্নি হইতে উঠে নাগপাশ ।
যারে অস্ত্র এড়ে তার অবশ্য বিনাশ ॥
যজ্ঞে পূর্ণা দিয়া যদি
মেঘনাদ যায় রণে ।
ত্রিভুবন পরাজয় হয় তাহার বাণে ॥

বর দিয়া অগ্নি গেলা আপনার স্থান ।
মেঘনাদের তরে রাবণ করে সম্বিধান ॥
সাক্ষাতে দেখিলাম তোমার যজ্ঞের পরীক্ষা ।
ত্রিভুবনে তোমার কাছে কারো নাহি রক্ষা ॥
সকল দেবতা আমি জিনিলু একেশ্বর ।
তোমা লৈয়া আমি গিয়া জিনিব পুরন্দর ॥
আমার বুহিনী হরে করে অপমান ।
মধু দৈত্যের আগে গিয়া বধিব পরাণ ॥
মথুরা এড়িব আজি মধু দৈত্যের পুরী ।
অমরাবতী বেড়িব পিছে ইন্দ্রের নগরী ॥
ইন্দ্র জিনিতে মেঘনাদ করিল সাজনি ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কাঁপিছে অমনি ॥
সাজন রথ লৈয়া যোগায় রথের সারথি ।
নানা রত্ন মণি মাণিক নির্ম্মাইল তথি ॥
বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত রথ অদ্ভুত নির্ম্মাণ ।
পবন বেগে অষ্ট ঘোড়া রথের যোগান ॥
ঠাঞি ঠাঞি তার রত্নের বিশ্বুকি ।
ক্ষণে ক্ষণে রথখান ক্ষণে হয় লুকি ॥
দীপ্তিমান রথখান দশ দিগ প্রকাশ ।
নানা অস্ত্র তোলে বন্ধন নাগপাশ ॥
বাপের আজ্ঞা পায়্যা সাজন রথে চড়ে ।
হস্তী ঘোড়া ঠাট চলে কত থরে থরে ॥
বাদ্যের মহাশব্দ পৃথিবী কম্পমান ।
তিরাশী কোটি শিঙ্গা বাজে অতি খরসান ॥
কাড়া মাদল বাজে হাথী কম্পমান ।
বাদ্যের কোলাহলে কাঁপে স্বর্গপুরীখান ॥
দোসরি মুহরি বাজে শুনি দুরদুরি ।
গভীর নাদে বাদ্য বাজয়ে ঝাঝুরি ॥
মেঘ গর্জ্জয়ে যেন কর্যাছে বাদল ।
গভীর নাদে বাদ্য বাজে ঘন ঘন মাদল ॥
দগড়েতে ঘন কাঠী পড়ে নাহি অবসাদ ।
সিংহনাদ গর্জ্জিয়া যাত্রা কৈল মেঘনাদ ॥
ঘন ঘন বিষাণ বাজে ঢাকে ঘন কাঠী ।
তোলপাড় করিলেক লঙ্কাপুরীর মাটী ॥
মেঘনাদ সাজন করে রণে দিতে হানা ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কাঁপিল সর্ব্বজনা ॥
কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙ্গিল সেই দিনে ।
ইন্দ্র জিনিতে চলে রাবণের সনে ॥
নিদ্রা হইতে উঠে ছয় মাসের অন্তর ।
ছয় মাসের উপবাসে ক্ষুধায় আতুর ॥
সত্তরি ঘড়া খাইলেক মদিরার কলসি ।
পর্ব্বতপ্রমাণ মাংস খায় রাশি রাশি ॥

অর্দ্ধেক লঙ্কার ভোগ করিল ভক্ষণ ।
ভোজন খুঝিবারে চলিল কুম্ভকর্ণ ॥
পৃথিবী টলমল করে কুম্ভকর্ণের পার ভরে ।
হাথী ঘোড়া রথ কটক সাজিল অপারে ॥
মহোদর মহাপাশ খর দূষণ ।
তালজঙ্ঘ সিংহমুখ ঘোর দরশন ॥
প্রহস্ত অকম্পন লড়ে ধূম্রাক্ষ বিকট ।
শোণিতাক্ষ বিড়ালাক্ষ রণেতে উৎকট ॥
কুম্ভ নিকুম্ভ চলে কুম্ভকর্ণের নন্দন ।
যার নামে দেব দানব কাঁপে সর্ব্বজন ॥
মকরাক্ষ লড়ে সেই দুর্জ্জয় ধনুর্দ্ধর ।
তাহার সম বীর নাহি লঙ্কার ভিতর ॥
দেবান্তক নরান্তক অতিকায় মহাবীর ।
মহোদর মহাপাশ দুর্জ্জয় শরীর ॥
রাবণের রথ লৈয়া যোগায় সারথি ।
পর্ব্বতিয়া ঘোড়া যোড়ে পবনের গতি ॥
ইন্দ্র জিনিতে রাবণ করিছে সাজনি ।
রাবণের নিজ ঠাট সত্তরি অক্ষৌহিণী ॥
অমরাবতী রাবণ রাজা জিনিবারে সাজে ।
কুড়ি অক্ষৌহিণী বাদ্য রাবণের বাজে ॥
শত সহস্র ধামসা বাজে তিন লক্ষ কর্নাল ।
কোটি সহস্র ঘণ্টা বাজে মৃদঙ্গ বিশাল ॥
ভেঙ্গর ঝাঝুরি বাজে ত্রিশ কোটি কাড়া ।
কাংস্য করতাল বাজে ছত্রিশ কোটি পড়া ॥
লক্ষ লক্ষ মন্দিরা বাজে ডম্ফ কোটি কোটি ।
আঠারো লক্ষ ডম্বুরে ঘন পড়ে কাটি ॥
সাতাইশ লক্ষ শিঙ্গা বাজে অতি খরসান ।
আঠারো লক্ষ কোটি বাজে
শঙ্খ সিন্ধুযান ॥
চৌরাশী লক্ষ কোটি বাজে দোসরি মুহরি ।
তেইশ লক্ষ সানাই বাজে
সাতাইশ লক্ষ ঝঞ্জরী ॥
ঢেমচা খেমচা বাজে পঞ্চাশ হাজার ।
চৌরাশী লক্ষ কোটি বাজে তবল মন্দিরা ॥
শরমঙ্গলা বাজে সত্তরি লাখ কাঁশি ।
বিরানৈ লাখ বাজে মধুর মধুর বাঁশী ॥
সপ্তস্বরা বাদ্য বাজে শুনিতে উল্লাস ।
চোরাশী লক্ষ বাজে চন্দ্র কবিলাস ॥
মোচঙ্গ নিশান ঢাক বাজে বাজে জয়ঢোল ।
মহাপ্রলয় কালে যেন হয় মহারোল ॥
সাগর পার হৈয়া কটক চলিল ত্বরায় ।
চক্ষুর নিমিষে ঠাট গেল মথুরায় ॥

মধু দৈত্যের দেশ গিয়া মথুরা পুরী বেড়ে
সুখে নিদ্রা যায় দৈত্য খাটের উপরে ॥
সুখে নিদ্রা যায় দৈত্য ঘরের ভিতরে।
কুম্ভীনসী বাড়ির বাহির হইল সত্বরে ॥
বুহিনী দেখিয়া রাবণ বলে
দৈত্য গেল কোথা।
তোমায় আন্যাছে দৈত্য কাটিব তার মাথা ॥
আমি যদি থাকিতাম লঙ্কার ভিতর।
সেই দিন তাহারে পাঠাইতাম যমঘর ॥
রাবণের কথা শুন্যা কুম্ভীনসী হাসে।
তোমার ডরে স্বামী মোর পলাল তরাসে ॥
তোমার ঠাঞি পড়িলে ভাই করো নাহি রক্ষা।
সহোদর বুহিনী রাঁড় করিলে শূর্পণখা ॥
তার স্বামী কাটিলে তোমার নাহি লাজ।
আমায় রাঁড় করিয়া সাধিবে কোন্ কাজ ॥
তুমি বলেতে করিয়া ভাই আনহ পরের স্ত্রী।
সবে মাত্র এক বিভা নামে মন্দোদরী ॥
নামের তরে বিভা এক দানবের ঝি।
ঘুষিতে ঘোষণা তোমার দশ হাজার স্ত্রী ॥
আপনার দোষ ভাই আপনি নাহি দেখ।
পরের চুরি চাহিয়া বেড়াও গৌরব না রাখ ॥
অনেক প্রকারে তারে করেন কাকুতি।
তার বীর্য্যে ভাই আমার হৈয়াছে সন্ততি ॥
লবণ নামে পুত্র মোর দেখ বিদ্যমানে।
মিথ্যা কহিয়া কুম্ভীনসী ভাণ্ডায় রাবণে ॥
রাবণ বলে আমি তারে না মারিব প্রাণে।
ইন্দ্র জিনিতে যাইব আমি চলুক মোর সনে ॥
এত যদি কুম্ভীনসী ভাইর আজ্ঞা পাইয়া।
শুয়্যাছিল মধু দৈত্য গেল তো ধাইয়া ॥
কুম্ভীনসী ধাইয়া আইসে আদড় চুলি।
নিদ্রা হইতে উঠে তখন দৈত্য মহাবলী ॥
আচম্বিতে শুনে মথুরায় গণ্ডগোল।
গড়ের বাহিরে শুনে কটকের মহারোল ॥
কুম্ভীনসী বলে দৈত্যে না জান কারণ।
তোমায় মারিতে আস্যাছেন লঙ্কার রাবণ ॥
লঙ্কার ভিতর হইতে তুমি
আমায় লইলা বলে।
সেই কোপে আইলা তোমায় মারিবার ছলে ॥
দৈত্য বলে ঝাট আন মহাদেবের শূলে।
সবংশে রাবণ মারিয়া আজি করিব নির্ম্মূলে ॥
দৈত্যের কোপ দেখিয়া তবে কুম্ভীনসী বলে।
রাবণ রাজার তবে যুদ্ধ মরিবার তরে ॥

তোমা থাকুক যদি তার সনে যুঝেন বিধাতা।
বিধাতা না পারেন অন্যের কি কথা ॥
তোমার লাগিয়া ভাইর ঠাঞি
পায়্যাছি আশ্বাস।
যুদ্ধে কাজ নাহি তুমি কর গিয়া সম্ভাষ ॥
কুম্ভীনসীর কথা শুনি দৈত্যরাজ চলে।
সম্ভাষ করিল গিয়া রাবণের তরে ॥
কাতর হইয়া বুহিনী ধরিল চরণ।
বুহিনীর কাতরে তোমার রাখিলু জীবন ॥
কত ঠাট আছে তোমার কহ হাথী ঘোড়া।
কত অস্ত্র আছে তোমার জাটি ঝকড়া ॥
সাজিয়া আমার সনে চলহ সত্বর।
অমরাবতী লুটিব আজি জিনিব পুরন্দর ॥
যোড় হাত করিয়া দৈত্য রাবণেরে বলে।
তবে এক রাত্রি রাজা বঞ্চ মোর ঘরে ॥
তোমা কাজ থাকুক আমি
জিনিব পুরন্দরে।
রাবণ বলে কুম্ভকর্ণ আছিল নিদ্রা ঘোরে ॥
জাগিয়া চল্যাছে রণে আজি কুম্ভকর্ণে।
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা গেলে কে যুঝে তার সনে ॥
রাত্রির ভিতরে অমরাবতী লুটিব।
নানা উপহারে ঠাট ভুঞ্জায় দানব ॥
তথা হইতে চলে রাবণ পাইয়া গৌরব।
ঠাট কটক সঙ্গে লৈয়া চলিল দানব ॥
অন্তরীক্ষে ঠাট কটক চলে মুড়ে মুড়ে।
তৃতীয় প্রহরে গিয়া অমরাবতী বেড়ে ॥
ইন্দ্রের পুরী সেই কেহো লঙ্ঘিতে না
অমরাবতী বেড়িয়া ঠাট রহিল দুয়ারে ॥
ত্রিভুবন জিনিয়া সেই ইন্দ্রের নগরী।
মণিমুক্তায় আলো করে অমরাবতী পুরী ॥
সুবর্ণ রচিত প্রাচীর অদ্ভুত গঠন।
উর্দ্ধে পাচীর উচা তিন শত যোজন ॥
দশ হাজার যোজন আড়ে পুরী অমরাবতী।
দীর্ঘে ওর নাহি উপরে নাহি গতি ॥
চারি দ্বার চারি দিকে দশ দশ যোজন।
দশ সহস্র ঠাট এক এক দ্বারে ভিড়ন ॥
সুবর্ণ কপাট খিল পর্ব্বতের গোড়া।
সুবর্ণের হুড়ুকা বাড়ি পর্ব্বতের চূড়া ॥
ঐরাবত উচ্চৈশ্রবা থাকে তো দুয়ারে।
ত্রিভুবনের শক্তি পুরী লঙ্ঘিতে না পারে ॥
বিংশতি যোজন নিজ অন্তঃপুরী।
তিরাশী কোটি বৃন্দ তথা স্বর্গ বিদ্যাধরী ॥

পরম সুন্দরী শচী প্রধান সেই নারী।
ত্রিভুবন মোহিত রূপে দেবকন্যা জিনি ॥
রতনে নির্ম্মিত পুরী দেয়াল চবুতোরা।
দেব গন্ধর্ব্ব তথা বিদ্যাধরে মেলা ॥
শোক দুঃখ নাহি তথা নাহিক মরণ।
অমরাবতী পুরীর নাম এই সে কারণ ॥
উপমা দিতে নাই সেই পুরী অনুপাম।
ত্রিভুবন জিনিয়া স্থল অমরাবতী নাম ॥
সদাই সানন্দ তথা দেবের বসতি।
অসীম সুখ তথা নাম অমরাবতী ॥
তথায় বিপাক হয় দৈব নির্ব্বন্ধ।
ঠাট কটক দুয়ারে আপনি দশস্কন্ধ ॥
অমর নগর সম নাহিক উপমা।
চতুর্ভুজ ব্রহ্মা আপনি দিতে নারে সীমা ॥
তথায় প্রমাদ পড়ে ইন্দ্র নাহি জানে।
আচম্বিতে স্বর্গে গিয়া বেড়িল রাবণে ॥
রাবণ বেড়িল স্বর্গবাস পুরন্দরে।
ত্রাস পায়্যা ইন্দ্র গেলা ব্রহ্মার গোচরে ॥
আচম্বিতে স্বর্গ বেড়িল রাবণ।
রাবণ মারিয়া রক্ষা কর দেবগণ ॥
ব্রহ্মা বলেন বর দিয়াছি বধিব কেমনে।
বিষ্ণুর নিকট যাও লৈয়া দেবগণে ॥
রাক্ষস মারিতে পারে দেব নারায়ণ।
ব্রহ্মার বোলে ইন্দ্র গেলা বিষ্ণুর স্থান ॥
দেবদানব লয়া গেল বিষ্ণুর গোচর।
তোমার চরণ বিনু গতি নাহি আর ॥
তোমা বহি আর গোসাঞি দেবের নাহি গতি।
রাক্ষস মারিয়া রক্ষা করহ শ্রীপতি ॥
বিষ্ণু দেখিলেন ইন্দ্র হৈয়াছে কাতর।
এক যুক্তি বলি আমি শুন পুরন্দর ॥
আমা বহি অন্যের ঠাঞি তার নাহিক মরণ।
ঝাট চল পুরন্দর কর গিয়া রণ ॥
রাবণের যুদ্ধে তুমি না করিহ ভয়।
তোমার যুদ্ধে রাবণ পাইবে পরাজয় ॥
বিষ্ণুর আজ্ঞা পায়্যা ইন্দ্র আইলা শীঘ্রগতি।
যুঝিবারে সাজে তবে ইন্দ্র সুরপতি ॥
ত্রিভুবনের উপর ইন্দ্র অধিকারী।
দশ দিক্পাল আইলা আগুসারি ॥
সুমেরু পর্ব্বতের উপর পবনের স্থান।
ঊনপঞ্চাশ বায়ু লৈয়া হইলা আগুয়ান ॥
কৈলাস পর্ব্বতে কুবের বৈসে উত্তরে।
তিরাশী কোটি যক্ষ লৈয়া আইলা যুঝিবারে ॥

রাবণের যুদ্ধে তিনি বড় পাইয়াছেন লাজ।
সেই কোপে যুঝিবারে আইলা যক্ষরাজ ॥
দক্ষিণ হইতে যম মৃত্যু আইলা দুইজন।
যম মৃত্যু একবার জিন্যাছে রাবণ ॥
ভঙ্গ দিয়া পলাইল যম রাবণের যুদ্ধে।
আর বার আইলেন ইন্দ্রের অনুরোধে ॥
পাতাল হইতে বাসুকি করিলা উঠানি।
তিরাশী কোটি সাজিয়া আইল কালনাগিনী ॥
পাতালের বলির পুরী জিন্যাছে রাবণ।
সেই কোপে যুঝিবারে আইলা বরুণ ॥
বরুণের যুদ্ধ বড়ই বিষম।
জলময় একাকার কাঁপে ত্রিভুবন ॥
মরুৎগণ বসুগণ আইলা বিদ্যাধর।
ভূত পিশাচ যক্ষ আইল বিস্তর ॥
শনি আদি নবগ্রহ যোগ করণ।
বড় ঋতু যুঝিবারে আইলা ততক্ষণ ॥
একাদশ রুদ্র আইলা দ্বাদশ রবি।
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে পোড়ে তো পৃথিবী ॥
যুদ্ধ দেখিতে আইলেন আপনি।
রক্তমাংস খাইবারে আইল চৌষট্টি যোগিনী ॥
চণ্ডীর অশেষ মায়া বুঝিতে না পারি।
বৈষ্ণবী রুদ্রাক্ষী দেবী আইলা মাহেশ্বরী ॥
বারাহী নারসিংহী হৈয়া ধরে নানা কলা।
কাত্যায়নী চামুণ্ডার গলে মুণ্ডমালা ॥
রক্তবীজ মহিষাসুর মারিলা সত্তর।
দেবতা রাক্ষসে যুদ্ধ বাজিল বিস্তর ॥
রণে অস্ত্র ফেলে রাক্ষস জাটি ঝকড়া।
অমরাবতী ছাইল যেন বরিষণ ধারা ॥
নানা অস্ত্র রাক্ষসেরা করে অবতার।
লেখাজোখা নাহি ঠাট পড়িল অপার ॥
ইন্দ্র বলে রাবণ তুমি যুদ্ধ কর ছল।
জনে জনে যুদ্ধ কর বুঝি তোমার বল ॥
ইন্দ্রের কথা শুনি হাসয়ে রাবণে।
সকল দেবতা তোমার যুঝ্যাছে মোর সনে ॥
যম মৃত্যু বরুণ জিনিয়াছি
মুঞি আছি জ্ঞাতা।
আমার সমুখে আসিবেক কোন্ দেবতা ॥
হেন কালে শনি গেল রাবণের সমুখে।
শনির দরশনে মাথা ছিণ্ডে ইন্দ্র
দেখেন কৌতুকে ॥
দশ মাথা খসিয়া পড়ে দেবগণ হাসে।
বিকৃতি মূর্ত্তি হইল যেন নেড়া তাল গাছে ॥

দশ মাথা খসিয়া পড়ে বল নাহি টুটে।
ব্রহ্মার বরে দশ মাথা ততক্ষণে উঠে ॥
একবার বহি আর শনির নাহি বল।
শনি ভাবিত হইলা দেখ্যা লঙ্কেশ্বর ॥
মাথা কাটিলে নাহি মরে পায়্যা ব্রহ্মার বরে।
উঠিয়া রড় দিল শনি রাবণের ডরে ॥
উভরড়ে শনি শূন্যে পলায় ত্রাস অন্তরে।
হেন বেলায় যম গেল রাবণ গোচরে ॥
যম দেখি রাবণের হইল বড় হাস।
মারিবারে যম কেন আইলা মোর পাশ ॥
একবার যম তুমি পলাইলা ডরে।
আর বার আইলা কেন মারিবার তরে ॥
যম বলে অহঙ্কার না কর রাবণ।
সেই দিন আমি তোর বধিতাম জীবন ॥
সেই দিন এড়াইলা ব্রহ্মার কারণ।
আজি এথা ব্রহ্মা নাহি রাখে কোন জনে ॥
চৌষট্টি রোগ পীড়া যমের সংহতি।
রাবণের শরীরে প্রবেশে শীঘ্রগতি ॥
ত্রিভুবনের মায়া জানে পাপিষ্ঠ রাবণ।
ব্রহ্ম অগ্নি শরীরে জন্বালিল ততক্ষণ ॥
পুড়িয়া মরে রোগ পীড়া ডাকে পরিত্রাহি।
সহিতে না পারে তারা গেল যমের ঠাঁঞি ॥
রোগ পীড়া পলাইল রাবণ রাজা হাসে।
আমার ঠাঁঞি যম তুমি মায়া কর কিসে ॥
যম বলে রাবণ তুমি না কর অহঙ্কার।
নিশ্চয় জানিবে যমের ঠাঁঞি মরণ তোমার ॥
রোগ পীড়া পলাইল ইথে পাইল আশ।
মৃত্যু অস্ত্রে আজি তোমার করিব বিনাশ ॥
যম রাবণ দুইজনে হয় গালাগালি।
দূরে থাকিয়া দেখে তাহা কুম্ভকর্ণ বলী ॥
ধায়্যা কুম্ভকর্ণ যায় যম গিলিবারে।
উঠিয়া রড় দিল কুম্ভকর্ণের ডরে ॥
ত্রাস পায়্যা গেল যম ইন্দ্রের গোচরে।
যমের ভঙ্গ দেখিয়া বলিছে পুরন্দরে ॥
সংসার নষ্ট হয় যম তোমা দরশনে।
তুমি ভঙ্গ দিলে আর যুঝিবে কোন্ জনে ॥
তোমার ত্রাস দেখিয়া চিন্তিত দেবতা।
যম হৈয়্যা পলায়্যা যাও অন্যের কি কথা ॥
হেন কালে পবন গিয়া বহে দারুণ ঝড়।
ঝড়ে উড়ে রাক্ষস হৈতে না পারে নিয়ড় ॥
দুর্জ্জয় কুম্ভকর্ণকে ঝড়ে লাড়িতে না পারে।
কোপে কুম্ভকর্ণ যায় পবন গিলিবারে ॥

কুম্ভকর্ণ দেখি পবন উঠিয়া দিল রড়।
পবন পলাইল এখন বহিল কেবল ঝড় ॥
কুম্ভকর্ণ দেখিয়া স্থির নহে দেবগণ।
রণেতে প্রবেশ কৈল দেবতা বরুণ ॥
বরুণের মায়া সভ হৈল জলময়।
জলময় ত্রিভুবন রাবণে লাগে ভয় ॥
যথা পলাইয়া যায় রাবণ তথা দেখে জল।
ত্রিভুবনে রাবণ রহিতে না পায় স্থল ॥
কুম্ভকর্ণ ডুবাইতে পারে দুর্জ্জয় শরীর।
আর যত রাক্ষস কটক হইল অস্থির ॥
বরুণের মায়া হেন জানিল রাবণ।
অগ্নিবাণ রাবণ রাজা এড়ে ততক্ষণ ॥
অগ্নিবাণ এড়ে রাবণ অগ্নি অবতার।
সকল জল শুখাইয়া করে তো সংহার ॥
বরুণের মায়া চুর করিল রাবণ।
ষড়ঋতু যুঝিতে আইল ততক্ষণ ॥
মরুৎগণ বসুগণ আইল যুঝিবারে।
ভঙ্গ দিল রাক্ষস কটক যুদ্ধ সহিতে নারে ॥
একাদশ রুদ্র আইলা দ্বাদশ রবি।
জলে স্থলে ত্রিভুবন পোড়য়ে পৃথিবী ॥
দ্বাদশ সূর্য্য উদয় হইল মহাপ্রলয়।
মহাপ্রলয় দেখি রাবণ পাইল বড় ভয় ॥
ধনুকে যুড়িল রাবণ বাণ ব্রহ্মজাল।
আকাশে উঠিল বাণ অগ্নির উথাল ॥
রাবণ দেখিয়া তবে দেবগণ কাঁপে।
বারো সূর্য্য লুকাইল রাবণের প্রতাপে ॥
একে একে সকল দেবতা জিনিল রাবণ
জয়ন্ত মেঘনাদ দুইজনে করে রণ ॥
দুই রাজার বেটা করে বাণ বরিষণ।
কেহো কারো জিনিতে নারে সোসর দুইজন
রাবণের বেটা মেঘনাদ মহা ধনুর্দ্ধর।
জয়ন্তেরে বিন্ধিয়া করিল জর্জ্জর ॥
কোপে ইন্দ্রজিৎ এড়ে চোখ চোখ বাণ।
ইন্দ্রজিতের বাণে জয়ন্ত কম্পমান ॥
মেঘনাদের যুদ্ধ জয়ন্ত সহিতে নারে।
পলাইয়া জয়ন্ত গেলা মাতামহের ঘরে ॥
পৌলব দানব আছে পাতাল ভিতর।
পাতালে সাঁধাইল জয়ন্ত মাতামহের ঘর ॥
ইন্দ্রের ঠাঁঞি গিয়া কহে দেবগণ।
আচম্বিতে জয়ন্ত না দেখি কি কারণ ॥
মেঘনাদের যুদ্ধ না পারে সহিতে।
কিবা মৈল কিবা আছে না পারি বলিতে ॥

শুনিয়া ইন্দ্রের পুরী উঠিল ক্রন্দন।
ইন্দ্রকে যম বলেন প্রবোধবচন॥
পরলোকে যে যায় তার আমার সনে দেখা।
জয়ন্ত নাহি মরে পাইয়াছেন রক্ষা॥
পৌলব দানব আছে পাতালে তার পুরী।
যমের প্রবোধে ইন্দ্র ক্রন্দন সংকালি॥*
যমের প্রবোধে ইন্দ্র সম্বরে ক্রন্দন।
জয়ন্ত লুকাইয়াছে মাতামহের নিকেতন॥
*যমের প্রবোধে ইন্দ্র ক্রন্দন শঙ্কালি।
দেবগণ লয়া গেল চণ্ডীর গোচরি॥*
তোমা বিদ্যমানে দেবগণের সংহার।
আপনি যুঝিয়া দেবের করহ নিস্তার॥*
রাবণ মারিয়া কর দেবের উদ্ধার।
ত্রিভুবন রক্ষা কর মাতা হইয়া কাণ্ডার॥
ইন্দ্রের বচনে চণ্ডীর হাস উপজিল।
চৌষট্টি যোগিনী লৈয়া রণে প্রবেশিল॥
যুঝিবারে চণ্ডী এখন আইলা রণস্থলে।
কোটি কোটি রাক্ষস লৈয়া যোগিনী সংহারে॥
যুঝিতে যোগিনী সভ নানা কাছ কাছে।
রক্তমাংস খাইয়া যোগিনীগণ নাচে॥
চণ্ডীর যুদ্ধে রাক্ষস পড়ে দশ অক্ষৌহিণী।
রক্ত মাংস খায়্যা বেড়ায় চৌষট্টি যোগিনী॥
যুঝেন চণ্ডিকা এখন ছত্রিশ প্রকারে।
পলায় রাক্ষস যুদ্ধ সহিতে নারে॥
চণ্ডিকার যুদ্ধে রাক্ষস হইল সংহার।
চিন্তিত রাবণ রাজা না দেখি নিস্তার॥
ব্রহ্মার বর পায়্যা মারিস দেবগণ।
আমার সনে যুদ্ধ তোমার অবশ্য মরণ॥
চণ্ডীর কথা শুনিয়া বলিছে রাবণ।
আমার সনে যুদ্ধ তোমার কোন্ প্রয়োজন॥
রক্তবীজ মহিষাসুর তুমি বধিলা রণে।
উচিত না হয় চণ্ডী যুঝ মোর সনে॥
আমারে জিনিলে তোমার কিবা হৈবে কাজ।
তুমি চণ্ডী হারিলে বড় পাইবে লাজ॥
অনেক রাক্ষস মরিল রক্তের বহে ফেনা।
এত দূরে চণ্ডী তুমি মোরে দেহ ক্ষমা॥
রাবণের কথা শুনি চণ্ডী দেবীর হাস।
চৌষট্টি যোগিনী লৈয়া গেলেন কৈলাস॥
যুদ্ধ এড়ি চণ্ডী গেলেন নিজ স্থান।
যুঝিবারে ইন্দ্র এখন হইল আগুয়ান॥
একে একে সকল দেবতা জিনিল রাবণ।
ইন্দ্র রাবণে এখন দড় বাজে রণ॥

ঐরাবতে চড়িয়া ইন্দ্র বজ্র লইল হাথে।
বজ্র দেখিয়া রাবণ রাজা মনে মনে চিন্তে॥
বজ্রের মহাশব্দ কাঁপে ত্রিভুবন।
দূরে থাকিয়া দেখে তাহা রাক্ষস কুম্ভকর্ণ॥
বজ্র দেখিয়া চিন্তে রাবণ কুম্ভকর্ণ দেখে।
ধায়্যা কুম্ভকর্ণ গেল ইন্দ্রের সম্মুখে॥
কুম্ভকর্ণ দেখ্যা রাবণের ঘুচে ভয়।
পর্ব্বত প্রমাণ বীর শরীর দুর্জ্জয়॥
কুম্ভকর্ণ বলে ইন্দ্র আজি যাবে কোথা।
অমরাবতী না রাখিব সকল দেবতা॥
বজ্র অস্ত্র বহি তোমার নাহি ভাঁড়া।
ছাড় দেখি বজ্র অস্ত্র চিবাইয়া করি গুড়া॥
ইন্দ্র বলে কুম্ভকর্ণ না কর অহঙ্কার।
বজ্র অস্ত্রে কোন জনের নাহিক নিস্তার॥
আজি কুম্ভকর্ণ পড়িলা সংকটে।
কেমনে রাখিবে অস্ত্র দেখিব নিকটে॥
মন্ত্র পড়িয়া ইন্দ্র রাজা বজ্র অস্ত্র এড়ে।
কুম্ভকর্ণ দুই হাতে বজ্র ধরিয়া গিলে॥
দেখিয়া রাক্ষস সভ দিল টিটকারি।
দেবতা গিলিতে বীর ধায় রড়ারড়ি॥
সৃষ্টিনাশ করিতে তারে সৃজিল বিধাতা।
চারিভিতে সাপটিয়া গেলে তো দেবতা॥
অমর দেবতা সভ নাহিক মরণ।
নাক কানের পথে বাহির হয় ততক্ষণ॥
আছাড়িয়া দেবতা ফেলে গগনমণ্ডলে।
হাথ পা ভাঙ্গিয়া সভে পড়ে ভূমিতলে॥
কুম্ভকর্ণের যুদ্ধে দেবগণ নহে স্থির।
রাত্রি প্রভাতে নিদ্রায় পড়িবে মহাবীর॥
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা যায় রাবণ রাজা চিন্তে।
লঙ্কার ভিতর কুম্ভকর্ণ পাঠাইল রথে॥
ইন্দ্র রাবণে করে বাণ বরিষণ।
দুইজনের বাণে গিয়া ঢাকিল গগন॥
দুইজনে বাণ বরিষে নানা জাতি পড়ে।
দুই দুহাঁ সারথির থাকেন আড়ে॥
কোপে ইন্দ্র বাণ এড়ে ধনুকে দিয়া চড়া।
বিংশতি কোটি পড়িল রাবণের জাটি ঝকড়া॥
বিংশতি কোটি পড়িল রাবণের তাজি ঘোড়া।
কত শত বাদ্য বাজে শিংগা আর কাড়া॥
আর বাণ এড়ে ইন্দ্র সংগ্রামে প্রচণ্ড।
কুণ্ডল সহিত কাটে সারথির মুণ্ড॥
ইন্দ্রের যুদ্ধে রাক্ষস কটক পড়্যাছে অপার।
রক্তে নদী বহে হয় তো সাঁতার॥

দুই কটক যুঝিয়া পড়ে রক্তে হৈয়া রাঙ্গা।
রক্তে নদী বহে যেন ভাদ্রমাসের গঙ্গা ॥
ঘোড়া হাথী ঠাট কটক রক্তের উপর ভাসে।
হরিষে পিশাচগণ মনে মনে হাসে ॥
বিস্বুকি বিম্বুকি রক্তে বাহিয়া উঠে ফেনা।
শকুনি শৃগাল তাহে করিছে পারণা ॥
অমরাবতী ঢাকিল রক্তে ঢেউর কলকলি।
যুঝিবার এই সীমা উপমা দিতে নারি ॥
কোন কালে কোন যুগে এমন
যুদ্ধ নাহি দেখি।
কোটি কল্পান্তরে যেন মহাপ্রলয় দেখি ॥
কেহো কাহা জিনিতে নারে দুইজন সোসর।
দুইজনে যুদ্ধ করে পাঁচশত বৎসর ॥
পাঁচশত বৎসর যুদ্ধ কেহো কারো নারে।
প্রস্বাপন নামে বাণ ইন্দ্রের মনে পড়ে ॥
ইন্দ্র বলেন কৌতুক দেখহ দেবগণ।
প্রাণ সমেত বন্দী করি দেখ তো রাবণ ॥
প্রস্বাপন বাণ আমার যম অবতার।
ছুইলে মাত্র নিদ্রা যায় দেখ চমৎকার ॥
মন্ত্র পড়িয়া ইন্দ্র রাজা প্রাণপণে এড়ে।
ছুটিল ইন্দ্রের বাণ রাবণের গায় পড়ে ॥
ছুইলে নিদ্রা হয় প্রস্বাপনের গুণ।
রথের উপর নিদ্রা হয় রাবণ অচেতন ॥
নিদ্রায় অচেতন রাবণ রথের উপর ঢুলে।
সকল দেবতা ধরে রাবণের চুলে ॥
রাবণ বন্দী করি থুইল ঐরাবতের পায়।
লোহার শিকলে বাঁধে তার হাথে গলায় ॥
হিঁচড়িয়া লৈয়া যায় রাবণের দশ মাথা।
রাবণের অবস্থা দেখি হাসেন দেবতা ॥
ভূমে হেচাঁড়িয়া যায় বুকের যায় ছাল।
ঐরাবত দাঁতে বিঁধি রাবণের গাল ॥
সকল দেবতা মিলি রাবণে কৈল বন্দী।
সকল রাক্ষস কটক মাথায় হাথে কান্দি ॥
সকল দেবতা হরষিত জিনিয়া রাবণ।
রাবণ বন্দী করিয়া লইল
সকল দেবতাগণ ॥
রাবণ বন্দী হইল তাহা মেঘনাদ দেখি।
রথের সনে মেঘনাদ উঠে অন্তরীক্ষি ॥
মেঘনাদ ডাক ছাড়ে মেঘের গর্জ্জন।
ধরে নাহি যায় ইন্দ্র বাহুড়ি দেয় রণ ॥
মেঘনাদের কথা শুনি ইন্দ্র রাজা হাসে।
মরিবারে বেটা তুঞি আইলি মোর পাশে ॥
তোর ঠাঁঞি শুনিলাম বড় অপূর্ব্ব কাহিনী
বাপ হইতে পো বড় কোথাও না শুনি ॥
আমার যুদ্ধে মেঘনাদ নাহি অব্যাহতি।
মরিবারে আইলা কেন বাপের সংহতি ॥
এতেক যদি দুইজনে হয় গালাগালি।
দুইজন যুদ্ধ করে হৈয়া কুতুহলী ॥
মেঘনাদ করে তখন বাণ বরিষণ।
ভঙ্গ দিয়া চতুর্দ্দিগে পলায় দেবগণ ॥
মেঘনাদের যুদ্ধে না রহে একজন।
একেশ্বর ইন্দ্র সহিয়া আছে রণ ॥
সন্ধান পুরিয়া ইন্দ্র চাহে অন্তরীক্ষি।
সহস্র চক্ষুতে ইন্দ্র তারে না পায় দেখি ॥
মেঘের আড়ে থাকিয়া করিছে তর্জ্জন।
তোমা হেন সহস্র ইন্দ্র না পায় দরশন ॥
ধনুক হাথে করিয়া ইন্দ্র আকাশ পানে চায়।
কোথা হইতে যুঝে বেটা দেখিতে না পায় ॥
দেখিতে না পায় ইন্দ্র লাগিল তরাস।
ইন্দ্র বন্দী করিতে যোড়ে বন্ধন নাগপাশ ॥
নাগপাশ অস্ত্রে বীর বড় জানে শিক্ষা।
যজ্ঞে পায়্যাছে অস্ত্র কারো নাহি রক্ষা ॥
এক বাণে জন্মিল তিন কোটি অজাগর।
হাথে গলায় বাঁধিল গিয়া দেব পুরন্দর ॥
সাপের বিষের জ্বালায় ইন্দ্র হইল অচেতন।
ইন্দ্র এড়িয়া পলায় যত দেবগণ ॥
ইন্দ্রজিৎ জিনিল দেবতা স্বর্গ ছাড়ি।
সকল দেবতা মিলি রাবণ বন্দী ছাড়ি ॥
হেন কালে মেঘনাদ বাপের বিদ্যমানে।
মেঘনাদ পুত্রকে রাবণ কর্য্যাছে বাখানে ॥
আমার অবস্থা করিল ইন্দ্র দেবরাজ।
হেন ইন্দ্র বন্দী কৈলা পুত্রের কৈলা কাজ ॥
*ইন্দ্র বন্দী কৈলে তুমি যাহ আগুয়ান।
কটক লয়া পিছে আমি করিব পয়ান ॥*
ইন্দ্র বন্দী করিয়া নিলেক লঙ্কার ভিতরে।
অমরাবতী লুঠে এখন রাজা লঙ্কেশ্বরে ॥
একে তো রাবণ রাজা আর অমরাবতী।
বাছিয়া বাছিয়া লুঠে যতেক যুবতী ॥
নানা রত্ন মাণিক্য ভাণ্ডার আদুড়।
বিংশতি সহস্র পাইল স্বর্গ বিদ্যাধরী ॥
শচীর তরে চাহিয়া-বেড়ায় রাজা তো রাবণ
শচী লৈয়া দেবগণ হইল অন্তর্দ্ধান ॥
শচীর তরে রাবণের বড় অভিলাষ।
শচী না পায়্যা রাবণ হইল হুতাশ ॥

ইন্দ্রের নন্দনবন দেখি মনোহর।
নন্দনবনে প্রবেশিল রাজা লঙ্কেশ্বর॥
পারিজাত পুষ্প উপাড়ে ডালে মূলে।
অমরাবতী লুটিয়া চলিল কুতূহলে॥
লুটিয়া পুটিয়া পুরী কৈল ছারখার।
কুতূহলে রাবণ রাজা হইল আগুসার॥
লঙ্কার ভিতর গিয়া করিছে গেয়ান।
ছত্রিশ কোটি সেনাপতি দাণ্ডাইল প্রধান॥
হেন কালে মেঘনাদ বাপের গোচর।
মেঘনাদ দেখি বলে রাজা লঙ্কেশ্বর॥
আমার তরে ইন্দ্র করিল অবস্থা।
হেন ইন্দ্র বন্দী করি রাখিয়াছ কোথা॥
মেঘনাদ বলে এখন বাপের নিকট।
ইন্দ্র বাঁধ্যাছি করিয়া সঙ্কট॥
লোহার শিকলে বান্ধিয়াছি হাথে পায় গলা।
বুকে পাথর দিয়া থুইয়াছি যজ্ঞশালা॥
এত যদি বলিল কুমার মেঘনাদ।
মেঘনাদের তরে রাবণ দিতেছে প্রসাদ॥
যত ধন আনিয়াছে অমরাবতী লুটি।
দশ সহস্র কন্যা দিল স্বর্গ বিদ্যাধরী॥
অমরাবতী লুটিয়া যত আন্যাছে রাবণ।
নানা দ্রব্য দিল তারে বহুমূল্য ধন॥
এই মত রাবণ রাজা আছে কুতূহলে।
দেবগণ গেল তখন ব্রহ্মার গোচরে॥
আচম্বিতে ব্রহ্মা তোমার সৃষ্টি হৈল নাশ।
রাত্রি দিন ঘুচিল চন্দ্র সূর্য্য
না করে প্রকাশ॥
ইন্দ্র বাঁধিয়া রাবণ নিল লঙ্কাপুরী।
সকল দেবতা ভয়ে ছাড়িল স্বর্গপুরী॥
অমরাবতী স্বর্গ ছাড়িয়া গেল দেবগণ।
ইন্দ্র অব্যাহতি হৈবে না দেখি কারণ॥
শুনিয়া এখন ব্রহ্মা করেন বিষাদ।
রাবণেরে বর দিয়া করিলু প্রমাদ॥
দেবগণ লৈয়া ব্রহ্মা গেলা লঙ্কার ভিতর।
যেখানে বসিয়া আছে রাজা লঙ্কেশ্বর॥*
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা কৈল লঙ্কেশ্বর।
কোন কার্য্যে আইলা গোসাঞি
আমার গোচর॥
অমরাবতী ছাড়ি কেন এথায় গমন।
আমার ঠাঞি আছে তোমার কোন্ প্রয়োজন॥
আজ্ঞা কৈলে যাই আমি তোমা বিদ্যমানে।
কি আজ্ঞা করহ অবশ্য করিব সন্নিধানে॥

ব্রহ্মা বলেন আমার সৃষ্টি কৈলা নাশ।
ইন্দ্র বাঁধিয়া তোর কোন্ অভিলাষ॥
অমরাবতী স্বর্গ ছাড়িল দেবগণ।
ইন্দ্র বাঁধ্যা আনিলা তুমি কিসের কারণ॥
আপনার দোষে আপনি হইলা নট।
প্রাণভয় থাকে যদি ইন্দ্র ছাড় ঝাট॥
ব্রহ্মার কথা শুনিয়া বলিছে রাবণ।
তোমার বর পায়্যা আমি জিনিলু ত্রিভুবন॥
ত্রিভুবন জিনিলাম আমি তোমার প্রসাদে।
আমি জিনিতে নারিলু ইন্দ্র
জিনিল মেঘনাদে॥
যজ্ঞশালায় বান্ধিয়া থুইয়াছে পুরন্দর।
আজ্ঞা কর আনিয়া দিয়ে তোমার গোচর॥
ব্রহ্মা বলেন রাবণ চল যজ্ঞশালা।
মেঘনাদের যজ্ঞ গিয়া দেখ নিকুম্ভিলা॥
আগে ব্রহ্মা চলিলা পশ্চাৎ রাবণ।
তার পাছে চলিল রাক্ষস বিভীষণ॥
হেন কালে মেঘনাদ ব্রহ্মার বিদ্যমান।
মেঘনাদের তরে ব্রহ্মা করিছে বাখান॥
তোমার বাপ ইন্দ্রের ঠাঁঞি পাইল পরাজয়।
হেন ইন্দ্র জিনিলা তুমি সংগ্রাম দুর্জ্জয়॥
ত্রিভুবন তোমার বাণে হয় তো কম্পিত।
আজি হইতে তোমার নাম হইল ইন্দ্রজিৎ॥
বর মাগ ইন্দ্রজিৎ তোমায় হৈলু তুষ্ট।
সৃষ্টি নাশ হয় ইন্দ্র ছাড়ি দেহ ঝাট॥
ইন্দ্রজিৎ বলে আমায় আগে দেহ বর।
বর পাইলে পশ্চাৎ ছাড়িব পুরন্দর॥
অমর বর দিতে মোরে কর সম্বিধান।
অমর বর বহি আমি নাহি চাহি আন॥
ইন্দ্রজিতের কথা শুনি ব্রহ্মার হইল হাস।
তুমি অমর হইলে আমার
সৃষ্টি হৈবে নাশ॥
ব্রহ্মা বলেন ইন্দ্রজিৎ বর দিব তোরে।
ত্রিভুবন জিনিবে এই যজ্ঞের বরে॥
এই যজ্ঞ ব্যর্থ করিবে যেই জন।
সেই জন হৈবে তোর বধের কারণ॥
স্ত্রীর মুখ বারো বৎসর না দেখে যেই জন।
তাহার হাথে মৃত্যু তোমার না হয় খণ্ডন॥
অনাহারে বারো বৎসর থাকিবে যেই জন।
সেই জনের ঠাঞি তোমার অবশ্য মরণ॥
এই কথা কারণ বিভীষণ জানে।
তোঞি ইন্দ্রজিৎ পড়ে লক্ষ্মণের বাণে॥

ব্রহ্মার বর পায়্যা এখন ইন্দ্রজিৎ হাসে।
এই বর সিদ্ধি মোর হউক অভিলাষে ॥
সমুদ্রের মধ্যে পুরী শত যোজন লেখা।
আসিবার কাজ থাকুক পবন না পায় দেখা ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব সভ মোর বাণে কাঁপে।
কোন্ বেটা আসিবেক আমার প্রতাপে ॥
ইন্দ্রজিৎ বলে যজ্ঞ করিব যখন।
কার শক্তি যজ্ঞশালায় আসিবেক তখন ॥
সর্ব্ব দেবের মূল বিষ্ণু সর্ব্বলোকে জানি।
সর্ব্বক্ষণ সংগে তার থাকে
লক্ষ্মী নারায়ণী ॥
ঘুষিতে ঘোষণা যেবা দেব পশুপতি।
অর্দ্ধ অংগ হর তাঁর অর্দ্ধেক পার্ব্বতী ॥
রাজ্য ছাড়িয়া রাম হইলেন তপস্বী ॥
তবু তাঁর সংগে ছিলা সীতা তো রূপসী ॥
রজনী প্রকাশ করে চন্দ্রের প্রকাশে।
সপ্তবিংশতি স্ত্রী লৈয়া উদয় আকাশে ॥
কশ্যপের পুত্র সূর্য্য উদয় দিবসে।
সর্ব্বক্ষণ ছায়া সংগে থাকে তার পাশে ॥
বর পায়্যা ইন্দ্রজিৎ হরিষ অন্তরে।
ইন্দ্রকে আনিয়া দিল ব্রহ্মার গোচরে ॥
নানা রত্ন মণি মাণিক দিয়া অলংকার।
ছাড়িয়া দিল ইন্দ্র তবে করিয়া পুরস্কার ॥
লজ্জায় লজ্জিত ইন্দ্র হেট করে মাথা।
মাথা তুলিয়া ইন্দ্র লজ্জায় নাহি কয় কথা ॥
ব্রহ্মা বলেন ইন্দ্র কি ভাব মনে মন।
এত দুঃখ পাইলে ব্রহ্মশাপের কারণ ॥
ব্রহ্মশাপের কথা আমার সকল আছে মনে।
পূর্ব্বকথা কহি আমি শুন সাবধানে ॥
কৌতুকে এক কন্যা আমি সৃজিলু আপনি।
কন্যা রূপ ধরে যেন জগৎ মোহিনী ॥
অহল্যা কন্যার নাম থুইল ততক্ষণে।
হেন কালে গৌতম আল্যা আমা দরশনে ॥
লাজে মুনি কিছু না বলেন
কামেতে ব্যাকুল।
সাক্ষাৎ দেখিলাম মুনি বড়ই আকুল ॥
মুনির মন বুঝিয়া তারে কন্যা দিলাম দান।
অহল্যা লৈয়া মুনি গেলা নিজ স্থান ॥
অহল্যার রূপ দেখি মুনি হরিষ অন্তর।
অহল্যা লইয়া মুনি কেলি করে নিরন্তর ॥
তপ করিতে গেলা মুনি তমসার জলে।
হেন কালে গেলা তুমি পড়িবার ছলে ॥
গৌতমের বেশ ধরি গেলা গৌতমের বাড়ি।
অহল্যা গৌতমের স্ত্রী পরম সুন্দরী ॥
অহল্যার রূপ দেখ্যা ইন্দ্র অচেতন কামে।
গৌতমের বেশ ধর‍্যা গেলা গৌতমের স্থানে ॥
পতিব্রতা অহল্যা সর্ব্বলোকে জানি।
স্বামীজ্ঞানে তোমায় দিল আসন পানি ॥
কুবুদ্ধি পাইল ইন্দ্র আপন দোষে মর।
পড়িবারে গেলা ইন্দ্র গুরুপত্নী হর ॥
স্ত্রী বুদ্ধে না জানে সে কপট ব্যবহার।
গৌতমের বেশ ধরিয়া ভুঞ্জিলা শৃংগার ॥
তপ করিয়া গৌতম মুনি তখন আইলা ঘর।
অহল্যার সনে তোমায় দেখিল মুনিবর ॥
মুনির ঠাঞি মায়া নাহি চিনিল তোমারে।
কোপে মুনি শাপ দিল দুইজনের তরে ॥
আগে অহল্যারে শাপ দিল মুনিবরে।
পাষাণ হৈয়া থাক গিয়া তিনশত বৎসরে ॥
অহল্যা পাষাণ হইলা গৌতমের শাপে।
পশ্চাতে তোমারে শাপ দিলা মুনি কোপে ॥
তোমা হইতে হইল ইন্দ্র পরদার সৃষ্টি।
গুরুগর্ব্বিত লোকে হরিবে
তোমায় দিয়া দৃষ্টি ॥
তোমার অনাচারে ইন্দ্র থাকিল ঘোষণা।
যত পড়িলা তত দিলা গুরুর দক্ষিণা ॥
তোমার অনাচারে নষ্ট হইল স্বর্গ।
ভগে অভিলাষ তোর সর্ব্বাংগে হউক ভগ ॥
পৃথিবীর যত লোক করিবে পরদার।
তাহার অর্দ্ধেক পাপ ইন্দ্র তোমাতে সঞ্চার ॥
গৌতমের শাপ কভু খণ্ডন না যায়।
এক সহস্র ভগ হউক তোমার গায় ॥
মুনির পায় পড়িলা তুমি হইয়া কাতর।
এক সহস্র ভগ ঘুচ্যা চক্ষু হৈল
মুনি দিল বর ॥
আর বার পড়িলা তুমি মুনির চরণে।
মুনির উষ্মা বড়ই তোমায় এ কার্য্য করণে ॥
পরদার মহাপাপ ইন্দ্র বড় পাবে তাপ।
খণ্ডন না যায় কভু আমি দিলাম শাপ ॥
পরদার মহাপাপ পরম পাতক।
কত দিন ইন্দ্র তুমি ভুঞ্জিবে নরক ॥
এক মন্ত্র ইন্দ্র আমি কহি তোমার কানে।
রাম রাম দুই অক্ষর জপিও রাত্রি দিনে ॥
ইহা বহি আর নাহি পাপ প্রতিকার।
রাম রাম স্মরণে হয় পাপীর উদ্ধার ॥

চারি বেদ সহস্র নামে যত হয় ফল।
ইহা হইতে কোটি গুণ রাম নামের ফল ॥
রা শব্দ করিলে সকল পাপ হরে।
পাপ প্রবেশ করিতে নারে রাম দুই অক্ষরে ॥
পাপ হইতে পরিত্রাণ রাম নাম লইতে।
পরম পাতক ঘুচে রাম নাম ইথে ॥
এতেক বলিয়া ব্রহ্মা গেলা নিজস্থান।
অমরাবতী গেলা ইন্দ্র পাইয়া অপমান ॥
রাম নাম দুই অক্ষর রাত্রি দিন জপে।
ইন্দ্র অব্যাহতি পাইল পরদার পাপে ॥
অগস্ত্যের কথা শুনি রঘুনাথের হাস।
কহ কহ বলিয়া রাম করিলা প্রকাশ ॥
দিগ্‌বিজয়ের যত কথা কহিলা তুমি মুনি।
রাবণ ইন্দ্রজিৎ হইতে হনুমান বাখানি ॥
চোরা যুদ্ধে ইন্দ্রজিৎ এতদিন জিনে।
দেখাদেখির যুদ্ধে পড়িল এক দিনে ॥
অনেক ঠাঞি শুনিলাম রাবণের পরাজয়।
হনুমানের পরাজয় কোথাও না হয় ॥
জম্বুদ্বীপের পার পর্ব্বত রাত্রিমধ্যে আনে।
হনুমান সম বীর নাহি ত্রিভুবনে ॥
অগস্ত্য বলেন রাম কি কহিব হনুমানের কথা।
হনুমানের গুণ কহিতে না পারে বিধাতা ॥
বিধাতা বহি গুণ তার অন্যে কহিতে নারে।
হনুমানের গুণ কহিতে কার প্রাণে পারে ॥
কত গুণ ধরে বীর তাহা কি কহিতে পারি।
জিজ্ঞাসিলে রঘুনাথ শুন কিছু বলি ॥
কেশরী উহার বাপ জন্ম দিলা পবন।
হনুমানের জন্ম কথা শুন বিবরণ ॥
পঞ্চতৃষা নামে আছে স্বর্গবিদ্যাধরী।
তার গর্ব্ভে জন্ম হইল অঞ্জনা বানরী ॥
তারে বিভা করিলেক বানর কেশরী।
অঞ্জনা কামরূপী বড়ই সুন্দরী ॥
মলয় পর্ব্বতের উপর কেশরীর ঘর।
অঞ্জনা লৈয়া কেলি তথা করে নিরন্তর ॥
চৈত্রমাসে প্রবেশ যখন বসন্ত সময়।
হেন কালে পবন গেল পর্ব্বত মলয় ॥
মলয়ে বসন্ত ঋতু বহিছে পবন।
কামে হরিয়া নিল অঞ্জনার মন ॥
অঞ্জনার রূপে পবন পোড়ে হৃদয়।
সময় না পায় পবন কেশরী দুর্জ্জয় ॥
মলয় বসন্ত বায় অঞ্জনা ব্যাকুল।
স্নান করিবারে গেল নর্ম্মদা নদীকূল ॥

সন্ধান পাইয়া তথা গেলা দেবতা পবন।
ঝড়ে বস্ত্র উড়াইয়া দিল আলিঙ্গন ॥
অঞ্জনা বলে পবন করিলা জাতিনাশ।
দেবতা হইয়া বানরীতে অভিলাষ ॥
দেবতা হইয়া পবন করিলা কোন্ কর্ম্ম।
কোন্ কার্য্যে নষ্ট কৈলা পতিব্রতা ধর্ম্ম ॥
পবন বলে আর কিছু না বল অঞ্জনা।
স্ত্রীর রূপ দেখিলে পুরুষ পাসরে আপনা ॥
দৈবে মহাপাপ হয় পরস্ত্রী গমনে।
জাতিকুল বিচার ইহা করে কোন্‌জনে ॥
সকল সম্বরিয়া অঞ্জনা চল ঘরে।
দুর্জ্জয় মহাবীর তোমার হইবে উদরে ॥
আমার বীর্য্যেতে তোমার গর্ব্ভে
জন্মিবে কুমার।
বড় খ্যাত হবে সে সকল সংসার ॥
এতেক বলিয়া পবন গেলা নিজ স্থান।
আঠারো মাসে অঞ্জনা প্রসব হইলা হনুমান ॥
অমাবস্যার দিন হনুমানের জন্ম।
জন্মিয়া সেই দিনের শুন তাহার বিক্রম ॥
জন্মিয়া মায়ের কোলে করে স্তনপান।
রাঙ্গা বর্ণে সূর্য্য উঠে প্রকাশ বিহান ॥
রাঙ্গা ফল বলিয়া ধরিতে যায় কৌতুকে।
মায়ের কোল হইতে লাফ দিল অন্তরীক্ষে ॥
পর্ব্বত এড়িয়া সূর্য্য উদয় লক্ষেক যোজন।
লক্ষ যোজন বিক্রম করিয়া উঠিল গগন ॥
এক লাফে লক্ষ যোজন উঠিল আকাশে।
সূর্য্য ধরিতে বীর যায় সূর্যের পাশে ॥
অমাবস্যা সূর্য্য গ্রহণ হইল সেই দিনে।
রাহু ধায়্যা আইল সূর্য্য গিলিবার মনে ॥
হনুমানের মূর্ত্তি দেখি রাহুর লাগে ডর।
ত্রাস পায়্যা রাহু গেল ইন্দ্রের গোচর ॥
এতদিনে সূর্য্য মোর ঘুচাইল বিষয়।
সূর্য্য গিলিতে আর রাহু
আস্যাছে দুর্জ্জয় ॥
রাহুর কথা শুনিয়া ইন্দ্রের হইল হাস।
সূর্য্য গিলিতে পারে এত কাহার সাহস ॥
ঐরাবতে চলিয়া ইন্দ্র আইলা কৌতুকে।
সূর্য্যের পাশে ইন্দ্র হনুমান দেখে ॥
হনুমানের মূর্ত্তি দেখিয়া ইন্দ্রের তরাস।
সূর্য্য এড়িয়া মোরে পাছে করয়ে গরাস ॥
সিন্দূরে শোভা করে ঐরাবতের মুখ।
রাঙ্গা দেখিয়া হনুমানের বড়ই কৌতুক ॥

সূর্য্য ছাড়িয়া গেল ঐরাবত ধরিতে।
কুপিল ইন্দ্র রাজা বজ্র নিল হাথে ॥
কোপ হইলে পুরুষ আপনা পাসরে।
বিনা দোষে ইন্দ্র রাজা বজ্র মারে শিরে ॥
অচেতন হনুমান হৈলা বজ্রাঘাতে।
হনুমান পড়ে তখন মলয়া পর্ব্বতে ॥
হাহাকার করিয়া অঞ্জনা ধরিল হনুমান।
অচেতন হইল পুত্র হারাইল প্রাণ ॥
মাথায় হাথে অঞ্জনা করয়ে ক্রন্দন।
অঞ্জনার ক্রন্দন শুনি আইলা পবন ॥
অঞ্জনা পবন দুইজনে দরশন।
পবন দেখি অঞ্জনা ভর্ছয়ে ততক্ষণ ॥
অঞ্জনা বলয়ে পবন তোমার অপকর্ম্মে।
পাপে জন্মিল পুত্র মরিল অধর্ম্মে ॥
অঞ্জনার বচনে পবন হয় সাপরাধ।
পবন বলে অঞ্জনা তুমি না ভাবিহ বিষাদ ॥
ত্রিভুবনের আমি হই প্রাণবায়ু কর্ত্তা।
আমার পুত্র মরে দেখিব কেমন বিধাতা ॥
বিধাতা সৃজিল সৃষ্টি বড় করিয়া আশ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল আজি করিব বিনাশ ॥
শ্বাস পবন আমি ধরি লোকের জীবন।
পবন ছাড়িল সর্ব্ব জীব অচেতন ॥
স্থাবর জঙ্গম আদি মরে সকল জীবি।
নিঃশব্দ অচেতন সমস্ত পৃথিবী ॥
ইন্দ্র আদি যত আছে সকল দেবতা।
সৃষ্টি নাশ হয় কেন চিন্তেন বিধাতা ॥
মলয়া পর্ব্বতে ব্রহ্মা চলিলা সত্বর।
ব্রহ্মা বলেন শুন পবন আমার উত্তর ॥
সৃষ্টি সজিলু আমি অনেক কর্কশে।
হেন সৃষ্টি নাশ কর যুক্তি নাহি আইসে ॥
পবন সজিলাম আমি সভার জীবন।
শ্বাস পবন বহিবেক এই সে কারণ ॥
হেন পবন বন্দী কৈলা মরিবে আপনি।
আপনি মরিবে পবন তাহা কর কেনি ॥
*আমার বচনে তুমি সঞ্চর পবন।
সৃষ্টি রক্ষা হয় লোক পায় ত জীবন ॥*
ব্রহ্মা বাক্য শুনি পবনে লাগে ত্রাস।
বন্দী ছিল পবন তাহা করিল প্রকাশ ॥
আপনার প্রকাশ যদি করিল পবন।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল বাঁচিল ত্রিভুবন ॥
ব্রহ্মার সমুখে গেল সকল দেবগণ।
তোমার প্রসাদে ব্রহ্মা এড়াইলু মরণ ॥

ব্রহ্মা বলেন শুন আমার বচন।
হনুমানের কল্যাণ চিন্তহ দেবগণ ॥
সভার আগে যম বলে আমি দিলু বর।
আমা হইতে হনুমানের নাহি মরণের ডর ॥
তবে বর দিল তারে দেবতা বরুণ।
সমুদ্রে পড়িলে তোমার না হবে মরণ ॥
লোকপাল বরুণ আমি জলেতে প্রকাশ।
জলের ভিতরে তোর নহিবে বিনাশ ॥
অগ্নি বলেন হনুমান আমি অগ্নিময়।
আমার অগ্নিতে তোমার না পুড়িবে কায় ॥
চন্দ্র সূর্য্য কুবের যত শক্তি ধরে।
আপন আপন শক্তি দেন হনুমানের তরে ॥
ইন্দ্র বলে হনুমান পবননন্দন।
বড় লজ্জা পাইলাম তোমার কারণ ॥
যে বজ্রাঘাতে তুমি হইলা অস্থির।
সেই বজ্র সমান হউক তোমার শরীর ॥
ব্রহ্মা বলেন হনুমান তোমায় দিলাম বর।
চারি যুগে হও তুমি অজয় অমর ॥
অমর হৈয়া থাক তুমি আমার বরদান।
তোমায় জিনিতে না পারিবে ত্রিভুবন ॥
অস্ত্রশস্ত্রে জিতেন্দ্রিয় সর্ব্ব গুণবান্।
পৃথিবীতে বীর নাহি তোমার সমান ॥
আপনি বর দিয়া ব্রহ্মা আপনি মরিষে।
ধ্যানে জানিল ব্রহ্মা শাপ হইবে শেষে ॥
এত বলিয়া ব্রহ্মা গেলা নিজ স্থান।
মা বাপের ঘরে তখন থাকে হনুমান ॥
মা বাপের ঘরে আছে পর্ব্বত উপর।
নানা অস্ত্র মল্লযুদ্ধ শিখিল বিস্তর ॥
পড়িবারে গেল হনু ভার্গবের স্থানে।
চারি বেদ চৌষট্টি শাস্ত্র পড়িল চারিদিনে ॥
গুরু পড়াইতে নারে গুরুরে তোল করে।
কুপিল ভার্গব মুনি শাপ দিল তারে ॥
বানর হইয়া তোর গুরুর প্রতি ঘৃণা।
বল বুদ্ধি বিক্রম তুঞি পাসরিবি আপনা ॥
মুনির শাপে হনুমান আপনা পাসরে।
তেই হনুমান পলাইত বালির ডরে ॥
হনুমান বীর যদি আপন তেজ জানে।
ত্রিভুবন জিনিতে বীর পারে এক দিনে ॥
দশ হাজার বৎসর যদি কহি হনুমানের কথন।
তথাপি কহিতে নারি হনুমানের গুণ ॥
যত গুণ ধরে বীর কি বলিতে পারি।
আজ্ঞা কর রঘুনাথ দেশের তরে চলি ॥

দিগ্‌বিজয়ের কথা কৈলা দুইশত বৎসর ।
বিদায় করিলা সকল মুনি চলিলা সত্বর ॥
নানা রত্ন দিয়া রাম করিলা পরিহার ।
আপনার দেশে গেলা মুনি সভ
পায়্যা পুরস্কার ॥
বিদায় হৈয়া মুনি গেলা যার যেই ঘর ।
অবসর পাইলা রাম ত্রৈলোক্যসুন্দর ॥
পুর্ব্বে দুঃখ পায়্যাছেন রাক্ষসের রণে ।
রাজ্য ছাড়িয়া দুঃখ পাইলা দণ্ডক অরণ্যে ॥
নিশ্চিন্ত রহিল প্রভু চিন্তিল অন্তরে ।
মনেতে চিন্তিয়া কহেন ভরত গোচরে ॥
রাম বলেন ভরত শুন আমার বচন ।
চৌদ্দ বৎসর দুঃখ পাইলা অকারণ ॥
মোর দুখে চৌদ্দ বৎসর ছিলা সভে দুঃখে ।
কথক দিন সুখে রাজ্য করহ দেখি চক্ষে ॥
আমার বিদ্যমানে রাজ্যে হও অধিকারী ।
সীতা লৈয়া আমি থাকিব অন্তঃপুরী ॥
রাম যদি ভরতেরে করিলা অঙ্গীকার ।
ভরত বলেন তোমার বিদ্যমানে
রাজ্যে মোর ভার ॥
ত্রিভুবনে ভয় নাহি তোমা বিদ্যমানে ।
সীতা লইয়া কথক দিন থাক রাত্রি দিনে ॥
ভরতের আশ্বাস পায়্যা রামের হইল হাস ।
কেলি করিতে গেলা রাম ভিতর আওয়াস ॥
পুরী মধ্যে এক বৃহন্দ অন্তঃপুরী ।
আওয়াসের ভিতর যথা সীতা তো সুন্দরী ॥
বিদ্যাধরীগণ আছে সীতা দেবীর পাশে ।
সীতার রূপ দেখি রামের অন্য নাহি বাসে ॥
দেবকন্যা রাবণ যত আনিলেক রঙ্গে ।
সে সভ কন্যা আস্যাছেন সীতাদেবীর সঙ্গে ॥
সীতার সেবা করে যত স্বর্গ বিদ্যাধরী ।
ত্রৈলোক্য জিনিয়া রূপ সীতা তো সুন্দরী ॥
রাম বলেন সীতা শুন আমার বচন ।
লঙ্কার ভিতর দেখিয়া সোনার অশোকবন ॥
দেবকন্যা লৈয়া তথা রাবণ কেলি করে ।
দশ মাস ছিলা সেই বনের ভিতরে ॥
তাহার অধিক আমি করিব অশোকবন ।
তুমি আমি তাহে কেলি করিব দুইজন ॥
রঘুনাথ কেলি করিবেন ব্রহ্মা হরষিত ।
ডাক দিয়া বিশ্বকর্ম্মা আনিলা ত্বরিত ॥
ব্রহ্মা বলেন বিশ্বকর্ম্মা করিলাম সম্বিধান ।
রঘুনাথের বৃন্দাবন কর গিয়া নির্ম্মাণ ॥
রাম সীতা তাহে কেলি করিবেন দুইজন ।
অযোধ্যায় গিয়া বন করহ গঠন ॥
ব্রহ্মার আজ্ঞায় বিশ্বকর্ম্মা চলিল সত্বর ।
অদ্ভুত বৃন্দাবন করেন মনোহর ॥
সোনার আওয়াস ঘর সোনার আওয়ারি ।
সোনা দিয়া বাঁধিল ঘাট দীঘি ও পুখরি ॥
ঠাঞি ঠাঞি সোনার বিচিত্র নাটশালা ।
মণি মাণিকে রচিত তাহে মুকুতার ঝারা ॥
সোনার মন্দির সভ ভিতরে কাঁচ ঢালা ।
মণি মাণিক্য নানা রত্ন দিয়া ভূষিলা ॥
শ্রীরাম সীতা তাহে কেলি করে দুইজন ।
মলয় পর্ব্বতের বায়ু হইল মীলন ॥
নানা বর্ণে বৃক্ষ তাহে বিচিত্র ফুলফল ।
পৃথিবীর দুর্ল্লভ হইল বড় রম্যস্থল ॥
কোকিল কলরব করে গুঞ্জরে ভ্রমর ।
নানা বর্ণে পক্ষ বৈসে বনের ভিতর ॥
ময়ূর নৃত্যে করে তথা ধরিয়া পেখম ।
মৃগপশু কুতূহলে ভ্রময়ে বৃন্দাবন ॥
এক মাসের মধ্যে পুরী করিলা নির্ম্মাণ ।
ভুবন দুর্ল্লভ পুরী নাহিক অনুপাম ॥
চতুর্দ্দশ ভুবনে পুরী দিতে নারে সীমা ।
অমরাবতী জিনিয়া পুরী নহে তো উপমা ॥
অন্ধকারে তথায় চন্দ্রের প্রকাশ ।
অকালে বসন্ত তথা থাকে বারো মাস ॥
ষড় ঋতু তথায় থাকেন বারো মাস ।
মন্দ মন্দ পবন বহে মলয় বাতাস ॥
হেন অদ্ভুত স্থান করিয়া নির্ম্মাণ ।
পুরী নির্ম্মাইয়া বিশ্বকর্ম্মা গেলা নিজস্থান ॥
বৃন্দাবন দেখিয়া রাম হইলা কৌতুকী ।
পুরী প্রবেশিলা রাম লইয়া জানকী ॥
দেবকার্য্য পিতৃকার্য্য রাম করেন বিহানে ।
সীতা লৈয়া শ্রীরাম থাকেন বৃন্দাবনে ॥
প্রথম ঋতু কেলি করেন বসন্ত সময় ।
মলয় পর্ব্বতের বাও ঘন ঘন বয় ॥
বিচিত্র পাটিতে রাম করিয়া শয়ন ।
নিদাঘ সময় কেলি করেন দুইজন ॥
পারিজাত পুষ্প পাতিল বিচিত্র সিংহাসনে ।
বর্ষাকালে রাম সীতা কেলি করেন দুইজনে॥
সুপ্রকাশ হইল রাত্রি নির্ম্মল গগন ।
চন্দ্র উদয় করিয়া উঠে অতি সুশোভন ॥
রজনী আলো হইল শোভা উদিত চন্দ্রে ।
রাম সীতা কেলি করে পরম আনন্দে ॥

বিচিত্র পালঙ্গ শোভে নেতের তাহে তুলি ।
শিশির সময় করেন রাম সীতা কেলি ॥
এক দিন বেশ করেন চারি দিন অন্তরে ।
সেই সীতা দেবী হন লক্ষ্মী অবতারে ॥
নানা কৌতুকে কেলি করেন দুইজন ।
মিষ্ট অনুপানে নিত্য করেন ভোজন ॥
দাস দাসী সেবা করে স্বর্গবিদ্যাধরী ।
সাত হাজার বৎসর রাম সুখে করেন কেলি ॥
কেলি কুতূহল করেন পুরীর ভিতর ।
সীতা রামে কেলি করে সাত হাজার বৎসর ॥
পঞ্চ মাস গর্ব্ভ হইল সীতার উদরে ।
কৌতুক করিয়া রাম জিজ্ঞাসেন সীতারে ॥
গর্ব্ভবতী স্ত্রী হইলে খাইতে অভিলাষ ।
কোন্ দ্রব্যের বাঞ্ছা সীতা করহ প্রকাশ ॥
লাজে হেট মাথা কৈল সীতা চন্দ্রমুখী ।
দ্রব্যে সাধ নাহি গোসাঞি সংসারে যত দেখি ॥
এক দ্রব্য বাসনা হয় মোর মনে ।
এক দিনের মেলানি দেহ যাই তপোবনে ॥
যমুনার কূলে বসি শ্রাদ্ধ করে মুনিগণে ।
সেই পিণ্ড খাইতে ইচ্ছা মুনিকন্যা সনে ॥
বালিতে বস্যা মুনি সব দেই পিণ্ডদান ।
হংস পিণ্ড ভাঙ্গিয়া করে খান খান ॥
মুনি কন্যা সনে যাব স্নান করিবারে ।
হংস খেদাড়িয়া পিণ্ড খাইব নদীতীরে ॥
সত্য কর্য্যাছি আমি মুনিকন্যা সনে ।
দেশে গেলে আর বার করিব সম্ভাষণে ॥
এই সত্য পালিতে মোরে দিবে তো মেলানি ।
নানা ধনে তুষি যেন মুনির ব্রাহ্মণী ॥
সেই পিণ্ড খাইতে মোর লৈয়াছে মন ।
এক দিনের মেলানি দেহ যাই তপোবন ॥
সীতার কথা শুনিয়া রাম বিস্ময় হইল মনে ।
কালি মেলানি দিব যাইও তপোবনে ॥
এতেক আশ্বাস রাম দিলা সীতার তরে ।
সাত হাজার বৎসরে রাম আইলা বাহিরে ॥
আট শত বিহন্দের পর বাহির চৌতারি ।
এক দিন ভ্রমেন রাম অযোধ্যা নগরী ॥
সীতা নিন্দার কথা রাম শুনিলা আপনি ।
পাত্র মিত্র সভাই করে কানাকানি ॥
পাত্র মিত্র বসিলা সভ রামের গোচর ।
বিজয় সুমন্ত বসিলা কশ্যপ পিঙ্গল ॥
সুধাজিত মহাবল ভদ্র দুর্ম্মুখ ।
বশিষ্ঠ মুনি বসিলা রামের সম্মুখ ॥
পাত্র মিত্র মুনিগণ বসিলা সকল ।
হেন কালে রাম জিজ্ঞাসেন সভার ভিতর ॥
ধর্ম্মে রাজ্য করিলেন মোর দশরথ বাপ ।
নানা সুখে ছিল লোক কিছু নাই তাপ ॥
আমি এখন রাজা কেমন আছে প্রজাগণ ।
রাজ্যের ব্যবহার মোরে কহ পাত্রগণ ॥*
এতেক জিজ্ঞাসিল রাম সভার ভিতর ।
নিঃশব্দ হইল সভে না দেয় উত্তর ॥
ভদ্র নামে পাত্র উঠিল আচম্বিত ।
রামের আগে কহে কথা করি যোড় হাথ ॥
এক কথা কহি গোসাঞি কর অবধান ।
রঘুবংশে ভিতর আমি পাত্র প্রধান ॥
অবধান করিয়া শুন আমার বচন ।
তোমার রাজ্যতে লোক হইল নির্ধন ॥
দশরথ রাজা রাজ্য করিল যেই কালে ।
সুবর্ণের পাত্র লোক নিত্য নিত্য ফেলে ॥
এবে পাত্র বর্জ্জে লোক এক দিন অন্তর ।
রাজ্য তোমার নির্ধন হৈল শুন নরেশ্বর ॥
রাম বলেন কেনে নির্ধন হইল সংসার ।
রাজা হৈয়া আমি কি করিলু অবিচার ॥
রাজা যদি পুণ্য করে প্রজা হয় সুখী ।
রাজার পাপে প্রজা লোক হয় বড় দুঃখী ॥
ভদ্র বলে রঘুনাথ আর কহিতে নারি ।
পাত্র হৈয়া কতেক বলিব ভয় করি ॥
রাম বলেন ভদ্র তুমি নাহিও চিন্তিত ।
পাত্র হৈয়া কহ কথা সেই সে উচিত ॥
নির্ভয় হৈয়া কহ কথা কহিল শ্রীরাম ।
পুনর্ব্বার বার্ত্তা কহে ভদ্র করিয়া প্রণাম ॥
আছুক দেওয়ানের কাজ যাইব যথা তথা ।
সর্ব্ব লোকে রঘুনাথ কহে সীতার কথা ॥
দেবাসুরে নাহি করে যে সকল রণ ।
সীতা উদ্ধারিলা তুমি মারিয়া রাবণ ॥
দোষ গুণ না বুঝিয়া সীতা নিলা ঘরে ।
এই অপযশ লোকে বলে তো তোমারে ॥
যে স্ত্রীকে কোলে করি আনিল রাক্ষসে ।
রাজা হইয়া অনাচার অন্য লাগে কিসে ॥
এই অপযশ তোমার সর্ব্ব লোকে ঘুষি ।
আর কোন অপরাধে নহ তুমি দোষী ॥
এত যদি বলিল ভদ্র দুর্ম্মুখ ।
বজ্রাঘাত পড়ে যেন রামের সম্মুখ ॥
পাত্র মিত্র যত বসিয়াছিল রামের স্থানে ।
রাম বলেন তোমরা কিবা জান সর্ব্বজনে ॥

রামের আজ্ঞা পায়্যা বলিছে সর্ব্ব পাত্র ।
সকল কথা স্বরূপ যত কহিলেন ভদ্র ॥
পাত্র মিত্র সভাকারে দিলেন মেলানি ।
অভিমানে রঘুনাথের চক্ষে পড়ে পানি ॥
নিদাঘ সময় প্রথম মাস জ্যৈষ্ঠ ।
স্নান করিতে যান রাম মাথা করিয়া হেট ॥
একেশ্বর চলিলা কেহো নাহি সংহতি ।
বাপের পুখরি রাম গেলা শীঘ্রগতি ॥
চারি পর্ব্বত জিনি পুখরির চারি পাড় ।
চারি ঘাট পুখরির বিচিত্র আকার ॥
দক্ষিণ ঘাটে ধোপা কাপড়
কাচে সোনার পাটে ।
স্নান করেন রঘুনাথ তার উত্তর ঘাটে ॥
স্নান করেন রঘুনাথ গায় দেন পানি ।
দক্ষিণ ঘাটে শুনেন ধোপার কাহিনী ॥
দুইজনে কথাবার্তা শ্বশুরে জামাঞি ।
শ্বশুর জামাঞি কথাবার্ত্তা আর কেহো নাহি ॥
শ্বশুর বলেন জামাঞি তুমি কুলেতে কুলীন ।
সর্ব্বগুণ ধর তুমি ধনেতে ধনিন ॥
জ্ঞাতির প্রধান ছিলেন তোমার পিতা ।
রূপগুণ দেখিয়া তোমায় দিলাম দুহিতা ॥
কোন্ দোষ কৈল ঝি মারিলা কেন ছলে ।
দুই প্রহর রাত্রে ঝি আইল মোর ঘরে ॥
দুই প্রহর রাত্রে গেল ঝি বড় পায়্যা ভয় ।
বাপের বাড়ি যুবতী কন্যা কভু ভাল নয় ॥
এত যদি জামাতারে বলিল শ্বশুরে ।
বাক্যের ছল পায়্যা বলে জামাতা চতুর ॥
শ্বশুর হৈয়া বল তুমি কি বলিতে পারি ।
তোমার কন্যা শ্বশুরে থাকুক তোমার বাড়ি ॥
দুই প্রহর রাত্রিতে গেল কেহো
না ছিল সংহতি ।
কার বাড়ি ছিল কোথা বঞ্চিল রাতি ॥
পৃথিবীর রাজা রাম সম্বরিতে পারে ।
রাক্ষসে নিলেক সীতা আনিলেক ঘরে ॥
রাম হেন নহি আমি পৃথিবীর পতি ।
জ্ঞাতি লোক খোটা দিবেক আমি হীন জাতি ॥
এত কথাবার্ত্তা তারা কহে দুইজনে ।
উত্তর ঘাটে থাকিয়া রাম সকল কথা শুনে ॥
ভদ্র যতেক বলিল সকল হয় মনে ।
ভদ্রের কথা মিথ্যা নহে শুনিলুঁ আপন কানে ॥
শ্বশুর ঘরে যান জামাঞি নিষ্ঠুর বচন ।
ঘরেতে চলিলা রাম বিরস বদন ॥

নিজ ঘরে যান রাম করিয়া বিষাদ ।
সীতা লৈয়া দৈবে এথা পড়িল প্রমাদ ॥
পঞ্চ মাস গর্ব্ভ হৈয়াছে সীতার উদরে ।
জায় জায় বসিয়াছিলা যেই ঘরে ॥
কেহো সীতার মাথা চাছে দিয়া তো চিরুনি ।
কেহো গা মুছায় কেহো করে তো বিয়নি ॥
জায় জায় এক ঠাঞি কহিছেন কথন ।
কেমন দশ মাথা ধরে লঙ্কার রাবণ ॥
তোমাকে লৈয়া রাক্ষস দিলেক দুর্গতি ।
ভূমে লিখন কর তার মুণ্ডে মারি লাথি ॥
সীতা বলেন তাচ্ছাবে দেখ্যাছে কোন্ জনে ।
ছায়া মাত্র দেখিয়াছি সাগরের জলে ॥
উপদ্রব করে রাবণ ত্রিভুবন ।
কেমন দশ মাথা ধরে লঙ্কার রাবণ ॥
সীতার জা তারা হয় তিন বুহিনি ।
প্রমাদে পড়িবেক তাহা কেহো নাহি জানি ॥
তিনজন বসিলেন সীতা দেবী বেড়ি ।
এড়াইতে নারেন সীতা লৈলা খড়ি ॥
হাথে খড়ি লন সীতা দৈব নির্ব্বন্ধ ।
কুড়ি হাথ কুড়ি চক্ষু লিখিলা দশস্কন্ধ ॥
গর্ব্ভবতী স্ত্রী সীতা সঘনে উঠে হাঁই ।
সদাই আলিস্য সীতার হয় তো গোসাঞি ॥
শোক সাগরে ডুবাইতে পারেন বিধাতা ।
নেতের আঁচল পাতিয়া তাহে শুইলেন সীতা ॥
চিন্তিতে গণিতে রাম আইলা অন্তঃপুরী ।
লজ্জা পায়্যা ঘরের বাহির হৈলা সব স্ত্রী ॥
সীতার হেটে দেখিলেন রাম রাজা তো রাবণ ।
ভাগ্যে অপযশ মোরে বলে পুরীজন ॥
সীতা না দেখিতে রাম আইলা বাহিরে ।
অভিমানে চক্ষুর লো পড়ে ধারে ধারে ॥
সত্য লাগিয়া আমার বাপ আমা পুত্র বর্জ্জে ।
পুরুষাক্রমে রাজ্য করি কেহো নাহি গঞ্জে ॥
সত্যের লাগিয়া মোরে সীতা বল্যাছে আপনি ।
এক দিনের তরে মোরে দিবে তো মেলানি ॥
এই কথা সীতার তরে কহ গিয়া লক্ষ্মণ ।
রঘুনাথের আজ্ঞা তুমি চল তপোবন ॥
তুমি আর সীতা দেবী সুমন্ত সারথি ।
আর যেন কোন জন না যায় সংহতি ॥
ঝাট যাও লক্ষ্মণ ভাই আমার কর হিত ।
রথে চড়িয়া যাও তুমি সুমন্ত সহিত ॥
হাহাকার করেন লক্ষ্মণ ছাড়েন নিশ্বাস ।
কোন্ যুক্তি বলিলা গোসাঞি সীতার বনবাস ॥

রাজ্যের বাহির করিতে চাহ সীতা লক্ষ্মী স্ত্রী।
লক্ষ্মী ছাড়িলে তোমার রাজ্য হবে হতশ্রী ॥
আমার বচনে তুমি সীতায় না দেও মনস্তাপ।
সকল রাজ্য পুড়িবে তোমার
সীতা দিলে শাপ ॥
তুমি স্বামী থাকিতে অনাথ হবে রাজমহিষী।
সীতা বনে থাকিবে কেমনে একেশ্বরী ॥
যদি সীতা রঘুনাথ করিবে বর্জ্জন।
ভিন্ন আওয়াসে রাখিয়া সীতা কর অপেক্ষণ ॥
সীতা দেবীকে গোসাঞি না দেহ তুমি তাপ।
সকল পুড়িবে সীতা দেবী দিলে শাপ ॥
অনেক দুঃখ পাইলা সীতা রাক্ষসের ঘরে।
অনেক দুঃখে গোসাঞি উদ্ধারিলা সীতারে ॥
এবে রঘুনাথ তুমি করহ বর্জ্জন।
এ কথা শুনিয়া সীতা তেজিবেন জীবন ॥
এবে রঘুনাথ তুমি করহ বর্জ্জন।
তোমা বিচ্ছেদে সীতা অবশ্য মরণ ॥
আমার বচন তুমি শুন রঘুপতি।
বিস্তর দুঃখ পাইয়াছেন সীতা আর
না কর দুর্গতি ॥
রাম বলেন আমার দিব্য যদি বল আরবার।
বারে বারে দিব্য দিয়ে বাক্য লঙ্ঘহ আমার ॥
আমি দিব্য দিয়ে ভাই তাহা পারিহরি।
সীতা লাগিয়া যে বলিবে সেই আমার বৈরী ॥
বার বার লঙ্ঘ তুমি আমার বচন।
ভাল বুদ্ধি নহে তোমার ভাইরে লক্ষ্মণ ॥
শ্রীরামের কোপ দেখিয়া লক্ষ্মণ চিন্তিত।
ডাক দিয়া সুমন্তেরে আনিলা ত্বরিত ॥
কাঁদিতে কাঁদিতে লক্ষ্মণ করিলা গমন।
সুমন্ত বলেন লক্ষ্মণ কাঁদ কি কারণ ॥
রথের সনে সুমন্তেরে রাখিলা বাহিরে।
প্রবেশ করিলা লক্ষ্মণ ভিতর অন্তঃপুরে ॥
সীতাকে কি কহিব ভাবেন লক্ষ্মণ।
পুরী প্রবেশিলা লক্ষ্মণ হইয়া সম্ভ্রম ॥
প্রবেশ করিল গিয়া পুরীর ভিতর।
যোড় হাথে কহেন গিয়া সীতার গোচর ॥
অন্তরে দুঃখিত সীতা হেট কৈলা মাথা।
লক্ষ্মণ দেখিয়া উঠিলা ক্রবেন দেবী সীতা ॥
এবে সে লক্ষ্মণ দেওর হইলে প্রবীণ।
আজি তোমার দেখা পাইলু বড় শুভদিন ॥
চৌদ্দ বৎসর তোমার ঠাঁঞি আছিলাম বনে।
রাজ্য পায়্যা স্ত্রী পায়্যা পাসরিলা মনে ॥

তোমার ঠাঁঞি দেওর কত করিলু বিনয়।
এবে লক্ষ্মণ বড় হইলা নির্দ্দয় ॥
দেখিতে সাধ করি লক্ষ্মণ বড় পোড়ে মন।
উত্তর না দেহ কেন বিরস বদন ॥
লক্ষ্মণ বলেন বল এত নহে ব্যবহার।
তোমা দরশনে শুভ দিন আমার ॥
রাজমহিষী হৈয়া থাক অন্তঃপুরী।
সেবক হৈয়া বিনি আজ্ঞায় আসিতে না পারি।
সীতায় নমস্কার করিয়া কহেন বচন।
আজি আমার বড় ভাগ্য তোমা দরশন ॥
লক্ষ্মণেরে আশীর্ব্বাদ করেন
সীতা তো সুন্দরী
কি কার্য্য লাগিয়া লক্ষ্মণ
আইলা অন্তঃপুরী।
আচম্বিতে দেওর কেন এথা আগমন।
বিষয় ক্রমে লক্ষ্মণ কিছু আছে প্রয়োজন ॥
লক্ষ্মণ কহেন কার্য্য কথা কহি সাবধানে।
রঘুনাথের আজ্ঞা তুমি চল তপোবনে ॥
কালি তুমি কহিয়াছ প্রভু বিদ্যমানে।
কথাবার্ত্তা কহিবে গিয়া মুনিকন্যা সনে ॥
তোমার ঠাঁঞি আইলাম এই সে কারণে।
আমার সঙ্গে চল তুমি যদি লয় মনে ॥
এই দেখ সুমন্ত সারথি রথে আসি চড়।
মুনিপত্নী দেখিবে যদি কি দুর্গতি পড় ॥
এত কথা শুনি সীতার হইল উল্লাস।
স্বরূপে কহ দেওর কিবা কর উপহাস ॥
বলেন মিথ্যা নহে বুঝহ ঠাকুরাণি।
তোমরা করিলা যুক্তি আমি কেমনে জানি ॥
হেন উপহাস তোমা কেমনে মনে করে।
তোমায় পরিহাস করিতে কার প্রাণে পারে ॥
এতেক শুনিয়া সীতা হরিষ অন্তরে।
নানা রত্নধন নিতে সাধাইল ভাণ্ডারে ॥
নানা বর্ণে হার লইলেন মুক্তার চুনি।
নানা অলঙ্কার সীতা হরষিতে আনি ॥
পট্টবস্ত্র শঙ্খ লইলে যেবা যত চায়।
মুনিপত্নী মুনিকন্যা দিব সভাকায় ॥
অনেক রত্ন লইয়া সীতা দেবী লড়ে।
পরম কৌতুকে সীতা রথে গিয়া চড়ে ॥
হেন বেলা সীতার তরে বলেন লক্ষ্মণ।
তুমি আমি সুমন্ত যাইব তিনজন ॥
রঘুনাথের আজ্ঞা আমরা যাব গুপ্তভাবে।
বুড়া শিশু যুবা কেহো না জানে এই দেশে ॥

সীতার সঙ্গে যাইতে চাহে অনেক স্ত্রী।
সভাকে আশ্বাস দেন সীতা তো সুন্দরী ॥
কালি আমি আসিব আজি সভে যাহ ঘর।
মুনিপত্নী প্রণাম করি আসিব সত্বর ॥
সীতার সঙ্গে যাইতে না পায়্যা সভার ক্রন্দন।
কাঁদিতে কাঁদিতে সভে ঘরেতে গমন ॥
সীতার রূপে আলো করে দশ দিগ প্রকাশ।
সীতা গেলে অন্ধকার হইল আওয়াস ॥
শ্রীরামের দেশ ছাড়িয়া চলিলা যদি লক্ষ্মী।
বিপরীত হইল রাজ্য অমঙ্গল দেখি ॥
নদী স্রোত এড়িল পক্ষ এড়িল আহার।
দিন দুপরে হয় ঘোর অন্ধকার ॥
হস্তী আহার এড়িল ঘোড়া ছাড়িলেক ঘাস।
রাত্রি হইলে স্ত্রীলোক না যায় স্বামীপাশ ॥
ভরত শত্রুঘ্ন ছাড়িল রামের নিকট।
সীতা লৈয়া যান লক্ষ্মণ করিয়া কপট ॥
সীতা বলেন লক্ষ্মণ আমি দেখি অমঙ্গল।
জানিলু গোসাঞি মোর চিন্তেন অকুশল ॥
বামে সর্প যায় লক্ষ্মণ ডাহনে শৃগালী।
মন তোলপাড় করেন সীতা উতরোলি ॥
শাশুড়িরে প্রণাম না করিলু আইসনকালে।
অকুশল ঠাকুরাণী চিন্তেন আমারে ॥
নানা অমঙ্গল লক্ষ্মণ দেখি পথে পথে।
অযোধ্যায় না আসিব হেন লয় চিত্তে ॥
হেট মুখে কাঁদেন লক্ষ্মণ চক্ষে পড়ে পানি।
উত্তর না দেন লক্ষ্মণ সীতার কথা শুনি ॥
সীতা বলেন লক্ষ্মণ তোমার বিরস বদন।
এত দূরে আসিয়া তোমার
বুঝিতে নারি মন ॥
সাক্ষাতে গিয়া বিদায় হইব প্রভুর চরণে।
দেশে গিয়া কালি আসিব তপোবনে ॥
লক্ষ্মণ বলেন সীতা তুমি নাহিও ব্যাকুল।
এই দেখ সীতা আইলাম যমুনার কূল ॥
বিধাতার নির্ব্বন্ধ যেই খণ্ডন না যায়।
এ কূলে রথ রাখিয়া দুজনে চড়ে নায় ॥
পার হৈয়া ও কূলে উঠিল দুইজন।
আগে সীতা দেবী যান পশ্চাতে লক্ষ্মণ ॥
হেট মুখে কাঁদে লক্ষ্মণ পায়্যা মর্ম্মব্যথা।
লক্ষ্মণের ক্রন্দন দেখি পশ্চাতে চান সীতা ॥
কেন লক্ষ্মণ তুমি করহ ক্রন্দন।
এতো দূরে আস্যা তোমার
বুঝিতে নারি মন ॥

লক্ষ্মণ বলে আমার ছারে জিজ্ঞাস কি কারণে
চণ্ডাল হৃদয় মোর তেঁঞি
আইলু তোমার সনে ॥
সে কথা কহিতে মোর মুখে নাহি আইসে।
রঘুনাথের আজ্ঞা তুমি থাকিবে বনবাসে ॥
এত যদি লক্ষ্মণ কহিলা নিষ্ঠুর বাণী।
ধারা শ্রাবণ যেন সীতার চক্ষে পড়ে পানি ॥
এত দূরে আসিয়া বলিলা লক্ষ্মণ।
কপটে আনিলা মোরে মুনির তপোবন ॥
এত দূরে আসিয়া লক্ষ্মণ কহিলা স্পষ্ট কথা।
দেশে থাকিতে কেন মোরে না
কহিলা বারতা ॥
দেশের বাহির কর‍্যা থুইলে
রহিতে নাহি স্থান।
অগ্নিপরীক্ষা দিয়া তথাপি করেন অপমান ॥
এই যমুনায় প্রাণ তেয়াগিব দুঃখে।
রঘুবংশে স্ত্রীবধ যেন ঘোষে সর্ব্ব লোকে ॥
পঞ্চ মাস লক্ষ্মণ আমি হৈয়াছি গর্ব্ভবতী।
আমার মরণে মরিবে তোমার ভাইয়ের সন্ততি ॥
তিনি হেন স্বামী যেন হন জন্ম জন্মান্তরে।
আমা হেন কত স্ত্রী মিলিবে তাহারে ॥
এই কথা কহিতে কহিতে যান দুইজন।
সীতায় বনবাস দিয়া চলিলা লক্ষ্মণ ॥
বনবাসে সীতা থুয়্যা লক্ষ্মণ নায় লড়ে।
কাঁদিতে কাঁদিতে লক্ষ্মণ নৌকায় আসি চড়ে ॥
পার হৈয়া লক্ষ্মণ এ কূলে চড়ে রথে।
উলটিয়া চাহেন সীতা লক্ষ্মণের ভিতে ॥
সীতা বলেন লক্ষ্মণ তুমি যাহ দেশে।
একেশ্বরী আমার তরে থুয়্যা বনবাসে ॥
মোরে বনবাস দিয়া চলিলা লক্ষ্মণ।
আর দেখা নাহি তোমার দেশেরে গমন ॥
দেশে গিয়া চারি ভাই হইবে মিলন।
একেশ্বরী বনে আমার ললাটের লিখন ॥
বনবাসে সীতা দেবী করেন ক্রন্দন।
কাঁদিতে কাঁদিতে লক্ষ্মণ দেশেরে গমন ॥
সীতায় বনবাস দিয়া লক্ষ্মণ যান ঘর।
হেন কালে আইলা তথা বাল্মীকি মুনিবর ॥
সীতার বনবাস লিখিয়াছিলা সেই মুনি।
সীতার কাছে গিয়া তিনি
জিজ্ঞাসেন আপনি ॥
জনক রাজার ঘরে তুমি আছিলা শিশুকালে।
বনবাস বঞ্চিতে সীতা আইস মোর ঘরে ॥

পরম ভক্তি করিয়া ঘরে লৈয়া গেলা মুনি।
সীতায় সমর্পিলা মুনি আপন ব্রাহ্মণী ॥
* লোকের বোলে সীতায় রাম দিলেন বনবাস।
সীতা যেন না পায়েন ভোক পিয়াশ ॥ *
মুনিপত্নীর সনে সীতা রহিলা তপোবনে।
রথে চড়ি লক্ষ্মণ গেলা সুমন্তর সনে ॥
উলটিয়া চাহেন লক্ষ্মণ করেন ক্রন্দন।
সুমন্ত বলেন শুন লক্ষ্মণ আমার বচন ॥
রামায়ণ বাল্মীকি মুনি করিলা যেই কালে।
পূর্ব্ব কথা আমার মনে পড়িল সকলে ॥
সীতা লাগি লক্ষ্মণ তুমি করিছ ক্রন্দন।
তোমা হেন ভাই রাম করিবেন বর্জ্জন ॥
রামের কিসের স্ত্রী কিসের তাঁর ভাই।
তাহাঁর ঠাঁঞি মায়া নাহি তিহোঁ জগৎ গোসাঞি ॥
আপনা বর্জ্জন লক্ষ্মণ উহা নাহি শুনে।
কান্দিতে কান্দিতে যান সুমন্তের সনে ॥
তিন দিবসে গেলা অযোধ্যা নগর।
যোড় হাথে রহিলা গিয়া রামের গোচর ॥
রাজব্যবহারে লক্ষ্মণ রামেরে লোঙায় মাথা।
রাম বলেন লক্ষ্মণ ভাই সীতা থুইলা কোথা ॥
আমারে বড় চণ্ডাল নাহি দারুণ হৃদয়।
সীতা হেন স্ত্রী এড়িলাম লোকের পায়্যা ভয় ॥
শুনিয়া মোরে কি বলিবেন জনক মহাঋষি।
কোন্ দেশে এড়িলাম সীতা তো রূপসী ॥
একেশ্বরী কেমনে থাকিবেন বনবাসে।
সিংহ ব্যাঘ্র বনে দেখি মরিবে তরাসে ॥
লক্ষ্মণ বলেন আপনি সীতায় করিলা বর্জ্জন।
আপনি বর্জ্জিয়া এখন কর যে ক্রন্দন ॥
যদি মোরে রঘুনাথ কর সম্বিধান।
আজি সীতা আনিয়া দিয়ে তোমার স্থান ॥
ত্রিভুবনের নাথ তুমি হও মহাবীর।
তুমি অস্থির হইলে গোসাঞি সকল অস্থির ॥
রাম বলেন বর্জ্যা থুইলাম দেশের বাহিরে।
অধিক লজ্জা পাইব আমি সীতা আনিলে ঘরে ॥
সীতা না দেখিলে আমি নারিব থাকিতে।
কেমতে সীতার শোক সম্বরিব চিত্তে ॥
আর যুক্তি শুন তোমরা ভাই তিনজন।
রাত্রি ভিতরে সোনার সীতা করহ গঠন ॥
সীতারে আনিলে নিন্দা করিবেক লোক।
সোনার সীতা দেখ্যা যেন পাসরি তার শোক ॥
সীতা সীতা বলিয়া রাম করেন ক্রন্দন।
বিশ্বকর্ম্মা আনাইল বুঝিয়া রামের মন ॥
শতেক মণ সোনা আনিয়া দিল তার স্থান।
রাত্রি মধ্যে সোনার সীতা করিল নির্ম্মাণ ॥
সাক্ষাৎ সেই সীতা কিছু নাহি লড়ে।
সবে মাত্র দেখি সীতা রা নাহি কাড়ে ॥
সোনার সীতায় পরাইল বিচিত্র বসন।
সুগন্ধি চন্দন দিল নানা অভরণ ॥
সীতা লৈয়া রাম কেলি করিতেন যেই ঘরে।
সীতা সীতা বলিয়া রাম সাঁধাইলা সেই ঘরে ॥
সীতা সীতা বলিয়া রামচন্দ্র ডাকেন বিস্তর।
সীতা ঘরে নাহি রাম কে দিবে উত্তর ॥
অষ্টপ্রহর নিহালে রাম সোনার সীতার মুখ।
উত্তর না পায়্যা রামের অধিক বাড়ে দুখ ॥
সাত হাজার বৎসর ছিলাম সীতার সংহতি।
সোনার সীতা দেখিয়া রাম বঞ্চিলা সাত রাতি ॥
সাত রাত্রি বঞ্চিয়া রাম আইলেন বাহিরে।
পাত্রমিত্র আইলা সভে রামের গোচরে ॥
সভা করিয়া রঘুনাথ বসিলা দেওয়ানে।
ভরত শত্রুঘ্ন আইলা শ্রীরামের স্থানে ॥
লক্ষ্মণেরে বলেন রাম হেনই সময়।
সাত দিন হইল রাজ্যে চর্চ্চা নাহি হয় ॥
সাত দিন হৈয়াছে ভাই সীতার বর্জ্জন।
সীতার শোকে ভাই রাজকার্য্যে নাহি মন ॥
রাজা হৈয়া যেবা না করে রাজ্যের জিজ্ঞাসা।
অনেক দুর্গতি তার নরকে হয় বাসা ॥
রাজ্য চর্চা না করিল পূর্ব্বে রাজা নৃগে।
সেই পাপে নরকে রাজা ছিল যুগে যুগে ॥
পুষ্কর রাজ্যের রাজা নৃগ নরেশ্বর।
সত্য ধর্ম্মে রাজা সে গুণের সাগর ॥
প্রভাস নদীর কূলে রাজা করিল পয়ান।
এক লক্ষ ধেনু রাজা ব্রাহ্মণে দিল দান ॥
অগ্নিবৈশ্যের এক ধেনু আছিল সেই পালে।
নৃগ রাজা দান তাহা করিল মিসালে ॥
অগ্নিবৈশ্য ব্রাহ্মণ পরম গেয়ানি।
তার তপ জপ যত লোকেতে বাখানি ॥
ধেনু না পায়্যা ব্রাহ্মণের বিকল হৈল মন।
জীববৎসা ধেনুর নাম ডাকে তো ব্রাহ্মণ ॥
হামা হামা করি ধেনু আইল ব্রাহ্মণের পাশে।
ধেনু পায়্যা ব্রাহ্মণ যায় পরম হরিষে ॥

যাহাকে ধেনু দান করিল নৃগ মহীপালে।
রড়ারড়ি করি সেই ব্রাহ্মণ আইল ধেনুর পালে ॥
ধেনু লইয়া দুইজনে হইল বিসম্বাদ।
রাজার দ্বারী রাজায় কহে পড়িল প্রমাদ ॥
এক লক্ষ ধেনুদান কৈল যেইকালে।
অগ্নিবৈশ্যের এক ধেনু আছিল মিসালে ॥
প্রমাদ গণিয়া রাজা না দিল দরশন।
রাজার দ্বারে হুড়াহুড়ি করে দুইজন ॥
দুইজনে মারামারি রাজার দুয়ারে।
দুই প্রহর বেলা হইল দেখা না পায় রাজারে ॥
ক্ষুধায় আকুল ব্রাহ্মণ পায় মনস্তাপ।
রাজার তরে দুইজন দিল ব্রহ্মশাপ ॥
পরের দ্রব্য দান দিয়া করাসি কন্দল।
কাঁকলাস হৈয়া থাক বনের ভিতর ॥
পীড়িত হৈয়া ঘর যায় দুই ব্রাহ্মণ।
এতেক প্রমাদ তার বিলাইয়া পরধন ॥
ব্রহ্মশাপ নৃগ রাজা ভুঞ্জে অনেক কাল।
রাজ্যচর্চ্চা নহিলে ভাই বিষম জঞ্জাল ॥
তোমা সভায় ভার আমি ধরিব ছত্রদণ্ড।
পাত্রমিত্র লৈয়া চর্চ্চা কর রাজ্যখণ্ড ॥
পাত্রমিত্র লৈয়া চর্চ্চা করেন ভরতে।
দ্বারেতে রহিলেন লক্ষ্মণ সোনার বেত হাথে ॥
দ্বারের জ্যোতি যেন সূর্য্যের কিরণ।
উত্তর দ্বার শোভা করে তিন যোজন ॥
মরকতের স্তম্ভ আছে মাণিক তিলক।
হস্তী ঘোড়া সে দুয়ারে বিস্তর কটক ॥
রাজদ্বারে দরোয়ান হৈয়া রহিলা লক্ষ্মণে।
লক্ষ্মণ বলেন কে কি চাহ বল মোর স্থানে ॥
রঘুনাথের নিকট গিয়া করিব নিবেদন।
প্রজা সভ বলে তুমি শুনহ লক্ষ্মণ ॥
দুর্ভিক্ষ নাহি রাজ্যে অকাল মরণ।
রামরাজ্যে সুখে বঞ্চে প্রজা লোকজন ॥
পরহিংসা পরদার নাহি বলাবল।
সর্ব্বলোক কুশলে আছে রাজ্যের মঙ্গল ॥
শ্রীরাম হেন রাজা না হয় কোন যুগে।
নানা সুখে আছে লোক আছে নানা ভোগে ॥
এত শুনি হরষিত হইলা লক্ষ্মণ।
হেন কালে এক কুকুর আইল ততক্ষণ ॥
অরুণ নয়ন কুক্কুর সর্ব্বাঙ্গ ধবল।
কালান্তে উপবাসে কুকুর হৈয়াছে দুর্ব্বল ॥
তিন পায় হাঁটে কুকুর এক পা খোঁড়া।
মাথায় বাড়ি খায়্যা কুকুর রক্তে বহে ধারা ॥
তিন পায় কুকুর আইসে ধীরে ধীরে।
লক্ষ্মণেরে প্রণাম করে রাজার দুয়ারে ॥
কুকুর বলে রাম তুমি বিষ্ণু অবতার।
রাম রাজা ধন্য হেন সকল সংসার ॥
যদি রঘুনাথ ইচ্ছা করেন ঘৃণা নাহি বাসে।
গোচরি আনহ আমায় রঘুনাথের পাশে ॥
সাক্ষাতে দেখি গিয়া তাঁহার চরণ।
তাহাঁ দরশনে হইবে মোর পাপ বিমোচন ॥
এতেক শুনিয়া লক্ষ্মণ চলিলা সত্বর।
যোড় হাথে কথা কহেন শ্রীরাম গোচর ॥
তোমার আজ্ঞা পায়্যা গোসাঞি আছিলাম দুয়ারে
সর্ব্বলোক কুশলে আছে রাজ্যের ভিতরে ॥
আচম্বিতে এক কুকুর দ্বারে আগুসরে।
কুকুর বলে শ্রীরামে দেখা করাহ আমারে ॥
তাহার গোচরে আমি করিব নিবেদন।
ঝাট শ্রীরাম সনে করাহ দরশন ॥
কুকুর আনিতে রাম করিলা আদেশ।
ভিতর গড়ে কুকুর গিয়া করিল প্রবেশ ॥
রামের চরণে গিয়া লোটাইল মাথা।
যোড় হাথ করিয়া কহে আপনার কথা ॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর।
কুবের বরুণ যম তুমি দেব পুরন্দর ॥
বৈকুণ্ঠ হইতে তুমি আস্যাছ নারায়ণ।
ব্রহ্মা বলিতে নারে তোমার যত গুণ ॥
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি অনাথের গতি।
তোমার গুণ কহিতে পারে কাহার শকতি ॥
রাম বলেন কত স্তুতি করহ আমারে।
কোন্ কার্য্যে আইলা কুকুর বল মোর তরে ॥
কুকুর বলে রঘুনাথ কহিতে ভয় বাসি।
বিনা অপরাধে মোরে মার্যাছে সন্ন্যাসী ॥
আনিয়া তাহারে জিজ্ঞাস রাজ্যখণ্ড।
যার অপরাধ হয় তার কর দণ্ড ॥
রাম বলেন লক্ষ্মণ চলহ সত্বর।
বিচারিয়া সন্ন্যাসী আন আমার গোচর ॥
রামের আজ্ঞা পাইয়া চলিলেন লক্ষ্মণ।
রাজপথে সন্ন্যাসীর দেখা পাইল ততক্ষণ ॥
হাথে দণ্ড কমণ্ডলু কাঁধে বাঘছাল।
সন্ন্যাসী লইয়া গেলা যথা মহীপাল ॥
রাম বলেন সভাখণ্ড জিজ্ঞাস সন্ন্যাসী।
সন্ন্যাসী হইয়া কেন জীবের তরে হিংসী ॥

সন্ন্যাসী হৈয়া কোপ কর পরলোক নাশ ।
বিনা অপরাধে মার কিসের সন্ন্যাস ॥
ক্রোধে সর্ব্বনাশ হয় ক্রোধ চণ্ডাল ।
ক্রোধে আকুল শরীর যার গতি নাহি তার ॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ চারি যে বর্জ্জে ।
এমত সন্ন্যাসী হইলে সর্ব্বলোকে পূজে ॥
সন্ন্যাসী বলেন রাম বিদ্যমান ।
আমার বচন গোসাঞি কর অবধান ॥
সর্ব্বতনু আমার নাম বসি গঙ্গাতীরে ।
সন্ধ্যাকালে ভিক্ষা করিতে গেলাম নগরে ।
উঠ উঠ বলি ডাক দিলাম উচ্চস্বরে ।
পথ ছাড়িয়া না দেয় মোরে কোন্ অহঙ্কারে ॥
এক চক্ষু বুজিয়া আর চক্ষে চায় ।
অতি ক্রোধে দণ্ড ঝাড়ি মারিলু মাথায় ॥
এই অপরাধ কহিলু তোমার গোচর ।
বুঝিয়া উচিত গোসাঞি কর তার ফল ॥
রাম বলেন সভাখণ্ড বুঝ কার দোষ ।
কার শাস্তি করিলে কার হয় পরিতোষ ॥
পাত্রমিত্র বলে পথ রাজার অধিকার ।
উত্তম মধ্যম পথ বহে তো সংসার ॥
যদি ঝাট কার্য্য থাকে যাবে এক পাশে ।
রাজদণ্ড করিতে গোসাঞি
সন্ন্যাসীরে আইসে ॥
হেন বেলা রাম বলেন সভার ভিতর ।
সন্ন্যাসীর তরে আমি কি করিব ফল ॥
রামের আজ্ঞা পায়্যা বলে সভাখণ্ড ।
গঙ্গাপার কর সন্ন্যাসীর এই দণ্ড ॥
হেন বেলা কুকুর বলে রামের বিদ্যমানে ।
সন্ন্যাসীকে প্রসাদ দেহ আমার বচনে ॥
প্রসাদ দিয়া সন্ন্যাসীর কর পূজা ।
সন্ন্যাসীরে কর গোসাঞি কালাঞ্জরের রাজা ॥
কুকুরের কথা শুনি হইল রামের হাস ।
রাজা করিতে রাম করিলা আশ্বাস ॥
প্রসাদ পাইয়া সন্ন্যাসী হাথীর কাঁধে চড়ে ।
কালাঞ্জরের রাজা হৈয়া সন্ন্যাসী তখন লড়ে ॥
রাজা হৈয়া সন্ন্যাসী যায় কালাঞ্জর দেশে ।
সন্ন্যাসীর সম্পদ দেখ্যা সর্ব্বলোক হাসে ॥
রামের ঠাঁঞি জিজ্ঞাসা করেন পাত্রগণ ।
শাস্তি করিতে আনিয়া রাম বিষয়
দিলা কি কারণ ॥
রাম বলেন রাজা কৈলা কুকুরের বচনে ।
পূর্ব্বকথা ইহার এই কুকুর সে জানে ॥

হেন বেলা কুকুর বলে রাম বিদ্যমানে ।
পূর্ব্বকথা কহি তোমরা শুন সাবধানে ॥
পূর্ব্বজন্মে ছিলাম আমি কালাঞ্জরের রাজা ।
রাজা হৈয়া করিতাম দেবতার পূজা ॥
কালাঞ্জরে আপনি মহেশ অধিষ্ঠান ।
নিত্য পূজা করিতাম দিয়া ঘৃত পরমাণ ॥
ঘৃত দিয়া পূজিতাম মহেশ শঙ্কর ।
এক কণা ঘৃত ছিল নখের ভিতর ॥
না জানিলু নখের ভিতর রহিল ঘৃতকণা ।
মহেশ পূজিয়া আমি করিলাম পারণা ॥
অন্ন সহিত খাল্যাম ঘৃত ভোজনের কালে ।
মহাপাপ নরক হইল সেই ফলে ॥
কোপে মহাদেব শাপ দিলেন নিষ্ঠুর ।
মহাদেবের শাপে আমি হৈলাম কুকুর ॥
কালাঞ্জরের রাজা হইল মহাদেবের শাপ ।
রাজা হইলে কুকুর হবে পাবে বড় তাপ ॥
কালাঞ্জরের রাজা আর এক হইল ব্রাহ্মণ ।
জন্মান্তরে কুকুর হবে না যায় খণ্ডন ॥
সভে হাসে শুনিয়া হইলা বিস্ময় ।
বিষয় নহে সন্ন্যাসীর হইল সংশয় ॥
রাজা হৈয়া দেখ আমার এতেক দুর্গতি ।
তোমা দরশনে গোসাঞি পাইলু অব্যাহতি ॥
এতেক বলিয়া কুকুর রামে নমস্করি ।
বারাণসী কুকুর চলিল তরাতরি ॥
প্রাণ দিলেন কুকুর করি উপবাস ।
রাম দেখিয়া মুক্ত হইল গেল স্বর্গবাস ॥
পাত্রমিত্র লৈয়া রাম আছেন দেওয়ানে ।
হেন বেলা লক্ষ্মণ গেলা রাম সন্নিধানে ॥
ভার্গব মুনি বৈসেন গোসাঞি যমুনার তীরে ।
তোমা দেখিবারে মুনি আস্যাছেন দুয়ারে ॥
রাম বলেন ঝাট আন দ্বারে কি কারণ ।
বড় ভাগ্যে আসিয়াছেন করিব দরশন ॥
রাম দেখিবারে মুনি আইলা কুতুহলে ।
কমণ্ডুল পূরিয়া আন্যাছিল গঙ্গাজলে ॥
মুনি দেখিয়া রঘুনাথ উঠিলা সম্ভ্রমে ।
পাদ্য অর্ঘ্য দিতে আজ্ঞা করিলা শ্রীরামে ॥
যোড়হাথ করিয়া রাম বলেন ধীরে ধীরে ।
কোন্ কার্য্যে আইলা মুনি কহ তো আমারে ॥
মুনি বলে রঘুনাথ কর অবধান ।
দুঃখ পাইলে নিবেদিতে আসি তব স্থান ॥
পূর্ব্বে রাজা সভাকারে দিতাম যত ভার ।
রাজা সভ পালিতেন আমার অঙ্গীকার ॥

রাবণ মারিয়া রাখিলা দেবগণ ।
রাবণ হইতে বিষম আছে কহি তোমার স্থান ॥
পূর্ব্বে মধু দৈত্য আছিল প্রধান ।
হিরণ্যকশিপুর নাতি গুণের বিধান ॥
অনাহারে তপ করে দশ হাজার বৎসর ।
প্রত্যক্ষ হইয়া মহেশ দিতে আইলা বর ॥
মহাদেবের জাঠাগাছ পর্ব্বতপ্রমাণ ।
হেন জাঠা মহাদেব দৈত্যেরে দিলা দান ॥
জাঠার তেজে দানব তুমি হইবে দুর্জ্জয় ।
দেব দানব ত্রিভুবন সভে করিবে ভয় ॥
দেবতা ব্রাহ্মণ যদি করহ লঙ্ঘন ।
তোমার ঠাঁঞি হইতে জাঠা আসিবে তখন ॥
লবণ নামে পুত্র তোমায় হইবে দুর্জ্জয় ।
আছুক অন্যের কাজ ব্রহ্মা করিবেন ভয় ॥
জাঠার তেজে জিনিবেক পৃথিবী মণ্ডল ।
মহাবল যশ তার ঘুষিবেক সকল ॥
জাঠা এড়িয়া যুদ্ধ করিলে হইবে বিনাশ ।
দেবমূর্ত্তি জাঠাগাছ আসিবে দেবের পাশ ॥
এত বলি মহাদেব গেলা স্বর্গপুরী ।
মধু দৈত্য আনিলেক কুম্ভী নিশাচরী ॥*
কুম্ভী নিশাচরী সেই রাবণের বুহিনী ।*
লঙ্কার ভিতর হৈতে হরিয়া আনিল আপনি ॥
ঘুষিতে রহিল তার যশের কাহিনী ।
সাহস কর‍্যা চুরি করে রাবণের বুহিনী ॥
কুম্ভীনসীর পুত্র হইল লবণ নিশাচর ।
জন্মাবধি অধর্ম্ম সে করিল বিস্তর ॥
কথ দিনে মধু গেল স্বর্গপুরে ।
মহাদেবের জাঠাগাছ পাইল লবণ নিশাচর ॥
জাঠা পায়্যা ত্রিভুবন জিনিলেক রাক্ষস ।
হেন লবণ মারিতে তুমি করহ সাহস ॥
লবণ মারিবে তুমি বড়ই সুষম ।
রাবণ হইতে লবণ বড়ই বিষম ॥
মধুপুত্র লবণ করে দুর্জ্জয় সমর ।
লবণের কথা কহি শুনহ বিস্তর ॥
মান্ধাতা নামে রাজা তোমার পূর্ব্ব বংশে ।
অযোধ্যায় থাক্যা রাজা ত্রিভুবন শাসে ॥
ইন্দ্র জিনিতে রাজা গেল স্বর্গ ভুবন ।
ডরে পলাইয়া ইন্দ্র হৈলা অদর্শন ॥
প্রীত করিতে আইলা যত দেবগণে ।
অর্দ্ধরাজ্য ভুঞ্জ তুমি ইন্দ্রের সনে ॥
অর্দ্ধেক আসনে বৈস অর্দ্ধেক অমরাবতী ।
ইন্দ্র সনে তুমি রাজা করহ পীরিতি ॥

মান্ধাতা বলে ইন্দ্র সনে অবশ্য করিব রণ ।
ইন্দ্র জিনি স্বর্গ লব শুনে দেবগণ ॥
তবে ইন্দ্র লৈয়া দেবগণ কৈল যুক্তি সার ।
প্রীত করিয়া পাঠাই উহার যমের দুয়ার ॥
ইন্দ্র বলে মান্ধাতা তুমি মহাজন ।
পৃথিবী জিনিতে পার নাহি
আমার সনে রণ ॥
লজ্জা নাহি আমার সনে আইস যুঝিবারে ।
পৃথিবী জিনিতে কোন রাজা নাহি পারে ॥
মান্ধাতা বলে আমি পৃথিবী করিয়াছি বশ ।
আমার আজ্ঞা রদ করে কাহার সাহস ॥
ইন্দ্র বলে মান্ধাতা ভাব মনে মন ।
মধু দৈত্যের বেটা তোমায় না মানে লবণ ॥
ইন্দ্রের ঠাঁঞি এত যদি শুনিল মান্ধাতা ।
লজ্জা পায়্যা মান্ধাতা তখন হেট কৈল মাথা ॥
স্বর্গ ছাড়ি তখন আইল লবণ মারিবারে ।
দূত পাঠাইয়া দিল ন লবণ গোচরে ॥
মান্ধাতার দূত গিয়া কহিল কর্কশ ।
কোপে দূত গিলিলেক লবণ রাক্ষস ॥
দূতের মুখ চাহে রাজা দূত নাহি আইসে ।
কটক সমেত মান্ধাতা আপনি চলে রোষে ॥
মান্ধাতার তেজ যেন সূর্য্যের কিরণ ।
মান্ধাতা দেখিয়া তখন বুঝিল লবণ ॥
হাথে জাঠা করিয়া লবণ দৈত্য আইসে ।
এড়িলেক জাঠাগাছ মান্ধাতার উদ্দিশে ॥
হস্তী ঘোড়া ঠাট কটক
জাঠায় অগ্নিতে পোড়ে ।
জাঠার অগ্নিতে মান্ধাতা ভস্ম হৈয়া উড়ে ॥
নেউটিয়া জাঠা গেল লবণের হাথে ।
মান্ধাতা পড়িল এখন সকল দেবতা চিন্তে ॥
তোমার পূর্ব্বপুরুষ মান্ধাতা নৃপতি ।
মান্ধাতা মারিয়া লবণ থুয়্যাছে খেয়াতি ॥
জাঠার তেজে মান্ধাতারে করিল সংহার ।
হেন লবণ মারিলে রাম রহে চমৎকার ॥
মুনির কথা শুনিলা রাম ভাই চারিজনে ।
শত্রুঘ্ন উঠিয়া বলে শ্রীরামের স্থানে ॥
তুমি আর লক্ষ্মণ ভাই বিস্তর কর‍্যাছ রণ ।
আজ্ঞা কর আমি গিয়া মারিব লবণ ॥
শত্রুঘ্নের কথা শুন্যা রঘুনাথের হাস ।
লবণ মারিতে তারে করিলা আশ্বাস ॥
চলিলেন শত্রুঘ্ন মারিতে লবণ ।
ভার্গব মুনি বলেন শুন বীর শত্রুঘ্ন ॥

কুড়ি হাজার হস্তী মারিয়া খায় এক দিনে।
হেন লবণ সনে যুদ্ধ করিহ সাবধানে॥
এত বলি ভার্গব মুনি গেলা নিজ স্থানে।
চারি ভাই রঘুনাথ করেন অনুমানে॥
শ্রীরাম বলেন শুন শত্রুঘ্ন ভাই।
মধুপুর সমর্পণ করিলু তোমার ঠাঁঞি॥
ভালমতে পালিহ সভ লোকজন প্রজা।
তোমায় করিলাম আমি মধুপুরের রাজা॥
যে জন রাজা মারে তারে রাজা করি।
লবণ মারিয়া লও তুমি মধুপুর নগরী॥
শত্রুঘ্ন বলেন গোসাঁঞি কর অবধান।
জ্যেষ্ঠ থাকিতে কনিষ্ঠ রাজা না হয় বিধান॥
রাম আমার দিব্য যদি করহ উত্তর।
তোমায় করিলাম মধুপুরের ঈশ্বর॥
আনন্দিত হৈলা লোক সকল রাজ্যখণ্ড।
শত্রুঘ্নে দিলা রাম মধুপুরের ছত্রদণ্ড॥
লবণ মারিতে রাম দিলা অনুমতি।
চলিবারে শত্রুঘ্ন করিছে সংগতি॥
সারথি আনিল রথ সংগ্রামে গমন।
সংগ্রামের রথখান করিছে সাজন॥
রথখান সাজে তখন রথের সারথি।
নানা রত্ন মণি মাণিক নির্ম্মাইল তথি॥
কনক রচিত রথ অদ্ভুত নির্ম্মাণ।
পবন বেগে অষ্ট ঘোড়া রথের যোগান॥
পর্ব্বতিয়া ঘোড়া তায় রত্নের বিম্বকী।
সত্তরি অক্ষৌহিণী সেনা যুঝার ধানুকি॥
তিরাশী লক্ষ হস্তী লড়ে অর্ব্বুদ কোটি ঘোড়া।
হস্তী ঘোড়া ঠাট কটক জাঠি ঝকড়া॥
কটকের পায়ের ভরে কাঁপে তো মেদিনী।
শত্রুঘ্নের সঙ্গে ঠাট বাদ্য তিন অক্ষৌহিণী॥
শত সহস্র ঢামাসা বাজে তিন লক্ষ কাশী।
কোটি সহস্র ঘণ্টা মৃদঙ্গ আর বাজে বাঁশী॥
ভেঙুর ঝাঁঝরি বাজে ত্রিশ কোটি কাড়া।
কাংস্য করতাল বাজে ছত্রিশ কোটি পড়া॥
লক্ষ লক্ষ ভুরুম বাজে তম্বুরা কোটি কোটি।
আঠারো লাখ দগড়েতে ঘন পড়ে কাটী॥
তিরাশী লক্ষ শিঙ্গা বাজে অতি খরসান।
পঞ্চাশ লক্ষ কোটি বাজে শঙ্খ সিন্ধুয়ান॥
বিরাশী লক্ষ কোটি বাজে আড়ানা দোষরি।
তেইশ লক্ষ তাহে বাজে সানাই ঝাঁঝরি॥
ঢেমচা খেমচা বাজে পঞ্চাশ হাজার।
চৌরাশী লক্ষ কোটি বাজে পাখোয়াজ উজাল॥
তবল বাজে নিশান উঠে বাজে জয় ঢোল।
সকল ভুবন বেড়ি উঠিল মহারোল॥
শ্রীরাম বলেন ভাই যাও লবণের দেশে।
নানা বিধি বাদ্য বাজে চলিল হরিষে॥
সাজিয়া চলিল বীর মারিতে লবণ।
তিন দিনে গেলা বাল্মীকির তপোবন॥
বাল্মীকির চরণ গিয়া বন্দিল শত্রুঘ্ন।
তোমার প্রসাদে যাই মারিতে লবণ॥
তোমার আশ্রমে মুনি বঞ্চিব এক রাতি।
এক রাত্রি তোমার সঙ্গে থাকিব সংহতি॥
এত শুনি হরষিত বাল্মীকি মহামুনি।
পরম আদরে মুনি দিল আসন পানি॥
মুনির ব্যবহারে তুষ্ট হইলা শত্রুঘ্ন।
মিষ্ট অন্নপান কটক করিলা ভোজন॥
শত্রুঘ্ন বলে গোসাঁঞি তোমার প্রসাদে।
লবণ মারণের যুক্তি বলহ আমাতে॥
শত্রুঘ্ন বাল্মীকি দুইজনে কহেন কথা।
হেনকালে দুই পুত্র প্রসবিলা সীতা॥
মুনির ঠাঁঞি শিষ্য গিয়া করিল গোচর।
সীতার দুই পুত্র হইল যমজ সহোদর॥
এত শুনি হরষিত হইলা বাল্মীকি মুনি।
রক্ষামন্ত্র বেদধ্বনি করিলা আপনি॥
সীতার দুই পুত্র হইল কুশল বলে।
লব কুশ নাম থুইল তথির কারণে॥
মুনি বলেন মোর বাক্য শুন শিষ্যগণ।
এ সকল কথা যেন না জানে শত্রুঘ্ন॥
লব কুশের জন্মগীত যেই স্ত্রী শুনে।
পুত্রবতী হয় সে বাড়ে তো সম্মানে॥
মুনির বাড়ী শত্রুঘ্ন বঞ্চিলা সুখে রাতি।
বিদায় হৈয়া প্রভাতে চলিলা শীঘ্রগতি॥
মুনিরে প্রণাম করি শত্রুঘ্ন লড়ে।
ভার্গবের বাড়ী গেলা যমুনার কূলে॥
মুনি চরণ বন্দি যোড় করিল হাথ।
লবণ মারিব গোসাঁঞে তোমার প্রসাদ॥
মধু দৈত্যের বেটা সে সংগ্রামে দুর্জ্জয়।
কোন্ মতে মারিব তাহে কহ মহাশয়॥
মুনি বলেন বিষম দানব যে লবণ।
তার কথা কহি শুন বীর শত্রুঘ্ন॥
ভক্ষণের দোষে সে আপনা পাসরে।
জাঠাগাছে থুয়্যা যায় দেবার্চ্চার ঘরে॥
মৃগ মারিতে যায় জাঠা থুইয়া রাক্ষস।
লবণ মারিবা তুমি করহ সাহস॥

যদি জাঠাগাছ রুদ্ধ করিতে পার শত্রুঘ্ন ।
তবে সে তোমার হাথে তাহার মরণ ॥
হাথে জাঠা থাকিতে যদি যাও নিকট ।
তবে শত্রুঘ্ন দেখি তোমার সংকট ॥
শুনিয়া মুনির কথা শত্রুঘ্নের ত্রাস ।
কটক যুড়িয়া যায় ভূমি আর আকাশ ॥
মুনির ঠাঁঞি বিদায় হৈয়া শত্রুঘ্ন লড়ে ।
কটক লইয়া যায় যমুনার কূলে ॥
প্রভাতকালে লবণ গেল মৃগ করিতে আহার ।
কটক লৈয়া শত্রুঘ্ন যমুনা হইল পার ॥
কটক লৈয়া বেড়ে গিয়া মধুপুর শত্রুঘ্ন ।
কাঁধে মৃগ ভার করিয়া আইল লবণ ॥
যুঝিবারে শত্রুঘ্ন আগু যায় দ্বারে ।
রুষিল লবণ দানব কাঁধে মৃগভারে ॥
মধুর বেটা লবণ আমি মধুপুরে থানা ।
বিক্রমে আগল আমি রাবণের ভাগিনা ॥
কারে ধনুক ধরিস বেটা কারে যুড়িস শর ।
তোমা হেন কত বেটা পাঠাইয়াছি যমঘর ॥
কার সনে যুঝিস রে বেটা
কারে যুড়িস বাণ ।
তোমা হেন কত বেটার লৈয়াছি পরাণ ॥
এত যদি বলিলেক রাক্ষস লবণ ।
রুষিয়া শত্রুঘ্ন করে তো তর্জ্জন ॥
না মারিয়া গর্ব্ব করিস বেটা কিসের অহংকার ।
আমার ভাইর হাথে তোমার মামা গেল মার ॥
সেই রামের ভাই আমি শত্রুঘ্ন বলি ।
তোমারে চাহিয়া দেশে দেশে বুলি ॥
গরু মানুষ খাইস বেটা আর খাও ছাওয়াল ।
তোমায় মারিয়া মধুপুরী বসাইব চালে চাল ॥
এতেক বলিলা যদি বীর শত্রুঘ্ন ।
রুষিল লবণ দানব করয়ে তর্জ্জন ॥
তোর ভাই মারিলেক মায়ের সহোদর ।
মায়ের ক্রন্দনে নিদ্রা না যাই ঘরের ভিতর ॥
ক্ষমা করিয়া না করি বেটা তোর
বাপের বংশ নাশ ।
মরিবারে বেটা তুঞি আইলি মোর পাশ ॥
তোর বংশে রাজা আমি হব হেন বাসি ।
মান্ধাতা পোড়াইয়া কর‍্যাছি ভস্মরাশি ॥
কাঁধে হৈতে মৃগের ভার ফেলাইল আছাড়ি ।
রুষিয়া তর্জ্জন করে দন্তের কড়মড়ি ॥
পর্ব্বত ধরিয়া লবণ দিল এক টান ।
এক টানে আনিল পর্ব্বত একখান ॥
দশ যোজন পর্ব্বতখান আনিল উপাড়ি ।
শত্রুঘ্নের মাথায় মারে দুই হাথিয়া বাড়ি ॥
পড়িলেন শত্রুঘ্ন কটক হাহাকার ।
ঘরে যায় লবণ দানব কাঁধে মৃগের ভার ॥
উঠিলেন শত্রুঘ্ন কটকের বিস্ময় ।
ধনুক পাতিয়া যুঝে বীর সংগ্রামে দুর্জ্জয় ॥
বিষ্ণুবাণ শত্রুঘ্নের তখন মনে পড়ে ।
টোনে হৈতে বাহির কর‍্যা ধনুকে তখন যোড়ে ॥
সিংহের গর্জ্জনে বাণ করে তোলপাড় ।
বাণের শব্দ শুন্যা কাঁপে সকল সংসার ॥
শব্দ শুন্যা দেবগণ হইলা চিন্তিত ।
মহাপ্রলয় শব্দ কেন হয় আচম্বিত ॥
ব্রহ্মার ঠাঁঞি তখন গেলা দেবগণ ।
আচম্বিতে মহাপ্রলয় হয় কি কারণ ॥
কোন কালে কোন যুগে এমত
শব্দ নাহি শুনি ।
কোন্ প্রমাদ পড়িল গোসাঞি
কিছুই না জানি ॥
ব্রহ্মা বলেন দেবগণ না করিহ ডর ।
লবণ মারিতে শত্রুঘ্ন যুড়্যাছে বিষ্ণুশর ॥
বাণ সৃজিলা বিষ্ণু আপনার তেজে ।
মধুকৈটভ মারা গেল সেই বাণের তেজে ॥
বাণরূপে বিষ্ণু আপনি অধিষ্ঠান ।
হেন হরিষে বিষাদ কেন কর দেবগণ ॥
কৌতুক দেখ শত্রুঘ্ন মারেন লবণ ।
হরষিত দেবগণ সুনিঞা বচন ॥*
দেখিতে দেবতাগণ আইলা কৌতুকে ।
আকাশপথে থাকিয়া তখন দেখে অন্তরীক্ষে ॥
লবণেরে ডাকিয়া বলিল শত্রুঘ্ন ।
ঘরে না যাইস লবণ বাহুড়্যা দেহ রণ ॥
বিষ্ণুবাণ দেখ্যা তখন লবণের লাগে ডর ।
খানিক শত্রুঘ্ন আমি মাগি অপসর ॥
ভোজনের সময় হৈয়াছে খাইব আহার পানি ।
এক দণ্ড তোমার ঠাঁঞি মাগি তো মেল্যানি ॥
জাঠাগাছ আনিতে যায় ঘরের ভিতরে ।
মনে করে প্রাণ লইব জাঠার প্রহারে ॥
মনের যুক্তি বুঝিয়া তার শত্রুঘ্ন হাসে ।
যত যুক্তি কর আমার মনে নাহি আইসে ॥
তুমি ভোজন করিবা আমি থাকি উপবাসী ।
দুই উপবাসী যুদ্ধ করি এই সে ভালবাসি ॥
ইহকালে ভোজনের সনে না হবে দরশন ।
যমের বাড়ী পরলোকে তোমার ভোজন ॥

কুপিল লবণ দানব দুর্জ্জয় প্রতাপ।
আহার করিতে না দিল বেটা রঘুবংশের পাপ॥
শত্রুঘ্ন মারিতে কোপে চলিল লবণ।
বিষ্ণু অস্ত্র শত্রুঘ্ন এড়ে ততক্ষণ॥
শব্দ করিয়া বাণ যায় জ্বলন্ত অনল।
বিষ্ণুবাণে ফুটিয়া পড়ে লবণ মহাবল॥
লবণ পড়িল হেন সর্ব্বলোকে দেখে।
মহাদেবে জাঠা গেল অন্তরীক্ষে॥
লবণ বিঁধিয়া বাণ গেল পাতাল ভিতর।
বিষ্ণুবাণে ফুটিয়া পড়িল লবণ বীরবর॥
লবণ পড়িল সভে হৈলা হরিষ বদন।
সকল দেবতাগণ কৈলা পুষ্প বরিষণ॥
ব্রহ্মা আদি আইলা সকল দেবগণ।
কুবের বরুণ আইলা দেবতা পবন॥
মহাদেবে জাঠা হইল বড় সুখী।
ইন্দ্ররাজা আইল তথা সহস্র আঁখি॥
ব্রহ্মা বলেন তখন শুন বীর শত্রুঘ্ন।
লবণ মারিয়া রাখিলা দেবগণ॥
সকল দেবতাগণ লবণের নামে কাঁপে।
মধুপুরের পথ না বহিত তাহার প্রতাপে॥
আজি হইতে পরিত্রাণ পাইল দেবগণ।
বর মাগ শত্রুঘ্ন যত লয় মন॥
যোড় হাথে শত্রুঘ্ন বলেন ব্রহ্মার আগে।
মধুপুরী বসুক শত্রুঘ্ন বর মাগে॥
ব্রহ্মা বলেন মধুপুর যেন হইবে স্বর্গপুরী।
বর দিয়া দেবতাগণ গেলা নিজ পুরী॥
ব্রহ্মা বলেন বিশ্বকর্ম্মা শুন সম্বোধন।
শত্রুঘ্নের মধুপুর গিয়া করহ নির্ম্মাণ॥
ব্রহ্মার আজ্ঞায় বিশ্বকর্ম্মা আইলা ততক্ষণ।
অদ্ভুত মধুপুরী করিলা গঠন॥
সোনার আওয়াস ঘর সোনার প্রাচীর।
সোনাতে বাঁধিল ঘাট দীঘি পুখরিব॥
বন টাল ভাঙ্গিয়া মধুপুরী বৈসে।
ত্রিভুবনের যত লোক মধুপুরী আইসে॥
সিংধুনদীর কূল আর সরযূ নদীর তীরে।
এত দূর বসিল লোক মধুপুর নগরে॥
রাজ্যে কর নাহি তাহে তিন হাজার বৎসর।
নানা সুখে আছে লোক মধুপুর নগর॥
দুঃখী বড়লোক নাহি মধুপুর দেশে।
পুত্রে পৌত্রে লোক হরষিতে বৈসে॥
বার বৎসরে বসাইলা মধুপুরে লোকজন।
নিজ দেশ অযোধ্যায় চলিলা শত্রুঘ্ন॥
শ্রীরামের চরণ দেখিতে চলিলা নিজ দেশ।
পথে বাল্মীকির বাড়ী করিল প্রবেশ॥
মুনির চরণ গিয়া বন্দিল শত্রুঘ্ন।
মধুপুরী বসালু গোসাঞি মারিয়া লবণ॥
মুনি বলেন তোমা দেখ্যা পাইলু পীরিতি।
কটক সমেত আমার বাড়ী থাক এক রাতি॥
মিষ্ট অন্নপান কটক করিলা ভোজন।
কথক রাত্রি শত্রুঘ্ন শুনেন রামায়ণ॥
*সীতার নন্দন লব কুশ দুই ভাই।
রামায়ণ গীত দুহে গান সেই ঠাঁঞি॥*
শত্রুঘ্ন বলেন শুন বাল্মীকি মুনি।
অদ্ভুত বীণার তন্ত্র কোথা হইতে শুনি॥
বাল্মীকি ডাকিয়া কন শুন শত্রুঘ্ন।
দুই শিষ্য আমার শিখেন রামায়ণ॥
রাম অবতার গীত কর্য্যাছি সাত কাণ্ড।
শুনিয়া মোহিত লোক অমৃতের খণ্ড॥
তথায় রহিলা শত্রুঘ্ন এক রাতি।
বিদায় হৈয়া প্রভাতে চলিলা শীঘ্রগতি॥
তিন দিবসে আইলা অযোধ্যা নগর।
রামের চরণ বন্দিয়া কৈল হাথ যুগল॥
তোমার প্রসাদে গিয়া মারিলাম লবণ।
মধুপুরী বসাইলাম যেন স্বর্গ ভুবন॥
বার বৎসর নাহি দেখি তোমার যুগল চরণ।
ধেনু হারা হৈয়া যেন বাছুরি বিকল॥
তোমা না দেখিয়া গোসাঞি সকল অসার।
তোমা দেখিতে আইলাম প্রভু আগুসার॥
রাম বলেন শত্রুঘ্ন পাল গিয়া প্রজা।
তোমারে কর্য্যাছি আমি মধুপুরের রাজা॥
রাজ্যশূন্য করিয়া ভাই এথা আইলা কেনি।
যেই তুমি সেই আমি সর্ব্বলোকে জানি॥
লবণের ডরে ভাই কাঁপে ত্রিভুবন।
রাবণ হইতে অনেক গুণে বিষম লবণ॥
হেন লবণ মারিলে তুমি দুর্জ্জয় শরীর।
আমা হইতে শত্রুঘ্ন তুমি বড় বীর॥
তিন দিবস ছিলেন রামের গোচর।
বিদায় হৈয়া শত্রুঘ্ন চলেন সত্বর॥
শত্রুঘ্ন অনুবর্জ্জিয়া রাম থুইলেন পথে।
উলটিয়া শত্রুঘ্ন চাহে রামের ভিতে॥
কেমতে পাসরিব গোসাঞি তোমার চরণ।
আর কতকালে পাইব প্রভু তোমা দরশন॥
এতেক শুনিয়া রাম আইলা অযোধ্যায়।
কটক সহিত শত্রুঘ্ন গেলা মথুরায়॥

শত্রুঘ্ন হইল গিয়া মধুপুরের রাজা ।
অযোধ্যায় রাম পালেন লোকজন প্রজা ॥
শ্রীরাম রাজ্য করেন ধর্ম্মপরায়ণ ।
দুর্ভিক্ষ নাহি রাজ্যে অকালমরণ ॥
বুড়াবুড়ি ব্রাহ্মণ কাঁদে উতরোলে ।
পাঁচ বৎসরের ছাওয়াল মরা করি কোলে ॥
সূর্য্যবংশের রাজ্যে বসি অনেক পুরুষে ।
অকালমৃত্যু নাহি রাজ্যে যম না হিংসে ॥
ধর্ম্মে রাজ্য করিলেন রাজা দশরথে ।
অকালে মৃত্যু নাহি ছিল যম নাহি চিন্তে ॥
শ্রীরামের রাজ্যে বসি পুত্র দিলাম দান ।
কোন্ গুণে করে লোক রামের বাখান ॥
সুখে রাজ্য করুন রাম ভাই চারিজনে ।
ব্রহ্মবধ স্ত্রীবধ প্রীত পাইবেন মনে ॥
ব্রাহ্মণের কোলের ছেল্যা টান দিয়া আনি ।
পুত্র কোলে করিয়া ব্রাহ্মণী
কাঁদিতেছে বাছনি ॥
গর্ব্ভে ধরিয়া দুঃখ পাঁচ বৎসরে প্রবেশি ।
তোমা হেন পুত্র মরে চণ্ডাল রাজ্যে বসি ॥
অনাহারে বুড়াবুড়ি কাঁদিয়া বিকল ।
রাজদ্বারে গিয়া বিরূপে বলিল বিস্তর ॥
দেখিয়া লক্ষ্মণ বীর চলিল সত্বর ।
যোড় হাথে রহে গিয়া রামের গোচর ॥
তোমার আজ্ঞা পায়্যা গোসাঞি
আছি তো দুয়ারে ।
সর্ব্বলোক কুশলে আছে রাজ্যের ভিতরে ॥
পাঁচ বৎসরের এক ব্রাহ্মণনন্দন ।
অকালে হৈয়াছে গোসাঞি তাহার মরণ ॥
অকালে মৃত্যুর কথা যদি কহিল লক্ষ্মণ ।
শুনিয়া শ্রীরঘুনাথ বিষণ্ণ বদন ॥
সভা করিয়া রঘুনাথ বসিলা দেওয়ানে ।
পাত্রমিত্র মুনি সভ আইলা রামের স্থানে ॥
তোমা সভা লৈয়া আমি করি রাজকাজ ।
ব্রাহ্মণের কুমার মরে বড় পাই লাজ ॥
এতেক বলিলা রাম সভার ভিতর ।
নিঃশব্দ হইলা সভে না দেয় উত্তর ॥
নারদ বলেন রাম তুমি শুনহ বচন ।
শূদ্রের কারণ হইল অকালমরণ ॥
এখন শূদ্রের তপে নাহি অধিকার ।
কোথা শূদ্র তপ করে করহে বিচার ॥
সত্যযুগে ব্রাহ্মণের তপ অনাহারে ।
তপের ফলে ব্রাহ্মণ সকল তেজ ধরে ॥

ত্রেতা কালেতে ক্ষত্রিয় তপ করিতে অধিকার ।
তপের তেজে কুশলে থাকে জগৎ সংসার ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় তপ একই সোসর ।
সর্ব্বলোক ভাল থাকে রাজ্যের ভিতর ॥
বৈশ্য জাতি তপ করিবেক দ্বাপরে ।
শূদ্রজনে তপ করিবেক কলির ভিতরে ॥
এখন শূদ্রের তপে নাহি অধিকার ।
এখন যত তপ করে সকল অসার ॥
নারদ যত বলিলেন নিলে রামের মনে ।
ডাক দিয়া সত্বরে আনিলা লক্ষ্মণে ॥
যাবৎ বিচার আমি করি রাজ্যের ভিতরে ।
তাবৎ বুড়াবুড়ি রাখহ দুয়ারে ॥
সিন্দুকের খোল করি তৈলেতে ভরিয়া ।
ব্রাহ্মণের কুমার তাহে রাখিহ পুরিয়া ॥
এতেক বলি রঘুনাথ রথের ভিতর চড়ে ।
পাত্রমিত্র লইয়া পশ্চিম দিগে লড়ে ॥
পশ্চিম দিকে যত রাজ্য করিয়া বিচার ।
উত্তর দিগে রঘুনাথ কৈলা আগুসার ॥
উত্তর দিগে যত রাজ্য চাহিলা সকল ।
পূর্ব্ব দিগে গেলেন তবে রাম মহাবল ॥
পূর্ব্ব দিগ বিচারিয়া চলিলা দক্ষিণে ।
এক শূদ্র তপ করে এক তপোবনে ॥
উৎকট তপস্যা শূদ্র করে অতিশয় ।
দেখিয়া রামের মনে লাগিল বিস্ময় ॥
অতি দুঃখে কঠোর তপ করয়্যাছে বিস্তর ।
হেট মাথা করিয়াছে দুই পা উপর ॥
ব্রহ্মঅগ্নির কুণ্ড জ্বাল্যাছে সমুখে ।
অগ্নির উত্তাপ তার লাগয়ে নাকে মুখে ॥
বরিষাকালে তপ করে বসিয়া আসনে ।
বরিষার ধারায় সে তিথে রাত্রি দিনে ॥
শীতকালে জলে থাকে অষ্ট প্রহর ।
অনাহারে তপ করে দশ হাজার বৎসর ॥
বিষম তপ দেখি রামের লাগিল তরাস ।
ধন্য ধন্য বলি রাম গেলা তার পাশ ॥
শ্রীরাম নাম আমার আইলু তপোবনে ।
কোন্ জাতি তপ তুমি কর কি কারণে ॥
তপস্বী বলে রঘুনাথ আমি শূদ্র জাতি ।
সমন্তক নাম আমার শুন রঘুপতি ॥
অতি দুঃখে কঠোর তপ করয়্যাছি বিস্তর ।
তপঃফলে স্বর্গে যাব লৈয়া কলেবর ॥
নারদের কথা রামের তখন মনে পড়ে ।
ব্রাহ্মণের কুমার মরে এই তপের ফলে ॥

রাম বলেন কেমতে যাইবে স্বর্গদুয়ার।
এখন তপ করিতে শূদ্রের নাহি অধিকার ॥
এখন যত তপ কর সভ অকারণ।
তোমার তপে আমার রাজ্যে অকালমরণ ॥
খাণ্ডার চোটে রাম লইলেন তাহার জীবন।
ওথায় অযোধ্যায় জিয়া উঠে ব্রাহ্মণনন্দন ॥
ভরত লক্ষ্মণ ধন দিলেন সেই ব্রাহ্মণে বিস্তর।
প্রীত পায়্যা বুড়াবুড়ি দুহে গেলা ঘর ॥
ব্রহ্মা আদি করি যতেক দেবগণ।
কুবের বরুণ যম আইলা পবন ॥
মহাদেব আইলা তথা রঘুনাথ সুখী।
ইন্দ্র দেবরাজ আইলা যাঁর সহস্র আঁখি ॥
ব্রহ্মা বলেন রঘুনাথ কর অবধান।
ব্রাহ্মণ কুমারে তুমি দিলা প্রাণদান ॥
শূদ্র তপস্বীকে তুমি যেইকালে কাটিলা।
ওথায় ব্রাহ্মণের বালা জিয়া উঠে সেই বেলা ॥
কলিযুগে শূদ্র তপ করিলে যায় স্বর্গবাস।
ত্রেতাযুগে তপ করিলে আপনা বিনাশ ॥
ব্রহ্মার কথা শুনিয়া রঘুনাথের হাস।
উত্তরকাণ্ড রচিলা পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

রাম বলেন অগস্ত্য মুনি বৈসেন দক্ষিণে।
এই পথে যাই আমি মুনি সম্ভাষণে ॥
রথে চড়িয়া গেলা রাম মুনির তপোবনে।
সকল দেবতা গেলা শ্রীরামের সনে ॥
বিচিত্র বাহনে চলিলা দেবগণ।
দেবগণ সঙ্গে যান মুনির তপোবন ॥
মুনি সম্ভাষণে যাএন দিব্যরথে।
আচম্বিতে পক্ষের রোল শুনিল সেই পথে ॥
অনেক পক্ষের কলরব বনের ভিতর।
গৃধিনী পেচা দুইজনে লাগ্যাছে কন্দল ॥
গৃধিনী বলে পেচা তুমি ছাড়হ মোর বাসা।
পরের বাসায় থাকিতে তুমি কেন কর আশা ॥
পেচা বলে কোথা হইতে আইলি গৃধিনী।
অনেক কাল বাসা মোর তোমায় নাহি চিনি ॥
দুইজনে হুড়াহুড়ি করে মারামারি।
রঘুনাথের স্থানে গিয়া দুইজনে গোচরি ॥
গৃধিনী বলে গোসাঞি তুমি কর অবধান।
দেবাসুরের মধ্যে তুমি সে প্রধান ॥
বুদ্ধিতে জিনিলা তুমি সুরগুরুপতি।
চন্দ্র জিনিয়া তোমার শরীরে জ্যোতি ॥
সূর্য্য জিনিয়া তোমার তেজ বিশাল।
সাগর জিনিয়া তোমার গুণে অপার ॥
বৈরী জিনিয়া তেজ তোমার সর্ব্বগুণধারী।
আপন বৃত্তান্ত গোসাঞি তোমাতে গোচরি ॥
অনেক সাধ্যে বাসাখানি করিলু আলয়।
বল করিয়া পেচা লয় শুনে মহাশয় ॥
পেচা বলে রঘুনাথ বিষ্ণু অবতার।
তুমি রাজা ধন্য হইলা সকল সংসার ॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর।
কুবের বরুণ তুমি পুরন্দর ॥
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য্য তুমি প্রজাপতি।
সর্ব্বলোকের নাথ তুমি অনাথের গতি ॥
অন্ধজনের চক্ষু তুমি দুর্ব্বলের বল।
গৃধিনী মোরে বল করে বুঝিয়া দেহ ফল ॥
রথ হইতে উলিয়া রাম গাছের তলায় বসি।
রামের কথায় পাত্রমিত্র সভে আসিয়া বসি ॥
কশ্যপ পিঙ্গল আইলা মুনি ধৌম্য বিজয়।
অশোক ধর্ম্মপাল আইলা সিন্ধ মহাশয় ॥
শাস্ত্রীয় বিচার রাম করেন মন্ত্রিগণ সনে।
রথের উপর অন্তরীক্ষে রৈলা দেবগণে ॥
গৃধিনীকে জিজ্ঞাসেন রাম সভার ভিতর।
কতোকাল হইতে পক্ষ তোমার বাসা ঘর ॥
গৃধিনী বলে যখন না ছিল পৃথিবী সঞ্চার।
তখন নাহি ছিল গোসাঞি জীবের সঞ্চার ॥
এত কাল হইতে বাসা কৈলু গাছের ডালে।
কোন্ লাজে পেচা ন্যায় করে তোমার আগে ॥
শুনিয়া হাসেন রাম গৃধিনীর বোলে।
পেচাকে জিজ্ঞাসেন রাম কহ কুতূহলে ॥
পেচা বলে যখন হইল গাছের উৎপাতি।
তখন হইতে গাছের ডালে আমার বসতি ॥
পাত্রমিত্রের ঠাঞি রাম করেন জিজ্ঞাসা।
বিচার করিয়া উচিত কহ কার হয় বাসা ॥
মিথ্যা বচন বলে যেই সভাতে বৈসে।
সহস্র বন্ধনে সেই থাকে যমের পাশে ॥
বৎসরেক গেলে তার এক বন্ধন খসে।
তিন যুগ থাকে নরকে মিথ্যা সাক্ষীর দোষে ॥
রঘুনাথের আজ্ঞা পায়্যা বলে রাজ্যখণ্ড।
গৃধিনীর উপর গোসাঞি কর রাজদণ্ড ॥
মহাপ্রলয় যখন পৃথিবী সংহারে।
স্থাবর জঙ্গম যখন না থাকে সংসারে ॥
পৃথিবী শূন্য হয় সবে মাত্র নারায়ণ।
সেই বিষ্ণু নারায়ণ সৃষ্টির কারণ ॥

বিষ্ণুর নাভিপদ্মে ব্রহ্মার উৎপত্তি।
সৃষ্টি সৃজেন ব্রহ্মা প্রাণ শকতি ॥
জলে হইতে পৃথিবীকে করিলা উদ্ধার।
পৃথিবী সৃজিয়া কৈলা জীবের সঞ্চার ॥
আগে ব্রহ্মা সৃজিল জীব বৃক্ষ আদি পাছে।
নাহি জীব হইতে কেমতে বাসা কৈল গাছে ॥
অকারণে গৃধিনী পক্ষ করে তো কন্দল।
রাজদণ্ড কর গোসাঞি গৃধিনীর উপর ॥
শ্রীরাম বলেন বধি তবে গৃধিনীর জীবন।
অন্তরীক্ষে থাকিয়া বলে যত দেবগণ ॥
ব্রহ্মা বলেন রঘুনাথ কর অবধান।
গৃধিনী পক্ষের তুমি না লও পরাণ ॥
রাজা ছিল গৃধিনী পক্ষ হইয়াছে শাপে।
ব্রহ্মশাপে পক্ষ হইয়াছে না মারিও কোপে ॥
দুরন্ত নামে রাজা ছিল পৃথিবীর কর্ত্তা।
অসম সাহস রাজা দানে বড় দাতা ॥
রাজা হৈয়া পৃথিবীর করিল পালন।
তিন লক্ষ ব্রাহ্মণে নিত্য করাইত ভোজন ॥
এক ব্রাহ্মণ মাংস খাইল অন্নের ভিতরে।
কুপিয়া ব্রাহ্মণ শাপ দিলেক রাজারে ॥
ব্রাহ্মণেরে মাংস খাওয়াও কৈলি নষ্ট ব্রত।
গৃধিনী পক্ষ হৈয়া তুমি নিত্য খাও মাংস রক্ত ॥
আপনি বিষ্ণু জন্মিবেন রাম অবতার।
তিনি পরশ করিলে হইবে প্রতিকার ॥
ব্রহ্মশাপে হইয়াছে রাজার দুর্গতি।
তুমি পরশিলে রাজার হয় অব্যাহতি ॥
ব্রহ্মার বোলে রাম তারে কৈলা পরশন।
রথে চড়িয়া গেল রাজা স্বর্গ ভুবন ॥
রামের প্রসাদে পক্ষের হইল পরিত্রাণ।
কৃত্তিবাস গাইল গীত অদ্ভুত নির্ম্মাণ ॥

রথে চড়িয়া গেলা রাম মুনির তপোবনে।
সকল দেবতা গেলা শ্রীরামের সনে ॥
মুনির চরণে রাম কৈলা নমস্কার।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া মুনি কৈলা পুরস্কার ॥
অগস্ত্য বলেন রাম কর অবধান।
শূদ্র কাটিয়া ব্রাহ্মণের দিলা প্রাণদান ॥
তোমা দরশনে আমি অনেক পুণ্য পাই।
এক রাত্রি বঞ্চ এথা থাকি এক ঠাঁঞি ॥
সেই দিন রাম ছিলা মুনির তপোবনে।
রথে চড়িয়া স্বর্গে গেলা যত দেবগণে ॥

বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত গঠন অদ্ভুত নির্ম্মাণ।
হেন অলংকার মুনি রামেরে দিলা দান ॥
মুনি বলেন দানপাত্র তুমি তো বিশেষে।
তোমায় দিলে মহাপুণ্য নারায়ণ অংশে ॥
রাম বলেন অগস্ত্য মুনি কর অবধান।
ক্ষত্রিয় হৈয়া কেমতে আমি মুনির লব দান ॥
মুনি বলে রঘুনাথ কহি তোমার স্থানে।
আমার বচন শুন করি অবধানে ॥
সত্যযুগে ব্রাহ্মণ বৈ অন্য না পায় পূজা।
ব্রাহ্মণের পূজা ক্ষত্রিয় পায় হইলে রাজা ॥
ইন্দ্র রাজা করিয়া ব্রহ্মা পালেন দেবগণ।
ক্ষত্রিয় রাজা পৃথিবীতে পালেন ব্রাহ্মণ ॥
ক্ষত্রিয়ের তরে ব্রহ্মা আপনি দিলা দান।
লোকপালের ভিতর ক্ষত্রিয় প্রধান ॥
ক্ষত্রিয় বংশে জন্ম তোমার বিষ্ণু অবতার।
তোমারে দান দিতে রাম উচিত আমার ॥
মুনি সভ তপ করে বিষ্ণু আরাধনে।
সেই বিষ্ণু আপনি আস্যাছ মোর স্থানে ॥
আপনি নারায়ণ তুমি আইলা মোর বাস।
তোমা দরশনে আমার এথা স্বর্গবাস ॥
মুনি সভ তপ করে বিষ্ণু আগে পূজে।
এই অলংকার রাম তোমায় ভাল সাজে ॥
রামের হাথে দিল মুনি দিব্য অলঙ্কার।
অলংকার দিয়া রামে কৈলা পুরস্কার ॥
রাম বলেন মুনি গোসাঞি করি নিবেদন।
কোন্ দেশে পাইলা তুমি এই আভরণ ॥
এমত অলঙ্কার মুনি নাহিক সংসারে।
কোথা পাইলা অলংকার কহিবা আমারে ॥
মুনি বলেন তপ করিতে গেলাম একেশ্বর।
বনের ভিতর দেখিলাম দিব্য সরোবর ॥
জীব জন্তু বনের ভিতর নাহিক সঞ্চরে।
দশ হাজার বৎসর তপ কৈলু অনাহারে ॥
তপস্যা করিয়ে রাম সেই তপোবনে।
শতেক যোজনের পথ কারো সনে নাহি দরশনে
নানা পুষ্প বিকশিত পদ্ম উৎপল।
নির্ম্মল সুবাসিত সরোবরের জল ॥
সরোবরের কূলে দেখি অপূর্ব্ব দরশন।
মরা শরীর নাহি ক্ষয় জিবার লক্ষণ ॥
মনুষ্যের সঞ্চার নাহি সেই সরোবর।
আয়তন পুরী দেখি বড় মনোহর ॥
নিদাঘ সময় তপ করি একেশ্বরে।
সুন্দর এক পুরুষ সেই মড়া শরীরে ॥

হেন জন নাহি তাহে জিজ্ঞাসি কারণ ।
মড়া শরীর দেখ্যা মোর বিস্ময় মন ॥
মৃত হৈয়া ক্ষয় নহে অক্ষয় শরীর ।
লক্ষ্মী অধিষ্ঠান শরীরে বড় মহাবীর ॥
মড়া শরীর খান আমি নেহালি এক মনে ।
স্বর্গ হইতে এক পুরুষ আইল সেইখানে ॥
সুবর্ণের রথখান বহে রাজহংসে ।
তিন লক্ষ দেবকন্যা পুরুষের পাশে ॥
কেহো হাসে কেহো নাচে কেহো বাজায় বাঁশী ।
স্ত্রীগণ লইয়া পুরুষ আইল স্বর্গবাসী ॥
মৃত শরীর স্নান করায় সরোবরের জলে ।
স্নান করি সেই অঙ্গ ঘন ঘন নিহালে ॥*
গন্ধদ্রব্য দিয়া সেই শরীর পাখালে ।
কৌতুকে জিজ্ঞাসিলু আমি যখন স্বর্গ চলে ॥
দিব্যরথে চড়িয়া বেড়াও দেব অবতার ।
দেবতা হৈয়া কেন কর মড়ায় আহার ॥
সকল কথা কহে পুরুষ জোড় করি হাথে ।
ভূমে হৈতে শুনি আমি পুরুষ আছে রথে ॥
স্বর্গ রাজার পুত্র আমি সেতু নাম ধরি ।
বাপের বিদ্যমানে আমি ধর্ম্মে রাজ্য করি ॥
পিতা স্বর্গে গেলে আমি ছাড়িলু রাজ্যখণ্ড ।
কনিষ্ঠ ভাইয়েরে আমি দিলাম ছত্রদণ্ড ॥
ফলফুল আহারে তপ করিলাম বিস্তর ।
তপঃফলে স্বর্গ গেলাম এই সে কলেবর ॥
স্বর্গেতে গিয়া আমি ভুক সহিতে নারি ।
ব্রহ্মার ঠাঁঞি জিজ্ঞাসিলাম কেমনে আমি তরি ॥
স্বর্গবাসে ব্রহ্মা আমি আইলাম তপঃফলে ।
তোমাকে সুধাই গোসাঁঞি
ক্ষুধায় জঠর জ্বলে ॥
ব্রহ্মা বলেন মরে রাজা আপনার দোষে ।
কারো কিছু রাজা তুমি
না দিলা ভোকে শোষে ॥
ভুকে শরীর তুষ্ট কৈলে ফলমূলের বাসে ।
সেই মড়া শরীর খাও গিয়া পরম হরিষে ॥
মড়া শরীর তুমি কর গিয়া ভক্ষণ ।
দুষ্ট ভুক শোষ তোমার ঘুচিবে এখন ॥
অগন্ধিত অপচিত সুধার সমান ।
তুমি নিত্য খাও সেই অভক্ষ্য বিধান ॥
মড়া শরীর খাইলে তোমার ঘুচিবে অবসাদ ।
তোমার পরিত্রাণ হৈবে মুনির প্রসাদ ॥
তপ করিতে যাইবেন অগস্ত্য মুনিবর ।
সরোবরে তপ তিনি করিবেন একেশ্বর ॥
তার সঙ্গে রাজা তোমার হইবে দরশন ।
এ দুঃখে নিস্তার তুমি পাইবে তখন ॥
অনেক তপস্যা কর্যাছ রাজা নাহি কর দান ।
অগস্ত্যের দান দিলে তোমার পরিত্রাণ ॥
ইন্দ্রের পরিত্রাণ করাইতে পারেন মুনি ।
তোমার ভুক ঘুচাইবেন কোন্ কার্য্যে গণি ॥
মৃত শরীরে তুমি কর প্রাণ ধারণ ।
যত খাইবে তত না টুটে এক কোণ ॥
এত দিন খাইলাম মড়া ব্রহ্মার বচনে ।
আজি আমার পাপ ঘুচে তোমা দরশনে ॥
*এ ঘোর নরকে গোসাঞি করহ উদ্ধার ।
দুর্গতি সাগরে গোসাঞি আমা কর পার ॥*
গায় হৈতে দিল মোরে এই অভরণ ।
মৃত শরীর পচিয়া নষ্ট হইল ততক্ষণ ॥
নানা সুখ ভোগ গিয়া করে পরিতোষে ।
আর না আইল রাজা রহিল স্বর্গবাসে ॥
পরিগ্রহ লইলাম আমি এই সে কারণ ।
মুনি হৈয়া ইহাতে আমার কোন্ প্রয়োজন ॥
আমায় দান দিয়া রাজা পাইল পরিত্রাণ ।
মুনির পরিত্রাণ হয় তোমায় দিলে দান ॥
অগস্ত্যের কথা শুনি রঘুনাথের হাস ।
কহ কহ বলিয়া রাম করিলা প্রকাশ ॥
সেতু রাজা আছিল বিদর্ভ দেশে ঘর ।
কেন তপ করিল গিয়া বনের ভিতর ॥
সেই বনে জীব নাহি কিসের কারণ ।
তপোবন মুনির সেই কতেক যোজন ॥
*মুনি বলেন রঘুনাথ কর অবধান ।
তোমার বংশাবলীর কথা শুনহ শ্রীরাম ॥*
সূর্য্যের প্রথম পুত্র মনু সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ ।
মনু হইতে হইল রাম সূর্য্যবংশ শ্রেষ্ঠ ॥
মনুর দুই পুত্র হইল বলে মহাবল ।
ইক্ষ্বাকু দণ্ড তারা দুই সহোদর ॥
ইক্ষ্বাকু জ্যেষ্ঠ তার ভাই দণ্ড কনিষ্ঠ ।
দণ্ড হইল রাম বলেতে শ্রেষ্ঠ ॥
ইক্ষ্বাকুর তরে মনু দিলা রাজ্যভার ।
অবশ্য করয়ে সূর্য্যবংশের আচার ॥
সত্য করাইয়া রাজা লন পুত্রের ঠাঁর ।
স্বর্গবাস গেল রাজা তপের ফলে ॥
ইক্ষ্বাকুর কনিষ্ঠ ভাই নাম তার দণ্ড ।
ইক্ষ্বাকু জিনিয়া সেই নিল রাজ্যখণ্ড ॥
সূর্য্যবংশের ধর্ম্ম এড়ি দণ্ড করে অনাচার ।
ইক্ষ্বাকু জিনিয়া সেই নিল রাজ্যভার ॥

বিন্ধ্যনস পর্ব্বতে গিয়া দণ্ড রাজ্য করি।
মধু নামে পুরী তথা বসাইল নগরী॥
শুক্র মুনি পুরোহিত কৈল দণ্ড নরেশ্বর।
ইন্দ্র হইতে সুখ ভুঞ্জে অনেক বৎসর॥
শুক্রের বাড়ি গেল রাজা বলাবলি।
রত্ননির্ম্মিত ঘর শুক্রের পড়্যাছে বিজুলি॥
দেবযানী নামে কন্যা শুক্রের পরম সুন্দরী
পুষ্পবনে রাজা তাহে দেখিল একেশ্বরী॥
রূপে আলো করে কন্যা তুলিছেন ফুল।
দেখিয়া রাজার মন হইল ব্যাকুল॥
কার কন্যা একেশ্বরী এথা কি কারণ।
কামে ব্যাকুল রাজা জিজ্ঞাসে কারণ॥
কন্যা বলে জিজ্ঞাসা না কর দণ্ড রাজা।
শুক্রের কন্যা আমি নাম দেবজা॥
আমার বাপে হয় তোমার কুলপুরোহিত।
আমা কাছে আইস রাজা নহে তো উচিত॥
রাজা বলে তোমার রূপে প্রাণ ধরিতে নারি।
আলিঙ্গন দিয়া প্রাণ রাখহ সুন্দরী॥
শত শত মহারাণী তোমায় দিব দাসী।
সাত শতের উপর তুমি হৈবে রাজমহিষী॥
শৃঙ্গার শাস্ত্র জানি আমি অনেক বিধান।
তোমায় আমায় কেলি করিব দুইজন॥
যদি না শুন তুমি আমার বচন।
বলে ধরিয়া তোমায় শৃঙ্গার করিব এখন॥
আমায় বলে না ধরিহ বলিছে শ্রুতি দেবজা।
আমারে ধরিলে সবংশে মরিবে তুমি রাজা॥
নহে আমার বাপের আনহ অনুমতি।
তবে তোমায় আমায় রাগে করিব পীরিতি॥
রাজা বলে তোমার পিতার বিলম্ব নাহি সই।
তোমা লাগিয়া প্রাণ যায় তাহা আমি চাই॥
তোমা পরশিলে কন্যা রক্ষে তো জীবন।
প্রাণ রক্ষা কর মোর দিয়া আলিঙ্গন॥
অশেষ প্রকারে বুঝায় না পায় উত্তর।
বলে ধরিয়া শৃঙ্গার করে দণ্ড নরেশ্বর॥
হাথ পা আছাড়ি কন্যা রাজারে পাড়ে গালি।
দুই প্রহর শৃঙ্গার করে দণ্ড মহাবলী॥
কাতর হইয়া কন্যা রক্তে তোলবোল।
শৃঙ্গার সহিতে নারে পাড়ে গণ্ডগোল॥
কন্যা দেখিয়া রাজা পালায় সত্বর।
বাপের সম্মুখে কন্যা কাঁদে তো বিস্তর॥
ঘরে আইলা শুক্রমুনি লৈয়া শিষ্যগণে।
মাথা তুলিয়া না চাহে কন্যা কাঁদে অপমানে॥
কাঁদে দেবযানী কন্যা মুখ ঢাকে লাজে।
সকল কথা জানিল মুনি ধ্যানের তেজে॥
শরীর পুড়িছে মুনির দিনান্তের ভুকে।
অধিক দুঃখ হইল মুনির কন্যা কাঁদে দুখে॥
ধর্ম্মশীলা কন্যা মোর যেন অগ্নির শিখা।
গুরুর কন্যারে বল করে না করে অপেক্ষা॥
শিষ্য সহিত ব্রহ্মশাপ দিল সেই ক্ষণে।
দণ্ড রাজা পুড়িয়া মরুক অগ্নি সন্নিধানে॥
অগ্নিবৃষ্টি ইন্দ্ররাজা করে সাত রাত্রি।
সবংশে পুড়িয়া মরে দণ্ড নরপতি॥
হস্তী ঘোড়া পুড়িয়া মরে সকল ভাণ্ডার।
শতেক যোজন পুড়িয়া ভস্ম হইল অঙ্গার॥
শতেক যোজন পুড়িয়া শুক্র কৈল ভস্মরাশ।
সবংশে পুড়িয়া ভস্ম দণ্ড হৈল বিনাশ॥
বলে পাপ করিলে হয় এমতি ফল।
সবংশে পুড়িয়া দণ্ড মরিল সকল॥
জীবের সঞ্চার নাই সেই তপোবনে।
দণ্ডক অরণ্য নাম থুইল সেইক্ষণে॥
দুইজনের কথায় বেলা হইল অবসান।
ভোজন করিলা রাম মিষ্টান্ন পান॥
অগস্ত্যের বাড়ি রাম বঞ্চিলা সুখরাতি।
বিদায় হইয়া প্রভাতে চলিলা শীঘ্রগতি॥
তিন দিবসে রাম গেলা অযোধ্যা নগরে।
পাত্রমিত্র আইল সবে রামের গোচরে॥
রাম বলেন ভরত লক্ষ্মণ শুন দুই ভাই।
রক্ষোবধ করাছি আমি যজ্ঞ করিতে চাই॥
রাজসূয় যজ্ঞ করিত পূর্ব্ব মহারাজে।
রাজসূয় করিব ভাই থাক তার কাজে॥
যোড় হাথ করিয়া ভরত করে হাহাকার।
রাজসূয় করিলে তোমার মজিবে সংসার॥
রাজসূয় যজ্ঞ পূর্ব্বে করিল শশধর।
গ্রহ নক্ষত্র তারা পুড়িয়া মরিল সকল॥
ধন বিলাইতে চন্দ্রের হইল রঙ্গ।
রাজসূয়ের দোষে হইল চন্দ্রের কলঙ্ক॥
যজ্ঞে পূর্ণা দিলা চন্দ্র চতুর্থী ভাদ্রমাসে।
নষ্টচন্দ্র হইল তেঁঞি রাজসূয়ের দোষে॥
রাজসূয় যজ্ঞ পূর্ব্বে করিল বরুণ।
মৎস্য মকর পুড়িয়া মৈল যজ্ঞের কারণ॥
আমার পূর্ব্ব বংশে ছিল হরিশ্চন্দ্র রাজা।
পৃথিবী পালিতেন তিনি লোকজন প্রজা॥
মহারাজা হরিশ্চন্দ্র রাজচক্রবর্ত্তী।
তার সম রাজা নাই হয় বসুমতী॥

আঠারো সহস্র রাজা থাকিত তার নিকটে।
রাজসূয় যজ্ঞে তার এত রাজা খাটে॥
রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া পাইলেক অপচয়।
সংসার মজাইল রাজা আপনা সংশয়॥
হরিশ্চন্দ্রের কথা শুনিয়া রামের চমৎকার।
রাম বলেন ভরত ভাই কহ আরবার॥
এমত মহারাজা ছিলা আমার পূর্ব্ববংশে।
রাজসূয় করিয়া তাহার কিবা হইল শেষে॥
রাজ্য ছাড়িয়া হরিশ্চন্দ্র গেলা বারাণসী।
দক্ষিণা চাহিতে গেলা বিশ্বামিত্র ঋষি॥
দণ্ডের বাড়ি মারিয়া করয়ে তাড়না।
স্ত্রীপুত্র বেচিয়া রাজা দিলেন দক্ষিণা॥
এত করিয়া হরিশ্চন্দ্র না পায় স্বর্গবাস।
রাজসূয় করিয়া তার এতেক সর্ব্বনাশ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে স্থল না পায় তিন লোকে।
রাজসূয়ের পাকে রাজা বেড়ায় অন্তরীক্ষে॥
হেন রাজসূয় করিতে লয় তব মন।
অশ্বমেধ যজ্ঞ কর তাহে লোকের পালন॥
পূর্ব্বে ব্রহ্মবধ কৈল ইন্দ্র দেবরাজে।
ব্রহ্মবধ ঘুচিল তার অশ্বমেধের কাজে॥
বৃত্রাসুর নামে অসুর ব্রহ্মার নন্দন।
আড়ে পরিসর সে তিনশত যোজন॥
বারোশত যোজন শরীর উভে দীঘল।
সে অসুরের মাথা ঠেকে গগনমণ্ডল॥
ধার্ম্মিক বৃত্রাসুর ধর্ম্মে রাজ্য করে।
বিনা বৃষ্টিতে শস্য তার রাজ্যে ফলে॥
পুত্রে রাজ্য দিয়া অসুর গেল তপোবন।
তার তপ দেখিয়া কাঁপে সকল দেবগণ॥
দশ হাজার বৎসর তপ করে অনাহারে।
তপস্যাকালে স্বর্গ নিবে ইন্দ্রের অধিকারে॥
[illegible] দেবতা লৈয়া আইলা পুরন্দর।
দেবগণ মিলিয়া গেল বিষ্ণুর গোচর॥
বৃত্রাসুর তপ করে না কর উপেক্ষা।
তাহারে মারিয়া ভগবান দেবে কর রক্ষা॥
গোবিন্দ ভগবান তাহার বচনে।
অসুর মারিয়া রক্ষা কর দেবগণে॥
বিষ্ণু বলেন বৃত্রাসুর বড়ই চতুর।
ব্রহ্মার সেবা করিয়া অসুর হৈয়াছে ঠাকুর॥
আপনি না মারিব তাহে শুনহ উপায়।
যে প্রকারে ঘুচাইব দেবগণের ভয়॥
তিন অংশ হই আমি অসুর মারিতে।
এক অংশ সাঁধাই ইন্দ্রের শরীরেতে॥
তোমার শরীরে আমি হৈলাম দোসর।
বৃত্রাসুর মারিতে ঝাট চল পুরন্দর।
চলিল দেবতা সভ বিষ্ণুর বচনে।
প্রবেশ করিল গিয়া অসুরের তপোবনে॥
শরীর দেখিয়া তার সভে পাইল ভয়।
কেমনে মারিব এই অসুর দুর্জ্জয়॥
বিষ্ণুতেজে ইন্দ্রের বল ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে।
বজ্রাঘাত খায়্যা বৃত্রাসুর মরে॥
ব্রহ্মবধ প্রবেশ কৈল ইন্দ্রের শরীরে।
ব্রহ্মার পুত্র ছিল বৃত্রাসুর মহাবীরে॥
ব্রহ্মবধ করিয়া ইন্দ্র হইল অচেতন।
দুর্ভিক্ষ মড়ক হইল সকল ভুবন॥
দেবগণ বলে বিষ্ণু কৈলা পরিত্রাণ।
দেবরাজ ইন্দ্রের করহ কল্যাণ॥
দুর্জ্জয় শরীর মারা গেল তোমার বল তেজে।
ব্রহ্মবধে কেমনে রক্ষা পায় ইন্দ্ররাজে॥
বিষ্ণু বলেন অশ্বমেধ যজ্ঞ কর আজ্ঞা।
অশ্বমেধ যজ্ঞ করুন দেব রাজা॥
ব্রহ্মবধ করিয়া ইন্দ্র হৈয়াছে অচেতন।
ইন্দ্র সচেতন যজ্ঞ করে তো ব্রাহ্মণ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ তথা হৈল অবসান।
ব্রহ্মবধ রহিতে নারে তখন মাগে স্থান॥
এক অংশ ব্রহ্মবধ জলের উপর ভাসে।
আর এক অংশ ব্রহ্মবধ গাছের ডালে বৈসে॥
আর এক অংশ ব্রহ্মবধ স্ত্রী রজস্বলা।
ব্রহ্মবধ পাতালে সাঁধাইল এক কলে॥
চারিভাগ ব্রহ্মবধ সাঁধায় চারি ভাগে।
ইন্দ্র অব্যাহতি পাইল অশ্বমেধ যজ্ঞে॥
অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা কহিলেন লক্ষ্মণ।
অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা পড়িল মোর মন॥
প্রজাপতির বেটা সর্ব্বগুণধর।
ইলা নাম ধরে সে রাজ্যের ঈশ্বর॥
যত যত রাজা আছে পৃথিবী[illegible]।
সকল রাজা জিনিয়া তার [illegible]॥
নানা পুষ্প সুগন্ধি বসন্তে চৈত্র মাস।
মৃগয়া করিতে গেল রাজা পর্ব্বত [illegible]লাস॥
স্ত্রীরূপ ধরিয়া তথা থাকেন মহেশ্বর।
স্ত্রী হৈয়া স্ত্রী লৈয়া করেন [illegible]॥

মৃগপক্ষ বনজন্তু সভে হইল স্ত্রী।
পার্ব্বতী লইয়া মহেশ্বর তথা কেলি করি॥
হেনকালে ইলা গেল তাহার সম্মুখে।
গেলে মাত্র স্ত্রী হইল মহাদেবের শাপে॥
যত ঠাট কটক তারা আইল সংহতি।
সৈন্যসামন্ত রাজার হইল স্ত্রীজাতি॥
স্ত্রীময় দেখে রাজা সকল অনুচরে।
ত্রাস পাইয়া রাজা আপনা নেহালে॥
সর্ব্বাঙ্গ নেহালে রাজা
আপনা দেখে স্ত্রী।
মহাদেবের ঠাঞি গিয়া বিস্তর করে স্তুতি॥
উঠ উঠ বলিয়া তারে ডাকেন মহেশ্বর।
পুরুষ বর দিতে নারি মাগ অন্যবর॥
স্ত্রী হৈয়া স্ত্রী লৈয়া আমি কেলি করি।
আমারে লজ্জা দিতে আপনি হৈলা স্ত্রী॥
তোমার সঙ্গে আসিয়াছে যত অনুচর।
পুরুষ হইয়া যাইবে তারা আমি দিলাম বর॥
তাহা সভার দোষ নাহি যাউক নিজ দেশে।
তুমি স্ত্রী হইলা রাজা আপনার দোষে॥
মহাদেবের শুনিল রাজা দারুণ বচন।
পার্ব্বতীর পায় পড়িয়া করেন ক্রন্দন॥
দেবী বলেন মহাদেবের বচন নহিবে আন।
এক মাস পুরুষ হইবে কৈলু সমাধান॥
এক মাস স্ত্রী হইবে না যায় খণ্ডন।
আপন দেশে রাজা যাহ না কর ক্রন্দন॥
স্ত্রী হৈয়া পুরুষ হইবে পরম সুন্দর।
ক্রন্দন সম্বরিয়া রাজা ঝাট চল ঘর॥
শ্রীরামের কথা শুনিয়া দুই ভাইর হাস।
স্ত্রী হৈয়া রাজা কেমতে রহিত এক মাস॥
আর এক মাস পুরুষ হইয়া
কেমতে রাজা বঞ্চে।
এমত দারুণ শাপ রাজার কতদিনে ঘুচে॥
রাম বলেন যেই মাসে রাজা হইত স্ত্রী।
লজ্জা পায়্যা ঘরে না যায় বনে প্রবেশ করি॥
বনের ভিতর আছে দিব্য সরোবর।
বুধ তপ করে তথা চন্দ্রের কোঙর॥
দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন কর‍্যাছে উদয়।
জলেতে রহিয়া তপ করে অতিশয়॥
স্ত্রী হৈয়া ইলা করে বুধের তপ ভঙ্গ।
ইলারে দেখিয়া বুধের কামের তরঙ্গ॥
ইলার কাছে যায় বুধ কামে অচেতন।
কার কন্যা একেশ্বরী এথা কি কারণ॥
তোর রূপে মোহ গেলাম
আমার হও স্ত্রী।
চন্দ্রের কুমার আমি বুধ নাম ধরি॥
বুধের কথা শুনিয়া ইলার হইল হাস।
স্ত্রী হৈয়া বুধের সনে ছিল এক মাস॥
পুরুষ হইতে কাম অষ্ট গুণ স্ত্রীলোকে।
বুধের সনে ছিল গিয়া শৃঙ্গার কৌতুকে॥
শৃঙ্গার কৌতুকে রাজার ঘুচিল অবসাদ।
পুরুষ হইতে ইলা রাজার না যায় সাধ॥
শৃঙ্গার কৌতুকে রাজার শাপ হইল শেষ।
পুরুষ হইল রাজা আর মাস প্রবেশ॥
দেশের তরে ইলা রাজার হইল স্মরণ।
পুত্র পরিবার তরে রাজা করয়ে ক্রন্দন॥
রসবিন্দু পুত্র মোর ধর্ম্ম অবতার।
আমা বিহনে কেমতে রাখিবে রাজ্যভার॥
কাঁদিতে কাঁদিতে রাজার মাস হইল শেষ।
স্ত্রী হইল ইলা রাজার আর মাস প্রবেশ॥
তপ করিয়া বুধ আইলা রাজার পাশে।
ইলা রাজার রূপ দেখিয়া বুধের হইল হাসে॥
ইলা রাজা স্ত্রী হইল পরম সুন্দরী।
স্ত্রী লৈয়া বুধ গেলা ভিতর অন্তঃপুরী॥
মাসেক কেলি করে বুধ পুরীর ভিতরে।
কেলি করিতে গর্ব্ভ হইল ইলার উদরে॥
এক মাসে পুরুষ হয় স্ত্রী এক মাসে।
পুরুষ মাসে না যায় রাজা বুধের পাশে॥
নয় মাসে হইল সুন্দরী রাজ ইলা।
পুরুরবা পুত্র হইল যেন চন্দ্রকলা॥
পুরুরবা মহাপুরুষ হইল মহারাজা।
শ্রাদ্ধকালে পুরুরবার সকলে করে পূজা॥
পুরুষ হইল ইলা রাজা যখন দশ মাস।
পুরুষ মাসে ইলা রাজা না যায় বুধের পাশ॥
স্ত্রী হইলা রাজা এগারো মাস চুকে।
বুধের সনে রহে রাজা শৃঙ্গার কৌতুকে॥
দ্বাদশ মাস পুরুষ হইল আরবার।
পুরুষ দেখিয়া বুধের হয় চমৎকার॥
ইলা রাজা পরিচয় দিলেক আপনা।
পুরুষের কথা শুনি
বুধের হইল ঘৃণা॥
পুরুষ হৈয়া পুরুষ লৈয়া আমি কেলি করি।
ইলার প্রতিকার করি যেন না হয় স্ত্রী॥
ব্রাহ্মণের রাজা বুধ চন্দ্রের নন্দন।
সম্বাদিয়া আনিলেক যত মুনিগণ॥

মুনিগণ আইল যত পরম গেয়ান।
মুনিগণ লৈয়া বুধ যুক্তি অনুমান॥
মুনিগণ বলে বুধ শুনহ কারণ।
যেমতে হইবে ইলা রাজার পাপ বিমোচন॥
মহাদেবের শাপে রাজা হৈয়াছে স্ত্রীজাতি।
অশ্বমেধ যজ্ঞ কৈলে হয় অব্যাহতি॥
অশ্বমেধ যজ্ঞে তুষ্ট হন মহেশ্বর।
মহাদেব তুষ্ট হইলে ইলা পায় বর॥
রাজ্যভোগ গেল রাজার যতেক সম্পদ।
অশ্বমেধ যজ্ঞ কৈলে ঘুচিবে আপদ॥
বুধ বলে এই যুক্তি নহে তো নিষেধ।
বুধের আদেশে যজ্ঞ করে অশ্বমেধ॥
কোটি কোটি অশ্ব যজ্ঞে হুনিল বিস্তর।
তুষ্ট হৈলা মহাদেব ইলায় দিলা বর॥
ইলা পুরুষ হইল মহাদেবের বরে।
সকল পাপ ঘুচিল তার অশ্বমেধের ফলে॥
আপনার দেশে গেল করে ঠাকুরাল।
পুরুষ হৈয়া রাজ্য এখন করে চিরকাল॥
ভাল যুক্তি বলিয়াছ ভাই রে লক্ষ্মণ।
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে লয় মোর মন॥
সরযূর কূলে স্থান করহ নির্ম্মাণ।
সকল কার্য্য কর ভাই হৈয়া সাবধান॥
রঘুনাথ যজ্ঞ করিবেন ব্রহ্মা হরষিত।
ডাক দিয়া বিশ্বকর্ম্মায় আনিলা ত্বরিত॥
ব্রহ্মা বলেন বিশ্বকর্ম্মা কৈলা সম্বোধন।
রঘুনাথের যজ্ঞকুণ্ড করহ নির্ম্মাণ॥
ব্রহ্মার আজ্ঞায় বিশ্বকর্ম্মা আইল ততক্ষণ।
অদ্ভুত যজ্ঞের কুণ্ড করিল গঠন॥
ভরত লক্ষ্মণের ঠাট চারি অক্ষৌহিণী।
হনুমান ঠাটের ভিতর আছেন আপনি॥
নানা রত্ন নানা ধন আছে যেই দেশে।
হনুমান আনিয়া যোগান চক্ষুর নিমিষে॥
সুবর্ণনির্ম্মিত কুণ্ড অতি মনোহর।
তিন যোজনের পথ আড়ে পরিসর॥
উভে শোভা করে কুণ্ড শতেক যোজন।
পর্ব্বতপ্রমাণ কুণ্ড লাগিল গগন॥
চৌদ্দ যোজন করে যজ্ঞের মেখলা।
ত্রিশ যোজন উভে বাঁধে যজ্ঞশালা॥
দধি দুগ্ধ ঘৃতের করিল সরোবর।
ঘোড়া হাথী পাইশালা এক লক্ষ ঘর॥
যজ্ঞ দেখিতে আসিবেন যত মুনিগণ।
অমরাবতী স্বর্গ তথা করিল গঠন॥
সপ্ত দ্বীপের আসিবেন যত যত মুনি।
তাহা সভার বাসা ঘর মাণিক্য ছিটান॥
পৃথিবীমণ্ডলের যত আসিবেক রাজা।
ব্রহ্মা আদি আসিবেন লোকজন প্রজা॥
সোনার আওয়াস ঘর সোনার আওয়ার।
সোনাতে বান্ধিল ঘাট দীঘি আর পুখরি॥
সত্তর যোজন স্থান যজ্ঞের আয়তন।
সোনার আওয়াস ঘর করিল গঠন॥
অমরাবতী হইল যেন ইন্দ্রের নগরী।
অযোধ্যায় বিশ্বকর্ম্মা কৈল স্বর্গপুরী॥
এক মাসের ভিতর পুরী করিলা নির্ম্মাণ
পুরী নির্ম্মাইয়া বিশ্বকর্ম্মা
গেলা নিজ স্থান॥
দেশে দেশে গেল যত যজ্ঞের নিমন্ত্রণ।
নিমন্ত্রণ পাইয়া তথায় আইসে রাজাগণ॥
মিথিলার রাজা আইলা জনক মহাঋষি।
পৃথিবীর মুনি আইলা যতেক তপস্বী॥
নেপালের রাজা আইল দুর্জ্জয় মহাবল।
রাজগিরির রাজা আইল সৈন্য বিস্তর॥
অঙ্গদেশের রাজা আইল লোমপাদ নাম।
বেহার দেশের রাজা আইল নীলগিরি শ্যাম
বিদ্যানগর জয়নগর কাঞ্চী কর্ণাট।
চারি দেশের রাজা আইল বিস্তর লৈয়া ঠাট॥
হেলঙ্গ তেলঙ্গ গরমল্ল দেশ পুরী।
সত্তর কোটি রাজা আইল অযোধ্যা নগরী॥
সাতাইশ লক্ষ রাজা উত্তর দেশে বৈসে।
আটাইশ লক্ষ রাজা
আইল থাকিয়া বঙ্গদেশে॥
যত রাজা আছে ভারত ভূমের ভিতর।
রাজচক্রবর্ত্তী রাম সভার উপর॥
পৃথিবীতে রাজা লক্ষ কোটি অযুত।
আটাইশ লক্ষ কোটি আসিয়া হইল মজুত॥
এতসভ রাজা থাকে যজ্ঞের নিকটে।
রঘুনাথ যজ্ঞ করিবেন এত রাজা খাটে॥
বিভীষণ আইল সাগরের পার।
মধুপুরী হৈতে শত্রুঘ্ন কৈলা আগুসার॥
যজ্ঞস্থানে রঘুনাথ চলিলা আপনি।
মাতা বিমাতা রামের চলিল সাতশত জননী॥
দাস দাসী চলিল বুড়া রাজার যত স্ত্রী।
ছোট বড় চলিলা সভে থাকিয়া অন্তঃপুরী॥
রাজমহিষী উপস্থিত চাই যজ্ঞস্থলে।
সোনার সীতা চালাইল সীতার বদলে॥

সুগ্রীব অঙ্গদ আইলা যত বানরগণ।
গয় গবাক্ষ সরভ আইলা গন্ধমাদন॥
ব্রহ্মা আইলা আর সকল দেবগণ।
যম ইন্দ্র বরুণ আইলা যজ্ঞের নিকেতন॥
নারদ বশিষ্ঠ আইলা কুলপুরোহিত।
সংসারের যত মুনি হইলা উপনীত॥
স্বর্গলোক মর্ত্তালোক আইলা পাতাল।
ত্রিভুবনের যত লোক হইল মিশাল॥
বশিষ্ঠ বলেন শুন সুমন্ত সারথি।
যজ্ঞের যতেক দ্রব্য আন শীঘ্রগতি॥
যব ধান্য গোম আন আতপ তণ্ডুল।
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু আনহ প্রচুর॥
পর্ব্বতপ্রমাণ চাহি তিল রাশি রাশি।
তিরাশী কোটি বন্দ চাহি ঘৃতের কলসী॥
একদিন অশ্ব চাহি তিন শও অযুত।
আটাইশ লক্ষ কোটি অশ্ব
বাছিয়া কর মজুদ॥
তিন কোটি শ্রুপ চাহি শ্রীফলের কাষ্ঠে।
এত সভ দ্রব্য চাহি যজ্ঞের নিকটে॥
রঘুবংশের প্রধান সুমন্ত সারথি।
যজ্ঞীয় যত দ্রব্য আনে শীঘ্রগতি॥
যারে যে আজ্ঞা ভরত রাজা করে।
ইঙ্গিত মাত্রে শত্রুঘ্ন
যোগায় লৈয়া তারে॥
ঘৃত মধুর কলস আর দুগ্ধ দধি।
মাথায় করিয়া বহে ঠাটে নাহিক অবধি॥
সে রাক্ষসের ডরে তপ ছাড়ে মুনিগণ।
সেই রাক্ষস মুনির দ্রব্য করে অপেক্ষণ॥
খায় দায় নৃত্য গীত নাচে ত নাচনি।
অখিল ভুবনে শব্দ রাম জয় শুনি॥
যত যত রাজা যজ্ঞ কৈল কোটি কোটি।
ত্রিভুবনে নাহি এমত যজ্ঞের পরিপাটী॥
চৌরাশী কোটি অশ্ব কৈল দিন নিয়ম।
কত কত কোটি কোটি করিলেন হোম॥
অশ্বনগর থাকিয়া আনিলেন ঘোড়া।
অনেক ঠাটে রাখে ঘোড়া জাটি ঝকড়া॥
শ্যামবর্ণে ঘোড়া ধবল চারি খুর।
নানা অলংকার শোভে রতন প্রচুর॥
লেজ শোভা করে যেন শ্বেত চামর।
কপালে তিলক যেন চন্দ্রমণ্ডল॥
সর্ব্ব গায় রেখা দেখিতে অদ্ভুত।
মেঘমণ্ডলে যেন পড়িছে বিদ্যুৎ॥
সোনার বর্ণে দুই কর্ণ ধরে জ্যোতি।
দুই চক্ষু ঘোড়ার যেন রত্নের জ্বলে বাতি॥
গলার লোম ঘোড়ার যেন মুকুতার ঝারা।
রাঙ্গা জিহ্বা দেখি যেন অগ্নির পারা॥
পবন গমন জিনি ঘোড়া অবতার করে।
পৃথিবী বেড়াইতে ঘোড়া একেদিনে পারে॥*
সেই ঘোড়া লৈয়া রাম যজ্ঞে দিল পূর্ণা।
নানা দেশী ব্রাহ্মণ আইল লইতে দক্ষিণা॥
মহামহোৎসব যজ্ঞ করে পরিপাটী।
শিষ্য সমেত আইলেন বাল্মীকি মহামুনি॥
মুনি দেখি রঘুনাথ উঠিলা সম্ভ্রম।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিলা শ্রীরাম॥
বার শও শিষ্য আইলা বাল্মীকি সংহতি।
লব কুশ দুই ভাই মিসাইয়া তথি॥
বিষ্ণু অবতার সভে মুনির অবয়।
মুনির মিসালে আছে না দেয় পরিচয়॥
রাম বলেন শুন ভরত আমার উত্তর।
মুনি রহিবারে দেহ দিব্য বাসাঘর॥
লব কুশ রহিল মুনির সংহতি।
দুই ভাই লৈয়া মুনি করেন যুকতি॥
*তোমরা দুহে রামায়ণ বিস্তর গাইলে ঘরে।
আজি হৈতে বিদিত গীত হইব সংসারে॥
দেবতা ব্রাহ্মণ ঋষি রাজার সন্নিধান।
সুললিত গাইহ গীত গন্ধর্ব্বের গান॥
পৃথিবীর রাজা সব বৈশে রামের স্থানে।
সাবধানে গাইহ গীত রাজা বিদ্যমানে॥
গীত অবসানে দুহে করিবে ফলাহার
রাজা প্রজা দান করিলে করিহ পরিহার॥
আজি হৈতে আমার কীর্ত্তি ঘুষিব-সংসার।
যাবৎ থাকিব পৃথ্বী এ মেরুমন্দার॥
আমার কীর্ত্তি সন্যা কত কবিত্ব হৈব আর।
সে কবিত্ব প্রচারিব সুনির সংসার॥
জাবে তুষ্ট হইবেন সরস্বতী দেবী।
তোমার আমার দায় নাহি সে হইবে কবি॥
জগতে ভব্য রামায়ণ হইব প্রচার।
গীত শুনিলে সর্ব্বলোক পাবেক নিস্তার॥
জখন রাজসভাতে শ্রীরাম বইশে।
তখন গাইহ গীত পরম হরিশে॥
কুড়ি শিকলি গীত গাইবে এক দিনে।
কভু লোভ না করিহ রাজাপ্রজার ধনে॥*
এতেক শিখাইল মুনি দুইজনার তরে।
প্রভাতে গাইবে কালি রামের গোচরে॥

মুনির কথা শুনিয়া তারা দুই বেকতি।
ফলমূল খায়্যা রহে মুনির সংহতি॥
রাত্রি প্রভাত হইল প্রকাশ বিহান।
বীণা হাথে করিয়া চলিল দুইজন॥
দুই ভাই চলিল তারা তপস্বী বেশ ধরি।
চলিল দুইজন কেহো চিনিতে না পারি॥
স্নান করিয়া বাকল পরিল দুইজন।
উদ্দিশে বন্দিল মা জানকীর চরণ॥
সুন্দর বীণার তার ধূপে দিয়া মাঁজি।
নানা রাগে গায় গীত সর্ব্বলোকে রঞ্জি॥
অশ্বিনীকুমার যেন ভাই দুইজন।
পরম কৌতুকে গায়্যা বেড়ায় রামায়ণ॥
নগরে নগরে লোক দুয়ার চাতরে।
অদভুত গান করে দুই সহোদরে॥
হরষিত হইল লোক শুনি রামায়ণ।
স্ত্রীপুরুষে বেড়িলেক শিশু দুইজন॥
অযোধ্যানগরে লোক যতজন বৈসে।
গীত শুনিবারে লোক ধায়্যা ধায়্যা আইসে॥
রামের আকৃতি দেখি সীতা দেবীর প্রায়।
দুই শিশু দেখিয়া সভার কৌতুক উদয়॥
কোকিলের স্বর যেন দুই শিশুর স্বর।
দুহাঁর গীতে মোহিত অযোধ্যানগর॥
গীত গাইয়া দুই ভাই গেল রামের দুয়ারে।
সর্ব্ব লোক বেড়িয়া যায় দুই ছাওয়ালেরে॥
রামের দুয়ারে দুইজন গায় রামায়ণ গীত।
শুনিয়া সকল লোক হয় হরষিত॥
দ্বারী জানাইল গিয়া বীর লক্ষ্মণে।
বাহিরে আসিয়া দেখেন গায়েন দুইজনে॥
ধাইয়া লক্ষ্মণ গিয়া জানায় রামের গোচরে।
অপূর্ব্ব গায়ন আসিয়াছে দুয়ারে॥
এতেক লক্ষ্মণ যদি কহিল রামের স্থানে।
গায়ন আনিতে রাম কহিলা সন্নিধানে॥
রামের আজ্ঞা পায়্যা বাহিরে আইলা লক্ষ্মণ।
হাথে ধরিয়া লৈয়া যান ছাওয়াল দুইজন॥
দুই ছাওয়াল লৈয়া লক্ষ্মণ
গেলা রামের স্থানে।
অপূর্ব্ব দেখিয়া রাম হাসেন মনে মনে॥
দুইজনের হাথে বীণা দেখিতে সুন্দর।
দুই ভাই দেখ্যা রাম হর্ষিত অন্তর॥
রাম বলেন ডাক দেহ যত লোক এথা বৈসে।
চারি ভিতের লোক রামের আজ্ঞা পায়্যা
আইসে॥
পাত্রমিত্র লোকজন আইল রামের স্থানে।
বৃদ্ধ পণ্ডিত সভ আইলা শ্রবণে॥
নট নর্ত্তক আইল সংগীত যে যা জানে।
শুনে রামায়ণ গীত গায় দুইজনে॥
দুই ছাওয়াল গীত গায় রামের গোচর।
দুই ভাই দেখি যেন রামের সোসর॥
কাঞ্চন আসনে বৈসে জটাবাকল ধারী।
রামের আকৃতি দেখি শিশু
চিনিতে না পারি॥
নানা রাগে গায় দুহেঁ রামায়ণ গীত।
রাক্ষস বানর সব্বলোক শুনে একচিত॥
নট রাগে সভাকারে করিল মোহিত।
রাগরাগিণীতে মূর্ত্তিমন্ত রামায়ণ গীত॥
*সভাখণ্ড বৈসা সভে করয়ে যুগতি।
রামের সমান দেখি দুই গায়ন আকৃতি॥
জটা বাকল ধরে দুহে এই মাত্র আন।
আকৃতিপ্রকৃতি দুহে রামের সমান॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর জিনি গীত মধুর শ্রবণ।
গীতে মোহিল দুহে সভাকার মন॥
শ্লোক ছন্দে গীত গায় বীণার সবদে।
নিশব্দে সকল লোক সুনে পদে পদে॥*
প্রথমত গায় গীত বিংশতি শিকলি।
বিংশতি অধ্যায় গাইয়া দুইজন গীত
সঙ্কলি॥
এক দিনের গীত শুনিয়া হইল সমাধান।
রাম বলেন গায়নেরে দেহ রত্ন দান॥
নানা অলংকার মালা সুগন্ধি চন্দন।
স্বর্ণ অলঙ্কার দিল অতি সুশোভন॥
রাম বলেন গীতের অনুরূপ নহে দান।
বস্ত্র অলংকার মালা কর পরিধান॥
দুই গায়ক বলেন মোরা ফলমূলে করি ভক্ষণ।
নানা রত্ন ধনে মোর কোন্ প্রয়োজন॥
মুনির সনে তপ করি ফলমূলে উদর ভরে।
তোমার ধনরত্ন রাখ লইয়া ভাণ্ডারে॥
রাম বলেন তোমা সভায় জিজ্ঞাসি কাহিনী।
কাহার কবিত্বগীত কহ দেখি শুনি॥
কোন্ অধ্যায় করিয়া কাহিনী কোন্ অবসান।
কোন্ কাহিনী ইহার কবিত্ব বাখান॥
শুনিলে কি পুণ্য হয় কি ফল ইহার।
আর কত গীত আছে কাব্যের ভিতর॥
কাব্যের বাখান শ্লোক কত ইহার সর্গ।
দুই ছাওয়াল লৈয়া রাম বুঝিছেন স্বর্গ॥

এত যদি জিজ্ঞাসিলেন সূর্য্যবংশের নাথ।
দুই ভাই কহিছেন যোড় করিয়া হাথ॥
চারিশত সহস্র শেলাক কাব্যের বাখান।
এগার শত সংহিতা সূত্র কাব্যের ব্যাখ্যান॥
যে জন শুনিতে ইচ্ছা করে অভিলাষ।
কোটি কল্প বৎসর সেই থাকে স্বর্গবাস॥
অপুত্রক শুনিলে ইহা পায় পুত্রবর।
এক কাণ্ড পুথি শুনিলে অশ্বমেধের ফল॥
তুমি অশ্বমেধ কৈলা অনেক যতনে।
অশ্বমেধের ফল পায় যদি রামায়ণ শুনে॥
তোমার জন্ম হইতে ষাটি সহস্র বৎসর।
অনাগত পুথি কৈল বাল্মীক মুনিবর॥
নাহি অবতার হইতে আগে কৈলা পোথা।
আদ্যকাণ্ডে আগে রাম তোমার জন্মকথা॥
অযোধ্যাকাণ্ডে রাম তুমি পাইবে ছত্রদণ্ড।
রাজ্য হারাইল তায় কেকয়ী পাষণ্ড॥
তোমার বাপ দশরথ স্ত্রীর কুর্পর।
স্ত্রীর কথায় তোমায় পাঠাইল বনের ভিতর॥
তোমা বনবাস দিয়া বুড়া রাজা মরে।
অরণ্যকাণ্ডে রাবণ সীতা হর্যা নিল ঘরে॥
দুই শোকে রাম তুমি পাইলা বড় তাপ।
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে তোমার হইল মিত্রলাভ॥
সুন্দরকাণ্ডে রাম তুমি কৈলা সেতুবন্ধ।
লঙ্কাকাণ্ডে সবংশে মারিলা দশস্কন্ধ॥
সীতার পরীক্ষা দিয়া রাজা কৈলা বিভীষণে।
পিতা সম্ভাষিয়া দেশে করিলা গমনে॥
অযোধ্যায় আস্যা হৈলা পৃথিবীর রাজা।
উত্তরকাণ্ডে পাল রাম লোকজনপ্রজা॥
দশ হাজার বৎসর করিলা লোকের পালন।
নয় হাজার বৎসর বুড়া রাজার মরণ॥
আর এক সহস্র বৎসর ছিল বুড়ার পরমাই।
চারিভাই মেলিয়া পাইলা বাপের পরমাই॥
এগারো হাজার বৎসর
করিবে লোকের পালন।
আট হাজার বৎসরে কৈলা সীতায় বর্জ্জন॥
দুর্ব্বাসা মুনি দ্বারে রহিবেন কোপে।
লক্ষ্মণ ভাই বর্জ্জিবে তুমি
সেই মুনির শাপে॥
স্বর্গবাসে যাইবে তুমি লইয়া সংসার।
ইহা বহি বাল্মীকি মুনি নাহি করেন আর॥
দুই ভাই গীত গাইল এক মাস।
উত্তরকাণ্ড রচিলা পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥

রাম বলেন তোমা সভায় জিজ্ঞাসি কারণ।
কোন্ বংশে জন্ম তোমারা কাহার নন্দন॥
সকল জানেন লবকুশ বাপের তরে চিনে।
ছলে পরিচয় করে শিশু দুইজনে॥
বাপেরে না চিনি মোরা
মায়ের নাম সীতা।
বাল্মীকির শিষ্য মোরা নাহি চিনি পিতা॥
এত পরিচয় যদি কৈল দুইজন।
দুই পুত্র কোলে করি রামের ক্রন্দন॥
আর বিভা নাহি করি নাহিক সন্ততি।
বিনা দোষে বর্জ্জিয়াছি তিন ব্যকতি॥
রাম বলেন মুনি তুমি অন্তর্যামী।
ভূত ভবিষ্যৎ কথা সভ জান তুমি॥
এ সভ বৃত্তান্ত মুনি না বলিলা মোরে।
পরীক্ষা দিয়া সীতায় তবে আনিতাম ঘরে॥
যত লোক আসিয়াছে যত নাহি আইসে।
সীতার পরীক্ষা শুন্যা ধায়্যা সবে আইসে॥
স্ত্রী পুরুষে ধায়্যা আইসে সকল সংসার।
বুড়া শিশু কানা খোড়া কৈল আগুসার॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায়্যা আসে স্ত্রী গর্ব্ভবতী।
লজ্জা ভয় তেজিয়া আইসে কুলের যুবতী॥
কুলবধূ যত আছে রাজার কুমারী।
সীতার পরীক্ষা শুন্যা কাঁদে
যত অন্তঃপুরের নারী॥
কেহো খসাইয়া ফেলে পায়ের নূপুর।
ভূমে লোটাইয়া কেহো কাঁদয়ে প্রচুর॥
কাহার বন্দে রঘুনাথ হেন কর্ম্ম করে।
পরীক্ষা দিতে সীতা আনে সভার ভিতরে॥
শাশুড়ি সভের পায় ধরি কহে বহুগণ।
রঘুনাথের তরে গিয়া বুঝাও তিনজন॥
তিনজন গেল তখন রঘুনাথের স্থানে।
রামের তরে বুঝায় তারা বিবিধ বিধানে॥
একবার পরীক্ষা দিলা সাগরের পার।
পুনর্ব্বার পরীক্ষা দেও এ কোন্ বিচার॥
জনক রাজার গৌরব রাখিতো তোমার বাপ।
হেন রাজার মনে তুমি কেন দেহ তাপ॥
সীতা আনিয়া রাম করাও গৃহপ্রবেশ।
হরিষ হৈয়া জনক রাজা যান আপন দেশ॥
রাম বলেন জনক রাজার না করি অনুরোধ।
পরীক্ষা বিনে সংসার লোক না পায় প্রবোধ॥
রাজা হৈয়া আপন স্ত্রী আমি না করি বিচার।
আমার অবিচারে নষ্ট হইবে সংসার॥

এত যদি রঘুনাথ বলিলা নিষ্ঠুর।
কাঁদিয়া তিনজন গেলা নিজ অন্তঃপুর॥
রাম বলেন শুন বলি বাল্মীকি মুনি।
শীঘ্রগতি নিজ দেশে চলহ আপনি॥
রথ লৈয়া তোমার সনে চলুক সারথি।
রথে করি সীতায় কালি আনিবে শীঘ্রগতি॥
এত শুনি মুনি রামের আজ্ঞা পায়্যা।
নিজ স্থানে গেলা মুনি সারথি লৈয়া॥
মুনি বলেন মোর বচন শুন দেবী সীতা।
পূর্ব্ব নির্ব্বন্ধ তোমার করিল বিধাতা॥
রঘুনাথের আজ্ঞা দেশে করহ গমন।
পরীক্ষা দেখিতে আস্যাছে ত্রিভুবন॥
*মুনির ঠাঁঞি এত শুনি সীতা ঠাকুরানী।
ধারা শ্রাবণ যেন সীতার চক্ষে পড়ে পানি॥*
মুনি সভার বহু ঝি গুণেতে আগলি।
তাহা সভার ঠাঁঞি সীতা
করেন কোলাকোলি॥
মুনিপত্নীর তরে সীতা করেন নমস্কার।
মেলানি করিলাম মাতা না দেখিব আর॥
মুনিপত্নী বলেন মা তুমি যাইবে কোথা।
বুকে শেল বাজিল মোর রহিল মনে ব্যথা॥
সীতা সীতা বলি আমি না ডাকিব আর।
সীতা দেবী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী অবতার॥
রথে চড়িয়া সীতা করহ গমন।
আর না শুনিব আমি মধুর বচন॥
বাল্মীকির দেশেতে উঠিল ক্রন্দন।
মাথায় হাথ দিয়া কাঁদে যত লোকজন॥
মাথায় হাথে কাঁদে লোক
লক্ষ্মী ছাড়িলা দেশ।
অযোধ্যায় গিয়া সীতা করিল প্রবেশ॥
ত্রিভুবনের যত লোক আইল সত্বর।
হেন কালে গেল রথ বাড়ির ভিতর॥
সভার ভিতর সীতা রথে হইতে উলি।
বিদ্যুতের ছটা যেন পড়িছে বিজুলি॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল বসিয়াছে ত্রিভুবন।
স্ত্রী পুরুষ অযোধ্যায় যত পুরীজন॥
দেব গন্ধর্ব্ব যত দেখিয়া বিস্মিত।
সীতার রূপ দেখ্যা সভে হইলা চিন্তিত॥
আছুক অন্যের কাজ যত মুনিগণ।
সীতার রূপ দেখিয়া সভে হইল অচেতন॥
রামের চরণ সীতা দড় করিল মনে।
কান্দ্যা বাল্মীকি বলে রঘুনাথের স্থানে॥

চ্যবনের পুত্র আমি বাল্মীকি ঋষি।
অনেক তপস্যা আমি করিলু উপবাসী॥
তপে জন্ম গেল আমার মিথ্যা নাহি বলি
মিথ্যা কথা কৈলে হয় সভ পুণ্য কালী।
অগ্নিশুদ্ধা সীতা দেবী এড় কার ডরে।
আমি জানি পাপ নাহি সীতার শরীরে॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি জানি দন্ডমাত্র।
আমি জানি পাপ নাহি সীতার শরীর পবিত্র॥
আপনার ঘরে লও সীতা করিয়া বিচার।
লবকুশ দুই পুত্র সীতার কুমার॥
আমার বচন তুমি না করিহ আন।
দুই পুত্র সীতা তুমি লহ আপন স্থান॥
যোড় হাথ করিয়া রাম মুনির তরে বলে।
সীতার চরিত্র আমি জানি ভালে ভালে॥
আমি জানি সীতার শরীরে নাহি পাপ।
বিধাতার নির্ব্বন্ধ সীতায় লোকে দেয় তাপ॥
আর কিছু মহামুনি না বলিহ মোরে।
আরবার পরীক্ষা দিব লোকচর্চ্চার ডরে॥
রাম বলেন সীতা শুন আমার বচন।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল এই দেখ ত্রিভুবন॥
আরবার পরীক্ষা লহ ত্রিভুবনের আগে।
পরীক্ষায় ত্রিভুবন বিস্ময় যেন দেখে॥
সীতা বলেন প্রভু মোর কি সাধ জীবনে।
অগ্নিকুন্ড করিয়া মরি তোমা বিদ্যমানে॥
শ্বশুরকুলে বাপকুলে রহিতে নাহি স্থান।
অগ্নিপরীক্ষা দিয়া মোর কর অপমান॥
কুলের বহুয়ারি তারা আছে সভে ঘরে।
বারে বারে সীতা আইসে সভার ভিতরে॥
বেশ্যা নারীর ন্যায় মোরে করিলা ব্যবহার।
পরীক্ষা দিতে সভার ভিতর আন বারবার॥
সর্ব্বগুণে ধর রাম বিচারে পণ্ডিত।
বর্জ্জিয়া পরীক্ষা দিতে নহে ত উচিত॥
অদেখা হই আমি ঘাচিব জঞ্জাল।
সংসারেতে সাধ নাহি যাইব পাতাল॥
আজি হইতে ঘাচুক প্রভুর লজ্জাদুখ।
আর নাহি দেখ যেন এ পাপিনীর মুখ॥
তোমার বিদ্যমানে প্রভু মরিব পরাণে।
মেলানি মাগিল সীতা তোমার চরণে॥
একবার পরীক্ষা দিলা দেব বিদ্যমানে।
দেবগণে যে বলিলা শুনিলা শ্রবণে॥
ঘরে আনিয়া মোরে কর উপহাস।
একবার পরীক্ষা দিলা আর বনবাস॥

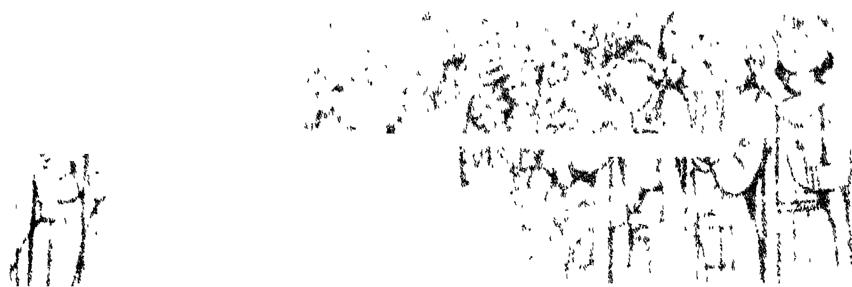
রাজার মহারানী হৈয়া মুনিপাড়ায় বসি।
ফলমূল খাই নিত্য মুনির মত তপস্বী॥
জন্মে জন্মে রঘুনাথ তুমি হৈও পতি।
আর কোন যুগে যেন না কর এমন দুর্গতি॥
আমায় তোমায় বিচ্ছেদ নাহি কোন কালে।
জন্মজন্মান্তরে রাম হৈও আমার ঈশ্বরে॥
সীতার বচন যত শুনে সর্ব্বলোকে।
লজ্জায় কাতরা সীতা পৃথিবীরে ডাকে॥
আর মুখ দেখাইতে মা বড় লজ্জা বাসি।
হেন মনে করি আমি তোমায় প্রবেশি॥
মা হৈয়া পৃথিবী ঝিয়ের ঘুচাও লাজ।
ঝির দুঃখ ঘুচাইতে মায়ের কত বড় কাজ॥
কত দুঃখ সহিবেক অবলার প্রাণে।
সেবা করিয়া থাকি যেন তোমার চরণে॥
অশেষ প্রকারে সীতা পৃথিবীকে করেন স্তুতি।
পাতালে থাকিব মা তোমার সংহতি॥
কাতর হইয়া সীতা ডাকিল করুণে।
সপ্ত পাতালে থাকিয়া পৃথিবী তাহা শুনে॥
সীতা লইতে পৃথিবী হইলা আগুসার।
সপ্ত পাতাল ভেদিয়া হইল এক দুয়ার॥
আচম্বিতে উঠিল সোনার সিংহাসন।
দশ দিগ্ আলো করে মর্ত্ত্য ভুবন॥
হার কেয়ূর আর দিব্য বস্ত্র পরিধান।
মূর্ত্তি ধরিয়া পৃথিবী উঠিলা সভা বিদ্যমান॥
ঝি বলিয়া পৃথিবী সীতার ধরেন হাথে।
কোলেতে করিয়া সীতা তুলিল লৈয়া রথে॥
অগ্নিপরীক্ষা দিয়া তোমা করেন অপমান।
লোক লৈয়া থাকুন রাম তুমি আইস মোর স্থান॥
লোকজন লৈয়া রাম করুন ঠাকুরাল।
মায়ে ঝিয়ে আমরা গিয়া থাকিব পাতাল॥
পৃথিবীর বচন যত শুনিলা সর্ব্ব লোকে।
চক্ষুর লোহে তিতে লোক সংসার শূন্য দেখে॥
চক্ষুর কোণে না দেখেন সীতা আপন ছাওয়ালে।
রামেব চরণ দেখ্যা সীতা সাঁধাল পাতালে॥
সীতা পাতাল যাইতে রাম সীতার চুলে ধরি।
হাথে চুল রহিল সীতা গেলা পাতালপুরী॥

রামের ক্রন্দন তখন উঠিল অপার।
হাহাকার শব্দ করে সকল সংসার॥
কামনা করিয়া ইহা শুনে যেই লোকে।
সীতার চরিত্র শুনিলে তার পাপ নাহি থাকে॥
কৃত্তিবাস গাইল গীত অমৃতের সার।
উত্তরকাণ্ড রচিল সীতা গেলেন পাতাল॥

বার্ত্তা পায়্যা লবকুশ হাথের ফেলে বীণা।
ভূমে লোটাইয়া কাঁদে ভাই দুইজনা॥
দয়া ছাড়িয়া মা গেলা পাতালপুরী।
আমা দুহাঁর তরে মা হইলা নিঠুরি॥
বিস্তর দুঃখ পায়্যা মা গেলা তো পাতাল।
অনাথ করিয়া মা দুইজন ছাওয়াল॥
পুত্রের ক্রন্দনে রাম হইলা কাতর।
অন্তঃপুরে পাঠাইল মায়ের গোচর॥
কৌশল্যা সুমিত্রা আর রাণী তো কেকয়ী।
লবকুশ লৈয়া রোদন করেন সভাই॥
মা হৈয়া সীতা তোমা দুই ভাইর হইল দারুণ।
হেন মায়ের তরে কেন করহ ক্রন্দন॥
মায়ের তরে দেখা নাই গেলা দূর দেশ।
তোমরা দুভাই বট সভার সন্দেশ॥
কোন জন প্রবোধিতে না পারে সীতার বালা।
যতেক খুড়িমা তারা প্রবোধিতে গেলা॥
বিধাতার নির্ব্বন্ধ সীতার কর্ম্মফল।
এত সম্পদ এড়িয়া সীতা গেলা তো পাতাল॥
এক মা আছিলা তোমার জনকনন্দিনী।
আমরা সভ আছি তোমার তিন জননী॥
মায়ের সনে বাপু আর নহিবে দরশন।
আমা সভা দেখি বাপু সম্বর ক্রন্দন॥
দুই ভাইর চক্ষুর জলে তিতিল মেদিনী।
প্রবোধিতে নারিলেন তিন ঠাকুরাণী॥
রামের তিন ভাই গেলা প্রবোধ করিবারে।
স্ত্রীগণ আড়ালে গেলা ঘরের ভিতরে॥
ভরত লক্ষ্মণ আর বীর শত্রুঘ্ন।
তিন খুড়া ভাইপোয় দেন প্রবোধ বচন॥
*আমা সভার মাতা সব পরম সুন্দরী।
সোহাগে আগলি তারা রূপে বিদ্যাধরী॥*
হেন মায়ের স্নেহ মোহ আমরা পাসরিলাম মনে।
অল্পকালে তপস্বী হইলাম চারিজনে॥

ত্রিভুবনের নাথ রাম পরম মহাবীর।
হেন জনার পুত্র হৈয়া কেন হইলা অস্থির॥
কালি পরশু তোমার বাপ
তোমায় করিবেন রাজা।
অস্থির হইলে কেমনে পালিবে লোক প্রজা॥
ভগীরথ আনিলেন গঙ্গা ভাগীরথী।
তোমার বাপ বিভা কৈলেন সীতা হেন সতী॥
এই দুই কর্ম্ম থাকিল কুলের ঘোষণ।
হেন হরিষে বিষাদ কর কিসের কারণ॥
সীতা মা ধন্যা তোমার কাঁদ কেন দুঃখে।
মরিয়া জিলেন সীতা
কবিত্ব তোমার মুখে॥
সংসার মোহিত করিএ লোকে ঘোষিত।
গাইবে ত্রিভুবনে লোক সীতার চরিত॥
চারিযুগে থাকিবেক গীতের খেয়াতি।
সীতার চরিত্র শুনিলে অন্য স্ত্রী হইবেক
সতী॥
ভাইপোয়ের তরে খুড়া দিলেন পাতিয়ান।
সীতার তরে কাঁদেন সভে করিয়া ধেয়ান॥
রাম বলেন সীতা হেন স্ত্রী হারাইলু সভা
বিদ্যমানে।
কি করিবে রাজ্যভোগ সীতার বিহনে॥
আমার অগোচরে সীতা হরিল রাবণে।
সবংশে মরিল সেই আমার বাণে॥
মোর বিদ্যমানে সীতা পৃথিবী কৈলা চুরি।
পৃথিবী কাটিয়া আনিব সীতা তো সুন্দরী॥
যজ্ঞ করিতে জনক রাজা যজ্ঞভূমি চসে।
পৃথিবী হইতে সীতা উপজিল চাসে॥
চাসভূমিতে হইল সীতার জন্মের অনুবন্ধ।
তে কারণে পৃথিবী সনে শাশুড়ি সম্বন্ধ॥
রঘুনাথ বলেন শাশুড়ি গর্ব্বিতা।
আমায় দুঃখ না দিও বাহির কর্য়া দেহ সীতা॥
যোড় হাথ করিয়া রাম বলেন নিরন্তর।
তথাপি পৃথিবী দেবী না দেন উত্তর॥
যোড় হাথ করিয়া রাম বিনয়বাক্য বলে।
উত্তর না পায়্যা রাম অধিক কোপে জ্বলে॥
রাম বলেন লক্ষ্মণ আন ঝাট ধনুকবাণ।
পৃথিবী কাটিয়া আজি করিব খান খান॥
শাশুড়ি হৈয়া জামাই মনের দুঃখে পুড়ি।
কোথার পৃথিবী তুমি কোথার শাশুড়ি॥
ঝি নিতে যখন তুমি কৈলা আগুসার।
তখনি পাঠাইতাম তোমায় যমের দুয়ার॥

রামের কোপ দেখিয়া ব্রহ্মা চিন্তিত হইলা
মনে।
আপনি আইলা ব্রহ্মা রাম বিদ্যমানে॥
ব্রহ্মা বলেন রাম তুমি বিষ্ণু অবতার।
বাল্মীকি মুনি কবিত্ব কৈল বিদিত সংসার।
জন্ম হইতে যত কথা তোমার চরিত।
অবতার না হইতে মুনি করিল কবিত্ব॥
ভূত ভবিষ্যৎ কথা মুনি
তপঃফলে জানে।
সকল পাপ খণ্ডে তোমার নাম শ্রবণে॥
আদি কবি বাল্মীকি কৈল রামায়ণ।
শুনি পাপক্ষয় হয় দুঃখ বিমোচন॥
আপনি রাম বিষ্ণু তুমি ত্রৈলোক্য ঈশ্বর।
পৃথিবী পালিলা তুমি গুণের সাগর॥
অনাথের নাথ তুমি পৃথিবীর পতি।
পৃথিবী কাটিয়া কেন থুইবে খেয়াতি॥
তোমায় স্মরণ কৈলে পাপ নাহি থাকে।
আপনি বিকল হইলে এক স্ত্রীর শোকে॥
ব্রহ্মা আদি যত দেবতাগণ ঘুষি।
ব্রহ্মা আদি সকলে রামায়ণ শুনিতে বসি॥
দেবগণ মুনিগণ বসিল কৌতুকে।
কৌতুকে রামায়ণ শুনে সর্ব্বলোকে॥
বাল্মীকির কবিত্ব অদ্ভুত নির্ম্মাণ।
শুনিলে পাপ খণ্ডে
বৈকুণ্ঠে হয় স্থান॥
উত্তর রামায়ণে ব্রহ্মা রামেরে প্রবোধ করে।
হেন কালে পৃথিবী বলেন রামের তরে॥
আমার উপর কোপ রাম কর অকারণ।
কারো দোষ নাহি তোমার দৈবের লিখন॥
কোন্ দোষে মোর ঝিকে দিলা বনবাস।
বনবাস দিয়া কেন আন আপন পাশ॥
আমায় বধিয়া তুমি করিবে কোন্ কাজ।
বর্জ্জিয়া পরীক্ষা দিতে নাহি বাস লাজ॥
আমার ঘরে আসিয়া সীতা তিলেক নাহি
থাকে।
দিব্য মূর্ত্তি ধর্য়া সীতা সঞ্চরে তিন লোকে॥
বিষ্ণুর স্থানে গেলা হৈয়া লক্ষ্মী কমলা।
নাগলোকে সীতা সাঁধাইলা এক কলা॥
স্বর্গলোক নাগলোক পূজে তো দেবতা।
তার অংশে এক কলা হৈয়াছিলা সীতা॥
দৈবগতি সীতা সঞ্চরে তিন লোকে।
সীতার লাগি রঘুনাথ কাঁদ কেন শোকে॥





ইহলোকে সীতার সনে নহিবে দরশন।
বৈকুণ্ঠে বিষ্ণু লক্ষ্মী
হইবে মিলন॥
এতেক যদি রামের তরে বলিলা পৃথিবী।
রামের তরে বলেন বাল্মীকি মহাকবি॥
সীতা লাগিয়া যত দুঃখ পায়্যাছ তুমি চিতে।
কালি রামায়ণ শুনিবা তুমি ভালমতে॥
প্রভাত হইলে লবকুশ রামায়ণ গীত গায়।
সংগীত রামায়ণ শুনিয়াছে সভায়॥
যজ্ঞ অবশেষ গীত ছিল যেহ শেষে।
কৌতুকেতে রামায়ণ শুনে সর্ব্ব দেশে॥
কালপুরুষের সনে হইবে দরশন।
সংসার ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠে করি'ব গমন॥
হইবেক হেন কথা শুন্যা রাম চমকিত।
এড়াইতে না পারেন রাম দৈবের লিখিত॥
রামায়ণ শুনিয়া রাম
পাসরিলা সীতার শোক।
যজ্ঞ সাংগ কর্য়া রাম পাঠান সর্ব্বলোক॥
জনক রাজারে রাম করিলা স্তবন।
যজ্ঞের দক্ষিণা দিলা বহুমূল্যে ধন॥
ব্রাহ্মণের প্রীত হইল রঘুনাথের দানে।
মেলানি করিয়া চলে রাক্ষস বিভীষণে॥
সুগ্রীব অংগদ চলিল বীর হনুমান।
নল নীল কুমুদ আর জাম্বুবান॥
মেলানি করিয়া চলে পৃথিবীর যত রাজা।
নানা রত্নধনে রাম
সভার করেন পূজা॥
ব্রহ্মা আদি করিয়া যতেক দেবগণ।
যার যেবা স্থানে গেলা আপন ভবন॥
উত্তরকাণ্ড রামায়ণ অদ্ভুত নির্ম্মাণ।
কৃত্তিবাস রচিল গীত যজ্ঞ অবসান॥

সংসার শূন্য দেখেন রাম সীতার বিহনে।
চক্ষুর জল রঘুনাথের না ছাড়ে নয়নে॥
পাত্রমিত্র আদি সমস্ত ভাই সহোদর।
বিভা করিতে রামের তরে বুঝান নিরন্তর॥
স্থানে স্থানে আছে যত রাজার কুমারী।
বাপের ঘরে থাকিয়া তারা অনুমান করি॥
রামের প্রিয়া সীতা দেবী
গেলা তো পাতালে।
বিভা না করিয়া রাম থাকিবেন কতকালে॥
এখন বিভা রঘুনাথ করিবেন নিশ্চয়।
না জানি কোন্ পুণ্যবতী রামের মনে লয়॥
সীতা বৈ রঘুনাথের আর নাহি মনে।
সীতার শোকে রঘুনাথ
কাঁদেন রাত্রি দিনে॥
সোনার সীতা দেখিয়া রাম স্থির করেন মন।
অষ্টক্ষণ সোনার সীতা করেন নিরীক্ষণ॥
সীতা সীতা বলিয়া রাম ডাকেন নিরন্তর।
সীতা নহে রামেরে কে দিবে উত্তর॥
এক দৃষ্টে চাহেন রাম সোনার সীতার মুখ।
উত্তর না পায়্যা রামের অধিক বাড়ে দুখ॥
ত্রিভুবনের নাথ রাম হইলা বিকল।
রামের ক্রন্দনে পাত্রমিত্র কাঁদে তো সকল॥
কাঁদিতে কাঁদিতে রাম ছাড়িলা নিশ্বাস।
উত্তরকাণ্ডে রামের ক্রন্দন
রচিল কৃত্তিবাস॥

এগারো হাজার বৎসর রাম
কৈলা লোকের পালন।
পাত্রমিত্র সুখে আছে যত পুরীজন॥
কতো পাত্রমিত্র মৈল বয়েস অবসানে।
সকল ভাণ্ডার শূন্য হইল বহুতর দানে॥
কৌশল্যা কেকয়ী আর সুমিত্রা ঠাকুরাণী।
দশরথের প্রিয় স্ত্রী এই তিনজন জানি॥
আর যত মৈল রাজার সাত শত নারী।
স্বর্গে গিয়া রাজার সনে সুখে কেলি করি॥
পাত্রমিত্র লৈয়া রাম আছেন রাজে।
কেকয়ী সতার ব্রাহ্মণ আইল নানা সাজে॥
নমস্কার করিয়া রাম দিলেন আসন।
যোড় হাথ করিয়া রাম জিজ্ঞাসেন কারণ॥
রাম বলেন সম্বাদ কহ আমা সভার হিত।*
কোন্ বিশেষ কার্য্যে আইলা কহ ত্বরিত॥
এত যদি রঘুনাথ জিজ্ঞাসেন ব্রাহ্মণে।
যুধাজিতের কথা কহে রঘুনাথের স্থানে॥
লোমহর্ষ গন্ধর্ব্ব রাম সর্ব্বলোকে জানি।
তিন কোটি পুত্র তার সর্ব্বলোকে গণি॥
গন্ধর্ব্ব মারিলে রাম সেই দেশ বৈসে।
আপনি চলহ কিবা পুত্র
পাঠাও যেমনে আসে॥
ব্রাহ্মণের কথা শুনি রঘুনাথের হাস।
ভরতের দুই পুত্র আনিলা আপন পাশ॥

ভাস্কর পুষ্কর দুই ভাই সংগ্রামে পূজিত।
আপনার সৈন্য লৈয়া গিয়া
গন্ধর্ব্বে মারহ ত্বরিত॥
সৈন্য সামন্ত কটক সাজিল বিস্তর।
দুই পুত্র লৈয়া ভরত গেলা মামার ঘর॥
ভাগিনা দেখিয়া হরিষ যুধাজিত।
ভোজন শয়নে সভার করিলা পিরিত॥
প্রভাতে গন্ধর্ব্ব কটক সাজে ত্বরাতরি।
হাথে অস্ত্র করিয়া সভে আইসে রড়ারড়ি॥
দৃঢ় মুষ্টিতে গন্ধর্ব্ব এড়ে জাটি ঝকড়া।
অস্ত্রে বিন্ধিয়া পড়ে ভরতের হাথী ঘোড়া॥
সাতদিন যুদ্ধ হইল কারো নাহি জয়।
দেখিয়া দেবতাগণে লাগিল বিস্ময়॥
মরা নাহি যায় গন্ধর্ব্ব দেখিতে ভয়ংকর।
ব্রহ্ম অস্ত্র ভরত রাজা যুড়িল সত্বর॥
এক বাণে বন্দী হইল গন্ধর্ব্ব তিন কোটি।
বন্ধনের ঘায় মৈল করিয়া ছটফটী॥
এক বাণে তিন কোটি গন্ধর্ব্ব বিনাশ।
দেবতাগণ দেখিয়া তাহা লাগিল তরাস॥
ভাস্করে দিলেন রাম গন্ধর্ব্বের পুরী।
পুষ্কর দেশ বলিয়া পুষ্কর অধিকারী॥
পাঁচ বৎসর রহিয়া বসাইল সেই দেশ।
অযোধ্যায় আইলা ভরত শ্রীরামের দেশ॥
নানা রত্নধন দিয়া রামে করেন সম্ভাষণ।
গন্ধর্ব্ববধ শুনিয়া রাম হরিষ হইল মন॥
রাম বলেন রাজা যোগ্য লক্ষ্মণকুমার।*
দুই ভাইপোয়ে দেহ রাজ্য অধিকার॥
অংগদ আর চন্দ্রকেতু দুই সহোদর।
রামের আজ্ঞায় দুই ভাই হইল দণ্ডধর॥
অংগদেরে দিলা রাম মল্লদেশপুরী।
চন্দ্রকেতু হইল আসুর দেশের অধিকারী॥
শত্রুঘ্নের দুই পুত্র পরম সুন্দর।
সুবাহু শত্রুঘাতী দুই সহোদর॥
চারি কুমার চারি ঠাঁঞি পাইল
লোকজনপ্রজা।
শত্রুঘ্নের দুই পুত্র মধুপুরীর রাজা॥
লবকুশ পাইলা অযোধ্যা নন্দীগ্রাম।
জ্ঞাতিজনে অষ্ট রাজ্য দিলেন শ্রীরাম॥
এগারো হাজার বৎসর রাম করিলা রাজভোগ।
হেন অবতার নাহি হয় কোন যুগ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের গীত অমৃতে আমোদ।
উত্তরকাণ্ডে গাইল গীত সংগ্রাম প্রবোধ॥

কালপুরুষ আইল তবে সংসারবিনাশী।
অযোধ্যায় প্রবেশ করে হইয়া সন্ন্যাসী॥
প্রভাতে আসিয়া দ্বারে রহিলা লক্ষ্মণ।
হেন কালে কালপুরুষ আইল ততক্ষণ॥
কালপুরুষ বলে আমি ব্রহ্মার ব্রাহ্মণ।
রামের ঠাঁঞি কহ গিয়া আমার কথন॥
রামের ঠাঁঞি লক্ষ্মণ বীর গেলেন সম্ভ্রমে।
যোড় হাথে বার্ত্তা কহে শুনেন শ্রীরামে॥
দুয়ারে ব্রহ্মার দূত আইল আচম্বিত।
আজ্ঞা কর রঘুনাথ আনিতে উচিত॥
রাম বলেন ঝাট আন করিয়া পুরস্কার।
আমার আগে ব্রহ্মার দূত কৈল আগুসার॥
রঘুনাথের আজ্ঞা পায়্যা লক্ষ্মণ সত্বর।
কাল লৈয়া গেলা রামের গোচর॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিলা রাম বসিতে আসন।
যোড় হাথে বলেন রাম কোন্ প্রয়োজন॥
*সন্ন্যাসী বলে ব্রহ্মা পাঠাইলা তব স্থান।
তাহার সম্বাদ কহেন কর অবধান॥*
কালপুরুষ বলে কি কহিব কারণ।
ব্রহ্মার সত্য তুমি যদি করহ পালন॥
তোমা আমা কথা কহিতে শুনে আর জন।
ব্রহ্মার আজ্ঞা তাহারে তুমি করিবে বর্জ্জন॥
ভাই ভাইপো শুনিলে মরিবে পরাণে।
সত্য কর ব্রহ্মার কথা কহি তোমার স্থানে॥
রাম বলেন ঝাট চল লক্ষ্মণ শুনিলা শ্রবণে।
সাবধানে রহিবা যেন কেহো না আসে এখানে॥
আছুক শুনিবার কাজ যদি দূরে হইতে
কেহো চায়।
আমার ঠাঁঞি লক্ষ্মণ তার জীবনসংশয়॥
এই সত্য করিলাম দূতের গোচর।
রামের বচন শুনিয়া লক্ষ্মণ চলিলা সত্বর॥
রাজদ্বারে দ্বারী হৈয়া রহিলা লক্ষ্মণ।
বিধাতার নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম না যায় খণ্ডন॥
কালপুরুষ সনে রাম করেন সম্ভাষণ।
সাবধানে বহির্দ্বারে আছেন লক্ষ্মণ॥
কালপুরুষ বলে আমি পরিচয় করি।
কালপুরুষরূপী যম আমি সৃষ্টি সংহারি॥
লোকরক্ষার কারণ তোমার অবতার।
ব্রহ্মার আজ্ঞায় তোমায় লইতে করিলাম
আগুসার॥
আমার তরে যে বিষয় দিয়াছ অধিকার।
কাল রূপে সংসার আমি করি তো সংহার॥

সংসারের যত লোক আমার দূতে আনে।
তোমা নিতে আমি আইলাম ব্রহ্মার বচনে॥
ব্রহ্মার বচন গোসাঞি কর অবধান।
সংসার কুড়াইয়া আইস আপনার স্থান॥
বৈকুণ্ঠবাসীর বাস আমার নগরে।
কামনা করয়ে তারা তোমা দেখিবারে॥
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া গোসাঞি
রহিলা তুমি মর্ত্ত্যে।
বৈকুণ্ঠে চলহ কি এখানে থাক যে লয় তব
চিত্তে॥
রাম বলেন কালপুরুষ শুনহ বচন।
সংসার কুড়াইয়া আমি করিব গমন॥
কালপুরুষের সনে রাম আছেন সম্ভাষণে।
ব্রহ্মার আজ্ঞায় দুর্ব্বাসা আইলা ততক্ষণে॥
সভা করিয়া লক্ষ্মণ বসিয়াছেন দুয়ারে।
মুনি বলে আমায় লহ
রামের গোচরে॥
লক্ষ্মণ বলেন খানিক ক্ষমা কর মনে।
ব্রহ্মার দূতের সনে রাম আছেন সম্ভাষণে॥
আজ্ঞা কর আমি করি সেই প্রয়োজনে।
কুপিল দুর্ব্বাসা মুনি লক্ষ্মণের বচনে॥
লক্ষ্মণের ভিতে মুনি চাহেন কোপানলে।
দেখিয়া লক্ষ্মণ বীর হইল চঞ্চলে॥
দুর্ব্বাসা বলেন আমার শাপে কারো নাহিক
নিস্তার।
শাপে পোড়াইয়া অযোধ্যা করিব ছারখার॥
চারি ভাইর সন্ততি না থুইব এক অংশ।
দশরথ রাজারে আজি করিব নির্ব্বংশ॥
মুনির কোপ দেখ্যা লক্ষ্মণের হইল ত্রাস।
আমার লাগিয়া কেন হৈবেক বাপের
বংশনাশ॥
এড়াইতে নারি আমি দৈবের লিখন।
রামের ঠাঞি হইবে মোর অবশ্য বর্জ্জন॥
বর্জ্জন মরণ দুই একই সোঁসর।
আমা লাগিয়া লোক কেন মজিবে সকল॥
আমি মরিতে সবে মরিবে একজন।
বাপের বংশ নাশ আমি করি কি কারণ॥
পূর্ব্ব কথা লক্ষ্মণের পড়িয়া গেল মনে।
আমার বর্জ্জন কথা
সুমন্ত কহিয়াছে মোর স্থানে॥
কালপুরুষ সনে রাম যখন কহেন কথা।
মুনি লৈয়া লক্ষ্মণ তখন লোঙাইল মাথা॥

হেন কালে কালপুরুষ মাগিল মেলানি।
মুনি প্রণমিয়া রাম দিলেন আসন পানি॥
যোড় হাথে বলেন রাম কোন্ প্রয়োজন।
দুর্ব্বাসা বলেন আমি করিব ভোজন॥
এক বৎসর আমি আছি অনাহার।
অন্ন ব্যঞ্জন মোরে দিবে নানা উপহার॥
অন্ন ব্যঞ্জন দিলা রাম অমৃত সমান।
ভোজন করিয়া তুষ্ট
হইলা মুনি গেলা নিজ স্থান॥
কালপুরুষের কথা রাম
ভাবেন মনে মনে।
কথা কহিতে আমার সনে দেখিল লক্ষ্মণে॥
সত্য লঙ্ঘন করি যদি বৃথা জীবন।
সত্য পালিলে হয় লক্ষ্মণবর্জ্জন॥
হৃদয়ে কাতর লক্ষ্মণ চক্ষুর পানি পড়ে।
অন্তরে দুঃখিত রাম ঘন শ্বাস এড়ে॥
ডরে কেহো নাহি বলে লক্ষ্মণবর্জ্জন।
কাতর হৈয়া আপনি বলেন লক্ষ্মণ॥
মায়া মোহ ছাড়িয়া আমায় করহ বর্জ্জন।
আমারে বর্জ্জিয়া তুমি কর সত্যের পালন॥
লক্ষ্মণের বোলে রাম অধিক বিকল।
বশিষ্ঠ আদি মুনি রাম আনিলা সকল॥
যেন মতে করিলা রাম সত্য বচন।
সভা বিদ্যমানে রাম কহিলা কারণ॥
মুনি সভে বলেন রাম কোপ না করিহ মনে।
সত্য যদি পালিবে তবে কি কার্য্য লক্ষ্মণে॥*
সত্য লঙ্ঘিলে বৃথায় জীবন।
সত্য পালিলে হয় লক্ষ্মণবর্জ্জন॥
লক্ষ্মণ বলে আমায়
বর্জ্জিয়া কর সত্য পালন।
লক্ষ্মণের বোলে রাম হইলা উন্মন॥
মুনি সভ বলেন সত্য লাগি
তোমার বাপ তোমায় উপেক্ষে।
সত্য লাগিয়া মৈল রাজা তোমা পুত্রশোকে॥
তোমা পুত্র বর্জ্জিতে রাজা
কারো নাহি মানে।
ভাই বর্জ্জিতে যুক্তি করহ সভার সনে॥
রাম হইতে অধিক নাম তোমার বাখান।
লক্ষ্মণ বর্জ্জিতে তুমি কি কর অনুমান॥
ছত্র দন্ড ধরিতে তোমার
হইল অধিবাস।
বাপের সত্য পালিতে তুমি গেলা বনবাস॥

অগ্নিশুদ্ধা সীতা এড়িলা পরম সুন্দরী।
সীতা ছাড়িয়া রাম রাজ্য কর ব্রহ্মচারী॥
এ সভ কার্য্য করিতে রাম মন্ত্রী নাহি আনি।
লক্ষ্মণ বর্জ্জিতে কেন যুক্তি অনুমানি॥
সভার ভিতরে বলেন রাম বর্জ্জিলাম লক্ষ্মণ।
তোমার সনে ভাই আর নাহি দরশন॥
হাথের বেত ছাড়েন লক্ষ্মণ গাযের অভরণ।
রামে প্রদক্ষিণ করিয়া চলিলা লক্ষ্মণ॥
পাত্রমিত্র প্রজাগণ পাছে আইল সকল দেশ।
সরযুর জলে লক্ষ্মণ করিলা প্রবেশ॥
নদীস্রোত বহে যেন অতি খরসান।
স্রোতে ল্যাবিয়া লক্ষ্মণ তেজিলা পরাণ॥
মানুষ দেহ ছাড়িয়া গেলা বৈকুণ্ঠপুরী।
বিষ্ণুর সমান হৈয়া দেবগণে নমস্করি॥
লক্ষ্মণের মনান দিল রঘুনাথের স্থানে।
মোহ গেলা রঘুনাথ লক্ষ্মণ মরণে॥
লক্ষ্মণের শোকে রাম কান্দেন রাত্রি দিনে।
লক্ষ্মণ বৈ রঘুনাথের আর নাহি মনে॥
আমা এড়িয়া কোথা গেলা ভাইরে লক্ষ্মণ।
তোমার বিহনে কেন আছয়ে জীবন॥
সীতারে বর্জ্জিলাম আমি লোক অপবাদে।
তোমারে বর্জ্জিলাম আমি কোন্ অপরাধে॥
লক্ষ্মণ বর্জ্জিয়া আমি কি করিব সংসার।
তোমা হেন ভাই আমি না পাইব আর॥
তোমার বিহনে আমি আছি তো কুশলে।
যেমন ধারা মৈল লক্ষ্মণ মরিব সেই জলে॥
যে দিগে লক্ষ্মণ গেলা সেই দিগে আমি চলি।
লক্ষ্মণ বলিযা রাম লোটাইয়া কান্দে ধূলি॥
লক্ষ্মণের শোকে রাম কাঁদেন বিস্তর।
ছত্র দণ্ড ধরিতে চান ভরতের উপর॥
ভরত রাজা হইতে রাম করিলা সম্বোধন।
ভরতেরে ডাকিয়া রাম কহেন বিধান॥
ভরত বলে রাম শুন আমার উত্তর।
শত্রুঘ্নের নিকট দূত পাঠাও সত্বর॥
ভরতের বচনে দূত পাঠাইলা ত্বরা।
তিন দিনে গিয়া দূত পাইল মথুরা॥
শত্রুঘ্নের স্থানে দূতে কথা কহে কানে।
সকল পৃথিবী স্বর্গ যাব প্রভু রামের সনে॥
ভরত আদি করিয়া যতেক পুরীজন।
রামের সনে স্বর্গ যাইতে করিবে গমন॥
লক্ষ্মণ বীর শরীর ছাড়িলা রামের বর্জ্জনে।
লক্ষ্মণের শোকে রাম চলিলা নিজ স্থানে॥

এত শুনিয়া শত্রুঘ্ন হেট কৈলা মাথা।
পাত্রমিত্র আনিয়া কহিলা সভ কথা॥
দুই পুত্রকে রাজ্য করিলা সমর্পণ।
অযোধ্যায় শত্রুঘ্ন করিলা গমন॥
সভা করিয়া রঘুনাথ বসিাছেন রাজস্থানে।
হেন কালে শত্রুঘ্ন গেলা সেইখানে॥
শত্রুঘ্ন করিলা রামের চরণ বন্দন।
শত্রুঘ্ন দেখিয়া রাম হরষিত মন॥
যোড় হাথে রামের তরে বলে সর্ব্বজন।
তোমার পাছে আমরা যাইব কমললোচন॥
তোমার জীবনে গোসাঞি সভাকার জীবন।
তোমার মরণে গোসাঞি সভার মরণ
এত শুনিয়া রঘুনাথ করেন অঙ্গীকার।
আমার সঙ্গে স্বর্গ চল

বাঞ্ছা যাহার॥

অযোধ্যার লোক সভ জীবনে ছাড়ে আশ।
রামের সঙ্গ সভে যাইবে স্বর্গবাস
রাম স্বর্গ যাইবেন বার্ত্তা গেল দেশে দেশে।
পৃথিবীর যত লোক ধায়া ধাযা আইসে॥
তিন কোটি রাক্ষস লৈয়া আইলা বিভীষণ।
আইলা সুগ্রীব রাজা লৈয়া বানরগণ॥
নল নীল সেনাপতি মন্ত্রী জাম্বুবান।
পবননন্দন আইলা বীর হনুমান॥
আর যত লোক ছিল পৃথিবী ভিতর।
দেশ ছাড়িয়া আইল লোক সকল॥
রামের সম্মুখে সভে আইলা শীঘ্রগতি।
যোড় হাথ করিয়া সভে রামেরে করে স্তুতি॥
কত বার ব্রহ্মার সনে হইল দরশন।
দেবগণ কতবার কৈলু সম্ভাষণ॥
গন্ধর্ব্বের গীত শুনিলাম অতি মনোহর।
বিদ্যাধরীর নাচ গোসাঞি দেখিলু বিস্তর॥
আমা সভার আছে গোসাঞি

এক অভিলাষ।

তোমার সঙ্গে আমরা যাইব স্বর্গবাস॥
পৃথিবীর যত লোক করে যোড় হাথ।
আমা সভা এড়িয়া স্বর্গে যাইবে রঘুনাথ॥
রাম বলেন বলি শুন পবননন্দন।
আমার সঙ্গে স্বর্গে তোমার নাহি প্রয়োজন॥
যাবৎ আমার নাম থাকিবে সংসারে।
চন্দ্র সূর্য্য যাবৎ প্রকাশ করিবে পৃথিবীরে॥
এত কাল হনুমান হইয়াছ অমর।
চারি যুগে অমর তুমি ব্রহ্মার আছে বর॥

হনুমান বলে স্বর্গে মোর নাহি অভিলাষ।
তোমার গুণ যথায় শুনি সেই স্বর্গবাস॥
এক প্রসাদ রঘুনাথ মাগি তোমার স্থানে।
তোমার গুণ নাম যেখানে করে
মোর স্বর্গ সেই স্থানে॥
হনুমানের তরে রাম দিলেন আলিঙ্গন।
সভাকারে প্রবোধ দিয়া রাম করিলা গমন॥
আমা ভক্ত হনুমান পরম সুস্থির।
যেই তুমি সেই আমি একই শরীর॥
সুগ্রীব অঙ্গদ আর ধার্ম্মিক বিভীষণ।
সভাকার তরে রাম দিলা আলিঙ্গন॥
রাক্ষস বানর সভ করয়ে ক্রন্দন।
সভাকারে প্রবোধ দিয়া করিলা গমন॥
যাত্রা করিয়া রঘুনাথ ছাড়িলা সংসার।
রাম গেলেন পৃথিবী হইল অন্ধকার॥
অযোধ্যা ছাড়িলা রাম হিমালয়ে গমন।
বশিষ্ঠ আদি করিয়া চলিলা
সকল মুনিগণ॥
অবধূত সন্ন্যাসী চলিল বিস্তর।
বৈশ্য ক্ষত্রিয় শূদ্র চলিল সকল॥
রাজ্যখণ্ড লইয়া ভরত কৈল আগুসার।
রামের পাছে লাগিয়া যায় সকল সংসার॥
হাথে লড়ি করিয়া আইল বুড়া খোড়া কাণ।
অন্তরীক্ষে যায় সে হইয়া মূর্ত্তিমান॥
স্থাবর জঙ্গম যত চলে রামের সনে।
গাছে পক্ষ নাহি রয় নাহি রহে বনে॥
রাজ্য ছাড়িয়া গেল হিমালয় পর্ব্বত।
রামের পাছে যায় লোক দুই মাসের পথ॥
রথ লইয়া ব্রহ্মা আপনি আইলা রাম নিতে।
বৈকুণ্ঠে আইস গোসাঞি রাজ্য সহিতে॥
অর্ব্বুদ কোটি রথ আইল সর্ব্বলোকে দেখে।
আকাশ যুড়িয়া রথ রহিল অন্তরীক্ষে॥
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ আইলা পবন।
রথের উপর রহিলা সভে উপর গগন॥
সুগন্ধি পুষ্পবৃষ্টি হয় দেবতা হরষিত।
বিদ্যাধরীগণ নাচে গন্ধর্ব্বে গায় গীত॥
গঙ্গা সম নদীর জল এক ঠাঞি রহে।
গঙ্গা এড়িয়া রঘুনাথ সরযূতে নাহে॥
পুর্ব্বপুরুষ মুক্ত হইল সরযূর জলে।
গঙ্গা ছাড়িয়া রঘুনাথ সরযূতে ওলে॥
স্বর্গে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ।
সরযূতে রঘুনাথ তেজিলা জীবন॥
মনুষ্য দেহ ছাড়িয়া গেলা নিজস্থান।
বৈকুণ্ঠেতে গিয়া বিষ্ণু হইলা মূর্ত্তিমান॥
রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন বীর।
বৈকুণ্ঠেতে গিয়া হইলা একই শরীর॥
অন্তরীক্ষে সীতা দেবী আছিলা আকাশে।
লক্ষ্মী সরস্বতী রূপে রহিলা বিষ্ণুপাশে॥
স্বর্গবাস করিবে লোক করিয়াছে মনে।
শান্ত লোক স্বর্গে থাকে না যায় খন্ডনে॥
রাম রাম বলিতে যদি মরয়ে চণ্ডাল।
শান্ত লোক স্বর্গে থাকে জন্ম নাহি আর॥
সকল লোক লৈয়া গেলা ব্রহ্মা বিষ্ণুর বচনে।
সম্পদ পায় লোক শ্রীরাম স্মরণে॥
সরযূর জল গভীর না হয় প্রমাণ।
হেন জল কাদা হই এক হাটু সমান॥
মৎস্য মকর সভ জলের উপর ভাসে।
শরীর ছাড়িয়া সভে গেলা স্বর্গবাসে॥
দিব্য শরীর ধরে সভে দিব্য বেশধারী।
শ্রীরামের প্রসাদে সভে গেলা স্বর্গপুরী॥
মরণকালে রাম নাম বলে যেইজন।
নিজ স্থানে স্থান দেন আপনি নারায়ণ॥
পৃথিবীর যত লোক গিয়া রহিল স্বর্গবাসে।
তাহা দেখিয়া ব্রহ্মা মনে মনো হাসে॥
চতুর্ম্মুখে ব্রহ্মা রামেরে কৈলা স্তুতি।
তোমা স্মরণে পাপ নষ্ট সে পায় মুকতি॥
আগম পুরাণ শাস্ত্র যতেক হয় গ্রন্থ।
সকল তোমার সৃষ্টি শুনহ অনন্ত॥
উত্তরকাণ্ডে গাইল রামের স্বর্গবাস।
অমৃততুল্য রামায়ণ রচিল কৃত্তিবাস॥
রঘুনাথের স্বর্গবাস শুনে যেইজন।
অখণ্ডিত মতি অন্তে স্বর্গেতে গমন॥
একচিত্ত হৈয়া লোক শুনে রামায়ণ।
সাধু লোকে শুনে ইহা করিয়া যতন॥

কৃত্তিবাস পণ্ডিত রাজপূজিত।
সর্ব্বপাপ হরে শুনিলে রামের চরিত॥

ইতি উত্তরকাণ্ডরামায়ণং সমাপ্তম্॥

দুরূহ ও অপ্রচলিত শব্দের অর্থ

অনুবন্ধ = জোগাড়
আওয়াস = আবাস, প্রাসাদ
আগলি = অগ্রবর্তী
আগু = অগ্র
আছুক = থাকুক
আম্রসার = আমের পল্লব
আলিস = আলস্য
উখড়িয়া = প্রতিহত ও উৎক্ষিপ্ত হয়ে
উঠানি = ১) উত্থান, ২) যুদ্ধোদ্যোগ
উভ = ঊর্ধ্ব
উভরড়ে = উপুড় হয়ে বেগে দৌড়োনো
উয়ারী = বৈঠকখানা
উড়ি = ধান্যবিশেষ
উফড়িয়া = উখড়িয়া দ্রঃ
এড়া = (ক্রিয়াপদ ; 'এড়িল' 'এড়িলেক' প্রভৃতি রূপে পাওয়া যায়) = ত্যাগ করা
কামান = ধনুক
কালরাত্রি = বিবাহের পরের রাত্রি
কোঙর = পুত্র
খাউ = খাউক
খাণ্ডা = খাঁড়া
খাম = থাম
খালিজুলি = খালজোল
খুলা (ক্রিয়াপদ ; 'খুলিল', 'খুলিয়া' প্রভৃতি রূপে পাওয়া যায়) = খোঁড়া
গাণ্ডি = ধনুক
গুয়া = সুপারি
গোসাঞিঃ = প্রভু
চাতর = চত্বর
চান্দয়া = চাঁদোয়া
চিয়াএত = চেতনে করতে
চেড়ি = দাসী
ছাওয়াল = শিশুপুত্র
ছামনি = ছাউনি
ছিণ্ডা (ক্রিয়াপদ; 'ছিণ্ডি', 'ছিণ্ডে' প্রভৃতি রূপে পাওয়া যায়) = ছেঁড়া
ভাত = যত
জাঠা ('যষ্ঠি' থেকে [illegible] = অস্ত্রবিশেষ
জাঠি = ঐ
জুঝার = যোদ্ধা
ঝকড়া = অস্ত্রবিশেষ
ঝাট = ঝটিতি, শীঘ্র
টোন = তূণ
ঠলি = বাধা
ঠাকুরাল = প্রভুত্ব
ঠাট = সৈন্য
ডহর ('হ্রদ' থেকে সৃষ্ট) = নিম্নভূমি
ঢোল = পরিহাস
তথি = তাতে
তরাতরি = তাড়াতাড়ি
তাচ্ছার = সেই ছার
তিতা (ক্রিয়াপদ ; 'তিতিল', 'তিতিলেক' প্রভৃতি রূপে মেলে) = ভেজা
তিহোঁ = তিনি
তুরিত = ত্বরিত, শীঘ্র
তোচ্ছার = তুই ছার
থুয়া (ক্রিয়াপদ, 'থুইল', 'থুইতে' প্রভৃতি রূপে মেলে) = রাখা
দড় = দৃঢ়
দাপনি = দর্পণ

দামা = দামামা

দুয়ারী = দ্বারী

দেয়ান = সভা

নাটই = লাট্টু

নিবড়ে = নিবৃত্ত হলে

নিয়ড় = নিকট

নেউটিয়া = নিবৃত্ত হয়ে

নেত = রেশমী কাপড়

নেহালে = দেখে

পরতেক = প্রত্যক্ষ

পরিহার = বর্জন, নমস্কার (কৃত্তিবাসী রামায়ণে 'নমস্কার করা' অর্থে 'পরিহার করা'র প্রয়োগ মেলে।)

পড়া = পটহ

পাছুড়ি = চাদর

পাট = পীঠ, রেশম

পাঠান্তর = আথান্তর (এই অর্থে শব্দটির প্রয়োগকে বিচিত্র বলতে হয়।)

পাষণ্ড করা, পাষণ্ড পাড়া = অনিষ্ট করা

পুনি = আবার

পাতিয়ান = আশ্বাস

পাত্যায় = প্রত্যয়

পুকারে = ডাকে

পূর্ণা = পূর্ণাহুতি

পেলা (ক্রিয়াপদ ; 'পেলিয়া', 'পেলিল' প্রভৃতি রূপে মেলে) = ফেলা

প্রতিআশ = প্রত্যাশা

ফাঁফর = দমবন্ধ

বঁড়াই = বড়াই

বন্দো = বন্দনা করি

বসোয়া = বৃষ

বাউ = বায়ু

বাএ = বাতাসে

বাগুড়ি = বড়

বালা = নারী, বালক

বাহুড়ে = ফিরে আসে

বিহন্দ = বহিঃখণ্ড, মহল

বুলে = ভ্রমণ করে

ভাঙ্গিল = ভঙ্গ দিল, পালাল

ভোক = ক্ষুধা

মাঝা = মধ্যদেশ

মুটকি = মুষ্টি

মুহরি = বাদ্যযন্ত্রবিশেষ

মেলানি = বিদায়

রড়ারড়ি = দৌড়াদৌড়ি

লড়া (ক্রিয়াপদ; 'লড়ে', 'লড়িল' প্রভৃতি রূপে মেলে) = নড়া, কাঁপা

লাগ = নৈকট্য

লাড়া (ক্রিয়াপদ ; 'লাড়ে', 'লাড়িল' প্রভৃতি রূপে মেলে) = নাড়া

লামা (ক্রিয়াপদ; 'লামে', 'লামিলা' প্রভৃতি রূপে মেলে = নামা

শাণা = বর্ম

শিকলি = শৃঙ্খল, পরিচ্ছেদ

শোষ = তৃষ্ণা

সম্বলি = সংবরণ করে

সতাই = সৎমা

সভ = সব

সয়চান = বাজপাখী

সাজন = সজ্জা

সাফল = সফল

সান্তায় = প্রবেশ করে

সোঁসর = সদৃশ

হঞা = হয়ে

হাত্যাস = শোক

হাথ = হাত

হুলা (ক্রিয়াপদ ; 'হুলে', 'হুলিল' প্রভৃতি রূপে মেলে) = হোম করা

হুলাহুলি = হুলুধ্বনি